শ্রীশ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্

[জ্ঞানামৃতসারসংহিতা]

পণ্ডিতপ্রবর—

শ্রীশ্রীরামশাস্ত্রি-শ্রীনির্ম্মলানন্দসরস্বতী-

কৃতাভ্যাং পাদটীকা-বঙ্গানুবাদাভ্যাং সমেতম্

—:-*-:—

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ-

এম-এ-পি-আর-এস-বিরুদভাজন-

প্রভুপাদ—

শ্রীকৃষ্ণগোপালগোস্বামিশাস্ত্রি-

কৃত-বিস্তৃত-ভূমিকয়া চ সম্বলিতম্

—*—

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ———

সার্দ্ধরূপ্যকপঞ্চকম্—৫।॰

ভূমিকা

বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। "ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্" *— এই ঋঙ্মন্ত্রেও বিষ্ণুদেবতার ত্রিলোকব্যাপী রূপের কল্পনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পূজা প্রচলিত ছিল। গয়ায় প্রচলিত বিষ্ণুপাদপূজা সম্বন্ধে যাস্ক তাঁহার 'নিরুক্তে' ঊর্ণবাভের যে বচন উল্লেখ করিয়াছেন উহা এইরূপ—"সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ" †। 'পাণিনিসূত্রে' ‡ বাসুদেবের উল্লেখ আছে এবং উহা যে উপাস্য বাসুদেবের পরিচায়ক তাহা পতঞ্জলি প্রণীত 'মহাভাষ্যে' স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্বীয় শিলালিপিগুলিও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনতার সাক্ষ্য দেয়। ঘোসুণ্ডি, নানাঘাট ও বেশনগরের প্রস্তরলিপি § হইতে প্রমাণিত হয় ভগবান্ বাসুদেবের পূজা খৃষ্টপূর্ব্ব অন্যূন তৃতীয় শতাব্দীর সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করে। তখন হইতেই উপাসকবৃন্দ ভাগবত আখ্যায় অভিহিত হয় এবং কালক্রমে 'গীতায়' সেই ভাগবতধর্ম্ম একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। পক্ষান্তরে আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনাকাণ্ডে যে ভক্তিধর্ম্মবিধির সূচনা দেখিতে পাই বৈষ্ণবাগমে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনতা

---

* ঋগ্বেদ ১, ২২, ১৭

† নিরুক্ত (দৈবতকাণ্ড)

‡ ৪, ৩, ৯৮

§ লুডার্স সম্পাদিত ব্রাহ্মীপ্রস্তরলিপির তালিকায় ৬, ৬৬৯ ও ১১১২ নং দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবাগম শাস্ত্রের মূল ইতিবৃত্ত নিরূপণ করা সুকঠিন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৈষ্ণবাগম দুই বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত—পঞ্চরাত্র ও বৈখানস।

বৈষ্ণবাগম—পঞ্চরাত্র ও বৈখানস সম্বন্ধে মহাভারতের প্রমাণ

'মহাভারতে'র শান্তিপর্ব্বে পঞ্চরাত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 'মহাভারতে'র উক্ত বিবরণ হইতে জানিতে পাই প্রপত্তিমার্গ বা একান্তিমার্গ পঞ্চরাত্র-মতের মূল প্রতিপাদ্য। উহাকে সাত্বতধর্ম্মও বলা হইয়া থাকে †। পঞ্চরাত্র বিধিমতে ভগবৎশরণাগতিই জীবের লক্ষ্য। বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানবশতঃ চিত্তভূমি পরিমার্জ্জিত হয় এবং তাহার ফলে আপনা হইতে ভগবৎশরণাগতি লাভ হয়। 'মহাভারতে' উল্লেখ আছে—

সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ।
জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রচরন্তি হি॥

(শান্তিপর্ব্ব, ৩৪৮।১)

পঞ্চরাত্রবিদো যে তু যথাক্রমপরা নৃপ।
একান্তভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ॥

(শান্তিপর্ব্ব, ৩৪৯।৭২)

পঞ্চরাত্রে শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অশুভকর্ম্মের অননুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। যমনিয়মের দ্বারা যোগী যেমন চিত্তভূমিকে নির্ব্বিকল্প সমাধির উপযুক্ত করিয়া তোলে পঞ্চরাত্রপন্থী সাধকও বৈধী ভক্তির অনুশীলনে তেমনি চিত্তভূমিকে বাসুদেব শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে একান্ত-ভাবনিষ্ঠ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করে; এবং এই জন্যই পঞ্চরাত্র-ধর্ম্মের সহিত একান্তিধর্ম্মের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'মহাভারতে'র নারায়ণীয় পর্ব্বে পঞ্চরাত্র ও একান্তিধর্ম্মের যে বিবরণ দেখিতে পাই তাহাতে উহাদের মধ্যে পরস্পর কোন ভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কালক্রমে কথঞ্চিৎ ভেদ প্রকাশ পায়। কারণ একান্তিধর্ম্মের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা

---

† 'বিষ্ণুপুরাণে' ৩, ১২ অধ্যায়ে যাদব ও বৃষ্ণিবংশের বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে অংশের পুত্রের নাম সাত্বত এবং তদনুসারে উহার বংশধরগণও সাত্বত নামে পরিচিত। অন্যান্য প্রমাণ হইতেও জানা যায় বৃষ্ণিবংশের পরিচায়করূপে সাত্বত শব্দের প্রয়োগ হইত এবং বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেবের উপাসনা হইতেই সাত্বতধর্ম্মের নামকরণ হইয়াছে।

'শ্রীভগবদ্গীতা'য় দৃষ্ট হয়, উহাতে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই বিহিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন পঞ্চরাত্রে বাসুদেবের, বিভিন্ন মূর্ত্তির উপাসনাও বিহিত ছিল। শাস্ত ও দাস্যভক্তিই পঞ্চরাত্র-ধর্ম্মের মূল সূত্র। রাগানুগাভক্তির সহিত ইহার সেরূপ কোন সম্পর্ক নাই।

বৈখানস-ধর্ম্ম অপেক্ষা পঞ্চরাত্র-ধর্ম্মের যে বিশেষ উৎকর্ষ আছে 'মহাভারতে' জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে বৈশম্পায়ন উহা স্পষ্ট বলিয়াছেন—

সহোপনিষদান্ বেদান্ যে বিপ্রাঃ সম্যগাস্থিতাঃ।
পঠন্তি বিধিমাস্থায় যে চাপি যতিধর্ম্মিণঃ।
তেভ্যো বিশিষ্টাং জানামি গতিমেকান্তিনাং নৃপ॥

(শান্তিপর্ব্ব, ৩৪৮।৫-৬)

পঞ্চরাত্র প্রতিপাদিত শরণাগতির যে পরিচয় আমরা পাই -উহা হইতে পঞ্চরাত্রকে প্রপত্তিমার্গের বিধিশাস্ত্রও বলা যাইতে পারে। 'হরিভক্তিবিলাস'ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবচনে সেই ষড়্বিধ শরণাগতির বিবরণ দৃষ্ট হয়:—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণস্তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥

—হরিভক্তিবিলাসধৃত (১১, ৪১৭) বৈষ্ণবতন্ত্রবচনম্।

পূর্ব্বের আলোচনায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনতা ও বৈষ্ণব-পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য মূল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিয়াছি। এক্ষণে পঞ্চরাত্রশব্দের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি লইয়া কিছু আলোচনা করিব। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভূত 'শতপথব্রাহ্মণে' পঞ্চরাত্রসত্রের উল্লেখ আছে। স্বয়ং নারায়ণপুরুষ সৃজনীশক্তির প্রচণ্ড আবেগে পঞ্চরাত্রসত্রে আত্মাহুতি দিয়া আপনার পঞ্চধা ভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। তিনি যথাক্রমে পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী এবং অর্চ্চা—এই পঞ্চ প্রকাশমূর্ত্তিতে রূপায়িত হইয়া বিশ্বসৃষ্টি বিধান করেন। 'শতপথ'বর্ণিত পঞ্চরাত্রসত্রের এই আখ্যায়িকা হইতে পঞ্চরাত্র সংজ্ঞাটী যে বৈষ্ণবাগমে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ পঞ্চরাত্র-

পঞ্চরাত্র-শব্দের অর্থ

সংহিতায় 'পর-বূ্যহ' প্রভৃতি তত্ত্বের একটা বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। পঞ্চরাত্রশাখার প্রাচীন গ্রন্থ 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতায়' * ইহা উল্লেখ আছে, যে স্বয়ং ভগবান্ পঞ্চরাত্রতন্ত্র রচনা করিয়া তাঁহার 'পর', 'ব্যূহ', 'বিভব' প্রভৃতি পঞ্চবিধ মূর্ত্তির তথ্য ও বিবরণ উহাতে প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে পঞ্চরাত্র শব্দের আরও নানাপ্রকার অর্থ আবিষ্কৃত হয়। শৈব, সৌর, শাক্ত, গাণপত্য ও পাশুপত—এই পঞ্চ মতবাদ যে বৈষ্ণবাগমের প্রভাসমুজ্জ্বল কিরণমঞ্জুষায় রাত্রির ন্যায় হীনপ্রভ হইয়াছিল তাহাই পঞ্চরাত্র। বাস্তবিক পঞ্চরাত্র মতবাদ প্রাচীন ভারতে যে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞান যাহা হইতে দূর হয়—এই অভিপ্রায়েও 'রাত্র' শব্দের অর্থে জ্ঞান বলা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য 'নারদপঞ্চরাত্রে' উক্ত হয়—

> রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
> তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
>
> (নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৪)

পঞ্চরাত্র সংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু যথাক্রমে পাঁচটী 'রাত্র' বা পাঁচটী জ্ঞানপ্রকরণে বিভক্ত—এবং সেই সেই বিভিন্ন প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চরাত্রধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে শাস্ত্রমত

পঞ্চরাত্র ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে 'মহাভারতে'র শান্তিপর্ব্বে † একটী বিবরণ দৃষ্ট হয়। উহাতে বর্ণিত আছে ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে ব্রহ্মা এই ধর্ম্ম লাভ করেন এবং যথাবিধি উহা প্রয়োগ করিবার পর তিনি বর্হিষৎ নামক মুনিবৃন্দকে এই শাস্ত্র শিক্ষা দেন। পরে ঋষিক্রমে উহা অবিকম্পন রাজার অধিগত হয়। কিন্তু তাঁহার সময়ে উক্ত শাস্ত্রতত্ত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। অবশেষে পদ্মযোনি ব্রহ্মা যখন সপ্তম জন্ম লাভ করিয়া অবতীর্ণ হন তখন স্বয়ং নারায়ণ পুনরায় ব্রহ্মার নিকটে এই ধর্ম্মের উপদেশ করেন। ব্রহ্মা হইতে

---

* একাদশ অধ্যায়ের অন্তিম ভাগ দ্রষ্টব্য।

৩৪৮।৪৪-৫২

পিতামহ, পিতামহ হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্য, আদিত্য হইতে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে মনু, মনু হইতে ইক্ষাকু এবং ইক্ষাকু হইতে সমগ্র জগতে উহা প্রচারিত হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যখন কালক্রমে প্রলয়ের করাল গ্রাসে নিপতিত হইবে তখন এই ধর্ম্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণে লীন হইবে।

সংশয়ী ঐতিহাসিক 'মহাভারতে'র এই প্রমাণের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিবেন না সত্য, কিন্তু উক্ত বিবরণ হইতে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে পঞ্চরাত্রোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম 'মহাভারত' রচনার বহুপূর্ব্ব হইতেই লোকসমাজে সমাদর লাভ করে এবং উহা যে ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম তাহাও অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষিত হয়।

পঞ্চরাত্র প্রভৃতি আগমশাস্ত্র যে ঈশ্বরপ্রণীত তাহা পঞ্চরাত্র সংহিতাগ্রন্থগুলির মধ্যে বহুস্থলে উল্লিখিত আছে। প্রাচীনকাল হইতেই

পঞ্চরাত্র প্রভৃতি আগমশাস্ত্রের প্রামাণ্য

আগমশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। দার্শনিক ব্যাখ্যাতৃগণ বেদের ন্যায় আগমশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থের প্রামাণ্য প্রকরণে জয়ন্তভট্ট পঞ্চরাত্রাদি আগমশাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিশেষ সুদৃঢ় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

যে চ বেদবিদামগ্র্যাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদয়ঃ।
প্রমাণমনুমন্যন্তে তেঽপি শৈবাদিদর্শনম্॥
পঞ্চরাত্রেঽপি তেনৈব প্রামাণ্যমুপবর্ণিতম্।
অপ্রামাণ্যনিমিত্তং হি নাস্তি তত্রাপি কিঞ্চন॥

(ন্যায়মঞ্জরী)

—যাঁহারা বেদবিত্তম মুনিগণ—সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ শৈবাদি দর্শন শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি নিজ গ্রন্থে পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য বিবৃত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া উহার অপ্রামাণ্য সাধক নিমিত্তও কিছু বিদ্যমান নাই।

জয়ন্তভট্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন—"ঈশ্বরকর্ত্তৃকত্বস্য তত্রাপি স্মৃত্যনুমানান্তরসিদ্ধত্বাৎ মূলান্তরস্য লোভমোহাদেঃ কল্পয়িতুমশক্যত্বাৎ"—পঞ্চরাত্র প্রভৃতি যে ঈশ্বর প্রণীত তাহার প্রমাণ এই যে স্মৃতির দ্বারা যেরূপ

শ্রুতি অনুমিত হয় সেইরূপ স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতির অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, পক্ষান্তরে লোভ মোহ বশতঃ কেহ যে ইহা প্রণয়ন করিযাছে—এইরূপ কোন প্রামাণ্য-বিরোধী মূলান্তরের কল্পনাও করা যায় না। বিশেষ করিয়া পঞ্চরাত্র প্রভৃতি আগমশাস্ত্রে যে বিষ্ণুর আরাধনোপায় বর্ণিত আছে উহা বেদবিরুদ্ধ নহে। কারণ বেদের বিষ্ণুসূক্তেই উহার বীজ নিহিত রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে পঞ্চরাত্রধর্ম্মের এতই প্রচার ছিল যে ইহার অন্তর্গত একশত আটখানি সংহিতাগ্রন্থের নাম পাওয়া যায় *। তন্মধ্যে যে কয়েকখানি অধুনা বিদ্যমান বলিয়া জানা গিয়াছে তন্মধ্যে ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, বাশিষ্ঠ, পরাশর, পারম, বৈশ্বামিত্র, ভারদ্বাজ, আগস্ত্য, অহির্বুধ্ন্য, সাত্বত ও নারদীয় প্রভৃতি পঞ্চরাত্র সংহিতার নাম উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চরাত্র সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

ডক্টর এফ্-ও-শ্রেডারের † মতে প্রাচীন পঞ্চরাত্র মতবাদ প্রথমতঃ উত্তরভারতে উদ্ভূত হয়। 'মহাভারতে' এবং পঞ্চরাত্র সংহিতায় কথিত শ্বেতদ্বীপের বিবরণ হইতে প্রতীতি হয় যে উহা ভারতের উত্তর প্রান্তভূমির বৃত্তান্ত। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে উত্তরভারতের সেই পঞ্চরাত্র মত দক্ষিণ ভারতে প্রভাব বিস্তার করে। দ্রাবিড় অঞ্চলে যে সকল পঞ্চরাত্র সংহিতা পাওয়া যায় তন্মধ্যে 'ঈশ্বরসংহিতা'র নাম উল্লেখযোগ্য। উহাতে 'তামিল বেদ' বা দ্রামিড়ীশ্রুতি অধ্যয়নের বিধি আছে। রামানুজের অধ্যাপক যমুনাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে 'ঈশ্বরসংহিতা' হইতে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং আগমশাস্ত্রকে তিনি পঞ্চমবেদরূপে প্রমাণ বলিয়াছেন। যমুনাচার্য্য খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিরোহিত হন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে তাঁহার দুই তিনশত বৎসর পূর্ব্বে 'ঈশ্বরসংহিতা' রচিত হয়। সুতরাং স্থূল হিসাবে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীকে দক্ষিণভারতীয় পঞ্চরাত্রসংহিতা রচনার ঊর্দ্ধতম প্রারম্ভকাল বলিয়া অনুমিত করা যায়। অবশ্য পঞ্চরাত্র পূজাপদ্ধতির প্রভাব এতদঞ্চলে মারাঠাপ্রদেশে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল।

* Tanjore Catalogue of Sanskrit MSS. Vol. XVIII.

† 'Introduction to the Pancaratra' by Dr. F. O. Schrader.

কাশ্মীরবাসী উৎপলবৈষ্ণব প্রণীত 'স্পন্দপ্রদীপিকা' গ্রন্থে যে সকল পঞ্চরাত্রসংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি যে উত্তরভারতে রচিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে জয়াখ্য, হংস, পরমেশ্বর, বৈহায়স, শ্রীকালপরা, নারদসংগ্রহ ও শ্রীসাত্বত প্রভৃতি পঞ্চরাত্র সংহিতার নাম দেখা যায়। উৎপলবৈষ্ণব ১০ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। অতএব তাঁহার অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও যে উক্ত উত্তর ভারতীয় সংহিতাগুলি রচিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তবে এই সময়ের পর হইতেই কাশ্মীর অঞ্চলে বৈষ্ণবমতের প্রাধান্য ক্রমে হ্রাস পায় এবং তথায় ত্রিক-শৈব মতের প্রাদুর্ভাব হয়।

আদি সংহিতাগ্রন্থ যে খৃষ্টপূর্ব্ব সময়ে রচিত হয় তাহা 'মহাভারতে'র প্রাচীন প্রমাণ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি। শিলালিপি প্রভৃতির প্রমাণে বাসুদেব পূজার যে বিবরণ পাই তাহাতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে পঞ্চরাত্র সংহিতা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু প্রাচীন সংহিতার প্রায় গ্রন্থই অধুনা বিলুপ্ত; উত্তর কালীন শাস্ত্রগ্রন্থে তাহারা কেবল নামমাত্র অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। প্রাচীন কালের অধুনা-লব্ধ সংহিতা গ্রন্থের মধ্যে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' 'মহাসনৎ-কুমারসংহিতা' 'বিষ্বক্সেনসংহিতা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে প্রাচীন ঋষিগণের নামে যে সংহিতাসমূহ প্রচলিত ছিল এবং কালক্রমে যাহা লুপ্ত হইয়াছে,—পরবর্ত্তী কালে রচিত অনেক গ্রন্থ তাঁহাদের নামে আরোপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে পরবর্ত্তী কালের সংহিতাগুলি এক একটী প্রাচীন সংহিতার বহুবিধ পরিশিষ্ট, অঙ্গ বা পরিপূরক গ্রন্থরূপে রচিত হইত। ইহার ফলে নামভেদ না থাকিলেও গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর পার্থক্য দেখা যায় এবং একই নামে পরিচিত প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন দুইটী বিভিন্ন গ্রন্থের সহিত পরস্পর ঐক্য দৃষ্ট হয় না।

যাহা হউক,—উপরের তথ্য বিবেচনায় পঞ্চরাত্র মতের সংহিতা-গুলিকে রচনাকালানুসারে যথাক্রমে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—
মূল উত্তর ভারতীয় প্রাচীন সংহিতা সমূহ (খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দী *

* আর, জি, ভাণ্ডারকর প্রণীত 'Vaisnavism, Saivism and Minor Religions Systems' গ্রন্থে ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত), দক্ষিণভারতীয় মধ্যযুগীয় সংহিতা সমূহ (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত), প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংহিতার শাখাভুক্ত উত্তর ও দক্ষিণভারতীয় অর্ব্বাচীন সংহিতাসমূহ (দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত)।

প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সংহিতায় আলোচ্য-বিষয়ের বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সংহিতাসমূহের আলোচ্য বিষয়বস্তুর ভেদ দৃষ্ট হয়। আদর্শ পঞ্চরাত্রসংহিতায় জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া ও চর্য্যা—এই চতুর্ব্বিধ আলোচ্য বিষয় স্থান পায়। ক্রিয়া বিষয়ক উপদেশ বলিতে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তির নির্ম্মাণ বা প্রতিষ্ঠাবিষয়ক আলোচনা এবং চর্য্যা উপদেশ অর্থে বৈষ্ণবের প্রাত্যহিক কৃত্য-কলাপ, উৎসব বা বর্ণাশ্রম সংক্রান্ত ধর্ম্মোপদেশ। সাধারণতঃ অনেক সংহিতাগ্রন্থেই একাধারে এই চারিটী বিষয়ের আলোচনা দৃষ্ট হয় না। পঞ্চরাত্র প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিধিপরতামূলক মতবাদ বিশেষ*। প্রধানতঃ ভক্তিভাব-নিষ্ঠিত চিত্তে বিবিধ বৈধ ক্রিয়াকলাপ সহকারে উপাস্য বাসুদেব বা নারায়ণের উপাসনাই উক্ত শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। সাত্বতবিধি (ক্রিয়ামার্গ) এবং একান্তিমার্গ—এই দুইটী কোন না কোন প্রকারে উহার সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একান্তিক ধর্ম্মের একদেবতাময়ী উপাসনা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে-ভাবে স্থাপিত হইয়াছে তাহার সহিত প্রাচীন পঞ্চরাত্র মতের অন্তর্ভুক্ত একান্তি-ধর্ম্মের কিছু প্রভেদ আছে। কারণ প্রাচীন পঞ্চরাত্র মতে নারায়ণ বা বাসুদেবের পঞ্চবিধ ব্যূহমূর্ত্তির উপাসনা বিধির একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল—এবিষয়ে আমরা পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। আবার প্রাচীন পঞ্চরাত্র গ্রন্থে গোপালকৃষ্ণ তত্ত্ব বা রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি উত্তরকালীন ভাগবত ধর্ম্মের তত্ত্ব ও উপাসনা দৃষ্ট হয় না। অতএব বিষয় বস্তুর এই বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় স্থূল পরিগণনায় পঞ্চরাত্র সংহিতা-গুলির প্রাচীনতা বা অর্ব্বাচীনতা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পঞ্চরাত্র মতের

* 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'—দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রতিই শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রণীত ভাষ্য গ্রন্থাদিতে গোপালকৃষ্ণ বা রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব স্থান পায় নাই।

পঞ্চরাত্রমত যে ভাগবতধর্ম্মমতের আদিম উৎস ইহাতে সন্দেহ নাই। আচার্য্য রামানুজ 'ব্রহ্মসূত্রের'* ভাষ্যে কয়েকখানি পঞ্চরাত্রসংহিতা গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করেন। 'পৌষ্কর', 'সাত্বত' ও 'পরমসংহিতা' হইতে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত। ভগবান্ বাসুদেবের পঞ্চবিধ উপাসনা-পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া শঙ্করাচার্য্যও 'ব্রহ্মসূত্রের'† ব্যাখ্যায় পঞ্চরাত্রমত অনুসারেই উক্ত উপাসনা বিবৃত করিয়াছেন।

পঞ্চরাত্রমতের সমাদর

পঞ্চবিধ উপাসনা পদ্ধতি যথা:—অভিগমন (অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ভগবন্নিষ্ঠ হইয়া মন্দিরে গমন), উপাদান (পূজোপচার সংগ্রহ), ইজ্যা বা অর্চ্চনা, স্বাধ্যায় বা মন্ত্রপাঠ, এবং যোগ। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—এই মন্ত্র বচন প্রাচীন পঞ্চরাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল মন্ত্র। অবশ্য পরবর্ত্তী সময়ে রসতত্ত্বের নূতন অথচ অফুরন্ত প্রবাহ বৈষ্ণবধর্ম্মকে বহুলাংশে সরস করিয়াছে। কালক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিষ্ঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে রাগানুগা ভক্তির বন্যা বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া পঞ্চরাত্র মতের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি নবধাভিন্না বৈধীভক্তির সাধনোপায়, তথা সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ব্যূহতত্ত্ব, ব্যূহান্তরতত্ত্ব, বিভব বা অবতারতত্ত্ব, শক্তি ও কালতত্ত্ব—এই সকল বৈষ্ণবতন্ত্র বিষয়ক ও দার্শনিক মত প্রাচীন পঞ্চরাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম উহাদিগকে বিশেষ সমাদর করিয়াছেন।

পঞ্চরাত্র ধর্ম্মমত ও তদন্তর্ভুক্ত সংহিতা বিষয়ে যথাসম্ভব আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আমাদের আলোচ্য 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। এই সংহিতাখানি সম্প্রতি বঙ্গানুবাদ সহ 'সংস্কৃত বুক ডিপো' হইতে প্রকাশিত হইল। ইহা 'এসিয়াটিক সোসাইটী অফ্ বেঙ্গল' (Asiatic Society of Bengal) কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। বোম্বাই হইতেও ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত

ইদানীন্তন প্রকাশিত নারদপঞ্চরাত্র বিবরণ

* ২, ২, ৩৯—৪২ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। † ২, ২, ৪২ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

হয়। এই গ্রন্থ খানির ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। 'নারদপঞ্চরাত্রের' এই সংহিতাখানকে 'জ্ঞানামৃতসার' বলা হয়। 'নারদপঞ্চরাত্র—ভরদ্বাজসংহিতা' নামক আর একখানি সংহিতা ১৮২৬ শকে বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রেষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। উহা চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং উহাতে বিশেষ করিয়া প্রপত্তিমার্গের লক্ষণবৃত্তান্ত ও ক্রিয়া-কলাপ পদ্ধতির বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। উহা 'জ্ঞানামৃতসার সংহিতা' হইতে ভিন্ন।

'নারদপঞ্চরাত্রের' প্রসিদ্ধি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত গ্রন্থাদি হইতেও প্রতিপন্ন হয়। 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে এই সংহিতা গ্রন্থ হইতে শ্লোক ও বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে 'নারদ-পঞ্চরাত্রে'র জিতেন্দ্র-স্তোত্র হইতে শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—ভক্তগণ শ্রীভগবানের করুণা ব্যতীত ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না *। ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশকল্পে 'নারদপঞ্চ-রাত্রের' নামোল্লেখে নিম্নোক্ত শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে—

নারদপঞ্চরাত্রের প্রামাণিকতা

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ †

আবার, শ্রীরূপগোস্বামিপাদের 'লঘুভাগবতামৃতে' পরাবস্থা প্রকরণে ‡ ভগবান অচ্যুতের ধ্যানভেদ বশতঃ রূপভেদের প্রামাণ্য খ্যাপনে 'নারদপঞ্চরাত্রের' বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। অবশ্য শ্রীল রূপগোস্বামি-ধৃত এই তিনটী শ্লোক বর্ত্তমান প্রকাশিত 'নারদপঞ্চরাত্রে' বা 'নারদপঞ্চরাত্র-ভরদ্বাজসংহিতায়' অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না। শ্রুতিবিদ্যাসংবাদ নামে একটি পৃথক্ পরিচ্ছেদ 'নারদপঞ্চরাত্রের' অন্তর্ভুক্ত বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু এই গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। শ্রুতিবিদ্যাসংবাদ পরিচ্ছেদটী

* পূর্ব্ববিভাগ ২য় লহরী ১৩ শ্লোকাঙ্কে উদ্ধৃত (অচ্যুতগ্রন্থমালা সংস্করণ, পৃঃ ৩৭)—শ্লোকাংশ যথাঃ—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন।

† ঐ, ১১ শ্লোকাঙ্কে উদ্ধৃত (অচ্যুত গ্রন্থমালা সংস্করণ, পৃঃ ১২)

‡ ১৭৭ শ্লোকে। শ্লোকটী এইরূপ :—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥

বর্ত্তমান গ্রন্থে না পাওয়ায় বৈষ্ণবশাস্ত্রব্যসনী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভূমিকা-লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক পত্র দিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনার নিমিত্ত লেখককে অনুরোধ করিয়াছেন।

'নারদপঞ্চরাত্র' হইতে গৃহীত উক্ত শ্লোক বা বিষয়বস্তু অধুনা প্রকাশিত সংস্করণে তথা এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণে যে দৃষ্ট হয় না তাহার কারণ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করিতে গেলে প্রথমতঃ আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে পঞ্চরাত্রসাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডারের অনেক সম্পদ্ আমরা হারাইয়াছি। আবার একই ঋষিপ্রোক্ত সংহিতার সাম্প্রদায়িক ধারাক্রমে পরবর্ত্তীকালে তন্নামধেয় একাধিক সংহিতা-গ্রন্থেরও আবির্ভাব হইয়াছে। পক্ষান্তরে ছিন্ন, উৎসন্ন ও প্রকীর্ণ প্রাচীন বিষয়বস্তুর পুনরুদ্ধার কল্পে রচিত অর্ব্বাচীন গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে। আবার মূল সংহিতাগ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া একই নামে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত উত্তরকালীন পঞ্চরাত্রগ্রন্থও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রবন্ধের সূচনাতেই এই তথ্যের প্রতি সঙ্কেত করিয়াছি। অতএব 'নারদপঞ্চরাত্র' নামীয় গ্রন্থ হইতে ইতস্ততঃ উদ্ধৃত বিবরণ বা শ্লোকের সহিত বর্ত্তমান গ্রন্থের সঙ্গতি দৃষ্ট না হইলে বুঝিতে হইবে একই নামে অভিহিত অন্য 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থ হইতে উহারা উদ্ধৃত। পক্ষান্তরে ইহাও মনে রাখা উচিত—সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র বা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ইতস্ততঃ উদ্ধৃত শ্লোকপ্রভৃতির মূল সূত্র যে সব সময়ে পাওয়া যায় না তাহার সাধারণতঃ দুইটী কারণ থাকিতে পারে। উদ্ধৃত শ্লোকমাত্রেই যে ঠিক আকর গ্রন্থ দেখিয়া উহা উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহা সর্ব্বতোভাবে বলা যায় না। সম্প্রদায় পরম্পরায় বা স্মৃতি পরম্পরায় অথবা কিংবদন্তী হইতেও অনেকস্থলে শ্লোক উল্লিখিত হয়। ইহাতে এক গ্রন্থের শ্লোক অন্য গ্রন্থে আরোপিত হইবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় কারণ এই—একই প্রাচীন ঋষির নামে বিভিন্ন সময়ে রচিত শাখাগ্রন্থ বা পরিশিষ্টগ্রন্থ প্রভৃতির বাহুল্যবশতঃও গোলমালের সম্ভাবনা আছে।

যাহাই হউক না কেন,—ব্যুহতত্ত্ব প্রভৃতি প্রাচীন পঞ্চরাত্রসুলভ তত্ত্ব বর্ত্তমান 'নারদপঞ্চরাত্র'গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থখানিতে গোপালকৃষ্ণতত্ত্ব

ও রাধাতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রস্তাবিত বৈষ্ণবমতবাদ বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে 'নারদপঞ্চরাত্র'গ্রন্থ বল্লভাচার্য্যের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডাকর মহাশয়ও অনেকটা এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিয়াছেন * এবং ইহা যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই সে বিষয়েও অনুমানের হেতু আছে এবং পরে আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি।

নারদপঞ্চরাত্র-গ্রন্থ বিবেচনায় রচনাকাল

'নারদপঞ্চরাত্রে'র বিবরণে আমরা দেখিতে পাই যোগীন্দ্রগুরু শ্রীগুরু শঙ্করের নিকট হইতে জ্ঞানামৃততত্ত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মার নন্দন নারদ এই পঞ্চরাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞানামৃত লাভ করিলে পাপ ও বিঘ্ন নাশ হয়, পুণ্য অর্জ্জিত হয় এবং শ্রীহরির প্রতি দাস্যভক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। 'নারদপঞ্চরাত্রের' পাঁচটী প্রকরণে যথাক্রমে পঞ্চবিধ জ্ঞানের উপদেশ আছে—পরমতত্ত্বজ্ঞান, মুক্তিপ্রদ জ্ঞান, ভক্তিপ্রদ জ্ঞান, সিদ্ধিপ্রদ যোগসম্ভূত জ্ঞান ও বৈশেষিক বা তামসিক জ্ঞান। এই পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে হরিভক্তিপ্রদ জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বলা হয়। কারণ ভক্তিসম্পদ্‌ই ভক্তের একমাত্র কাম্য—উহাই তো প্রপত্তিমার্গের প্রধান কথা। ভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম নাই। ভক্তজন সংসর্গে এবং ষড়্‌বিধ ভজনপদ্ধতির অনুশীলন বশতঃই ঐকান্তিকী ভক্তির উন্মেষ হয় এবং ভক্তিলাভ হইলেই শ্রীকৃষ্ণের পরমপদ লাভ হয়। শ্রীহরির স্মরণ কীর্ত্তন বন্দন চরণসেবন পূজন ও আত্মনিবেদন—ইহাই ষড়্‌বিধ ভজন। বল্লভাচার্য্য সম্মত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে এই ষড়্‌বিধ ভজনমূলক বৈধী ভক্তিই সমর্থিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নববিধ বৈধী ভক্তির সাধনোপায় বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা প্রধানভাবে রাগানুগা ভক্তির অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যই প্রচারিত করিয়াছেন।

পঞ্চ জ্ঞানতত্ত্ব

'নারদপঞ্চরাত্রে' শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও শ্রীকৃষ্ণোপসনা বিবৃত হইয়াছে।

* তৎপ্রণীত Vaisnavism গ্রন্থ (পৃঃ ৫৮) দ্রষ্টব্য।

দেবগুরু শঙ্করের কৈলাসধামে গমন করিয়া মহামুনি নারদ সপ্তদ্বার' কৈলাসপ্রাসাদে চিত্রিত ও ভাস্কর্য্যখচিত বিবিধ কৃষ্ণলীলাত্মক গোকুললীলার প্রতিচ্ছবি নিরীক্ষণ করেন। রত্নভিত্তিতে চিত্রিত সুশোভিত বৃন্দাবনের পরমরমণীয় রাসমণ্ডলীশোভা দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইলেন। এক একটি পুরোদ্বারে বৃন্দাবনের এক একটী বিশিষ্ট লীলার চিত্র তাঁহার নয়নমনঃ আকৃষ্ট করিল; তিনি যথাক্রমে বস্ত্রহরণলীলা, গোবর্দ্ধন-ধারণলীলা, কালীয়-দমনলীলা, শ্রীকৃষ্ণের রথারোহণে মথুরা গমনলীলা প্রভৃতির বিচিত্র শোভা দর্শন করিলেন। ভাস্কর্য্য, ও চিত্রশিল্পের এইরূপ নিদর্শন সম্প্রতি যোধপুরের নিকটবর্ত্তী মন্দোর নামক এক শিলাস্তম্ভে আবিষ্কৃত হইয়াছে *। উক্ত স্তম্ভ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন নহে। এই গ্রন্থোক্ত কৈলাসপ্রাসাদের সপ্তদ্বারে যখন অনুরূপ ভাস্কর্য্য ও চিত্রশোভার বিবরণ আমরা জানিতে পাই তখন বলা যাইতে পারে যে, উক্ত শিল্পের প্রচলন এই 'জ্ঞানামৃত' গ্রন্থ রচয়িতার সুপরিজ্ঞাত ছিল। যদিও 'জ্ঞানামৃত' বা 'নারদপঞ্চরাত্রের' প্রতিপাদ্য অন্যান্য বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে উহার রচনা বিশেষ পরবর্ত্তী সময়েরই পরিচয় প্রদান করে, তথাপি আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে এই গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে কখনই রচিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণোপাসনা

গোলোকই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম। তাঁহার সেবায় গোলকধাম লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভজন, ধ্যান, নামকীর্ত্তন, তাঁহার পাদোদক ও প্রসাদ সেবনই সর্ব্ববাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে কথিত হয় কৃষ্ণই পরম সত্য সনাতন এবং তাঁহার প্রকৃতি ও পার্ষদগণও নিত্য বিরাজমান। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণময়। প্রলয় দশায়, তাঁহাতেই সমস্ত পুনঃ পুনঃ লীন হয় এবং সৃষ্টির উষাকালে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় তাঁহা হইতেই সমস্ত প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণই সকলের জনক, তিনিই স্বয়ং পরমাত্মস্বরূপ ও পরাৎপর; তিনি নির্গুণ। এক শ্রীকৃষ্ণ অবিচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে অনন্তরূপী। তাঁহার অনন্তগুণ, অনন্তবীর্য্য ও অনন্তজ্ঞান।

* Archaeological Survey of India, Annual Report, 1905-1906. pp. 135

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় নিত্যস্বরূপ জীব ভগবানেই লীন হয়। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটমধ্যে প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মি যেমন পুনরায় সূর্য্যেই বিলীন হয়, দর্পণে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন দর্পণ দূরে সরাইয়া লইলে প্রকৃত চন্দ্রে মিলিত হয়, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জীব ও পরব্রহ্মের এই তত্ত্ব-সমীক্ষায় ইহাতে বেদান্তের প্রতিবিম্ববাদের ছায়াপাত রহিয়াছে।

জীবতত্ত্ব

হরিপাদপদ্মে লয়প্রাপ্তিই মুক্তি—ইহাই এই বৈষ্ণবাগম গ্রন্থের সিদ্ধান্ত। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য—এই যে চারিপ্রকার ক্রমমুক্তি উহা ভোগপ্রদ ও সুখদায়ী বটে; কিন্তু ভক্তগণ হরিসেবারূপ ভক্তিই নিরন্তর কামনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও তাঁহার দাসত্ব সকল মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, কারণ উহাই সারাৎসার। 'শ্রীমদ্ভাগবতে'ও উক্ত হয়—

মুক্তিজ্ঞান-তত্ত্ব

সালোক্য-সার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৩, ২৯, ১৩)

সাধুভক্তগণের অন্য কোনও কামনা নাই, তাঁহারা সকল কর্ম্মের ফল ভক্তিভাবিত চিত্তে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন। মুক্তিজ্ঞানের বিবরণ 'কাপিলপঞ্চরাত্রে' বিবৃত হইয়াছে—তাহার উল্লেখও 'নারদ-পঞ্চরাত্রে' দৃষ্ট হয় (২।৭।৫০)।

যোগজ্ঞানের উপদেশ প্রসঙ্গে 'জ্ঞানামৃতসারে' কথিত হইয়াছে—যোগজ্ঞানে সপ্তদশটি সিদ্ধি অধিগত হয়। অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, ইষ্টার্থসাধন, সৃষ্টিপত্তন, মনোযায়িত্ব, পরকায় প্রবেশন, প্রাণদান, প্রাণাপহরণ, কায়ব্যূহ ও বাক্সিদ্ধি। ষট্চক্র বলিতে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা—ইহাদিগকে বোঝায়। স্বস্থানে স্থিত কুণ্ডলিনীশক্তিযুক্ত সেই ষট্চক্রকে যোগবিৎ জ্ঞানিগণ যোগোপযুক্ত বলিয়া থাকেন। কিন্তু যোগজ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিজ্ঞানই অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। যোগী জ্যোতিঃস্বরূপ নির্গুণ সনাতনকে ধ্যান করেন। কিন্তু ভক্ত সেই তেজের অভ্যন্তরস্থ নিত্য-

যোগজ্ঞান

শরীরী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং তাঁহার সেবায় পরম আনন্দ লাভ করেন।

গুরু কৃষ্ণভক্তিরূপ মহামূল্য জ্ঞান বিতরণ করেন। তাই উক্ত হয়—

গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাদ্ জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ।
তত্ত্বম্ং স চ মন্ত্রশ্চ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ ॥

(নারদপঞ্চরাত্রম্ ১।১০।১৩)

গুরুতত্ত্ব

কামপূরকৃপানিধি স্বয়ং শ্রীহরি শিষ্যহিত বাসনায় গুরুরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণভক্তিরূপ জ্ঞানালোক দানে অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন। তাই যথার্থ ধার্ম্মিক শিষ্য গুরুকে কৃষ্ণতুল্য মনে করেন। জ্ঞানবলে বলীয়ান্ গুরুই দুস্তর সংসারার্ণবে নিমজ্জমান শিষ্যকে উদ্ধার করেন। কিন্তু যে গুরু স্বয়ং অসিদ্ধ ও জ্ঞানবলহীন তিনি শিষ্যকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন? অসৎ গুরু পরিত্যাগের প্রসিদ্ধ উপদেশও 'নারদপঞ্চরাত্রে' দৃষ্ট হয়—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ (১।১০।২০)

নামমন্ত্র ও কবচ

'নারদপঞ্চরাত্রে' নানাবিধ নাম, মন্ত্র ও কবচের উপদেশ আছে। লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ সমন্বিত কৃষ্ণমন্ত্র অতি মনোহর ও শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। উক্ত মন্ত্র এইরূপ:—'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা'। 'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় জগৎপতিপ্রিয়ায়'—এই মন্ত্র মন্ত্ররাজ নামে কীর্ত্তিত। শ্রীকৃষ্ণসেবিতা ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা সমস্ত মন্ত্রের সারভূতা। উক্ত মন্ত্র যথা—'শ্রীঁ রাধায়ৈ স্বাহা।' 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ কৃষ্ণপ্রাণাধিকায়ৈ স্বাহা'—চতুর্দ্দশাক্ষর এই মন্ত্র কল্পবৃক্ষস্বরূপ। 'ওঁ শ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ সর্ব্বাদ্যায়ৈ স্বাহা'—এই দশাক্ষর মহামন্ত্রে শ্রীহরির দাসত্ব লাভ হয়। 'ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ রাসেশ্বর্য্যৈ রাধিকায়ৈ স্বাহা'—ইহা ষোড়শী মহাবিদ্যা। 'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'—এই দশাক্ষর মহামন্ত্রে নন্দগোপতনয় শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বর্দ্ধিত হয়। চিন্তামণিস্বরূপ ভক্তবাঞ্ছিত গুহ্যাতিগুহ্য অষ্টাদশাক্ষর পরমমন্ত্র ও তাহার তাৎপর্য্যার্থ অতি সুন্দরভাবে তৃতীয়রাত্রে * বিবৃত হইয়াছে। 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রশ্রেষ্ঠও ইহাতে উল্লিখিত আছে। এই মন্ত্র প্রাচীন পঞ্চরাত্রধর্ম্মে যে বিশেষ

* ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রচলিত ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রগুলির ছন্দঃ, ঋষি, দেবতা ও বিনিয়োগ যথাযথ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জগন্মঙ্গলকবচ, বালকৃষ্ণ গোপালকবচ, রাধিকাকবচ, শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম, শ্রীরাধার সহস্রনাম, শ্রীবালকৃষ্ণের সহস্রনাম ও নানাবিধ স্তোত্র দৃষ্ট হয়।

রাধাতত্ত্ব

'নারদপঞ্চরাত্রে' রাধাতত্ত্ব বিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধিকায় প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে—ঈশ্বর দ্বিধা বিভক্ত হইলে রাধা তাঁহার বামাঙ্গসম্ভূতা হইয়া আবির্ভূত হন। প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ, শ্রীরাধাও সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপা ও প্রকৃতির পরস্থিতা। হরির ন্যায় তিনিও নিত্যা ও সত্যস্বরূপা। তিনি যমুনাপুলিন বৃন্দাবনের পূর্ণচন্দ্রোদ্ভাসিত রাসমণ্ডলমধ্যে রাসক্রীড়া করিয়া রাধানাম সার্থক করেন—"তদ্রাসে ধারণাদ্রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা" *। স্বয়ং পার্ব্বতী যে বৃন্দাবনকাননে রাসমহোৎসবে শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থলবিহারিণী রাধিকা এবং বৈকুণ্ঠলোকে নারায়ণ পাদপদ্ম পরিচর্য্যায় তৎপরা মহালক্ষ্মী—এই তথ্যও আলোচ্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয় †। সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক বন্দ্যা। স্বয়ং রাধাকান্ত শ্রীরাধিকার অনুগামী ও শ্রীরাধা তাঁহার ধ্যেয়। রাসকেলির মহোৎসবে শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাধাচর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণে পরম প্রীতিলাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সুচিরকাল আরাধনায় যে অভীষ্ট লাভ হয় শ্রীরাধিকার স্বল্পকালমাত্র আরাধনায় তৎসমস্ত অধিগত হয়।

পূজাবিধি

পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াবিধি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। পূজা পঞ্চপ্রকার:—অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা। দেবতার মন্দির ও স্থান মার্জ্জনা, উপলেপন এবং নির্ম্মাল্য দূরীকরণের নাম অভিগমন। গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পূজার উপচার সংগ্রহের নাম উপাদান। নিজ দেহে স্বাত্মতা ভাবনার নাম যোগ। মন্ত্রার্থ সন্ধানপূর্ব্বক জপ এবং বৈদিকসূক্ত ও স্তোত্র প্রভৃতি পাঠ,

---

* নারদপঞ্চরাত্রম্ ১।১২।৬২—রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গনধৃতা বলিয়া তিনি রাধা।

† নারদপঞ্চরাত্রম্ ১।১২।৫৫

হরিসংকীর্ত্তন এবং তত্ত্বচর্চ্চা ও শাস্ত্রাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়। যথাবিধি স্বীয় অভীষ্টদেবের পূজা ইজ্যা নামে অভিহিত হয় *। স্নান, বস্ত্রশুদ্ধি, আচমন, উর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ, গুরুপূজা, গণপতির পূজা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির শুদ্ধি বিষয়েরও বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে (পৃঃ ২৪১-৪২ দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবদিগের ষোড়শোপচার পূজাবিধি, দ্বাদশপ্রকার শুদ্ধি, বিষ্ণুর সম্বন্ধে দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ, মন্ত্রদীক্ষার বিধি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ উপদেশ যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রবণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে শুকপ্রোক্ত 'শ্রীমদ্ভাগবত' 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ' ও 'বিষ্ণুপুরাণ' প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র শ্রবণে মোক্ষ লাভের কথা বলা হইয়াছে। উল্লেখ আছে শ্রীকৃষ্ণে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া আত্যন্তিক ভক্তিভাবে তাঁহার চরণকমল সেবা করিলেই সকল অভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাই সকল মন্ত্রের সারাৎসার। কৃষ্ণকথা সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণধ্যান ও কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণমাত্রেই পাপরাশি অগ্নিস্পর্শে তৃণকণার ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়।

'নারদপঞ্চরাত্রে'র উপরিধৃত বিষয়বস্তুর আলোচনা হইতেই প্রতীয়মান হয় উহাতে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণবতত্ত্বই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। উহাতে রাগানুগা ভক্তির স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের মধ্য দিয়া নারদপঞ্চরাত্রীয় বৈধীভক্তিরূপ গঙ্গাপ্রবাহের সহিত 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র রাগানুগাভক্তিরূপ যমুনাপ্রবাহের সম্মিলনে আমরা গৌড়ীয়ধর্ম্মে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের সন্ধান পাই।

উপসংহার

গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হওয়ায় বৈষ্ণব, সাধক ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু সুধীজনের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। কলিকাতা সংস্কৃত বুক ডিপোর এই কার্য্যে আশা করি সহৃদয় পাঠক সমাজ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিবেন। অবশ্য এই নামীয় গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথিগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠান্তর প্রভৃতির বিবরণ সহ সানুবাদ একখানি সুসংস্কৃত 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করিলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দের অনেক কৌতূহলই চরিতার্থ হইত। বর্ত্তমান সংস্করণের মূল সংস্কৃত বা বঙ্গানুবাদের গুণ দোষ বিচার করিতে আমি চাহি না। উহার ভার পাঠকবৃন্দের উপরই প্রদান করিলাম।

* চতুর্থরাত্র ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

গ্রন্থমুদ্রণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার কিছু পূর্ব্বে ভূমিকা লিখিবার গুরুভার প্রকাশকবৃন্দ কর্তৃক আমার উপরে অর্পিত হয়। তাঁহারা নাকি অনেক প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্রনিষ্ণাত আচার্য্যস্থানীয় পণ্ডিতগণের উপদেশক্রমেই আমার উপরে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু এই গুরুভার বহন করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তথাপি পরমশ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আদেশ পালনের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রদত্ত কৃপাবিধি প্রযোজিত হইয়া এই ভূমিকা রচনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব দোষগুণের ভাগী তাঁহারাই হইবেন। উপসংহারে বলিতে চাই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার কয়েক-দিন মধ্যেই বৈষ্ণবাচার্য্য পরমারাধ্য পিতৃদেব প্রভুপাদ রাধারমণ গোস্বামী গত ২১শে কার্ত্তিক নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন। ভূমিকাটী তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে পারিলে ধন্য হইতাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

বৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থী—
শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

নিবেদন

শ্রীভগবানের অপার করুণায় নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া 'শ্রীশ্রীনারদ পঞ্চরাত্র' প্রকাশিত হইল। আলোচ্য পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য বহুকাল যাবৎ ধর্ম্মপিপাসু গ্রাহকবর্গ আমাদের অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু পুস্তক প্রকাশের প্রারম্ভেই প্রকৃত পাণ্ডুলিপি লইয়া প্রথমতঃ আমাদিগকে বিশেষ সমস্যায় পড়িতে হয়; ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান হইতে মুদ্রিত ও হস্তলিখিত যে কয়েকখানি পুস্তক হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতে নানাপ্রকার পাঠভেদ দেখা যায়, অবশেষে প্রখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সহিত বিভিন্ন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুস্তক দৃষ্টে বহু আলোচনার পর "রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটী" হইতে শতবর্ষ পূর্ব্বে মুদ্রিত "নারদপঞ্চরাত্র" পুস্তকখানিই আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইল। আলোচ্য পুস্তকের পাঠভেদ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী লিখিত ভূমিকায় পাইবেন।

বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি, মুদ্রণ কার্য্যে বিলম্ব, অনুবাদকবর্গের শারীরিক অসুস্থতা ও অনবকাশ নিবন্ধন ইচ্ছা সত্ত্বেও বহুস্থানে আশানুরূপ অনুবাদ ও বিভিন্ন পাঠান্তর দেওয়া সম্ভব হইল না। আশা করি গ্রাহকবর্গ অনিচ্ছাকৃত ক্রটী গ্রহণ করিবেন না। পুনর্মুদ্রণ কালে যথাসাধ্য সুসংস্কৃত সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুস্তক প্রকাশকালে আমাদিগকে বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে মুদ্রিত এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটী, সংস্কৃত-সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, বরাহনগর পাঠবাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্য লইতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্য—শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, পাণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর ভাগবতদর্শণাচার্য্য, মহাপ্রভুপাদ শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর গোস্বামি-বেদান্ততীর্থ, কলিকাতা প্রাচ্য-বিদ্যা-মন্দিরের শিক্ষক শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ দে এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত

গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 'কাব্যপুরাণতীর্থ প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকট হইতেও নানাভাবে উপদেশ ও সাহায্য লইতে হইয়াছে। আমরা উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ও ভদ্রমহোদয়গণের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই—বহুকার্য্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অদ্বৈতবংশাবতংশ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামি-শাস্ত্রি এম, এ, পি, আর, এস্, স্মৃতি মীমাংসাতীর্থ মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তকের বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি—

কলিকাতা
-ফুলদোল পুর্ণিমা—
১৩৫২ বঙ্গাব্দ

আশ্রব—
প্রকাশক

-সূচীপত্র—

—প্রথমরাত্র—

—দ্বিতীয়রাত্র—

—চতুর্থরাত্র—

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্

—————ঃ-(*)-ঃ—————

প্রথমরাত্রম্

——ঃ*ঃ——

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

গণেশশেষব্রহ্মেশদিনেশপ্রমুখাঃ সুরাঃ।
কুমারাদ্যাশ্চ মুনয়ঃ সিদ্ধাশ্চ কপিলাদয়ঃ॥ ১
লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা পরা।
ভক্ত্যা নমন্তি যং শশ্বত্তং নমামি পরাৎপরং॥ ২
ধ্যায়ন্তে সন্ততং সন্তো যোগিনো বৈষ্ণবাঃ সদা।
জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরং॥ ৩
ধ্যায়ে তং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরং।
নিরীহমতিনির্লিপ্তং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং॥ ৪

নারায়ণ, নরোত্তম, নর, দেবী দুর্গা এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া তদনন্তর জয়গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে।

গণেশ, শেষনাগ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও আদিত্যাদি দেবগণ, সনৎ-কুমারাদি মুনিগণ এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ; তথা লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতি যাঁহাকে নিরন্তর ভক্তিভাবে

সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণং ।
সত্যং নিত্যঞ্চ পুরুষং পুরাণং পরমব্যয়ং ॥ ৫
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলালয়ং ।
স্বেচ্ছাময়ং পরং ধাম ভগবন্তং সনাতনং ॥ ৬
স্তুবন্তি বেদা যং শশ্বন্নান্তং জানন্তি যস্য তে ।
তং স্তৌমি পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনং ॥ ৭
ভক্তপ্রিয়ঞ্চ ভক্তেশং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং ।
শ্রীদং শ্রীশং শ্রীনিবাসং শ্রীকৃষ্ণং রাধিকেশ্বরং ॥ ৮
জ্ঞানামৃতং জ্ঞানসিন্ধোঃ সম্প্রাপ্য শঙ্করাদ্‌গুরোঃ ।
পরাবরাচ্চ পরমাদ্‌যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরোঃ ॥ ৯
বেদেভ্যো দধিসিন্ধুভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ সুমনোহরং ।
তজ্‌জ্ঞানমন্থদণ্ডেন সংনির্ম্মথ্য নবং নবং ॥ ১০

নমস্কার করেন, সেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। অপিচ সাধুগণ, যোগিগণ এবং বৈষ্ণববৃন্দ অতুলনীয় জ্যোতির অভ্যন্তরে শ্যামসুন্দররূপ যে কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া থাকেন; নিতান্ত নির্লিপ্ত পরমাত্মা, পরমেশ্বর, নিরীহ, নির্গুণ প্রকৃতির অতীত সেই পরব্রহ্মকে ধ্যান করি। ১—৪। তিনিই সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বরূপী, সর্ব্বকারণের কারণ, নিত্য সত্য এবং পুরাণ ও অব্যয় প্রধান পুরুষ। ৫। তিনিই মঙ্গলময়, মঙ্গলার্হ, মঙ্গল, মঙ্গলালয়, স্বেচ্ছাময়, সনাতন; সেই পরমধাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বেদ সকল নিরন্তর স্তব করিয়া তাঁহার অন্ত পায় না; অতএব সেই পরমানন্দ আনন্দের বিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দনের স্তব করি। ৬—৭। তিনি ভক্তপ্রিয়, ভক্তের রক্ষক এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হন; তিনি শ্রীপতি, শ্রীনিবাস, শ্রীরাধিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে সকলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন। ৮। যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু পরম মহাজ্ঞান-সাগর পরম-মহান্ শ্রীগুরু শঙ্কর হইতে জ্ঞানামৃত লাভ করিয়া (আমি শ্রীনারদ) জ্ঞান স্বরূপ মন্থন-দণ্ড দ্বারা দধিসাগর তুল্য

নবনীতং সমুদ্ধৃত্য নত্বা শম্ভোঃ পদাম্বুজং।
বিধিপুত্রো নারদোঽহং পঞ্চরাত্রং সমারভে॥ ১১
(ওঁ) নারায়ণাশ্রমে পুণ্যে পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
সিদ্ধে নারায়ণক্ষেত্রে বটমূলে সুপুণ্যদে॥ ১২
কৃষ্ণাংশং কৃষ্ণভক্তঞ্চ পরং কৃষ্ণপরায়ণং।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজধ্যানৈকতানমানসং॥ ১৩
জপন্তং পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ং।
সুখাসনে সুখাসীনং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিং॥ ১৪
পপ্রচ্ছ শুকদেবশ্চ সর্ব্বজ্ঞং পিতরং মুনিঃ।
কারণঞ্চ পুরাণানাং পুরাণং পরমব্যয়ং॥ ১৫

শ্রীশুক উবাচ

ভগবন্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বেদবেদাঙ্গপারগ।
যদ্‌যৎপ্রকারং জ্ঞানঞ্চ নিগূঢ়ং শ্রুতিসম্মতং॥ ১৬
তেষু যৎ সারভূতঞ্চাপ্যজ্ঞানান্ধপ্রদীপকং।
তত্তৎ সর্ব্বং সমালোচ্য মাং বোধয়িতুমর্হসি॥ ১৭

চারিবেদ মন্থন করিয়াছি, সেই সুমনোহর নূতন নূতন জ্ঞান মন্থন করিয়া তাহা নবনীত স্বরূপে উদ্ধারপূর্ব্বক মহেশ্বরের পদাম্বুজে প্রণতি পুরঃসর আমি ব্রহ্মার পুত্র নারদ এই পঞ্চরাত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ৯—১১। পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ ভারতবর্ষে, সিদ্ধ ও সুপুণ্যপ্রদ নারায়ণক্ষেত্রে পবিত্র নারায়ণাশ্রমে বটবৃক্ষের মূলদেশে শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও নিতান্ত কৃষ্ণপরায়ণ তথা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ধ্যানে একাগ্রমানস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি ব্যাসদেব সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরমব্রহ্ম তুল্য 'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষর (মহামন্ত্র) জপ করিতেছিলেন। তিনি চিরন্তন, শ্রেষ্ঠ, অব্যয় এবং সকল পুরাণের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন; এজন্য মননশীল শুকদেব সেই সর্ব্বজ্ঞ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২—১৫।

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি বেদ ও বেদাঙ্গ সকলের

স পিতা জ্ঞানদাতা যো জ্ঞানং তৎ কৃষ্ণভক্তিদং।
সা ভক্তিঃ পরমা শুদ্ধা কৃষ্ণদাস্যপ্রদা চ যা॥ ১৮
তদেব দাস্যং শস্তং তৎ সাক্ষাচ্চরণসেবনং।
নিত্যং গোলোকবাসঞ্চ পুরতঃ স্তবনং হরেঃ॥ ১৯
শশ্বন্নিমেষরহিতং তৎপাদপদ্মদর্শনং।
শশ্বত্তস্যার্দ্ধমালাপসেবাকর্ম্মনিযোজনং॥ ২০
তেন সার্দ্ধমবিচ্ছেদস্থানং পরমশোভনং।
ভক্তানাং বাঞ্ছিতং বস্তু সারমূলং শ্রুতৌ শ্রুতং॥ ২১
পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা ব্যাসদেবো জহাস সঃ।
বিজ্ঞায় জ্ঞানিনং পুত্রং পরমাহ্লাদমাপ হ॥ ২২
পুত্রং শুভাশিষং কৃত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাবনঃ।
যথাপ্রাপ্তং গুরুমুখাৎ প্রবক্তুমুপচক্রমে॥ ২৩

পারদর্শী অপিচ সকল তত্ত্বই অবগত আছেন; অতএব শ্রুতিসম্মত নিগূঢ় জ্ঞান কতপ্রকার? তন্মধ্যে যাহা সারভাগ এবং অজ্ঞানান্ধের প্রদীপ স্বরূপ, তৎসমুদয় সমালোচনা পূর্ব্বক আমার বোধগম্য করাইতে আপনিই সমর্থ। ১৬—১৭। যিনি জ্ঞানদাতা তিনিই পিতা, আর যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি জন্মে তাহাই জ্ঞান এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণচরণে দাসত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই পরম পবিত্র ভক্তি। ১৮। সেই—দাস্য-ভক্তিই প্রশস্ত, যাহাতে সাক্ষাৎ বিগ্রহের চরণ সেবা সম্পূর্ণ হয়। শ্রীহরির অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব পাঠ করিলে তাহা নিত্য গোলোক বাসের তুল্য হইয়া থাকে। ১৯। আর অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন, নিরন্তর তৎকথালাপ ও তাঁহার সেবা কর্ম্মে নিয়োজন, তাহার সহিত অবিচ্ছেদে অবস্থান ভক্তবৃন্দের অভিলষিত পরম রমণীয় বস্তু; ইহা আমি বেদ মধ্যে শ্রবণ করিয়াছি। ২০—২১। শ্রীব্যাসদেব আপন পুত্রের এই কথা শুনিবামাত্র হাস্য করিলেন এবং পুত্রকে জ্ঞানী জানিয়া পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইলেন। ২২। অনন্তর সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাদিম হরিচিন্তারত মহামুনি

শ্রীব্যাস উবাচ

শুক ধন্যোঽসি মান্যোঽসি পুণ্যরূপোঽসি ভারতে।
পুত্রেণ ভবতাঽস্মাকং কুলং মুক্তঞ্চ পাবনং॥ ২৪
স পুত্রঃ কৃষ্ণভক্তো যো ভারতে সুযশস্করঃ।
পুনাতি পুংসাং শতকং জন্মমাত্রেণ লীলয়া॥ ২৫
মাতামহানাং শতকং মাতরং মাতৃমাতরং।
সোদরান্ বান্ধবাংশ্চৈব ভৃত্যান্ পত্নীং সহাত্মজাং॥ ২৬
যৎকন্যাং প্রতিগৃহ্লাতি তদাদিপুরুষত্রয়ং।
কন্যাপ্রদাতা শ্বশুরো জীবন্মুক্তঃ সভার্য্যকঃ॥ ২৭
স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ পরং কৃষ্ণপরায়ণঃ।
কৃষ্ণভক্তো বশিষ্ঠস্তু তৎসুতো বৈষ্ণবঃ স্বয়ং॥ ২৮
বৈষ্ণবস্তৎসুতঃ শক্তিঃ কৃষ্ণধ্যানৈকমানসঃ।
পরাশরশ্চ তৎপুত্রঃ কৃষ্ণপাদাব্জসেবয়া॥ ২৯
জীবন্মুক্তো মহাজ্ঞানী যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ।
অহং বেদবিভক্তা চ শ্রীকৃষ্ণপাদসেবয়া॥ ৩০

পুত্রকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া গুরুমুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন সেইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৩।

শ্রীব্যাসদেব বলিলেন—হে শুক! ভারতবর্ষে তুমিই ধন্য, মান্য এবং মূর্ত্তিমান্ পুণ্য; হে পুত্র! তোমার মত তনয়ের দ্বারা আমাদিগের কুল মুক্ত এবং পবিত্র হইল। ২৪। যে পুত্র কৃষ্ণভক্ত সেই যথার্থ পুত্র এবং তাদৃশ পুত্র ভারতে সুযশস্কর হয় ও জন্মমাত্র অনায়াসে শত পুরুষকে পবিত্র করে। ২৫। তাহার প্রভাবে মাতা, মাতামহী ও মাতামহ প্রভৃতি শত শত লোক ও সহোদর ও বন্ধু এবং ভৃত্য, পত্নী ও কন্যারাও উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৬। তাহার শ্বশুরকুলের তিন পুরুষ এবং কন্যাপ্রদাতা শ্বশুর ভার্য্যার সহিত জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ২৭। ভগবান্ ব্রহ্মাও স্বয়ং অতিশয় কৃষ্ণপরায়ণ এবং তাহার পুত্র কৃষ্ণভক্ত বশিষ্ঠও

গুরুর্শ্মে ভগবান্ সাক্ষাদ্‌যোগীন্দ্রো নারদো মুনিঃ।
গুরোর্গুরুর্শ্মে শম্ভুশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ॥ ৩১
তেষাং পুণ্যেন পুত্র ত্বং পুণ্যরাশিশ্চ মূর্ত্তিমান্॥
পদ্মানাং মম পুংসাঞ্চ প্রকাশো ভাস্করঃ স্বয়ং॥ ৩২
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজং পাদাব্জং নারদেশয়োঃ।
সরস্বতীং নমস্কৃত্য জ্ঞানং বক্ষ্যে সনাতনং॥ ৩৩
শ্রূয়তাং পঞ্চরাত্রঞ্চ বেদসারমভীপ্সিতং।
পঞ্চসংবাদমিষ্টঞ্চ ভক্তানামভিবাঞ্ছিতং॥ ৩৪
প্রাণাধিকপ্রিয়ং শুদ্ধং পরং জ্ঞানামৃতং শুভং।
পুরা কৃষ্ণো হি গোলোকে শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে॥ ৩৫
সুপুণ্যে বিরজাতীরে বটমূলে মনোহরে।
পুরতো রাধিকায়াশ্চ ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবং॥ ৩৬

স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন। ২৮। তাঁহার পুত্র বৈষ্ণবাগ্রণ্য মুনিবর শক্তি, কৃষ্ণধ্যানে একাগ্রচিত্ত ছিলেন, আর তাঁহার পুত্র পরাশর ঋষিও শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবা দ্বারা যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু এবং জীবন্মুক্ত মহাজ্ঞানী হইয়াছিলেন; আমিও শ্রীকৃষ্ণ পদ সেবাদ্বারা বেদের বিভাগকর্ত্তা হইয়াছি। ২৯-৩০। আমার গুরু সাক্ষাৎ যোগীন্দ্র স্বরূপ ভগবান্ নারদ মুনি ও তাঁহার গুরু মহাদেব যোগীন্দ্রগণেরও গুরুর গুরু। ৩১। তাঁহাদিগের পুণ্য প্রভাবে পদ্মসমূহের ভাস্কর তুল্য আমার বংশপ্রকাশক এবং মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি স্বরূপ তুমি স্বয়ং আমার পুত্ররূপে জন্মিয়াছ। ৩২। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে, নারদ ও শম্ভুর পাদপদ্মে এবং সরস্বতীদেবীর চরণে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট সনাতন জ্ঞান বর্ণনা করিব। ৩৩। বেদের অভিমত সারভাগ এই পঞ্চরাত্র এবং ভক্তগণের অভিলষিত ও ইষ্ট (এই) পঞ্চ সম্বাদ শ্রবণ কর। ৩৪। ইহা প্রাণাধিক প্রিয় এবং শুভময় ও পরম জ্ঞানামৃত স্বরূপ; পূর্ব্ব-কালে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে সুপবিত্র বিরজাতীরে মনোহর বটমূলে শ্রীরাধিকার সম্মুখে কমলযোনি ব্রহ্মাকে ইহা

তমুবাচ মহাভক্তং স্তুবন্তং প্রণতং সুত।
পঞ্চরাত্রমিদং পুণ্যং শ্রুত্বা চ জগতাং বিধিঃ ॥ ৩৭
প্রণম্য রাধিকাং কৃষ্ণং প্রযযৌ শিবমন্দিরং।
ভক্ত্যা তং পূজয়ামাস শঙ্করঃ পরমাদরাৎ ॥ ৩৮
সুখাসনে সমাসীনং স্বস্থং ভক্তঞ্চ পূজিতং।
পপ্রচ্ছ বার্ত্তাং বিনয়ো বিনয়েন সুখাবহং ॥ ৩৯
সর্ব্বং তং কথয়ামাস পঞ্চরাত্রাদিকং শুভং।
বসন্তং বটমূলে চ স্বর্গে মন্দাকিনীতটে ॥ ৪০
যোগীন্দ্রৈরপি সিদ্ধেন্দ্রৈর্ম্মুনীন্দ্রৈশ্চ স্তুতং প্রভুং।
জ্ঞানামৃতং তমুক্ত্বা স ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ৪১
শম্ভুশ্চ কথয়ামাস স্বশিষ্যং নারদং মুনিং।
নারদঃ কথয়ামাস পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৪২
মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ পুণ্যাহে মুনিসংসদি।
পঞ্চরাত্রমিদং শুদ্ধং ভ্রমান্ধধ্বংসদীপকং ॥ ৪৩

বলিয়াছিলেন। ৩৫—৩৬। হে পুত্র! তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যথেষ্ট ভক্তি ও স্তব এবং প্রণাম করিয়াছিলেন; পরে সেই জগদ্বিধাতা এই পবিত্র পঞ্চরাত্র শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতিপূর্ব্বক শিবমন্দিরে গমন করিলেন, তখন ভক্তি ও পরমাদরসহকারে মহাদেব তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ৩৭—৩৮। অনন্তর বিনয়ান্বিত মহাদেব সুখাসনে উপবিষ্ট, স্বস্থ, ভক্ত এবং পূজিত ব্রহ্মাকে সবিনয়ে সেই সুখাবহ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৯। তাহাতে তিনি স্বর্গগঙ্গার তটস্থিত বটমূলবাসী শ্রীশঙ্করকে পঞ্চরাত্রাদির সেই সকল শুভকরী কথা কহিলেন। ৪০। শ্রেষ্ঠ যোগিগণ, সিদ্ধগণ এবং মুনীন্দ্রবর্গের স্তবপাত্র সেই মহাদেবকে উক্ত জ্ঞানামৃত কহিয়া (বিধাতা) ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৪১। অতঃপর মহাদেব স্বশিষ্য নারদমুনিকে তাহা বলেন; নারদমুনি সূর্য্যপর্ব্ব (পবিত্র সংক্রান্তি) উপলক্ষে পুষ্কর তীর্থে আসিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৪২। সেই

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ৪৪
জ্ঞানং পরমতত্ত্বঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহং।
ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শম্ভুঃ সম্প্রাপ কৃষ্ণবক্ত্রতঃ॥ ৪৫
জ্ঞানং দ্বিতীয়ং পরমং মুমুক্ষূণাঞ্চ বাঞ্ছিতং।
পরং মুক্তিপ্রদং শুদ্ধং যতো লীনং হরেঃ পদে॥ ৪৬
জ্ঞানং শুদ্ধং তৃতীয়ঞ্চ মঙ্গলং কৃষ্ণভক্তিদং।
তদ্দাস্যদমভীষ্টঞ্চ যতো দাস্যং লভেদ্ধরেঃ॥ ৪৭
চতুর্থং যৌগিকং জ্ঞানং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং পরং।
সর্ব্বস্বং যোগিনাং পুত্র সিদ্ধানাঞ্চ সুখপ্রদং॥ ৪৮
অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবশায়িতা॥ ৪৯
সর্ব্বজ্ঞং দূরশ্রবণং পরকায়প্রবেশনং।
কায়ব্যূহং জীবদানং পরজীবহরং পরং॥ ৫০

পুণ্যদিনে উক্ত মুনি সমীপে ভক্তি ও অনুরাগের সহিত আমি উহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এই পবিত্র পঞ্চরাত্র ভ্রমান্ধকার নাশক (উজ্জ্বল) দীপ স্বরূপ। ৪৩। রাত্র শব্দের অর্থ জ্ঞান বাক্য ; এবং সেই জ্ঞান পাঁচ প্রকার হয় ; তজ্জন্য মনীষীরা উহাকে পঞ্চরাত্র কহেন। ৪৪। অনন্তর মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব শ্রীকৃষ্ণ মুখ হইতে বিনির্গত জন্ম মৃত্যু ও জরানাশক (প্রথম) পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৫। মুমুক্ষুদিগের বাঞ্ছিত উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং শুদ্ধ মুক্তিপ্রদ হয় ও তাহাতে হরিচরণে লীন হওয়া যায়। ৪৬। পরিশুদ্ধ মঙ্গলময় কৃষ্ণভক্তি দায়ক তৃতীয় জ্ঞানে অভীষ্ট লাভ ও শ্রীহরির প্রতি দাস্য ভাবের উপচয় হয়। ৪৭। হে পুত্র ! যোগীদিগের সর্ব্বস্ব এবং সিদ্ধদিগের সুখপ্রদ ও সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদায়ক যৌগিক জ্ঞান চতুর্থ। ৪৮। অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িতা ; সর্ব্বজ্ঞত্ব, দূরশ্রবণ, পরকায়-প্রবেশন, কায়ব্যূহ, জীবদান, পরজীবহরণ

সর্গকর্তৃত্বশিল্পঞ্চ সর্গসংহারকারণং।
সিদ্ধিঞ্চ ষোড়শবিধং জ্ঞানিনাঞ্চ যতো ভবেৎ ॥ ৫১
জ্ঞানঞ্চ পরমং প্রোক্তং তদ্বৈ বৈষয়িকং নৃণাং।
যদিষ্টদেবী মায়া সা পরং সম্মোহকারণং ॥ ৫২
বিষয়ে বদ্ধচিত্তঞ্চ সর্ব্বমিন্দ্রিয়সেবনং।
পোষণং সকুটুম্বানাং স্বাত্মনশ্চ নিরন্তরং ॥ ৫৩
প্রথমং সাত্বিকং জ্ঞানং দ্বিতীয়ঞ্চ তদেব চ।
নৈর্গুণ্যঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ জ্ঞানঞ্চ সর্ব্বতঃ পরং ॥ ৫৪
চতুর্থঞ্চ রাজসিকং ভক্তস্তন্নাভিবাঞ্ছতি।
পঞ্চমং তামসং জ্ঞানং বিদ্বাংস্তন্নাভিবাঞ্ছতি। ৫৫
জ্ঞানং পঞ্চবিধং প্রোক্তং পঞ্চরাত্রং বিদুর্বুধাঃ।
পঞ্চরাত্রং সপ্তবিধং জ্ঞানিনাং জ্ঞানদং পরং ॥ ৫৬
ব্রাহ্মং শৈবঞ্চ কৌমারং বাশিষ্ঠং কাপিলং পরং।
গৌতমীয়ং নারদীয়মিদং সপ্তবিধং স্মৃতং ॥ ৫৭
ষট্‌পঞ্চরাত্রং বেদাংশ্চ পুরাণানি চ সর্ব্বশঃ।
ইতিহাসং ধর্ম্মশাস্ত্রং শাস্ত্রঞ্চ সিদ্ধিযোগজং ॥ ৫৮

সৃষ্টিকর্তৃত্ব, শিল্পিত্ব, সর্গসংহার কারণ; এই ষোড়শবিধ সিদ্ধি যাহাতে জ্ঞানীদিগের আয়ত্ত হয়, তাহা পঞ্চম জ্ঞান। ৪৯—৫১। আর যাহাতে ইষ্টদেবী সেই মায়া নিতান্ত সম্মোহের কারণ হয়েন, তাহা বিষয়ীলোকদিগের পরম জ্ঞান কথিত হয়। ৫২। ইহাদ্বারা বিষয়ভোগ এবং সকল ইন্দ্রিয়ের সেবাতে অন্তঃকরণ আবদ্ধ থাকিয়া আপনার ও স্বীয় কুটুম্বদিগের পোষণে লোকগণ নিরন্তর রত থাকে। ৫৩। প্রথম এবং দ্বিতীয়কে সাত্বিক জ্ঞান ও তৃতীয়কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্গুণ জ্ঞান বলা যায়। ৫৪। চতুর্থ জ্ঞান রাজসিক, ভক্ত তাহা বাঞ্ছা করেন না; পঞ্চম জ্ঞান তামসিক, তাহা বিজ্ঞজনের বাঞ্ছনীয় নহে। ৫৫। পঞ্চ প্রকারে কথিত এই জ্ঞানকে পণ্ডিতেরা পঞ্চরাত্র বলিয়া জানেন; পক্ষান্তরে জ্ঞানীদিগের জ্ঞানবর্দ্ধক এই পঞ্চরাত্র সপ্ত প্রকারে কথিত

দৃষ্ট্বা সর্ব্বং সমালোক্য জ্ঞানং সম্প্রাপ্য শঙ্করাৎ ।
জ্ঞানামৃতং পঞ্চরাত্রং চকার নারদো মুনিঃ ॥ ৫৯
পুণ্যঞ্চ পাপবিঘ্নঘ্নং ভক্তিদাস্যপ্রদং হরেঃ ।
সর্ব্বস্বং বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রিয়ং প্রাণাধিকং সুত ॥ ৬০
সারভূতঞ্চ সর্ব্বেষাং বেদানাং পরমাদ্ভুতং ।
নারদীয়ং পঞ্চরাত্রং পুরাণেষু সুদুর্ল্লভং ॥ ৬১
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ।
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ যথা কৃষ্ণঃ সুরেষু চ ॥ ৬২
যথা দেবীষু পূজ্যা সা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
বৈষ্ণবানাঞ্চ সিদ্ধানাং জ্ঞানিনাং যোগিনাং শিবঃ ॥ ৬৩
বিশ্বস্তানামিন্দ্রিয়াণাং মনশ্চ শীঘ্রগামিনাং ।
ব্রহ্মা চ বেদবিদুষাং পূজ্যানাঞ্চ গণেশ্বরঃ ॥ ৬৪

হয়। ৫৬। ব্রাহ্ম, শৈব, কৌমার, বাশিষ্ঠ, কাপিল, গৌতমীয় এবং নারদীয় নামে উহা সপ্তপ্রকারে প্রসিদ্ধ। ৫৭। অপিচ ইহা ছয় প্রকারেও কথিত হয়। ঐ ছয় প্রকার পঞ্চরাত্র—বেদ সকল, পুরাণ এবং ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র তথা সিদ্ধি ও যোগশাস্ত্র। ৫৮। মহাদেব হইতে জ্ঞানলাভ এবং সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া নারদমুনি এই জ্ঞানামৃত পঞ্চরাত্র রচনা করিয়াছেন। ৫৯। হে পুত্র! ইহাতে পাপ ও বিঘ্ন ক্ষয়, পুণ্য ও শ্রীহরির প্রতি দাস্য ভক্তি জন্মে; এজন্য ইহা শ্রীবৈষ্ণবদিগের প্রাণাধিক প্রিয় এবং সর্ব্বসাধন সর্ব্বস্ব ধন রূপে নির্দ্দিষ্ট। ৬০। এই নারদীয় পঞ্চরাত্র সকল বেদের সারাংশযুক্ত ও অতি চমৎকার গুণবিশিষ্ট এবং পুরাণ মধ্যে সুদুর্ল্লভ। ৬১। যেমন দেবতা মধ্যে সর্ব্বান্তরাত্মা সনাতন, ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপ পরিপূর্ণতম, শ্রীমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; (তদ্রূপ সর্ব্বশাস্ত্র মধ্যে এই পঞ্চরাত্র অতিমাত্র পূজ্য)। ৬২। দেবীগণের মধ্যে যেমন সেই পূজ্যা ঈশ্বরী মূলাপ্রকৃতি; বৈষ্ণব, সিদ্ধ জ্ঞানী এবং যোগিগণের মধ্যে যেমন মহাদেব। ৬৩। বিশ্বস্ত ইন্দ্রিয়গণের এবং শীঘ্রগামী বস্তুগণের মধ্যে যেমন মন, বেদবেত্তাদিগের মধ্যে

সনৎকুমারো ভগবান্ মুনীনাং প্রবরো যথা।
বৃহস্পতির্বুদ্ধিমতাং সিদ্ধানাং কপিলো যথা ॥ ৬৫
যোগীন্দ্রাণাং সতাং শুদ্ধ ঋষির্নারায়ণো যথা।
কবীনাঞ্চ যথা শুক্রঃ পণ্ডিতানাং বৃহস্পতিঃ ॥ ৬৬
সরিতাঞ্চ যথা গঙ্গা সমুদ্রাণাং জলার্ণবঃ।
বৃন্দাবনং বনানাঞ্চ বর্ষাণাং ভারতং যথা ॥ ৬৭
পুষ্করং তত্র তীর্থানাং পূজ্যানাং বৈষ্ণবো যথা।
আত্মাকাশো যথাপ্তানাং যথা কাশী পুরীষু চ ॥ ৬৮
বৃক্ষাণাং কল্পবৃক্ষশ্চ সুরভী কামধেনুষু।
পুষ্পাণাং পারিজাতশ্চ পত্রাণাং তুলসী যথা ॥ ৬৯
মন্ত্রাণাং কৃষ্ণমন্ত্রশ্চ যথা বিদ্যা ধনেষ্বপি।
যথা তেজস্বিনাং সূর্য্যো মিষ্টানামমৃতং যথা ॥ ৭০
আধারাণাঞ্চ স্থূলানাং মহাবিষ্ণুর্যথা সুত।
সূক্ষ্মাণাং পরমাণুশ্চ গুরূণাং মন্ত্রতন্ত্রদঃ ॥ ৭১
পুত্রশ্চ স্নেহপাত্রাণাং নক্ষত্রাণাং যথা শশী।
যথা ঘৃতঞ্চ গব্যানাং শস্যানাং ধান্যমীপ্সিতং ॥ ৭২

যেমন ব্রহ্মা, পূজ্যদিগের মধ্যে যেমন গণপতি। ৬৪। মুনিগণের মধ্যে যেমন ভগবান্ সনৎকুমার, প্রবল বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে যেমন বৃহস্পতি, সিদ্ধদিগের মধ্যে যেমন কপিলদেব। ৬৫। যোগীন্দ্রদিগের মধ্যে যেমন বিশুদ্ধ নারায়ণ ঋষি, কবিদিগের মধ্যে যেমন শুক্র, পণ্ডিতগণের মধ্যে যেমন বৃহস্পতি। ৬৬। নদী সকলের মধ্যে যেমন গঙ্গা, সমুদ্র মধ্যে যেরূপ অর্ণব, বনমধ্যে যেরূপ বৃন্দাবন, বর্ষমধ্যে যেরূপ ভারতবর্ষ। ৬৭। তীর্থমধ্যে যেমন পুষ্কর, পূজ্য মধ্যে যেমন শ্রীবৈষ্ণব, আপ্তমধ্যে যেমন আত্মপ্রকাশ, পুরীমধ্যে যেমন কাশী। ৬৮। বৃক্ষমধ্যে যেমন কল্পবৃক্ষ, কামধেনু মধ্যে যেমন সুরভী, পুষ্প মধ্যে যেমন পারিজাত, পত্রমধ্যে যেমন তুলসী। ৬৯। মন্ত্র মধ্যে যেমন কৃষ্ণমন্ত্র, ধনমধ্যে যেমন বিদ্যা, তেজস্বীদিগের মধ্যে যেমন সূর্য্য, মিষ্টবস্তু মধ্যে

শাস্ত্রাণাঞ্চ যথা বেদাঃ সাশ্রমাণাং যথা দ্বিজঃ।
তৈজসানাং যথা রত্নং মুক্তামাণিক্যহীরকং ॥ ৭৩
যথা ছন্দসি গায়ত্রী দুর্গা শক্তিমতীষ্বপি।
পতিব্রতাসু লক্ষ্মীশ্চ ক্ষমাশীলাসু মেদিনী ॥ ৭৪
সৌভাগ্যাসু সুন্দরীষু রাধা কৃষ্ণপ্রিয়াসু চ।
হনুমান্ বানরাণাঞ্চ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা ॥ ৭৫
বাহনানাং বলবতাং শঙ্করস্য যথা বৃষঃ।
শালগ্রামশ্চ যন্ত্রাণাং পূজাসু কৃষ্ণপূজনং ॥ ৭৬
একাদশী ব্রতানাঞ্চ তপঃস্বনশনং যথা।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞশ্চ সত্যং ধর্ম্মেষু পুত্রক ॥ ৭৭
সুশীলঞ্চ গুণানাঞ্চ পুণ্যেষু কৃষ্ণকীর্ত্তনং।
শোভা সুসুখদৃশ্যেষু প্রভা তেজঃসু সর্ব্বতঃ ॥ ৭৮
পোষ্ট্রীণামুপকর্ত্তৃণাং মিত্রাণাং জননী যথা।
লোকানামপি লোকেশঃ শেষো নাগেষু পূজিতঃ ॥ ৭৯

যেমন অমৃত। ৭০। স্থলাধার মধ্যে যেমন মহাবিষ্ণু, সূক্ষ্মমধ্যে যেমন পরমাণু, গুরু মধ্যে যেমন মন্ত্রতন্ত্রদাতা। ৭১। স্নেহপাত্র মধ্যে যেমন পুত্র, নক্ষত্রমধ্যে যেমন চন্দ্র, গব্যমধ্যে যেমন ঘৃত, শস্যমধ্যে যেমন ধান্য। ৭২। শাস্ত্রমধ্যে যেমন বেদ, আশ্রমীর মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, তৈজস মধ্যে যেমন রত্ন, মুক্তা মাণিক্য ও হীরক। ৭৩। ছন্দমধ্যে যেমন গায়ত্রী, শক্তিমতী মধ্যে যেমন দুর্গা, পতিব্রতা মধ্যে যেমন লক্ষ্মী, ক্ষমাশীলামধ্যে যেমন মেদিনী। ৭৪। সৌভাগ্যবতী সুন্দরী কৃষ্ণপ্রিয়া মধ্যে যেমন শ্রীরাধিকা, বানর মধ্যে যেমন হনুমান্, পক্ষিগণ মধ্যে যেমন গরুড়। ৭৫। বলবান বাহনের মধ্যে যেমন মহাদেবের বৃষভ, যন্ত্রমধ্যে যেমন শালগ্রাম, পূজা মধ্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণপূজা। ৭৬। হে পুত্র! ব্রত মধ্যে যেমন একাদশী, তপস্যা মধ্যে যেমন উপবাস, যজ্ঞ মধ্যে যেমন জপ যজ্ঞ, ধর্ম্ম মধ্যে যেমন সত্য। ৭৭। গুণমধ্যে যেমন সুশীলতা, পুণ্য মধ্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন, সুখদৃশ্য মধ্যে

সুদর্শনঞ্চ শস্ত্রাণাং বিশ্বকর্ম্মা চ শিল্পিনাং।
ধর্ম্মিষ্ঠেষু দয়াবন্তো দেবর্ষিষু মহৎসু চ ॥ ৮০
বিষ্ণুভক্তেষু বিজ্ঞেষু যথৈব নারদো মুনিঃ।
এবঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পঞ্চরাত্রঞ্চ পূজিতম্ ॥ ৮১
যথা নিপীয় পীযূষং ন স্পৃহা চান্যবস্তুষু।
পঞ্চরাত্রমভিজ্ঞায় নান্যেষু চ স্পৃহা সতাম্ ॥ ৮২
সর্ব্বার্থজ্ঞানবীজঞ্চাপ্যজ্ঞানান্ধপ্রদীপকম্।
বেদসারোদ্ধৃতং তত্ত্বং সর্ব্বেষাং সমভীপ্সিতম্ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
শ্রীশ্রীব্যাসদেব-শুকদেবসংবাদে গ্রন্থপ্রশংসনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

যেমন শোভা এবং তেজোমধ্যে যেমন প্রভা। ৭৮। পোষণকর্ত্রী উপকার-কর্ত্রী এবং মিত্র মধ্যে যেমন জননী, লোক মধ্যে যেমন লোকেশ বিষ্ণু, নাগমধ্যে যেমন শেষ। ৭৯। শস্ত্রমধ্যে যেমন সুদর্শন, শিল্পি-মধ্যে যেমন বিশ্বকর্ম্মা, ধর্ম্মিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি ও মহতের মধ্যে যেমন দয়াবান, বিষ্ণুভক্ত এবং বিজ্ঞ মধ্যে যেমন নারদ মুনি, সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্র মধ্যে পঞ্চরাত্র পূজিত হয়। ৮০—৮১। যেমন অমৃতপান করিয়া অন্য বস্তুতে স্পৃহা হয় না, সেইরূপ পঞ্চরাত্র জ্ঞাত হইলে সাধুগণের অন্য শাস্ত্রে আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ৮২। ইহা সর্ব্বার্থ জ্ঞানের বীজস্বরূপ এবং অজ্ঞানান্ধকারের প্রদীপ তুল্য ও বেদের সারোদ্ধৃত তত্ত্ব। ইহা সকলের অভীপ্সিত। ৮৩।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

-০ঃ*ঃ০-

অথ শ্রীকৃষ্ণ-নৈবেদ্য প্রশংসা

শ্রীশুক উবাচ

কুত্র বা পঞ্চরাত্রঞ্চ নারদায় চ ধীমতে।
প্রদত্তং শম্ভুনা তাত তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

শ্রীব্যাস উবাচ

অধীত্য সর্ব্বান্ বেদাংশ্চ বেদাঙ্গান্ পিতুরন্তিকে।
জগাম তীর্থং কেদারং সুপ্রশস্তঞ্চ ভারতে ॥ ২
হিমালয়স্য পূর্ব্বে চ গঙ্গাতীরে মনোহরে।
সিদ্ধে নারায়ণক্ষেত্রে সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতে ॥ ৩
তপশ্চকার স মুনির্দ্দিব্যং বর্ষসহস্রকম্।
পিত্রোক্তেনৈব বিধিনা সততং সংযতঃ শুচিঃ ॥ ৪
শুশ্রাবাকাশবাণীঞ্চ তপসোঽন্তে মহামুনিঃ।
স্বল্পাক্ষরাঞ্চ বহ্বর্থাং পরিণামসুখাবহাম্ ॥ ৫

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে পিতঃ! মহাদেব ধীমান্ নারদকে কোথায়, পঞ্চরাত্র প্রদান করেন, তাহা আমাকে বলুন। ১।

শ্রীব্যাসদেব বলিলেন—সেই নারদমুনি পিতার নিকট সকল বেদ এবং বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া ভারতে সুপ্রশস্ত কেদার নামক তীর্থে গমন করেন। ২। তিনি হিমালয়ের পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে অতি মনোহর সিদ্ধ সর্ব্বপ্রার্থিত নারায়ণ ক্ষেত্রে পিতার কথিত নিয়মানুসারে সতত সংযত ও পবিত্র হইয়া দিব্যসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া তপস্যা করেন। ৩-৪। সেই মহামুনি তপস্যার শেষে স্বল্পকথায় গভীর অর্থসমন্বিতা ও পরিণামে সুখবিধায়িনী এক আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। ৫।

অশরীরিণ্যুবাচ

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥ ৬
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্।
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্বাং
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তনীঞ্চ॥ ৭
ইতি শ্রুত্বা চ স মুনির্বিমনাঃ স্বর্ণদীতটে।
চকারার্থানুসন্ধানং ন প্রসন্নঞ্চ তন্মনঃ॥ ৮
রুরোদ স্বর্ণদীতীরে স্মারং স্মারং হরেঃ পদম্।
দদর্শ পুরতস্তাতং ব্রহ্মাণং সকুমারকম্॥ ৯
ননাম সহসা মূর্দ্ধ্না পিতরং তং সহোদরম্।
পাদ্যমর্ঘ্যাঞ্চ পদদৌ জবেন সাদরং মুনিঃ॥ ১০

আকাশবাণী বলিলেন—যদি হরি আরাধিত হন তবে তপস্যায় কি প্রয়োজন? আর যদি হরি আরাধিত না হন তবে তপস্যায় কি ফল? যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকেন তবে তপস্যায় কি আবশ্যক? আর হরি যদি অন্তরে ও বাহিরে বিরাজিত না হন, তাহা হইলে তপস্যা নিষ্ফল। ৬। হে ব্রহ্মন্! বিরত হও, বিরত হও, হে বৎস! তপস্যায় ফল কি? হে দ্বিজ! জ্ঞানসাগর শঙ্করের নিকটে শীঘ্র গমন কর, শ্রীবৈষ্ণবোক্ত, সুপক্ব এবং সংসাররূপ নিগড় বন্ধনের ছেদনকারিণী কর্ত্তনীস্বরূপ হরিভক্তি লাভ কর। ৭। সেই মুনি মন্দাকিনী তটে এই কথা শ্রবণ করিয়া উন্মনা হইয়া অর্থানুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহার মন প্রসন্ন হইল না। ৮। মন্দাকিনীতটে হরিপদ স্মরণ করিয়া রোদন করিলেন এবং অগ্রে সনৎকুমারসহ পিতা ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইলেন। ৯। নারদমুনি সেই সহোদর এবং পিতাকে মস্তক অবনত করিয়া তৎক্ষণাৎ

শ্লোকদ্বয়ার্থং পপ্রচ্ছ কুমারং জগতাং বিধিম্ ।
সুখাসীনং সুস্থিরঞ্চ সস্মিতঞ্চ গতশ্রমম্ ॥ ১১
স্বাত্মারামং পূর্ণকামং জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোগুরুম্ ।
সাশ্রুনেত্রঃ পুলকিতো ভক্ত্যা প্রণতকন্ধরঃ ॥ ১২
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তং কাতরং বিধিঃ ।
পুত্রেণ সার্দ্ধমালিঙ্গ্য ব্যাখ্যাং কর্ত্তুং সমারভে ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ

হে বৎস পূর্ব্বশ্লোকার্থং নিগূঢ়ং শ্রুতিসম্মতম্ ।
বেদার্থং দ্বিবিধং শুদ্ধং ব্যাখ্যাং কুর্ব্বন্তি বৈদিকাঃ ॥ ১৪
আরাধিতো যদি হরির্যেন পুংসা স্বভক্তিতঃ ।
কিং তস্য তপসা ব্যর্থং তীর্থপূতস্য নারদ ॥ ১৫
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকস্য জীবন্মুক্তস্য ভারতে ।
তপশ্চোপহাসবীজং যথা চর্ব্বিতচর্ব্বণম্ ॥ ১৬
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ পুরুষাণাং শতং সুত ।
পুনাতি স্বস্বভক্তঞ্চ বান্ধবাংশ্চাবলীলয়া ॥ ১৭

প্রণাম ও অবিলম্বে সাদরে পাদ্য এবং অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ১০। অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুলকিত কলেবর ও ভক্তিতে নতকন্ধর হইয়া সুখাসীন সুস্থির সস্মিত গতশ্রম আত্মারাম পূর্ণকাম জ্ঞানীদিগের পরম গুরু জগতের বিধাতা ধাতাকে এবং সনৎকুমারকে সেই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১১—১২। ব্রহ্মা নারদের বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাকে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত অবলোকন করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩।

ব্রহ্মা বলিলেন। হে বৎস! বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বশ্লোকের অতি নিগূঢ় শ্রুতি সম্মত বেদার্থশুদ্ধ দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ১৪। যদি পুরুষের নিজ ভক্তি দ্বারা শ্রীহরি আরাধিত হন তবে হে নারদ! সেই ব্যক্তির তীর্থপাবিত্র্য ও তপস্যায় প্রয়োজন কি। ১৫। এই ভারতে কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক জীবন্মুক্ত জনের পক্ষে তপস্যা চর্ব্বিতচর্ব্বণের

ন' হি ধর্ম্মো ন হি তপঃ শ্রীকৃষ্ণসেবনাৎ পরম্ ।
পরিশ্রমঞ্চ বিফলং তপসাং বৈষ্ণবস্য চ ॥ ১৮
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকস্য তীর্থপূতস্য পুত্রক ।
তীর্থস্নানমনশনং বেদেষু চ বিড়ম্বনম্ ॥ ১৯
পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধেন যৎ পাপং বৈষ্ণবস্য চ ।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ নষ্টং বহ্নৌ যথা তৃণম্ ॥ ২০
পবিত্রঃ পরমো বহ্নিঃ পবিত্রং চামলং জলম্ ।
পবিত্রং ভারতং বর্ষং তীর্থং যত্তুলসীদলম্ ॥ ২১
পুনাতি লীলয়ৈতানি শুদ্ধঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ ।
উপস্পর্শঞ্চ ভক্তস্যাপ্যেতে বাঞ্ছন্তি সাদরম্ ॥ ২২
ভক্তস্য পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা ।
ন হি পূতস্ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণসেবকাৎ পরঃ ॥ ২৩
শালগ্রামশিলাচক্রে করোতি কৃষ্ণপূজনম ।
তৎপাদোদকনৈবেদ্যং নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে চ যঃ পুমান্ ॥ ২৪
স বৈষ্ণবো মহাপূতস্তন্মন্ত্রোপাসকঃ শুচিঃ ।
পুনাতি পুংসাং শতকং জন্মমাত্রাৎ সবান্ধবম্ ॥ ২৫

ন্যায় হাস্যাস্পদ হয়। ১৬। হে পুত্র! মন্ত্রগ্রহণমাত্রেই স্বীয় বংশের শত পুরুষ, স্বস্ব ভক্ত এবং বান্ধবগণকে অনায়াসে পবিত্র করে ॥ ১৭। শ্রীকৃষ্ণ সেবা হইতে ধর্ম্ম এবং তপ প্রধান নহে, শ্রীবৈষ্ণব জনের তপস্যার পরিশ্রম অনাবশ্যক। ১৮। হে পুত্র! শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রোপাসক তীর্থপূত, তাহার তীর্থস্নান, অনশন এবং বেদ বিড়ম্বনা মাত্র। ১৯। বৈষ্ণব ব্যক্তির পূর্ব্বকর্ম্মবশে যে পাপ জন্মে তাহা মন্ত্রগ্রহণ মাত্রেই বহ্নিতে তৃণের ন্যায় বিনষ্ট হয়। ২০। বহ্নি পরম পবিত্র, নির্ম্মল জল পবিত্র, ভারতবর্ষ পবিত্র এবং তীর্থস্বরূপ তুলসীপত্র পরম পবিত্র। ২১। কৃষ্ণপরায়ণ ব্যক্তি অবলীলাক্রমে এই সকলকে পবিত্র করেন আর ইহারাও সাদরে ভক্ত ব্যক্তির স্পর্শ বাঞ্ছা করে। ২২। বসুন্ধরা ভক্তের পদধূলিদ্বারা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হন। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণ সেবক অপেক্ষা

বৎস শ্লোকস্যৈকপাদং ব্যাখ্যাতঞ্চ যথাগমম্।
ব্যাখ্যাং করোম্যন্যপাদং যথাজ্ঞানং নিশাময় ॥ ২৬
নারাধিতো যদি হরির্যেন পুংসাধমেন চ।
কিং তস্য তপসা ব্যর্থং নিষ্ফলং তৎপরিশ্রমম্ ॥ ২৭
ব্রতান্যেব হি দানানি তপাংস্যনশনানি চ।
বেদোপযুক্তা যজ্ঞাশ্চ কর্ম্মাণি চ শুভানি চ।
ন নিষ্পুনাত্যভক্তঞ্চ সুরাকুম্ভমিবাপগা ॥ ২৮
অভক্তস্পর্শমাত্রেণ তীর্থানি কম্পিতানি চ।
অভক্তভারদুঃখেন কম্পিতা সা বসুন্ধরা ॥ ২৯
শ্লোকার্দ্ধং কথিতং বৎস কিঞ্চিদেব যথাগমম্।
তস্যার্দ্ধস্যাপি ব্যাখ্যানং করোমীতি নিশাময় ॥ ৩০
বেদসারং কৃষ্ণমতং মমাপি নহি কল্পনা।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরির্যেষাং পুংসাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩১

কোন বস্তু অধিক পবিত্র নহে। ২৩। যে পুরুষ প্রত্যহ শালগ্রাম শিলা চক্রে কৃষ্ণপূজা করে এবং তৎপাদোদক ও নৈবেদ্য নিত্য ভক্ষণ করে সেই বৈষ্ণব মহা পবিত্র। কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক পবিত্র ব্যক্তি জন্মমাত্র বন্ধু-বান্ধব সহিত শত পুরুষকে পবিত্র করে। ২৪-২৫। হে বৎস! আগমানুসারে শ্লোকের এক চরণের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করিয়াছি, এক্ষণে অন্য পাদের ব্যাখ্যা করি, শ্রবণ কর। ২৬। যে পুরুষাধম কর্ত্তৃক হরি আরাধিত না হন, তাহার তপস্যায় ফল কি? তাহার তপস্যা নিষ্ফল ও তপস্যার পরিশ্রম ব্যর্থ। ২৭। গঙ্গা যেমন সুরাকুম্ভকে পবিত্র করিতে পারেন না সেইরূপ ব্রত, দান, তপস্যা, অনশন, বেদবিহিত যজ্ঞ এবং শুভকর্ম্ম সকল অভক্তকে পবিত্র করিতে সক্ষম নহে। ২৮। অভক্তের স্পর্শমাত্রে তীর্থ সকল বিচলিত ও বসুন্ধরা অভক্তের ভারে দুঃখে কম্পিত হইয়া থাকেন। ২৯। হে বৎস! আগমানুসারে যথা কথঞ্চিৎ শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যা বলিলাম, অপরার্দ্ধেরও ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর। ৩০। কৃষ্ণমত বেদের সারভূত। আমি কেবল কল্পনা করি

স্বপ্নে জাগরণে শশ্বত্তপস্তেষাঞ্চ নিষ্ফলম্।
স এব বিষ্ণুতুল্যো হি তদংশো ভারতে মুনে ॥ ৩২
তস্য রক্ষানিবন্ধেন তদভ্যাসে সুদর্শনম্।
ধ্যানমাত্রেণ নিষ্পাপঃ পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩৩
দত্ত্বা চক্রঞ্চ রক্ষার্থং ন নিশ্চিন্তো জনার্দ্দনঃ।
স্বয়ং তন্নিকটং যাতি তং দ্রষ্টুং রক্ষণায় চ ॥ ৩৪
তৎপরো হি প্রিয়ো নাস্তি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ন হি ভক্তাৎ পরশ্চাত্মা প্রাণাশ্চাবয়বাদয়ঃ।
ন লক্ষ্মী রাধিকা বাণী স্বয়ম্ভূঃ শম্ভুরেব চ ॥ ৩৫
ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণপ্রাণা হি বৈষ্ণবাঃ।
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণশ্চ বৈষ্ণবাংস্তথা ॥ ৩৬
ব্যাখ্যাতঞ্চ ত্রিপাদঞ্চ হে মুনীন্দ্র যথাগমম্।
শেষপাদস্য ব্যাখ্যানং করোমীতি নিশাময় ॥ ৩৭
নান্তর্ব্বহির্যদি হরির্যেষাং পুংসাঞ্চ নারদ।
তেষামপি তপো ব্যর্থমন্তর্ম্মলিনচেতসাম্ ॥ ৩৮

বলি নাই। যে মহাত্মা পুরুষদিগের স্বপ্নে ও জাগরণে শ্রীহরি অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেন তাঁহাদের তপস্যায় ফল কি? হে মুনে! এই ভারতবর্ষে যে বিষ্ণুর অংশ সে ব্যক্তি বিষ্ণু তুল্য হয়। ৩১-৩২। তাহার রক্ষার জন্য তাহার নিকট সুদর্শনচক্র সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে এবং কৃষ্ণধ্যানমাত্রে নিষ্পাপ হইয়া সে ত্রিভুবনকে পবিত্র করে॥ ৩৩। জনার্দ্দন তাহার রক্ষার্থ সুদর্শন নিযুক্ত করিয়াও নিশ্চিন্ত নহেন, তাহাকে দেখিতে এবং রক্ষা করিতে স্বয়ং তাহার নিকটে যান। ৩৪। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তদপেক্ষা প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই। আত্মা, প্রাণ, দেহাবয়ব, লক্ষ্মী, রাধিকা, সরস্বতী, স্বয়ম্ভূ, শম্ভু এ সকলও তাঁহার নিকট ভক্ত অপেক্ষা প্রধান নহে। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগতপ্রাণ এবং বৈষ্ণবগণও কৃষ্ণগতপ্রাণ হন। শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করেন, তিনিও শ্রীবৈষ্ণবদিগকে ধ্যান করেন। ৩৫-৩৬। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আগমানুসারে তৃতীয় চরণের ব্যাখ্য

কিং তজ্জ্ঞানেন তপসা ব্রতেন নিয়মেন চ।
তীর্থস্নানেন পুণ্যেনাপ্যভক্তমূঢ়চেতসাম্ ॥ ৩৯
কৃষ্ণভক্তিবিহীনেভ্যো দ্বিজেভ্যঃ শ্বপচো মহান্।
শূকরো ম্লেচ্ছনিবহঃ স্বধর্ম্মাচরণেন চ ॥ ৪০
স্বধর্ম্মহীনা বিপ্রাশ্চাপ্যভক্ষ্যভক্ষণেন চ।
নিত্যং নিত্যং বিধর্ম্মেণ পতিতঃ শ্বপচাধমঃ ॥ ৪১
ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ সন্ততং কৃষ্ণসেবনম্।
নিত্যং তে ভুঞ্জতে সন্তস্তন্নৈবেদ্যং পাদোদকম্ ॥ ৪২
ন দত্বা হরয়ে যস্তু যদি ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজাধমঃ।
অন্নং বিষ্ঠাসমং মূত্রসমং তোয়ং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৪৩
ভুঙ্‌ক্তে স্বভক্ষ্যং কোলশ্চ ম্লেচ্ছশ্চ শ্বপচাধমঃ।
বিপ্রো নিত্যমভক্ষ্যঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে চ পতিতস্ততঃ ॥ ৪৪
শ্লোকমেকঞ্চ ব্যাখ্যাতং যথাজ্ঞানঞ্চ নারদ।
সন্নিবোধ পরস্যার্থং ব্যাখ্যানঞ্চ যথোচিতম্ ॥ ৪৫

করিলাম, শেষ চরণের ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৭। হে নারদ! অন্তরে মলিন চিত্ত যে পুরুষদিগের অন্তরে ও বাহিরে হরি বিদ্যমান না থাকেন তাহাদের তপস্যা ব্যর্থ। ৩৮। অভক্ত মূঢ়চিত্ত সেই পুরুষদিগের জ্ঞান, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম, এবং তীর্থস্নান-পুণ্য সমস্তই নিষ্ফল। ৩৯। কৃষ্ণভক্তি বিহীন দ্বিজ অপেক্ষা স্বধর্ম্মাচরণশীল চণ্ডাল, শূকর এবং ম্লেচ্ছ সকল প্রধান হয়। ৪০। স্বধর্ম্মহীন বিপ্র অভক্ষ্য ভক্ষণদ্বারা এবং প্রত্যহ বিপরীত ধর্ম্মাচরণদ্বারা পতিত হইয়া চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হয়। ৪১। ব্রাহ্মণদিগের নিরন্তর কৃষ্ণ সেবন স্বধর্ম্ম, সেই সাধুগণ প্রত্যহ তাঁহার নৈবেদ্য এবং পাদোদক ভক্ষণ করেন। ৪২। যে দ্বিজাধম শ্রীহরিকে ভক্ষ্যবস্তু না দিয়া ভক্ষণ করে, পণ্ডিতেরা সেই অন্নকে বিষ্ঠাসম এবং পানীয়কে মূত্রসম বলেন। ৪৩। কোল, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডালাধম ইহারা নিজ জাতীয় অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, কিন্তু বিপ্র প্রত্যহ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া সেই পাপে পতিত হয়। ৪৪। হে নারদ! আপনার

তপসো বিরম ব্রহ্মন্ ব্যর্থং ভক্তুতপো ধ্রুবম্।
শঙ্করঞ্চ গুরুং কৃত্বা হরিভক্তিং লভাচিরম্॥ ৪৬
সুপক্কা হরিভক্তিশ্চ তরণী ভবতারণে।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম কর্ণধারস্বরূপকঃ॥ ৪৭
ইত্যেবমুক্ত্বা স্বাং দেবী প্রজগাম সরস্বতী।
ব্যাখ্যাতস্তদভিপ্রায়ঃ কিং ভূয়ঃ কথয়ামি তে॥ ৪৮
ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা জহাস যোগিনাং গুরুঃ।
সনৎকুমারো ভগবানুবাচ পিতরং শুক॥ ৪৯

সনৎকুমার উবাচ

পূর্ব্বশ্লোকস্য ব্যাখ্যানং ন বুদ্ধং শিশুনা ময়া।
পুত্রং শিষ্যমবোধঞ্চ যুক্তং বোধয়িতুং পুনঃ॥ ৫০
আরাধিতো হরির্যেন তস্য ব্যর্থং তপো যদি।
নারাধিতো হরির্যেন তস্য ব্যর্থং তপো যদি।
তস্মাদ্রহিতৌ তৌ দ্বৌ তপসশ্চ স্থলং কুতঃ॥ ৫১

আজ্ঞানুসারে এক শ্লোকের ব্যাখ্যা আমার জ্ঞানানুসারে করিলাম। অপর শ্লোকের যথোচিত অর্থ এবং ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে অবগত হও। ৪৫। হে ব্রহ্মন্! তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও, হে ভক্ত! নিশ্চয় তোমার তপস্যা বিফল (নিষ্প্রয়োজন), শঙ্করকে গুরু করিয়া অচিরে শ্রীহরির দাস্যভক্তি লাভ কর। ৪৬। সুপক্কা শ্রীহরিভক্তি ভবার্ণবতারণে নৌকা স্বরূপ, গুরুই পরব্রহ্ম এবং কর্ণধার স্বরূপ। ৪৭। তোমাকে এই কথা বলিয়া সরস্বতী দেবী প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইল, তোমাকে আর কি বলিব বল। ৪৮। হে শুকদেব! যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ সনৎকুমার ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং পিতাকে কহিলেন। ৪৯।

সনৎকুমার কহিলেন—আমি শিশু, সুতরাং পূর্ব্বশ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। পুত্র এবং শিষ্য যদি বুঝিতে না পারে তবে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বুঝাইতে হয়। ৫০। শ্রীহরিকে যে আরাধনা করিয়াছে,

তপঃ কুর্ব্বন্তি যে তাত ত্বং মাং বোধয় বালকম্ ॥ ৫২

পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা সন্দিগ্ধো জগতাং গুরুঃ।
দধ্যৌ কৃষ্ণপদাম্ভোজং পরং কল্পতরুং শুক ॥ ৫৩

ক্ষণং সঞ্চিন্ত্য পাদাব্জং প্রাপ বাঞ্ছানুমীপ্সিতম্।
ব্যাখ্যাং কর্তুং সমারেভে বিধাতা জগতামপি ॥ ৫৪

ব্রহ্মোবাচ

ধন্যোঽহং ভবতঃ পুত্রাৎ জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরোঃ।
বিষ্ণুভক্তাচ্চ ধর্ম্মিষ্ঠাৎ সৎপুত্রাচ্চ পিতা সুখী ॥ ৫৫

ধন্যোঽসি পণ্ডিতোঽসি ত্বং হরিভক্তোঽসি পুত্রক।
মমাপি সফলং জন্ম জীবনঞ্চ ত্বয়া বুধ ॥ ৫৬

নিবোধ পূর্ব্বশ্লোকার্থং পুনর্ব্ব্যাখ্যাং করোমি চ।
তথাপি চেন্ন সন্তোষো ভবান্ ব্যাখ্যাং করিষ্যতি ॥ ৫৭

তাহার আর তপস্যা করা ব্যর্থ এবং যে শ্রীহরিকে আরাধনা করে নাই তাহারও তপস্যা ব্যর্থ হয়, যদি সেই দুইজন তপস্যা-রহিত হইল, তবে তপস্যার স্থল কি প্রকার লোকের প্রতি নির্দ্দিষ্ট রহিল। ৫১। হে পিতঃ! আমি বালক, কে কিরূপ তপস্যা করিবে আমাকে তাহা বলুন। ৫২। হে শুকদেব! পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া জগৎগুরু ব্রহ্মা সন্দিগ্ধ হইলেন এবং কল্পতরু স্বরূপ পরম শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৫৩। শ্রীপাদপদ্ম ক্ষণেক ধ্যান করিয়াই তিনি বাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই জগদ্বিধাতা নিশ্চিতরূপে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৪।

ব্রহ্মা বলিলেন—জ্ঞানি মধ্যে গুরুতম তোমাকে পুত্রলাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। কারণ বিষ্ণুভক্ত ধর্ম্মিষ্ঠ সৎপুত্রলাভে পিতা সুখী হয়েন। ৫৫। হে পুত্র! তুমিই ধন্য, তুমিই পণ্ডিত, তুমিই হরিভক্ত, হে বুধ! তোমাকে পুত্রলাভ করিয়া আমার জন্ম ও জীবন সফল হইল। ৫৬। পূর্ব্ব শ্লোকের পুনর্ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর। যদি তাহাতে তোমার সন্তোষ না জন্মে, তবে তুমিই ব্যাখ্যা করিবে। ৫৭।

আশব্দঃ সম্যগর্থে চ রাধিতঃ প্রাপ্তবাচকঃ।
সংপ্রাপ্তশ্চ হরির্যেন ব্যর্থস্তস্য তপঃশ্রমঃ॥ ৫৮
যেন সম্যক্‌প্রকারেণ সংপ্রাপ্তো হরিরীশ্বরঃ।
স্বপ্নে জ্ঞানে নচ জ্ঞাতস্তেষাং ব্যর্থস্তপঃশ্রমঃ॥ ৫৯
শ্রীকৃষ্ণবিমুখং মূঢ়ং দ্বিজমেব নরাধমম্।
তীর্থং দানং তপঃ পুণ্যং ব্রতং নৈব পুনাতি তম্॥ ৬০
যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ ভক্তিং পরাং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে তপঃ কুর্ব্বন্তি মধ্যমাঃ॥ ৬১
দেবানন্যাংশ্চ ভজন্তে হরিং জানাতি তৎপরঃ।
তপঃ করোতি তং প্রাপ্তুমাকাঙ্ক্ষন্মধ্যমো জনঃ॥ ৬২
প্রাক্তনাদনুরাগী চ গৃহী সংসারসংবৃতঃ।
তপঃ করোতি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মার্থমীপ্সিতম্॥ ৬৩
পরং শ্রীকৃষ্ণভজনং ধ্যানং তন্নামকীর্ত্তনম্।
তৎপাদোদকনৈবেদ্যভক্ষণং সর্ব্ববাঞ্ছিতম॥ ৬৪

'আ' শব্দের অর্থ সম্যক্ অর্থাৎ বিশেষরূপে এবং 'রাধিত' শব্দ প্রাপ্ত বাচক হয়। অতএব যিনি শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার তপস্যার পরিশ্রম বৃথা হইয়া থাকে। ৫৮। যিনি সম্যক্ প্রকারে সকলের ঈশ্বর শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে তপস্যার পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। ৫৯। যে কোন নরাধম মূঢ় লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈমুখ থাকে দ্বিজাতি হইলেও তাহার তীর্থ, দান, তপস্যা, পুণ্য এবং ব্রত তাহাকে পবিত্র করিতে পারে না। ৬০। যে ব্যক্তি মূঢ়তম কিম্বা যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা উভয়েই সুখী; কেবল মধ্যম লোকেরাই তপস্যা করিবার অধিকারী হইয়া থাকেন। ৬১। যিনি অন্যান্য দেবতা সকলকে ভজনা করেন এবং তৎপর হইয়া শ্রীহরিকে মানেন অপিচ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে তপস্যা করেন সেই মধ্যম সাধকের আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকে। ৬২। মধ্যম গৃহস্থ সাধক সংসারে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাক্তন কর্ম্মের ফলভোগে অনুরাগী

অতীব মূঢ়ো বিপ্রশ্চ প্রাক্তনাদ্‌গুরুদোষতঃ।
তামসো হি ন জানাতি শ্রীকৃষ্ণং ত্রিগুণাৎ পরম্‌॥ ৬৫
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ সৎসঙ্গাদেব প্রাক্তনাৎ।
ভুঙ্‌ক্তে নৈবেদ্যমীশস্য কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৬৬
স চ মুক্তো ভবেৎ পুত্র মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।
স জাতি দিব্যযানেন গোলোকং লোকমুত্তমম্‌॥ ৬৭
শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পূর্ব্বাখ্যানং পুরাতনম্‌।
অতীব সুশ্রবং চারু মধুরং মুক্তিদং পরম্‌॥ ৬৮
কান্যকুব্জঃ সুক্ষুব্ধশ্চ ব্রাহ্মণো গ্রামযাজকঃ।
দেবলো বৃষবাহশ্চ মহামূঢ়শ্চ পাতকী॥ ৬৯
স্বপ্নে জ্ঞানে ন জানাতি পুণ্যং বা কৃষ্ণপূজনম্‌।
কৃষ্ণভক্তসহালাপদর্শনস্পর্শনং শুভম্‌॥ ৭০

হইয়া অভীপ্সিত শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ পাইবার বাসনায় তপস্যা করেন। ৬৩। শ্রীকৃষ্ণের ভজন, ধ্যান, নামকীর্ত্তন ও তাঁহার পাদোদক এবং প্রসাদ ভক্ষণ সকলের বাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ৬৪। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মবশে কোন কোন অত্যন্ত মূঢ়বুদ্ধি ব্রাহ্মণেরা অনুপযুক্ত গুরুর দোষে তমোগুণের অধীন থাকিয়া ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে জানিতে পারে না। ৬৫। অজ্ঞান অথবা জ্ঞান কিম্বা সৎসঙ্গ অথবা ভাগ্য হেতুক শ্রীকৃষ্ণ পরাত্মা পরমেশ্বরের নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে পাওয়া যায়। ৬৬। হে পুত্র! সেই নৈবেদ্যভোক্তা ভাগ্যবলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যরথে গোলোকে কিম্বা উৎকৃষ্ট স্বেচ্ছামত অন্য কোন লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। ৬৭। হে বৎস! এই বিষয়ে অতি প্রাচীন যে উপাখ্যান আছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, যেহেতু তাহা সুশ্রাব্য, মনোহর, মধুর এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তিদায়ক। ৬৮। কান্যকুব্জদেশীয় সুক্ষুব্ধ গ্রামযাজক ও বেতনভুক্‌ দেবপূজক বৃষবাহক এবং মহামূঢ় ও অতিপাতকী একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ৬৯। তিনি স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে কোন পুণ্যকর্ম্ম বা শ্রীকৃষ্ণপূজন জানিতেন না; অধিকন্তু

বভূব প্রাক্তনাত্তস্য ক্ষণমাত্রং সুদুর্লভম্।
তেন পুণ্যেন নৈবেদ্যং লেভে কৃষ্ণস্য ব্রাহ্মণঃ ॥ ৭১
পিতুঃ পুণ্যেন পুত্রশ্চ মার্গে পতিতকল্কম্।
স্বয়ং ভুক্ত্বাবিশেষঞ্চ পাতিতং বৈষ্ণবাজ্জনাৎ ॥ ৭২
সুস্নিগ্ধাক্ষতজীর্ণঞ্চ রজসা মিশ্রিতং পরম্।
গচ্ছতস্তত্র বিপ্রস্য পতিতং ভক্ষ্যবস্তু চ ॥ ৭৩
নৈবেদ্যোপরি কৃষ্ণস্য ত্বরাযুক্তস্য পুত্রক।
তদ্বস্তু ভুক্তং বিপ্রেণ কৃষ্ণনৈবেদ্যমিশ্রিতম্ ॥ ৭৪
সপুত্রেণ ক্ষুধার্ত্তেন ভুক্ত্বা তৌ যযতুর্গৃহম্।
বিপ্রোচ্ছিষ্টঞ্চ বুভুজে তস্য পত্নী পতিব্রতা ॥ ৭৫
পরঃ পরানুসম্বন্ধাৎ পবিত্রা সা বভূব হ।
জীবন্মুক্তো ব্রাহ্মণশ্চ বভূব চ সপুত্রকঃ ॥ ৭৬

শ্রীকৃষ্ণভক্তের সহিত শুভ আলাপ, দর্শন ও স্পর্শ করিতেন না। ৭০। এমত অবস্থায় ক্ষণকালমাত্র তাঁহার সুদুর্লভ ভাগ্যের উদয় হইয়াছিল; সেই ব্রাহ্মণ প্রাক্তন পুণ্যফলে শ্রীকৃষ্ণ নৈবেদ্যের কিঞ্চিন্মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭১। পিতার পুণ্যবলে তদীয় পুত্র পথিমধ্যে উপরোক্ত স্বল্প নৈবেদ্য পতিত দেখিয়া শ্রীবৈষ্ণবভুক্ত সেই উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্যের কিয়দংশ স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন। ৭২। বহুকাল পর্য্যন্ত সেই তণ্ডুলকণা ধূলিধূসরিত হইয়া জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও উক্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহাই উপাদেয় ভোজনীয় পদার্থ হইল। ৭৩। তিনি অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া সেই কৃষ্ণ নৈবেদ্যের সহিত ভোজ্যবস্তু মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলেন। ৭৪। অপিচ ক্ষুধাকাতর ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত তাহা ভোজন করিয়া উভয়ে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; তদনন্তর তাঁহার পতিব্রতা পত্নীও সেই নৈবেদ্যের অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ প্রসাদ সেবন করিলেন। ৭৫। পরস্পর সম্বন্ধে সেই রমণীশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণপত্নী পবিত্রা হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণও পুত্রের সহিত জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। ৭৬।

কালেন তেন পুণ্যেন ব্যাঘ্রভুক্তশ্চ কাননে।
সার্দ্ধঞ্চ ব্যাঘ্রপুত্রাভ্যাং গোলোকং প্রযযৌ দ্বিজঃ।
পতিব্রতা সহমৃতা ভর্ত্রা সার্দ্ধং জগাম সা ॥ ৭৭

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
ব্রহ্মসনৎকুমারসংবাদে শ্রীকৃষ্ণ-নৈবেদ্যপ্রশংসনং
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

কানন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নৈবেদ্যের কিয়দংশ ভোক্তা সেই ব্রাহ্মণকে ব্যাঘ্র আসিয়া ভক্ষণ করিলে সেই পুণ্যফলে ব্যাঘ্র এবং নিজ পুত্রের গোলোকে গমন হইয়াছিল; সংসারে থাকিয়াই কৃষ্ণনৈবেদ্য ভক্ষণকারিণী তাঁহার সেই নারী অতিশয় পতিপ্রাণা হন; এ নিমিত্ত সহমরণে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ভর্ত্তার সহিত তথায় স্থির যৌবনে নির্ব্বিঘ্নে সানন্দচিত্তে সুখভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৭৭।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ

অহো তাত কিমাশ্চর্য্যং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
পরং নৈবেদ্যমাহাত্ম্যং বিস্তরাদ্বদ সাম্প্রতম্ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ

একদা ব্রাহ্মণো হৃষ্টঃ প্রফুল্লবদনেক্ষণঃ।
পুত্রেণ সার্দ্ধং প্রযযৌ বান্ধবস্য গৃহং মুদা ॥ ২
নিমন্ত্রিতো বিবাহেন মহাসম্ভারসম্ভৃতঃ।
ভুক্ত্বা পীত্বা চ তদ্গেহে স্বগৃহং প্রযযৌ মুদা ॥ ৩
সপুত্রো ব্রাহ্মণো মার্গে ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতঃ স্মৃতঃ।
দদর্শ চন্দ্রভাগাং তাং নদীমতিমনোহরাম্ ॥ ৪
উবাচ পুত্রঃ পিতরং স্নাত্বা ভোক্ষ্যামি চেতি ভোঃ।
ক্ষুৎপিপাসা বলবতী বর্দ্ধতে তাত বর্ত্মনি ॥ ৫

সনৎকুমার কহিলেন।—হে পিতঃ! কি আশ্চর্য্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য ভক্ষণের মাহাত্ম্য শুনিলাম, সম্প্রতি উহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করুন। ১।

ব্রহ্মা কহিলেন।—কোন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্তে এবং হর্ষে প্রফুল্লমানস ও প্রফুল্লনয়ন হইয়া পুত্রের সহিত মিত্রের আলয়ে গমন করিলেন। ২। সেই স্থলের পরিণয়ে আমন্ত্রণহেতু উপহারস্বরূপ বহুবিধ উপাদেয় সামগ্রীসহ গমন ও পরমানন্দে ভোজন ও পান করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। ৩। হে পুত্র সনৎকুমার! ক্ষুধা এবং পিপাসাতে অত্যন্ত কাতর সেই সপুত্র ব্রাহ্মণ পথ মধ্যে অতিশয় সুদৃশ্য চন্দ্রভাগানদী দেখিতে পাইলেন। ৪। পুত্র নিজ পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! পথি

পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা তমূবাচ দ্বিজঃ স্বয়ম্।
ভয়ঙ্করং বনমিদং সমীপে সরিতঃ সুত ॥ ৬
সুশীঘ্রং গচ্ছ গ্রামান্তং পুরো রম্যসরোবরম্।
তত্র স্নাত্বা চ ভোক্ষ্যাবো গচ্ছ বর্ত্ম যথাসুখম্ ॥ ৭
তাতস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস চ চুকোপ হ।
পিতরং বক্তুমারেভে রক্তপঙ্কজলোচনঃ ॥ ৮
বালোঽহং দশবর্ষীয়স্ত্বঞ্চ বৃদ্ধশ্চ জ্ঞানদঃ।
পিতা দদাতি পুত্রায় জ্ঞানং সর্ব্বত্র ভূতলে ॥ ৯
অহো দূরত্যয়ঃ কালো বৃদ্ধো বদতি বালবৎ।
কথং প্রাক্তনমুল্লঙ্ঘ্য ব্রূহি তাত দুরত্যয়ম্॥ ১০
প্রাক্তনাৎ সুখদুঃখঞ্চ রোগং শোকং ভয়ং পিতঃ।
সুমৃত্যুরপমৃত্যুর্ব্বা চিরায়ুরল্পজীবনঃ ॥ ১১

মধ্যে আমার অতিশয় ক্ষুধা এবং পিপাসা হইয়াছে; অতএব স্নানান্তে যাহা হয় কিছু ভক্ষণ করি। ৫। পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র! নদীতীরবর্ত্তী এই বন অতীব ভয়ানক। ৬। অবিলম্বে গ্রামের মধ্যে গমন করতঃ তথায় সম্মুখে যে মনোহর সরোবর দেখিব তাহাতেই স্নান করিয়া ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিব; অতএব যথাসুখে গমন কর। ৭। পিতার এই বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণপুত্র কিঞ্চিৎ হাস্য ও কোপ প্রকাশ করিয়া রক্তবর্ণ পদ্মসদৃশ লোহিত নয়নে পিতার প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। ৮। শিশু কহিল—আমি দশবর্ষীয় বালক আর আপনি বৃদ্ধ অর্থাৎ বহুদর্শী এবং জ্ঞানদাতা; অপিচ পৃথিবীর সকল স্থানেই পিতাই পুত্রকে জ্ঞান প্রদান করেন। ৯। কিন্তু কালের কি দুরতিক্রমণীয় মহিমা যে বৃদ্ধ ব্যক্তি বালকের ন্যায় বাক্য বলিয়া থাকেন; হে পিতঃ! বলুন দেখি—কি প্রকারে অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয় ফল উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়? । ১০। হে পিতঃ! প্রাক্তন অর্থাৎ ভাগ্যানুসারে সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, ভয়, সুমৃত্যু, অপমৃত্যু, চিরায়ু এবং জীবনের

যত্র কালে চ যন্মৃত্যুর্ভবনং শুভকর্ম্ম চ।
ন্যূনাধিকং ক্ষণং নাস্তি নিষেকঃ কেন বার্য্যতে॥ ১২
যস্য হস্তে চ যন্মৃত্যুর্ব্বিধাত্রা লিখিতঃ পুরা।
ন চ তং খণ্ডিতুং শক্তঃ স্বয়ং বিষ্ণুশ্চ শঙ্করঃ॥ ১৩
তাত ব্যর্থমধীতং তে দুর্বুদ্ধের্জন্ম নিষ্ফলম্।
সুবুদ্ধেঃ সফলং জন্ম তৎক্ষণং জীবনং সুখম্॥ ১৪
যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স মে রক্ষাং করিষ্যতি॥ ১৫
যেন কৃষ্ণেন বিশ্বানি চাসংখ্যানি কৃতানি চ।
চরাচরঞ্চ যো রক্ষেৎ স মে রক্ষাং করিষ্যতি॥ ১৬
ঘোরারণ্যে সুখং শেতে যো হি কৃষ্ণেন রক্ষিতঃ।
নির্ব্বন্ধোঽপি স্থিতো যস্য মরণং তস্য মন্দিরে॥ ১৭
যঃ শেতে নাগশয্যাসু প্রাক্তনান্মঙ্গলাহিতঃ।
যো নাগভক্ষিতো ভোগাৎ স মৃতো গরুড়ান্তিকে॥ ১৮

অল্পতা হইয়া থাকে। ১১। যে সময়ে যাহার যে ভাবে মৃত্যু এবং শুভ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকে কখনও তাহার কিঞ্চিৎমাত্র ন্যূনাধিক হয় না; যখন জীবের গর্ভাধান হয়, তখন হইতে ইহা নিরূপিত হইয়া থাকে; কেহ ইহার অন্যথা করিতে পারে না। ১২। পূর্ব্বকালে বিধাতা যাহার হস্তে যাহার মৃত্যু লিখিয়াছেন, স্বয়ং বিষ্ণু এবং মহাদেবও তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন। ১৩। হে পিতঃ! আপনি মন্দবুদ্ধি, আপনার জন্ম এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা ও বিফল হইয়াছে; সুবুদ্ধি ব্যক্তিরই জন্ম সফল এবং সুখদায়ক হয়। ১৪। যিনি হংস সমূহকে শুক্লবর্ণ এবং শুক পক্ষিগণকে হরিতবর্ণ ও ময়ূরদিগকে চিত্রিত করিয়াছেন তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। ১৫। যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিয়াছেন, যিনি চরাচরকে রক্ষা করিতেছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন। ১৬। যিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ঘোরতর অরণ্য মধ্যে শয়ন করিয়া অনায়াসে বাঁচিয়া থাকেন, আর কেহ বা বিধাতার নির্ব্বন্ধ হেতুক নিজ মন্দির মধ্যে

ন সমুদ্রে চ ম্রিয়তে নাগ্নিরাশৌ বিষানলে।
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ আয়ুর্মর্ম্মাণি রক্ষতি॥ ১৯
নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
তৃণাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥ ২০
কশ্চিদ্গর্ভে চ ম্রিয়তে কশ্চিদ্ভূমিষ্ঠমাত্রতঃ।
কশ্চিদ্যৌবনকালে চ কশ্চিদেব হি বার্দ্ধকে॥ ২১
কশ্চিচ্চিরায়ু রোগী চাপ্যরোগী চাপি কশ্চন।
কশ্চিদ্ধনী দরিদ্রশ্চ কশ্চিদেব হি কর্ম্মণা॥ ২২
কশ্চিৎ কল্পান্তজীবী চ চিরংজীবী চ কশ্চন।
প্রাক্তনাদমরঃ কশ্চিন্নিষেকো বলবত্তরঃ॥ ২৩
কশ্চিদ্যাতি চ রাজেন্দ্রো দিব্যযানেন কর্ম্মণা।
কশ্চিৎ কীটপতঙ্গেষু কশ্চিৎ পশ্বাদিযোনিষু॥ ২৪

কালগ্রাসে পতিত হয়। ১৭। প্রাক্তন শুভকর্ম্মফলে কেহ নাগশয্যায় শয়ন করিয়া এবং নাগগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াও কালগ্রাসে পতিত হয় না; কিন্তু সেই ব্যক্তি আবার ভাগ্যবেশে গরুড়ের সমীপস্থ হইয়া ভীতিবশতঃ প্রাণত্যাগ করে। ১৮। সমুদ্রে, অগ্নিরাশিতে, বিষাগ্নিতে, অস্ত্রে এবং শস্ত্রেও কাহারও প্রাণনাশ হয় না, যেহেতুক আয়ুই প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। ১৯। সময় না হইলে শতশরে বিদ্ধ হইলেও মৃত্যু ঘটে না; কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে তৃণাগ্রভাগে আঘাত পাইয়াও মানব ইহলীলা সংবরণ করে। ২০। প্রত্যুত কাহারও গর্ভমৃত্যু ঘটে, কেহবা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করে, কেহ পূর্ণযৌবন-অবস্থাতেই সংসার-লীলা সংবরণ করে, কেহ বা প্রাচীনাবস্থাতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।২১। কর্ম্ম ফলানুসারে কেহ বা চিরজীবী, কেহ রোগযুক্ত, কেহ রোগ-বিহীন, কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র হইয়া থাকে। ২২। ভাগ্যানুসারে কেহ কল্পান্তজীবী, কেহ বা চিরজীবী, কেহবা অমর পর্য্যন্তও হইয়া থাকেন; অতএব নিষেক (অর্থাৎ গর্ভে উৎপত্তিকালীন অদৃষ্টের লিখনই) সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ। ২৩। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ রাজেন্দ্র

কশ্চিদেব হি সন্ন্যাসী কশ্চিচ্চ নরঘাতকঃ।
কশ্চিদ্‌গজেন্দ্রগামী চ পশুযায়ী চ কশ্চন॥ ২৫
কশ্চিদ্দদাতি রত্নঞ্চ কশ্চিদ্ভিক্ষাং করোতি চ।
কশ্চিৎ সূক্ষ্মাংশুকাধারী কশ্চিজ্জীর্ণপটী জনঃ॥ ২৬
কশ্চিন্নগ্নোঽপ্যনাহারী সুধাভোজী চ কশ্চন।
কশ্চিচ্চ সুন্দরঃ শ্রীমান্ গলৎকুষ্ঠী চ কশ্চন॥ ২৭
কশ্চিৎ কুব্জশ্চাঙ্গহীনো বধিরঃ কাণ এব চ।
কশ্চিদ্দীর্ঘো মধ্যমশ্চ কশ্চিৎ খঞ্জশ্চ বামনঃ॥ ২৮
কশ্চিৎ কৃষ্ণশ্চ গৌরশ্চ শ্যামলশ্চ স্বকর্ম্মণা।
কশ্চিদ্ভক্ত্যা চ প্রাপ্নোতি কৃষ্ণদাস্যং সুদুর্লভম্॥ ২৯
ব্রহ্মণঃ পরমং স্থানং জন্মমৃত্যুজরাহরম্।
কশ্চিৎ প্রাপ্নোতি পরমং ব্রহ্মলোকং নিরাময়ম্॥ ৩০

হইয়া দিব্য যানে গমন করে, কেহ বা কীট পতঙ্গরূপী হয়, কেহ বা পশুপক্ষিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ২৪। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ সাধুস্বভাব সন্ন্যাসী হয়, কেহ বা পাপপরায়ণ নরঘাতক হয়, কেহ উত্তম গজে গমন করে, কেহ পশু প্রভৃতি জন্তুর ন্যায় মনুষ্য-দিগের বাহন হইয়া থাকে। ২৫। কেহ বা অসংখ্য রত্ন দান করিতে নিরন্তর প্রবৃত্ত থাকেন, কাহারও বা কেবল ভিক্ষা প্রবৃত্তি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; কেহ বা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করে; কেহবা ছিন্নবসন পরিধান করিয়া থাকে। ২৬। কেহ বা উলঙ্গ ও অনাহারী, কেহবা অমৃতভোজী হয়, কেহ বা অতি কমনীয় শ্রীসম্পন্ন হয়, কেহ বা গলৎকুষ্ঠী হইয়া থাকে। ২৭। কেহ বা কুব্জ, কেহ অঙ্গহীন, কেহ বধির, কেহ কাণ, কেহ দীর্ঘাকৃতি, কেহ মধ্যাকৃতি, কেহ বামন ও কেহ খঞ্জ হয়। ২৮। কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে, স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ ভক্তিগুণে সুদুর্লভ কৃষ্ণদাস্য প্রাপ্ত হয়। ২৯। কেহ-জন্ম-মৃত্যু-জরা-রহিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়; কেহ ব্যাধি বিহীন পরম ব্রহ্মলোক লাভ করে। ৩০।

কশ্চিৎ স্বর্গমিন্দ্রপদং শিবলোকং স্বকর্ম্মণা।
কশ্চিৎ স্বর্গমিন্দ্রলোকং যমলোকঞ্চ কশ্চন॥ ৩১
কশ্চিচ্চ নরকে ঘোরে প্রাপ্নোতি ক্লেশমুল্বণম্।
তাড়িতো যমদূতেন ক্ষুধিতস্তৃষিতঃ সদা॥ ৩২
ভুঙ্‌ক্তে বিণ্মূত্রকীটং তন্মলং শ্লেষ্মাং গরং বসাম্।
ক্ষুরধারে তপ্ততৈলে বহ্নৌ শীতে জলে স্থলে॥ ৩৩
প্রাপ্নোতি দারুণং দুঃখমাকল্পং পাতকী পিতঃ।
ততো ভোগাবশেষে চ লব্ধ্বা জন্ম স্বকর্ম্মণা॥ ৩৪
ব্যাধিযুক্তঃ প্রমুচ্যেত তয়া চেদীশ্বরেচ্ছয়া।
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ॥ ৩৫
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্ম্মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু।
যস্যাজ্ঞয়া সৃষ্টিবিধৌ কূর্ম্মোঽনন্তং দধাতি চ॥ ৩৬
স চ সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং লীলয়া চেশ্বরেচ্ছয়া।
যস্যাজ্ঞয়া মহাভীতা সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা॥ ৩৭

কেহ স্বর্গলোক এবং ইন্দ্রপদ পায়, কেহ বা শিবলোক লাভ করে, কেহ বা স্বকর্ম্মদ্বারা স্বর্গ, ইন্দ্র বা যমলোক প্রাপ্ত হয়। ৩১। কেহ ভয়ানক নরকে অসীম কষ্টে নিপতিত হয়, কেহ যমদূতের তাড়নায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সর্ব্বদা কাতর হইয়া থাকে। ৩২। কেহ বিষ্ঠা ও মূত্রের কীট এবং বিষস্বরূপ কীটের বিষ্ঠা শ্লেষ্মা গর ও বসা ভক্ষণ করে। ক্ষুরধারে, তপ্ততৈলে, অগ্নিতে এবং শীতকালে জলে ও শীতল স্থানে শয়ন করে। ৩৩। হে পিতঃ! পাতকী লোক এই রূপে কল্পান্তকাল দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভোগাবসানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্যাধিযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং তাঁহারই ইচ্ছায় মুক্ত হয়। ঈশ্বরের ভয়ে বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য তাপ দিতেছেন; ইন্দ্র জল দান করিতেছেন; অগ্নি দাহ করিতেছেন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় জন্তুগণের মৃত্যু হইতেছে, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমেই সৃষ্টি রক্ষার জন্য কূর্ম্ম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন। ৩৪-৩৬। সেই শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া

ধরা সা সর্ব্বশস্যাঢ্যা রত্নবাংশ্চ হিমালয়ঃ।
স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ ধ্যায়তে যমহর্নিশম্ ॥ ৩৮
যং ধ্যায়তে চ ভজতে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিবঃ।
সহস্রবক্ত্রো যং স্তৌতি ধ্যায়তে ভজতে সদা ॥ ৩৯
স্বয়ং সরস্বতী স্তৌতি যমীশ্বরমভীপ্সিতম্।
সেবতে পাদপদ্মঞ্চ স্বয়ং পদ্মালয়া পিতঃ ॥ ৪০
মায়া ভীতা চ যং স্তৌতি দুর্গা দুর্গতিনাশিনা।
স্তুবন্তি বেদাঃ সততং সাবিত্রী বেদমাতৃকা ॥ ৪১
সিদ্ধেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ যোগীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ।
রাজেন্দ্রাশ্চাসুরেন্দ্রাশ্চ সুরেন্দ্রা মনবস্তথা ॥ ৪২
ধ্যায়ন্তে চ ভজন্তে চ ভক্তাঃ সন্তো হি সন্ততম্।
কেচিদ্বদন্তি যং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৪৩
কেচিৎ প্রধানং সর্ব্বাদ্যং কেচিত্তু জ্যোতিরীশ্বরম্।
কেচিত্তু সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৪৪

সকলের রক্ষা বিষয়ে লীলা বিলাস করিতেছেন এবং তাঁহার ইচ্ছায় বসুন্ধরা সাগ্রহে সকলের আধার হইয়াছেন। ৩৭। সেই পৃথিবী সর্ব্বশস্য সম্পন্ন হইয়াছেন, হিমালয় রত্নবান হইয়াছেন, ভগবান্ বিধাতা স্বয়ং অহর্নিশি তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। ৩৮। মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবও স্বয়ং তাঁহার ধ্যান ও ভজনা করেন, সহস্রবদন অনন্তও সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যান ও ভজনা করিয়া থাকেন। ৩৯। স্বয়ং সরস্বতী দেবীও সেই অভীষ্ট দেবের স্তব করেন, হে পিতঃ! পদ্মালয়া লক্ষ্মীও স্বয়ং তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। ৪০। মায়া শক্তি ভীতা হইয়া তাঁহার স্তব করেন এবং দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, চতুর্ব্বেদ এবং বেদমাতা সাবিত্রীও তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। ৪১। সিদ্ধশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, সনকাদি যোগিশ্রেষ্ঠ, রাজশ্রেষ্ঠ, অসুরশ্রেষ্ঠ, সুরশ্রেষ্ঠ এবং চতুর্দ্দশ মনু সর্ব্বদা তাঁহাকে স্তব করেন এবং সাধু ভক্তগণ নিরন্তর তাঁহার ধ্যান ও ভজনা করিয়া থাকে। তাঁহাকে পণ্ডিতগণ সনাতন ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ৪২-৪৩।

কেচিৎ স্বেচ্ছাময়ং রূপং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
কেচিৎ সুরুচিরং শ্যামসুন্দরং সুমনোহরম্॥ ৪৫
সানন্দং পরমানন্দং গোবিন্দং নন্দনন্দনম্।
ভজ তাত পরং ব্রহ্ম স্মর শশ্বৎ সুরেশ্বরম্॥ ৪৬
ইত্যেবমুক্ত্বা পিতরং চন্দ্রভাগানদীজলে।
স্নাত্বা পপৌ জলং স্বচ্ছং বুভুজে মিষ্টমোদকম্॥ ৪৭
পিতা তদ্বচনং শ্রুত্বা সানন্দাশ্রু মুমোচ সঃ।
চুচুম্ব গণ্ডং পুত্রস্য সমাশ্লেষণপূর্ব্বকম্॥ ৪৮
পিতা স্নাত্বা সমারেভে সন্ধ্যাং কর্ত্তুঞ্চ পূজনম্।
সুস্নাতং পিতরং দৃষ্ট্বা পুত্রঃ স প্রযযৌ বনম্॥ ৪৯
পত্রং ভোজনপাত্রার্থমাহর্ত্তুং চঞ্চলঃ শিশুঃ।
চকার চয়নং তূর্ণং প্রশস্তং পত্রপঞ্চকম্॥ ৫০
সুন্দরং কুসুমং বন্যং পূজনার্থং পিতুস্তথা।
দদর্শ পুরতো বালঃ সুপক্কং বদরীফলম্॥ ৫১

তাঁহাকে কেহ সকলের আদি প্রকৃতি, কেহ জ্যোতির্ম্ময়, কেহ সর্ব্বরূপী ও কেহ সর্ব্ব কারণের কারণ বলিয়া ব্যক্ত করেন। ৪৪। কেহ তাঁহাকে ভক্ত জনের অনুগ্রহার্থে স্বেচ্ছাময় রূপধারী বলেন; কেহ পরব্রহ্ম সনাতন মনোজ্ঞ শ্যামসুন্দর বলিয়া থাকেন। ৪৫। হে পিতঃ! সুরেশ্বর আনন্দময় পরমানন্দ নন্দনন্দন গোবিন্দকে ভজনা করুন; তিনি সনাতন পরব্রহ্ম। ৪৬। সেই বালক পিতাকে এই কথা বলিয়া চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান, তাহার নির্ম্মল জল পান এবং সুমিষ্ট মোদক ভক্ষণ করিল। ৪৭। পিতাও তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে অশ্রুজল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। ৪৮। অতঃপর তাঁহার পিতা স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যা, বন্দনা এবং পূজা করিতে উপবিষ্ট হইলেন; পুত্র পিতাকে সুস্নাত দেখিয়া বন মধ্যে গমন করিলেন। ৪৯। সেই চপল স্বভাব শিশু সন্তান ভোজনপাত্রের নিমিত্ত পত্রানয়ন জন্য গমন করিয়া পাঁচ-

চকার চয়নং তানি ফলানি শোভনানি চ।
ধাত্রীফলং সুপক্বঞ্চ পক্বমাম্রাতকং তথা ॥ ৫২
সুপক্বঞ্চ কদম্বঞ্চ চকার চয়নং পুনঃ।
সুপক্বং সুন্দরং রম্যং দাড়িম্বং শ্রীফলং তথা ॥ ৫৩
রম্যং জম্বূফলং চৈব খর্জ্জূরং সুমনোহরম্।
করঞ্জকঞ্চ জাম্বীরং সুন্দরং চিকুরং তথা ॥ ৫৪
তৎসর্ব্বং চয়নং কৃত্বা দদর্শ পুরতঃ সরঃ।
সুনির্ম্মলং জলং স্বচ্ছং শ্বেতপদ্মং মনোহরম্ ॥ ৫৫
রুচিরং রক্তকহ্লারং প্রস্ফুটঞ্চ জলান্তিকে।
বিহায় তানি সর্ব্বাণি সরঃশিরসি সুস্থলে ॥ ৫৬
পপৌ সরঃস্বচ্ছতোয়ং জহার পদ্মমুল্বণম্।
কিঞ্চিৎসুরক্তকহ্লারং পক্বং পদ্মফলং তথা ॥ ৫৭
সর্ব্বমাহরণং কৃত্বা পিতরং গন্তুমুদ্যতঃ।
প্রফুল্লবদনঃ শ্রীমান্ সস্মিতো দ্বিজবালকঃ ॥ ৫৮

খানি প্রশস্তপত্রে সংগ্রহ করিয়া আনিল। ৫০। পিতার পূজার জন্য সুন্দর বন্যকুসুম আহরণ করিল; পরে সেই বালক সম্মুখে সুপক্ক মনোজ্ঞ বদরীফল দেখিতে পাইল। ৫১। সেই বালক মনোহর ফল সকল চয়ন করিল; তাহাতে আমলকী ও পক্ক আম্রাতক ছিল। এইরূপে সুপক্ক কদম্ব, অতি কমনীয় দাড়িম্ব, সুপক্ক শ্রীফল ও মনোহর জম্বূফল, সুন্দর খর্জ্জূর, করঞ্জ, জাম্বীর, সুন্দর চিকুর ইত্যাদি ফল পুনর্ব্বার চয়ন করিল। ৫২—৫৪। বালক বহুবিধ ফল চয়ন করিয়া সম্মুখে সরোবর দেখিতে পাইল, সেই সরোবরের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জলের মধ্যে মনোহর শ্বেতপদ্ম বিকশিত ছিল। ৫৫। অতঃপর প্রস্ফুটিত রক্ত পদ্ম সকল চয়ন করিয়া সেই সরোবরের জল সমীপে পবিত্রপ্রদেশে সেই সমস্ত রাখিয়া ছিল। ৫৬। তৎপরে স্বচ্ছ জল পান করিল; এবং রক্ত কহ্লার এবং পক্ক পদ্ম বীজাদি আহরণ করিল। ৫৭। সমস্ত আহরণ ও পিতৃ সমীপে গমনার্থ উদ্যম করিয়া, প্রফুল্ল বদন নির্ভয় শ্রীমান্ ঈষৎ

প্রফুল্লচম্পকতরুং দদর্শ পুরতঃ শিশুঃ।
মল্লিকামালতীকুন্দযূথিকামাধবীলতাঃ ॥ ৫৯
চকার চয়নং স্ফীতঃ পুষ্পাণি সুন্দরাণি চ।
পুষ্পেণ ফলপত্রেণ তস্য ভারো বভূব হ ॥ ৬০
বালো বোঢ়ুমশক্তশ্চ যযৌ গমনমন্থরঃ।
ন ফলং বুভুজে সোঽপি ধর্ম্মাধর্ম্মভয়েন চ ॥ ৬১
পুরো দদর্শ স শিশুর্ঘোরং ব্যাঘ্রালয়ং ভিয়া।
তাত তাতেতি শব্দঞ্চ চকার হ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬২
ন দদর্শ চ তাতঞ্চ শার্দ্দূলঞ্চ দদর্শ সঃ।
ভিয়া সস্মার গোবিন্দপদারবিন্দমীপ্সিতম্ ॥ ৬৩
হরিং নরহরিং রামং কৃষ্ণং বিষ্ণুঞ্চ মাধবম্।
দামোদরং হৃষীকেশং মুকুন্দং মধুসূদনম্ ॥ ৬৪
এতানি দশ নামানি জপন্ বিপ্রশিশুর্ভিয়া।
প্রযযৌ পুরতঃ শীঘ্রং পুনরেব সরোবরম্ ॥ ৬৫

হাস্যযুক্ত সেই ব্রাহ্মণবালক একটি প্রফুল্ল চম্পক বৃক্ষ এবং মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, যূথিকা ও মাধবীলতা আপনার সম্মুখভাগে দর্শন করিল। ৫৮–৫৯। বালক বহুবিধ বৃক্ষের মনোহর কুসুমাবলী চয়ন করিলে সেই সমস্ত পুষ্প এবং ফলে তাহার ভার বোধ হইল। ৬০। সে ভার বহনে পরাঙ্মুখ হইয়া মন্থর গমনে চলিতে লাগিল এবং এই ফলাহার করিলে ধর্ম্ম হয় কি অধর্ম্ম হয় এই চিন্তা করিয়া সেই সুকুমারমতি বালক একটী ফলও আহার করিল না। ৬১। অনন্তর সেই বালক সম্মুখে ব্যাঘ্রের এক ভয়ানক গহ্বর দর্শন করিল। ইহাতে অতিশয় ভীত হইয়া পিতঃ! পিতঃ! বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। ৬২। কিন্তু পিতাকে দেখিতে পাইল না, পরন্তু এক ব্যাঘ্র দেখিল; তাহাতে ঐ বালক অতি ভীতচিত্ত হইয়া দৃঢ়ান্তঃ-করণে কাতর বাক্যে শ্রীগোবিন্দের পদাম্বুজ স্মরণ করিতে লাগিল। ৬৩। শ্রীহরি, নরহরি, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, মাধব, দামোদর, হৃষীকেশ,

সরসো নির্ম্মলে তোয়ে পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
দদৌ ভক্ত্যা ভগবতে কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥ ৬৬
শ্রীকৃষ্ণপূজাং কুর্ব্বন্তং ধ্যায়মানং পদাম্বুজম্।
নিকটং ন যযৌ ব্যাঘ্রো দৃষ্ট্বা বালঞ্চ দূরতঃ ॥ ৬৭
ব্যাঘ্রং দদর্শ বালশ্চ প্রকটাস্যং ভয়ানকম্।
বিকৃতাকারদশনং বিকটাক্ষং মহোদরম্ ॥ ৬৮
দৃষ্ট্বা চ দূরতো ব্যাঘ্রমুবাস সরসস্তটে।
দধৌ কৃষ্ণপদাম্ভোজং জন্মমৃত্যুজরাহরম্ ॥ ৬৯
মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতম্।
বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাখ্যং ষট্‌চক্রঞ্চ বিভাব্য চ ॥ ৭০
কুণ্ডলিন্যা স্বশক্ত্যা চ সহিতং পরমেশ্বরম্।
সহস্রদলপদ্মস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুম্ ॥ ৭১
দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীতকৌশেয়বাসসম্।
সস্মিতং সুন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদপ্রভম্ ॥ ৭২

(অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়ের অধিপতি) মুকুন্দ ও শ্রীমধুসূদন এই দশটী নাম স্মরণ করিতে করিতে দ্বিজবালক ভয়ের সহিত সম্মুখস্থ সরোবরে পুনর্ব্বার ত্বরিতগমনে উপনীত হইল। ৬৪—৬৫। বালক শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মাকে (ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ) ভগবান্ জানিয়া তাঁহাকে নির্ম্মল জল এবং ফল ও পুষ্পাদি ভক্তিসহকারে নিবেদন করিয়া দিল। ৬৬। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্র বালক সমীপে আসিয়াও তাহাকে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ধ্যান করিতে দেখিয়া তাহার নিকটে গেল না; পরন্তু তাহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গেল। ৬৭। কিন্তু সেই শিশু ব্যাঘ্রের বিকট মুখ, বিকৃত দন্ত, ভয়ানক চক্ষু এবং বিশাল উদর অবলোকন করিয়া জন্ম মৃত্যু জরাপহারী শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ধ্যান করিতে লাগিল। ৬৯। বালক ক্রমশঃ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা নামক ষট্‌চক্র হৃদয় মধ্যে ভাবনা করিয়া স্বশক্তি কুণ্ডলিনীর সহিত সহস্রদলপদ্মস্থিত পরমাত্মা প্রভুকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান করিল। ৭১।

কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্যলীলাধামমনোহরম্ ।
কোটিপার্ব্বণপূর্ণেন্দুপ্রভাজুষ্টঞ্চ সুন্দরম্ ॥ ৭৩
সুখদৃশ্যং সুরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৭৪
প্রফুল্লপদ্মনয়নং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ।
মালতীমাল্যসম্বদ্ধচূড়াচারুসুশোভনম্ ॥ ৭৫
ধৃতরত্নং রত্নপদ্মং দক্ষিণেন করেণ চ ।
বামেন মণিনির্ম্মাণদীপ্তদর্পণমুজ্জ্বলম্ ॥ ৭৬
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ।
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেন চারুবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্ ॥ ৭৭
মুক্তারাজিবিনিন্দৈকদন্তরাজিবিরাজিতম্ ।
আজানুমালতীমালাবনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৭৮
বেদাননসরস্বত্যা স্তুতং ব্রহ্মেশবন্দিতম্ ।
পদ্মাপদ্মালয়ামায়াসংসেবিতপদাম্বুজম্ ॥ ৭৯

দ্বিভুজ এবং পীত কৌশেয় বস্ত্র পরিহিত, ঈষৎ হাস্যযুক্ত, সুন্দর ও বিশুদ্ধ এবং নবীন মেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয় মধ্যে দর্শন করিলেন। ৭২। তিনি কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্য্য ভূষিত ও লীলা ধাম এবং সুমনোহর এবং কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভা যুক্ত পরমসুন্দর। ৭৩। তিনি সুখদৃশ্য, সুরূপী ও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহকারক, চন্দনচর্চ্চিত এবং সর্ব্বাঙ্গে রত্নাভরণ বিশিষ্ট। ৭৪। তিনি প্রফুল্ল পদ্মলোচন ও শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলস্থিত হইয়া মালতী পুষ্পের মাল্যদ্বারা চূড়া বন্ধনে অতি মনোহর রূপধারণ করিয়াছেন। ৭৫। তাঁহার দক্ষিণ করে পদ্মরত্ন এবং বাম করে মণিখচিত সুদীপ্ত দর্পণ উজ্জ্বল রূপে শোভা প্রাপ্ত হইতেছিল। ৭৬। রত্নময় কুণ্ডলদ্বয়ে তাঁহার গণ্ডস্থল বিরাজিত এবং মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভে তাঁহার মনোহর বক্ষঃস্থল প্রদীপ্ত হইয়াছিল। ৭৭। মুক্তাশ্রেণী যাহাতে পরাজিত হয়, এইরূপ দন্তশ্রেণী ও মালতী মালায় এবং বনমালায় বিভুষিত হইয়া, তাঁহার কণ্ঠদেশ অত্যাশ্চর্য্য

পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
নির্লিপ্তং সাক্ষিভূতঞ্চ ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৮০
সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণম্ ।
পুরুষং পরমাত্মৈকং পরেশং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮১
এবম্ভুতং বিভুং দৃষ্ট্বা মনসা প্রণনাম তম্ ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা তমীশং সংপুটাঞ্জলিঃ ॥ ৮২
হে নাথ দর্শনং দেহি মাং ভক্তং শরণাগতম্ ।
শ্রীদ শ্রীশ শ্রীনিবাস শ্রীনিধে শ্রীনিকেতন ॥ ৮৩
শ্রিয়া সেবিতপাদাব্জ শ্রীসমুৎপত্তিকারণ ।
বেদানির্ব্বচনীয়েশ নিরীহ নির্গুণাধিপ ॥ ৮৪
সর্ব্বাদ্য সর্ব্বনিলয় সর্ব্ববীজ সনাতন ।
শান্ত সরস্বতীকান্ত নিতান্ত সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮৫
সর্ব্বাধার নিরাধার কামপূর পরাৎপর ।
দুষ্পারাসারসংসারকর্ণধার নমোঽস্তু তে ॥ ৮৬

শোভা ধারণ করিয়াছিল। ৭৮। তিনি বেদমুখী সরস্বতী কর্ত্তৃক সংস্তুত ও ব্রহ্মা এবং শিব-বন্দিত; পদ্মালয়া লক্ষ্মী ও মায়া কর্ত্তৃক তাঁহার পাদপদ্ম সংসেবিত। ৭৯। তিনি পরিপূর্ণতম ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা ঈশ্বর নির্লিপ্ত সাক্ষিসদৃশ ভগবান্ সনাতন। ৮০। তিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বরূপী সর্ব্বকারণের কারণ পুরুষ পরেশ প্রকৃতির পর। ৮১। বালক এইরূপে পরমাত্মা বিভুকে দর্শন করিয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া সেই পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিল। ৮২।

হে স্বামিন্! আমি আপনার শরণাগত এবং ভক্ত; অতএব আমার অন্তরে দেখা দিউন; হে শ্রীদ, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিধে, শ্রীনিকেতন। ৮৩। আপনি লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সেবিতপদাব্জ, সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কারণ; বেদে অনির্ব্বচনীয়, ঈশ, নিরীহ, নির্গুণ ও সকলের অধীশ্বর। ৮৪। আপনি সর্ব্বাদ্য, সর্ব্বনিলয়, সর্ব্ববীজ, সনাতন, শান্ত, সরস্বতীকান্ত ও সর্ব্ব

ইত্যেবমুক্ত্বা স শিশূ রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ।
ধ্যানেন তৎপদাম্ভোজং শরণঞ্চ চকার সঃ ॥ ৮৭
ইতি বিপ্রকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৮৮

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
ব্রহ্ম-সনৎকুমারসংবাদে শ্রীকৃষ্ণমহিমোপলম্ভনং
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

কর্ম্মফলের ক্ষয়কারক। ৮৫। আপনি সর্ব্বাধার, আধাররহিত, কামপূরণ-কারী, পরাৎপর, দুষ্পার ও অসার সংসারের কর্ণধার, আপনাকে নমস্কার করি। ৮৬। এই কথা বলিয়া সেই বালক বারম্বার ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং ধ্যানযোগে তাঁহার শ্রীপদারবিন্দ স্মরণ করিল। ৮৭। সেই ব্রাহ্মণ কৃত এই স্তোত্র ত্রিসন্ধ্যা যিনি পাঠ করেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ৮৮।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

-০:*:০-

ব্রহ্মোবাচ

ব্রাহ্মণস্য স্তবং শ্রুত্বা পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ।
কৃপাঞ্চকার ভগবান্ ভক্তেশো ভক্তবৎসলঃ॥ ১
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভগবান্ নন্দনন্দনঃ।
নারায়ণর্ষিঃ কৃপয়া চাজগাম সরোবরম্॥ ২
দদর্শ ব্রাহ্মণবটুং তমেব মুনিপুঙ্গবম্।
তেজসা সুখদৃশ্যেন সুন্দরং সুমনোহরম্॥ ৩
পীতবস্ত্রপরীধানং নবীনজলদপ্রভম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং বনমালাবিভূষিতম্॥ ৪
প্রসন্নবদনং শুদ্ধং সস্মিতং সর্ব্বপূজিতম্।
বিভান্তঞ্চ জপন্তঞ্চ শুদ্ধস্ফটিকমালয়া॥ ৫
দৃষ্ট্বা ননাম সহসা শিরসা বিপ্রপুঙ্গবঃ।
শুভাশিষং দদৌ তস্মৈ দত্ত্বা শিরসি হস্তকম্॥ ৬
তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ।
হিতং তথ্যং নীতিসারং পরিণামসুখাবহম্॥ ৭

ব্রহ্মা কহিলেন।—ভক্ত জনের রক্ষক ভক্তবৎসল ভগবান্ জনার্দ্দন ব্রাহ্মণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। ১। এক সময়ে তথায় শ্রীনন্দনন্দন ভগবান্ নারায়ণ ঋষি কৃপা করিয়া সেই সরোবরতীরে উপনীত হইলেন। ২। মুনিশ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণপুত্রকে অবলোকন করিলেন, তিনি সুখদৃশ্য তেজঃপুঞ্জ কলেবর অতি সুন্দর ও মনোহর। ৩। বিপ্রবর সেই বালককে পীতবসন নবীন মেঘ সদৃশ প্রভাপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে চন্দনলিপ্ত ও বনমালায় বিভূষিত প্রসন্নবদন, 'বিশুদ্ধ

শ্রীনারায়ণঋষিরুবাচ

অয়ে বিপ্র মহাভাগ সফলং জীবনং তব।
যস্মিন্ কুলে চ জাতোঽসি তদ্ধন্যং সুপ্রশংসিতম্ ॥ ৮
ভজ ত্বং পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনম্।
ধ্রুবং যাস্যসি গোলোকং পরমানন্দমীপ্সিতম্ ॥ ৯
তৎকুলং পাবনং ধন্যং যশস্যং চ নিরাপদম্।
যস্মিন্ স্বয়ং ভবান্ জাতঃ পুণ্যঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ ॥ ১০
নৈবেদ্যং পতিতং মার্গে জীর্ণং শ্বাপদভক্ষিতম্।
ভুক্ত্বা তবৈষা বুদ্ধিশ্চ কৃষ্ণভক্তির্ব্বভূব চ ॥ ১১
কৃষ্ণনৈবেদ্যমাহাত্ম্যং কো বৎস কথিতুং ক্ষমঃ।
যদ্বক্তুং ন হি শক্তাশ্চ বেদাশ্চত্বার এব চ ॥ ১২
বরং বৃণুষ্ব ভদ্রন্তে সুভদ্র দ্বিজপুঙ্গব।
সর্ব্বং দাতুমহং শক্তো যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৩

নির্ম্মল, ঈষৎ হাস্যযুক্ত সর্ব্বপূজ্য দীপ্যমান পবিত্র স্ফটিকমালায় জপকারী নারায়ণ ঋষিকে দর্শন ও সহসা মস্তক অবনত করিয়া বিহিত বিধানে নমস্কার করিলেন। দীনপালক মুনিবর কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণবালকের মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া পরিণামে সুখ-দায়ক হিতকর ও যথার্থ সারনীতি বাক্য বলিলেন। ৪-৭।

শ্রীনারায়ণ ঋষি কহিলেন।—অয়ে মহাভাগ বিপ্রবালক! তোমার জন্ম সফল এবং যে কুলে তুমি জন্মিয়াছ সে কুল ধন্য ও বিশেষরূপে প্রসংশিত। ৮। তুমি সানন্দে পরমানন্দ শ্রীনন্দনন্দনকে ভজনা কর; তাহাতে পরম আনন্দময় ও সুরগণের বাঞ্ছিত গোলকধামে নিশ্চয় গমন করিবে। ৯। অতি পবিত্র শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ পুণ্যময় যে কুলে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ সে কুল ধন্য ও পবিত্র যশোযুক্ত এবং নিরাপদ। ১০। পথে পতিত ও শ্বাপদভক্ষিত নীরস নৈবেদ্য ভোজন করিয়া তোমার এইরূপ জ্ঞানোদয় এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে ভক্তি জন্মিয়াছে। ১১। হে বৎস! শ্রীকৃষ্ণ নৈবেদ্যের মাহাত্ম্য বলিতে কে সক্ষম হইবে? চারিবেদও তাহা বলিতে

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ শিশুঃ স্বয়ম্।
পুনঃ কম্পিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রঃ পুটাঞ্জলিঃ ॥ ১৪

সুভদ্র উবাচ

দেহি মে কৃষ্ণ পাদাব্জে দৃঢ়াং ভক্তিং সুদুর্লভাম্।
তদ্দাস্যং তৎপদে বাসং জরামৃত্যুহরং পরম্ ॥ ১৫
অন্যং বরং ন গৃহ্লামি ন মে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্।
নাহং বরার্থী কামী চ রাগী বেতনভুগ্‌যথা ॥ ১৬

শ্রীনারায়ণর্ষিরুবাচ

শ্রীকৃষ্ণে যস্য ভক্তিশ্চ তস্যাত্র কিং সুদুর্লভম্।
অণিমাদিকদ্বাত্রিংশৎ সিদ্ধিঃ করতলে পরা ॥ ১৭
নির্ব্বিকল্পাং দদাত্যস্মৈ নৈব গৃহ্লাতি বৈষ্ণবঃ।
অনিমিত্তাং হরের্ভক্তিং ভক্তা বাঞ্ছন্তি সন্ততম্ ॥ ১৮
গৃহাণ মন্ত্রং কৃষ্ণস্য পরং কল্পতরুং বরম্।
ভক্তিদং দাস্যদং শুদ্ধং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্ ॥ ১৯

সমর্থ নহে। ১২। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সুভদ্র! বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার মনোবাঞ্ছিত সকল বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ। ১৩। শিশু স্বয়ং নারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কম্পিতকলেবর ও সাশ্রুনেত্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। ১৪।

সুভদ্র কহিলেন।—হে কৃষ্ণ! আপনার শ্রীপাদপদ্মে সুদুর্লভ দৃঢ়ভক্তি প্রদান করুন; আপনার পদে বাস ও দাস্য জন্ম-মৃত্যু-জরাপহারক। এ দাসের অন্য কোন বর প্রয়োজন নাই; বেতন ভোগার ন্যায় আমি বরার্থী ও বিষয় ভোগে অভিলাষী নহি। ১৫-১৬।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন।—যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি আছে এই সংসারে তাহার কিছুমাত্র অপ্রাপ্য নাই; অণিমাদি দ্বাত্রিংশদ্বিধ প্রধান সিদ্ধি তাহার করতলগত। ১৭। অণিমাদি সবিকল্প সিদ্ধির ত কথাই নাই, ভোগসম্পর্কশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধি দান করিলেও বৈষ্ণব তাহা গ্রহণ করেন

লক্ষ্মীর্ম্মায়াকামবীজং ঙেহন্তং কৃষ্ণপদং তথা।
বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রঞ্চ মন্ত্ররাজং মনোহরম্ * ॥ ২০
ইত্যেবমুক্ত্বা তৎকর্ণে কথয়ামাস দক্ষিণে।
বারত্রয়ং মুনিশ্রেষ্ঠঃ শুদ্ধভাবেন পুত্রক ॥ ২১
যেন স্তোত্রেণ তুষ্টাব সুভদ্রঃ পরমেশ্বরম্।
আজ্ঞাং চকার স ঋষিস্তদেব পঠিতুং মুদা ॥ ২২
কবচঞ্চ দদৌ তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলম্।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং সর্ব্বপূজাবিধিক্রমম্ ॥ ২৩
হরের্দাস্যঞ্চ তদ্ভক্তিং গোলোকবাসমীপ্সিতম্।
জন্মদ্বয়ান্তরে চৈব কর্ম্মভোগক্ষয়ে সতি ॥ ২৪

সুভদ্র উবাচ

সত্যং কুরু মহাভাগ বরং মে যদি দাস্যসি।
বরং বৃণোমি তৎপশ্চাৎ যন্মে মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৫

না; ভক্তগণ সতত অহেতুক হরিভক্তি অভিলাষ করিয়া থাকেন। ১৮। তুমি শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও দাস্যপ্রদ, পবিত্র ও কর্ম্মের মূলচ্ছেদনকারী কল্পতরুর ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের পরম মন্ত্র গ্রহণ কর। ১৯। লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ এবং কামবীজ তদন্তে "কৃষ্ণ" এই পদে চতুর্থী বিভক্তির এক বচন বহ্নি-জায়ান্ত যোগে অতি মনোহর ও শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হয়। ২০। হে পুত্র! সেই পরিতুষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিয়া পবিত্রভাবে তাহার দক্ষিণ কর্ণে সেই মন্ত্র তিনবার বলিলেন এবং শিষ্য সুভদ্র যে স্তোত্রে পরমেশ্বরের স্তুতি করিয়াছিলেন, ঋষি তাঁহাকে আনন্দিত চিত্তে সেই স্তব পাঠ করিতে অনুমতি করিলেন। অপিচ তিনি তাঁহাকে জগন্মঙ্গলমঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ কবচ এবং (শ্রীকৃষ্ণের) ধ্যান মন্ত্র ও সামবেদোক্ত সমস্ত পূজার বিধি ও ক্রম (অর্থাৎ যে রূপে যাহার পরে যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক নিয়ম) উপদেশ করিলেন। ২২-২৩। জন্মদ্বয়ের (অর্থাৎ পূর্ব্বগত এবং আগামী জন্মের) শেষ হইলে যদি কর্ম্ম ভোগের অন্ত

* "শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা।

নারায়ণ উবাচ

ওঁ সত্যং বৎস দাস্যামি বরং বৃণু যথেপ্সিতম্।
মমাশক্যং নাস্তি কিঞ্চিদ্দাতাহং সর্ব্বসম্পদাম্॥ ২৬

সুভদ্র উবাচ

কণ্ঠে তে কিঞ্চ কবচং কস্য বা সর্ব্বপূজিতম্।
অমূল্যরত্নগুটিকাযুক্তঞ্চ সুমনোহরম্॥ ২৭
কবচং দেহি মে দেব স্বসত্যং রক্ষণং কুরু।
বিপ্রস্য বচনং শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ॥ ২৮
বক্তুং ন শক্তস্তদ্বাক্যং দধ্যৌ কৃষ্ণপদাম্বুজম্।
প্রদদৌ গুটিকাং তস্মৈ নোবাচ কবচং মুনিঃ॥ ২৯
তমুবাচ মহর্ষিশ্চ বিতুষ্টশ্চোন্মনা সুত।
বৎস ক্রোধো হি দেবস্য বরং তুল্যঞ্চ বাঞ্ছিতম্॥ ৩০

হয় তবেই শ্রীহরির প্রতি দাস্যভক্তি এবং গোলোকবাস স্বেচ্ছানুসারে হইয়া থাকে। ২৪।

সুভদ্র বলিল।—হে মহাভাগ! আপনি আমার ইচ্ছামত বর প্রদান করিবেন সত্য করুন; পশ্চাৎ আমি নিজ হৃদয়বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করিব। ২৫।

নারায়ণ কহিলেন,—ওঁ সত্যং। হে বৎস! তোমার যে বর অভিলষিত হয় তাহাই দিব; আমার অসাধ্য কিছুই নাই, আমি সকল সম্পত্তি প্রদান করিতে পারি। ২৬।

সুভদ্র কহিলেন, আপনার কণ্ঠে এই যে অমূল্যরত্নের গুটিকাযুক্ত অতি মনোহর ও, সর্ব্বপূজিত কবচ দেখিতেছি উহা কাহার কবচ ২৭। হে দেব! আমাকে ঐ কবচ প্রদান করিয়া নিজ সত্য পালন করুন; সেই ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মুনির কণ্ঠ, ওষ্ঠ, এবং তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি বাক্য বলিতে অক্ষম হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন হইলেন, এবং তাহাকে গুটিকা প্রদান করিলেন, কিন্তু কবচের কথা উল্লেখ করিলেন না। ২৮-২৯। ব্রহ্মা নারদকে

শ্রীনারায়ণর্ষিরুবাচ

ত্রিংশৎ সহস্রবর্ষঞ্চ ভুক্ত্ব‌া রাজ্যং সুদুর্লভম্।
লভস্ব দুর্লভাং লক্ষ্মীং মায়য়া মোহিতো ভব ॥ ৩১
মদিষ্টদেবকবচং গৃহীতং যেন হেতুনা।
সপ্তকল্পান্তজীবিত্বং পরত্র চ ভবিষ্যতি ॥ ৩২
সুচিরেণৈব কালেন গোলোকঞ্চ প্রযাস্যসি।
পরে মৃকণ্ডুপুত্রস্ত্বং মার্কণ্ডেয়ো-ভবিষ্যসি ॥ ৩৩
ময়া দত্তঞ্চ কবচং ত্বাঞ্চ রক্ষতি পুত্রক।
তব কণ্ঠে স্থিতিশ্চাস্য প্রতিজন্মনি জন্মনি ॥ ৩৪
পুনশ্চ গুটিকাযুক্তং কৃত্বা চ কবচং মুনিঃ।
গলে দধার ভক্ত্যা চ তদ্ভক্তো ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ৩৫
বরং দত্ত্বা চ স মুনির্যযৌ গেহং স উন্মনাঃ।
বিপ্রায় কবচং দত্ত্বা নষ্টবৎসা চ গৌর্যথা ॥ ৩৬

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুত্র! অমরগণের কোপও বাঞ্ছিত বরতুল্য হয়, অতএব যদিও মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন তথাপি বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হইয়া বিপ্রকে কহিলেন। ৩০।

নারায়ণ ঋষি কহিলেন।—হে বিপ্র! ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ ও দুর্লভা লক্ষ্মী লাভ কর; কিন্তু তোমাকে মায়ায় বিমোহিত হইয়া থাকিতে হইবে। ৩১। হে বিপ্র! যেহেতু তুমি মদীয় ইষ্টদেবের কবচ গ্রহণ করিলে; ইহার প্রভাবে ভবিষ্যতে সপ্ত কল্পান্তজীবী হইবে এবং বহু দিবসান্তে গোলোকধামে গমন করিবে। অনন্তর তুমি মৃকণ্ডুমুনির পুত্র হইয়া মার্কণ্ডেয় নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইবে। ৩২-৩৩। হে বৎস! আমি যে কবচ তোমাকে প্রদান করিলাম উহা তোমাকে রক্ষা করিবে এবং প্রতিজন্মে ঐ কবচ তোমার কণ্ঠদেশে বিলম্বিত থাকিবে। ৩৪। অতঃপর সেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত ধর্ম্মনন্দন মুনি ঐ কবচ পুনর্ব্বার গুটিকাযুক্ত করিয়া ভক্তিভাবে গলে পরিধান করিলেন। ৩৫। মুনি ব্রাহ্মণকে বর ও কবচ প্রদান করিয়া মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় অতি

ভ্রাত্রা নরেণ পিত্রা চ ধর্ম্মেণ চ মহাত্মনা।
মাত্রা মূর্ত্ত্যা চ পত্ন্যা চ শান্ত্যা চ ভৎর্সিতো মুনিঃ ॥ ৩৭
বিপ্রঃ সংপ্রাপ্য কবচং মন্ত্রং কল্পতরুং পরম্।
সরোবরাৎ সমুত্থায় প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৮
ক্ষণং তস্থৌ সরস্তীরে বটমূলে মনোহরে।
জজাপ পরমং মন্ত্রং সংপূজ্য জগদীশ্বরম্ ॥ ৩৯
অথ তত্তাতবিপ্রো হি সমন্বিষ্য সুতং চিরম্।
গত্বা চ স্বগৃহং দুঃখী শোকার্ত্তঃ স রুরোদ হ ॥ ৪০
সমুদ্যতা তনুং ত্যক্তুং তন্মাতা পুত্রবার্ত্তয়া।
ন তত্যাজ তনুং বিপ্রো দৃষ্ট্বা সুস্বপ্নমুত্তমম্ ॥ ৪১
বিপ্রো বিপ্রা গৃহং ত্যক্ত্বা পুত্রান্বেষণপূর্ব্বকম্।
প্রযযৌ কাননং ঘোরং সর্ব্বৈশ্চ বান্ধবৈঃ সহ ॥ ৪২

বিষণ্ণ বদনে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ৩৬। নর নামক তাঁহার ভ্রাতা, ধর্ম্ম নামে মহাত্মা জনক ও মূর্ত্তি নামে তাঁহার জননী এবং শান্তি নামে তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে বারম্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ৩৭। সেই ব্রাহ্মণ উক্ত কবচ এবং কল্পতরু তুল্য মন্ত্রলাভ করিয়া সরোবর হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মতেজে সমুজ্জ্বল হইয়াছিলেন। ৩৮। অতঃপর সেই সরেবরের তীরবর্ত্তী মনোহর বটমূলে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া ত্রিজগতের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজন ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক তিনি সেই পরম মন্ত্র জপ করিলেন। ৩৯। তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণের জনক স্বসন্তানকে দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি পুত্রবিরহে নিতান্ত শোকাভিভূত ও দুঃখিত হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ৪০। পুত্রের জননী সন্তানের এইরূপ বিবরণ শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন। বিপ্রও তনুত্যাগে উদ্যম করিলেন বটে, কিন্তু একটা শুভ স্বপ্ন দেখিয়া তাহা করিলেন না। ৪১। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী স্বগৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে পুত্রের অনুসন্ধানের

সর্ব্বং বনং সমন্বিষ্য প্রযযুশ্চ সরোবরম্ ।
দদৃশুস্তে শিশুং গুহ্যং সূর্য্যাভং বটমূলকে ॥ ৪৩
চুচুম্ব গণ্ডং পুত্রস্য বিপ্রো বিপ্রা চ সাদরম্ ।
আশিশ্লেষ ক্রমেণৈব মাতা তাতঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৪
পুত্রশ্চ সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস সাদরম্ ।
শ্রুত্বা পুত্রস্য বিপ্রশ্চ বিপ্রা চ বান্ধবাস্তথা ॥ ৪৫
যযুঃ সর্ব্বে স্বদেশঞ্চ পরমাহ্লাদমানসাঃ ।
চন্দ্রভাগাং সমুত্তীর্য্য বিবেশ নগরং পরম্ ॥ ৪৬
নগরস্থো নৃপেন্দ্রশ্চ দৃষ্ট্বা তেজস্বিনং শিশুম্ ।
দদৌ তস্মৈ স্বকন্যাঞ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ৪৭
যুবতীং সুন্দরীং শ্যামাং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভাম্ ।
পতিব্রতাং মহাভাগাং সুন্দরীং কমলাকলাম্ ॥ ৪৮
গজেন্দ্রাণাং সহস্রঞ্চ প্রদদৌ যৌতুকং মুদা ।
অশ্বানাং দশলক্ষঞ্চ রথানাঞ্চ সহস্রকম্ ॥ ৪৯

জন্য নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৪২। তাঁহারা সমস্ত বন অন্বেষণ করিয়া সরোবর সমীপে উপনীত হইলেন এবং বটবৃক্ষের মূলদেশে সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী শিশুকে গুপ্তভাবে অবস্থিত দেখিলেন। ৪৩। সেই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী সাদরে স্বীয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়েই বারংবার তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। ৪৪। পুত্রও সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আদর পূর্ব্বক নিবেদন করিলে সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও তাঁহাদিগের বান্ধবগণ উহার ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিলেন। ৪৫। অনন্তর তাঁহারা সকলে অতিশয় হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাগমনের জন্য চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া আপনাদিগের সুরম্য নগরে উপস্থিত হইলেন। ৪৬। সেই নগরের অধিপতি উক্ত তেজস্বী শিশুকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত রত্ন এবং অলঙ্কার ভূষিতা স্বকন্যার বিবাহ দিলেন। ৪৭। সেই কন্যা যুবতী, সুন্দরী, শ্যামবর্ণা, তপ্তকাঞ্চনতুল্যবর্ণা, পতিব্রতা, মহাভাগ্যবতী এবং কমলার অংশরূপিণী ছিলেন। ৪৮। আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সেই রাজা তাঁহাকে সহস্র

দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং সুন্দরীণাং সহস্রকম্।
বস্ত্ররত্নসহস্রঞ্চ বহুমূল্যং সুদুর্লভম্॥ ৫০
দাসানাঞ্চ সহস্রঞ্চ পদাতীনাং ত্রিলক্ষকম্।
দশলক্ষং সুবর্ণঞ্চ রত্নমালাং সুদুর্লভাম্॥ ৫১
দত্ত্বা তস্মৈ চ কন্যাঞ্চ রুরোদ চ সভার্য্যকঃ।
রাজা চ কন্যয়া সার্দ্ধং প্রযযৌ বিপ্রমন্দিরম্॥ ৫২
গত্বা চাপি কিয়দ্দূরং দদর্শ নগরং নৃপঃ।
অতীব সুন্দরং রম্যং বিজিত্য চামরাবতীম্॥ ৫৩
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রত্নসারবিনির্ম্মিতম্।
ত্রিকোট্যট্টালিকাগেহং নবকোটি সুমন্দিরম্॥ ৫৪
সপ্তপ্রাকারযুক্তঞ্চ পরিখাত্রয়সংযুতম্।
দুর্লঙ্ঘ্যমতিদুর্গম্যং রিপূণামপি পুত্রক॥ ৫৫
শিশোশ্চ স্বাশ্রমং রম্যং সদ্রত্নসারনির্ম্মিতম্।
স্ফুরৎবজ্রকপাটঞ্চ রত্নেন্দ্রকলসান্বিতম্॥ ৫৬

গজেন্দ্র, দশলক্ষ অশ্ব, সহস্র রথ যৌতুকস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। ৪৯। সহস্র সংখ্যক নিষ্ককণ্ঠী অতি সুন্দরী দাসী এবং সহস্র সহস্র বহুমূল্য ও সুদুর্লভ উত্তম বস্ত্র দিয়াছিলেন। ৫০। সহস্র সংখ্যক দাস, তিনলক্ষ পদাতিক সৈন্য, দশলক্ষ সুবর্ণ এবং সুদুর্লভ রত্নমালাও যৌতুকস্বরূপ দিয়াছিলেন। ৫১। সেই ব্রাহ্মণপুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মহারাজ স্বীয় মহিষীর সহিত তাহাদের বিরহে কাতর হইলেন; অবশেষে রাজা স্বয়ং নিজ কন্যার সহিত বিপ্রগৃহে গমন করিলেন। ৫২। নরপতি কিয়দ্দূর গমন করিয়াই অতি সুন্দর, মনোহর এবং অমরাবতী পুরী হইতেও উত্তম নগর দর্শন করিলেন। ৫৩। সেই নগর অতি মনোহর ও শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল রত্নপ্রভায় ভূষিত ও উত্তম উত্তম রত্নে বিনির্ম্মিত এবং তিনকোটি অট্টালিকা ও নব কোটী সুন্দর মন্দির বিশিষ্ট ছিল। ৫৪। সেই পুরী সাতটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও তিনটি পরিখা সংযুক্ত থাকাতে হে পুত্র! উক্ত নগর শত্রুগণের দুর্লঙ্ঘ্য অতি দুর্গম্য

সদ্রত্নদর্পণৈর্দীপ্তং রত্নকুম্ভৈর্ব্বিরাজিতম্।
প্রাঙ্গণং রত্নসারাঢ্যং রত্নসোপানশোভিতম্॥ ৫৭
মনোহরং রাজমার্গং সিন্দূরাদিপরিষ্কৃতম্।
প্রাকারং মণিভূষাঢ্যমুচ্চৈরাকাশস্পর্শি চ॥ ৫৮
জগাম বিস্ময়ং রাজা দৃষ্ট্বা নগরমুত্তমম্।
পিত্রা মাত্রা সহ শিশুর্ব্বিস্ময়ঞ্চ যযৌ মুদা॥ ৫৯
গজেন্দ্রাণাং ত্রিলক্ষঞ্চ অশ্বানাং শতলক্ষকম্।
চতুর্গুণং পদাতীনামায়যুস্তেঽপ্যনুব্রজম্॥ ৬০
বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য বেশ্যাঞ্চ নর্ত্তকস্তথা।
দ্বিজাংশ্চ পূর্ণকুম্ভাংশ্চ পতিপুত্রবতীং সতীম্॥ ৬১
মহাপাত্রঃ শিশুং দৃষ্ট্বা গজেন্দ্রোপরিসংস্থিতম্।
মূর্দ্ধ্না ননাম বেগেনাপ্যবরুহ্য গজাদপি॥ ৬২

হইয়াছিল। ৫৫। সেই শিশুর উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত ও রমণীয় আপন বাসগৃহ দীপ্তিমান্ বজ্রসদৃশ কপাটযুক্ত ও রত্নকলসে বিলসিত ছিল। ৫৬। তাহাতে দর্পণ তুল্য স্বচ্ছ রত্ন সমূহের দীপ্তি, 'রত্ন নির্ম্মিত কুম্ভশ্রেণীর শোভা অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং তাহার প্রাঙ্গণ উত্তম উজ্জ্বল রত্নখচিত ও রত্নসোপানে সুশোভিত ছিল। ৫৭। নগরের মনোহর রাজপথ সিন্দূরাদিদ্বারা পরিষ্কৃত ও তাহার প্রাকার (অর্থাৎ গ্রামের পরিবেষ্টক প্রাচীর) মণিভূষায় সুসমৃদ্ধ ও আকাশস্পর্শী হইয়াছিল। ৫৮। রাজা সেই উৎকৃষ্ট নগরের শোভা সন্দর্শনে বিস্মিত এবং সেই শিশু পিতামাতার সহিত আহ্লাদে চমৎকৃত হইলেন। ৫৯। রাজার প্রদত্ত তিনলক্ষ গজেন্দ্র, শতলক্ষ অশ্ব, চারিশতলক্ষ পদাতিক তাঁহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমুপস্থিত হইয়াছিল। ৬০। শ্রেষ্ঠ গজ, বেশ্যা, নৃত্যকারী, ব্রাহ্মণ, পূর্ণ-কলসী এবং পতি-পুত্র-বিশিষ্টা-সতী নারী প্রভৃতি মাঙ্গলিক পদার্থসমূহ অগ্রে করিয়া গজারোহী প্রাড়্বিবাক্ গজরাজোপরি উপবেশনকারী ব্রাহ্মণপুত্রকে অবলোকন করিয়া অতিবেগে হস্তী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মস্তকাবনত করিয়া

শিশুং প্রবেশয়ামাস রত্ননির্ম্মাণমন্দিরম্ ।
রত্নসিংহাসনং তস্মৈ প্রদদৌ সাদরং মুদা ॥ ৬৩
কন্যাদাত্রে চ পিত্রে চ মাত্রে চ সাদরং মুদা ।
রত্নসিংহাসনং রম্যং প্রদদৌ পাত্র এব চ ॥ ৬৪
শিশুং সিষেব পাত্রশ্চ স্বয়ঞ্চ শ্বেতচামরৈঃ ।
দধার রত্নছত্রঞ্চ হীরাহারপরিষ্কৃতম্ ॥ ৬৫
উবাস স সভায়াঞ্চ সুধর্ম্মায়াং মহেন্দ্রবৎ ।
শ্বশুরশ্চ যযৌ গেহং শিশুনা চ পুরস্কৃতঃ ॥ ৬৬
ত্রিংশৎসহস্রবর্ষঞ্চ রাজ্যা রাজ্যং চকার সঃ ।
কালান্তরে তৎপিতা চ বনে ব্যাঘ্রেণ ভক্ষিতঃ ॥ ৬৭
পতিব্রতা মহাভাগা মাতা সহমৃতা সুত ।
রত্নযানেন রম্যেণ সস্ত্রীকঃ কৃষ্ণমন্দিরম্ ॥ ৬৮
প্রযযৌ সাদরং বিপ্রঃ কৃষ্ণনৈবেদ্যভক্ষণাৎ ।
তদস্থি ভুক্ত্বা ব্যাঘ্রশ্চ পূতঃ সদ্যশ্চ সাম্প্রতম্ ॥ ৬৯

প্রণাম করিলেন। ৬১—৬২। তদনন্তর মহামাত্র রত্ননির্ম্মিত গৃহ মধ্যে দ্বিজপুত্রকে প্রবেশ করাইয়া তিনি পরম সমাদরে হর্ষ প্রকাশ করিলেন এবং উপবেশনার্থ রত্নময় সিংহাসন সাদরে প্রদান করিলেন। ৬৩। সমাদরে কন্যার সম্প্রদাতা ভূপতিকে ও সেই শিশুর পিতামাতাকে রত্ন সিংহাসন প্রদান করা হইল। তিনি শ্বেতচামর ব্যজন ও হীরক-রাজি বিরাজিত রত্নময় ছত্রধারণ প্রভৃতি নানা উপায়ে সেই শিশুর সেবা করিতে লাগিলেন। ৬৪-৬৫। এই ব্যাপারে দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ শোভা পান বিপ্রতনয়ও সেই সভায় তদ্রূপ শোভামান হইলেন। অনন্তর তাঁহার শ্বশুর জামাতা-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সসম্মানে স্বগৃহে গমন করিলেন। ৬৬। সেই ব্রাহ্মণতনয় তথায় ত্রিংশৎ সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; কালান্তরে তাঁহার পিতা বনগমন করিলে একটি ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করে। ৬৭। তাঁহার জননী মহাভাগ্যবতী ও পতিব্রতা ছিলেন; এজন্য সহমৃতা হইলেন; হে পুত্র! তাঁহার

তাভ্যাং সার্দ্ধঞ্চ প্রযযৌ গোলোকং সুমনোহরম্।
শিশুর্দ্দেহং পরিত্যজ্য হিমাদ্রৌ স্বর্ণদীতটে॥ ৭০
দত্ত্বা পুত্রায় রাজ্যঞ্চ স্বর্গাদপি সুদুর্লভম্।
মৃকণ্ডুপত্নীগর্ভে চ লেভে জন্ম স্বকর্ম্মণা॥ ৭১
মার্কণ্ডেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠো বভূব পরজন্মনি।
সপ্তকল্পান্তজীবী চ নারায়ণবরেণ সঃ॥ ৭২
বভূব সাম্প্রতং বিপ্রঃ কৃষ্ণনৈবেদ্যভক্ষণাৎ।
শ্বভক্ষিতঞ্চ নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চেদীদৃশী গতিঃ॥ ৭৩
অকামতশ্চাপ্যজ্ঞাতো জীর্ণং মার্গস্থিতং সুত।
যো ভক্ষেৎ কামতো জ্ঞাতো নিত্যং নৈবেদ্যমীপ্সিতম্॥ ৭৪
ন জানন্তি গতিং তস্য বেদাশ্চত্বার এব চ।
ইতি তে কথিতং ব্রহ্মন্নিতিহাসং পুরাতনম্।
আশ্চর্য্যং মধুরং রম্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৭৫

পিতা পত্নীসহ রত্নময় রম্যযানে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে গমন করেন। তিনি যে পূর্ব্বে সাদরে শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মফলে তাঁহার অস্থি পবিত্র হয় এবং উহা ভক্ষণে উক্ত ব্যাঘ্রও অবিলম্বে শুদ্ধদেহ হইয়া দ্বিজ-দম্পতির সহিত সুমনোহর গোলোকে গমন করে। ব্রাহ্মণ-তনয়ও স্বর্গরাজ্য হইতে সুদুর্লভ নিজ রাজ্য পুত্রকে প্রদান পূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বতে স্বর্গগঙ্গা তটে তনুত্যাগ করিয়া নিজ কর্ম্মফলে মৃকণ্ডু মুনির পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৮–৭১। ব্রাহ্মণ-তনয় পরজন্মে মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রীনারায়ণ-বরে সপ্তকল্পান্তজীবী হইয়াছিলেন। ৭২। কৃষ্ণনৈবেদ্য-ভক্ষণে সম্প্রতি সেই বিপ্রের এতাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে। কুক্কুরভক্ষিত হইয়াও কৃষ্ণ-নৈবেদ্যের এরূপই মাহাত্ম্য। ৭৩। অকামত ও অজ্ঞাত অবস্থায় পথিমধ্যে প্রাপ্ত শুষ্ক বিষ্ণু-নৈবেদ্য ভক্ষণেরই এই ফল, হে নারদ! যিনি জানিয়া স্বেচ্ছাসহকারে অভিলষিত সেই নৈবেদ্য নিত্য ভক্ষণ করেন, তাঁহার যে কি গতি চারিবেদও তাহা অবগত নহেন। হে

শ্রীনারদ উবাচ

শ্রুতং নৈবেদ্যমাহাত্ম্যং অতীব সুমনোহরম্।
ঈশ্বরস্যাপি হে তাত কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৭৬
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি স্বাত্মসন্দেহভঞ্জনম্।
নারায়ণর্ষেঃ কণ্ঠে চ কবচং তস্য তদ্বদ॥ ৭৭

সনৎকুমার উবাচ

মমাপ্যস্তীতি সন্দেহো বচনে প্রপিতামহ।
কস্য তৎ কবচং ব্রহ্মন্নিদং বক্তুং ত্বমর্হসি॥ ৭৮
স পিতা স গুরুঃ স্বচ্ছঃ করোতি ভ্রমভঞ্জনম্।
শীঘ্রং ব্রূহি মহাভাগ নারদং মাং সুতপ্রিয়॥ ৭৯
পুত্রয়োশ্চ বচঃ শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ।
উবাচ বচনং ব্রহ্মা স্মরন্ কৃষ্ণপদাম্বুজম্॥ ৮০

ব্রহ্মোবাচ

নারায়ণেন মুনিনা জগন্মঙ্গলমঙ্গলম্।
বিপ্রায় কবচং দত্তং ধ্যানঞ্চ পরমাত্মনঃ॥ ৮১

ব্রহ্মন্! আমি এই আশ্চর্য্য মধুর মনোরম প্রাচীন ইতিহাস তোমাকে কহিলাম, তুমি আর কি শুনিতে বাসনা কর। ৭৪-৭৫।

শ্রীনারদঋষি কহিলেন। হে তাত! পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় মনোহর নৈবেদ্য-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। অধুনা আমার নিজ সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত শ্রীনারায়ণ-ঋষির কণ্ঠস্থিত কবচের বিবরণ বলুন, আমি তাহাই শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ৭৬—৭৭।

সনৎকুমার কহিলেন।—হে লোকপিতামহ! আমারও এই বিষয়ে সন্দেহ আছে; অতএব হে ব্রহ্মন্! সেই কবচ কোন্ দেবতার তাহা প্রকাশ করুন। ৭৮। যিনি ভ্রম ভঞ্জন করেন তিনি পিতা এবং বিশুদ্ধ গুরু; হে পুত্রবৎসল! হে মহাভাগ! আপনি অবিলম্বে উহা নারদঋষিকে ও আমাকে বলুন। ৭৯। পুত্রদ্বয়ের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মার কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং তালু শুষ্ক হইল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ চিন্তা করিয়া বক্ষ্যমাণ বিবরণ বলিতে লাগিলেন। ৮০।

তদ্ব্রবীমি মহাভাগ ত্বামেব নারদং প্রতি।
কণ্ঠস্থং কবচং বক্তুং নৈব শক্নোমি সাম্প্রতম্॥ ৮২
মৎকণ্ঠে কবচং যস্য গোপনীয়ং সুদুর্লভম্।
নারায়ণর্ষিকণ্ঠে চ তদেব পরমাদ্ভুতম্॥ ৮৩
তদেব ধর্ম্মকণ্ঠে চ নরস্য চ মহাত্মনঃ।
অগস্ত্যস্য চ কণ্ঠে চ লোমশস্য মহামুনেঃ॥ ৮৪
তুলস্যাশ্চাপি সংজ্ঞায়াঃ সাবিত্র্যাশ্চাপি পুত্রক।
অন্যেষাঞ্চ ভাগ্যবতাং ভারতে চ সুদুর্লভে॥ ৮৫

নারদ উবাচ

পশ্চাৎ শ্রোষ্যামি কবচং জগন্মঙ্গলমঙ্গলম্।
ধ্যানং পূজাং বিধানঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৮৬
আদৌ কথয় ভদ্রন্তে পরং পরমভদ্রকম্।
সুভদ্রপ্রাপ্তং কবচং মাহাত্ম্যং যস্য দুর্লভম্॥ ৮৭

ব্রহ্মা বলিলেন।—শ্রীনারায়ণ মুনি "জগন্মঙ্গলমঙ্গল" নামক কবচ এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান মন্ত্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৮১। হে মহাভাগ! আমি তোমাকে এবং নারদ মুনিকে ধ্যান ও মন্ত্রের কথা বলিতেছি; সম্প্রতি কণ্ঠস্থ কবচের বিবরণ বলিতে সক্ষম হইতেছি না। ৮২। আমার কণ্ঠে যে দেবতার গোপনীয় সুদুর্লভ কবচ আছে, সেই পরমাশ্চর্য্য কবচ শ্রীনারায়ণ মুনির কণ্ঠদেশে ছিল। তাহাই ধর্ম্মের কণ্ঠে, মহাত্মা নর-নারায়ণের ও মহামুনি অগস্ত্যের এবং লোমশের কণ্ঠে ছিল। হে পুত্র! সুদুর্লভ ভারতক্ষেত্রে তুলসীর, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার ও সাবিত্রীর এবং অন্যান্য ভাগ্যবান লোকেরও তাহা ছিল ৮৩—৮৫।

শ্রীনারদঋষি কহিলেন।—জগন্মঙ্গলমঙ্গল কবচ ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও পূজাবিধি পশ্চাৎ শ্রবণ করিব। হে পিতঃ! আপনার জয় হউক; আপনি সম্প্রতি সুভদ্রপ্রাপ্ত পরমমঙ্গল দুর্লভ কবচের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। ৮৬—৮৭।

ব্রহ্মোবাচ

সুভদ্রপ্রাপ্তং কবচং পশ্চাৎ শ্রোষ্যসি পুত্রক।
শঙ্করস্য মুখাদ্বিপ্র স্বগুরোর্জ্ঞানিনস্তথা ॥ ৮৮

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে ব্রহ্মনারদসংবাদে
প্রথমৈকরাত্রে কবচপ্রশ্নো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন।—হে পুত্র! সর্ব্বজ্ঞানগুরু নিজগুরু শ্রীমহাদেবের নিকট পরে সুভদ্রপ্রাপ্ত কবচের কথা শ্রবণ করিও। ৮৮।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসনৎকুমার উবাচ

তবেচ্ছা যত্র কবচে ধ্যানে তদ্বদ সাম্প্রতম্।
যচ্ছৃণোমি শুভং তত্র কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে॥ ১

ব্রহ্মোবাচ

ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং দত্তং নারায়ণেন বৈ।
কবচং চ সুভদ্রায় ধর্ম্মিষ্ঠায় মহাত্মনে॥ ২
নবীনজলদশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সস্মিতং শ্যামসুন্দরম্॥ ৩
মালতীমাল্যভূষাঢ্যং রত্নভূষণভূষিতম্।
মুনীন্দ্রেশশম্ভুসিদ্ধেশব্রহ্মেশশেষবন্দিতম্॥ ৪
সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেশং সর্ব্ববীজং সনাতনম্।
সর্ব্বাদ্যমপি সর্ব্বজ্ঞং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্॥ ৫
নির্গুণঞ্চ নিরীহঞ্চ নির্লিপ্তমীশ্বরং ভজে।
ধ্যাত্বা মূলেন তস্মৈ চ দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং মুদা॥ ৬

সনৎকুমার কহিলেন।—যে কবচ বা ধ্যান কীর্ত্তন করিতে আপনার ইচ্ছা হয়, হে পিতঃ! সম্প্রতি তাহাই বলুন; উক্ত বিষয়ে আমি যাহা শুনিতেছিলাম, উহা মঙ্গলজনক; যাহাতে ক্ষেমলাভ হয়, তাহা সকলেরই তৃপ্তিকর। ১।

ব্রহ্মা বলিলেন।—নারায়ণ ঋষি ধর্ম্মিষ্ঠ মহাত্মা সেই সুভদ্র ব্রাহ্মণকে সামবেদোক্ত ধ্যান ও কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। ২। নবীন মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্রধারী এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-লিপ্ত ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তিনি মালতী পুষ্পের মালা ও রত্ন ভূষণে ভূষিত

ততঃ স্তোত্রঞ্চ কবচং ভক্ত্যা চ প্রপঠেন্নরঃ।
জপ্ত্বা চ মন্ত্রং ভক্ত্যা চ দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
ইতি তে কথিতং বৎস কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৭

শ্রীসনৎকুমার উবাচ

ব্রূহি মে কবচং ব্রহ্মন্ জগন্মঙ্গলমঙ্গলম্।
পূজ্যং পুণ্যস্বরূপঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র কবচং পরমাদ্ভুতম্।
শ্রীকৃষ্ণেনৈব কথিতং মহ্যঞ্চ কৃপয়া পুরা॥ ৯
ময়া দত্তঞ্চ ধর্ম্মায় তেন নারায়ণর্ষয়ে।
ঋষিণা তেন তদ্দত্তং সুভদ্রায় মহাত্মনে॥ ১০
অতিগুহ্যতমং শুদ্ধং পরং স্নেহাদ্বদাম্যহম্।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধানি প্রাপ্নুবন্তি চ॥ ১১

এবং মুনীন্দ্রেশ, সুসিদ্ধেশ, ব্রহ্মেশ এবং অনন্ত-কর্ত্তৃক বন্দিত। তিনি সর্ব্বরূপী, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববীজ, সনাতন, সকলের আদ্য, সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রকৃতির অতীত; সেই নির্গুণ, নিরীহ, নির্লিপ্ত পরমেশ্বরকে ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া সানন্দে মূলমন্ত্রে তাঁহাকে পাদ্যাদি প্রদান করিবে। ৩—৬। অনন্তর মন্ত্র জপ সমাপন পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও কবচ পাঠ করিয়া ভক্তির সহিত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে; হে বৎস! এ বিষয়ে তোমাকে আমি এই পর্য্যন্ত কহিলাম; তুমি আর কি শুনিতে অভিলাষ কর। ৭।

শ্রীসনৎকুমার কহিলেন।—হে ব্রহ্মন্! আপনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের, সেই পূজনীয় পবিত্র জগন্মঙ্গলমঙ্গল কবচ আমাকে বলুন। ৮।

ব্রহ্মা বলিলেন—হে বিপ্রেন্দ্র! সেই পরমাশ্চর্য্য কবচ কহিতেছি শ্রবণ কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বকালে কৃপা করিয়া তাহা আমাকে কহিয়াছিলেন, আমি তাহা ধর্ম্মকে দিয়াছিলাম, ধর্ম্ম শ্রীনারায়ণ ঋষিকে বলিয়াছিলেন; সেই মহাত্মা সুভদ্র ব্রাহ্মণকে উহা দিয়াছেন। কিন্তু উক্ত কবচ

এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ সাবিত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্॥ ১২
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
রাধেশো মে শিরঃ পাতু কণ্ঠং রাধেশ্বরঃ স্বয়ম্॥ ১৩
গোপীশশ্চক্ষুষী পাতু তালুঞ্চ ভগবান্ স্বয়ম্।
গণ্ডযুগ্মঞ্চ গোবিন্দঃ কর্ণযুগ্মঞ্চ কেশবঃ॥ ১৪
গলং গদাধরঃ পাতু স্কন্ধং কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
বক্ষঃস্থলং বাসুদেবশ্চোদরং চাপি সোঽচ্যুতঃ॥ ১৫
নাভিং পাতু পদ্মনাভঃ কঙ্কালং কংসসূদনঃ।
পুরুষোত্তমঃ পাতু পৃষ্ঠং নিত্যানন্দো নিতম্বকম্॥ ১৬
পুণ্ডরীকঃ পাদযুগ্মং হস্তযুগ্মং হরিঃ স্বয়ম্।
নাসাঞ্চ নখরং পাতু নরসিংহঃ স্বয়ং প্রভুঃ॥ ১৭
সর্ব্বেশ্বরশ্চ সর্ব্বাঙ্গং সন্ততং মধুসূদনঃ।
প্রাচ্যাং পাতু চ রামশ্চ বহ্নৌ বংশীধরঃ স্বয়ম্॥ ১৮

অত্যন্ত বিশুদ্ধ গুহ্যতম হইলেও স্নেহবশতঃ তাহা ব্যক্ত করিতেছি; উহা পাঠ কিম্বা ধারণ করিলে সিদ্ধগণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৯-১১। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণও উক্ত কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; ইহার ঋষি শ্রীনারায়ণ; ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা শ্রীনারায়ণ। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়ে ইহার বিনিয়োগ কথিত হয়। রাধেশ আমার মস্তক ও রাধেশ্বর কণ্ঠ রক্ষা করুন। গোপীশ আমার উভয় চক্ষু রক্ষা করুন, স্বয়ং ভগবান্ আমার তালুদেশ রক্ষা করুন; শ্রীগোবিন্দ আমার গণ্ডযুগল ও শ্রীকেশব আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন। শ্রীগদাধর গলদেশ, স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমার স্কন্ধদেশ, শ্রীবাসুদেব আমার বক্ষঃস্থল এবং শ্রীঅচ্যুত আমার উদর রক্ষা করুন। শ্রীপদ্মনাভ নাভি, কংসসূদন কঙ্কাল, পুরুষোত্তম পৃষ্ঠ এবং শ্রীনিত্যানন্দ আমার নিতম্বদেশ রক্ষা করুন। পুণ্ডরীক পাদদ্বয়, শ্রীহরি হস্তদ্বয় এবং প্রভু শ্রীনৃসিংহদেব আমার নাসিকা ও নখ রক্ষা করুন। সর্ব্বেশ্বর শ্রীমধুসূদন সর্ব্বদা

পাতু দামোদরো দক্ষে নৈঋর্তে চ নরোত্তমঃ।
পশ্চিমে পুণ্ডরীকাক্ষো বায়ব্যাং বামনঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯
অনন্তশ্চোত্তরে পাতু ঐশান্যামীশ্বরঃ স্বয়ম্।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে স্বপ্নে জাগরণে তথা ॥ ২০
পাতু বৃন্দাবনেশশ্চ মাং ভক্তং শরণাগতম্।
ইতি তে কথিতং বৎস কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২১
সুখদং মোক্ষদং সারং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সতাম্।
ইদং কবচমিষ্টঞ্চ পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ ॥ ২২
হরিদাস্যমবাপ্নোতি গোলোকে বাসমুত্তমম্।
ইহৈব হরিভক্তিঞ্চ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে জগন্মঙ্গলং নাম কবচং সমাপ্তম্ ॥

নারদ উবাচ

নারায়ণর্ষিণা দত্তং কবচং যৎ সুদুর্লভম্।
সুভদ্রায় ব্রাহ্মণায় তন্মে বক্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন, শ্রীরাম আমাকে পূর্ব্বদিকে এবং শ্রীবংশীধর আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন। শ্রীদামোদর আমাকে দক্ষিণদিকে, শ্রীনরোত্তম আমাকে নৈঋর্তে, পুণ্ডরীকাক্ষ আমাকে পশ্চিমে এবং শ্রীবামন আমাকে বায়ুকোণে রক্ষা করুন। শ্রীঅনন্তদেব উত্তরে, স্বয়ং শ্রীপরমেশ্বর ঈশান কোণে এবং তিনিই জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, স্বপ্নে ও জাগরণে আমাকে রক্ষা করুন। শ্রীবৃন্দাবনের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে ভক্ত এবং শরণাগত বোধে রক্ষা করুন; হে বৎস! তোমাকে এই পরম আশ্চর্য্য কবচ উপদেশ করিলাম। ১২—২১। যিনি সাধুগণের সুখ মোক্ষাদি ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সারবান্ এই অভীষ্ট কবচ পূজা সময়ে পাঠ করেন; তিনি শ্রীহরির দাস্যভক্তি লাভ করিয়া গোলোকবাসী হইতে পারেন। সেই নর ইহলোকেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত (সুতরাং) জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ২২—২৩।

ব্রহ্মোবাচ

মদীষ্টদেব্যাঃ কবচং কথং তৎ কথয়ামি তে।
মৎকণ্ঠে পশ্য কবচং সদ্রত্নগুটিকান্বিতম্ ॥ ২৫
নারায়ণর্ষিণা দত্তং কবচং গুটিকান্বিতম্।
তথাপীদং ন কথিতং নিষিদ্ধং হরিণা স্মৃতম্ ॥ ২৬
তস্যর্ষেশ্চেষ্টদেব্যাশ্চ নোক্তং তেনেদমীপ্সিতম্।
মহ্যং ন দত্তা গুটিকা বান্ধবৈর্ভৎর্সিতেন চ ॥ ২৭
আত্মনঃ কবচং মন্ত্রং স্বয়ং দাতুং ন চার্হতি।
প্রাণা নষ্টাশ্চ দানেন চেতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ২৮
শঙ্করং গচ্ছ ভগবন্ জন্মান্তরগুরুং তব।
স এব তুভ্যং কবচং দাস্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
ত্বৎপ্রাক্তনেন বিপেন্দ্র সত্বরেণ শুভেন চ।
ধ্রুবং প্রাপ্স্যসি ত্বং বৎস কবচং তৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৩০

শ্রীনারদ কহিলেন।—শ্রীনারায়ণ-ঋষি সুভদ্রনামক ব্রাহ্মণকে যে সুদুর্লভ কবচ দিয়াছিলেন, তাহাই আপনি আমাকে বলুন। ২৪।

ব্রহ্মা বলিলেন।—আমার ইষ্টদেবতার সেই কবচ কি প্রকারে তোমাকে কহিব, আমার গলদেশে সুন্দর রত্ননির্ম্মিত গুটিকাযুক্ত উক্ত কবচ দর্শন কর। ২৫। শ্রীনারায়ণঋষিও উহা গুটিকা (মাদুলী) সমেত প্রদান করিয়াছেন ; শ্রীহরির নিষেধ হেতুক তিনিও তাহা প্রকাশ করেন নাই। ২৬। উহা সেই ঋষির বাঞ্ছিত ইষ্টদেবীয় কবচ, অতএব তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। বন্ধুগণ কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়াও তিনি গুটিকা আমাকে দেন নাই। ২৭। আপনার মন্ত্র এবং কবচ স্বয়ং প্রদান করা উচিত নহে ; তাহা দিলে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা হয় ; ইহাই বেদবিদ্ ঋষিগণ কহিয়াছেন। ২৮। হে ভগবন্! তোমার জন্মান্তর-গুরু শ্রীশম্ভু সমীপে গমন কর। তিনি নিশ্চয়ই এই কবচ তোমাকে দিবেন। ২৯। হে বিপ্রেন্দ্র! হে বৎস! তোমার প্রাক্তন ভাগ্য-বশে অবিলম্বে সেই শুভপ্রদ সুদুর্লভ কবচ প্রাপ্ত হইবে। ৩০।

কুমার গচ্ছ বৈকুণ্ঠং স্বগুরুং পশ্য সত্বরম্।
নারায়ণশ্চ কবচং তুভ্যং দাস্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩১
সনৎকুমারো ভগবান্ গত্বা বৈকুণ্ঠমীপ্সিতম্।
সংপ্রাপ্য কবচং বৎস কবচং তৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৩২
আজ্ঞয়া ব্রহ্মণশ্চাপি নারদো গন্তুমুদ্যতঃ।
ব্রহ্মা যযৌ ব্রহ্মলোকং জন্মমৃত্যুজরাপহম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিব-নারদ-সংবাদে
প্রথমৈকরাত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

হে কুমার! বৈকুণ্ঠে শীঘ্র স্বগুরু সমীপে গমন করিয়া তাঁহার দর্শন কর। শ্রীনারায়ণ তোমাকে এই কবচ দিবেন; ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩১। হে বৎস! ভগবান্ সনৎকুমার ইহা শুনিয়া বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক বাঞ্ছনীয় সেই সুদুর্লভ কবচ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩২। শ্রীনারদ মুনি ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে গমন করিবার উদ্যম করিলে ব্রহ্মাও জন্ম-মৃত্যু-জরাপহারী ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৩৩।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

শ্রীশুক উবাচ

সনৎকুমারো বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মালোকঞ্চ ব্রহ্মণি।
গতে ব্রহ্মন্ কিং চকার ভগবান্নারদো মুনিঃ॥ ১

ব্যাস উবাচ

মুনিস্তয়োশ্চ গতয়োঃ স রুরোদ সরিত্তটে।
ইতস্ততশ্চ বভ্রাম মদ্বিয়োগশুচাস্পদঃ॥ ২
স্বমানসে সমালোক্য মুনিশ্রেষ্ঠঃ স উন্মনাঃ।
ধ্যায়মানো হরিপদং শিবং দ্রষ্টুং সমুৎসুকঃ॥ ৩
প্রণম্য পিতরং ভক্ত্যা কুমারং ভ্রাতরং ততঃ।
জগাম তপসঃ স্থানাৎ কৈলাসাভিমুখো মুনিঃ॥ ৪
স্নাত্বা চ কৃতমালায়াং সম্পূজ্য পরমেশ্বরম্।
ভুক্ত্বা ফলং জলং পীত্বা প্রযযৌ গন্ধমাদনম্॥ ৫

শ্রীশুকদেব কহিলেন।—সনৎকুমার বৈকুণ্ঠে এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মালোকে গমন করিলে, হে ব্রহ্মন্! শ্রীনারদ মুনি কি করিয়াছিলেন। ১

শ্রীব্যাসদেব বলিলেন।—তাঁহারা গমন করিলে বিয়োগশোক কাতর দেবর্ষি নারদ রোদন করিতে করিতে নদীতীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মুনিসত্তম নারদ মনোমধ্যে হরিপদ ধ্যান করিতে ও দর্শন করিতে উন্মনা হইয়া শিব দর্শনে সমুৎসুক হইলেন। ২-৩। অনন্তর ভক্তিভরে পিতা ব্রহ্মাকে ও ভ্রাতা সনৎকুমারকে প্রণাম করিয়া তপোবন হইতে কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ৪। তিনি কৃতমালা নদীতে স্নান এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া ফল ভোজন ও জলপান পূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রয়াণ করিলেন। ৫।

দদর্শ ব্রাহ্মণং তত্র বটমূলে মনোহরে।
কুটমস্তং ধ্যয়মানং শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্ ॥ ৬
দীর্ঘং নগ্নঞ্চ গৌরাঙ্গং দীর্ঘলোমভিরাবৃতম্।
নিমীলিতাক্ষং সানন্দং সানন্দাশ্রুসমন্বিতম্ ॥ ৭
পাদ্মে পদ্মেশশেষাদিসুরপূজিতবন্দিতে।
শ্রীপাদপদ্মে শোভাঢ্যে শশ্বৎসংন্যস্তমানসম্ ॥ ৮
বাহ্যজ্ঞানপরিত্যক্তং যোগজ্ঞানবিশারদম্।
শিবস্য শিষ্যং সদ্ভক্তং যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরোঃ ॥ ৯
হৃৎপদ্মে পদ্মনাভঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
প্রদীপকলিকাকারং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ১০
সাক্ষিস্বরূপং পরমং ভগবন্তমধোক্ষজম্।
পশ্যন্তং সস্মিতং কৃষ্ণং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহম্ ॥ ১১
সদ্ভাবোদ্রিক্তচিত্তঞ্চ সদ্ভাবং পুরুষোত্তমে।
দৃষ্ট্বা মহর্ষিপ্রবরং দেবর্ষির্বিস্ময়ং যযৌ ॥ ১২

তথায় মনোহর বটমূলে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচরণকমল ধ্যান-নিমগ্ন কটাবৃত মস্তক এক ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। ৬। তিনি অতি দীর্ঘদেহ ও নগ্নভাবে অবস্থিত, গৌরবর্ণ দীর্ঘ লোমাবৃত-কলেবর এবং তাঁহার মস্তক তৃণনির্মিত কটে আচ্ছাদিত। তাঁহার মুদ্রিত নয়ন হইতে আনন্দবারি বহির্গত হইতেছে। ৭। তিনি কমলাপতি বিষ্ণু ও অনন্তাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত সুশোভিত পদ্মোপরি উপবিষ্ট পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিরন্তর অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন। ৮। তিনি যোগজ্ঞান পূর্ণ ও বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য এবং যোগীন্দ্রগণেরও গুরুর গুরু শিবের ভক্ত শিষ্য। ৯। তিনি পুলকপূর্ণ কলেবর ঈষৎ সহাস্য বদন সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ দীপকলিকাকার ব্রহ্মজ্যোতিঃ পদ্মনাভ অধোক্ষজ ভগবান পরমপুরুষ সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়পদ্মমধ্যে অবলোকন করিতেছিলেন। ১০-১১। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার চিত্ত ভক্তিভাবে উদ্রিক্ত ছিল ; সেই সাধুস্বভাব মহর্ষিপ্রবরকে অবলোকন করিয়া দেবর্ষি নারদ বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন। ১২।

ইতস্ততশ্চ বভ্রাম দদর্শ স্বাশ্রমং মুনেঃ।
অতীব সুরহঃ স্থানং রম্যং রম্যং নবং নবম্॥ ১৩
সুস্নিগ্ধং সুন্দরং শুদ্ধং পরং স্বচ্ছং সরোবরম্।
শ্বেতরক্তোৎপলদলৈঃ কমলৈঃ কমনীয়কম্॥ ১৪
গুঞ্জদিন্দীবরবরৈর্মকরন্দোদরৈস্তথা।
ব্যাকুলৈঃ সংকুলৈঃ শশ্বদ্রাজিতৈশ্চ বিরাজিতম্॥ ১৫
বন্যৈর্বৃক্ষৈর্বহুবিধৈঃ ফলশাখাসুশোভিতৈঃ।
করঞ্জকৈশ্চ করজৈর্বিল্বৈঃ সাকোটকৈস্তথা॥ ১৬
তিন্তিড়ীভিঃ কপিত্থৈশ্চ বটশিংশপচন্দনৈঃ।
মন্দারৈশ্চ সিন্ধুবারৈস্তাড়িপত্রৈঃ সুশোভনৈঃ॥ ১৭
গুবাকৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জূরৈঃ পনসৈস্তথা।
তালৈঃ শালৈঃ পিয়ালৈশ্চ হিন্তালৈর্লকুচৈরপি॥ ১৮
আম্রৈরাম্রাতকৈশ্চৈব জম্বীরৈর্দ্দাড়িমৈস্তথা।
শ্রীফলৈর্বদরীভিশ্চ জম্বূভির্নাগরঙ্গকৈঃ॥ ১৯
সুপক্কফলশোভাঢ্যৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ সুমনোহরৈঃ।
তরুণৈস্তরুরাজৈশ্চ নানাজাতিভিরীপ্সিতম্॥ ২০

তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সেই মুনির একটি সুন্দর আশ্রম দেখিতে পাইলেন; সেই স্থান অত্যন্ত নিভৃত এবং রমণীয় ও নব নব বনশ্রেণীতে সমাকীর্ণ। ১৩। তথায় সুস্নিগ্ধ, সুন্দর, পবিত্র এবং সুনির্ম্মল সরোবর বিদ্যমান; ঐ সরোবর শ্বেত ও রক্তপদ্ম এবং কোকনদ প্রভৃতি দ্বারা অতীব কমনীয়। ১৪। চঞ্চল অলিকুলের মনোহর গুঞ্জনে ও তাহাদের আহৃত ইন্দীবর কুসুমের মকরন্দ গন্ধে ঐ সরোবর আমোদিত। ১৫। আশ্রমে নানা শাখাপ্রশাখা সমন্বিত ফল পুষ্পে উপশোভিত বহুবিধ বন্যবৃক্ষ বিরাজিত। করঞ্জক, করজ, বিল্ব, সাকোটক, তিন্তিড়ী, কপিত্থ, বট, শিংশপ, চন্দন, মন্দার, সিন্ধুবার, তাড়িপত্র, সুশোভন গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, পনস, তাল, শাল, হিন্তাল, পিয়াল, আম্র, আম্রাতক, লচুক, জম্বীর, দাড়িম্ব, শ্রীফল, বদরী, জম্বূ, নাগরঙ্গ এবং নানাজাতীয় নব নব

মল্লিকামালতীকুন্দকেতকীকুসুমৈঃ শুভৈঃ।
মাধবীনাং লতাজালৈশ্চর্চ্চিতশ্চারুচম্পকৈঃ॥ ২১
কদম্বানাং কদম্বৈশ্চ স্বচ্ছৈঃ শ্বেতৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ।
নাগেশ্বরাণাং বৃন্দৈশ্চ দীপ্তং মন্দারকৈর্বরৈঃ॥ ২২
হংসকারণ্ডবকুলৈঃ পুংস্কোকিলকুলৈস্তথা।
সন্ততং কূজিতং শুদ্ধং সুব্যক্তং সুমনোহরম্॥ ২৩
শার্দ্দূলৈঃ শরভৈঃ সিংহৈর্গণ্ডকৈর্ম্মহিষৈঃ পরম্।
মনোহরৈঃ কৃষ্ণসারৈশ্চমরীভির্ব্বিভূষিতম্॥ ২৪
মহামুনিপ্রভাবেণ হিংসাদোষবিবর্জ্জিতম্।
দস্যুচৌরহিংস্রজন্তুভয়শোকবিবর্জ্জিতম্॥ ২৫
সুপণ্যদং তীর্থবরং ভারতে সুপ্রশংসিতম্।
সিদ্ধস্থলং সিদ্ধিদং তং মন্ত্রসিদ্ধিকরং পরম্॥ ২৬
দৃষ্ট্বাশ্রমং মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম মুনিসংসদি।
আসনে চ সমাসীনং ধ্যানহীনং দদর্শ তম্॥ ২৭

সুপক্ক ফলসমন্বিত সুস্নিগ্ধ সুমনোহর তরুরাজি দ্বারা সেই স্থান অতিশয় শোভান্বিত হইয়াছিল। ১৬-২০। মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, কেতকী প্রভৃতি সুরভি কুসুমে এবং মাধবীলতা-জালে পরিবেষ্টিত মনোহর চম্পক বৃক্ষে, শ্বেতবর্ণ কদম্ব ও নাগেশ্বর এবং মন্দার পুষ্পের নিরতিশয় শোভাতে সেই স্থান অতি মনোহর রূপে সুশোভিত। ২১-২২। হংস, কারণ্ডব এবং পুংস্কোকিল সমূহের সুব্যক্ত ও বিশুদ্ধ রবে নিরন্তর কূজিত হওয়ায় সেই স্থান অতিশয় মনোহর। ২৩। শার্দ্দূল, শরভ, সিংহ, গণ্ডক, মহিষ ও মনোহর কৃষ্ণসার এবং চমরীগণে সেই বন সমাকীর্ণ। ২৪। মহামুনির তপঃপ্রভাবে সেই আশ্রম হিংসাদি বৃত্তি রহিত ও দস্যু চৌর অথবা অন্যপ্রকার হিংস্র জন্তুর ভয় ও শোক বর্জ্জিত ছিল। ২৫। ভারতবর্ষে সেই সিদ্ধ আশ্রমস্থল সুপ্রশংসিত উত্তম তীর্থ। উহা পুণ্যপ্রদ, সিদ্ধিদ এবং সর্ব্ব মন্ত্রের সিদ্ধিকর। ২৬। মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ সেই আশ্রম দর্শন করিয়া আশ্রমের মুনিসমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আসনস্থিত

সমুত্তস্থৌ স বেগেন দৃষ্ট্বা দেবর্ষিপুঙ্গবম্।
দত্ত্বাঽমলং ফলং মূলং সম্ভাষাং স চকার হ ॥ ২৮
প্রশ্নঞ্চকার স মুনির্বীণাপাণিঞ্চ নারদম্।
সস্মিতঃ সস্মিতং শুদ্ধং শুদ্ধবংশসমুদ্ভবম্ ॥ ২৯
সদ্ভাগ্যোপস্থিতং দীপ্তং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
অতিথিং ব্রাহ্মণবরং ব্রহ্মপুত্রঞ্চ পূজিতম্ ॥ ৩০

মুনিরুবাচ

কিং নাম ভবতো বিপ্র ক্ব যাসীতি ক্ব চাগতঃ।
ক্ব তে পিতা স কোঽবাপি ক্ব বাসঃ কুত্র সম্ভবঃ ॥ ৩১
মাং বা মমাশ্রমং বাপি পূতং কর্ত্তুমিহাগতঃ।
মূর্ত্তিমদ্ব্রহ্মতেজো হি মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ ॥ ৩২
ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন বৈষ্ণবা দর্শনেন চ ॥ ৩৩

অথচ ধ্যানমুক্ত অবলোকন করিলেন। ২৭। দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদকে দেখিবামাত্র তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তম ফল মূলাদি প্রদান করিলেন। ২৮। পবিত্র বংশে জাত বীণাপাণি সস্মিত দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিয়া সেই ঋষি ঈষৎ হাস্যসহকারে প্রশ্ন করিলেন। ঋষি প্রথমে ব্রহ্মতেজে অনল তুল্য উজ্জ্বল সর্ব্বপূজ্য বিপ্রবর ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষিকে অতিথি প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন। ২৯-৩০।

আশ্রমের এই মুনির নাম লোমশ। তিনি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন।—হে বিপ্র! আপনার নাম কি এবং কোথায় যাইতেছেন, কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছেন; আপনার পিতার নামই বা কি ও তিনি কোথায় আছেন ও আপনার নিবাস এবং জন্মভূমি কোথায়। ৩১। আমার সৌভাগ্যবশতঃ আপনি কি আমার আশ্রম ও আমাকে পবিত্র করিতে এস্থলে আসিয়াছেন; আপনি স্বয়ং মূর্ত্ত ব্রহ্মতেজ। ৩২। জলময় তীর্থসকল এবং মৃন্ময় বা শিলাময় দেবতাগণ বহুকালেও যাহা

সদ্যঃ পূতানি তীর্থানি সদ্যঃ পূতা সসাগরা।
সশৈলকাননদ্বীপা পাদস্পর্শাদ্বসুন্ধরা ॥ ৩৪
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং মম জীবনম্।
সহসোপস্থিতো গেহে ব্রাহ্মণো বৈষ্ণবোঽতিথিঃ ॥ ৩৫
পূজিতো বৈষ্ণবো যেন বিশ্বঞ্চ তেন পূজিতম্।
আশ্রমং বস্তুসহিতং সর্ব্বং তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৩৬
ফলানি চ সুপক্কানি ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগানি সাম্প্রতম্।
সুবাসিতং পিব স্বাদু শীতলং নির্ম্মলং জলম্ ॥ ৩৭
দুগ্ধঞ্চ সুরভীদত্তং রম্যং মধুরিতং মধু।
পরিপক্বং ফলরসং পিব স্বাদু মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৮
সুখবীজ্যে সুতল্পে চ শয়নং কুরু সুন্দরে।
সুশীতবাতসৌগন্ধপূতেন সুরভীকৃতে ॥ ৩৯
অতিথির্যস্য তুষ্টো হি তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।
হরৌ তুষ্টে গুরুস্তুষ্টো গুরৌ তুষ্টে জগৎত্রয়ম্ ॥ ৪০

পবিত্র করিতে সমর্থ নহেন, বৈষ্ণব দর্শনমাত্রেই তাহা পবিত্র হয়। ৩৩। বৈষ্ণবের পাদস্পর্শমাত্রেই তীর্থসকল সদ্যঃ পবিত্র হয় এবং সসাগরা সশৈল কানন ও দ্বীপ সমেত বসুন্ধরাও পবিত্র হইয়া থাকে। ৩৪। আপনার মত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অতিথি আমার আশ্রমে সহসা উপস্থিত, অতএব আমি ধন্য; আমি কৃতকৃত্য ও আমার জীবন সফল। ৩৫। যিনি বৈষ্ণবের পূজা করেন তাঁহার বিশ্বের পূজা করা হয়, অতএব সমস্ত বস্তুর সহিত আশ্রম আপনাকে নিবেদন করিলাম। ৩৬। সম্প্রতি আপনি সুভোগ্য সুপক্ক ফলসমূহ ভোজন ও সুবাসিত স্বাদু শীতল নির্ম্মল জলপান করুন। ৩৭। সুরভীদত্ত মধুর দুগ্ধ, মনোহর মধুময় এবং পরিপক্ক ফলের রস বারম্বার পান করুন। ৩৮। সুখকর ব্যজন দ্বারা বীজিত, সুগন্ধে পবিত্র ও সুশীতল বায়ুতে সুরভীকৃত সুন্দর শয্যায় শয়ন করুন। ৩৯। যাহার প্রতি অতিথি পরিতুষ্ট হন, হরি স্বয়ং তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন; হরি তুষ্ট হইলে গুরু তুষ্ট হন, গুরু তুষ্ট হইলে ত্রিজগৎ

অধিষ্ঠাতাঽতিথির্গেহে সন্ততং সর্ব্বদেবতাঃ।
তীর্থান্যেতানি সর্ব্বাণি পুণ্যানি চ ব্রতানি চ ॥ ৪১
তপাংসি যজ্ঞাঃ সত্যঞ্চ শীলং ধর্ম্মঃ স্বকর্ম্ম চ।
অপূজিতৈরতিথিভিঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে প্রযান্তি তে ॥ ৪২
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য দেবাশ্চ পুণ্যং ধর্ম্মব্রতাশনাঃ ॥ ৪৩
যমঃ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মীশ্চাভীষ্টদেবো গুরুস্তথা।
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি ত্যক্ত্বা পাপঞ্চ পূরুষম্ ॥ ৪৪
স্ত্রীঘ্নৈশ্চৈব কৃতঘ্নৈশ্চ ব্রহ্মঘ্নৈর্গুরুতল্পগৈঃ।
বিশ্বাসঘাতিভির্দুষ্টৈর্ম্মিত্রদ্রোহিভিরেব চ ॥ ৪৫
সত্যঘ্নৈশ্চ কৃতঘ্নৈশ্চ পাপিভিঃ স্থাপিভিস্তথা।
দানাপহারিভিশ্চৈব কন্যাবিক্রয়িভিস্তথা ॥ ৪৬
সীমাপহারিভিশ্চৈব মিথ্যাসাক্ষিপ্রদাতৃভিঃ।
ব্রহ্মস্বহারিভিশ্চৈব তথা স্থাপ্যস্বহারিভিঃ ॥ ৪৭
বৃষবাহৈর্দেবলৈশ্চ তথৈব গ্রামযাজিভিঃ।
শূদ্রান্নভোজিভিশ্চৈব শূদ্রশ্রাদ্ধাহভোজিভিঃ ॥ ৪৮

পরিতুষ্ট হয়। ৪০। গৃহে অতিথির অধিষ্ঠান হইলে সকল দেবতার অধিষ্ঠান হয়; যিনি অতিথির পূজা না করেন তাঁহার সমস্ত তীর্থ, সকল পুণ্য, অখিল ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্য, সদ্বৃত্ত, ধর্ম্ম, এবং স্বকর্ম্ম সকল সেই অপূজিত অতিথির সহিত চলিয়া যায়। ৪১-৪২। যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া চলিয়া যায়, তাহার পিতৃগণ, দেবতা সকল, পুণ্য, ধর্ম্ম, ব্রত, ভক্ষ্য-ভোজ্য সংযম, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, অভীষ্টদেব গুরু, ইঁহারা নিরাশ হইয়া সেই পাপ পুরুষকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যান। ৪৩-৪৪। যে ব্যক্তি অতিথির অর্চ্চনা না করে, সে স্ত্রীঘাতী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট, মিত্রদ্রোহী-দিগের তুল্য। ৪৫। যাহারা সত্যের অপমান, উপকারীর অপকার, প্রাপ্য কার্য্যে অর্থোপার্জ্জন, অন্যায্য সঞ্চয়, দান করিয়া তাহার

শ্রীকৃষ্ণবিমুখৈর্ব্বিপ্রৈর্হিংস্রৈর্নরবিঘাতিভিঃ।
গুরাবভক্তে রোগার্ত্তৈঃ শশ্বন্মিথ্যাপ্রবাদিভিঃ॥ ৪৯
বিপ্রস্ত্রীগামিভিঃ শূদ্রৈর্মাতৃগামিভিরেব চ।
অশ্বত্থঘাতিভিশ্চৈব পত্নীভিঃ পতিঘাতিভিঃ॥ ৫০
পিতৃমাতৃঘাতিভিশ্চ শরণাগতঘাতিভিঃ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্ শূদ্রৈঃ শিলাস্বর্ণাপহারিভিঃ॥ ৫১
তুল্যো ভবতি বিপ্রেন্দ্রাতিথিরেব ত্বনর্চ্চিতঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনিঃ পূজয়ামাস নারদম্।
মিষ্টঞ্চ ভোজয়ামাস শায়য়ামাস ভক্তিতঃ॥ ৫২

শ্রীনারদ উবাচ

নারদোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
তপঃস্থলাদাগতোঽহং যামি কৈলাসমীপ্সিতম্॥ ৫৩
আত্মানং পাবনং কর্ত্তুং ত্বাঞ্চ দ্রষ্টুমিহাগতঃ।
পুনন্তি প্রাণিনঃ সর্ব্বে বিষ্ণুভক্তপ্রদর্শনাৎ॥ ৫৪

অপহরণ, কন্যা বিক্রয়, সীমার ব্যতিক্রম, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, ব্রাহ্মণের অর্থ অপহরণ এবং গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করে, যাহারা গো আরোহণ, বহুযাজন, শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের শ্রাদ্ধদিনে তদীয় অন্ন ভক্ষণ করে তাহারাও অতিথিবিমুখকারীর সমান। ৪৬-৪৮। শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ ব্রাহ্মণ নরঘাতী, হিংস্র, গুরুভক্তিহীন, রোগার্ত্ত, সতত মিথ্যাবাদী, বিপ্রপত্নীগামী, মাতৃগামী শূদ্র, অশ্বত্থ বৃক্ষ কর্ত্তনকারী, পতিঘাতিনী নারী, পিতৃমাতৃঘাতী, শরণাগতের হন্তা, শিলা ও স্বর্ণাপহারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারা অতিথিবিমুখকারীর তুল্য। হে বিপ্রবর! সেই ঋষি এইরূপ বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবর্ষির পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে মিষ্ট ভক্ষণ করাইয়া শয়ন করাইলেন। ৪৯-৫২।

নারদ বলিলেন।—হে মুনিবর! আমি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার পুত্র, আমার নাম নারদ, আমি তপস্যার স্থান হইতে আসিতেছি, সর্ব্বপ্রার্থিত কৈলাসে যাইব। ৫৩। আমি আপনাকে দর্শন এবং আত্মাকে পবিত্র

কো ভবান্ ধ্যানপূতশ্চ নগ্নশ্চ কটমস্তকঃ।
ত্বৎকণ্ঠে কবচং কস্য সদ্রত্নগুটিকান্বিতম্।
কিং ধ্যায়সে মহাভাগ শ্রেষ্ঠদেবশ্চ কো গুরুঃ॥ ৫৫

মুনিরুবাচ

জীবন্মুক্তো ভবানেব পুনাসি ভুবনত্রয়ম্।
যস্য যত্র কুলে জন্ম তস্য তত্তদ্বচো মনঃ॥ ৫৬
পুত্রে যশসি তোয়ে চ কবিত্বেন চ বিদ্যয়া।
প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ জ্ঞায়েত সর্ব্বেষাং মানসং নৃণাম্॥ ৫৭
বিধাতা জগতাং ব্রহ্মা ব্রহ্মৈকতানমানসঃ।
তৎপুত্রোঽসি মহাখ্যাতো দেবর্ষিপ্রবরো মহান্॥ ৫৮
লোমশোঽহং মহাভাগ জগৎ-পাবনপাবন।
নগ্নোঽল্পায়ুর্বিবেকী চ বাসসা কিং প্রয়োজনম্॥ ৫৯
বৃক্ষমূলে নিবাসো মে ছত্রেণ কিং গৃহেণ চ।
রৌদ্রবৃষ্টিবারণার্থং সাম্প্রতং কটমস্তকঃ॥ ৬০

করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি; বিষ্ণুভক্ত দর্শনে প্রাণিমাত্রেই পবিত্র হইয়া থাকে। ৫৪। ধ্যানপূত, নগ্ন ও কটাবৃতমস্তক আপনি কে? আপনার কণ্ঠে সদ্রত্নগুটিকাযুক্ত কবচ কাহার? হে মহাভাগ! আপনি কি ধ্যান করিতেছেন? কোন্ দেববর আপনার গুরু? এ সমস্ত আমাকে বলুন। ৫৫।

লোমশ বলিলেন।—আপনিই জীবন্মুক্ত এবং ত্রিজগৎ পবিত্র করিতেছেন। যাহার যেমন কুলে জন্ম, তাহার বচন ও মন তেমনই হয়। ৫৬। পুত্রে, যশে ও জলে, কবিত্বে, বিদ্যায় এবং সুপ্রতিষ্ঠায় মনুষ্য সকলের মন জানা যায়। ৫৭। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা ব্রহ্মধ্যানে একান্ত রতচিত্ত, তৎপুত্র আপনিও সুবিখ্যাত দেবর্ষিপ্রবর এবং শ্রেষ্ঠ। ৫৮। হে জগৎপাবন মহাভাগ! আমার নাম লোমশ, আমি নগ্ন; যে হেতু আমি অল্পায়ু এবং বিষয়-বিরক্তমানস, সুতরাং আমার বস্ত্রের প্রয়োজন কি। ৫৯। আমার বৃক্ষমূলে বাস, ছত্র এবং গৃহের

জলবুদ্বুদবিদ্যুদ্বত্ত্রৈলোক্যং কৃত্রিমং দ্বিজ।
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব স্বপ্নবৎ ॥ ৬১
কিং কলত্রেণ পুত্রেণ ধনেন সম্পদা শ্রিয়া।
কিং বিত্তেন চ রূপেণ জীবনাল্পায়ুষা মুনে ॥ ৬২
ইন্দ্রস্য পতনেনৈব লোমৈকোৎপাটনং মম।
মনোশ্চ পতনং তত্র মায়য়া কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৬৩
সর্ব্বলোমোৎপাটনেন কেশৌঘোৎপাটনেন চ।
অল্পায়ুষো মম মুনে মরণং নিশ্চিতং ভবেৎ ॥ ৬৪
ধ্যায়ে শ্রীপাদপদ্মং তৎ পাদ্মপদ্মেশবন্দিতম্।
পরস্য প্রকৃতেস্তস্য কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৬৫
তস্য মেঽভীষ্টদেবস্য সর্ব্বেষাং কারণস্য চ।
গুরুর্মে জগতাং নাথো যোগীন্দ্রাণাং গুরুঃ শিবঃ ॥ ৬৬
মৎকণ্ঠে কবচং যস্য মদ্‌গুরুঃ কথয়িষ্যতি।
গুরোর্নিষেধো যত্রাস্তে তদ্বক্তুং কঃ ক্ষমো ভুবি ॥ ৬৭

আবশ্যক কি? রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণার্থ সম্প্রতি মস্তকে কট ধারণ করিয়াছি। ৬০। হে দ্বিজ! জলবুদ্‌বুদ্ ও বিদ্যুতের তুল্য এই ত্রিজগৎ অস্থায়ী; ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত স্বপ্নের ন্যায় সমস্তই মিথ্যা। ৬১। হে মুনে! অল্পায়ুঃ ব্যক্তির পত্নী, পুত্র, ধন-সম্পদ্, শ্রী, বিত্ত এবং রূপে প্রয়োজন কি। ৬২। এক ইন্দ্রের পতন হইলে আমার একটী লোম খসিয়া যায়। তৎকালে এক মনুরও অধিকার কাল শেষ হয়, অতএব মমতার আবশ্যক কি। ৬৩। হে মুনে! আমি অতি অল্পায়ুঃ; সমস্ত লোম ও সকল কেশ খসিয়া গেলেই আমি নিশ্চয় মরিব। যে পাদপদ্ম ব্রহ্মা, লক্ষ্মীদেবী এবং মহাদেব কর্ত্তৃক বন্দিত প্রকৃতির অতীত সেই পরমাত্মা মদীয় অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পঙ্কজ ধ্যান করি। সকলের কারণ এবং জগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণই আমার অভীষ্টদেব, যোগীন্দ্রগণের গুরু ভগবান্ শিবই আমার গুরু। ৬৪-৬৬। আমার কণ্ঠে যাঁহার কবচ দেখিতেছেন, আমার গুরুই তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন,

গুরোশ্চ বচনং যো হি পালনং ন করোতি চ।
গুরুক্তমুক্ত্বা পাপী স ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৬৮
স্বগুরুং শিবরূপঞ্চ তদ্ভিন্নং মন্যতে হি যঃ।
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোঽপি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৬৯
অকর্ত্তব্যন্তু কর্ত্তব্যং পালনীয়ং গুরোর্ব্বচঃ।
অপালনে সর্ব্ববিঘ্নং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭০
আশিষা পাদরজসা চোচ্ছিষ্টালিঙ্গনেন চ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৭১
স্বগুরুং শঙ্করং পশ্য গচ্ছ কৈলাসমীশ্বরম্।
মুচ্যতে বিঘ্নপাপেভ্যো গুরোশ্চরণদর্শনাৎ ॥ ৭২

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে লোমশ-নারদসংবাদে
প্রথমৈকরাত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

গুরুর যাহাতে নিষেধ আছে, এই সংসারে এমন কেহই নাই যে তাহা বলিতে সক্ষম হয়। ৬৭। যে ব্যক্তি গুরুর বাক্য প্রতিপালন না করে, সেই মহাপাতকী ব্যক্তি নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যা পাতকের ফলভোগ করে। ৬৮। যে ব্যক্তি স্বীয় গুরুদেবকে শিবরূপে না ভাবিয়া ভিন্নভাবে দেখে, সেও ব্রহ্মহত্যার ফলভোগ করে এবং তাহার পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ৬৯। গুরুর আদেশে অকর্ত্তব্যেও বিমুখ হওয়া উচিত নহে ; গুরুর বাক্য সর্ব্বথা পালনীয় ; পালন না করিলে নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৭০। গুরুর আশীর্ব্বাদে এবং পাদরজ ও উচ্ছিষ্ট স্পর্শে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। ৭১। যাঁহার চরণ দর্শনে লোক সর্ব্বপ্রকার বিপদ ও পাপ হইতে মুক্ত হয়, কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া সেই গুরু সর্ব্বেশ্বর শঙ্করকে দর্শন করুন। ৭২।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

———ঃ*ঃ———

শ্রীব্যাস উবাচ

সম্ভাষ্য লোমশং তস্মাজ্জগাম নারদো মুনিঃ।
পুষ্পভদ্রানদীতীরমতীব সুমনোহরম্ ॥ ১
যত্রাস্তে শৃঙ্গকূটশ্চ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।
নানাবৃক্ষসমাযুক্তৈস্ত্রিভিরন্যৈঃ সরোবরৈঃ ॥ ২
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈর্ভ্রমরৈর্ধ্বনিসুন্দরৈঃ।
পুংস্কোকিলনিনাদৈশ্চ সন্ততং সুমনোহরৈঃ ॥ ৩
শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যৈশ্চ বায়ুভিঃ সুরভীকৃতৈঃ।
সমাধিযুক্তো যত্রাস্তে মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥ ৪
স মুনির্নারদং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা চ প্রণনাম চ।
পপ্রচ্ছ কুশলং শান্তং শান্তঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ॥ ৫

ব্যাস বলিলেন।—দেবর্ষি নারদ লোমশ ঋষিকে সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে সেই অতি মনোহর পুষ্পভদ্রা-নদীতীরে গমন করিলেন। ১। সেই স্থানস্থিত গিরিশৃঙ্গসমূহ বিশুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ এবং নানাবিধ বৃক্ষ-সমাযুক্ত; অপর তিনটি সরোবরও তথায় বিরাজিত। ২। সেস্থান হংসকারণ্ডবাদি জলচর পক্ষী দ্বারা সমাকীর্ণ, ভ্রমরগণের মধুর ধ্বনিতে মুখরিত এবং পুংস্কোকিলগণের নিনাদে নিরন্তর অতি রমণীয়। ৩। সেস্থান শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্যগুণযুক্ত বায়ুতে সুরভীকৃত এবং তথায় মহামুনি মার্কণ্ডেয় সমাধিযুক্ত হইয়া আছেন। ৪। শান্ত ও সত্ত্বগুণান্বিত সেই মুনি সমাগত নারদকে অবলোকন ও ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া নম্রভাবে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনঞ্চাতিসার্থকম্ ।
মমাশ্রমে পুণ্যরাশির্ব্রহ্মপুত্রশ্চ নারদঃ ॥ ৬
অহো দেবর্ষিপ্রবরো দীপ্তিমান্ ব্রহ্মতেজসা ।
ক যাসি কুত আয়াসি কিন্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৭
মানসং প্রাণিনামেব সর্ব্বকর্ম্মৈককারণম্ ।
মনোঽনুরূপং বাক্যঞ্চ বাক্যেন প্রস্ফুটং মনঃ ॥ ৮
মুনেশ্চ বচনং শ্রুত্বা বীণাপাণিঃ স্বমীপ্সিতম্ ।
উবাচ সস্মিতং শান্তং বচঃ সত্যং সুধোপমম্ ॥ ৯

নারদ উবাচ

হে বন্ধো যামি কৈলাসং জ্ঞানার্থং জ্ঞানিনাং বরম্ ।
দ্রষ্টুং প্রষ্টুং মহাদেবং প্রণামং কর্ত্তুমীশ্বরম্ ॥ ১০
পূজাং গৃহীত্বা চেত্যুক্ত্বা প্রযযৌ নারদো মুনিঃ ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ শোকার্ত্তঃ সদ্বিচ্ছেদঃ সুদারুণঃ ॥ ১১

মার্কণ্ডেয় কহিলেন।—অদ্য আমার আশ্রমে পুণ্যময় ব্রহ্মপুত্র নারদ ঋষির আগমন হইয়াছে; অতএব আমার জীবন ধন্য ও সম্পূর্ণ সার্থক। ৬। অহো! ব্রহ্মতেজে অতিশয় উজ্জ্বল দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদমুনি আপনি কি মনে করিয়া কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোন্ স্থানে যাইবেন। ৭। প্রাণিমাত্রের মনই সকল কর্ম্মের একমাত্র কারণ, মনের অনুরূপ বাক্য হইলে তাহাতেই মন প্রফুল্ল হয়। ৮। মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বীণাপাণি নারদ সাধুসম্মত শান্ত, সত্য, সাধুসদৃশ স্বীয় বাঞ্ছিত বাক্য কহিলেন। ৯।

নারদ বলিলেন।—হে বন্ধো! আমি জ্ঞানলাভার্থ জ্ঞানিবর ঈশ্বর মহাদেবকে দর্শন, অভীষ্ট জিজ্ঞাসা এবং প্রণাম করিতে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিব। ১০। নারদ মুনি এই কথা বলিয়া তৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনিও নারদবিয়োগে শোকার্ত্ত হইলেন,

হিমালয়ঞ্চ তুর্লঙ্ঘ্যং বিলঙ্ঘ্য চাবলীলয়া।
স্বর্গমন্দাকিনীতীরং কৈলাসং প্রযযৌ মুনিঃ॥ ১২
দদর্শ বটবৃক্ষঞ্চ যোজনায়তমুচ্ছ্রিতম্।
শোভিতং শতকৈঃ স্কন্ধৈরক্তপক্কফলান্বিতৈঃ॥ ১৩
সুস্নিগ্ধৈঃ সুন্দরৈ রম্যৈ রম্যপক্ষীন্দ্রসংকুলৈঃ।
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ যোগীন্দ্রৈঃ পরিশোভিতম্॥ ১৪
প্রণতাংস্তাংশ্চ সম্ভাষ্য পার্ব্বতীকাননং যযৌ।
সুন্দরং বর্তুলাকারং চতুর্যোজনমীপ্সিতম্॥ ১৫
শোভিতং সুন্দরৈ রম্যৈঃ সপ্তভিশ্চ সরোবরৈঃ।
শশ্বন্মধুকরাসক্তপদ্মরাজিবিরাজিতৈঃ॥ ১৬
নীলরক্তোৎপলদলপটলৈঃ পরিশোভিতৈঃ।
পুষ্পোদ্যানৈশ্চ শতকৈঃ পুষ্পিতৈঃ সুমনোহরৈঃ॥ ১৭
মল্লিকামালতীকুন্দযূথিকামাধবীলতা।
কেতকীচম্পকাশোকমন্দারবকরাজিকা॥ ১৮

কারণ সাধু ব্যক্তির বিচ্ছেদ অত্যন্ত অসহনীয়। ১১। নারদ মুনি তুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া স্বর্গমন্দাকিনীতীরস্থ কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। ১২। দেবর্ষি নারদ তথায় এক যোজন বিস্তৃত ও এক যোজন উন্নত শত শত সুস্নিগ্ধ সুন্দর মনোহর স্কন্ধে সুশোভিত পক্ক রক্তবর্ণ ফলযুক্ত রম্য পক্ষিগণ সমাকীর্ণ এক বটবৃক্ষ অবলোকন করিলেন। ঐ রমণীয় আশ্রমস্থান সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ, মুনীন্দ্রগণ ও যোগিগণে পরিশোভিত। ১৩-১৪। নারদ তাঁহাদিগকে প্রণাম ও সম্ভাষণ করিয়া চারি যোজন বিস্তৃত সুন্দর গোলাকার পার্ব্বতীবনে গমন করিলেন। ঐ পার্ব্বতীবন চারি যোজন বিস্তৃত ও সুন্দর মনোহর সাতটি সরোবরে শোভিত; এই সরোবরে মধুকর নিরন্তর পদ্মসমূহে সমাসক্ত। ১৫-১৬। নীল ও রক্তপদ্ম শোভিত সরোবর-তীরে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি বিরাজিত শত শত সুমনোহর উদ্যান বিদ্যমান। উদ্যানের কোথায় বা মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, যূথিকা, মাধবীলতা,

নাগপুন্নাগকুটজপাটলাঝিন্টিঝিঙ্খিকা।
বিষ্ণুক্রান্তা চ তুলসী শেফালী সপ্তলা তথা ॥ ১৯
এতেষাঞ্চ সমূহৈশ্চ পুষ্পবল্লীবিরাজিতৈঃ।
আম্রৈরাম্রাতকৈস্তালনারিকেলৈঃ পিয়ালকৈঃ ॥ ২০
খর্জ্জুরৈশ্চ গুবাকৈশ্চ পলাশৈর্জম্বুভিস্তথা।
দাড়িম্বৈশ্চাপি জম্বীরৈর্নিম্বৈশ্চৈব বটৈস্তথা ॥ ২১
করঞ্জৈর্বদরীভিশ্চ পরিতঃ শ্রীফলোজ্জ্বলৈঃ।
কদম্বানাং কদম্বৈশ্চ তিন্তিড়ীনাং কদম্বকৈঃ ॥ ২২
অশ্বত্থৈঃ সরলৈঃ শালৈঃ শাল্মলীনাং সমূহকৈঃ।
বটশাকোটকৈঃ কুন্দৈঃ শঙ্গুভিঃ সপ্তপর্ণকৈঃ ॥ ২৩
পিচ্ছিলৈঃ পর্ণশালৈশ্চ গম্ভারিভিশ্চ বল্কুকৈঃ।
হিঙ্গুলৈ রঞ্জনৈর্বল্কৈভূর্জপত্রৈঃ সপত্রকৈঃ ॥ ২৪
অন্যৈশ্চ দুর্লভৈর্বন্যৈঃ পুষ্পপত্রৈর্বিরাজিতম্।
কল্পবৃক্ষৈঃ পারিজাতৈশ্চারুচন্দনপল্লবৈঃ ॥ ২৫
সুস্নিগ্ধস্থলপদ্মৈশ্চ চিত্রিতৈভূমিচম্পকৈঃ।
অন্যৈশ্চ দুর্লভৈর্বন্যৈঃ পুষ্পপত্রৈর্বিভূষিতম্ ॥ ২৬

কেতকী, চম্পক, অশোক, মন্দার, বক প্রভৃতি কুসুমবৃক্ষের ক্ষেত্র বিরাজিত রহিয়াছে। কোনস্থলে নাগ, পুন্নাগ, কুটজ পাটল, ঝিন্টি, ঝিঙ্খিকা, অপরাজিতা, শেফালী, তুলসী, সপ্তলা প্রভৃতি তরুসমূহ শোভিত হইতেছে। কোথায় বা পুষ্পবৃক্ষ সকল পুষ্পিত লতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে; কোথায় বা আম্রাতক, তাল, নারিকেল, পিয়াল বৃক্ষাদিতে অতি রমণীয় শোভা সম্পাদন করিয়াছে। কোনস্থানে খর্জ্জুর, গুবাক, পলাশ, জম্বু, দাড়িম্ব, জাম্বীর, নিম্ব, বট, বৃক্ষাদিতে আকীর্ণ। স্থানে স্থানে করঞ্জ, বদরী, উজ্জ্বল শ্রীফল ও কদম্বসমূহ এবং তিন্তিড়ীতরুশ্রেণী বিদ্যমান। এই উদ্যানের কোনস্থানে অশ্বত্থ, দেবদারু, শাল্মলী, বট, শাকোটক, কুন্দ, শঙ্গু, সপ্তপর্ণ বৃক্ষসকল বিরাজমান;

সিংহেন্দ্রৈঃ শরভেন্দ্রৈশ্চ গজেন্দ্রৈর্গণ্ডকেন্দ্রকৈঃ।
শার্দ্দূলেন্দ্রৈশ্চ মহিষৈরশ্বৈশ্চ বন্যশূকরৈঃ॥ ২৭
শল্লকৈর্ভল্লকৈর্মর্কৈঃ কূটকৈঃ শশকৈঃ শকৈঃ।
কৃষ্ণসারৈশ্চ হরিণৈশ্চমরীচামরোজ্জ্বলম্॥ ২৮
পুংস্কোকিলকুলানাঞ্চ গানৈশ্চৈব বিরাজিতম্।
মত্তানাং পল্লবস্থানাং মাধবেষু মনোহরম্॥ ২৯
শুকানাং রাজহংসানাং ময়ূরাণাং চ পুত্রকৈঃ।
ক্ষেমঙ্করীখঞ্জনানাং রাজিভিশ্চ মনোহরম্॥ ৩০
হরিৎপীতরক্তকৃষ্ণসুপক্কফলপত্রকৈঃ।
সুস্নিগ্ধাক্ষতপত্রৈশ্চ নূতনৈরভিভূষিতম্॥ ৩১
হিংসাভয়াদিরহিতং সর্ব্বেষাং পশুপক্ষিণাম্।
পরস্পরঞ্চ সুপ্রীতং হিংস্রাণাং ক্ষুদ্রজন্তুভিঃ॥ ৩২

কোথায় বা পিচ্ছিল, পর্ণশাল, গন্তারি, বল্লুক, হিঙ্গুল, অঞ্জন, বল্ক, সপত্র ভূর্জ্জপত্র রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পত্রপুষ্প সমন্বিত অন্যান্য দুর্লভ বন্যবৃক্ষ শ্রেণীদ্বারা পরিবৃত কল্প বৃক্ষ এবং মনোহর সুগন্ধি পল্লব বিশিষ্ট পারিজাত তরুরাজি তথায় বিরাজিত রহিয়াছে। উদ্যানের কোন কোন স্থান স্থলপদ্ম, চিত্র ভূমিচম্পক এবং অপরাপর দুর্লভ বন্য পুষ্পপত্রে সুশোভিত হইয়াছে। ১৭-২৬। ঐ বনের কোনস্থল ভীষণ সিংহ, শরভ গজেন্দ্র, খড়্গীন্দ্র, শার্দ্দুলেন্দ্র, মহিষ, অশ্ব ও বন্যশূকর সমূহে সমাকীর্ণ। অপর কোন কোন স্থল শল্লক, ভল্লুক, মর্কট, শশক, কূট, শক, কৃষ্ণসার, হরিণ এবং চমরী মৃগ প্রভৃতি জন্তুগণে আকীর্ণ রহিয়াছে। ২৭-২৮। পুংস্কোকিলকুল বসন্তে উন্মত্ত হইয়া তরুপল্লবে অধিরোহণপূর্ব্বক গান করায় কোনস্থল অতীব মনোহর হইয়াছে। ২৯। কোন প্রদেশে শুক, রাজহংস, ময়ূর শাবক, ক্ষেমঙ্করী এবং খঞ্জনগণ অতিশয় স্পৃহণীয় হইয়াছে। ৩০। কোন স্থল, হরিৎ, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণের সুপক্ক ফল ও নবোদ্গত সুস্নিগ্ধ অচ্ছিন্ন পত্র পল্লবে পরিপূর্ণ হইয়া বিভূষিত হইয়াছে। ৩১। তথায় পশুপক্ষীর পরস্পর হিংসা ভয়

অত্র ক্রীড়াস্থলং রম্যং পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ।
মণীন্দ্রৈরিন্দ্রনীলৈশ্চ পদ্মরাগৈঃ পরিষ্কৃতম্ ॥ ৩৩
ক্রোশায়তং পরিমিতং বর্ত্তুলং চন্দ্রবিম্ববৎ।
অম্লানরম্ভাস্তম্ভানাং লক্ষলক্ষৈশ্চ বেষ্টিতম্ ॥ ৩৪
চিত্রিতং সূক্ষ্মসূত্রাক্তৈর্নূতনৈরভিভূষিতম্।
নূতনাক্ষতপত্রৈশ্চ ললিতৈঃ পরিশোভিতম্ ॥ ৩৫
রক্তপিতাসিতৈঃ স্নিগ্ধৈরম্লানৈঃ সুমনোহরৈঃ।
পরিতঃ পরিতঃ শশ্বন্মালাজালৈর্বিভূষিতম্ ॥ ৩৬
শয্যাভূতং সুতল্পৈশ্চ স্নিগ্ধচম্পকচন্দনৈঃ।
পুষ্পচন্দনযুক্তেন বায়ুনা সুরভীকৃতম্ ॥ ৩৭
কস্তূরীকুঙ্কুমাসক্তসুগন্ধি চন্দনৈঃ সিতৈঃ।
মার্জ্জিতং চিত্রিতং চিত্রৈঃ পরিতো রঙ্গবস্তুভিঃ ॥ ৩৮
দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতং শীঘ্রং প্রযযৌ স্বর্ণদীং মুনিঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাসাং সর্ব্বপাপবিনাশিনীম্ ॥ ৩৯

নাই; হিংস্রজন্তুরাও পরস্পর প্রণয়ের সহিত সময়াতিপাত করে; ক্ষুদ্র জন্তুরাও হিংস্র বৃহৎ জন্তু হইতে ভয় পায় না। ৩২। তথায় ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিরাজসমূহে সাতিশয় পরিষ্কৃত পার্ব্বতী পরমেশ্বরের অতিমনোহর ক্রীড়াস্থল বিরাজিত রহিয়াছে। ৩৩। ঐ বনের বিস্তার একক্রোশ পরিমিত এবং উহা চন্দ্রবিম্বসদৃশ বর্ত্তুলাকৃতি ও লক্ষ লক্ষ অম্লান রম্ভাস্তম্ভে পরিবেষ্টিত। ৩৪। সেই সুবিন্যস্তকদলী বৃক্ষরাজি সূক্ষ্মসূত্রে গ্রথিত ও অভিনবত্ব প্রযুক্ত অতি মনোহর এবং ললিত নূতন অক্ষতপত্রে পরিশোভিত হইয়াছে। ৩৫। উহার সর্ব্বত্র রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ, স্নিগ্ধ, অভিনব অতি মনোহর অম্লান মালাজালে নিরন্তর বিভূষিত রহিয়াছে। ৩৬। স্নিগ্ধ চম্পক ও চন্দনচর্চ্চিত পালঙ্কশয্যায় সুশোভিত আশ্রম পুষ্প ও চন্দন বায়ু স্পর্শে সুরভীকৃত হইয়াছে। ৩৭। কস্তূরী ও কুঙ্কুমমিশ্রিত সুগন্ধি শ্বেত চন্দনে মার্জ্জিত এবং বিচিত্র রঙ্গ বস্তুদ্বারা সর্ব্বত্র বিচিত্র হইয়াছে। ৩৮। নারদ এই সমস্ত অদ্ভুত শোভা-সমন্বিত স্থান সকল অবলোকন করিয়া,

ভবাব্ধিঘোরতরণে তরণীং নিত্যনূতনাম্‌।
কৃষ্ণপাদপ্রসূতাঞ্চ জগৎপূজ্যাং পতিব্রতাম্‌ ॥ ৪০
স্নাত্বা কৃষ্ণঞ্চ সংপূজ্য পরমাত্মানমীশ্বরম্‌।
প্রকৃতেঃ পরমিষ্টঞ্চ নির্লিপ্তং নির্গুণং পরম্‌ ॥ ৪১
সাক্ষিণং কর্ম্মণামেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্‌।
প্রযযৌ পুরতো রম্যং রাজমার্গং দদর্শ সঃ ॥ ৪২
মণিভিঃ স্ফটিকাকারৈরমলৈর্ব্বহুমূল্যকৈঃ।
পরিষ্কৃতঞ্চ সর্ব্বত্র নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৪৩
সতাং পুণ্যবতাং দৃষ্টমদৃষ্টং কৃতপাপিনাম্‌।
ধনুঃশতং পরিমিতং চিত্ররাজিবিরাজিতম্‌ ॥ ৪৪
দৈর্ঘ্যং সর্ব্বাশ্রমান্তঞ্চ প্রস্থং কোটিগুণোত্তরম্‌।
রথং দদর্শ পুরতো মনোযায়ি মনোহরম্‌ ॥ ৪৫
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণবিমানসারসুন্দরম্‌।
ধনুর্লক্ষং পরিমিতং পরিতো বর্ত্তুলাকৃতম্‌ ॥ ৪৬

অতি সত্বর বিশুদ্ধ স্ফটিক সদৃশী সর্ব্বপাপ-নাশিনী সুরনদীতে গমন করিলেন। ৩৯। যিনি ভবসাগরতরণে তরণী স্বরূপা, সর্ব্বকালেই অভিনবা, কৃষ্ণপদোদ্ভবা, জগদ্বন্দ্যা ও পতিব্রতা সেই গঙ্গায় স্নান করিয়া পরমাত্মা ঈশ্বর, প্রকৃতির অতীত, নির্লিপ্ত, নির্গুণ, পরাৎপর ও পরমেশ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন। ৪০—৪১। যিনি সকল কর্ম্মের সাক্ষী ও জ্যোতির্ম্ময় সনাতন ব্রহ্ম, তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়া নারদ তথা হইতে গমন এবং পথে যাইতে যাইতে সম্মুখে অতি মনোহর রাজপথ দর্শন করিলেন। ৪২। সেই পথ স্ফটিকাকার অমল বহুমূল্য মণিসমূহে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং সর্ব্বত্র পরিষ্কৃত। ৪৩। সেই পথ প্রস্থে শতধনু বিস্তৃত ও চিত্রসমূহে বিরাজিত এবং উহা পুণ্যবান সাধুজনগণের দর্শনযোগ্য, পাপীদিগের অদৃশ্য। ৪৪। আশ্রমের দৈর্ঘ্য প্রস্থের কোটি গুণ অধিক ; দৈর্ঘ্যে ঐ আশ্রম অন্যান্য সকল আশ্রমকে অতিক্রম করিয়াছে। দেবর্ষি নারদ

ঊর্দ্ধস্থিতমূর্দ্ধগঞ্চ সহস্রচক্রসংযুতম্।
ধনুর্লক্ষেঽপি সূতঞ্চ বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতম্॥ ৪৭
হীরাসারবিনির্ম্মাণং সুচারুকলসোজ্জ্বলম্।
রত্নপ্রদীপদীপ্তাঢ্যং রত্নদর্পণভূষিতম্॥ ৪৮
মুক্তাশুক্তিনিবদ্ধৈশ্চ শোভিতং শ্বেতচামরৈঃ।
মাণিক্যসারহারেণ মণিরাজৈর্বিরাজিতম্॥ ৪৯
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈঃ পরিষ্কৃতম্।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডসহস্রসদৃশোজ্জ্বলম্॥ ৫০
ঈশ্বরেচ্ছাবিনির্ম্মাণং কামপূরঞ্চ কামিনাম্।
সর্ব্বভোগসমাবিষ্টং কল্পবৃক্ষপরং বরম্॥ ৫১
সংযুক্তচিত্রিতৈ রম্যৈরতিমন্দিরসুন্দরৈঃ।
গোলোকাদাগতং পূর্ব্বং ক্রীড়ার্থং শঙ্করস্য চ॥ ৫২
বিবাহে পরিনিষ্পন্নে পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ।
রথং দৃষ্ট্বা চ প্রযযৌ কিয়দ্দূরং মহামুনিঃ॥ ৫৩

সম্মুখে মনের তুল্য বেগগামী মনোহর একখানি রথ দর্শন করিলেন। ৪৫। অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ঐ রথ সৌন্দর্য্যে সর্ব্ববিমানের গর্ব্বহর এবং উহা চারিদিকে লক্ষ ধনু পরিমিত, গোলাকৃতি সহস্র চক্রযুক্ত ও অতি উন্নত। ঊর্দ্ধগামী ঐ রথের লক্ষ ধনু ঊর্দ্ধে বহ্নিশুদ্ধ (ইস্তিরি করা) সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত সারথি অবস্থিত। ৪৬—৪৭। ঐ রথ উৎকৃষ্ট হীরকে নির্ম্মিত, সুচারু কলস ও অতিশয় উজ্জ্বল রত্নপ্রদীপে দীপ্তিশালী এবং রত্নময় দর্পণে শোভিত। ৪৮। মুক্তা ও শুক্তিযুক্ত শ্বেতচামরে এবং মণিশ্রেষ্ঠ মাণিক্যের সারভূত হারে উহা সুশোভিত। ৪৯। ঐ রথ পারিজাতপুষ্পের মালাসমূহে বিভূষিত হইয়া গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে সহস্র সহস্র সূর্য্য সদৃশ উজ্জ্বল হইয়াছে। ৫০। উহা ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিনির্ম্মিত, কামীদিগের আশাপূরক, সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু সংযুক্ত ও কল্পপাদপ-সদৃশ। ৫১। পরস্পর সংযুক্ত অতি সুন্দর রতিমন্দিরে সুশোভিত সর্ব্বজন-প্রলোভনীয় ঐ রথ পার্ব্বতী পরমেশ্বরের পরিণয় সম্পন্ন

অতীব রম্যং রুচিরং দদর্শ শঙ্করাশ্রমম্ ।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং শিবিরৈঃ শতকোটিভিঃ ॥ ৫৪
মিতৈস্তস্মাৎ শতগুণৈস্তত্র সুন্দরমন্দিরৈঃ ।
যুক্তং রত্নকপাটৈশ্চ রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ ॥ ৫৫
পরমস্তম্ভসোপানৈর্বজ্রমিশ্রৈর্বিভূষিতম্ ।
দদর্শ শিবিরং শম্ভোঃ পরিখাভিস্ত্রিভির্যুতম্ ॥ ৫৬
দুর্লঙ্ঘ্যাভিরমিত্রাণাং সুগম্যাভিঃ সতামহো ।
প্রাকারৈশ্চ ত্রিভির্যুক্তং ধনুর্লক্ষোচ্ছ্রিতং সুত ॥ ৫৭
সম্মিতং সপ্তভির্দ্বারৈঃ নানারক্ষকরক্ষিতৈঃ ।
ধনুঃশতসহস্রঞ্চ চতুরস্রঞ্চ সম্মিতম্ ॥ ৫৮
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং চতুঃশালাশতৈর্যুতম্ ।
অতীব রম্যং পুরতো পুরদ্বারং দদর্শ সঃ ॥ ৫৯
পুরতো রত্নভিত্তৌ চ কৃত্রিমঞ্চ সুশোভিতম্ ।
পুণ্যং বৃন্দাবনং রম্যং তন্মধ্যে রাসমণ্ডলম্ ॥ ৬০

হইলে তাঁহাদের ক্রীড়ার নিমিত্ত গোলোক হইতে আগত হইয়াছিল, দেবর্ষি রথ দর্শন করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। ৫২-৫৩। তিনি উত্তম রত্নে বিনির্ম্মিত, শতকোটি শিবিরযুক্ত, অতি মনোরম রমণীয় শঙ্করের আশ্রম অবলোকন করিলেন। ৫৪। পূর্ব্বোক্ত পুরী হইতে ইহা শতগুণ বৃহৎ এবং তথায় বহু রত্নধাতু বিচিত্রিত রত্নময় কপাটযুক্ত সুন্দর মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। ৫৫। দেবর্ষি নারদ হীরকখচিত উৎকৃষ্ট স্তম্ভ এবং মনোহর সোপানে বিভূষিত, তিনটি পরিখায় পরিবেষ্টিত শম্ভুর বাসস্থান দর্শন করিলেন। ৫৬। অহো! উহা শত্রুগণের দুর্লঙ্ঘ্য, সাধুজনের সুগম্য, লক্ষধনু উন্নত তিনটি প্রাকারে পরিবেষ্টিত। ঐ স্থান নানাবিধ রক্ষকপুরুষে পরিরক্ষিত, সপ্তদ্বারে সুশোভিত ও চতুঃসহস্র ধনুপরিমিত চতুষ্কোণবিশিষ্ট। ৫৭-৫৮। অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত শত শত চতুঃশালাযুক্ত অতি রমণীয় সেই স্থানের পুরদ্বারসমূহ ঋষি সম্মুখে নিরীক্ষণ করিলেন। ৫৯। তথায় সম্মুখভাগেই রত্ন-

সর্ব্বত্র রাধাকৃষ্ণঞ্চ প্রত্যেকং রতিমন্দিরে।
রম্যং কুঞ্জকুটীরাণাং সহস্রং সুমনোহরম্॥ ৬১
সুগন্ধিপুষ্পশয্যানাং সহস্রং চন্দনোক্ষিতম্।
দ্বারপালঞ্চ তত্রৈব মণিভদ্রং ভয়ঙ্করম্॥ ৬২
ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং পরম্।
তং সম্ভাষ্য বিলোক্যৈবং দ্বিতীয়দ্বারমীপ্সিতম্॥ ৬৩
জগাম চ মুনিশ্রেষ্ঠো দদর্শ চিত্রমুত্তমম্।
কদম্বানাং সমূহৈশ্চ তন্মূলঞ্চ মনোহরম্॥ ৬৪
রত্নভিত্তিসমাযুক্তং কালিন্দীকূলমুত্তমম্।
স্নাতং গোপীসমূহৈশ্চ নগ্নসর্ব্বাঙ্গমদ্ভুতম্॥ ৬৫
কদম্বাগ্রে চ শ্রীকৃষ্ণং বস্ত্রপুঞ্জকরং পরম্।
তত্রৈব শূলহস্তঞ্চ মহাকালং দদর্শ চ॥ ৬৬
কৃপালুং দ্বারপালং তং সম্ভাষ্য নারদো মুনিঃ।
প্রযযৌ শীঘ্রগামী স তৃতীয়দ্বারমুত্তমম্॥ ৬৭

ভিত্তিতে চিত্রিত, সুশোভিত এবং পবিত্র কৃত্রিম শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে রমণীয় শ্রীরাসমণ্ডল দর্শন করিলেন। ৬০। প্রত্যেক রতিমন্দিরের সকল স্থলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি এবং সহস্র সহস্র সুমনোহর কুঞ্জকুটীর অবলোকন করিলেন। ৬১। সেই পুরীর দ্বারপাল ভয়ঙ্কর মণিভদ্র চন্দনচর্চ্চিত সহস্র সুগন্ধি পুষ্পশয্যায় সুশোভিত ও ত্রিশূল, পট্টিশধারী। নারদ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত সেই মণিভদ্রকে দেখিয়া তাহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বীয় অভিলষিত দ্বিতীয় দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ৬২-৬৩। সেই মুনিসত্তম তন্মধ্যে গমনপূর্ব্বক অত্যুত্তম চিত্র এবং কদম্ববৃক্ষ সমুদয়ের মনোহর মূলদেশ দর্শন করিলেন। ৬৪। গোপীগণ রত্নভিত্তিযুক্ত যমুনা উপকূলে নগ্নদেহে উত্তমরূপে স্নান করিতেছেন। ৬৫। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বস্ত্র হরণপূর্ব্বক কদম্ববৃক্ষের অগ্রদেশে বসিয়া রহিয়াছেন। নারদ তথায় ত্রিশূলহস্ত মহাকালেরও দর্শন করিলেন। ৬৬। অনন্তর নারদ কৃপালু দ্বারপালকে সম্ভাষণপূর্ব্বক অবিলম্বে উত্তম তৃতীয় দ্বারে উপনীত

দদর্শ তত্র পুরতঃ কৃত্রিমং বটমূলকম্।
গোপানাঞ্চ সমূলঞ্চ পীতাম্বরধরং পরম্ ॥ ৬৮
বালক্রীড়াঞ্চ কুর্ব্বন্তং তন্মধ্যে কৃষ্ণমুত্তমম্।
ব্রাহ্মণীভিঃ প্রদত্তঞ্চ ভুক্তবন্তং সুপায়সম্ ॥ ৬৯
কুর্ব্বন্তঞ্চ সমাধানং মুনির্বামকরেণ চ।
গৃহীত্বা তদনুজ্ঞাঞ্চ চতুর্থং দ্বারমীপ্সিতম্ ॥ ৭০
প্রযযৌ ব্রহ্মপুত্রশ্চ দদর্শ চিত্রমুত্তমম্।
গোবর্দ্ধনং পর্ব্বতঞ্চ তত্র কৃষ্ণকরস্থিতম্ ॥ ৭১
গোকুলং গোকুলস্থানাং গোপীনাং চৈব রক্ষণম্।
ব্যাকুলং গোকুলং ভীতঃ শক্রবৃষ্টিভয়েন চ ॥ ৭২
অভয়ং দত্তবন্তঞ্চ কৃষ্ণং দক্ষকরেণ চ।
নন্দিনং দ্বারপালঞ্চ শূলহস্তঞ্চ সস্মিতম্ ॥ ৭৩
বিলোক্য প্রযযৌ বিপ্রঃ পঞ্চমং দ্বারমুত্তমম্।
নানাকৃত্রিমচিত্রাঢ্যং বীরভদ্রান্বিতং পরম্ ॥ ৭৪

হইলেন। ৬৭। তথায় সম্মুখস্থ কৃত্রিম বটবৃক্ষের মূলদেশে গোপসমূহের মধ্যগত পীতাম্বর পরিহিত পরমপুরুষ কৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন। ৬৮। গোপগণের মধ্যে থাকিয়া তখন তিনি অতি সুন্দর বালক্রীড়া করিতে করিতে বিপ্রপত্নীগণ প্রদত্ত উত্তম পায়সান্ন বামকরে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিতেছিলেন। মুনিবর নারদ তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মনোহর চতুর্থ দ্বারে উপনীত হইলেন। ৬৯-৭০। ব্রহ্মনন্দন নারদ তথায় এক বিচিত্র ব্যাপার দর্শন করিলেন—বালক কৃষ্ণ বামকরে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছেন। ৭১। কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের অতিবর্ষণ ভয়ে ভীত গোকুলবাসী, ব্যাকুল গোকুল ও গোপীগণকে রক্ষা করিতেছিলেন। ৭২। দেবর্ষি আরও দেখিলেন—কৃষ্ণ দক্ষিণ কর দ্বারা সকলকে অভয় দান করিতেছেন; দ্বারপাল নন্দী শূল হস্তে সহাস্যবদনে তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ৭৩। নারদ উহা দর্শন করিয়া উৎকৃষ্ট পঞ্চমদ্বারে উপনীত হইলেন। সেই স্থান দ্বারপাল বীরভদ্র

তত্রৈব নীপমূলঞ্চ যমুনাকূলমেব চ।
কালীয়দমনং তত্র কৃত্রিমং চ দদর্শ হ ॥ ৭৫
তদ্দৃষ্ট্বা সস্মিতস্তুষ্টঃ ষষ্ঠদ্বারং জগাম সঃ।
দ্বারে নিযুক্তং বালঞ্চ শূলহস্তং চতুর্ভুজম্ ॥ ৭৬
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ সস্মিতং সগণাধিপম্।
দদর্শ চিত্রং তত্রৈব মথুরাগমনং হরেঃ ॥ ৭৭
গোপিকানাং বিলাপঞ্চ যশোদানন্দয়োস্তথা।
ব্যাকুলং গোকুলং চাপি রথস্থং শরণং হরিম্ ॥ ৭৮
অক্রূরঞ্চ তথা নন্দং নিরানন্দং শুচাকুলম্।
তদ্দৃষ্ট্বা সপ্তমদ্বারং দ্বারপালং দদর্শ সঃ ॥ ৭৯
চিত্রকৌতুকযুক্তঞ্চ মথুরায়াঃ প্রবেশনম্।
সবলং গোপসহিতং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮০
মথুরানাগরীভিশ্চ বালকৈর্ব্বা নিরর্গলৈঃ।
বীক্ষন্তং সাদরং সর্ব্বৈর্নগরস্থৈর্মনোহরম্ ॥ ৮১

এবং নন্দীর বহুবিধ অকৃত্রিম চিত্রে বিচিত্রিত। ৭৪। তিনি তথায় কদম্বমূল, যমুনাকূল এবং কৃত্রিম কালিয়দমন লীলা দর্শন করিলেন। ৭৫। এই সকল অবলোকন করিয়া সেই দেবর্ষি প্রীত-চিতে প্রফুল্লিত স্মিতমুখে ষষ্ঠদ্বারে গমনপূর্ব্বক শূলহস্ত চতুর্ভুজ দ্বাররক্ষক এক বালক দর্শন করিলেন। ৭৬। দেবর্ষি তথায় রত্নসিংহাসনস্থ পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত ঈষৎ হাস্যবদন পুরপতি কৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন। তিনি তখনই আর একটি বিচিত্র ব্যাপার নয়নগোচর করিলেন,—হরি রথারোহণে মথুরা যাত্রা করিতেছেন। তখন নন্দ, যশোদা ও গোপীগণ রোদন করিতেছেন; গোকুলবাসী সকলেই ব্যাকুল হইয়া হরির শরণাপন্ন হইতেছেন, নন্দ ও অক্রূর নিরানন্দ। তিনি তাঁহাদিগকে নিরানন্দ ও শোকাকুল দেখিয়া দ্বারপাল রক্ষিত সপ্তম দ্বার দর্শন করিলেন। ৭৭-৭৯। দেবর্ষি নারদ গোপ এবং বলদেবসহ প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ প্রভৃতি চিত্রযুক্ত কৌতুক দর্শন করিলেন। ৮০। তিনি আরও

ধনুর্ভঙ্গং তথা শম্ভোঃ কংসাদিনিধনাদিকম্ ।
সভার্য্যং বসুদেবঞ্চ নিগড়ান্মুক্তমীপ্সিতম্ ॥ ৮২
দ্বারে নিযুক্তং দেবেশং গণেশং গণসংযুক্তম্ ।
ধ্যানস্থঞ্চ বিভান্তঞ্চ শুদ্ধস্ফটিকমালয়া ॥ ৮৩
জপন্তং পরমং শুদ্ধং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
নির্লিপ্তং নির্গুণং কৃষ্ণং পরমং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮৪
দৃষ্ট্বা তঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠং মুনিশ্রেষ্ঠোঽপি নারদঃ ।
সামবেদোক্তস্তোত্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ।
সাশ্রুনেত্রঃ পুলকিতো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৮৫

নারদ উবাচ

ভো গণেশ সুরশ্রেষ্ঠ লম্বোদর পরাৎপর ।
হেরম্ব মঙ্গলারম্ভ গজবক্ত্র ত্রিলোচন ॥ ৮৬
মুক্তিদ শুভদ শ্রীদ শ্রীধরস্মরণে রত ।
পরমানন্দ পরম পার্ব্বতীনন্দন স্বয়ম্ ॥ ৮৭

দেখিলেন—শ্রেণীবদ্ধ মথুরার নাগরিকগণ, বালকবৃন্দ এবং নগরস্থ সমস্ত লোক সাদরে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছে। ৮১। মহাদেবের ধনুর্ভঙ্গ, কংস প্রভৃতির নিধন এবং ভার্য্যার সহিত বসুদেবকে নিগড়বন্ধন হইতে মুক্ত দর্শন করিলেন। ৮২। শুদ্ধ স্ফটিক মালায় শোভিত ধ্যানস্থ সুরসত্তম সগণ গণপতি মথুরার দ্বার রক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ সনাতন নির্লিপ্ত নির্গুণ প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। ৮৩-৮৪। প্রেম পুলকিত মুনীন্দ্র নারদ সেই সুরসত্তম সুরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিভরে নতমস্তক হইয়া সামবেদোক্ত স্তোত্রে তাঁহার স্তব করিলেন। ৮৫।

নারদ বলিলেন—হে গণেশ! তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, লম্বোদর, পরাৎপর, হেরম্ব, গজবক্ত্র ও ত্রিলোচন এবং তোমা হইতে মঙ্গলের সূচনা হয়।৮৬। তুমি স্বয়ং মুক্তিদাতা, শুভদাতা, শ্রীদাতা, শ্রীকৃষ্ণস্মরণে তৎপর, পরমানন্দ,

সর্ব্বত্র পূজ্য সর্ব্বেশ জগৎপূজ্য মহামতে।
জগদ্গুরো জগন্নাথ জগদীশ নমোঽস্তু তে ॥ ৮৮
যৎপূজা সর্ব্বপুরতো যঃ স্তুতঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যঃ পূজিতঃ সুরেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈস্তং নমাম্যহম্ ॥ ৮৯
পরমারাধনেনৈব কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
পুণ্যকেন ব্রতেনৈব যং প্রাপ পার্ব্বতী সতী ॥ ৯০
তং নমামি সুরশ্রেষ্ঠং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং গরীষ্ঠকম্।
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠং বরীষ্ঠঞ্চ তং নমামি গণেশ্বরম্ ॥ ৯১
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবর্ষিস্তত্রৈবান্তর্দধে বিভুঃ।
নারদঃ প্রযযৌ শীঘ্রমীশ্বরাভ্যন্তরং মুদা ॥ ৯২
ইদং লম্বোদরস্তোত্রং নারদেন কৃতং পুরা।
পূজাকালে পঠেন্নিত্যং জয়স্তস্য পদে পদে ॥ ৯৩
সঙ্কল্পিতং পঠেদ্ যো হি বর্ষমেকং সুসংযতঃ।
বিশিষ্টপুত্রং লভতে পরং কৃষ্ণপরায়ণম্ ॥ ৯৪

প্রধান, পার্ব্বতীনন্দন। ৮৭। হে সর্ব্বেশ! তুমি সর্ব্বদা পূজ্য, জগৎপূজ্য, হে মহামতে! তুমি জগদ্গুরু, জগন্নাথ, জগদীশ; আমি তোমায় নমস্কার করি। ৮৮। সকলের অগ্রে তোমার পূজা হয়, সকল যোগীই তোমার স্তব করেন এবং সুরেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ তোমার পূজা করিয়া থাকেন, আমি সম্প্রতি তোমাকে নমস্কার করি। ৮৯। পতিব্রতা সতী পার্ব্বতী, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনবরত আরাধনা ও পুণ্যক ব্রতাচরণ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমাকে আমি নমস্কার করি। ৯০। তুমি সুরসত্তম, সর্ব্বোত্তম, গুরুতম, জ্ঞানিবর ও প্রশস্ততর গণেশ্বর; তোমাকে নমস্কার।৯১। এইরূপে স্তুত হইয়া প্রভু গণপতি তথায় অন্তর্হিত হইলে দেবর্ষি নারদ হৃষ্টচিত্তে সত্বর মহেশ সন্নিধানে গমন করিলেন। ৯২। পূর্ব্বে নারদ লম্বোদর গণেশের এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন; যিনি পূজাকালে, ইহা পাঠ করেন, তাঁহার প্রতি কার্য্যে জয়লাভ হয়। ৯৩। যিনি এক বৎসর যাবৎ সুসংযত হইয়া সংকল্পপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করেন, তাঁহার

যশস্বিনঞ্চ বিদ্বাংসং ধনিনং চিরজীবনম্।
বিঘ্ননাশো ভবেত্তস্য মহৈশ্বর্য্যং যশোঽমলম্।
ইহৈব চ সুখং চান্তে পদং যাতি হরেঃ পরম্॥ ৯৫

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
গণপতিস্তোত্রং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

কৃষ্ণপরায়ণ বিশিষ্ট পুত্র লাভ হয়। তাঁহার সেই পুত্র যশস্বী, বিদ্বান্, ধনী ও চিরজীবী হয়; তিনি মহা ঐশ্বর্য্য ও নির্ম্মল যশঃ লাভ করেন। তাঁহার কোন বিঘ্ন থাকে না; তিনি ইহকালে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে হরির পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৯৪-৯৫।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

——ঃ*ঃ——

শ্রীব্যাস উবাচ

অথ চাভ্যন্তরং গত্বা নারদো হৃষ্টমানসঃ।
দদর্শ স্বাশ্রমং রম্যমতীব সুমনোহরম্॥ ১
পয়ঃফেননিভাশয্যাসহিতং রত্নমন্দিরম্।
সাক্ষাদ্গোরোচনাভৈশ্চ মণিস্তম্ভৈর্বিভূষিতম্॥ ২
মণীন্দ্রসারসোপানৈঃ কপাটৈশ্চ পরিষ্কৃতম্।
মুক্তামাণিক্যহীরাণাং মালারাজিবিরাজিতম্॥ ৩
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং প্রাঙ্গণং মণিসংস্কৃতম্।
সুন্দরং মন্দিরচয়ং সদ্রত্নকলসোজ্জ্বলম্॥ ৪
রত্নপত্রপটাকীর্ণং বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতম্।
সুধানাঞ্চ মধূনাঞ্চ পূর্ণকুম্ভং শতং শতম্॥ ৫
দাসদাসীসমূহৈশ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতৈঃ।
পার্ব্বতীপ্রিয়সঙ্গৈশ্চ স্বকর্ম্মাকুলসম্বলম্॥ ৬

অনন্তর অতিশয় হৃষ্টমানস নারদ অভ্যন্তরে গমন করিয়া, মহেশের অতিশয় রমণীয় এবং অত্যন্ত মনোহর আশ্রম অবলোকন করিলেন। ১। তাঁহার রত্ননির্ম্মিত মন্দির পয়ঃফেনসদৃশ ধবলশয্যায় সুশোভিত এবং গোরোচনাসদৃশ কান্তিযুক্ত মণিস্তম্ভে বিভূষিত। ২। ঐ মন্দিরের সোপানশ্রেণী উত্তম উত্তম মণিমালায় খচিত ও মন্দিরের কপাট পরিষ্কৃত এবং উহা মুক্তা, মাণিক্য ও হীরকের মালা দ্বারা সুশোভিত। ৩। মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিশুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ মণিরাজি বিভূষিত এবং শ্রেণীবদ্ধ সমস্ত সুন্দর মন্দির উত্তম রত্নকলসে উজ্জ্বলীকৃত। ৪। ঐ মন্দির বহ্নিশুদ্ধ রত্নপত্রপটে সমাকীর্ণ সুধা ও মধুপূর্ণ শত শত পূর্ণকুম্ভে

তদ্দৃষ্ট্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠস্তৎপরাভ্যন্তরং যযৌ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ শঙ্করঞ্চ দদর্শ সঃ॥ ৭
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং সস্মিতং চন্দ্রশেখরম্।
প্রসন্নবদনং স্বচ্ছং শান্তং শ্রীমন্তমীশ্বম্॥ ৮
বিভূতিভূষিতাঙ্গঞ্চ পরং গঙ্গাজটাধরম্।
ভক্তপ্রিয়ঞ্চ ভক্তেশং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা॥ ৯
ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ কোটীচন্দ্রসমপ্রভম্।
জপন্তং পরমাত্মানং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্॥ ১০
নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্ববীজং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্॥ ১১
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ দেবেন্দ্রৈঃ পরিসেবিতম্।
পার্শ্বদপ্রবরশ্রেষ্ঠসেবিতং শ্বেতচামরৈঃ॥ ১২
দুর্গাসেবিতপাদাব্জং ভদ্রকালীপরিষ্টুতম্।
পুরতো হি বসন্তং তং স্কন্দং গণপতিং তথা॥ ১৩

বিভূষিত। ৫। রত্নময় অলঙ্কার বিভূষিতা, স্বকার্য্যতৎপরা, পার্ব্বতীর প্রিয় দাসদাসীগণে পরিপূর্ণ দেবদেবের আশ্রম, দেবর্ষি দর্শন করিলেন। ৬। দেবর্ষিসত্তম নারদ উহা অবলোকন করিয়া তৎপর অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ পূর্ব্বক রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট শঙ্করকে দর্শন করিলেন। ৭। ষড়ৈশ্বর্য্য-উজ্জ্বল ঈষৎ-হাস্য-যুক্ত পুরষপ্রবর চন্দ্রমৌলি শঙ্কর ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, প্রসন্নবদন স্বচ্ছ শান্ত ও কান্তিমান্; তাঁহার সর্ব্বদেহ বিভূতি ভূষণে ভূষিত, মস্তক গঙ্গা ও জটামণ্ডিত; তিনি ভক্তপ্রিয়, ভক্তপালক এবং ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান্। ৮-৯। তিনি ত্রিনয়ন, পঞ্চমুখ এবং কোটিচন্দ্রতুল্য কান্তিযুক্ত; সেই পরমাত্মা সনাতন জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-জপনিরত। তিনি নির্লিপ্ত, নিরীহ, সর্ব্বসম্পত্তির দাতা, স্বেচ্ছাময়, সর্ব্ববীজ ও প্রকৃতির অতীত ও শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপে নিরত। সিদ্ধেন্দ্র, মুনীন্দ্র এবং দেবেন্দ্রগণ পরিবেষ্টিত তদীয় পার্শ্বদ প্রবরগণ শ্বেতচামর ব্যজনে তাঁহার সেবা করিতেছে। ১০-১২। দুর্গা দেবী তাঁহার পাদপদ্ম-

গলে বদ্ধা চ বসনং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
যোগীন্দ্রং স্বগুরুং শম্ভুং শিরসা প্রণনাম সঃ ॥ ১৪
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা দেবর্ষির্জগতাং পতিম্।
স্বগুরুঞ্চ পশুপতিং বেদোক্তেন স্তবেন চ ॥ ১৫

নারদ উবাচ

নমস্তুভ্যং জগন্নাথ মম নাথ মম প্রভো।
ভবরূপতরোর্বীজ ফলরূপ ফলপ্রদ ॥ ১৬
অবীজাজ প্রজ প্রাজ সর্ব্ববীজ নমোঽস্তু তে।
সদ্ভাব পরমাভাব বিভাব ভাবনাশ্রয় ॥ ১৭
ভবেশ ভববন্ধেশ ভবাব্ধিনাবিনাবিক।
সর্ব্বাধার নিরাধার সাধার ধরণীধর ॥ ১৮
বেদবিদ্যাধরাধার গঙ্গাধর নমোঽস্তু তে।
জয়েশ বিজয়াধার জয়বীজ জয়াত্মক ॥ ১৯

দ্বয়ের সেবা এবং ভদ্রকালী স্তব দ্বারা সন্তোষ সাধন করেন; তাঁহার সম্মুখভাগে গণপতি ও কার্ত্তিকেয় সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ১৩। ভক্তিভরে স্বীয় স্কন্ধদেশ নত ও গলদেশে বসন-লম্বিত করিয়া দেবর্ষি নারদ স্বগুরু যোগীশ্বর শম্ভুকে মস্তক দ্বারা প্রণাম এবং পরম ভক্তি সহকারে বেদোক্ত স্তবদ্বারা নিজগুরু সেই জগৎপতি পশুপতির স্তব করিলেন। ১৪-১৫।

নারদ কহিলেন—হে জগন্নাথ! আপনি আমার নাথ ও প্রভু, আপনি জন্মরূপ বৃক্ষের বীজ, ফলরূপে কর্ম্মফলদাতা, আপনাকে নমস্কার। ১৬। আপনি অজ অথচ জন্মশীল; আপনি সকলের বীজ, আপনার বীজ স্বরূপ কিছুই নাই; আপনি জীবের জন্মদাতা, আপনি সদ্ভাব, পরমাভাব, ভাবহীন এবং ভাবনাশ্রয়; আপনাকে প্রণিপাত করি। ১৭। হে জগদীশ! আপনি জগতের কর্ত্তা, ভবার্ণব তরণীর কর্ণধার, সর্ব্বাধার, নিরাধার, সাধার, ধরণীধর। ১৮। আপনি বেদবিদ্যা ও ধরার ধারক, আপনি মস্তকে গঙ্গা ধারণ করিয়া থাকেন; আপনি জয়দাতা, বিজয়ের

জগদাদি জয়ানন্দ সর্ব্বানন্দ নমোঽস্তু তে।
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবর্ষিঃ শম্ভোশ্চ পুরতঃ স্থিতঃ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ ভগবাংস্তমুবাচ সঃ॥ ২০

শ্রীমহাদেব উবাচ

বরং বৃণু মহাভাগ যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
দাস্যামি ত্বাং ধ্রুবং পুত্র দাতাহং সর্ব্বসম্পদাম্॥ ২১
সুখং মুক্তিং হরের্ভক্তিং নিশ্চলামবিনাশিনীম্।
হরেঃ পাদঞ্চ তদ্দাস্যং সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্॥ ২২
ইন্দ্রত্বমমরত্বং বা যমত্বমনিলেশ্বরম্।
প্রজাপতিত্বং ব্রহ্মত্বং সিদ্ধত্বং সিদ্ধিসাধনম্॥ ২৩
সিদ্ধৈশ্বর্য্যং সিদ্ধিবীজং বেদবিদ্যাধিপং পরম্।
অণিমাদিকসিদ্ধিঞ্চ মনোযায়িত্বমীপ্সিতম্॥ ২৪
হরেঃ পদঞ্চ গমনং সশরীরেণ লীলয়া।
এতেষু বাঞ্ছিতার্থেষু কিংবা তে বাঞ্ছিতং সুত॥ ২৫
তন্মে ব্রূহি মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং দাতুমহং ক্ষমঃ।
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ মহামুনিঃ॥ ২৬

আধার, জয়বীজ ও নিজেও জয়স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার করি। ১৯। আপনি জগতের আদি, জয়ানন্দ এবং সর্ব্বানন্দ; আপনাকে নমস্কার। দেবর্ষি নারদ ইহা কহিয়া মহাদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সুপ্রসন্ন-বদন শ্রীমান্ ভগবান্ জগদীশ শঙ্কর তাঁহাকে কহিলেন। ২০।

মহাদেব বলিলেন—হে মহাভাগ! তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর। হে বৎস! আমি অবশ্যই তোমাকে অভীষ্ট বর অর্পণ করিব, কারণ আমি সকল সম্পদের দাতা। আমি সুখ, মুক্তি, স্থিরা অবি-নাশিনী হরিভক্তি, তাঁহার দাস্য, তৎপাদপদ্ম, এবং সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি দান করিয়া থাকি। আমি ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, যমত্ব, অনিলেশ্বরত্ব, প্রজাপতিত্ব, ব্রহ্মত্ব, সিদ্ধত্ব এবং সিদ্ধিলাভের উপায়। সিদ্ধি জন্য ঐশ্বর্য্য, সিদ্ধির সাধনা, বেদবিদ্যার অধিপতিত্ব, অণিমাদিসিদ্ধি, মনের

শ্রীনারদ উবাচ

দেহি মে হরিভক্তিঞ্চ তন্নামসেবনে রুচিঃ।
অতিতৃষ্ণা গুণাখ্যানে নিত্যমস্তু মনেশ্বর ॥ ২৭
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা জহাস শঙ্করঃ স্বয়ম্।
পার্ব্বতী ভদ্রকালী চ কার্ত্তিকেয়ো গণেশ্বরঃ ॥ ২৮
সর্ব্বং দদৌ মহাদেবো নারদায় চ ধীমতে।
সর্ব্বপ্রদস্তু সর্ব্বেশঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ২৯
নারদেন কৃতং স্তোত্রং নিত্যং যঃ প্রপঠেৎ শুচিঃ।
হরিভক্তির্ভবেত্তস্য তন্নাম্নি গুণতো রুচিঃ ॥ ৩০
দশবারজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য সিদ্ধস্তোত্রো ভবেদ্ যদি ॥ ৩১
ইহ প্রাপ্নোতি লক্ষ্মীঞ্চ নিশ্চলাং লক্ষপৌরুষীম্।
পরিপূর্ণমহৈশ্বর্য্যমন্তে যাতি হরেঃ পদম্ ॥ ৩২

মত যথেচ্ছগতি এবং সশরীরে অবলীলাক্রমে হরিপাদপদ্মে গতি—হে বৎস! এই সকল অভিলষিত পদার্থের মধ্যে তুমি কি পাইতে ইচ্ছা কর তাহা আমাকে বল; হে মুনিসত্তম! আমি এই সমস্ত দান করিতে সমর্থ। শঙ্করের বাক্য শুনিয়া নারদ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ২১-২৬।

নারদ বলিলেন।—হে প্রভো! আমায় হরিভক্তি এবং তাঁহার নাম-সেবায় অত্যন্ত রুচি দান কর এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তনে আমার যেন নিরন্তর মতি হয়। ২৭। নারদের কথা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাদেব, পার্ব্বতী, ভদ্রকালী, কার্ত্তিক এবং গণপতি সকলেই হাস্য করিলেন। ২৮। মহাদেব, বুদ্ধিমান্ নারদকে সমস্ত প্রদান করিলেন, কারণ তিনি সকলের প্রভু, সর্ব্বকারণের কারণ এবং সর্ব্ববস্তুর দাতা। ২৯। যে ব্যক্তি পবিত্র চিত্তে নারদকৃত স্তোত্র নিত্য পাঠ করেন, তাঁহার হরিভক্তি এবং তদীয় গুণকীর্ত্তনে অনুরাগ জন্মে। ৩০। মানবগণ দশবার জপ করিলে স্তোত্রসিদ্ধ হয়, যে ব্যক্তি স্তোত্রসিদ্ধ হয়, তাঁহার

পুত্রং বিশিষ্টং লভতে হরিভক্তং জিতেন্দ্রিয়ম্ ।
সুসাধ্যাং সুবিনীতাং তাং সুব্রতাঞ্চ পতিব্রতাম্ ॥ ৩৩
প্রজাং ভূমিং যশঃ কীর্ত্তিং বিদ্যাং সকবিতাং লভেৎ ।
প্রসূয়তে মহাবন্ধ্যা বর্ষমেকং শৃণোতি চেৎ ॥ ৩৪
গলৎকোষ্ঠী মহারোগী সদ্যো রোগাৎ প্রমুচ্যতে ।
ধনী মহাদরিদ্রশ্চ কৃপণঃ সত্যবান্ ভবেৎ ।
বিপদ্‌গ্রস্তো রাজবদ্ধো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

সকলই সিদ্ধ হয়। ৩১। স্তোত্রসিদ্ধ ব্যক্তির ইহলোকে অচলা লক্ষ্মী লাভ হয়; সেই লক্ষ্মী তাঁহার পরবর্ত্তী লক্ষ সংখ্যক পুরুষের গৃহে স্থির হইয়া বাস করেন; পরন্তু পরিপূর্ণ মহৈশ্বর্য্য ভোগের পর অন্তে তাঁহার হরিপদে গতি হইয়া থাকে। ৩২। তাঁহার হরিভক্ত জিতেন্দ্রিয় সুসন্তান লাভ হয় এবং তিনি পতিপরায়ণা ব্রতানুষ্ঠানতৎপরা কর্ম্মদক্ষা বিনীতা পত্নী প্রাপ্ত হন। ৩৩। সন্তান, ভূমি, যশ, কীর্তি, বিদ্যা এবং কবিত্ব এই সকল তাঁহার লাভ হয়। মহা বন্ধ্যা নারীও এক বৎসর শ্রবণে সুসন্তানবতী হয়। ৩৪। গলৎকুষ্ঠ ও মহারোগ বিশিষ্ট ব্যক্তি অবিলম্বেই রোগমুক্ত হয় এবং দরিদ্র ব্যক্তি ধনবান্ হয়, কৃপণও সত্যবাদী হয় এবং বিপদ্‌গ্রস্ত ও রাজকারাগারে বদ্ধ ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্ত হয়। ৩৫।

নবমোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

শ্রীব্যাস উবাচ

বরং দত্ত্বা মহাদেবো ভক্ত্যা তং ব্রাহ্মণাতিথিম্।
পূজাং চকার বেদোক্তাং স্বয়ং বেদবিদাং বরঃ॥ ১
ভুক্ত্বা পীত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো মহাদেবস্য মন্দিরে।
তিষ্ঠন্নুপাসনাং চক্রে পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ॥ ২
একদা চিরকালান্তে তমুবাচ মহামুনিম্।
মহাদেবঃ সভামধ্যে কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ॥ ৩

শ্রীমহাদেব উবাচ

কিংবা তে বাঞ্ছিতং বৎস ব্রূহি মাং যদি রোচতে।
বরো দত্তঃ কিমপরং যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ৪
মহাদেববচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ মহামুনিঃ।
কৈলাসে চ সভামধ্যে যত্তন্মনসি বাঞ্ছিতম্॥ ৫

ব্যাস বলিলেন।—বেদবিৎপ্রবর মহাদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ অতিথি নারদকে শ্রদ্ধাসহকারে বরদান ও বেদবিহিত পূজা করিলেন। ১। মুনিবর নারদ মহাদেবমন্দিরে পান আহার সমাপন করিয়া পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২। এইরূপ বহুকাল অতীত হইলে, এক সময় কৃপাসিন্ধু শঙ্কর দয়া করিয়া সভামধ্যে মহামুনি নারদকে কহিলেন। ৩।

শঙ্কর কহিলেন।—হে বৎস! যদি অভিরুচি হয়, তবে তোমার অভিলষিত কি তাহা প্রকাশ কর। আমি তোমাকে বর দান করিয়াছি, তোমার অপর কি মনোমত প্রার্থনীয় আছে? তাহা বল। ৪। মুনিবর নারদ সেই কৈলাসস্থ সভামধ্যে দেবাগ্রগণ্য পশুপতির

শ্রীনারদ উবাচ

জ্ঞানমাধ্যাত্মিকং নাম বেদসারং মনোহরম্।
হরিভক্তিপ্রদং জ্ঞানং মুক্তিদং জ্ঞানমীপ্সিতম্॥ ৬
যোগযুক্তং চ যজ্জ্ঞানং জ্ঞানং যৎ সিদ্ধিদং তথা।
সংসারবিষয়জ্ঞানমেব পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥ ৭
আশ্রমাণাং সমাচারং তেষাং ধর্ম্মপরিষ্কৃতম্।
বিধবানাঞ্চ ভিক্ষূণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্॥ ৮
পূজাবিধানং কৃষ্ণস্য তৎস্তোত্রং কবচং মনুম্।
পুরশ্চর্য্যাবিধানঞ্চ সর্ব্বাহ্নিকমভীপ্সিতম্॥ ৯
জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্।
সংসারবাসনাং কাং বা লক্ষণং প্রকৃতীশয়োঃ॥ ১০
তয়োঃ পরং বা কিং বস্তু তস্যাবতারবর্ণনম্।
কো বা তদংশঃ কঃ পূর্ণঃ পরিপূর্ণতমশ্চ কঃ॥ ১১
নারায়ণর্ষিকবচং সুভদ্রপ্রবরায় চ।
যদ্দত্তং কিং তদেবেশ তদারাধ্যং প্রযত্নতঃ॥ ১২

এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট মনোবাঞ্ছিত কথা প্রকাশ করিলেন। ৫।

নারদ কহিলেন, বেদের সারভূত মুক্তিদায়ক রমণীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান, অভীপ্সিত শ্রীহরিভক্তিপ্রদ জ্ঞান, যোগসংযুক্ত জ্ঞান, সিদ্ধিপ্রদ জ্ঞান ও সংসারবিষয়ক জ্ঞান—জ্ঞান এই পাঁচ প্রকার। আশ্রমসমূহের আচার ব্যবহার ও তাহাদের পরিমল ধর্ম্ম, বিধবা, ভিক্ষুক, যতী ও ব্রহ্মচারীদিগের আচার এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণের পূজাবিধান, তাঁহার স্তব, কবচ, মন্ত্র এবং সর্ব্বপ্রকার আহ্নিককৃত্য, বাঞ্ছিত পুরশ্চরণ বিধান; জীবের কার্য্য ও কার্য্যের পরিণাম, কার্য্যের মূলচ্ছেদন, সংসারবাসনা এবং প্রকৃতি পুরুষের লক্ষণ, প্রকৃতি-পুরুষের অতীত বস্তু কি এবং তৎসম্পর্কিত অবতার বর্ণনা, পূর্ণ আত্মা কে? এবং কে পূর্ণতম অবতার? সুভদ্র-ব্রাহ্মণকে নারায়ণঋষি যে কবচ দান করিয়াছিলেস

ময়া জ্ঞানমনাপৃষ্টং যদ্যদস্তি সুরোত্তম।
তন্মে কথয় তত্ত্বেন মামেবানুগ্রহং কুরু॥ ১৩
গুরোশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎ জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ।
তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রঃ স্যাদ্যতো ভক্তিরধোক্ষজে॥ ১৪
জ্ঞানং স্যাদ্বিদুষাং কিঞ্চিৎ বেদব্যাখ্যানচিন্তয়া।
স্বয়ং ভবান্ বেদকর্ত্তা জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবতা॥ ১৫
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতঃ পার্ব্বতীপতিঃ।
নিরীক্ষ্য পার্ব্বতীবক্ত্রং গজবক্ত্রমুবাচ সঃ॥ ১৬

শ্রীমহাদেব উবাচ

অহো অনন্তদাসানাং মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতম্।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং যে চ শশ্বদ্ধরেঃ পদে॥ ১৭
পদ্মনাভপাদপদ্মং পদ্মাপাদ্মেশ্বরার্চ্চিতম্।
দিবানিশং যে ধ্যায়ন্তে শেষাদিসুরবন্দিতম্॥ ১৮
আলাপং গাত্রসংস্পর্শং পাদরেণুমভীপ্সিতম্।
বাঞ্ছন্ত্যেব হি তীর্থানি বসুধা চাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১৯

তাহাই বা কি? এবং তাহার আরাধ্য কে? হে সুরবর! আমি যাহা জ্ঞাতব্য জ্ঞান করিলাম, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাহা আমায় সবিস্তারে কৃপা করিয়া বলুন। গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানদ্বারা মন্ত্র ও তন্ত্রের জ্ঞান জন্মে, এবং সেই তন্ত্র শব্দবাক্য; আর যাহাতে হরিভক্তি জন্মে তাহাকেই মন্ত্র বলা হয়। সুধীজনগণের বেদব্যাখ্যা ও বেদচিন্তায় কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানলাভ হয়। আপনি স্বয়ং বেদকর্ত্তা এবং জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেবতাস্বরূপ। ৬—১৫। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া পঞ্চানন বিস্ময়াপন্ন হইয়া গৌরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক গণপতিকে কহিলেন। ১৬।

মহাদেব বলিলেন—অহো, যাহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা হরিচরণে অহৈতুকী ভক্তি করে, সেই বৈষ্ণবগণের মহিমা অত্যন্ত অদ্ভুত। ১৭। কমলা ও কমলাসন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূজিত এবং অনন্তাদি নাগ ও সুরগণ কর্ত্তৃক

কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং শুদ্ধং পাদোদকং স্তুত।
পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি বসুধামপি পার্ব্বতি॥ ২০
কৃষ্ণমন্ত্রো দ্বিজমুখাদ্ যস্য কর্ণং প্রয়াতি চ।
তং বৈষ্ণবং জগৎপূতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ॥ ২১
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণাত্মকঃ।
পুনাতি লীলামাত্রেণ পুরুষাণাং শতং শতম্॥ ২২
যজ্জন্মমাত্রাৎ পূতঞ্চ তৎপিতৃণাং শতং শতম্।
প্রয়াতি সদ্যো গোলোকং কর্ম্মভোগাৎ প্রমুচ্যতে॥ ২৩
মাতামহাদিকান্ সপ্ত জন্মমাত্রাৎ সমুদ্ধরেৎ।
যৎকন্যাং প্রতিগৃহ্লাতি তস্য সপ্তাবলীলয়া॥ ২৪
মাতরং তৎপ্রসূং ভার্য্যাং পুত্রাচ্চ সপ্তপূরুষম্।
ভ্রাতরং ভগিনীং কন্যাং কৃষ্ণভক্তঃ সমুদ্ধরেৎ॥ ২৫
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
ফলং স লেভে পূজানাং ব্রতী সর্ব্বব্রতেষু চ॥ ২৬

বন্দিত, পদ্মনাভের পাদপদ্ম যাঁহারা অহোরাত্র ধ্যান করেন সেই বৈষ্ণবদিগের মহিমা অত্যদ্ভুত। ১৮। তীর্থসমূহ এবং ভূমণ্ডল নিজ নিজ শুদ্ধির জন্য বৈষ্ণবের সহিত পরিচয় ও তাঁহাদের গাত্রস্পর্শ এবং সর্ব্বাভীষ্ট পদরজ বাঞ্ছা করে। ১৯। হে বৎস গণেশ! অয়ি পার্ব্বতি! কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকদিগের বিশুদ্ধ পাদোদক তীর্থ সকলকে এবং পৃথিবীকে পরিশুদ্ধ করে। ২০। বিপ্রমুখোচ্চারিত কৃষ্ণমন্ত্র যাহার শ্রবণকুহরে প্রবেশ করে, পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই জগৎপাবন বৈষ্ণব বলেন। ২১। কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণমাত্র নর নারায়ণতুল্য হইয়া অনায়াসে আপনার উর্দ্ধতন শত পুরুষ উদ্ধার করে। ২২। বৈষ্ণবকুলে সন্তানের জন্মমাত্রেই শত শত পিতৃপুরুষ পবিত্র হন, এবং কর্ম্মভোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া সদ্য বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। ২৩। বৈষ্ণব সন্তান জন্মমাত্র মাতামহ বংশের সপ্তপুরুষের উদ্ধার করে; এবং যাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করে অর্থাৎ শ্বশুরের সপ্তপুরুষকেও অনায়াসে উদ্ধার করিয়া থাকে। ২৪।

বিষ্ণুমন্ত্রং যো লভেচ্চ বৈষ্ণবাচ্চ দ্বিজোত্তমাৎ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৭
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং সদ্যো দর্শনমাত্রতঃ।
শতজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৮
বৈষ্ণবানাং দর্শনেন স্পর্শনেন চ পার্ব্বতি।
সদ্যঃ পূতং জলং বহ্নির্জগৎপূতঃ সমীরণঃ॥ ২৯
দর্শনং বৈষ্ণবানাঞ্চ দেবা বাঞ্ছন্তি নিত্যশঃ।
ন বৈষ্ণবাৎ পরঃ পূতো বিশ্বেষু নিখিলেষু চ॥ ৩০
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করঃ শীঘ্রং নারদেন সহাত্মজঃ।
যযৌ মন্দাকিনীতীরং নীরং ক্ষীরোপমং পরম্॥ ৩১
তত্র স্নাতো মহাদেবো নারদশ্চ মহামুনিঃ।
সমাচান্তঃ শুচিস্তত্র ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী॥ ৩২
কৃষ্ণমন্ত্রং দদৌ তস্মৈ নারদায় মহেশ্বরঃ।
পরং কল্পতরুবরং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং শুক॥ ৩৩

কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তি মাতা, মাতামহী, ভার্য্যা, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সপ্ত পুরুষ, ভাই, ভগিনী ও কন্যাকে উদ্ধার করে। এবং সে সর্ব্বতীর্থে স্নাত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, সর্ব্বব্রতে ব্রতী, ও সমস্ত পূজার ফল লাভ করিয়া থাকে। ২৫-২৬। যে জন বৈষ্ণব দ্বিজোত্তমের নিকট হইতে বিষ্ণু-মন্ত্র লাভ করে, সে কোটি জন্মার্জ্জিত কলুষরাশি হইতে বিমুক্ত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২৭। কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক জনগণের দর্শনমাত্র শতজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে সদ্য মুক্ত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৮। হে পার্ব্বতি! বৈষ্ণবের দর্শনে এবং স্পর্শনে জল, বহ্নি, জগৎ এবং সমীরণ সদ্য পবিত্র হয়। ২৯। বৈষ্ণবগণের দর্শন দেবতারাও প্রতিক্ষণ বাঞ্ছা করেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বৈষ্ণবাপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। ৩০। স্বয়ম্ভূ শঙ্কর এই কথা কহিয়া নারদের সহিত ক্ষীরসদৃশ সলিল বিশিষ্ট মন্দাকিনীকূলে গমন করিলেন। ৩১। তথায় মহাদেব মহামুনি নারদ উভয়ে স্নান ও ধৌতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক আচমন

লক্ষ্মীর্ম্মায়াকামবীজং ঙেন্তং কৃষ্ণপদং ততঃ।
জগৎপতিপ্রিয়ান্তঞ্চ মন্ত্ররাজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৪

মন্ত্রং গৃহীত্বা স মুনিঃ শিবং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
সপ্তবারান্ নমস্কৃত্য স্বাত্মানং দক্ষিণাং দদৌ ॥ ৩৫

তৎপাদপদ্মে বিক্রীতমাজন্ম মস্তকং পরম্।
মুনিনা ভক্তিযুক্তেন স্বর্গমন্দাকিনীতটে ॥ ৩৬

এতস্মিন্নন্তরে বৎস পুষ্পবৃষ্টির্ব্বভূব হ।
নারদোপরি তত্রৈব শুশ্রাব দুন্দুভিং মুনিঃ ॥ ৩৭

ননর্ত্ত ব্রহ্মণঃ পুত্রো ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে।
ব্রহ্মা জগাম তত্রৈব সুপ্রসন্নশ্চ সস্মিতঃ ॥ ৩৮

পুত্রং শুভাশিষং কৃত্বা তুষ্টাব চন্দ্রশেখরম্।
শম্ভুশ্চ পূজয়ামাস ব্রহ্মাণমতিথিং তথা।
শম্ভুং শুভাশিষং কৃত্বা ব্রহ্মালোকং যযৌ বিধিঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
নারদোপদেশগ্রহণং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

করিয়া পবিত্র হইলেন। ৩২। হে শুক! মহেশ্বর নারদকে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক উত্তম কল্পতরুশ্রেষ্ঠ কবচ প্রদান করিলেন। ৩৩। লক্ষ্মী, মায়া ও কামবীজ চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত কৃষ্ণপদ, জগৎপতিপ্রিয়ান্তযুক্ত—"শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় জগৎপতিপ্রিয়ায়" মন্ত্র মন্ত্ররাজ নামে কীর্ত্তিত। ৩৪। দেবর্ষি নারদ এই মন্ত্র গ্রহণ, মহাদেবকে প্রদক্ষিণ ও সপ্তবার নমস্কার এবং নিজ আত্মা দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন। ৩৫। নারদ ভক্তিসহকারে স্বর্গমন্দাকিনীতটে শ্রীমহাদেবের চরণারবিন্দে আজন্ম আপন মস্তক বিক্রয় (চিরনত) করিলেন। ৩৬। হে বৎস! এমন সময় নারদের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং ব্রহ্মলোকে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল, সেই স্থানে থাকিয়া নারদ তাহা শ্রবণ করিলেন। ব্রহ্মনন্দন নারদ নিরাময় ব্রহ্মলোকে হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিলেন, ব্রহ্মা সুপ্রসন্ন মনে সস্মিতবদনে তথায় উপনীত হইলেন। ৩৭-৩৮। ব্রহ্মা নিজ পুত্রকে শুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বক মহাদেবের স্তব করিলেন; শম্ভুও ব্রহ্মাকে অতিথি-সৎকারে পূজা শুভাশীর্ব্বাদ করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৩৯।

দশমোঽধ্যায়ঃ

———ঃ*ঃ———

শ্রীশুক উবাচ

নারদো হি মহাজ্ঞানী দেবর্ষিব্র্হ্মণঃ সুতঃ।
সর্ব্ববেদবিদাং শ্রেষ্ঠো গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠকঃ ॥ ১
কথং স নোপদিষ্টশ্চ জ্ঞানহীনো মহামুনিঃ।
এতন্মাং বোধয় বিভো সন্দেহভঞ্জনং কুরু ॥ ২

শ্রীব্যাস উবাচ

নারদো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুরাকল্পে বভূব সঃ।
সর্ব্বজ্ঞানং দদৌ তস্মৈ বিধাতা জগতামপি ॥ ৩
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস বেদাঙ্গানপি সুব্রত।
সিদ্ধবিদ্যাং শিল্পবিদ্যাং যোগশাস্ত্রং পুরাণকম্ ॥ ৪
ভগবানেকদা পুত্রং কথয়ামাস সংসদি।
সৃষ্টিং কুরু মহাভাগ কৃত্বা দারপরিগ্রহম্ ॥ ৫

শ্রীশুকদেব কহিলেন।—ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ বেদপারগগণের শ্রেষ্ঠ, গুরুতম, প্রশস্ত এবং মহাজ্ঞানশালী। হে প্রভো! তিনি কি কারণে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই এবং মহামুনি হইয়াও জ্ঞানহীন ছিলেন, ইহা আমায় বুঝাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করুন। ১-২।

ব্যাস বলিলেন।—পূর্ব্বকল্পে নারদ ব্রহ্মার সন্তান ছিলেন; জগতের কর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা নারদকে সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন। ৩। হে সুব্রত! বিধাতা তাঁহাকে সমগ্র বেদ, বেদাঙ্গ, সিদ্ধবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, যোগশাস্ত্র এবং পুরাণ সমস্তই অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ৪। সভাস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃতবিদ্য বিচক্ষণ সন্তানকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া প্রজা সৃজন

ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা কোপরক্তাস্যলোচনঃ।
উবাচ পিতরং কোপাৎ পরং কৃষ্ণপরায়ণঃ॥ ৬

শ্রীনারদ উবাচ

সর্ব্বেষামপি বন্দ্যানাং পিতা চৈব মহাগুরুঃ।
জ্ঞানদাতুঃ পরো বন্দ্যো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥ ৭
স্তনদাত্রী গর্ব্ভধাত্রী স্নেহকর্ত্রী সদাম্বিকা।
জন্মদাতান্নদাতা স্যাৎ স্নেহকর্ত্তা পিতা সদা॥ ৮
ন ক্ষমৌ তৌ চ পিতরৌ পুত্রস্য কর্ম্ম খণ্ডিতুম্।
করোতি সদ্গুরুঃ শিষ্যকর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্॥ ৯
গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎ জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ।
তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রশ্চ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ॥ ১০
শ্রীকৃষ্ণবিমুখো ভূত্বা বিষয়ে যস্য মানসম্।
বিষমত্ত্যমৃতং ত্যক্ত্বা স চ মূঢ়ো নরাধমঃ॥ ১১
স গুরুঃ স পিতা বন্দ্যঃ সা মাতা স পতিঃ সুতঃ।
যো দদাতি হরৌ ভক্তিং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনীম্॥ ১২

কর। ৫। শ্রীকৃষ্ণভক্ত নারদ পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপে (কম্পান্বিত-কলেবর), রক্তবদন ও লোহিত-নয়ন হইয়া পিতাকে কহিলেন। ৬।

নারদ বলিলেন।—ভূমণ্ডলে সমস্ত পূজনীয় ব্যক্তির মধ্যে পিতা পরম গুরু এবং জ্ঞানদাতা অপেক্ষাও বন্দনীয়; অতএব পিতার তুল্য বন্দনীয় ব্যক্তি নাই ও হইবেও না। ৭। মাতা সতত স্তনদাত্রী, গর্ভধাত্রী স্নেহকর্ত্রী; আর পিতা জন্মদাতা, অন্নদাতা ও সতত স্নেহকর্ত্তা। ৮। সেই পিতা ও মাতা সন্তানের কর্ম্মমূল ছেদন করিতে পারেন না, সদ্গুরুই কেবল শিষ্যের কর্ম্মমূল ছেদন করেন। ৯। গুরু জ্ঞান উপদেশ করেন; সেই জ্ঞান হয় মন্ত্র ও তন্ত্র হইতে; আর যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয়, তাহাই তন্ত্র ও মন্ত্র। ১০। শ্রীকৃষ্ণবিমুখ হইয়া যাহার মন বিষয় আকাঙ্ক্ষায় আসক্ত হয় সেই নিতান্ত মূঢ় ও নরাধম অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষ

শ্রীকৃষ্ণভজনং তাত সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ।
কর্ম্মোপভোগরোগাণামৌষধং তন্নিকৃন্তনম্ ॥ ১৩
অহো জগদ্বিধাতুশ্চ ধর্ম্মশাস্তুরিয়ং মতিঃ ।
স্বয়ং মায়ামোহিতশ্চ পরং ভ্রষ্টং করোতি চ ॥ ১৪
বিষ্ণুস্ত্বাং মোহিতং কৃত্বা যুযোজ স্রষ্টুমীশ্বরঃ ।
ন দদৌ স্বাত্মভক্তিং তাং স্বদাস্যং চাতিদুর্ল্লভম্ ॥ ১৫
মাতা দদাতি পুত্রায় মোদকং ক্ষুন্নিবারকম্ ।
স চ বালো ন জানাতি কথংভূতঞ্চ মোদকম্ ॥ ১৬
বালকং বঞ্চনং কৃত্বা মিষ্টং দ্রব্যং প্রদায় সঃ ।
পিতা প্রয়াতি কার্য্যার্থং বিষ্ণুনা মোহিতস্তথা ॥ ১৭
সংসারকূপপতিতো বিষ্ণুনা প্রেরিতো ভবান্ ।
ন যুক্তং পতনং তত্র তদুদ্ধারমভীপ্সিতম্ ॥ ১৮
জ্ঞানী গুরুশ্চ বলবান্ ভবাব্ধেঃ শিষ্যমুদ্ধরেৎ ।
গুরুঃ স্বয়মসিদ্ধশ্চ দুর্ব্বলঃ কথমুদ্ধরেৎ ॥ ১৯

ভক্ষণ করে। ১১। তিনিই বন্দনীয় গুরু, তিনিই পিতা, তিনিই বরণীয়, তিনিই মাতা, তিনিই পতি, সেই সন্তান—যিনি কর্ম্মচ্ছেদিনী হরিভক্তি প্রদান করেন। ১২। হে পিতঃ! শ্রীকৃষ্ণভজনই সকল মঙ্গলের মঙ্গল। কর্ম্মভোগরূপ রোগে মহৌষধ এবং ভোগবন্ধনচ্ছেদনকারী। ১৩। হায়! জগদ্বিধাতা ধর্ম্মশাসনকর্ত্তার এরূপ বুদ্ধি যে আপনি মায়ায় মোহিত হইয়া অপরকেও পথভ্রষ্ট করেন। ১৪। হে পিতঃ! ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে স্বীয় মায়ায় মোহিত করিয়া সৃজন করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন; তথাপি অতি দুর্ল্লভ দাস্যরূপ আত্মভক্তি প্রদান করেন নাই। ১৫। মাতা ক্ষুধাশান্তিকারক মোদক পুত্রকে প্রদান করেন, কিন্তু বালক সেই মোদক কি প্রকারে হয় তাহা জানে না। ১৬। পিতা মিষ্টদ্রব্য প্রদানে যেমন বালককে ভুলাইয়া নিজ কার্য্য করণার্থ গমন করেন, বিষ্ণুও সেইরূপ মায়ায় আপনাকে মোহিত করিয়াছেন। ১৭। আপনি বিষ্ণুর প্রেরণায় মোহিত হইয়া সংসার কূপে নিপতিত হইয়াছেন;

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানিতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ২০
স গুরুঃ পরমো বৈরী যো দদাতি হ্যসম্মতিম্।
তং নমস্কৃত্য সৎশিষ্যঃ প্রযাতি জ্ঞানদং গুরুম্॥ ২১
সংসারবিষয়োন্মত্তো গুরুরার্ত্তঃ স্বকর্ম্মণি।
দুর্ব্বলো দুর্ব্বহং ভারং দদাতি জনকায় চ॥ ২২
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধঃ পুত্রমুবাচ সঃ।
কম্পিতস্তমসা ধাতা কোপরক্তাস্যলোচনঃ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ

জ্ঞানন্তে ভবতু ভ্রষ্টং স্ত্রীজিতো ভব পামর।
সর্ব্বজাতিষু গন্ধর্ব্বঃ কামী সোঽপি ভবান্ ভব॥ ২৪
পঞ্চাশৎ কামিনীনাঞ্চ স্বয়ং ভর্ত্তা ভবাচিরাৎ।
তাসাং বশশ্চ সততং স্ত্রীণাং ক্রীড়ামৃগো যথা॥ ২৫

এরূপ পতিত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে? তথা হইতে উত্থিত হওয়াই প্রার্থনীয়। ১৮। জ্ঞানবলে বলীয়ান্ গুরু সংসারার্ণবে পতিত শিষ্যকে উদ্ধার করেন। যে গুরু স্বয়ং অসিদ্ধ এবং দুর্ব্বল তিনি কি প্রকারে শিষ্যকে উদ্ধার করিবেন। ১৯। কার্য্য ও অকার্য্যে অনভিজ্ঞ উৎপথগামী গর্ব্বিত গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। ২০। সেই গুরুকে মহাশত্রুমধ্যে গণনা করিবে—যিনি কুজ্ঞান প্রদান করেন, অতএব সৎশিষ্য তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানদ গুরুর সেবা করিবে। ২১। সংসার বিষয়ে উন্মত্ত, স্বকর্ম্মে অক্ষম, দুর্ব্বল গুরু আপন পিতাকেও দুর্ব্বহ ভার প্রদান করেন। ২২। নারদের এই বাক্য শ্রবণে তমোগুণে উদ্রিক্ত ক্রুদ্ধ বিধাতা কম্পিত কলেবরে চক্ষু এবং বদন রক্তবর্ণ করিয়া পুত্রকে কহিলেন। ২৩।

ব্রহ্মা বলিলেন।—রে পামর! তোর জ্ঞান নষ্ট হউক, তুই স্ত্রী-বশীভূত হ, সকল জাতির মধ্যে গন্ধর্ব্ব কামী হয়, তুই তাহাই হইবি। তুই অচিরে পঞ্চাশৎ কামিনীর স্বামী হইয়া ক্রীড়ামৃগের ন্যায় সেই সকল

শৃঙ্গারশূরো ভব রে শশ্বৎস্বস্থিরযৌবনঃ।
তাসাং নিত্যযৌবনানাং সুন্দরীণাং প্রিয়ো ভব॥ ২৬
কামবাধ্যো ভব চিরং দিব্যবর্ষসহস্রকম্।
নির্জ্জনে নির্জ্জনে রম্যে বনে ক্রীড়াং করিষ্যসি॥ ২৭
ততো বর্ষসহস্রান্তে ময়া শপ্তঃ স্বকর্ম্মণা।
বিপ্রদাস্যাস্তু শূদ্রায়াং জনিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ ২৮
ততো বৈষ্ণবসংসর্গাৎ বিষ্ণোরুচ্ছিষ্টভোজনাৎ।
বিষ্ণুমন্ত্রপ্রসাদেন বিষ্ণুমায়াবিমোচিতঃ॥ ২৯
তাতস্য বচনং শ্রুত্বা চুকোপ নারদো মুনিঃ।
শশাপ পিতরং শীঘ্রং দারুণঞ্চ যথোচিতম্॥ ৩০
অপূজ্যো ভব দুষ্ট ত্বং ত্বন্মন্ত্রোপাসকঃ কুতঃ।
অগম্যাগমনেচ্ছা তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩১
নারদস্য তু শাপেন সোঽপূজ্যো জগতাং বিধিঃ।
দৃষ্ট্বা স্বকন্যারূপঞ্চ পশ্চাদ্ধাবিতবান্ পুরা॥ ৩২

কামিনীর বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবি। ২৪-২৫। রে পামর! চিরস্থিরযৌবন হইয়া নিরন্তর শৃঙ্গারতৎপর হ এবং স্থিরযৌবনা সেই সকল সুন্দরী রমণীর নিত্য প্রিয় হইয়া থাক। ২৬। দেবপরিমাণে সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কামের বশতাপন্ন হ এবং নির্জ্জন স্থানে, রমণীয় প্রদেশে ও বনভূমিতে ক্রীড়া কর। ২৭। অনন্তর সহস্র বর্ষ অতীত হইলে নিজ কর্ম্মানুসারে আমার শাপপ্রভাবে বিপ্রদাসী শূদ্রার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিবি, ইহাতে সংশয় নাই। অতঃপর বৈষ্ণব সংসর্গে বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে এবং বিষ্ণুমন্ত্র প্রসাদে বিষ্ণুমায়া হইতে বিমোচিত হইবি। ২৮-২৯। নারদ, পিতার এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পিতাকে অতি দারুণ প্রতিশাপ প্রদান করিলেন। ৩০। হে দুষ্ট! তুমি জগতে অপূজ্য হও, কেহ তোমার মন্ত্রের উপাসক হইবে না। নিশ্চয় তোমার অগম্যাগমনে অভিলাষ হইবে। ৩১। নারদের শাপে ব্রহ্মা জগতে অপূজ্য হইলেন এবং পূর্ব্বে তিনি নিজ তনয়ার রূপে

পুনঃ স্বদেহং তত্যাজ ভৎর্সিতঃ সনকাদিভিঃ।
লজ্জিতঃ কামযুক্তশ্চ পুনর্ব্রহ্মা বভূব সঃ ॥ ৩৩
নারদস্তু নমস্কৃত্য পিতরং কমলোদ্ভবম্।
বিপ্রদেহং পরিত্যজ্য গন্ধর্ব্বশ্চ বভূব সঃ ॥ ৩৪
নবযৌবনকালেন বলবান্ মদনোদ্ধতঃ।
জহার কন্যাঃ পঞ্চাশৎ বলাচ্চিত্ররথস্য তু ॥ ৩৫
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন তাঃ উবাহ চ নির্জ্জনে।
মূর্চ্ছাং প্রাপুশ্চ তাঃ কন্যা দৃষ্ট্বা সুন্দরমীশ্বরম্ ॥ ৩৬
বিসস্মরুশ্চ পিতরং মাতরং ভ্রাতরং তথা।
রেমিরে তেন সার্দ্ধঞ্চ কামুক্যঃ কামুকেন চ ॥ ৩৭
কন্দরে কন্দরে রম্যে রম্যে সুন্দরমন্দিরে।
শৈলে শৈলে সুরহসি কাননে কাননে তথা ॥ ৩৮
পুষ্পোদ্যানে তরূদ্যানে নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে।
সরঃশ্রেষ্ঠে সরঃশ্রেষ্ঠে বরে চন্দ্রসরোবরে ॥ ৩৯
সুরেশস্যাপি নিকটে সুভদ্রস্য তটে তটে।
অগম্যে চ মহাঘোরে গন্ধমাদনগহ্বরে ॥ ৪০
পারিজাততরূণাঞ্চ পুষ্পিতানাং মনোহরে।
তদন্তরে সুন্দরে চামোদিতে পুষ্পবায়ুনা ॥ ৪১

বিমোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। ৩২। কামুক ব্রহ্মা সনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক ভৎর্সিত ও লজ্জিত হইয়া সেই দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় নূতন ব্রহ্মা হইলেন। ৩৩। নারদ কমলযোনি পিতাকে প্রণাম করিয়া বিপ্রদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদেহ ধারণ করিলেন। ৩৪। নারদ নবযৌবনকালে অতিশয় বলবান্ ও মদনোন্মত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বের পঞ্চাশৎ কন্যা হরণ করিলেন। ৩৫। তিনি নির্জ্জন প্রদেশে গান্ধর্ব্ব-বিবাহানুসারে তাহাদের পাণিপীড়ন করিলেন; সেই কন্যাগণ স্বামীর সৌন্দর্য্য দর্শনে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। ৩৬। সেই কামুকী কন্যাগণ পিতা, মাতা, ভ্রাতাকে ভুলিয়া কামুক যুবার সহিত সম্ভোগে

মলয়ে নিলয়ে রম্যে সুগন্ধে চন্দনান্বিতে।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গ্যশ্চন্দনাক্তেন কামিনা ॥ ৪২
রম্যাচম্পকশয্যাসু চন্দনার্দ্রাসু সস্মিতাঃ।
দিবানিশং ন জানন্তি কামিনা সস্মিতেন চ ॥ ৪৩
বিস্যন্দকে শূরসেনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে।
স্বাহাবনে কাম্যকে চ রম্যকে পারিভদ্রকে ॥ ৪৪
সুরন্ধকে গন্ধকে চ সুরন্ধ্রে পুণ্ড্রকেঽপি চ।
কালঞ্জরে পঞ্জরে চ কাঞ্চীকাঞ্চনকাননে ॥ ৪৫
মধুমাধবমাসে চ মধুরে মধুকাননে।
বনে কল্পতরূণাঞ্চ বিশ্বকারুকৃতস্থলে ॥ ৪৬
রত্নাকরাণাং নিকরে সুন্দরে সুন্দরান্তরে।
সুবেলে চ সুপার্শ্বে চ প্রবালাঙ্কুরকাননে ॥ ৪৭
মন্দারে মন্দিরে পূরে গান্ধারে চ যুগন্ধরে।
বনে কেলিকদম্বানাং কেতকীনাং মনোহরে ॥ ৪৮

প্রবৃত্ত হইল। ৩৭। পর্ব্বতের রমণীয় কন্দরে কন্দরে, সুন্দর রম্য মন্দিরে, প্রতি পর্ব্বতে, অতি নিভৃত কাননে, পুষ্পোদ্যানে, বৃক্ষবাটিকায়, উত্তম নদ ও নদীতটে, অনেক শ্রেষ্ঠ সরোবরে, সর্ব্বোত্তম চন্দ্রসরোবরে, স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের আলয়ে, সুভদ্রাতটে, অতি ঘোরতর দুর্গম গন্ধমাদন পর্ব্বতের গহ্বরে, পুষ্পগন্ধযুক্ত বায়ুতে সুরভিত মনোরম পুষ্পিত পারিজাত তরুশ্রেণী মধ্যে, সুগন্ধ চন্দনতরু সমন্বিত চন্দনগন্ধ ও পুষ্পগন্ধযুক্ত বায়ুদ্বারা আমোদিত অতি মনোহর মলয়নিলয়ে ঈষৎ হাস্য-আস্য সুগন্ধ চন্দনগন্ধামোদী গন্ধর্ব্বরূপী নারদের সহিত চন্দনচর্চ্চিত-সর্ব্বাঙ্গ ঈষৎ হাস্যবদন সেই কামিনীরা চন্দনসিক্ত রম্যচম্পকপুষ্পশয্যায় দিবারাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রীড়া করিত। ৩৮-৪৩। নারদ বিস্যন্দক, শূরসেন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক, স্বাহাকানন, কাম্যককানন, মনোহর পারিভদ্রক, সুরন্ধক, গন্ধক, সুরন্ধ্র, পুণ্ড্রক, কালঞ্জর, পঞ্জর, কাঞ্চী-কাঞ্চনকানন প্রভৃতি স্থানে এবং চৈত্র ও বৈশাখ মাসে মধুর মধুকাননে বিশ্বকর্ম্মার বিরচিত কল্পপাদপযুক্ত প্রদেশে ক্রীড়ারত

মাধবীমালতীনাঞ্চ যূথিকানাং বনে বনে।
চম্পকানাং পলাশানাং কুন্দানাং বিপিনে তথা ॥ ৪৯
নাগেশ্বরলবঙ্গানামন্তরে ললিতালয়ে।
কুমুদানাং পঙ্কজানাং পঙ্কিলে কোমলস্থলে ॥ ৫০
স্থলপদ্মপ্রকাশে চ ভূমিচম্পককাননে।
লাঙ্গলীনাং রসালানাং পনসানাং সুখপ্রদে ॥ ৫১
কদলীবদরীণাঞ্চ শ্রীফলানাঞ্চ শ্রীযুতে।
জম্বীরাণাঞ্চ জম্বূনাং করঞ্জানাং তথৈব চ ॥ ৫২
কৃত্বা বিহারং তাভিশ্চ গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স্বাশ্রমং পুনরাযযৌ ॥ ৫৩
শ্রুত্বা বিধাতুরাহ্বানং পুষ্করঞ্চ যযৌ পুনঃ।
দদর্শ তত্র ব্রহ্মাণং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৫৪
দেবেন্দ্রৈশ্চাপি সিদ্ধেন্দ্রৈর্মুনীন্দ্রৈঃ সনকাদিভিঃ।
সমাবৃতং সভায়াঞ্চ রক্ষোগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ ॥ ৫৫

থাকিতেন। ৪৪—৪৬। রত্ননিকরের আকর সৌন্দর্য্যগর্ভ সুন্দর সুবেল ও সুপার্শ্ব পর্ব্বতের প্রবালাঙ্কুরময় কাননে, মন্দিরপূর্ণ মন্দারপর্ব্বতে, গান্ধারে, যুগন্ধরে, মনোহর কেলিকদম্ব ও কেতকীকাননে, মাধবী, মালতী ও যূথিকাবনে, চম্পক পলাশ ও কুন্দবিপিনে, নাগেশ্বর ও লবঙ্গলতার অন্তরালে অতি মনোহর গৃহে, কুমুদ ও পঙ্কজপুষ্পের পঙ্কিল কোমল-স্থলে, প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মবনে, ভূমিচম্পক বিপিনে, লাঙ্গলী, রসাল ও পনসবৃক্ষের সুখপ্রদ কাননে, কদলী, বদরী ও শ্রীসমন্বিত শ্রীফল-বনসমূহের অতিশয় সুশোভিত স্থানে, জম্বীর, জম্বূ ও করঞ্জকাননে নারদ সেই সকল কামিনীর সহিত বিহারে দিব্যবর্ষসহস্র অতিবাহিত করিয়া পুনরায় নিজ আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব জীবনে তিনি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—উপবর্হণ। ৪৭-৫৩। আশ্রমে উপস্থিত হওয়ার পর পুনরায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া পুষ্করে গমন ও সেখানে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে দর্শন করিলেন। ৫৪। ব্রহ্মা সভামধ্যে দেবেন্দ্র,

সুশোভিতং যথা চন্দ্রং গগনে ভগণৈঃ সহ।
প্রণনাম সভামধ্যে তাভিঃ সার্দ্ধং জগদ্বিধিম্॥ ৫৬
মহেশঞ্চ গণেশঞ্চ ধনেশং শেষমীরশ্বম্।
ধর্ম্মং ধন্বন্তরিং স্কন্দং সূর্য্যসোমহুতাশনম্॥ ৫৭
উপেন্দ্রেন্দ্রং বিশ্বকারুং বরুণং পবনং স্মরম্।
যমমষ্টৌ বসূন্ রুদ্রান্ জয়ন্তং নলকূবরম্॥ ৫৮
সর্ব্বান্ দেবান্ নমস্কৃত্য ননাম মুনিপুঙ্গবম্।
অগস্ত্যঞ্চ পুলস্ত্যঞ্চ পুলহঞ্চ প্রচেতসম্॥ ৫৯
সর্ব্বশ্রেষ্ঠং বশিষ্ঠঞ্চ দক্ষঞ্চ কর্দ্দমং তথা।
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ সনাতনম্॥ ৬০
সনৎকুমারং যোগীশং জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুম্।
বোঢ়ুং পঞ্চশিখং শঙ্খং ভৃগুমঙ্গিরসং তথা॥ ৬১
আসুরিং কপিলং কৌৎসং ক্রতুং নারায়ণং নরম্।
মরীচিং কশ্যপং কণ্বং ব্যাসং দুর্ব্বাসসং কবিম্॥ ৬২
বৃহস্পতিঞ্চ চ্যবনং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ লোমশম্।
বাল্মীকিং পরশুরামঞ্চ সংবর্ত্তঞ্চ বিভাণ্ডকম্॥ ৬৩
দেবলঞ্চ বামদেবমৃষ্যশৃঙ্গং পরাশরম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নমস্কৃত্য তস্থৌ স পুরতো বিধেঃ॥ ৬৪

সিদ্ধেন্দ্র, সনক প্রভৃতি মুনীন্দ্র এবং রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিত ছিলেন। ৫৫। গগনে নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় শোভাশালী জগদ্বিধাতাকে এবং সেই সমস্ত সভাস্থিত দেবতা-মণ্ডলীকে নারদ প্রণাম করিলেন। ৫৬। মহেশ, গণেশ, ধনেশ, শেষ, ভগবান্, ধর্ম্ম, ধন্বন্তরি, স্কন্দ, সূর্য্য, চন্দ্র, বহ্নি, উপেন্দ্র, ইন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, বরুণ, পবন, কাম, যম, অষ্টবসু, রুদ্রগণ, জয়ন্ত, নলকূবর প্রভৃতি অখিল দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া মুনিবর অগস্ত্য, পুলস্ত্য, পুলহ, প্রচেতাকে প্রণাম করিলেন। ৫৭—৫৯। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, দক্ষ, কর্দ্দম, সনক, সনন্দ, সনাতন, যোগীশ্বর এবং জ্ঞানিমধ্যে গুরুশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার,

তুষ্টাব সর্ব্বান্ দেবাংশ্চ মুনীন্দ্রাংশ্চ তথৈব চ।
তমুবাচ সভামধ্যে বিধাতা জগতামপি।
সস্মিতঃ সুপ্রসন্নশ্চ গন্ধর্ব্বমুপবর্হণম্॥ ৬৫

ব্রহ্মোবাচ

শ্রীকৃষ্ণরসসঙ্গীতং বীণাধ্বনিসমন্বিতম্।
কুরু বৎসাধুনাত্রৈব শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সুরাঃ॥ ৬৬
গোপীনাং বস্ত্রহরণং পরং রাসমহোৎসবম্।
তাভিঃ সার্দ্ধং জলক্রীড়াং হরেরুৎকীর্ত্তনং কুরু॥ ৬৭
কৃষ্ণসংকীর্ত্তনং তূর্ণং পুনাতি শ্রুতিমাত্রতঃ।
শ্রোতারঞ্চ প্রবক্তারং পুরুষৈঃ সপ্তভিঃ সহ॥ ৬৮
যত্রৈব প্রভবেদ্বৎস তন্নামগুণকীর্ত্তনম্।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি পুণ্যানি মঙ্গলানি চ॥ ৬৯
তৎকীর্ত্তনধ্বনিং শ্রুত্বা সর্ব্বাণি পাতকানি চ।
দূরাদেব পলায়ন্তে বৈনতেয়মিবোরগাঃ॥ ৭০

বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, শঙ্খ, ভৃগু, অঙ্গিরা, আসুরি, কপিল, কৌৎস, ক্রতু, নারায়ণ, নর, মরীচি, কশ্যপ, কণ্ব, ব্যাস, দুর্ব্বাসা, শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি, চ্যবন, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, বাল্মীকি, পরশুরাম, সম্বর্ত্ত, বিভাণ্ডক এবং দেবল, বামদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণকে নমস্কার করিয়া ব্রহ্মার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ৬০—৬৪। তিনি দেবতা-সকলকে এবং মুনীন্দ্রগণকে স্তব করিলেন। অনন্তর জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে সভামধ্যে উপবর্হণ গন্ধর্ব্বকে বলিলেন। ৬৫।

ব্রহ্মা বলিলেন।—হে বৎস! সম্প্রতি এই সভামধ্যে বীণাধ্বনিযোগে শ্রীকৃষ্ণের রসময় সঙ্গীত কর, দেবতাসকল ও মুনিগণ শ্রবণ করুন। ৬৬। গোপীগণের বস্ত্রহরণ, রাসমহোৎসব ও তাহাদের সহিত জলক্রীড়া প্রভৃতি হরিলীলা কীর্ত্তন কর। ৬৭। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন শ্রবণমাত্র শ্রোতা এবং বক্তা উভয়কে সপ্তপুরুষের সহিত পবিত্র করে। ৬৮। হে

তদ্দিনং সফলং ধন্যং যশস্যং সর্ব্বমঙ্গলম্।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং যত্র তত্রৈব নায়ুষো ব্যয়ঃ ॥ ৭১
সংকীর্ত্তনধ্বনিং শ্রুত্বা যে চ নৃত্যন্তি বৈষ্ণবাঃ।
তেষাং পাদরজঃস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা ॥ ৭২
সংকীর্ত্তনং ভবেদ্‌যত্র কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স্থানং তচ্চ ভবেত্তীর্থং মৃতানাং তত্র মুক্তিদম্ ॥ ৭৩
নাত্র পাপানি তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সুস্থিরাণি চ।
তপস্বিনাঞ্চ ব্রতিনাং ব্রতানাং তপসাং স্থলম্॥ ৭৪
বর্ত্ততে পাপিনাং দেহে পাপানি ত্রিবিধানি চ।
মহাপাপোপপাপাতিপাপান্যেব স্মৃতানি চ ॥ ৭৫
হন্তা যো বিপ্রভিক্ষূণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
স্ত্রীণাঞ্চ বৈষ্ণবানাঞ্চ স মহাপাতকী স্মৃতঃ ॥ ৭৬

বৎস! যে স্থানে হরির নাম ও গুণ কীর্ত্তন হয় তথায় মঙ্গলকর পবিত্র তীর্থ সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে। ৬৯। ভুজঙ্গমগণ গরুড় দর্শনে যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ পাতক সকল হরিসংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতি দূরে প্রস্থান করে। ৭০। যে দিবসে হরিসংকীর্ত্তন হয়, সেই দিনই সার্থক, ধন্য, যশস্য ও মঙ্গলকর; যেখানে হরির লীলাকীর্ত্তন হয়, তথায় কৃতান্তেরও অধিকার থাকে না। ৭১। হরিসংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে যে সকল বৈষ্ণব আনন্দে নৃত্য করেন তাঁহাদের পদরজ স্পর্শ করিয়া পৃথিবী সদ্য পবিত্র হন। ৭২। যেস্থানে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তন হয়, সে স্থান তীর্থ হইয়া তত্রত্য মৃতব্যক্তিগণকে মুক্তিপ্রদান করে। তথায় পাপসকল অবস্থিতি করিতে পারে না, পুণ্যপুঞ্জ সুস্থির হইয়া তথায় বিরাজ করে, এবং সেইস্থান তপস্বী ও ব্রতিগণের তপস্যা ও ব্রতের স্থান রূপে পরিণত হয়। ৭৩—৭৪। পাত্রবিশেষে পাপীদিগের দেহে মহাপাপ, উপপাপ এবং অতিপাপ এই ত্রিবিধ পাপ অবস্থান করে। ৭৫। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, যতি, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী এবং বৈষ্ণবগণের প্রাণ বিনাশ করে তাহাকে মহাপাতকী বলে। ৭৬।

ভ্রূণঘ্নশ্চাপি গোঘ্নশ্চ শূদ্রঘ্নশ্চ কৃতঘ্নকঃ।
বিশ্বাসঘাতী বিড্‌ভোজী স এব হ্যপপাতকী ॥ ৭৭
অগম্যাগামিনো যে চ সুরবিপ্রস্বহারিণঃ।
অতিপাতকিনশ্চৈতে বেদবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৮
কৃষ্ণসংকীর্ত্তনধ্যানাত্তন্মন্ত্রগ্রহণাদহো।
মুচ্যন্তে পাতকৈস্তেস্তে পাপিনস্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৯
তপোযজ্ঞকৃতী পূতস্তীর্থস্নানব্রতী তথা।
ভিক্ষুর্যতী ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থশ্চ তাপসঃ ॥ ৮০
পবিত্রঃ পরমো বহ্নিঃ সুপবিত্রং জলং তথা।
এতে সর্ব্বে বৈষ্ণবানাং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৮১
বিষ্ণুপাদোদকোচ্ছিষ্টং ভুঞ্জতে যে চ নিত্যশঃ।
পশ্যন্তি চ শিলাচক্রং পূজাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ॥ ৮২
জীবন্মুক্তাশ্চ তে ধন্যা হরিদাসাশ্চ ভারতে।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য প্রাপ্নুবন্তি ফলং ধ্রুবম্ ॥ ৮৩
নহি তেষাং পরাভূতাঃ পুণ্যবন্তো জগত্ত্রয়ে।
তেষাঞ্চ পাদরজসা তীর্থং পূতং তথা ধরা ॥ ৮৪

যে ব্যক্তি ভ্রূণহত্যা, গোধন ও শূদ্রবধ করে; কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতী হয়, এবং বিষ্ঠা ভক্ষণ করে তাহাকে উপপাতকী বলে। ৭৭। যাহারা অগম্যা গমন করে এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধন হরণ করে, তাহাদিগকে বেদবিদ্‌গণ অতিপাতকী বলেন। ৭৮। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই ত্রিবিধ পাতকীই কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, কৃষ্ণধ্যান এবং কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই সেই সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়। ৭৯। তপস্বী, যাজ্ঞিক, তীর্থসেবী, যথাযথ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনান্তে গৃহস্থাশ্রম-গ্রহণকারী, ভিক্ষু, যতী, বানপ্রস্থ, তাপস, পরম-পবিত্র, বহ্নি, সুপবিত্র জল প্রভৃতি পাবনদ্রব্য বৈষ্ণবদিগের ষোল ভাগের একভাগ তুল্য নহে। ৮০-৮১। এই সংসারে যাহারা প্রত্যহ বিষ্ণুর পাদোদক পান এবং বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করে এবং প্রতিদিন শিলাচক্র দর্শন ও পূজা করে, তাহারা নিঃসংশয় পদে

তেষাঞ্চ দর্শনং স্পর্শং বাঞ্ছন্তি মুনয়ঃ সুরাঃ ।
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ পূতং তজ্জন্মমাত্রতঃ ॥ ৮৫
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা তত্র তূষ্ণীং বভূব সঃ ।
আশ্চর্য্যং মেনিরে শ্রুত্বা দেবাশ্চ মুনয়স্তথা ॥ ৮৬
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিদ্যাধর্য্যঃ সমাগতাঃ ।
গন্ধর্ব্বাশ্চাপি বিবিধা ননৃতুঃ কিন্নরা জগুঃ ॥ ৮৭
রম্ভোর্ব্বশী ঘৃতাচী চ মেনকা চ তিলোত্তমা ।
সুধামুখী পূর্ণচিত্তী মোহিনী কলিকা তথা ॥ ৮৮
চম্পাবতী চন্দ্রমুখী পদ্মা পদ্মমুখীতি চ ।
এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্ব্যশ্চ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাঃ ॥ ৮৯
বৃহন্নিতম্বশ্রোণীকাঃ স্তনভারৈঃ সমানতাঃ ।
ঈষদ্ধাস্যাঃ প্রসন্নাস্যাঃ কামার্ত্তাশ্চ সমাযযুঃ ॥ ৯০
বেদজ্ঞা মূর্ত্তিমন্তশ্চ বেদাশ্চত্বার এব চ ।
ব্রাহ্মণা ভিক্ষবঃ সিদ্ধা যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৯১

পদে অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হয়; অধিক কি ভগবদ্‌ভক্তগণই ভারতবর্ষে ধন্য ও জীবন্মুক্ত। ৮২-৮৩। ত্রিজগতে বিষ্ণুভক্তদিগকে পরাভব করে এরূপ পুণ্যবান্ কেহই নাই, তাঁহাদের পদধূলি দ্বারা তীর্থ এবং বসুধা পবিত্র হয়। ৮৪। সুরগণ ও মুনিগণ বৈষ্ণবের দর্শন ও স্পর্শন সর্ব্বদা অভিলাষ করেন। বিষ্ণুভক্তের জন্মমাত্র তাঁহার কুলের সহস্র সহস্র পুরুষ পবিত্র হয়। এই কথা বলিয়া জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা মৌনী হইয়া রহিলেন, দেবতাগণ ও মুনিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ৮৫-৮৬। অনন্তর তথায় সমাগত বিদ্যাধরীগণ ও গন্ধর্ব্বসমূহ বহুবিধ বিচিত্র নৃত্য আরম্ভ করিল এবং কিন্নরেরা গান করিতে লাগিল। ৮৭। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা, সুধামুখী, পূর্ণচিত্তী, মোহিনী, কলিকা চম্পাবতী, চন্দ্রমুখী, পদ্মা, পদ্মমুখী ইঁহারা এবং অন্যান্য বহু স্থিরযৌবনা বিশালনিতম্বা, স্তনভারানতা, ঈষৎ হাস্যবদনা, প্রসন্নমুখী, কামাতুরা কামিনীগণ উপস্থিত হইলেন। ৮৮-৯০। বেদবিদ্‌গণ, মূর্ত্তিমান্ চারিবেদ,

সমাযযুস্তথা মন্দা দৈবজ্ঞাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রোহিণী রতিঃ ॥ ৯২
তুলসী পৃথিবী গঙ্গা স্বাহা চ যমুনা তথা।
বারুণী মনসেন্দ্রাণী তাঃ সর্ব্বা দেবযোষিতঃ ॥ ৯৩
মুনিপত্ন্যশ্চ গন্ধর্ব্যো হর্ষযুক্তাঃ সমাযযুঃ।
অহো মহোৎসবং দ্রষ্টুং পরমানন্দমানসাঃ।
বিচিত্রাঞ্চ ব্রহ্মসভাং পুষ্করং তীর্থমাযযুঃ ॥ ৯৪

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
মহোৎসবারম্ভো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, সিদ্ধ, যতি, ব্রহ্মচারী, মন্দ দৈবজ্ঞ এবং অনেক স্তুতি-পাঠক সমাগত হইল। লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, রোহিণী, রতি, তুলসী, পৃথিবী, গঙ্গা, স্বাহা, যমুনা, বারুণী, মনসা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি সমস্ত দেবকামিনীগণ, মুনিপত্নীগণ, গন্ধর্ব্বপত্নীগণ সকলে সানন্দমনে আনন্দ-ভরে মহোৎসব, ও ব্রহ্মার বিচিত্র সভা দর্শনার্থ পুষ্করতীর্থে সমাগত হইলেন। ৯১-৯৪।

একাদশোঽধ্যায়

-ঃ*ঃ---

শ্রীব্যাস উবাচ

অথ গন্ধর্ব্বরাজস্তু ভগবানাজ্ঞয়া বিধেঃ।
সঙ্গীতঞ্চ জগৌ তত্র কৃষ্ণরাসমহোৎসবম্ ॥ ১
সুষমং তালমানঞ্চ সতানং মধুরশ্রুতম্।
বীণামৃদঙ্গমুরজযুক্তং ধ্বনিসমন্বিতম্ ॥ ২
রাগিণীযুক্তরাগেণ সময়োক্তেন সুন্দরম্।
মাধুর্য্যং মূচ্ছর্নাযুক্তং মনসো হর্ষকারণম্ ॥ ৩
বিচিত্রং নৃত্যরুচিরং রূপবেশমনুত্তমম্।
লোকানুরাগবীজঞ্চ নাট্যোপযুক্তহস্তকম্ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
মূর্চ্ছাং প্রাপুশ্চ সহসা চেতনাঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫
গোপীনাং বস্ত্রহরণং গোপীগণবিলাপনম্।
তাভ্যো বস্ত্রপ্রদানঞ্চ সম্মানং বরদানকম্ ॥ ৬

ব্যাস বলিলেন।—অনন্তর ঐশ্বর্য্যশালী গন্ধর্ব্বরাজ উপবর্হণ ব্রহ্মার আদেশানুসারে সেই সভাস্থলে কৃষ্ণের রাসমহোৎসব গান করিলেন। ১। সেই সঙ্গীত সুশোভন তালমান, সুতান, সুমধুর বীণা, মৃদঙ্গ, মুরজ, ধ্বনিমিশ্রিত শ্রুতিমধুর। ২। সময়োচিত রাগিণীযুক্ত সেই সুন্দর রাগ, মূচ্ছর্নাযুক্ত বলিয়া মাধুর্য্যময় ও মনের উল্লাসকারক। ৩। সেই সভায় অনুষ্ঠিত বিচিত্র রুচির নৃত্যকারী নটদিগের মনোহর রূপ ও উত্তম বেশ, অনুরাগের বীজস্বরূপ এবং হস্তাদির চালন নাট্যোপযুক্ত। এই সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সমস্ত সুর, মুনি ও কামিনীগণ বারম্বার মূর্চ্ছিত ও চৈতন্যপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ৪-৫। গোপীগণের বস্ত্রহরণ, তাহাদের

কাত্যায়নীব্রতঞ্চাপি বিপ্রদারান্নভোজনম্ ।
মহেন্দ্রদর্পপূজাদিভঞ্জনং শৈলপূজনম্ ॥ ৭
পুনশ্চ শুশ্রুবুঃ সর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনবর্ণনম্ ।
সম্প্রাপুশ্চ পুনর্ম্মূর্চ্ছাং পুনঃ প্রাপুশ্চ চেতনাম্ ॥ ৮
তস্মৈ দদৌ পুরো ব্রহ্মা বহ্নিশুদ্ধাংশুকং পরম্ ।
পরং শুভাশীর্ব্বচনং যত্তন্মানসবাঞ্ছিতম্ ॥ ৯
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং চারুকুণ্ডলযুগ্মকম্ ।
মণীন্দ্রসারমুকুটং পরং রত্নাঙ্গুরীয়কম্ ॥ ১০
সুগন্ধি চন্দনং পুষ্পং স্বপাদরেণুমীপ্সিতম্ ।
অমূল্যরত্নতিলকং রত্নভূষণমুজ্জ্বলম্ ॥ ১১
প্রত্যেকং বস্ত্র রুচিরং তদ্‌যোষিদ্ভ্যশ্চ সংদদৌ ।
বিশ্বকর্ম্মা চ নির্ম্মাণমণিং ভূষণমুত্তমম্ ॥ ১২
প্রত্যেকং শঙ্খসিন্দূরং কস্তূরীযুক্তচন্দনম্ ।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং রত্নেন্দ্রসারদর্পণম্ ॥ ১৩
মণিনির্ম্মাণমঞ্জীরং শ্বেতচামরশোভনম্ ।
মনোযায়ি রথং দিব্যং ঈশ্বরেচ্ছাবিনির্ম্মিতম্ ॥ ১৪

বিলাপ, তাহাদিগের বস্ত্রপ্রদান, সম্মান, বরদান, কাত্যায়নীব্রত, বিপ্রপত্নীগণের অন্নভোজন, ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ, তাঁহার পূজা লোপ, পর্ব্বতের পূজা প্রভৃতি এবং পুনর্ব্বার শ্রীবৃন্দাবনের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া সকলেই পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছাগত এবং চৈতন্যপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ৬-৮। সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা তাঁহাকে উত্তম বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র ও পরে তাঁহার মনোবাঞ্ছিত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। ৯। অতঃপর অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মনোহর কুণ্ডলদ্বয়, অনুত্তম মণিনির্ম্মিত মুকুট, রত্নময় উত্তম অঙ্গুরীয়ক, সুগন্ধি চন্দন ও পুষ্প, অভীষ্ট নিজ পদরজ, অমূল্য রত্নতিলক এবং উজ্জ্বল রত্নভূষণ অর্পণ করিলেন। ১০—১১। উপবর্হণের কামিনীগণকেও ঐসকল উত্তম বস্ত্র পৃথক্‌ভাবে প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত বস্ত্র বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ও প্রত্যেকটি মনোহর। ১২। প্রত্যেক কামিনীকে শঙ্খ,

মুক্তামাণিক্যহীরৈন্দ্রৈর্ম্মণীন্দ্রৈশ্চ পরিষ্কৃতম্ ।
সদ্রত্নমালাজালৈশ্চ শ্বেতচামরদর্পণৈঃ ॥ ১৫
সুশোভিতঞ্চ পরিতো লক্ষৈঃ সুন্দরমন্দিরৈঃ ।
মণিমাণিক্যহীরাঢ্যং সদ্রত্নকলসোজ্জ্বলম্ ॥ ১৬
সহস্রচক্রসংসক্তং যোজনায়তসম্মিতম্ ।
ধনুর্লক্ষোচ্ছ্রিতঞ্চৈব সহস্রাশ্বেন যোজিতম্ ॥ ১৭
এতদেব দদৌ ব্রহ্মা প্রহৃষ্টস্তুষ্ট এব চ ।
শম্ভুস্তুষ্টো দদৌ হৃষ্টো হরিভক্তিঞ্চ নিশ্চলাম্ ॥ ১৮
জ্ঞানমাধ্যাত্মিকঞ্চৈব যোগজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ।
নানাজন্মস্মৃতিজ্ঞানং নৈপুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিষু ॥ ১৯
হরেরর্চ্চাবিধানঞ্চ স্তবনং পূজনং তথা ।
মাণিক্যহীরাহারঞ্চ রত্নলক্ষং সুদুর্লভম্ ॥ ২০
নাগহারং দদৌ শেষো নাগেন্দ্রমৌলিমণ্ডনম্ ।
নাগকন্যাশতঞ্চৈব বরভূষণভূষিতম্ ॥ ২১

সিন্দূর, কস্তুরীমিশ্রিত চন্দন, সকর্পূর তাম্বূল, শ্রেষ্ঠ রত্নদর্পণ, মনোযায়ী দিব্যরথ প্রদান করিলেন। ঐ রথ, শ্বেত চামর শোভিত, মণিনির্ম্মিত মঞ্জীরযুক্ত ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ম্মিত। উহা মুক্তা, মাণিক্য ও হীরকে অলঙ্কৃত শ্রেষ্ঠ রত্নমালাজাল এবং শ্বেত, চামর ও দর্পণে মনোহর। ১৩-১৫। রথের চতুর্দ্দিকে সুন্দর লক্ষ প্রকোষ্ঠ সুশোভিত, রত্ন, মাণিক্য ও হীরকযুক্ত উৎকৃষ্ট রত্নকলসে অতিশয় উজ্জ্বল। ১৬। ঐ দিব্য রথ সহস্রচক্রসংযুক্ত, যোজনায়ত, লক্ষধনু উন্নত এবং সহস্র অশ্বযুক্ত। ১৭। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট ও পুলকিত হইয়া এই সকল প্রদান করিলেন। মহাদেবও সন্তুষ্ট হইয়া হৃষ্টমানসে তাঁহাকে অচলা হরিভক্তি প্রদান করিলেন। ১৮। মহাদেব তাঁহাকে সকল প্রকার আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সুদুর্লভ যোগজ্ঞান, নানা জন্মের স্মৃতিজ্ঞান, সিদ্ধিবিষয়ক নৈপুণ্য, হরির মূর্ত্তিনির্ম্মাণবিধি, স্তব ও পূজা এবং মণিমাণিক্য, হীরকের হার ও দুর্লভ লক্ষসংখ্যক রথ প্রদান করিলেন। ১৯-২০। শেষনাগ তাঁহাকে নাগেন্দ্রগণের শিরোভূষণ

নাগেভ্যশ্চাভয়ং নিত্যং হিংস্রজন্তুভ্য এব চ।
নৃপালয়গতিজ্ঞানং সর্ব্বলোকবিলোকনম্॥ ২২
নির্ব্বিঘ্নত্বং দদৌ তস্মৈ বিঘ্নরাজশ্চ সংসদি।
সুদুর্লভং পাদপদ্মযুগ্মরেণুমভীপ্সিতম্॥ ২৩
নিরুপমমমূল্যঞ্চ গ্রীষ্মসূর্য্যপ্রভোপমম্।
মণিরাজং সুদীপ্তঞ্চ ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্॥ ২৪
সর্ব্বত্র বিজয়ঞ্চৈব বাঞ্ছিতং নির্ম্মলং যশঃ।
সঙ্গীতবিদ্যাবিজ্ঞানং তন্নৈপুণ্যং মনোরমম্॥ ২৫
লক্ষস্বর্ণং ধনেশশ্চ দাসানাঞ্চ শতং শতম্।
ধর্ম্মকীর্ত্তিময়ীং মালাং স্কন্দো ধৈর্য্যং দদৌ তথা॥ ২৬
বিষজীর্ণাপহরণং দদৌ ধন্বন্তরির্ম্মনুম্।
সূর্য্যঃ স্যমন্তকমণিং স্বর্ণভারাষ্টকপ্রসূম্॥ ২৭
চন্দ্রঃ শ্বেতাশ্বরত্নঞ্চ হ্যমূল্যমুত্তমং দদৌ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকযুগং দদৌ বহ্নিশ্চ সংসদি॥ ২৮
উপেন্দ্রো রত্নকোটিঞ্চ তদেবেন্দ্রো দদৌ পুরা।
বীণাশিল্পং বিশ্বকর্ম্মা বরুণশ্চ মণিস্রজম্॥ ২৯

নাগহার, উৎকৃষ্ট ভূষণ বিভূষিত শতসংখ্যক নাগকন্যা প্রদান করিয়া হিংস্রজন্তু ও নাগগণ হইতে নিত্য অভয়, নৃপতিগণের আলয়ে গমন জ্ঞান, সমস্ত লোকের অবলোকনশক্তি প্রদান করিলেন। ২১-২২। বিঘ্নরাজ গণেশ তাঁহাকে সভাতে নির্ব্বিঘ্নত্ব, অভীষ্ট ও দুর্লভ পাদপদ্মদ্বয়ের রেণু, অমূল্য, নিরুপম, গ্রীষ্মকালীন জ্যোতির ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্যমান, লোকত্রয়ে দুর্লভ মণিরাজ, সর্ব্বত্র বিজয়, মনোমত নির্ম্মল যশ, সঙ্গীত-বিদ্যাজ্ঞান এবং তাহাতে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদান করিলেন। ২৩-২৫। কুবের তাঁহাকে লক্ষ সুবর্ণ ও শত শত ভৃত্য এবং কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে ধর্ম্ম ও কীর্ত্তিমতী মালা ও ধৈর্য্যপ্রদান করিলেন। ২৬। ধন্বন্তরি তাঁহাকে বিষজীর্ণকর মন্ত্র এবং সূর্য্যদেব প্রার্থনামাত্র অষ্টভার স্বর্ণপ্রসূ স্যমন্তকমণি প্রদান করিলেন। ২৭। চন্দ্র অমূল্য উত্তম শ্রেষ্ঠ শ্বেত অশ্ব এবং স্বীয়

স্মরঃ শৃঙ্গারনৈপুণ্যং বীর্য্যস্তম্ভনমেব চ।
কামসন্দীপনং জ্ঞানং কামিনীপ্রেমমূর্চ্ছনম্॥ ৩০
কামিনীযশগং শিল্পং রতিতত্ত্বং দদৌ তথা।
পাপদাহনমন্ত্রঞ্চ রত্নচ্ছত্রং সমীরণঃ॥ ৩১
যমশ্চ ধর্ম্মতত্ত্বঞ্চ নরকত্রাণকারণম্।
বসবশ্চ বসূন্ দিব্যান্ রুদ্রস্তেভ্যোঽভয়ং দদৌ॥ ৩২
মধুপাত্রং সুধাপাত্রং জয়স্তো নলকূবরঃ।
শুক্লপুষ্পং শুক্লধান্যং পাদরেণুমভীপ্সিতম্॥ ৩৩
মনোভিরামং মুনয়ো দদৌ তস্মৈ শুভাশিষম্।
লক্ষ্মীশ্চ পরমৈশ্বর্য্যং ভারতী হারমুত্তমম্॥ ৩৪
রত্নমালাং দদৌ দুর্গা সর্ব্বত্রাভয়মীপ্সিতম্।
তৎপত্নীভ্যশ্চ রত্নানি সিন্দূরাভরণানি চ॥ ৩৫
ক্রীড়াপদ্মং রোহিণী চ রতিঃ সদ্রত্নদর্পণম্।
তুলসী চাতুলং মাল্যং দিব্যং বসু বসুন্ধরা॥ ৩৬

সভাস্থলে স্থিত অগ্নি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল প্রদান করিলেন। ২৮। উপেন্দ্র কোটিসংখ্যক রত্ন এবং ইন্দ্রও ঐ পরিমিত রত্ন প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বীণাবাদন নৈপুণ্য এবং বরুণ মণিময় মালা প্রদান করিলেন। ২৯। কামদেব বীর্য্যস্তম্ভন, শৃঙ্গারপাণ্ডিত্য, কামসন্দীপন, কামিনীপ্রেমমূর্চ্ছন জ্ঞান, কামিনীবশকর শিল্প এবং রতিতত্ত্ব প্রদান করিলেন। সমীরণ রত্নময় ছত্র এবং পাপদাহন মন্ত্র প্রদান করিলেন। ৩০—৩১। যমরাজ নরকত্রাণকারক ধর্ম্মতত্ত্ব, বসুগণ দিব্যধন এবং রুদ্রগণ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। ৩২। জয়ন্ত মধুপাত্র ও নলকূবর সুধাপাত্র, শুক্লপুষ্প, শুক্লধান্য এবং বাঞ্ছিত পদরেণু প্রদান করিলেন। ৩৩। মুনিগণ তাঁহাকে মনোরঞ্জন শুভাশীর্ব্বাদ, লক্ষ্মী পরমৈশ্বর্য্য এবং সরস্বতী উত্তম হার প্রদান করিলেন। ৩৪। দুর্গা তাঁহাকে সর্ব্বদা অভিলষিত অভয় ও রত্নমালা এবং তৎপত্নীদিগকে রত্ন, সিন্দূর ও আভরণ প্রদান করিলেন। ৩৫। রোহিণী ক্রীড়াপদ্ম,

গঙ্গা চ বিপুলং পুণ্যং স্বাহা সদ্রত্নপাসকম্ ।
যমুনা জলজং পদ্মমম্লানং সার্ব্বকালিকম্ ॥ ৩৭
বারুণীং বারুণী তুষ্টা রত্নপাত্রং শচী দদৌ ।
মনসা প্রদদৌ তস্মৈ নাগানাং মৌলিমণ্ডনম্ ॥ ৩৮
গন্ধর্ব্বাশ্চাপি তৎপত্ন্যঃ স্বশিল্পং প্রদদুস্তথা ।
পরমানন্দযুক্তাশ্চ মুনিপত্ন্যঃ শুভাশিষম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
মহোৎসবদর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

রতি রত্নদর্পণ, তুলসী অনুপম দিব্যমাল্য এবং বসুন্ধরা অনেক উত্তম ধন প্রদান করিলেন। ৩৬। গঙ্গা বিপুল পুণ্য, স্বাহা উত্তম রত্নময় পাসকগুটিকা, যমুনা সর্ব্বকালীন অম্লান জলজ পদ্ম প্রদান করিলেন। ৩৭। বরুণ পত্নী পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাকে বারুণীসুধা প্রদান করিলেন এবং শচীদেবী রত্নপাত্র এবং মনসা তাঁহাকে নাগগণের মস্তকভূষণমণি প্রদান করিলেন। ৩৮। গন্ধর্ব্বগণ ও তাঁহাদের পত্নীসকল আনন্দভরে নিজ নিজ শিল্প প্রদান করিলেন এবং মুনিপত্নীগণ সানন্দে তাঁহাকে শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। ৩৯।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শুক উবাচ

মহোৎসবে সুনিষ্পন্নে দানস্যোত্তরকালতঃ।
কিং বভূব রহস্যঞ্চ তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ১

শ্রীব্যাস উবাচ

সংপ্রাপ্য দানং দেবানাং গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
তেষাঞ্চ পুরতো ভক্ত্যা বিদয়ামাস বৈ তদা॥ ২
শ্রুত্বা তদ্বচনং ব্রহ্মা তমুবাচ চ সংসদি।
শম্ভুনা চ সমালোচ্য বিধাতা জগতামপি॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ

মথুরাগমনঞ্চৈব কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
বিলাপং গোপগোপীনাং শ্রাবয়াস্মাংশ্চ সাম্প্রতম্॥ ৪
মহোৎসবং কুরু পুনঃ শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সুরাঃ।
গায়ন্তু তাশ্চ সংগীতং নৃত্যন্ত্বপ্সরসাংগণাঃ॥ ৫

শুকদেব কহিলেন।—হে পিতঃ! মহোৎসব সুসম্পন্ন হইলে দানক্রিয়ার পর কি রহস্য হইল তাহা আমাকে বলুন। ১।

ব্যাস বলিলেন।—উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব তখন দেবতাদিগের এইরূপ দান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে ভক্তিভাবে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ২। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা সেই সভাতে গন্ধর্ব্বরূপী তনয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কহিলেন। ৩।

ব্রহ্মা বলিলেন।—সম্প্রতি মহাত্মা কৃষ্ণের মথুরায় আগমন এবং গোপ ও গোপীগণের বিলাপ আমাদিগকে শ্রবণ করাও। ৪। পুনরায় মহোৎসব কর, সুরগণ ও মুনিগণ সকলে শ্রবণ করুন, এই সমস্ত

ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
চক্রুস্তাঃ সরসং গীতং বিদ্যাধর্য্যশ্চ সংসদি ॥ ৬
মায়িনাঞ্চৈব প্রবরো গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
জগৌ সন্ধানভাবেন মথুরাগমনং হরেঃ॥ ৭
বিলাপং গোকুলস্থানাং শ্রুত্বা বিপ্রাঃ সুরাদয়ঃ।
মূর্চ্ছাং প্রাপুশ্চ রুরুদুর্দদুর্দ্দানং পুনঃ পুনঃ ॥ ৮
গোপীনাং বিরহালাপৈর্মূর্চ্ছিতশ্চোপবর্হণঃ।
বিস্বরেণ বিতানাত্তু তালভঙ্গো বভূব হ ॥ ৯
তত্তালভঙ্গং বিজ্ঞায় দেবাশ্চ মুনয়স্তথা।
চুকুপুঃ সহসা সর্ব্বে নির্গতাস্তন্মুখাগ্নয়ঃ॥ ১০
তদ্দৃষ্ট্বা সহসা ভীতো গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
সস্মার কৃষ্ণং স্বাভীষ্টং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ১১
দদর্শ স্মৃতিমাত্রেণ তত্তেজো নভসি স্থিতম্।
স্তম্ভিতা দেবতাঃ সর্ব্বাশ্চিত্রপুত্তলিকা যথা ॥ ১২

অপ্সরাগণ সঙ্গীত ও নৃত্য করুক। ৫। ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া অপ্সরাগণ সেই সভায় নৃত্য এবং বিদ্যাধরীগণ সুমধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। মায়াবিপ্রবর গায়কশ্রেষ্ঠ উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব সন্ধান (সঙ্গতি) ও ভাবসহকারে হরির মথুরায় গমনবিষয়ক গান করিতে লাগিল। ৬-৭। ব্রাহ্মণ ও দেবগণ কৃষ্ণের মথুরাগমনে গোকুলবাসীদিগের বিলাপ শ্রবণ করিয়া বারম্বার মূর্চ্ছাপন্ন হইতে লাগিলেন, এবং সংজ্ঞালাভ হইলেই রোদন ও মুহুর্মুহুঃ দান করিতে লাগিলেন। ৮। গোপীগণের বিরহালাপে মূর্চ্ছিত হওয়াতে উপর্হণের স্বর ও তানের বিপর্যয় প্রযুক্ত তালভঙ্গ হইল। ৯। সেই তালভঙ্গ অবগত হইয়া সমস্ত দেবগণ ও মুনিসকল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সহসা তাঁহাদের মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইল। ১০। অকস্মাৎ অগ্নিরাশি অবলোকনে অতিশয় ভীত হইয়া উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব স্বীয় অভীষ্ট দেব পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিল। ১১। স্মরণমাত্র সেই কৃষ্ণতেজ আকাশে অবস্থিত হইল;

স্তম্ভিতা বহ্নয়ঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ বিজৃম্ভিতাঃ।
হরিস্মৃতিশ্চাভয়দা শুভদা বিঘ্ননাশিনী॥ ১৩
দদৃশুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বা মুনয়শ্চাপি যোষিতঃ।
গন্ধর্ব্বাশ্চ তথৈবান্যে তেজো দৃশ্যং সুখপ্রদম্॥ ১৪
পরং কুজ্ঝটিকাকারং কোটীন্দুকিরণপ্রভম্।
যোজনায়তবিস্তীর্ণং সুস্নিগ্ধং সুমনোহরম্॥ ১৫
তত্তেজোঽভ্যন্তরে সর্ব্বে দদৃশূরথমুত্তমম্।
গব্যূতিমানং বিস্তীর্ণং ধনুষ্কোটিসমুচ্ছ্রিতম্॥ ১৬
শ্বেতাশ্বানাঞ্চ চক্রাণাং সহস্রেণ সমাবৃতম্।
অমূল্যরত্নরচিতমীশ্বরেচ্ছাবিনির্ম্মিতম্॥ ১৭
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং মনোযায়ি মনোহরম্।
মুক্তামাণিক্যপরমহীরাহারৈর্ব্বিরাজিতম্॥ ১৮
রত্নদর্পণলক্ষৈশ্চ ত্রিলক্ষৈঃ শ্বেতচামরৈঃ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকানাঞ্চ ত্রিলক্ষৈঃ পরিশোভিতম্॥ ১৯
ত্রিকোটিভিশ্চ জ্বলিতং ক্রীড়াসুন্দরমন্দিরৈঃ।
পারিজাতপ্রসূনানাং মন্দারাণাং মনোহরৈঃ॥ ২০

তদ্দর্শনে দেবতারা স্তম্ভিত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন। ১২। সমস্ত অগ্নি স্তম্ভিত হইল, মুনিগণ উদ্বেজিত হইলেন। কিন্তু সেই কৃষ্ণস্মরণ অভয়প্রদ শুভদ এবং বিঘ্ননাশক হইল। ১৩। দেবগণ, মুনিগণ, নারীগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপরাপর সকলেই সুদৃশ্য সুখপ্রদ সেই তেজ দর্শন করিলেন। ১৪। উহা নিবিড় কুজ্ঝটিকাসদৃশ, কোটিসংখ্যক চন্দ্রকিরণের ন্যায় প্রভাশালী, সুস্নিগ্ধ, অতি মনোহর এবং যোজন পরিমিত দীর্ঘ ও বিস্তৃত। ১৫। দর্শকগণ সেই তেজের মধ্যে অতি উত্তম ক্রোশদ্বয় পরিমিত বিস্তীর্ণ ধনুষ্কোটি পরিমিত উচ্চ এক রথ অবলোকন করিলেন। ১৬। উহা সহস্র শ্বেত অশ্ব ও সহস্রচক্রযুক্ত এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিরচিত ও অমূল্য রত্নে নির্ম্মিত। ১৭। ঐ রথ বিবিধ বিচিত্র চিত্রে মনোহর, মনের তুল্য বেগগামী এবং মুক্তা, মাণিক্য ও উত্তম হীরক হারে সুশোভিত।

মালাজালৈস্ত্রিলক্ষৈশ্চ মালতীনাঞ্চ মণ্ডিতম্ ॥
এবম্ভূতং রথং দৃষ্ট্বা দদৃশুস্তে তদন্তরে ॥ ২১
মধ্যকোষ্ঠাভ্যন্তরে চ কিশোরং শ্যামসুন্দরম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকেনৈব পীতবর্ণেন শোভিতম্ ॥ ২২
রত্নকেয়ূরবলয়রত্নমঞ্জীররঞ্জিতম্।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলসমুজ্জ্বলম্ ॥ ২৩
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং নিত্যোপাস্যং সুরাসুরৈঃ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং মালতীমাল্যমণ্ডিতম্ ॥ ২৪
মণিনা কৌস্তুভেন্দ্রেণ গণ্ডস্থলবিভূষিতম্।
পরং প্রধানং পরমং পরমাত্মনমীশ্বরম্ ॥ ২৫
স্তুতং ব্রহ্মেশশেষৈশ্চ রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্।
বেদানির্ব্বচনীয়ঞ্চ স্বেচ্ছাময়মনীশ্বরম্ ॥ ২৬
নিত্যং সত্যং নির্গুণঞ্চ জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
প্রকৃতেঃ পরমীশানং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ॥ ২৭
কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলাধামমনোহরম্।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ বরং বংশীধরং পরম্ ॥ ২৮

উহা লক্ষ সংখ্যক রত্নদর্পণ, তিনলক্ষ শ্বেতচামর এবং তিন লক্ষ বহ্নিশুদ্ধ বসন-নির্ম্মিত ধ্বজপতাকা পরিশোভিত। ক্রীড়ার্থ বিরচিত তিনকোটি সুন্দর মন্দিরে অতিশয় উজ্জ্বল এবং পারিজাত ও মন্দারকুসুমে উহা অতি সুন্দর। তিনলক্ষ মালতীপুষ্পমালায় মণ্ডিত সেই উত্তম রথ সকলেই অবলোকন করিয়া অনন্তর আরও দেখিলেন—সেই রথের মধ্য কোষ্ঠের অভ্যন্তরে কিশোর শ্যামসুন্দর, বহ্নিশুদ্ধ পীতবস্ত্রে পরিশোভিত। তিনি রত্নময় কেয়ূর, বলয় ও মঞ্জীরে রঞ্জিত; রত্নময় কুণ্ডলদ্বয়ে তাঁহার গণ্ডস্থল উজ্জ্বল। তিনি ঈষৎ হাস্য-আস্য, প্রসন্নবদন, সুরাসুরগণের নিত্য উপাস্য, চন্দনচর্চ্চিতসর্ব্ব-দেহ ও মালতীমালায় বিভূষিত। উত্তম কৌস্তুভমণি তাঁহার বক্ষে বিরাজিত, তিনি পরম, পরাৎপর, প্রধান, পরমাত্মা, ঈশ্বর। তিনি ব্রহ্মা, মহেশ, শেষপ্রভৃতি কর্ত্তৃক সংস্তুত, শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলস্থিত, বেদের অগম্য,

দৃষ্ট্বা তমদ্ভুতং রূপং তুষ্টাব কমলোদ্ভবঃ।
গণেশঃ শেষঃ শম্ভুশ্চ তদন্যে মুনয়ঃ সুরাঃ॥ ২৯

ব্রহ্মোবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমাত্মানমীশ্বরম্।
বন্দে বন্দ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকারণকারণম্॥ ৩০
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বরূপং সর্ব্বাদ্যং সদ্ভিরীড়িতম্।
বেদাবেদ্যঞ্চ বিদ্বদ্ভির্ন দৃষ্টং স্বপ্নগোচরে॥ ৩১

শ্রীমহাদেব উবাচ

সিদ্ধস্বরূপং সিদ্ধাদ্যং সিদ্ধবীজং সনাতনম্।
প্রসিদ্ধং সিদ্ধিদং শান্তং সিদ্ধানাঞ্চ গুরোর্গুরুম্॥ ৩২
বন্দে বন্দ্যঞ্চ মহতাং পরাৎপরতরং বিভুম্।
স্বাত্মারামং পূর্ণকামং ভক্তানুগ্রতকাতরম্॥ ৩৩
ভক্তপ্রিয়ঞ্চ ভক্তেশং স্বভক্তিদাস্যদং পরম্।
স্বপদপ্রদমেকঞ্চ দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্॥ ৩৪

স্বেচ্ছাময় ও তিনি স্বয়ংই সকলের ঈশ্বর, তাঁহার আর ঈশ্বর কেহ নাই। তিনি নিত্য, সত্য, নির্গুণ, জ্যোতীরূপ, সনাতন, প্রকৃতির অতীত, ঈশান, ভক্তজনানুগ্রহে অতি আগ্রহশীল। তাঁহার লাবণ্য কোটিকন্দর্প সদৃশ, তিনি লীলাধাম, অতিমনোহর, ময়ূরপুচ্ছের চূড়াযুক্ত ও মনোহর বংশীধর। ১৮-২৮। সেই আশ্চার্য্যরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কমলোদ্ভব ব্রহ্মা অগ্রে স্তব করিলেন, পরে গণেশ, শেষ, শম্ভু এবং অপর মুনিগণ ও দেবগণ স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলন। ২৯।

ব্রহ্মা বলিলেন।—পরব্রহ্ম, পরমধাম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, সকলের বন্দ্য, নিখিল কারণের কারণ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বাদ্য, সাধুগণের পূজনীয়, বেদেরও অবেদ্য, বিদ্বান্ জনগণের স্বপ্নেরও অগোচর আপনাকে বন্দনা করি। ৩০-৩১।

মহাদেব বলিলেন।—আপনি সিদ্ধস্বরূপ, সিদ্ধাদ্য, সিদ্ধের বীজ, সনাতন, প্রসিদ্ধ, সিদ্ধিদ, শান্ত এবং সিদ্ধ সকলের গুরুতম,

অনন্ত উবাচ

বক্ত্রাণাঞ্চ সহস্রেণ কিং বা স্তৌমি শ্রুতিশ্রুতম্।
কোটিভিঃ কোটিভির্বক্ত্রৈঃ কো বা স্তোতুং ক্ষমঃ প্রভো ॥ ৩৫
কিমু স্তোষ্যতি শম্ভুশ্চ পঞ্চবক্ত্রেণ বাঞ্ছিতম্।
কর্ত্তা চতুর্ণাং বেদানাং কিং স্তোষ্যতি চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৩৬
ষড়্বক্ত্রো গজবক্ত্রশ্চ দেবাশ্চ মুনয়োঽপি বা।
বেদা বা কিং বেদবিদঃ স্তুবন্তি প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৩৭
বেদানির্ব্বচনীয়ঞ্চ বেদা নির্ব্বক্তুমক্ষমাঃ।
বেদবিজ্ঞাতবাক্যেন বিদ্বাসঃ কিং স্তুবন্তি তম্ ॥ ৩৮

শ্রীগণেশ উবাচ

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় বুধো বদতি বিষ্ণবে।
নম ইত্যেবমর্থঞ্চ দ্বয়োরেব সমং ফলম্ ॥ ৩৯

মহাত্মাদিগের বন্দ্য, পরাৎপরতর, বিভু, স্বাত্মারাম, পূর্ণকাম, ভক্তজনানুগ্রহে কাতর, ভক্তপ্রিয়, ভক্তগণের প্রভু, ভক্তি ও দাস্যপ্রদ, স্বপদপ্রদ, অদ্বিতীয়, সর্ব্বসম্পত্তির দাতা; আপনাকে বন্দনা করি। ৩২-৩৪।

অনন্ত বলিলেন।—হে প্রভো! আপনি বেদবেদ্য, আপনাকে কোটি কোটি মুখেও কেহ স্তব করিতে সমর্থ নহে; আমি সহস্র মুখে কি স্তব করিব। ৩৫। মহাদেব পঞ্চমুখে ও চতুর্ব্বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে আপনার কি ইচ্ছানুরূপ স্তব করিবেন। ৩৬। ষড়ানন কার্ত্তিকেয়, গজানন গণেশ, দেবগণ, মুনিগণ, বেদজ্ঞজনগণ, এবং চতুর্ব্বেদ, ইঁহারা প্রকৃতির অতীত আপনাকে কি স্তুতি করিবেন। ৩৭। আপনি বেদেরও অবেদ্য, অতএব আপনাকে যখন বেদ সকল নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম, তখন বিদ্বানেরা বেদ হইতে প্রাপ্ত বাক্যে আপনার কি স্তব করিতে পারেন। ৩৮।

গণেশ কহিলেন।—মূর্খলোক বিষ্ণায় নমঃ, এবং পণ্ডিতগণ বিষ্ণবে নমঃ, এই কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু উভয় বাক্যের ফল ও অর্থ

যস্মৈ দত্তঞ্চ যজ্জ্ঞানং জ্ঞানদাতা হরিঃ স্বয়ম্।
জ্ঞানেন তেন স স্তৌতি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥ ৪০
একবক্ত্রোঽনেকবক্ত্রো মূর্খো বিদ্বান্ স্বকর্ম্মণা।
অধনী চ ধনী বাপি সপুত্রো বাপ্যপুত্রকঃ॥ ৪১
কর্ম্মণাং পরমীশঞ্চ স্তোতুং কো বাপ্যনুত্তমম্।
যথাশক্তি স্তুতিঃ পূজা বন্দনং স্মরণং হরেঃ॥ ৪২
সংকীর্ত্তনঞ্চ ভজনং জপনং বুদ্ধ্যনুক্রমম্।
কুর্ব্বন্তি সন্তোঽসন্তশ্চ সন্ততং পরমাত্মনঃ॥ ৪৩

কার্ত্তিকেয় উবাচ

সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ জ্ঞানঞ্চ সর্ব্বজীবিনাম্।
জ্ঞানানুরূপং স্তবনং সন্তো নৈব হসন্তি তম্॥ ৪৪
ভবেষু ত্রিবিধো লোকোঽপ্যুত্তমো মধ্যমোঽধমঃ।
সর্ব্বে স্বকর্ম্মবশগা নিষেকঃ কেন বার্য্যতে॥ ৪৫

এক প্রকার। ৩৯। স্বয়ং জ্ঞানদাতা হরি যাহাকে যেমন জ্ঞানদান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি সেই জ্ঞান অনুসারে স্তব করে, কিন্তু জনার্দ্দন সকলের ভক্তিভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৪০। নিজ কর্ম্মানুসারে কেহ একমুখ, কেহ বা বহুমুখ, কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ অপুত্র, কেহ পুত্রবান্ হয়। ৪১। সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর কর্ম্মের অতীত, অতএব কে তাঁহাকে স্তব করিতে পারে? তবে কেবল শক্তি অনুসারে হরির স্তুতি, পূজা, বন্দনা এবং স্মরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ৪২। সাধু অসাধু সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে পরমাত্মার নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তন, ভজন এবং জপ করেন। ৪৩।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন।—আপনি ভগবান্, সকলের আত্মরাত্মা ও সর্ব্বপ্রাণীর জ্ঞানস্বরূপ, অতএব আপনাকে সকলে স্বীয় জ্ঞানানুসারে স্তব করে, তাহাতে সাধুগণ উপহাস করেন না। ৪৪। এই সংসারে উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে মানুষ তিন প্রকার; তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মের অধীন, কাহারও কর্ম্মগত জন্মপ্রভাব অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। ৪৫।

সর্ব্বেশ্বরঞ্চ সংবীক্ষ্য সর্ব্বো বদতি মৎপ্রভুম্।
মদীশ্বরস্য সমতা সর্ব্বেষু কিঙ্করেষু চ ॥ ৪৬
ভজন্তি কেচিৎ শুদ্ধান্তং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
কেচিত্তদংশমংশাংশং প্রাপ্নুবন্তি ক্রমেণ তম্ ॥ ৪৭

ধর্ম্ম উবাচ

অহং সাক্ষী চ সর্ব্বেষাং বিধিনা নির্ম্মিতঃ পুরা।
বিধাতুশ্চ বিধাতা ত্বং সর্ব্বেশ্বর নমোঽস্তু তে ॥ ৪৮

দেবা ঊচুঃ

যং স্তোতুমসমর্থশ্চ সহস্রায়ুঃ স্বয়ং বিধিঃ।
জ্ঞানাধিদেবঃ শম্ভুশ্চ তং স্তোতুং কিং বয়ং ক্ষমাঃ ॥ ৪৯

বেদা ঊচুঃ

কিং জানীমো বয়ং কে বাপ্যনন্তেশস্য যো গুণঃ।
বয়ং বেদাস্ত্বমস্মাকং কারণস্যাপি কারকঃ ॥ ৫০

আপনাকে সর্ব্বেশ্বর জানিয়া সকলেই স্বীয় প্রভু বলিয়া থাকে এবং বলে—আমার প্রভুর সকল ভৃত্যের উপরই সমতা বিদ্যমান। ৪৬। কেহ পূর্ণতম পরমাত্মা ঈশ্বরের ভজনা করে, কেহ তদংশের ও অংশাংশের আরাধনা করে; কিন্তু সকলেই ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। ৪৭।

ধর্ম্ম কহিলেন।—পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমাকে সকলের সাক্ষী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু আপনি সেই বিধাতারও বিধাতা, অতএব হে সর্ব্বেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। ৪৮।

দেবগণ বলিলেন।—যখন দেবপরিমাণে সহস্র বৎসরজীবী স্বয়ং ব্রহ্মা এবং জ্ঞানের অধিদেবতা শম্ভুও আপনার স্তব করিতে অসমর্থ, তখন আমরা কি স্তব করিব। ৪৯।

বেদ সকল বলিলেন।—হে অনন্ত! আপনি সর্ব্বেশ্বর, আপনার গুণ কত ও কিরূপ তাহা আমরা কি প্রকারে অবগত হইব? কারণ আমরা বেদ, যদিও সকলের কারণ, কিন্তু আপনি আমাদের কারণেরও কারণ। ৫০।

মুনয় উচুঃ

যদি বেদা ন জানন্তি মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ।
ন জানীমস্তব গুণং বেদানুসারিণো বয়ম্॥ ৫১

সরস্বত্যুবাচ

বিদ্যাধিদেবতাহঞ্চ বেদা বিদ্যাধিদেবতাঃ।
বেদাধিদেবো ধাতা চ তদীশং স্তৌমি কিং প্রভো॥ ৫২

পদ্মোবাচ

যৎপাদপদ্মং পদ্মেশঃ শেষশ্চান্যে সুরাস্তথা।
ধ্যায়ন্তে মুনয়ো দেবা ধ্যায়ে ত্বং প্রকৃতেঃ পরম্॥ ৫৩

সাবিত্র্যুবাচ

সাবিত্রী বেদমাতাহং বেদানাং জনকো বিধিঃ।
ত্বামেব ধত্তে ধাতারং নমামি ত্রিগুণাৎ পরম্॥ ৫৪

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চ্চনে রতা॥ ৫৫

মুনিগণ কহিলেন।—পরমাত্মার মাহাত্ম্য যদি বেদেরও অবিজ্ঞাত তবে বেদানুসারী আমরা কি প্রকারে আপনার গুণজ্ঞানে সমর্থ হইব। ৫১।

সরস্বতী কহিলেন।—হে প্রভো! আমি বিদ্যার অধিদেবতা, বেদ সকল সেই বিদ্যার অধিদেব, সেই বেদের অধিদেব ব্রহ্মা, আপনি সেই ব্রহ্মারও ঈশ্বর, অতএব আপনার কি স্তব করিব?। ৫২।

পদ্মা বলিলেন।—নারায়ণ, অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিগণ প্রকৃতির অতীত আপনার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, আমি সেই আপনাকে ধ্যান করি। ৫৩।

সাবিত্রী বলিলেন।—আমি বেদমাতা সাবিত্রী, বেদের জনক ব্রহ্মা, আপনি আমাদের উভয়ের আশ্রয়; আমাদের উভয়ের স্রষ্টাও আপনি, অতএব প্রকৃতির অতীত আপনাকে নমস্কার করি। ৫৪।

শ্বেতদ্বীপে সিন্ধুকন্যা বিষ্ণোরুরসি ভূতলে।
ব্রহ্মলোকে চ ব্রহ্মাণী বেদমাতা চ ভারতী ॥ ৫৬
তবাজ্ঞয়া চ দেবানামাবির্ভূতা চ তেজসি।
নিহত্য দৈত্যান্ দেবারীন্ দত্ত্বা রাজ্যং সুরায় চ ॥ ৫৭
তৎপশ্চাদ্দক্ষকন্যাহমধুনা পার্ব্বতী হরে।
তবাজ্ঞয়া হরক্রোড়ে ত্বদ্ভক্তা প্রতিজন্মনি ॥ ৫৮
নারায়ণপ্রিয়া শশ্বত্তেন নারায়ণী শ্রুতৌ।
বিষ্ণোরহং পরা-শক্তির্ব্বিষ্ণুমায়া চ বৈষ্ণবী ॥ ৫৯
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডং ময়া সম্মোহিতং সদা।
বিদুষাং রসনাগ্রে চ প্রত্যক্ষং হি সরস্বতী ॥ ৬০
মহাবিষ্ণোশ্চ মাতাহং বিশ্বানি যস্য লোমসু।
রাসেশ্বরী চ সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ॥ ৬১
তদ্রাসে ধারণাদ্রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
পরমানন্দপাদাব্জং বন্দে সানন্দপূর্ব্বকম্ ॥ ৬২

পার্ব্বতী বলিলেন।—আমি বৃন্দাবনের কাননে, রাসমহোৎসবে তোমার বক্ষঃস্থলবিহারিণী রাধিকা, এবং বৈকুণ্ঠে তোমার পাদপদ্মের পরিচর্য্যায় তৎপরা মহালক্ষ্মী। ৫৫। আমি ভূতলস্থ শ্বেতদ্বীপে সমুদ্রসম্ভূতা বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মী ও ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী বেদমাতা ভারতী। ৫৬। আমি তোমার আদেশ অনুসারে দেবতাদিগের তেজে আবির্ভূত; হে হরে! আমি দেবদ্রোহী দৈত্যগণকে নিধন পূর্ব্বক দেবতাদিগকে রাজ্য অর্পণ করিয়া তাহার পর দক্ষের দুহিতা হইয়াছি, সম্প্রতি তোমার আদেশে শঙ্করের ক্রোড়ে বিহার করিতেছি; কিন্তু প্রতিজন্মেই আমি তোমারই ভক্ত। ৫৮। আমি নিরন্তর নারায়ণের প্রিয়া, এই নিমিত্ত বেদে আমাকে নারায়ণী বলে। আমি বিষ্ণুর প্রধান শক্তি, বিষ্ণুমায়া ও বৈষ্ণবী। ৫৯। আমি নিত্য অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে সম্মোহিত করিতেছি এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের রসনাগ্রে প্রত্যক্ষ সরস্বতী। ৬০। যে মহাবিষ্ণুর লোমে নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি

যৎপাদপদ্মং ধ্যায়ন্তে পরমানন্দকারণম্ ।
পাদ্মপদ্মেশশেষাদ্যা মুনয়ো মনবঃ সুরাঃ ৬৩
যোগিনঃ সন্ততং সন্তঃ সিদ্ধাশ্চ বৈষ্ণবাস্তথা ।
অনুগ্রহং কুরু বিভো বুদ্ধিশক্তিরহং তব ॥ ৬৪
ইতি সর্ব্বকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুচিঃ ।
ইহৈব চ সুখং ভুঙ্‌ক্তে যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্ ॥ ৬৫
নিবৃত্তেষু চ দেবেষু দেবীষু মুনিপুঙ্গবে ।
উপবর্হণগন্ধর্ব্বঃ স্তুতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ৬৬

গন্ধর্ব্ব উবাচ

বন্দে নবঘনশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম্ ।
সানন্দং সুন্দরং শুদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৬৭
রাধেশং রাধিকাপ্রাণবল্লভং বল্লভীসুতম্ ।
রাধাসেবিতপাদাব্জং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥ ৬৮

করিতেছে, আমি তাঁহাব জননী, সকলের আদ্যা, সর্ব্বশক্তিস্বরূপা, আমিই রাসেশ্বরী। ৬১। রাসে তোমায় ধারণ করিয়া থাকি এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ আমাকে রাধা নাম দিয়াছেন। পরমানন্দস্বরূপ তোমার পাদপদ্মকে আমি আনন্দসহকারে বন্দনা করি। ৬২। তোমার পরমানন্দদায়ক যে পাদপদ্মকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শেষ প্রভৃতি সুরগণ, মুনিগণ এবং মনুষ্যগণ ধ্যান করেন; যোগিগণ; সাধুগণ, সিদ্ধবৃন্দ এবং বৈষ্ণবসমূহ যে পাদপদ্ম নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন আমি ভক্তিভরে সেই পাদপদ্মের ধ্যান করি। হে বিভো! আমি আপনার বুদ্ধিশক্তি, আমায় অনুগ্রহ করুন। ৬২—৬৪। যে ব্যক্তি সংযতাত্মা ও পবিত্র হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃত এই স্তোত্র পাঠ করে, ইহকালে সে সুখভোগ করে এবং পরকালে হরির পদপ্রাপ্ত হয়। ৬৫। দেব, দেবী ও মুনীন্দ্রগণ স্তব করিয়া বিরত হইলে উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৬।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন।—নবঘনশ্যাম, পীতকৌষেয়বসনধারী, সানন্দ, সুন্দর,

রাধানুগং রাধিকেষ্টং রাধাপহৃতমানসম্ ।
রাধাধারং ভবাধারং সর্ব্বাধারং নমামি তম্ ॥ ৬৯
রাধাহৃৎপদ্মমধ্যে চ বসন্তং সন্ততং শুভম্ ।
রাধাসহচরং শশ্বৎ রাধাজ্ঞাপরিপালকম্ ॥ ৭০
ধ্যায়ন্তে যোগিনো যোগাৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধেশ্বরাশ্চ যম্ ।
তং ধ্যায়ে সততং শুদ্ধং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭১
সেবন্তে সন্ততং সন্তো ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকাঃ ।
সেবন্তে নির্গুণং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭২
নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
নিত্যং সত্যঞ্চ পরমং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭৩
যং সৃষ্টেরাদিভূতঞ্চ সর্ব্ববীজং পরাৎপরম্ ।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭৪
বীজং নানাবতারাণাং সর্ব্বকারণকারণম্ ।
বেদাবেদ্যং বেদবীজং বেদকারণকারণম্ ॥ ৭৫

পবিত্র, প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি । ৬৭ । যিনি রাধাকান্ত, রাধিকার প্রাণবল্লভ ও বল্লভীপুত্র, যাঁহার পাদপদ্ম রাধার বক্ষঃস্থলস্থিত এবং যিনি রাধার অনুগামী, রাধা যাঁহার ধ্যেয়, রাধা কর্ত্তৃক যাঁহার চিত্ত অপহৃত, যিনি রাধার আধার, ভবের আধার ও সকলের আধার, সেই আপনাকে নমস্কার করি । ৬৮-৬৯ । যিনি রাধার হৃদয়পদ্মে নিরন্তর স্থিত ও সর্ব্ব শুভঙ্কর এবং যিনি নিত্যই রাধার সহচর ও আজ্ঞা-পরিপালক ; যাঁহাকে সিদ্ধ, সিদ্ধেশ্বর ও যোগিগণ সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক সতত ধ্যান করেন, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় সনাতন ভগবানের ধ্যান করি । ৭০—৭১ । শিব, ব্রহ্মা ও অনন্ত যাঁহাকে সর্ব্বদা সেবা করেন এবং সাধুগণ যাঁহাকে নির্গুণ সনাতন ভগবান ব্রহ্মস্বরূপ সেবা করিয়া থাকেন ; যিনি নির্লিপ্ত, নিরীহ, পরমাত্মা ও নিত্য, সত্য, পরমেশ্বর, সেই সনাতন ভগবানের সেবা করি । ৭২-৭৩ । যিনি সৃষ্টির আদিভূত, সর্ব্ববীজ, পরাৎপর, যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানকে

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম্।
ইত্যেবমুক্ত্বা গন্ধর্ব্বঃ পপাত ধরণীতলে ॥ ৭৬
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ দেবদেবং পরাৎপরম্।
ইতি তেন কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ॥ ৭৭
ইহৈব জীবন্মুক্তশ্চ পরে যাতি পরাং গতিম্।
হরিভক্তিং হরের্দ্দাস্যং গোলোকে চ নিরাময়ঃ।
পার্শ্বদপ্রবরত্বঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
গন্ধর্ব্বকৃতস্তোত্রং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রাপ্ত হন। যিনি নানা অবতারের বীজস্বরূপ, সকল কারণের কারণ, বেদের অবেদ্য, বেদের বীজস্বরূপ এবং বেদের কারণেরও কারণ; যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানকে প্রাপ্ত হন, এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্ব অবনীতলে পতিত হইল। ৭৪-৭৬। উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব এইভাবে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া পরাৎপর দেবদেবকে প্রণাম করিল। উপবর্হণকৃত এই স্তোত্র যে ব্যক্তি নিয়তচিত্ত ও পবিত্র হইয়া পাঠ করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে জীবন্মুক্ত হয়; অনন্তর নিরাময় গোলোকে উৎকৃষ্ট গতি, হরিভক্তি, হরির দাসত্ব ও পার্শ্বদপ্রবরত্ব লাভ করে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ৭৭-৭৮।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

স্তোত্রান্তরে চ কালে চ কিং রহস্যং বভূব হ।
তন্মে কথয় ভদ্রন্তে ভগবন্ ভগবদ্বচঃ ॥ ১

শ্রীব্যাস উবাচ

স্তোত্রান্তরে চ কালে চ গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
উবাচ ব্রহ্মসদসি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ২
সর্ব্বৈর্দেবৈরহং শপ্তশ্চাধুনা দেবহেতুনা।
দেবানামগ্নিপুঞ্জশ্চ প্রদীপ্তশ্চ সুমেরুবৎ ॥ ৩
অধুনা চ ত্বয়ি গতে ভস্মসান্মাং করিষ্যতি।
অতো রক্ষ জগন্নাথ মাং সমুর্দ্ধর্তুমর্হসি ॥ ৪
ত্বদংশশূকরেণৈব ধরোদ্ধারঃ কৃতঃ পুরা।
হিরণ্যাখ্যং মহাদৈত্যং নিহত্য চাবলীলয়া ॥ ৫
পাদ্মপদ্মার্চ্চিতপদে পদ্মে তে শরণাগতম্।
মামনাথং ভয়াক্রান্তং রক্ষ রক্ষ সুরানলাৎ ॥ ৬

শুকদেব কহিলেন।—হে ভগবন্! কালান্তরে অন্য কোন্ স্তোত্রে ভগবানের কিরূপ রহস্য প্রকাশিত হইল, সেই ভগবদ্বাক্য আমায় অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনার মঙ্গল হউক। ১।

ব্যাস বলিলেন।—কোন এক সময়ে স্তোত্র প্রসঙ্গে উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব সেই ব্রহ্মার সভায় সনাতন ভগবানকে কহিলেন। হে দেব! দেবগণের সন্তোষ সাধনার্থ স্তবপ্রবৃত্ত আমাকে তাঁহারা অভিশাপ দিয়াছেন, এই দেখুন দেবতাদের শাপপ্রসূত অগ্নিরাশি সুমেরুবৎ প্রদীপ্ত রহিয়াছে। ২-৩। সম্প্রতি আপনি এ স্থান হইতে গমন করিলেই উহারা আমাকে ভস্মসাৎ

গন্ধর্ব্বস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা ব্রহ্মেশো ব্রহ্মসংসদি ॥ ৭

শ্রীভগবানুবাচ

গন্ধর্ব্বরাজ প্রবর স্থিরো ভব ভয়ং ত্যজ।
শুভাশ্রয়স্য ভক্তস্য ভয়ং কিন্তে ময়ি স্থিতে ॥ ৮
সর্ব্বেভ্যোঽপি ভয়ং নাস্তি মদ্ভক্তানামকর্ম্মণাম্।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং তেষাং ন বিদ্যতে ॥ ৯
মন্মন্ত্রোপাসকশ্চৈব স্বতন্ত্রো নিত্যবিগ্রহঃ।
পুনর্ন বিদ্যতে জন্ম মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ ॥ ১০
নাস্তি কালাদ্ভয়ং তস্য ন নিষেকাদ্বিধেরপি।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বকর্ম্মণঃ ॥ ১১
মন্মন্ত্রো হি দহেৎ পাপং কোটিজন্মকৃতঞ্চ যৎ।
সুদীপ্তো জ্বলদগ্নিশ্চ তৃণপুঞ্জং দহেদ্‌যথা ॥ ১২

করিবে; হে জগন্নাথ! এই বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। পূর্ব্বে আপনার অংশসম্ভূত বরাহ অবলীলাক্রমে হিরণ্যাখ্য মহা-দৈত্যকে নিধন করিয়া ধরার উদ্ধার করিয়াছিল। ব্রহ্মা ও লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক পূজিত আপনার পাদপদ্মে আমি শরণাগত; ভয়াভিভূত, অনাথ আমাকে দেবতাদিগের শাপ-বহ্নি হইতে পরিত্রাণ করুন। ৪—৬। ব্রহ্মসভায় জগদীশ্বর ব্রহ্মেশ্বর ভগবান্, গন্ধর্ব্বের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎহাস্য সহকারে কোমলবাক্যে কহিলেন। ৭।

শ্রীভগবান্ বলিলেন।—হে গন্ধর্ব্বরাজ! হে সত্তম! স্থির হও, ভয় পরিত্যাগ কর। আমি বিদ্যমান থাকিতে মঙ্গলাধারভূত তোমার মত ভক্তের ভয় কি? । ৮। আমার নিষ্কাম ভক্তগণের কুত্রাপি ভয় নাই; তাহাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ও ব্যধিভয়ও থাকে না। ৯। আমার মন্ত্রে উপাসক স্বাধীন ও অবিনশ্বর দেহধারী, মন্ত্রগ্রহণ-মাত্রেই তাহার পুনর্জ্জন্ম নিরোধ হয়। ১০। মৃত্যু হইতে তাহার ভয় থাকে না, সে বিধাতার সৃষ্টিরও অতীত; মন্ত্রগ্রহণমাত্র সে সকল কর্ম্ম-

মন্মন্ত্রগ্রহণাদ্‌যোগান্মন্নামগ্রহণস্ত বা।
তেষাং পাপানি বেপন্তে কোটিজন্মকৃতানি চ॥ ১৩
যমস্তন্নামলিখনং দূরীভূতং করোতি চ।
অন্তে দাস্যঞ্চ লভতে গত্বা গোলোকমুত্তমম্॥ ১৪
যাবদায়ুর্ভ্রমেৎ তাবৎ স্বতন্ত্রো মত্তকুঞ্জরঃ।
ততঃ পাপাঃ পলায়ন্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ॥ ১৫
তেষাঞ্চ পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি দূরতো দর্শনাদপি॥ ১৬
পূতশ্চ পবনো বহ্নির্জ্জলঞ্চ তুলসীদলম্।
পূতান্যেব হি তীর্থানি গঙ্গাদীনি চ গায়ন॥ ১৭
পূতা সুশীলা ধর্ম্মিষ্ঠা সুব্রতা স্ত্রী পতিব্রতা।
মন্মন্ত্রোপাসকাশ্চৈব তেভ্যঃ পুতোত্তমাঃ সদা॥ ১৮
মন্মন্ত্রোপাসকানাঞ্চ তীর্থস্নানং ব্রতং স্মৃত।
শ্রাদ্ধং দানং পূজনঞ্চ যথা চর্ব্বিতচর্ব্বণম্॥ ১৯

বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ১১। প্রদীপ্ত উজ্জ্বল অনল যেরূপ তৃণরাশিকে ভস্ম করে, তদ্রূপ আমার মন্ত্র, কোটিজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ দাহ করে। ১২। যাহারা আমার মন্ত্রগ্রহণ এবং নামোচ্চারণ করে, তাহাদের কোটিজন্মকৃত পাপরাশি কম্পিত হইতে থাকে। সে ব্যক্তির নাম যমরাজের লিখিয়া রাখার আবশ্যক হয় না, হিসাব হইতে তাহার নাম পরিত্যক্ত হয়, মৃত্যুর অতীত হইয়া সে অন্তকালে গোলোকে গমন করিয়া আমার দাসত্ব লাভ করে, এবং যতকাল জীবিত থাকে, ততকাল মত্ত হস্তীর ন্যায় স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করে। গরুড় ভয়ে নাগগণের পলায়নের ন্যায় তাহার পূর্ব্ব পাপপুঞ্জ পলায়ন করে, তাহাদিগের পদধূলি স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃ পবিত্র হয়; তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়াও তীর্থ সকল পবিত্র হইয়া থাকে। ১৩—১৬। হে গন্ধর্ব্ব! বায়ু, অগ্নি, জল, তুলসী-পত্র এবং গঙ্গাদি তীর্থ ইহারা স্বভাবতঃ পবিত্র ও পবিত্রকারক। সুশীলা, ধর্ম্মিষ্ঠা, উত্তম ব্রতপরায়ণা, পতিব্রতা নারী অতিমাত্র পবিত্র; কিন্তু আমার

ভক্ত্যা তীর্থানি পূতানি স্বতঃ পূতো হি বৈষ্ণবঃ।
তত্তন্ত্রঞ্চ তথা দানমলং শ্রাদ্ধঞ্চ নিষ্ফলম্॥ ২০
শ্রাদ্ধস্য সম্প্রদানঞ্চ কর্ত্তুশ্চ পুরুষত্রয়ম্।
পুরুষাণাং শতং মুক্তং কো ভুঙ্‌ক্তে শ্রাদ্ধবস্তু চ॥ ২১
কেচিদেবং বদন্তীতি পিতৃলোকার্থমেব চ।
তদ্বিরুদ্ধঞ্চ তে তুষ্টা মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ॥ ২২
তেষাং শুভাশিষং কর্ম্ম নৈব ভোগায় কল্পতে।
দেবান্নপ্রভবাদ্বৎস সিদ্ধধান্যে যথাঙ্কুরঃ॥ ২৩
সাক্ষাৎকরোতি তেষাঞ্চ কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্।
মন্মন্ত্রোপাসকাদন্যে কর্ম্মভোগঞ্চ ভুঞ্জতে॥ ২৪
ময়া স্বয়ং প্রদত্তশ্চ স্বমন্ত্রঃ পুরুষায় চ।
পরদ্বারাগ্রাহয়িত্বা ভক্তং মুক্তং করোম্যহম্॥ ২৫

মন্ত্রোপাসকেরা তাঁহাদের সকলের অপেক্ষায় নিত্য পবিত্রতম। ১৭-১৮ হে বৎস! আমার মন্ত্রোপাসকদিগের তীর্থস্নান, ব্রত, শ্রাদ্ধ, দান ও দেবপূজা প্রভৃতি চর্ব্বিতচর্ব্বণমাত্র অর্থাৎ ঐ সকলের দ্বারা শুদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা তাহাদের নাই। ১৯। ভক্তিযোগে তীর্থ সকল পবিত্র হয়, কিন্তু বৈষ্ণব স্বাভাবিক পবিত্র, অতএব তাঁহার শাস্ত্রাচার, দান ও শ্রাদ্ধক্রিয়া-ফলে প্রয়োজন নাই। ২০। শ্রাদ্ধীয় ভোজ্য দানে শ্রাদ্ধ কর্ত্তার তিন পুরুষ পবিত্র হয়, বৈষ্ণব সেবায় শত পুরুষ পবিত্র হইয়া থাকে; অতএব অকিঞ্চিৎকর শ্রাদ্ধীয় বস্তু কে ভোজন করে। ২১। পিতৃলোকের সন্তোষার্থ শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু তাহা বিরুদ্ধ, কারণ তাঁহারা মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই পরিতুষ্ট হন। হে বৎস! তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ কর্ম্মভোগের নিমিত্ত নহে, সিদ্ধধান্য হইতে যেমন অঙ্কুর উদ্‌গত হয় না তদ্রূপ তাঁহাদের প্রসাদ প্রভাবে কর্ম্ম অঙ্কুরিত হয় না। ২২-২৩। আমি স্বয়ং তাহাদের কর্ম্মফলের মূলচ্ছেদন করি, আমার মন্ত্রের যাহারা উপাসনা করে না, তাহারাই কর্ম্মের ফলভোগ করে। ২৪। আমি স্বয়ং কোন ব্যক্তি বিশেষকে স্বীয় মন্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহার দ্বারা

মরা প্রদত্তমন্ত্রশ্চ পুরা মৃত্যুঞ্জয়স্তথা।
মৃত্যুঞ্জয়ায় গোলোকে শুদ্ধসত্ত্বগুণায় চ ॥ ২৬
পুনঃ সনৎকুমারায় ধর্ম্মায় ব্রহ্মণে তথা।
কপিলায় চ শেষায় গণেশায় মহামতে ॥ ২৭
নারায়ণর্ষয়ে চৈব ধর্ম্মপুত্রায় ধীমতে।
পুনর্ম্মহাবিষ্ণবে চ বিশ্বানি যস্য লোমসু ॥ ২৮
কালাধিষ্ঠাতৃদেবায় তস্মৈ সর্ব্বান্তকায় চ।
উপেন্দ্রায় চ কামায় ভৃগবেঽঙ্গিরসে তথা ॥ ২৯
সরস্বত্যৈ চ পদ্মায়ৈ রাধায়ৈ বিরজাতটে।
সাবিত্র্যৈ বিষ্ণুমায়ায়ৈ পার্ষদেভ্যশ্চ পুত্রক ॥ ৩০
তুভ্যং ন দত্তো মন্ত্রোঽত্র শ্রূয়তাং তন্নিমিত্তকম্।
জনিষ্যসি শূদ্রযোনৌ ব্রহ্মণো বাক্যপালনাৎ ॥ ৩১
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং গচ্ছ বৎস যথা সুখম্।
দ্বাদশাব্দান্তরে শূদ্রযোনৌ দেবাজ্জনিষ্যসি ॥ ৩২

অপর ভক্ত শিষ্যকে মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া মুক্ত করি।২৫। পুরাকালে গোলোকে আমি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন মহাদেবকে মন্ত্র প্রদান করি, পরে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব যথাক্রমে সনৎকুমার, ধর্ম্ম, ব্রহ্মা, কপিল, শেষ, এবং মহামতি গণেশকে প্রদান করেন। অনন্তর আমি নর-নারায়ণ ঋষি ধীমান্ ধর্ম্মপুত্রকে মন্ত্রদান করিয়াছি। যাঁহার লোমকূপে সমস্ত বিশ্ব বিরাজমান, যিনি কালের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপ এবং সকলের অন্তক সেই মহাবিষ্ণুকেও আমি মন্ত্র প্রদান করিয়াছি। তৎপশ্চাৎ বিরজাতটে উপেন্দ্র, কামদেব, ভৃগু এবং অঙ্গিরা ইঁহাদিগকেও মন্ত্র প্রদান করিয়াছি। হে পুত্রক! সরস্বতী, পদ্মা, রাধা, সাবিত্রী, বিষ্ণুমায়া এবং পার্ষদগণকেও আমি মন্ত্র দিয়াছি; হে বৎস! তোমাকে কি নিমিত্ত মন্ত্র প্রদান করি নাই, তাহার কারণ অবগত হও; তুমি ব্রহ্মার বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্য শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে, এজন্য মন্ত্র দিই নাই।২৬-৩১। হে বৎস! তোমাকে সমস্ত কথাই বলিলাম, এখন অভীষ্টপ্রদেশে গমন

পঞ্চবর্ষাভ্যন্তরে চ মন্মন্ত্রং প্রাপ্য বিপ্রতঃ।
দশাব্দান্তে বপুস্ত্যক্ত্বা ব্রহ্মপুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৩৩
মন্মন্ত্রং পুনরেবেতি শম্ভুবক্ত্রাল্লভিষ্যসি।
ইত্যেবমুক্ত্বা সর্ব্বাত্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৪
গন্ধর্ব্বঃ প্রযযৌ তস্মাদ্‌যোষিদ্ভিঃ সহ পুত্রক।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং পূর্ব্ববৃত্তান্তমেব চ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
গন্ধর্ব্বমোক্ষণং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

কর, দ্বাদশ বৎসরের পর দেবাংশে শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে। অতঃপর পঞ্চবর্ষাভ্যন্তরে জনৈক বিপ্রের নিকট হইতে আমার মন্ত্র প্রাপ্ত হইবে এবং দশবৎসরের পর তনুত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্রহ্মার পুত্রত্ব লাভ করিবে এবং মহাদেবের নিকটে পুনর্ব্বার আমার মন্ত্র প্রাপ্ত হইবে, ইহা কহিয়া সেই সর্ব্বাত্মা সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। উপবর্হণ গন্ধর্ব্বও নারীগণ সহ তথা হইতে প্রস্থান করিল। হে পুত্র! এই সমস্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত তোমাকে কহিলাম। ৩২-৩৫।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

প্রয়াতে রাধিকানাথে গোলোকঞ্চ নিরাময়ম্ ।
বভূব কিং রহস্যঞ্চ গতে গন্ধর্ব্বপুঙ্গবে ॥ ১

শ্রীব্যাস উবাচ

সর্ব্বে দেবাশ্চ মুনয়ঃ প্রয়াতে পরমাত্মনি ।
সর্ব্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে ॥ ২
উবাচ শম্ভুর্ব্রহ্মাণং নীতিসারবিশারদম্ ।
জ্ঞানাধিদেবো ভগবান্ পরিণামসুখং বচঃ ॥ ৩

শ্রীমহাদেব উবাচ

রক্ষিতা যস্য ভগবান্ কল্যাণং তস্য সন্ততম্ ।
স যস্য বিঘ্নকর্ত্তা চ রক্ষিতুং তঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ৪
স্মৃতিমাত্রেণ নির্ব্বিঘ্না যে চ কৃষ্ণপরায়ণাঃ
বিঘ্নং কর্ত্তুং কে সমর্থাস্তেষাঞ্চ মুনয়ঃ সুরাঃ ॥ ৫

শ্রীশুকদেব কহিলেন।—রাধিকানাথ, নিরাময় গোলোকধামে গমন এবং গন্ধর্ব্বরাজ উপবর্হণ তথা হইতে প্রস্থান করিলে কি রহস্য প্রকাশিত হইল তাহা শুনিতে অভিলাষ করি। ১।

শ্রীব্যাসদেব বলিলেন।—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিলে দিবাবসানে বিহঙ্গগণের ন্যায় সেই সমস্ত দেব ও মুনিগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ২। অনন্তর জ্ঞানাধিদেব ভগবান্ শম্ভু, নীতিশাস্ত্রবিশারদ ব্রহ্মাকে সুখাবহ বক্ষ্যমাণ হিতবাক্য কহিলেন। ৩।

শ্রীমহাদেব বলিলেন।—ভগবান্ যাহার রক্ষক তাহার সর্ব্বত্র বিজয় হয় এবং তিনি যাহার বিপক্ষ তাহাকে পরিত্রাণ করিতে কেহই

কোপাগ্নীনাং স্থলং কুত্র স্তম্ভিতানাঞ্চ সাম্প্রতম্।
দেবানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ ক্ষণেনৈবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৬
যদি তিষ্ঠন্তি ভূমৌ চ দগ্ধশস্যা বসুন্ধরা।
জলে যদি ততস্তপ্তং নষ্টাস্তে জলজন্তবঃ ॥ ৭
স্থলে দহন্তি লোকাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ প্রলয়াগ্নয়ঃ।
বিধানং কর্ত্তুমুচিতমেষাঞ্চ জগতাং বিধে ॥ ৮
ত্বমেব ধাতা জগতাং পিতা চ বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা নেদানীং প্রলয়ক্ষমঃ ॥ ৯
এতে বিষয়িণঃ সর্ব্বে কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আজ্ঞাবহাশ্চ সততং দিক্‌পালাশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥ ১০
তস্যৈবাজ্ঞাবহো ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ কর্ম্মণাং নৃণাম্।
ভ্রমন্তি বিষয়ে শশ্বন্মোহিতা মায়য়া হরেঃ ॥ ১১
অহং ন পাতা ন স্রষ্টা ন সংহর্ত্তা চ জীবিনাম্।
নির্লিপ্তোঽহং তপস্বী চ হরেরারাধনোন্মুখঃ ॥ ১২

সমর্থ হয় না। ৪। যাহারা কৃষ্ণপরায়ণ কৃষ্ণের স্মরণমাত্রেই তাঁহারা নিরাপদ হন, সুর ও মুনিগণের মধ্যে কেহই তাঁহাদের অনিষ্ট করিতে সমর্থ নহে। ৫। কিন্তু সম্প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছায় সহসা সমুত্থিত সুর-মুনিগণের কোপাগ্নি ও স্তম্ভনাদির স্থান কোথায়? ঐ কোপানল যদি ভূমিতে থাকে সমস্ত শস্য দগ্ধ হইবে। জলে থাকিলে জল উষ্ণ হইয়া জলজন্তু বিনাশ করিবে। ৬-৭। হে বিধাতঃ! প্রলয়াগ্নিস্বরূপ এই কোপবহ্নি স্থলে থাকিলে জন্তুগণ ও বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিবে, অতএব ইহাদের সমুচিত স্থান বিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ৮। তুমি জগতের স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা প্রভু এবং কালাগ্নি রুদ্ররূপে সংহর্ত্তা, এখনই এইরূপ প্রলয় হওয়া উচিত নহে। ৯। এই সমস্ত বিষয়ভোগী দিক্‌পতি দিক্‌পালগণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সতত আজ্ঞাবহ। ১০। মনুষ্যগণের সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্মও তাঁহার আজ্ঞাবহ, হরির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলে নিরন্তর বিষয়াভিলাষে ভ্রমণ করিতেছে। ১১। আমি জীব-

সংহারবিষয়ং মহ্যং শ্রীকৃষ্ণশ্চ পুরা দদৌ।
দত্ত্বা রুদ্রায় তদহং তপস্যাসু রতো হরেঃ॥ ১৩
তদর্চ্চনেন ধ্যানেন তপসা পূজনেন চ।
স্তবেন কবচেনৈব নামমন্ত্রজপেন চ॥ ১৪
মৃত্যুঞ্জয়োঽহমধুনা ন চ কালাদ্ভয়ং মম।
কালঃ সংহরতে সর্ব্বং মাং বিনা চ তথেশ্বরম্॥ ১৫
পুরা সর্ব্বাদিসর্গে চ কস্যচিৎ স্রষ্টুরেব চ।
ভালোদ্ভবাশ্চ তে রুদ্রাস্তেষ্বেকোঽহঞ্চ শঙ্করঃ॥ ১৬
কল্পশ্চ ব্রহ্মণঃ পাতে লয়ে প্রাকৃতিকে তথা।
সর্ব্বে নষ্টা বিষয়িণো ন ভক্তাশ্চ যথেশ্বরঃ॥ ১৭
অসংখ্যব্রহ্মণঃ পাতঃ কল্পশ্চাসঙ্খ্য এব চ।
সমতীতঃ কতিবিধো ভবিতা বা পুনঃ পুনঃ॥ ১৮
শ্রীকৃষ্ণস্য নিমেষেণ ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ।
তত্র প্রাকৃতিকাঃ সর্ব্বে তিরোভূতাঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১৯

গণের স্রষ্টা, পালক ও সংহর্ত্তা নহি। আমি নির্লিপ্ত তপস্বী এবং হরির আরাধনে রত। ১২। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সংহারকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মদীয় অপর এক অংশ রুদ্রকে উহা সমর্পণ করিয়া হরির তপস্যায় তৎপর হইয়াছি। ১৩। তাঁহার পূজা, ধ্যান, তপ, সেবা, স্তব, কবচ ও নামমন্ত্র জপ প্রভৃতি দ্বারা এখন আমি মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি, কাল হইতে আমার ভয় নাই। কাল আমি ও প্রভু কৃষ্ণ ব্যতীত সকলকেই সংহার করে। ১৪-১৫। পুরাকালে আদি সৃষ্টিতে কোন এক স্রষ্টার ললাটসম্ভূত রুদ্রগণের মধ্যে আমি একজন, আমার নাম শঙ্কর। ১৬। প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার পতন হয়; সৃষ্টি হইতে ব্রহ্মার লয় পর্য্যন্ত কালের নাম কল্প; তাহাতে প্রভু কৃষ্ণ এবং তাঁহার ভক্তগণ ব্যতিরেকে সমস্ত বিষয়ী বিনষ্ট হয়। ১৭। এইরূপ ব্রহ্মার পতন ও কল্প অসংখ্য, এ পর্য্যন্ত অনেক কল্প অতীত হইয়াছে; অতঃপর অনেক অতীত হইবে। ১৮। শ্রীকৃষ্ণের

ন প্রাকৃতো ন বিষয়ী নিত্যদেহী চ বৈষ্ণবঃ।
হরের্ব্বরেণামরোঽহং শিবাধারস্ততস্ততঃ॥ ২০
জলপ্লুতঞ্চ বিশ্বৌঘং লয়ে প্রাকৃতিকে ধ্রুবম্।
আব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং পরং কৃষ্ণালয়ং বিনা॥ ২১
সর্ব্বা দেব্যো বিলীনাশ্চ কৃষ্ণঃ সত্যং সুনিশ্চিতম্।
সর্ব্বে পুমাংসো লীনাশ্চ সত্যে নিত্যে সনাতনে॥ ২২
অহং কৃষ্ণশ্চ প্রকৃতিঃ পার্শ্বদপ্রবরো হরেঃ।
নিত্যং নিত্যা বিদ্যমানা গোলোকে চ নিরাময়ে॥ ২৩
এক ঈশো ন দ্বিতীয় ইতি সর্ব্বাদিসর্গতঃ।
নহি নশ্যন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রকৃতিঃ প্রাকৃতে লয়ে॥ ২৪
তস্য ভক্তোত্তমানাঞ্চ সততং স্মরণেন চ।
আয়ুর্ব্ব্যয়ো নহি ভবেৎ কথং মৃত্যুর্ভবিষ্যতি॥ ২৫
ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
তেষাং ভক্তোত্তমানাঞ্চ সততং স্মরণেন চ॥ ২৬

এক নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন হয়, তাহাতে সকল প্রাকৃতিক পদার্থ পুনঃ পুনঃ তিরোহিত হইয়া থাকে। ১৯। বৈষ্ণব প্রাকৃত বা বিষয়ী নহে,—নিত্যদেহী, আমি হরির বরে অমর এবং ক্রমশঃ মঙ্গলের আধার স্বরূপ হইয়াছি। ২০। প্রাকৃতিক লয় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণের আলয় গোলোক ব্যতিরেকে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অনন্ত বিশ্ব জলপ্লাবিত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ২১। কৃষ্ণই নিত্য সত্য, সমস্ত দেবদেবী ও সকল পুরুষ সেই নিত্য সনাতন সত্যে বিলীন হয়। ২২। নিরাময় গোলোকে আমি ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তৎপ্রকৃতি এবং হরির পার্শ্বদপ্রবরগণ নিত্য বিদ্যমান। ২৩। সকলের প্রথম সৃষ্টিকালে অদ্বিতীয় একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন, প্রাকৃত প্রলয়ে তাঁহার ভক্তগণ ও প্রকৃতি বিনষ্ট হয় না। ২৪। তাঁহার উত্তম ভক্তগণের নিরন্তর হরিস্মরণ-প্রভাবে জীবনের হ্রাস হয় না, তবে কি প্রকারে তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে। ২৫। বাসুদেব-ভক্তগণের কদাচ অশুভ হয় না। বাসুদেবের

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং নাপ্যুপজায়তে।
অত্র কল্পে ভবান্ ব্রহ্মা ব্যবস্থাতা চ কর্ম্মসু ॥ ২৭
স্থলং কোপানলানাঞ্চ বিধানং যদ্বিধে কুরু।
শম্ভোশ্চ বচনং শ্রুত্বা কম্পিতঃ কমলাসনঃ।
স্থলঞ্চকার বহ্নীনামাজ্ঞয়া শঙ্করস্য চ ॥ ২৮

ব্রহ্মোবাচ

জ্বরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ॥ ২৯
ভবে ভবতু সর্ব্বত্র ভবকোপানলোঽধুনা।
প্রাকৃতেষু চ দেহেষু ব্যাপারোঽস্য ময়া কৃতঃ॥ ৩০
মম কোপানলঃ শম্ভো সংস্কৃতাগ্নির্দ্বিজস্য চ।
ভবে ভবতু সর্ব্বত্র ব্যাপারোঽস্য ময়া কৃতঃ ॥ ৩১
শেষস্য কোপবহ্নিশ্চ শেষাস্যেঽস্ত্বধুনা শিব।
যতো বিশ্বঞ্চ প্রলয়ে দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ ॥ ৩২
বহ্নের্মুখালয়ো বিশ্বে ব্যবহারাগ্নিরীশ্বরঃ।
ভবত্বেব হি সর্ব্বত্র সর্ব্বেষামুপকারকঃ ॥ ৩৩

প্রধান ভক্তগণের অবিরত স্মরণে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি-ভয় থাকে না। এই কল্পে তুমি ব্রহ্মা এবং সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থাকর্ত্তা হইয়াছ। অতএব হে বিধাতঃ! এই কোপানলের স্থান বিধান কর। কমলাসন ব্রহ্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পমান হইলেন এবং মহাদেবের আজ্ঞানুসারে অনলের স্থান বিধান করিলেন। ২৬-২৮।

ব্রহ্মা কহিলেন।—আমার ব্যবস্থায় সম্প্রতি মহাদেবের কোপানল ত্রিপাদ, ত্রিমস্তক, ষড়্ভুজ, নবলোচন, ভস্মপ্রহরণ, ভয়ঙ্কর কালান্তক যমরূপ জ্বরে পরিণত হইয়া সংসারের সর্ব্বত্র প্রাকৃত লোকের দেহে ক্রিয়া করুক। ২৯-৩০। হে শম্ভো! আমার কোপানল দ্বিজগণের সংস্কৃতাগ্নি হউক, এইভাবে সংসারে সর্ব্বত্র ইহার ব্যাপার বিধান করিলাম। ৩১।

ধর্ম্মাস্যকোপবহ্নিশ্চ কৃষ্ণাগ্নিশ্চ ভবত্বয়ম্ ।
অধর্ম্মং কুর্ব্বতাং সর্ব্বং দাহনঞ্চ করিষ্যতি ॥ ৩৪
সূর্য্যকোপানলশ্চায়ং দাবাগ্নিশ্চ বনেষু চ ।
স্থিতিরস্য তরোঃ স্কন্ধে তদ্ভক্ষ্যাঃ পশুপক্ষিণঃ ॥ ৩৫
চন্দ্রকোপানলো বিশ্বে কামিনাং বিরহানলঃ ।
দম্পত্যোর্ব্বিরহে শশ্বদ্ধক্ষ্যতি স্ম দ্বয়োস্তনুম্ ॥ ৩৬
ইন্দ্রকোপানলঃ সদ্যো বজ্রাগ্নিশ্চ বভূব হ ।
উপেন্দ্রস্যানলশ্চৈব বিদ্যুদেব ভবত্বয়ম্ ॥ ৩৭
রুদ্রাণামাস্যবহ্নিশ্চ মহোল্কাগ্নির্ভবত্বয়ম্ ।
গণেশাগ্নিঃ পৃথিব্যান্ত যথাস্থানে তু তিষ্ঠতি ॥ ৩৮
যত্র তিষ্ঠেত্তদূষরমেবমেবং বিদুর্বুধাঃ ।
স্কন্দকোপানলশ্চৈব রণাস্ত্রাগ্নির্বভূব হ ॥ ৩৯
কামেতরাণাং দেবানাং মুনীনাঞ্চ মুখানলঃ ।
জগ্রাহৌর্ব্বমুনিস্তত্র তেজসি ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৪০

হে শিব! অনন্তের কোপানল এখন উহার মুখেই অবস্থিতি করুক, প্রলয় সময়ে উহা গোময়পিণ্ডবৎ বিশ্বকে দগ্ধ করিবে। ৩২। হে ঈশ্বর! ভগবান্ বহ্নির মুখনির্গত কোপানল এই সংসারে সর্ব্বত্র সকলের উপকারক নিত্য ব্যবহার্য্য অগ্নিরূপে পরিণত হউক। ৩৩। ধর্ম্মের ও কৃষ্ণের মুখনির্গত কোপাগ্নি অধর্ম্মকারি-জনগণের সর্ব্বস্ব দাহ করুক। ৩৪। সূর্য্যের কোপাগ্নি বনে দাবাগ্নি হউক, উহা তরুর স্কন্ধে অবস্থিতি করুক, এবং পশুপক্ষিগণ উহার ভক্ষ্য হউক। ৩৫। এই সংসারে চন্দ্রের কোপানল কামীদিগের বিরহানল হউক এবং উহা দম্পতির পরস্পর বিরহে উভয়েরই শরীর দাহ করুক। ৩৬। ইন্দ্রের কোপানল সাক্ষাৎ বজ্রাগ্নি হউক, এবং উপেন্দ্রের কোপানল বিদ্যুৎ হউক। ৩৭। রুদ্রগণের মুখাগ্নি ভীষণ অগ্নিময় উল্কা হউক। গণেশের কোপাগ্নি পৃথিবীর যে স্থানে থাকিবে বিজ্ঞগণ বলেন সেই ভূমি অনুর্ব্বর হইবে। আর কার্ত্তিকের কোপানল সমরক্ষেত্রে অস্ত্রাগ্নি হউক। ৩৮-৩৯।

স্বদক্ষিণোরৌ স মুনিঃ সংস্থাপ্য বেদমন্ত্রতঃ।
ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য শঙ্করং তপসে যযৌ॥ ৪১
কালেন তস্মান্নিঃসৃত্য সমুদ্রে বাড়বানলঃ।
স বভূব পুরা পুত্র পরমৌর্ব্বানলঃ স্বয়ম্॥ ৪২
কামাগ্নিমুল্বনং দৃষ্ট্বা বিচিন্ত্য মনসা বিধিঃ।
সমালোচ্য সুরৈঃ সার্দ্ধং মুনীন্দ্রৈঃ সহ সংসদি॥ ৪৩
আজুহাব স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ সুব্রতাশ্চ পতিব্রতাঃ।
আযযুর্যোষিতঃ সর্ব্বাস্তা উচুঃ কমলোদ্ভবম্॥ ৪৪

স্ত্রিয় উচুঃ

কিমস্মান্ ব্রূহি ভগবন্ শাধি নঃ করবাম কিম্।
আলোচ্য মনসা সর্ব্বং দেহি ভারং বয়ং স্ত্রিয়ঃ॥ ৪৫

ব্রহ্মোবাচ

গৃহীত্বা মদনাগ্নিঞ্চ মৈথুনে সুখদায়কম্।
বিশ্বে চ যোষিতঃ সর্ব্বাঃ শশ্বৎকামা ভবন্তু চ॥ ৪৬

কাম ব্যতীত অন্যান্য দেব এবং মুনিগণের মুখানল ব্রহ্মার পুত্র ঔর্ব্ব মুনি নিজের তেজে ধারণ করুন। ৪০। অনন্তর ঔর্ব্ব মুনি বেদমন্ত্র প্রভাবে নিজ দক্ষিণ উরুদেশে উহা স্থাপন করিয়া মহাদেব ও ব্রহ্মাকে নমস্কারপূর্ব্বক তপস্যা করিতে গমন করিলেন। ৪১। হে পুত্র! কালক্রমে ঐ ঔর্ব্ব-রক্ষিত অনল তাঁহার নিকট হইতে স্বয়ং নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রে বাড়বানল হইল। ৪২। বিধাতা সেই সভায় কামাগ্নিকে অতিশয় প্রবল দেখিয়া মনে মনে বিবেচনাপূর্ব্বক দেবতা এবং মুনিগণের সহিত আলোচনা করিয়া সুব্রতা পতিব্রতা কামিনীদিগকে আহ্বান করিলেন। সমস্ত নারী তথায় উপস্থিত হইয়া কমলোদ্ভব ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিল। ৪৪।

কামিনীগণ কহিল।—হে ভগবন্! আমরা কি করিব আজ্ঞা করুন; আমরা অবলা নারী ইহা মনে মনে বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যভার অর্পণ করুন। ৪৫।

ব্রহ্মা বলিলেন।—এই সংসারে মৈথুনে সুখদায়ক মদনাগ্নিকে গ্রহণ

ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা কোপরক্তাস্যলোচনাঃ।
তমূচুর্যোষিতঃ সর্ব্বা ভয়ং ত্যক্ত্বা চ সংসদি॥ ৪৭

স্ত্রিয় ঊচুঃ

ধিক্ ত্বাং জগদ্বিধিং ব্যর্থং চকার পরমেশ্বরঃ।
অপূজ্যো মোহিনীশাপাৎ পুত্রশাপেন সাম্প্রতম্॥ ৪৮
গৃহীত্বা মদনাগ্নিঞ্চ পুরুষাশ্চ তথা স্ত্রিয়ঃ।
নিত্যং দহন্তি সততং বাস্তবং দুঃসহং পরম্॥ ৪৯
তদেকভাগঃ পুরুষে ত্রিভাগশ্চাপি যোষিতি।
তেন দগ্ধাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাশ্চাস্মাকমপরেণ কিম্॥ ৫০
সমর্পণঞ্চেৎ পুরুষে যত্যস্মাসু স্মরানলঃ।
ভস্মীভূতং করিষ্যামো রক্ষিতা কো ভবেত্তব॥ ৫১
পতিব্রতাবচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ শিবঃ স্বয়ম্।
হিতং সত্যং নীতিসারং পরিণামসুখাবহম্॥ ৫২

করিয়া সমস্ত নারী নিত্য কামকার্য্যে রত হউক। ৪৬। সেই সভায় ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া নারীগণ ক্রোধে রক্তমুখ ও অরুণ লোচন হইয়া ভয় পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে বলিল। ৪৭।

কামিনীগণ কহিল।—তোমায় ধিক্, পরমেশ্বর তোমাকে বৃথা জগদ্বিধাতা করিয়াছেন। তুমি পূর্ব্বে পুত্রশাপে অপূজ্য হইয়াছ; সম্প্রতি মাদৃশ নারীশাপে অপূজ্য হও। ৪৮। বস্তুতঃ পুরুষ ও নারীগণ অত্যন্ত দুঃসহ মদনানল গ্রহণ করিয়া নিত্য নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। ৪৯। সেই কামানলের এক ভাগ পুরুষে আর তিন ভাগ স্ত্রীজাতিতে বিদ্যমান, তাহাতেই সমস্ত নারীজাতি দগ্ধ হইতেছে; আমাদের দুঃখসম্বন্ধে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে। ৫০। ইহার পরও যদি পুরুষজাতি ও রমণীদিগকে আবার কামানল অর্পণ কর, তবে আমরা তোমাকে ভস্মসাৎ করিব, দেখি কে তোমাকে রক্ষা করে। ৫১। পতিব্রতা নারীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাদেব ব্রহ্মাকে পরিণাম-সুখাবহ হিতজনক নীতিসার সত্য বাক্য কহিলেন। ৫২।

শ্রীমহাদেব উবাচ

ত্যজ দ্বন্দ্বং মহাভাগ সুব্রতাভিঃ সহাধুনা।
পতিব্রতানাং তেজশ্চ সর্ব্বেভ্যশ্চ পরং ভবেৎ॥ ৫৩
নির্ম্মাণং কুরু দেবেন্দ্র কৃত্যাং স্ত্রীজাতিমীশ্বর।
তস্যৈ দেহি দুঃখবীজং কামকোপানলং পরম্॥ ৫৪
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা সত্বরং জগতাং বিধিঃ।
সসৃজে তৎক্ষণং মূর্ত্তিং স্ত্রীরূপাং সুমনোহরাম্॥ ৫৫
অহো রূপমহো বেশমহো অস্যা নবং বয়ঃ।
অহো বক্ষঃ কটাক্ষঞ্চ মুনীনাং মোহয়ন্মনঃ॥ ৫৬
অহো সুকঠিনং চারু স্তনযুগ্মং সুবর্ত্তুলম্।
বিচিত্রং কঠিনং স্থূলং শ্রোণিযুগ্মঞ্চ সুন্দরম্॥ ৫৭
নিতম্বযুগ্মং বলিতং চক্রাকারং সুকোমলম্।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভং সর্ব্বাবয়বমীপ্সিতম্॥ ৫৮
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুবিনিন্দাস্যং সুশোভনম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং বস্ত্রেণাচ্ছাদিতং মুদা॥ ৫৯

মহাদেব কহিলেন।—হে মহাভাগ! এক্ষণে সুব্রতা রমণীগণের সহিত বিবাদ পরিত্যাগ কর। পতিব্রতাদিগের তেজ অপর সকলের তেজ অপেক্ষা প্রবল। ৫৩। হে সুরসত্তম! হে ঈশ্বর! নারীমূর্ত্তিরূপ কৃত্যা-অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দুঃখবীজস্বরূপ দুঃসহ কামকোপানল তাহাতে বিন্যস্ত কর। ৫৪। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর অতি মনোহর স্ত্রীরূপ মূর্ত্তি সৃজন করিলেন। ৫৫। অহো! সেই নারীর কি রূপ, কি বেশ, কেমন নবীন বয়স, কি বক্ষঃ, কি কটাক্ষ, যোগীদিগেরও মন হরণ করে। ৫৬। অহো! ইহার কি চমৎকার কঠিন মনোজ্ঞ সুগোল স্তনযুগল; শ্রোণিযুগলও কি চমৎকার, বিচিত্র, কঠিন, স্থূল ও সুন্দর। ৫৭। তাহার নিতম্বযুগল বলিত, চক্রাকার ও সুকোমল; বর্ণ শ্বেত চম্পকপুষ্পের ন্যায় এবং সকল অবয়বই লোভনীয়। ৫৮। শরৎকালের কোটি কোটি পূর্ণচন্দ্র বিনিন্দিত তদীয়

বপুঃ সুকোমলং চারুং নাতিদীর্ঘং ন বর্ব্বরম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং রত্নভূষণৈর্ভূষিতং সদা॥ ৬০
দাড়িম্বকুসুমাকারং সান্দ্রং সিন্দূরসুন্দরম্।
কস্তূরীবিন্দুনা সার্দ্ধং স্নিগ্ধচন্দনবিন্দুভিঃ॥ ৬১
পক্কবিম্বফলাকারমধরৌষ্ঠপুটং পরম্।
দন্তপঙ্‌ক্তিযুগঞ্চৈব দাড়িম্ববীজসন্নিভম্॥ ৬২
সুচারু কবরীভারং মালতীমাল্যমণ্ডিতম্।
তস্যৈ দদৌ চ কামাগ্নিং দৃষ্ট্বা তাং কমলোদ্ভবঃ॥ ৬৩
দৃষ্ট্বা সা চন্দ্ররূপঞ্চ কামোন্মত্তা বিচেতনা।
কৃত্বা কটাক্ষং স্মেরাস্যা মাং ভজস্বেত্যুবাচ সা ৬৪
সস্মিতঃ প্রযযৌ চন্দ্রো লজ্জয়া চ সভাতলাৎ।
কামং দৃষ্ট্বা চ চকমে কামার্ত্তা সা গতত্রপা॥ ৬৫
দুদ্রাব কামস্তস্মাচ্চ তৎপশ্চাৎ সা দধাব চ।
জহসুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ মুনয়শ্চাপি সংসদি॥ ৬৬

সুশোভন ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুপ্রসন্ন বদন সাদরে বস্ত্রাবৃত করিয়া কেমন শোভা ধারণ করিতেছে। ৫৯। ঐ নারীমূর্ত্তির নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব শরীর অতি সুকোমল, সুন্দর, বহ্নিশুদ্ধ বিশদবস্ত্রে পরিবৃত এবং রত্নভূষণে বিভূষিত। উহার ললাট দাড়িম্ব কুসুমাকার ঘন সিন্দূরে শোভিত এবং কস্তূরীবিন্দু ও স্নিগ্ধচন্দন-বিন্দুতে চর্চ্চিত। পক্ক বিম্বফলাকার অধর ও ওষ্ঠপুট, দন্তপংক্তিদ্বয় দাড়িম্ববীজ সদৃশ এবং তাহার সুন্দর কেশ-কবরী মালতী মালায় বিভূষিত। কমলযোনি ব্রহ্মা সেই কামিনীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে কামাগ্নি প্রদান করিলেন। ৬০-৬৩। সেই কামিনী চন্দ্রের রূপ নয়নগোচর করিয়া কামোন্মত্তা ও বিচেতনা হইল এবং ঈষৎ হাস্যসহকারে কটাক্ষবিক্ষেপ করিয়া 'আমাকে ভজ' এই কথা চন্দ্রকে কহিল। ৬৪। চন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া লজ্জায় সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কামদেবকে দেখিয়া কামাতুরা সেই কামিনী লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক কন্দর্পকে কামনা করিল। ৬৫।

লজ্জিতা যোষিতঃ সর্ব্বাস্তাং বারয়িতুমক্ষমাঃ।
সর্ব্বে চক্রুঃ পরীহাসং স্ত্রীবর্গং শঙ্করাদয়ঃ॥ ৬৭
কামং ন লব্ধ্বা সা চ স্ত্রী নিবৃত্যাগত্য সংসদি।
তমশ্বিনীকুমারঞ্চাপ্যুবাচ সুরসন্নিধৌ॥ ৬৮

কৃত্যাকামিন্যুবাচ

মাং ভজস্ব রবেঃ পুত্র প্রিয়াং রসবতীং মুদা।
শৃঙ্গারে সুখদাং শান্তাং পরাং মামাতুরাং বরাম্॥ ৬৯
ত্বয়া সার্দ্ধং ভ্রমিষ্যামি সুন্দরে গহনে বনে।
রহসি রহসি ক্রীড়াং করিষ্যামি দিবানিশম্॥ ৭০
মধুপানঞ্চ দাস্যামি বাসিতং চামলং জলম্।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং ভোগবস্তু মনোহরম্॥ ৭১
শয্যাং মনোরমাং কৃত্বা সপুষ্পচন্দনার্চ্চিতাম্।
ভগবন্তং করিষ্যামি পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতম্॥ ৭২

মদনও সেই স্থান হইতে দ্রুত পলায়ন করিলেন, সেই কামিনীও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমানা হইল। সভাস্থ দেবতাগণ ও মুনিগণ তাহা দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ৬৬। তাহাকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া সমস্ত নারীরা অতিশয় লজ্জিতা হইল; শঙ্করপ্রমুখ অমরগণ তাহাদিগকে পরিহাস করিতে লাগিলেন। ৬৭। সেই কামিনী কামদেবকে না পাইয়া সভায় প্রতিনিবৃত্তা হইল এবং সকল দেবতাদিগের সমক্ষে অশ্বিনীকুমারকে কহিল। ৬৮।

কৃত্যারূপিণী কামিনী কহিল।—হে সূর্য্যপুত্র! রসবতী, শৃঙ্গারসুখদায়িনী, শান্তা, অত্যন্ত কামাতুরা, উৎকৃষ্টা, প্রিয়া আমাকে আহ্লাদ সহকারে ভজনা কর। ৬৯। আমি তোমার সহিত সুন্দর গহনবনে ভ্রমণ ও দিবানিশি বিজনে ক্রীড়া করিব। পানার্থ মদ্য, সুবাসিত নির্ম্মল জল, কর্পূর মিশ্রিত তাম্বূল এবং মনোহর ভোগ্যবস্তু প্রদান করিব। পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত মনোহর শয্যা প্রস্তুত করিয়া, তোমাকে পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত করিব। ৭০—৭২।

কুমার উবাচ

বচনং বদ বামে মামাত্মনো হৃদয়ঙ্গমম্ ।
বিহায় কপটং কান্তে কপটং ধর্ম্মনাশনম্ ॥ ৭৩
স্ত্রীধর্ম্মং স্ত্রীমনস্কামং স্ত্রীস্বভাবঞ্চ কীদৃশম্ ।
তদাচারং কতিবিধং তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭৪

কামিন্যুবাচ

অশ্বিনীজবচঃ শ্রুত্বা কামার্ত্তা তমুবাচ সা ।
কামার্ত্তানাং ক্ক লজ্জা চ ক্ক ভয়ং মানমেব চ ॥ ৭৫
স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি দূতী তদুত্তমা ।
তেনৈব যুবতীনাঞ্চ সতীত্বমুপজায়তে ॥ ৭৬
সুবেশং কামুকং দৃষ্ট্বা কামিনী মদনাতুরা ।
তদ্গাত্রঞ্চ পুলকিতং যোনৌ কণ্ডুয়নং পরম্ ॥ ৭৭
বিচেতনা ভবেৎ সা চ কামজ্বরপ্রপীড়িতা ।
সর্ব্বং ত্যজতি তদ্ধেতোঃ পুত্রং কান্তং গৃহং ধনম্ ॥ ৩৮
লব্ধ্বা যুবানং পুরুষং দেশত্যাগং করোতি সা ।
তদুত্তমং পুনর্লব্ধ্বা তং ত্যজেৎ সা ক্ষণেন চ ॥ ৭৯

কুমার কহিলেন।—অয়ি বামে-কান্তে! ধর্ম্মনাশক কপটভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাকে তোমার মনোগত বাক্য বল। ৭৩। স্ত্রীর ধর্ম্ম কীদৃশ, মনস্কাম কি প্রকার, স্বভাব কিরূপ এবং তাহার আচার কয় প্রকার এই সমস্ত আমাকে বল। ৭৪।

অশ্বিনীকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কামার্ত্তা কামিনী তাহাকে কহিল,—কামার্ত্তদিগের লজ্জা, ভয় এবং মানের গৌরব কোথায় । ৭৫। কামিনী আরও কহিল।—স্থান, কাল ও উত্তম দূতী পায় না বলিয়াই যুবতীগণের সতীত্ব রক্ষা হয়। ৭৬। সুবেশ কামুক পুরুষ দর্শনে কামিনী মদনাতুরা হয়, তাহার গাত্র পুলকিত ও যোনিপ্রদেশে কণ্ডু উপস্থিত হইয়া থাকে। কামজ্বরে পীড়িতা হইয়া সে চেতনা হারায়। সে পুরুষের জন্য পুত্র, কান্ত, গৃহ এবং সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে। যুবা পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া

বিষং দাতুং সমর্থা সা স্বামিনং গুণিনাং বরম্।
ম্লেচ্ছং যুবানং সংপ্রাপ্য সর্ব্বস্বং দাতুমুৎসুকা ॥ ৮০
ত্যজেৎ কুলভয়ং লজ্জাং ধর্ম্মং বন্ধুং যশঃ শ্রিয়ম্।
সম্প্রাপ্য রতিশূরঞ্চ যুবানং সুরতোন্মুখম্ ॥ ৮১
সুদৃশ্যং সুন্দরমুখং শশ্বন্মধুরিতং বচঃ।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং কো বা জানাতি তন্মনঃ ॥ ৮২
বিদ্যুচ্ছটা জলে রেখা চাস্থিতা চ যথাম্বরে।
তথাঽস্থিরা চ কুলটাপ্রীতিঃ স্বপ্নঞ্চ তদ্বচঃ ॥ ৮৩
কুলটানাং ন সত্যঞ্চ ন চ ধর্ম্মো ভয়ং দয়া।
ন লৌকিকং ন লজ্জা স্যাজ্জারচিন্তা নিরন্তরম্ ॥ ৮৪
স্বপ্নে জাগরণে চৈব ভোজনে শয়নে সদা।
নিরন্তরং কামচিন্তা জারে স্নেহো ন চান্যতঃ ॥ ৮৫
কুলটা নরঘাতিভ্যো নির্দ্দয়া দুষ্টমানসা।
জারার্থে চ সুতং হন্তি বান্ধবস্য চ কা কথা ॥ ৮৬

সেই নারী দেশত্যাগ করে। কিন্তু পুনর্ব্বার যদি তদপেক্ষা উত্তম পুরুষ পায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বগৃহীত পুরুষ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সে যুবা ম্লেচ্ছ উপপতি পাইলেও তাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে এবং অতিশয় গুণবান্ পণ্ডিত স্বামীকেও বিষপ্রদান করিতে উদ্যত হয়।৭৭-৮০। রতিকুশল সুরততৎপর যুবা পুরুষ পাইলে সে কুলভয়, লজ্জা, ধর্ম্ম, বন্ধু, যশ ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করে। ৮১। নারী স্বভাবতঃ সুদৃশ্য, তাহার আনন অতি মনোহর, বাক্যগুলি নিরন্তর মধুমাখা, কিন্তু হৃদয় ক্ষুরধার সদৃশ, তাহার মন জানিতে কেহই সমর্থ হয় না। ৮২। যেমন আকাশে বিদ্যুৎছটা এবং জলে অঙ্কিত রেখা অস্থিরা, সেইরূপ কুলটার প্রীতি অস্থির, আর তাহার বাক্য স্বপ্ন সদৃশ অলীক। ৮৩। কুলটা স্ত্রীদিগের সত্য, ধর্ম্ম, ভয়, দয়া, লোকাচার, লজ্জা ইত্যাদির লেশমাত্র নাই; সে কেবল নিরন্তর উপপতির চিন্তায় তৎপরা থাকে। তাহার স্বপ্নে, জাগরণে, ভোজনে, শয়নে সকল সময়ে কেবল নিরন্তর কামচিন্তা এবং

ন হি বেদা বিদন্ত্যেবং কুলটাহৃদয়ঙ্গমম্।
কথং দেবাশ্চ মুনয়ঃ সন্তো জানন্তি নিশ্চয়ম্॥ ৮৭

রতিশূরং প্রিয়ং দৃষ্ট্বা ক্ষীরং ঘৃতমিবাচরেৎ।
গতে বয়সি জীর্ণং তং বিষং দৃষ্ট্বা ত্যজেৎ ক্ষণাৎ॥ ৮৮

ন বিশ্বসেয়ুস্তাং দুষ্টাং তস্মাৎ সন্তো হি সন্ততম্।
ন রিপুঃ পুরুষাণাঞ্চ দুষ্টাস্ত্রীভ্যঃ পরো ভুবি॥ ৮৯

বিষং মন্ত্রাদুপশমং জলাদ্বহ্নিশ্চ নিশ্চিতম্।
অগ্নেশ্চ কণ্টকোচ্ছিন্নং দুর্জ্জনঃ স্তবনাদ্বশঃ॥ ৯০

লুব্ধো ধনেন রাজা চ সেবয়া সততং বশঃ।
মিত্রং স্বচ্ছস্বভাবেন ভয়েন চ রিপুর্ব্বশঃ॥ ৯১

আদরেণ বশো বিপ্রো যুবতী প্রেমভাবতঃ।
বন্ধুর্ব্বশঃ সমতয়া গুরুঃ প্রণতিভিঃ সদা॥ ৯২

তাহার উপপতিতেই স্নেহ, অন্য কুত্রাপি নয়। ৮৪—৮৫। কুলটা স্ত্রী নরহত্যাকারী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা নির্দ্দয় ও দুষ্টহৃদয়; উপপতির জন্য নিজ তনয়েরও প্রাণবধ করে, বন্ধুবধের ত কথাই নাই। ৮৬। বেদ সকলও কুলটার মনোগত অভিপ্রায় নিশ্চয়রূপে জানিতে পারে না, দেবতা, মুনি ও সাধুগণ কিরূপে তাহা জানিবেন। ৮৭। রতিপণ্ডিত প্রিয়কে দেখিয়া সে দুগ্ধ ঘৃতের ন্যায় আদর করে, কিন্তু বয়স অতীত হইলে সেই জীর্ণ পুরুষকে বিষজ্ঞানে অবিলম্বে পরিত্যাগ করে। ৮৮। এই সংসারে দুষ্টা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের প্রধান রিপু আর কেহ নাই, অতএব সজ্জনগণ সেই দুষ্টাকে কখনই বিশ্বাস করিবেন না। ৮৯। মন্ত্রদ্বারা বিষের উপশম হয়, জল সেকে বহ্নি নিঃসংশয় নির্ব্বাপিত হয়, অগ্নিতে পথের কণ্টক দগ্ধ হইলে পথ সুগম হয়, স্তব করিলে দুর্জ্জন বশীভূত হয়; ধনদ্বারা লুব্ধব্যক্তি আয়ত্ত হয়, নিরন্তর সেবায় রাজা অনুকূল হন, বিশুদ্ধ ব্যবহারে মিত্র বশীভূত হয়, ভয়ে শত্রু বশতাপন্ন হয়; আদর পাইলে ব্রাহ্মণ বশ হন, প্রণয়ে যুবতী বশতাপন্ন হয়, সমভাব অবলম্বন করিলে বন্ধু বশীভূত হয়, প্রণিপাতে সর্ব্বদা গুরুজন বশ হন;

মূর্খো বশঃ কথায়াঞ্চ বিদ্বান্ বিদ্যাবিচারতঃ।
ন হি দুষ্টা চ কুলটা পুংসশ্চ বশগা ভবেৎ॥ ৯৩
স্বকার্য্যে তৎপরা শশ্বৎ প্রীতিঃ কার্য্যানুরোধতঃ।
ন সর্ব্বস্ত বশীভূতা বিনা শৃঙ্গারমুল্বনম্॥ ৯৪
ন প্রীত্যা ন ধনেনৈব ন স্তবান্ন চ সেবয়া।
ন প্রাণদানতো বেশ্যা বশীভূতা ভবেৎ ক্ষণম্॥ ৯৫
আহারো দ্বিগুণস্তাসাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্গুণা মন্ত্রণা তাসাং কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥ ৯৬
শশ্বৎকামা চ কুলটা ন চ তৃপ্তিশ্চ ক্রীড়য়া।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ৯৭
দিবানিশঞ্চ শৃঙ্গারং কুরুতে তৎপুমান্ যদি।
ন তৃপ্তিঃ কুলটানাঞ্চ পুমাংসং গ্রস্তুমিচ্ছতি॥ ৯৮
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং নাশা তৃপ্যতি সম্পদাম্॥ ৯৯

চাতুর্য্যযুক্ত কথা প্রসঙ্গে মূর্খ বশ হয়, বিদ্যাবিচারে বিদ্বান্ বশ হন, কিন্তু দুষ্টা কুলটা কিছুতেই পুরুষের বশতাপন্ন হয় না। সে কেবল নিজ কার্য্যে তৎপরা, কামকার্য্যানুরোধেই সে সন্তোষ প্রকাশ করে, প্রবল শৃঙ্গার ব্যতীত অপর কিছুতেই বশীভূতা হয় না। ৯০-৯৪। প্রীতি উৎপাদন, ধনদান, স্তব, সেবা, অধিক কি প্রাণদান করিলেও বেশ্যা ক্ষণকাল মাত্র বশীভূতা হয় না। ৯৫। তাহাদের আহার পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ, বুদ্ধি চতুর্গুণ, মন্ত্রণাশক্তি ষড়্গুণ, এবং কাম আটগুণ প্রবল হয়। ৯৬। কুলটা নিরন্তর কামাতুরা থাকে, কামক্রীড়ায় তাহার পরিতৃপ্তি হয় না বরং ঘৃত প্রদানে যেমন বহ্নি প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ তাহার কামনা বৃদ্ধিই হইতে থাকে। ৯৭। যদি পুরুষ দিবানিশি শৃঙ্গার করে তথাপি কুলটার পরিতৃপ্তি হয় না, সে পুরুষকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করে। ৯৮। অগ্নির যেমন কাষ্ঠরাশিতে তৃপ্তি হয় না, সমুদ্রের যেমন বহু নদীতে তৃপ্তি হয় না, যমের যেমন অনন্ত প্রাণীতেও পরিতৃপ্তি হয় না, সমস্ত সম্পত্তিতেও

ন শ্রেয়সাং মনস্তৃপ্তং বাড়বাগ্নির্ন পাথসাম্।
বসুন্ধরা ন রজসাং ন পুংসাং কুলটা তথা॥ ১০০
ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং বক্তুঞ্চ নোচিতম্।
লজ্জা বীজং যোষিতাঞ্চ নিবোধ ভাস্করাত্মজ॥ ১০১
শ্রুত্বা চ কৃত্যাস্ত্রীবাক্যং জহসুর্ম্মুনয়ঃ সুরাঃ।
চুকুপুর্যোষিতঃ সর্ব্বাঃ পদ্মাদ্যা লজ্জিতাঃ সুত॥ ১০২
লজ্জানতাননা লক্ষ্মীর্নির্যযৌ দেবমণ্ডলাৎ।
তৎপশ্চাৎ পার্ব্বতী সার্দ্ধং সরস্বত্যা নতাননা॥ ১০৩
সাবিত্রী রোহিণী স্বাহা বারুণী চ রতিঃ শচী।
সর্ব্বা বভূবুরেকত্র প্রচক্রুর্ম্মন্ত্রণাঞ্চ তাঃ॥ ১০৪
কৃত্যাস্ত্রিয়ং সমাহূয় তা উচুশ্চ ক্রমেণ চ।
রোধয়ামাসুরিষ্টং তাং সুগোপ্যমপি যোষিতঃ॥ ১০৫
তস্যা মুখে দদৌ হস্তং সুশীলা কমলালয়া।
সলজ্জিতা ভব সুতে শান্তা চেতি শুভাশিষম্॥ ১০৬

আশার যেরূপ নিবৃত্তি জন্মে না তদ্রূপ কামিনীদিগের কাম-বাসনার অবসান হয় না। ৯৯। মনের যেমন অখিল শ্রেয়োলাভেও প্রীতি হয় না, বাড়বানলের যেমন সমস্ত সমুদ্র জলে পরিতোষ হয় না, পৃথিবীর যেমন ধূলিরাশিতে পরিতৃপ্তি হয় না, সেইরূপ বহু পুরুষ সম্ভোগেও কুলটার সন্তোষের পরিসমাপ্তি হয় না। ১০০। হে সূর্য্যতনয়! এই কিঞ্চিৎমাত্র তোমায় বলিলাম, সকল কথা বলা উচিত নয়; ললনাগণের লজ্জা প্রবল, জানিবে। ১০১। হে বৎস! কৃত্যা কামিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণ ও সুরগণ হাস্য কবিলেন, পদ্মা প্রভৃতি রমণীগণ অতিশয় কুপিতা ও লজ্জিতা হইলেন। ১০২। লক্ষ্মী লজ্জায় অবনতবদনা হইয়া সুরসঙ্ঘ হইতে প্রস্থান করিলেন, তৎপর পার্ব্বতীও সরস্বতীর সহিত মুখ অবনত করিয়া তথা হইতে গমন করিলেন। ১০৩। অতঃপর সাবিত্রী, রোহিণী, স্বাহা, বারুণী, রতি, শচী প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা কৃত্যা কামিনীকে আহ্বান ও অনুরোধ করিয়া সকলে একে

সরস্বতী দদৌ তস্যৈ চাভিমানঞ্চ ধৈর্য্যতাম্।
মৌখর্য্যং বাবদূকত্বং মন্ত্রণামাত্মরক্ষণাম্॥ ১০৭
সাবিত্রী চ দদৌ তস্যৈ সৌশীল্যং চাতিদুর্লভম্।
আত্মসংগোপনঞ্চৈব গাম্ভীর্য্যং কুলতো ভয়ম্॥ ১০৮

পার্ব্বত্যুবাচ

ধিক্ ত্বাং স্বভাবকুলটাং লজ্জিতা ভব সুন্দরি।
স্বমানং গৌরবং রক্ষ হ্যস্মাকঞ্চ স্মরাতুরে॥ ১০৯
জনিং লভ পৃথিব্যাঞ্চ কায়ব্যূহং বিহায় চ।
পুংসামষ্টগুণং কামং লভস্ব চ পৃথক্ পৃথক্॥ ১১০
লজ্জাং চতুর্গুণাঞ্চাসি দ্বিগুণাং ধৈর্য্যতাং তথা।
অভোগেচ্ছাধমে গচ্ছ দূরং গচ্ছ মমান্তিকাৎ॥ ১১১
পুংসাঞ্চ দ্বিগুণঃ কামো বাস্তবীনাঞ্চ যোষিতাম্।
লজ্জা চাষ্টগুণা চাপি ধৈর্য্যতা চ চতুর্গুণা॥ ১১২

একে কহিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন—নারীগণের অভিলষিত বিষয় অতি গোপনীয় রাখা উচিত। ১০৪—১০৫। সুশীলা লক্ষ্মীদেবী তাহার মুখে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, হে বৎসে! লজ্জিতা ও শান্তা হও, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ১০৬। সরস্বতী দেবী তাহাকে অভিমান, ধৈর্য্য, মুখরতা, বাবদূকতা এবং আত্মরক্ষণ মন্ত্র প্রদান করিলেন। ১০৭। সাবিত্রীদেবী তাহাকে অতি দুর্লভ সুশীলতা, আত্মসংগোপন, গাম্ভীর্য্য ও কুলভয় প্রদান করিলেন। ১০৮।

পার্ব্বতী কহিলেন।—হে কামাতুরে! স্বভাবকুলটা তোমাকে ধিক্, হে সুন্দরি! লজ্জাশীলা হও, আপনার এবং আমাদের মান ও গৌরব রক্ষা কর। ১০৯। এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ কর এবং পুরুষ অপেক্ষা অষ্টগুণ কাম প্রাপ্ত হও; চতুর্গুণ লজ্জা ও দ্বিগুণ ধৈর্য্য লাভ কর; হে অধমে! আমার নিকট হইতে অতিশয় দূরদেশে গমন কর, আর তোমার ভোগে অনিচ্ছা হউক। ১১০—১১১। আমার আজ্ঞায় প্রাকৃতা রমণীদিগের পুরুষের

কুলধর্ম্মঃ কুলভয়ং সৌশীল্যং মানমূর্জ্জিতম্।
শশ্বৎ তিষ্ঠতু পুংস্বেব সতীষু চ মমাজ্ঞয়া ॥ ১১৩
যস্মাৎ সদসি সর্ব্বেভ্যো লজ্জাহীনঃ সুরাধমঃ।
স্ত্রীস্বভাবঞ্চ পপ্রচ্ছ যজ্ঞভাক্ ন ভবেত্ততঃ ॥ ১১৪
অদ্যপ্রভৃতি বিশ্বেষু নাগ্রাহ্যং পাপসংযুতম্।
চিকিৎসকানাং বিদুষাং ন ভক্ষ্যঞ্চ মমাজ্ঞয়া ॥ ১১৫
ইত্যেবমুক্ত্বা প্রযযুর্দ্দেব্যশ্চ সর্ব্বযোষিতঃ।
দেবাশ্চ মুনয়শ্চাপি যে চান্যে চ সমাগতাঃ ॥ ১১৬
পৃথিব্যাং কুলটাজাতির্বভূব সর্ব্বতঃ সুত।
পতিব্রতানাং স্ত্রীণাঞ্চ লজ্জা বীজস্বরূপিণী ॥ ১১৭

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
কুলটা-উৎপত্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

অপেক্ষায় দ্বিগুণ কাম, আটগুণ লজ্জা ও চতুর্গুণ ধৈর্য্য হউক; এবং আমার আদেশে সতী স্ত্রীলোকে পুরুষের মত কুলধর্ম্ম, কুলভয় সুশীলতা ও প্রবল মান সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকুক। ১১২-১১৩। সভামধ্যে যে সুরাধম লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া স্ত্রীস্বভাব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এই অপরাধে সে যজ্ঞাংশভাগী হইবে না। ১১৪। আজ হইতে আমার আজ্ঞায় চিকিৎসকগণের প্রদেয় পাপযুক্ত অন্ন বিদ্বানদিগের অগ্রাহ্য হইল। ১১৫। এই কথা বলিয়া দেবীগণ, সমস্ত রমণীগণ, দেবগণ, মুনিগণ এবং অন্যান্য সমাগত সকলেই প্রস্থান করিলেন। ১১৬। হে বৎস! পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে এইরূপে পতিব্রতা রমণীগণের লজ্জার মূলীভূতা কুলটা জাতি উৎপন্না হইল। ১১৭।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

—:-*-:—

শ্রীব্যাস উবাচ

গতে নিয়মিতে কালে গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
স্বযোগেন জহৌ দেহং ভারতে প্রাক্তনাদহো॥ ১
স জজ্ঞে শূদ্রযোনৌ চ পিতুঃ শাপেন দৈবতঃ।
বিষ্ণুপ্রসাদং ভুক্ত্বা চ বভূব ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ২
বিমুক্তস্তাতশাপেন সম্প্রাপ্য জ্ঞানমুত্তমম্।
প্রতিজন্মস্মৃতিস্তস্য কৃষ্ণমন্ত্রপ্রসাদতঃ॥ ৩
পিতুঃ সকাশাদাগত্য সম্প্রাপ্য চন্দ্রশেখরাৎ।
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রমতুলং স্বর্গমন্দাকিনীতটে॥ ৪
স্বর্গমন্দাকিনীতীরাদ্‌গুরুণা শঙ্করেণ চ।
সহিতঃ প্রযযৌ তূর্ণং পার্ব্বতীসন্নিধানতঃ॥ ৫
উবাস তত্র শম্ভুশ্চ নারদশ্চ মহামুনিঃ।
পার্ব্বতী ভদ্রকালী চ স্কন্দো গণপতিঃ স্বয়ম্॥ ৬

ব্যাস বলিলেন।—অহো! সেই নিয়মিত সময় অতীত হইলে উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলে ভারতভূমিতে যোগবলে নিজদেহ পরিত্যাগ করিলেন। ১। তিনি পিতার শাপে দেবাংশে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বিষ্ণুপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মার পুত্র হইলেন। কৃষ্ণমন্ত্রপ্রভাবে তাঁহার প্রত্যেক জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ ছিল, এক্ষণে পিতার শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ও উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়া পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং স্বর্গমন্দাকিনীতীরে মহাদেবের নিকটে অনুপম কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করিলেন। ২—৪। নারদ স্বীয় গুরু মহাদেবের সহিত স্বর্গগঙ্গাতীর হইতে অবিলম্বে পার্ব্বতী সন্নিধানে উপস্থিত

মহাকালশ্চ নন্দী চ বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্।
সিদ্ধা মহর্ষয়শ্চৈব মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ ॥ ৭
যোগীন্দ্রা জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে সমূচুঃ শম্ভুসংসদি।
যৎ স্তোত্রং কবচং ধ্যানং সুভদ্রায় চ কাননে ॥ ৮
নারায়ণর্ষির্ভগবান্ ব্রাহ্মণায় দদৌ পুরা।
পূজাবিধানং যদযচ্চ পুরশ্চরণপূর্ব্বকম্ ॥ ৯
তদেব ভগবান্ শম্ভুঃ প্রদদৌ নারদায় চ।
উবাচ শম্ভুং দেবর্ষির্যোগিনাঞ্চ গুরোর্গুরুম্।
পার্ব্বতীসন্নিধৌ তত্র নারদশ্চ মহামুনিঃ ॥ ১০

নারদ উবাচ

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকারণ।
যদ্যৎপৃষ্টং ময়া পূর্ব্বং তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১১

শ্রীমহাদেব উবাচ

যদযৎপৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ প্রত্যেকঞ্চ ক্রমেণ চ।
পুনঃ প্রশ্নং কুরু মুনে শৃণ্বন্তু মৎসভাসদঃ ॥ ১২

হইলেন। ৫। তথায় মহাদেব, মহামুনি নারদ, পার্ব্বতী, ভদ্রকালী, কার্ত্তিকেয়, স্বয়ং গণপতি সকলে উপবেশন করিলেন। ৬। মহাকাল, নন্দী, প্রতাপবান্ বীরভদ্র, সিদ্ধ মহর্ষিগণ ও সনকাদি মুনিগণ তথায় উপবেশন করিলেন। ৭। অনন্তর মহাদেবের সভায় যোগীন্দ্র জ্ঞানিগণ কহিলেন, পূর্ব্বে কানন মধ্যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষি সুভদ্র ব্রাহ্মণকে যে স্তোত্র, কবচ, ধ্যান, পূজাবিধি পুরশ্চরণপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন, ভগবান্ শম্ভু নারদকে তাহাই প্রদান করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ যোগিগণের গুরুর গুরু শম্ভুকে পার্ব্বতী সমক্ষে বলিলেন। ৮-১০।

নারদ কহিলেন।—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বকারণ ভগবন্! পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহা আমাকে বলুন। ১১।

মহাদেব বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, হে মুনে! তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা

শ্রীনারদ উবাচ

আধ্যাত্মিকঞ্চ যজ্‌জ্ঞানং বেদানাং সারমুত্তমম্।
জ্ঞানং জ্ঞানিষু সারং যৎ কৃষ্ণভক্তিপ্রদং শুভম্॥ ১৩
নির্ব্বাণমুক্তিদং জ্ঞানং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্।
তৎসিদ্ধিযোগান্মুক্তিশ্চ যোগিনামপি বাঞ্ছিতম্॥ ১৪
সংসারবিষয়ং জ্ঞানং শশ্বৎ সম্মোহবেষ্টিতম্।
আশ্রমাণাং সমাচারং তেষাং ধর্ম্মপরিস্কৃতম্॥ ১৫
চতুর্ণামপি বর্ণনাং বিধবানাং মহেশ্বর।
ভিক্ষূণাং বৈষ্ণবানাঞ্চ যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্॥ ১৬
বানপ্রস্থাশ্রমাণাং চ পণ্ডিতানাং তথৈব চ।
পতিব্রতানাং যদযচ্চ শ্রীকৃষ্ণপূজনং চ যৎ॥ ১৭
যৎ স্তোত্রং কবচং মন্ত্রং পুরশ্চরণমীপ্সিতম্।
সর্ব্বাহ্নিকমভীষ্টং চ বিপাকং কর্ম্মজীবিনাম্॥ ১৮
সংসারবাসনাবদ্ধং লক্ষণং প্রকৃতীশয়োঃ।
তয়োঃ পরং বা যদ্ব্রহ্ম তস্যাবতারবর্ণনম্॥ ১৯
কস্তৎকলাবতীর্ণশ্চ কস্তদংশস্তথৈব চ।
পরিপূর্ণতমঃ কশ্চ কঃ পূর্ণঃ কঃ কলাংশকঃ॥ ২০

করিয়াছিলে, যথাক্রমে পুনর্ব্বার তাহা জিজ্ঞাসা কর, আমার সভাসদ্‌গণ তাহা শ্রবণ করুক। ১২।

নারদ কহিলেন।—বেদের সারভূত উত্তম আধ্যাত্মিক জ্ঞান, জ্ঞানিগণের সারভূত শুভ কৃষ্ণভক্তিপ্রদজ্ঞান, কর্ম্মফলের মূলচ্ছেদক নির্ব্বাণ মুক্তিদজ্ঞান, যোগীদিগেরও বাঞ্ছিত সিদ্ধিযুক্ত মুক্তিজ্ঞান, নিরন্তর মোহাবৃত সংসার বিষয়ক জ্ঞান, চারি আশ্রমের এবং আশ্রমাচারীর পরিস্ফুট ধর্ম্ম, হে মহেশ্বর! চতুর্ব্বর্ণের বিধবা, ভিক্ষু, বৈষ্ণব, যতী, ব্রহ্মচারী, ইহাদিগরও যে ধর্ম্ম, বানপ্রস্থাশ্রম, পণ্ডিত ও পতিব্রতাদিগের আচার এবং শ্রীকৃষ্ণ পূজন. তাঁহার স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র, ঈপ্সিত সর্ব্বাহ্নিক, পুরশ্চরণ, এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মী জীবের পরিণাম, সংসার বাসনায় আবদ্ধের লক্ষণ,

কস্য বারাধনে শম্ভো কিং ফলং কিং যশস্তথা।
অঙ্গাঙ্গিনোর্ভেদফলং বিস্তীর্ণং নিরপেক্ষকম্॥ ২১
নারায়ণর্ষিকবচং সুভদ্রব্রাহ্মণায় চ।
যদ্দত্তং কিং তদেবেশ তদারাধ্যশ্চ কঃ সুরঃ॥ ২২
অতিসংগোপনীয়ঞ্চ কবচং পরমাদ্ভুতম্।
সুদুর্লভঞ্চ বিশ্বেষু নোক্তং মাং ব্রহ্মণা পুরা॥ ২৩
সনৎকুমারো জানাতি নোক্তং তেন পুরা চ মাম্।
ময়া জ্ঞানমনাপৃষ্টং যদযজ্জানাসি মঙ্গলম্॥ ২৪
বেদসারমনুপমং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্।
তন্মে কথয় ভদ্রেশ মামেবানুগ্রহং কুরু॥ ২৫
অপূর্ব্বং রাধিকাখ্যানং বেদেষু চ সুদুর্লভম্।
পুরাণেষ্বিতিহাসে চ বেদাঙ্গেষু সুদুর্লভম্॥ ২৬
গুরোশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎ জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ।
তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রঃ স্যাৎ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ॥ ২৭

প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের লক্ষণ, তদুভয়ের পরস্থিত যে ব্রহ্ম, এবং তাঁহার অবতার বিবরণ, তাঁহার কলাবতার কে? তাঁহার অংশ কে? এবং পরিপূর্ণতমই বা কে? কেইবা পূর্ণ ও কলাংশ অবতার? হে দেব! কাহার আরাধনায় কি ফল, কি যশ এবং অঙ্গাঙ্গিভেদেরই বা নিরপেক্ষ বিস্তৃত ফল কি? সুভদ্র ব্রাহ্মণকে দত্ত নারায়ণ ঋষির কবচ কি? তাহার আরাধ্য দেবতাই বা কে এ সকল আমায় বলুন। ১৩-২২। অতিশয় গোপনীয় অদ্ভুত বিশ্বমধ্যে সুদুর্লভ এই কবচের বিষয় ব্রহ্মা পূর্ব্বে আমাকে বলেন নাই। সনৎকুমারও জানেন, কিন্তু তিনিও পূর্ব্বে আমাকে বলেন নাই, অতএব আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এবং যাহা জিজ্ঞাসা করি নাই, তাহার মধ্যে মঙ্গলকর বলিয়া আপনি যাহা মনে করেন তাহাও আমাকে বলুন। ২৪। হে মঙ্গলধাম! যে যে জ্ঞান কর্ম্মফলের মূলোচ্ছেদক, বেদের সারভূত ও অনুপম, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে তৎসমস্ত বলুন। ২৫। রাধিকার উপাখ্যান অতি অপূর্ব্ব,

জ্ঞানং স্যাদ্বিদুষাং কিঞ্চিদ্বেদব্যাখ্যানতঃ প্রভো।
বেদকারণপূজ্যস্ত্বং জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ২৮
তস্মাত্তবান্ পরং জ্ঞানং বদ বেদবিদাং বর।
মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ শরণাগতমীশ্বর ॥ ২৯
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা যোগিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
ভগবত্যা সহালোচ্য জ্ঞানং বক্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ৩০
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং পূর্ব্বাখ্যানং মনোহরম্।
হরিভক্তিপ্রদং সর্ব্বং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

বেদ পুরাণ ইতিহাস এবং বেদাঙ্গেও উহা দুর্লভ। ২৬। জ্ঞানপ্রকাশে উৎসুক গুরুর মুখ হইতে নির্গত জ্ঞানই তন্ত্র-মন্ত্রজ্ঞান; আর যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি উদিত হয়, তাহাই তন্ত্র ও মন্ত্র। ২৭। হে প্রভো! পণ্ডিত-জনগণের বেদ ব্যাখ্যায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আপনি বেদের বিধাতা ও পূজ্য এবং সমস্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠাতৃদেব। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! হে ঈশ্বর! অতএব আপনি ভক্ত, শরণাগত, অনুরক্ত আমায় কৃষ্ণজ্ঞান প্রদান করুন। ২৮-২৯। যোগিগণেরও গুরুর গুরু মহাদেব, নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পার্ব্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া জ্ঞানোপদেশে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩০। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত পুরাতন মনোহর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম; এই সকল হরিভক্তি-প্রদও সমূলে কর্ম্মমূলের ছেদনকারী। ৩১।

দ্বিতীয়রাত্রম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ

নারায়ণং নমস্কৃত্য পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পরমং ধর্ম্মমীপ্সিতম্ ॥ ১
প্রকৃতেঃ পরমিষ্টঞ্চ সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতম্ ।
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পঞ্চরাত্রাভিধং স্মৃতম্ ॥ ২
কারণং কারণানাঞ্চ কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্ ।
অনন্তবীজরূপঞ্চ স্বাজ্ঞানধ্বান্তদীপকম্ ॥ ৩
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বধাম পরং বৈরাগ্যকারণম্ ।
পরমং পরমানন্দমায়াবন্ধনিকৃন্তনম্ ॥ ৪
নির্লিপ্তং নির্গুণং সারং বেদানাং গোপনীয়কম্ ।
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং শশ্বৎ সাক্ষিরূপং সুনির্ম্মলম্ ॥ ৫

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—হে নারদ! পরমাত্মা, ভগবান্, নারায়ণকে নমস্কার করিয়া অভীপ্সিত পরমধর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ কর। ১। পঞ্চরাত্র-কথিত পরম ব্রহ্ম প্রকৃতির অতীত, সকলের অভিবাঞ্ছিত উপাস্য ইচ্ছাময়, কারণ সকলের কারণ, অনন্ত বীজ ও কর্ম্মমূলচ্ছেদক অজ্ঞান-রূপ অন্ধকারের প্রদীপ স্বরূপ, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয়, বিশুদ্ধ বৈরাগ্যের কারণ, এবং পরমানন্দস্বরূপ পরম ও মায়ার বন্ধনচ্ছেদক, নির্লিপ্ত, নির্গুণ, বেদসার, গোপনীয়, কর্ম্মীদিগের কর্ম্মের নির্ম্মল

ব্রহ্মেশশেষপ্রমুখদেববন্দ্যং প্রশংসিতম্।
বেদজ্ঞানাগোচরং তং যোগিনাং প্রাণতঃ প্রিয়ম্॥ ৬
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বাদ্যং সর্ব্বসন্দেহভঞ্জনম্।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতারং সর্ব্বেষাঞ্চ সুদুর্লভম্॥ ৭
দুরারাধ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং ভক্তিসাধ্যঞ্চ মুক্তিদম্।
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্॥ ৮
পবিত্রং তীর্থপূতঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
বরং স্বপদদাতারং ভক্তিদাস্যপ্রদং হরেঃ॥ ৯
পাপঘ্নং পুণ্যদং শুদ্ধং পাপেন্ধদাহনানলম্।
সর্ব্বাবতারবীজং তং সর্ব্বাবতারবর্ণনম্॥ ১০
শ্রুতিজ্ঞং শ্রুতিদুর্ব্বোধং সর্ব্বেষাং শ্রুতিসুন্দরম্।
প্রসাদদং চাশুতোষং প্রসাদগুণসংযুতম্॥ ১১
পঞ্চরাত্রমিদং ব্রহ্মন্ পঞ্চসংবাদমেব চ।
যত্র পঞ্চবিধং জ্ঞানং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্॥ ১২
কৃষ্ণেন ব্রহ্মণে দত্তং গোলোকে বিরজাতটে।
নিরাময়ে ব্রহ্মলোকে মহ্যং দত্তঞ্চ ব্রহ্মণা॥ ১৩

সনাতন সাক্ষী ব্রহ্মা, ঈশ, অনন্ত প্রভৃতি দেবতাগণের বন্দনীয়, প্রশংসিত, বেদজ্ঞানের অগোচর, যোগিগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, সকলের আধার, সকলের আদি, সকল সন্দেহ ভঞ্জক, সকল অভীষ্টদাতা ও সকলের সুদুর্লভ, সকলের দুরারাধ্য, ভক্তিসাধ্য মুক্তিদাতা, মঙ্গল্য, মঙ্গলার্হ, সকল বিঘ্নবিনাশক, পবিত্র, তীর্থতুল্য পূত, অখিল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রতিষ্ঠাতা, হরিভক্তি এবং হরিদাস্যত্বপ্রদ, পাপনাশক, পুণ্যপ্রদ, নির্ম্মল, পাপরূপ কাষ্ঠের দগ্ধকারী অগ্নিস্বরূপ, সকল অবতারের বীজস্বরূপ, সকল অবতারস্বরূপ, বেদবেদ্য, বেদের দুর্ব্বোধ্য, সকলের শ্রবণমঙ্গল, প্রসাদদাতা, আশুতোষ, প্রসাদগুণযুক্ত। ২—১১। এই পঞ্চরাত্র পঞ্চসংবাদযুক্ত ; ইহাতে ত্রিলোক দুর্লভ পঞ্চবিধ জ্ঞান বিদ্যমান। ১২। এই পঞ্চরাত্র জ্ঞান পূর্ব্বে গোলোকে বিরজাতটে

পুরা সর্ব্বাদিসর্গে চ সর্ব্বজ্ঞানপ্রদং শুভম্ ।
ময়া তুভ্যং প্রদত্তঞ্চ জ্ঞানামৃতমভীপ্সিতম্ ॥ ১৪
ত্বমেব বেদব্যাসায় পশ্চাদ্দাস্যসি নিশ্চিতম্ ।
ব্যাসো দাস্যতি পুত্রায় নির্জ্জনেঽপি শুকায় চ ॥ ১৫
অতঃ পরং ন দাতব্যং যস্মৈ কস্মৈ চ নারদ ।
বিনা নারায়ণাংশং তং ব্যাসদেবং স্বপুণ্যদম্ ॥ ১৬
সত্যং সত্যস্বরূপঞ্চ সতীসত্যবতীসুতম্ ।
ক্রমেণ বর্ণনং সর্ব্বমেকচিত্তং নিশাময় ॥ ১৭
সর্ব্বাদ্যাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং বেদসারং মনোহরম্ ।
দুর্গং নানাপ্রকারঞ্চ নানাতন্ত্রেষু পুত্রক ॥ ১৮
সর্ব্বসারোদ্ধৃতং তত্র শ্রীকৃষ্ণপাদসেবনম্ ।
সর্ব্বেষাং সম্মতং জ্ঞানং নির্লিপ্তং ভববন্ধতঃ ॥ ১৯
লক্ষশ্লোকমিদং শাস্ত্রং শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং পুরা ।
কথয়ামি কথং ব্রহ্মন্ স্বল্পং সংক্ষেপতঃ শৃণু ॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে প্রদান করেন, তদনন্তর নিরাময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা আমাকে প্রদান করেন। ১৩। পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টিকালে সর্ব্বাভীষ্ট, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ সর্ব্বজ্ঞানামৃতময় পবিত্র পঞ্চরাত্র আমি তোমাকে প্রদান করি। পরে তুমি বেদব্যাসকে ইহা প্রদান করিবে, সংশয় নাই। ব্যাসদেব নির্জ্জনে পুত্র শুকদেবকে দান করিবেন। হে নারদ! অতঃপর নারায়ণের অংশ সত্য ও সত্যস্বরূপ সতী সত্যবতী-তনয় বেদব্যাস এবং পরম পবিত্র তুমি ভিন্ন অন্য কাহাকেও এই জ্ঞানদান উচিত নহে। এ বিষয়ে ক্রমশঃ আমার বর্ণিত বিষয় সকল একচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ১৪-১৭। হে বৎস! এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সকলের আদি, বেদের সারভূত, অতি মনোহর, নানা তন্ত্রে নানাপ্রকার এবং দুর্গম। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবাই সকল মন্ত্রের সারাৎসার, সকলের সম্মত, মায়াহীন, সংসার বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার উপায়। ১৭-১৯। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ এই শাস্ত্র লক্ষ শ্লোকে প্রণয়ন করেন। আমি কিরূপে

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং কৃষ্ণং চরাচরম্।
পুনস্তস্মিন্ প্রলীনঞ্চ পুনরেব চ সম্ভবম্॥ ২১
এক এবেশ্বরঃ শশ্বদ্বিশ্বেষু নিখিলেষু চ।
সর্ব্বে তৎকর্ম্মসিদ্ধাশ্চ মোহিতাস্তস্য মায়য়া॥ ২২
অনন্তস্য চ কৃষ্ণস্যাপ্যনন্তং গুণকীর্ত্তনম্।
অনন্তরূপা কীর্ত্তিশ্চাপ্যনন্তং জ্ঞানমেব চ॥ ২৩
নামান্যস্যাপ্যনন্তানি তীর্থপূতানি নারদ।
অনন্তানি চ বিশ্বানি বিচিত্রকৃত্রিমাণি চ॥ ২৪
নানাবিধানি সর্ব্বাণি জীবরূপাণি সর্ব্বতঃ।
মধ্যমানি চ ক্ষুদ্রাণি মহান্তি চাপি সর্ব্বতঃ॥ ২৫
পৃথক্ পৃথক্ চ প্রত্যেকং প্রত্যক্ষং সর্ব্বজীবিষু।
সন্ততং সন্তি যে দেবাঃ সন্তো জানন্তি নিশ্চিতম্॥ ২৬
পরমাত্মস্বরূপশ্চ ভগবান্ রাধিকেশ্বরঃ।
নির্লিপ্তঃ সাক্ষিরূপশ্চ স চ কর্ম্মসু কর্ম্মিণাম্॥ ২৭
জীবস্তৎপ্রতিবিম্বশ্চ ভোক্তা চ সুখদুঃখয়োঃ।
কেচিৎ বদন্তি তং নিত্যং কারণস্য গুণেন চ॥ ২৮

তাহা বিস্তৃত রূপে প্রকাশ করিব? অতএব সংক্ষেপে অল্পমাত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। ২০। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচর সমস্তই শ্রীকৃষ্ণময়, তাঁহাতেই সমস্ত পুনঃপুনঃ লীন হয় এবং পুনঃ সমস্ত তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়। ২১। নিখিল বিশ্বমধ্যে একমাত্র ঈশ্বর নিত্য বিদ্যমান, অপর সমস্ত তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য উৎপন্ন এবং তাঁহার মায়ায় মোহিত। ২২। এক কৃষ্ণ অনন্তরূপী, তাঁহার অনন্তগুণ, অনন্ত কীর্ত্তি, এবং অনন্ত জ্ঞান। ২৩। হে নারদ! তাঁহার সৃষ্ট কৃত্রিম বিচিত্র বিশ্বও অনন্ত, তাঁহার নামও অনন্ত, উহা তীর্থতুল্য পবিত্র। ২৪। এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মধ্যম শ্রেণীর নানাজাতীয় জীবে পরিপূর্ণ। সমস্ত প্রাণীর প্রত্যেকটিতেই জীবাত্মা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রত্যক্ষ হয়। ইহাদের মধ্যে সনাতন দেব ও যাবতীয় জীবও বিদ্যমান, পণ্ডিতগণ তাহা জানিতে পারেন। নির্লিপ্ত

বিদ্যমানাত্তিরোধানং তিরোধানাচ্চ সম্ভবঃ।
দেহাদ্দেহান্তরং যাস্তি ন মৃত্যুস্তস্য কুত্রচিৎ ॥ ২৯
ততঃ প্রলীনঃ প্রলয়ঃ পরং সর্ব্বালয়ালয়ে।
অতো নিত্যস্বরূপশ্চ জীব এব যথাত্মকঃ ॥ ৩০
কেচিদ্বদন্ত্যনিত্যঞ্চ মিথ্যৈব কৃত্রিমঃ সদা।
প্রলীয়তে পুনস্তত্র প্রতিবিম্বো যথা রবেঃ ॥ ৩১
যথৈব শাতকুম্ভেষু নির্ম্মলেষু জলেষু চ।
প্রত্যেকং প্রতিবিম্বশ্চ দৃশ্য এব হি জীবিনাম্ ॥ ৩২
পুনঃ প্রলীয়তে সূর্য্যে গতেষু চ ঘটেষু চ।
এবং চন্দ্রস্য বোদ্ধব্যং দর্পণে জীবিনাং যথা ॥ ৩৩
তস্মান্নিত্যং পরং ব্রহ্ম সজীবো নিত্য এব সঃ।
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ প্রত্যক্ষং প্রতিজীবিষু ॥ ৩৪
অহং জ্ঞানস্বরূপশ্চ জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বুদ্ধিরূপা ভগবতী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ॥ ৩৫

পরমাত্মা স্বরূপ ভগবান্ রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মাসক্ত জীবগণের সাক্ষিস্বরূপ। ভগবানের প্রতিবিম্ব, সুখ-দুঃখের ভোক্তা। কারণ ও গুণ দেখিয়া কেহ কেহ উহাকে নিত্য বলেন। ২৫-২৮। জীব দেহ হইতে তিরোহিত হয়, তিরোধানের পর জন্মগ্রহণ করে, এক দেহ হইতে অন্য দেহের আশ্রয় লয়, কখনও তাহার মৃত্যু হয় না। ২৯। প্রলয়কালে সকল আলয়ের আলয়স্বরূপ তাঁহাতেই সকলের লয় হয়, অতএব নিত্যস্বরূপ জীব অবিকৃতই থাকে। ৩০। কেহ কেহ তাঁহাকে অনিত্য, মিথ্যা ও কৃত্রিম কহিয়া থাকেন। সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় জীব ভগবানেই লীন হয়। যেমন সুবর্ণে ও নির্ম্মল জলে জীবগণের প্রত্যেকের প্রতিবিম্ব পতিত ও দৃশ্যমান হয়; ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘট মধ্যে প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মি যেমন পুনরায় সূর্য্যেই বিলীন হয়, দর্পণে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন দর্পণ সরাইয়া লইলে প্রকৃত চন্দ্রে মিলিত হয়, ব-ব্রহ্মের সম্বন্ধও তদ্রূপ। অতএব পরব্রহ্ম ও জীব উভয়ই নিত্য!

ইয়ং দুর্গা তব পুরো বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
অনয়া মোহিতাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণভক্তং বিনা মুনে ॥ ৩৬
মনঃস্বরূপো ব্রহ্মা চ মনোঽধিষ্ঠাতৃদেবতা।
স্বয়ং স বিষয়ী বিষ্ণুঃ প্রাণাঃ পঞ্চস্বরূপিণী ॥ ৩৭
এতে হ্যভ্যন্তরে দেবী চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ চক্ষুষোঃ।
সর্ব্বে চন্দ্রাদয়ো দেবাশ্চেন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৮
ধর্ম্মঃ শিরশ্চ সর্ব্বেষাং জঠরে চ হুতাশনঃ।
প্রাণাদ্ভিন্নশ্চ পবনঃ স নিশ্বাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৯
গণেশঃ কণ্ঠদেশস্থো বিঘ্নদো বিঘ্ননাশকৃৎ।
স্কন্দঃ প্রতাপরূপশ্চ কামো মনসি কামদঃ ॥ ৪০
পাপং পুণ্যং হৃদয়জং লক্ষ্মীঃ সত্ত্বানুসারিণী।
আকণ্ঠদেশাৎ সর্ব্বেষাং রসনান্তু সরস্বতী ॥ ৪১
সা এব মন্ত্রণারূপা পৃথঙ্মূর্ত্ত্যা চ সর্ব্বতঃ।
বুদ্ধিজাঃ শক্তয়ঃ সর্ব্বা বিদ্যন্তে সর্ব্বজন্তুষু ॥ ৪২

সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ প্রতি জীবেই প্রত্যক্ষীভূত। ৩১-৩৪। আমি জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞানের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বুদ্ধিরূপা ভগবতী সর্ব্বশক্তি-রূপিণী। ৩৫। হে মুনে! তোমার সম্মুখবর্ত্তিনী এই দুর্গা সনাতনী বিষ্ণুমায়া, বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত সকলেই ইহার মায়ায় মোহিত। ৩৬। মনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মা মন স্বরূপ, বিষ্ণু রূপাদি পঞ্চ বিষয়স্বরূপ এবং প্রাণ প্রাণাদি পঞ্চবায়ুস্বরূপ। ইহারা অভ্যন্তরস্থ অধিষ্ঠাতৃদেবতা; চন্দ্রসূর্য্য দুই চক্ষুতে অবস্থিত; আর চন্দ্রাদি সমস্ত দেবতারা ইন্দ্রিয় মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যমান। ৩৭-৩৮। সকলের মস্তক ধর্ম্ম, জঠরে হুতাশন বিদ্যমান, প্রাণ হইতে ভিন্ন পবন নিশ্বাস স্বরূপ। ৩৯। বিঘ্নপ্রদ ও বিঘ্ননাশক গণেশ কণ্ঠদেশে বিদ্যমান। কার্ত্তিকেয় প্রতাপস্বরূপ, মনোমধ্যে বিরাজমান কামদেব কামদাতা। ৪০। পাপ পুণ্যের অধিষ্ঠান হৃদয়, লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান সত্ত্বগুণ; আর সরস্বতী সকলের কণ্ঠদেশ হইতে রসনা পর্য্যন্ত স্থানে বিরাজমান। ৪১। সর্ব্বত্র সেই সরস্বতীই মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ

নিদ্রা তন্দ্রা দয়া শ্রদ্ধা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা চ ক্ষুৎ।
লজ্জা তৃষ্ণা তথেচ্ছা চ শান্তিশ্চিন্তা জরা জড়া ॥ ৪৩
যাতে স্বামিনি যান্ত্যেতে নরদেবমিবানুগাঃ।
চিন্তা জ্বরা চ সততং শোভাং পুষ্টিঞ্চ দ্বেষ্টি চ ॥ ৪৪
সর্ব্বেষাং জীবিনামেব দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশস্তেজস্তোয়মিতি স্মৃতঃ ॥ ৪৫
স্বদেহে চ প্রপতিতে স্বভাগং প্রাপ্নুবন্তি চ।
পৃথক্ পৃথক্ চ প্রত্যেকমেকমেব ক্রমেণ চ ॥ ৪৬
সঙ্কেতপূর্ব্বকং নাম তৎ স্মরন্তি চ বান্ধবাঃ।
রুদন্তি সততং ভ্রান্ত্যা মায়য়া মায়িনস্তথা ॥ ৪৭
তস্মাৎ সন্তো হি সেবন্তে শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্।
নিত্যং সত্যমভয়দং জন্মমৃত্যুজরাহরম্ ॥ ৪৮
প্রভাতস্বপ্নবদ্বিশ্বমনিত্যং কৃত্রিমং মুনে।
পাদ্মপদ্মার্চ্চিতং পাদপদ্মং ভজ হরের্মুদা ॥ ৪৯

করিয়া মন্ত্রণা স্বরূপিণী হন, বুদ্ধিজ শক্তি সমস্ত জন্তুতে বর্ত্তমান। ৪২। সেই বুদ্ধিশক্তি নিদ্রা, তন্দ্রা, দয়া, শ্রদ্ধা, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, ক্ষুধা, লজ্জা, তৃষ্ণা, ইচ্ছা, শান্তি, চিন্তা, জরা, জড়া প্রভৃতি নাম ধারণ করে। ৪৩। অনুচরগণ যেমন রাজার অনুগামী হয়, সেই রূপ এই সমস্ত শক্তি জীবের অনুগামী হইয়া থাকে। চিন্তা ও জ্বরা, সর্ব্বদা শোভা ও পুষ্টির ব্যাঘাত করে। ৪৪। সকল জীবের দেহ পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেজ, জল, এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত বলিয়া পাঞ্চভৌতিক বলে। ৪৫। স্বদেহ ধ্বংস হইলে উহারা একে একে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব ভাগ প্রাপ্ত হয়। ৪৬। তখন বন্ধুগণ উহার সাঙ্কেতিক নাম স্মরণ করে, এবং ভ্রান্তিবশে মায়ায় মোহিত হইয়া রোদন করে। এ কারণ সাধুগণ নিত্য, সত্য, অভয়দ, এবং জন্ম মৃত্যুজরাপহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল সেবা করেন। ৪৭-৪৮। হে মুনে! প্রভাত সময়ের স্বপ্ন সদৃশ এই বিশ্ব কৃত্রিম ও অনিত্য, অতএব আনন্দ সহকারে ব্রহ্মা ও লক্ষ্মী কর্ত্তৃক

য়াক্তং প্রথমং জ্ঞানং জ্ঞানং পঞ্চবিধেষু চ।
তীয়ং শ্রূয়তাং বৎস যৎসারং কৃষ্ণভক্তিদম্॥ ৫০

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে প্রথম-
জ্ঞানাধ্যাত্মিকবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

পূজিত হরির পাদপদ্ম ভজনা কর। ৪৯। পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে প্রথম জ্ঞানের বিষয় আমি বলিলাম। হে বৎস! কৃষ্ণভক্তিপ্রদ সারভূত দ্বিতীয় জ্ঞান সম্প্রতি শ্রবণ কর। ৫০।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

—:-*-:—

শ্রীমহাদেব উবাচ

হরিভক্তিপ্রদং জ্ঞানং জ্ঞানং পঞ্চবিধেষু চ।
বিদুষাং বাঞ্ছিতা মুক্তিঃ সততং পরমা সতাম্॥ ১
সা চ শ্রীকৃষ্ণভক্তেশ্চ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্।
শ্রীকৃষ্ণভক্তসঙ্গেন ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ ২
অনিমিত্তা চ সুখদা হরিদাস্যপ্রদা শুভা।
যথা বৃক্ষলতানাং চ নবীনঃ কোমলাঙ্কুরঃ॥ ৩

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে হরিভক্তিপ্রদ জ্ঞানকেই জ্ঞান বলা যায়। সাধু পণ্ডিতগণের পরমা মুক্তি সতত বাঞ্ছিত। কিন্তু সেই মুক্তি কৃষ্ণভক্তির ষোড়শ অংশের একাংশ সদৃশ নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তসংসর্গেই ঐ ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হয়। ১-২। বৃক্ষ-

বর্দ্ধতে মেঘবর্ষেণ শুষ্কঃ সূর্য্যকরেণ চ।
তথৈব ভক্তালাপেন ভক্তিবৃক্ষনবাঙ্কুরঃ॥ ৪
বর্দ্ধতে শুষ্কতাং যাতি চাভক্তালাপমাত্রতঃ।
তস্মাদ্ভক্তসহালাপং কুরুতে পণ্ডিতঃ সদা॥ ৫
যাত্যেবাভক্তসংসর্গাদ্দুষ্টাৎ সর্পাদবথা নরঃ।
আলাপাদ্‌গাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাৎ সহভোজনাৎ॥ ৬
সঙ্করন্তি চ পাপানি তৈলবিন্দুমিবাম্ভসা।
সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাম্॥ ৭
তস্মাৎ সতাং হি সংসর্গং সন্তো বাঞ্ছন্তি সন্ততম্।
মুনে সংসর্গজো দোষো বস্তূনাং প্রভবেদিহ॥ ৮
হীনধাতুপ্রসঙ্গেন স্বর্ণদোষঃ প্রজায়তে।
তস্মাচ্চ হীনসংসর্গং ন বাঞ্ছন্তি মনীষিণঃ॥ ৯
তস্মাদ্বৈষ্ণবসংসর্গং কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ সদা।
কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ শশ্বৎ ষড়্‌বিধং ভজনং হরেঃ॥ ১০

লতাদির নবীন কোমল অঙ্কুরোদ্‌গমের ন্যায় হরিদাস্যপ্রদা সেই শুভাবহা সুখদায়িনী অহৈতুকী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ৩। বৃক্ষের অঙ্কুর যেমন সূর্য্যকিরণে শুষ্ক ও বৃষ্টিবর্ষণে পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ ভক্তজনের সহিত আলাপে ভক্তিবৃক্ষের নব অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ভক্তসহ আলাপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঐ অঙ্কুর অভক্তজনের সহিত সর্ব্বদা সংলাপে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ভক্তজনের সহিতই সর্ব্বদা আলাপ করেন। ৪-৫। মনুষ্যগণের যেরূপ বিষধর সর্প সংসর্গে শরীরে বিষ যোগ হয়, তদ্রূপ অভক্ত জনগণের সহিত আলাপ, গাত্রস্পর্শ, একত্র শয়ন ও একত্র ভোজনে জল-সংযোগে তৈলবিন্দুর ন্যায় সংসর্গজ পাপ সকল সর্ব্বত্র প্রসৃত হয়। মনুষ্যগণের সংসর্গজন্য দোষ ও গুণ উভয়ই হইয়াই থাকে; এই নিমিত্ত সাধুগণ সর্ব্বদা সৎসংসর্গ বাঞ্ছা করেন। হে মুনে! এই সংসারে বস্তুর সংসর্গজ দোষ প্রবল হয়। ৬-৮। নিকৃষ্ট ধাতুসংযোগে স্বর্ণেরও মালিন্য

স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চৈব বন্দনং পাদসেবনম্।
পূজনং সততং ভক্ত্যা পরং স্বাত্মনিবেদনম্॥ ১১
গৃহ্লাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাদ্গৃহীত্বা চ হরিভক্তির্ন বৰ্দ্ধতে॥ ১২
চণ্ডালাদপি পাপী স শ্রীকৃষ্ণবিমুখো নরঃ।
নিষ্ফলং তদ্ধর্ম্মকর্ম্ম নাধিকারী স কর্ম্মণাম্॥ ১৩
শশ্বদশুচিঃ পাপিষ্ঠো নিন্দাং কৃত্বা হসত্যপি।
ভগবন্তং ভাগবতমাত্মানং নৈব মন্যতে॥ ১৪
গুরু[মুখাৎ]মন্ত্রাৎ কৃষ্ণমন্ত্রো যস্য কর্ণে বিশেদহো।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ॥ ১৫
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণানুজঃ।
পুরুষাণাং শতৈঃ সাৰ্দ্ধং স্বাত্মানঞ্চ সমুদ্ধরেৎ॥ ১৬
মাতামহানাং শতকং সোদরং মাতরং সুতম্।
ভৃত্যং কলত্রং বন্ধুঞ্চ শিষ্যবর্গাংস্তথৈব চ॥ ১৭

জন্মে, অতএব মনীষীরা হীন সংসর্গ বাঞ্ছা করেন না। ৯। এই নিমিত্ত বৈষ্ণবেরা সর্ব্বদা বৈষ্ণব সংসর্গ করেন এবং বৈষ্ণবগণ নিরন্তর ভক্তিপূর্ব্বক হরির স্মরণ, কীৰ্ত্তন, বন্দন, চরণসেবন, পূজন এবং আত্মনিবেদন এই ছয় প্রকার ভজন করিয়া থাকেন। ১০-১১। ভক্ত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বৈষ্ণবের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিবেন। অবৈষ্ণব হইতে মন্ত্র গৃহীত হইলে হরিভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। ১২। শ্রীকৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক পাপী, তাহার ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম সকলই নিষ্ফল, সে কর্ম্মের অধিকারী হয় না। সেই অশুচি পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিরন্তর কৃষ্ণ নিন্দা করিয়া হাস্য করে, সে পরমাত্মা ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তকে জানিতে পারে না। ১৩—১৪। অহো! যাহার কর্ণে গুরুমুখ হইতে কৃষ্ণমন্ত্র প্রবেশ করে, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকেই পরম পবিত্র বৈষ্ণব বলেন। ১৫। মনুষ্য মন্ত্র গ্রহণমাত্র নারায়ণের ভ্রাতৃতুল্য হইয়া শত পুরুষের সহিত নিজ আত্মাকে উদ্ধার করে এবং মাতামহ-

যদা নারায়ণক্ষেত্রে মন্ত্রং গৃহ্লাতি বৈষ্ণবাৎ।
বিষ্ণুঃ পুংসাং সহস্রঞ্চ লীলয়া চ সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৮
ময়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রশ্চ কৃষ্ণালয়ে মুনে পুরা।
গোলোকে বিরজাতীরে নীরে ক্ষীরনিভেঽমলে ॥ ১৯
শতলক্ষজপং কৃত্বা পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহেণৈব মন্ত্রঃ সিদ্ধো বভূব মে ॥ ২০
ব্রহ্মভালোদ্ভবোঽহঞ্চ সর্ব্বাদিসর্গতো মুনে।
প্রাপ্তং মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং কৃষ্ণাচ্চ পরমাত্মনঃ ॥ ২১
সিদ্ধো মৃত্যুঞ্জয়োঽহঞ্চ নিত্যনূতনবিগ্রহঃ।
ব্রহ্মণঃ পতনেনৈব নিমেষো মে যথা হরেঃ। ২২।
এবং তেষাং পার্ষদানাং নাস্তি মৃত্যুর্যথা হরেঃ।
যস্মিন্ দেহে লভেন্মন্ত্রং বৈষ্ণবো বৈষ্ণবাদপি ॥ ২৩
পূর্ব্বকর্ম্মাশ্রিতং দেহং ত্যক্ত্বা স পার্ষদো ভবেৎ।
পঞ্চবক্ত্রেণ সততং তন্নামগুণকীর্ত্তনম্ ॥ ২৪

বংশের শত পুরুষ, সহোদর ভ্রাতা, জননী, পুত্র, ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু এবং শিষ্যবর্গকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ১৬-১৭। যদি নারায়ণক্ষেত্রে বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণু অবলীলাক্রমে তাহার সহস্র পুরুষ উদ্ধার করেন। ১৮। হে মুনে! পূর্ব্বে কৃষ্ণালয় গোলোকে বিরজাতীরে ক্ষীরসদৃশ অমল জলে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপ করিয়াছি। ১৯। পবিত্র বৃন্দাবনের বনস্থলে লক্ষশতবার জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে আমার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে। ২০। হে মুনে! সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে আমি আবির্ভূত হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান লাভ করিয়াছি। ২১। আমি মন্ত্রসিদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি, আমার দেহ নিত্যই নূতন। আমার এক নিমেষে ব্রহ্মার পতন হয়। কিন্তু হরির ন্যায় তদীয় পার্ষদদিগেরও মৃত্যু হয় না। বৈষ্ণব যে দেহে বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করে, সেই পূর্ব্বকর্ম্মাশ্রিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি পঞ্চমুখে সতত তাঁহার

করোমি ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পুত্রাভ্যাঞ্চাপি নারদ।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্॥ ২৫
যদ্দিনং কৃষ্ণসংলাপকথাপীযূষবর্জ্জিতম্।
তং ক্ষণং নিষ্ফলং মন্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং বিনা॥ ২৬
আয়ুর্হরতি কালশ্চ পুংসাং তৎকীর্ত্তনেন চ।
তং ক্ষণং মঙ্গলং মন্যে সর্ব্বহর্ষকরং পরম্॥ ২৭
তস্মাৎ পাপাঃ পলায়ন্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ।
ব্রহ্মণাপি পুরালব্ধস্তস্মাত্তন্মন্ত্র এব চ॥ ২৮
পদ্মনাভনাভিপদ্মে শতলক্ষং জজাপ সঃ।
তদাললাপ জ্ঞানঞ্চ নির্ম্মলং সৃষ্টিকারণম্॥ ২৯
অণিমাদিকসিদ্ধিঞ্চ চকার তৎপ্রভাবতঃ।
সৃষ্টিঞ্চ বিবিধাং কৃত্বা বিধাতা চ বভূব সঃ॥ ৩০
বরং তস্মৈ দদৌ কৃষ্ণো মৎসমস্ত্বং ভবেতি চ।
শেষস্তৎকলয়া পূর্ব্বং বভূব কশ্যপাত্মজঃ॥ ৩১

নাম ও গুণকীর্ত্তন করি। ২২-২৪। হে নারদ! আমি, পার্ব্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশের সহিত সতত নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকি। মেঘাচ্ছন্নদিনকে আমি দুর্দ্দিন বলি না, যে দিন কৃষ্ণকথা হয় না, আমি সেই দিনকে দুর্দ্দিন বলিয়া থাকি। ২৫। যে দিন ক্ষণকালও অমৃত তুল্য কৃষ্ণ কথা হয় না, শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনবিহীন সেই সময়ও নিষ্ফল বলিয়া মানি এবং কাল আয়ু হরণ করে। তাঁহার কীর্ত্তনে পুরুষের কৃষ্ণকথাযুক্ত সর্ব্বানন্দ হইতে আনন্দকর সেই সময় অত্যন্ত মঙ্গলময় বোধ হয়। ২৬-২৭। গরুড় দর্শনে পলায়মান সর্পগণের ন্যায় পাপপুঞ্জ কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর নিকট হইতে প্রস্থান করে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা কৃষ্ণের নিকট হইতে তদীয় মন্ত্র লাভ করেন। ২৮। তিনি বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উপবেশন করিয়া সেই মন্ত্র শতলক্ষবার জপ করেন, তাহাতে সৃষ্টির কারণভূত নির্ম্মল জ্ঞান প্রাপ্ত হন। ২৯। তিনি সেই মন্ত্রপ্রভাবে অণিমাদি সিদ্ধিলাভ করেন, এবং বিবিধ সৃষ্টি করিয়া বিধাতা নাম প্রাপ্ত হন। ৩০। কৃষ্ণ

তস্মাৎ সম্প্রাপ্য তন্মন্ত্রং সিদ্ধঃ কোটিজপেন চ।
সহস্রশিরসস্তস্য মস্তকস্যৈকদেশতঃ ॥ ৩২
বিশ্বং সর্ষপবৎ সর্পস্যৈকদেশে যথা মুনে।
কূর্ম্মস্তৎকলয়া পূর্ব্বং বভূবাযোনিজঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৩
অনন্তস্তৎপৃষ্ঠদেশে গজেন্দ্রে মশকো যথা।
বায্বাধারশ্চ কূর্ম্মশ্চ জলাধারঃ সমীরণঃ ॥ ৩৪
মহজ্জলং মহাবিষ্ণোঃ প্রত্যেকং লোমকূপতঃ।
মহাবিষ্ণুর্জ্জলাধারঃ সর্ব্বাধারো মহজ্জলম্ ॥ ৩৫
শূন্যাশ্রয়ং নিরাধারং পরমেতন্মহজ্জলম্।
তস্মিন্মহজ্জলে শেতে বভূব কলয়া হরেঃ ॥ ৩৬
মহজ্জলং মহাবায়ুর্বভূব কলয়া হরেঃ।
রাধাগর্ভোদ্ভবো ডিম্ভঃ স চ ডিম্ভোদ্ভবঃ পুরা ॥ ৩৭
বভঞ্জ ডিম্ভঃ সহসা গোলোকাৎ প্রেরিতস্তথা।
ভূত্বা দ্বিখণ্ডং পতিতো ডিম্ভো মগ্নো জলার্ণবে ॥ ৩৮

তাঁহাকে 'আমার সমান হও' বলিয়া বরপ্রদান করেন। পূর্ব্বে অনন্তও তাঁহার অংশে কশ্যপের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া কোটি জপে মন্ত্রসিদ্ধ হন, তাহাতে তাঁহার সহস্র মস্তক হয়। হে মুনে! অনন্তের সেই মস্তকের একদেশে সমস্ত বিশ্ব সর্ষপ আকারে অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বে অযোনিজ কূর্ম্মও তাঁহার অংশে উৎপন্ন হইয়াছে। গজেন্দ্রপৃষ্ঠে মশকের ন্যায় অনন্ত কূর্ম্মের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিতি করে। এই কূর্ম্মের আধার বায়ু এবং বায়ুর আধার জল। মহাবিষ্ণুর প্রত্যেক লোমকূপ হইতে এই মহাজল উৎপন্ন হইয়াছে। মহাবিষ্ণুর আধার জল এবং সেই জলই সকলের আধার। এই শূন্যই তাহার আশ্রয়, আধার রহিত, এই জলে হরি হইতে জাত মহাবিষ্ণু শয়ন করেন। ৩১-৩৬। হরির অংশে মহাজল ও মহাবায়ু উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে রাধিকার গর্ভে এক স্বর্ণময় ডিম্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, গোলোক হইতে সহসা আগত সেই ডিম্ব দ্বিখণ্ড হইয়া ভগ্ন এবং

বালশ্চ শেতে তোয়ে চ পর্য্যঙ্কে চ যথা নৃপঃ।
মহাবিষ্ণোশ্চ লোম্নাঞ্চ বিবরেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৯
ব্রহ্মাণ্ডানি চ প্রত্যেকমসংখ্যানি চ নারদ।
পৃথক্ পৃথক্ জলং ব্যাপ্তং প্রতিলোম্নশ্চ কূপতঃ ॥ ৪০
বায়ুস্তদূর্দ্ধং প্রত্যেকং তদূর্দ্ধং কমঠস্তথা।
শেষঃ কমঠপৃষ্ঠে চ সহস্রমিতমস্তকঃ ॥ ৪১
মস্তকস্যৈকদেশে চ ডিম্বঃ সর্ষপবন্মুনে।
ডিম্বান্তরে চ ব্রহ্মাণ্ডমনিত্যং কৃত্রিমঞ্চ তৎ ॥ ৪২
ডিম্বান্তরে চ ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাণক্রমমীপ্সিতম্।
সদ্ভির্জ্ঞাতং শ্রুতিদ্বারা সাক্ষাদ্দৃষ্টং ময়া মুনে ॥ ৪৩
এবঞ্চ সপ্তপাতালং যথৈবাট্টালিকাগৃহম্।
প্রযযুঃ পরিনির্ম্মাণং ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৪
অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ তলাতলম্।
রসাতলং মহাতলং পাতালং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৫
বিতলং সুন্দরং শুদ্ধং নির্ম্মাণং স্বর্গবন্মুনে।
সদ্রত্নরচিতং সর্ব্বমীশ্বরেচ্ছাবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৪৬

মহার্ণবে পতিত ও নিমগ্ন হইল। পর্য্যঙ্কে যেরূপ নরপতি শয়ন করেন, সেইরূপ বালক মহাবিষ্ণু সেই মহাজলে শয়ন করিলেন। সেই মহাবিষ্ণুর লোমকূপে পৃথক্ পৃথক অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। হে নারদ! প্রতি লোমকূপ হইতে পৃথক্ পৃথক্ জলরাশি উদ্ভূত হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। প্রত্যেক জলের উপরে বায়ু, প্রত্যেক বায়ুর উপরে কূর্ম্ম এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠে সহস্র মস্তক শেষ এইরূপে অবস্থিত হইল। হে মুনে! শেষের মস্তকের এক অংশে সর্ষপবৎ ডিম্ব অবস্থিত হইল, সেই ডিম্ব মধ্যে অনিত্য কৃত্রিম ব্রহ্মাণ্ড। হে মুনিবর! ডিম্ব মধ্যে অলৌকিক ব্রহ্মাণ্ডের চিত্তাকর্ষক নির্ম্মাণক্রম সাধুগণ বেদ দ্বারা অবগত হন; কিন্তু আমি উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ৩৭-৪৩। যেমন অট্টালিকা গৃহ নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ সপ্তপাতাল ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ নির্ম্মিত হইয়া অতল,

পাতালাধস্তলং কৃষ্ণং গভীরঞ্চ ভয়ানকম্।
ডিম্বাধারং তজ্জলঞ্চ ডিম্বাধঃ শেষ এব চ ॥ ৪৭
অতলোপরি তোয়ঞ্চ তোয়োপরি বসুন্ধরা।
কাঞ্চনীভূমিসংযুক্তা সপ্তদ্বীপমনোহরা ॥ ৪৮
সপ্তসাগরসংযুক্তা বনশৈলসরিদ্যুতা।
বর্ত্তুলা চন্দ্রবিম্বাভা জলমধ্যেঽব্জপত্রবৎ ॥ ৪৯
জম্বুদ্বীপশ্চ তন্মধ্যে লবণোদেন বেষ্টিতঃ।
লবণোদসমুদ্রশ্চ লক্ষযোজনপ্রস্থকঃ ॥ ৫০
দৈর্ঘ্যে তস্মাদ্দশগুণো গ্রামস্য পরিখা যথা।
উপদ্বীপৈর্ব্বহুতরৈঃ শোভাযুক্তৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৫১
জম্বুদ্বীপে জম্বুবৃক্ষো বিস্তীর্ণোঽতিবিচিত্রকঃ।
শ্যামবর্ণং পক্বফলং গজেন্দ্রনিভমেব চ ॥ ৫২
সুমেরুশিখরো যত্র কৈলাসঃ শঙ্করালয়ঃ।
রত্নাকরো হিমগিরির্দ্বীপমধ্যে মনোহরঃ ॥ ৫৩

বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল, ও পাতাল নামে বিখ্যাত হইল।৪১-৪৫। হে মুনে! বিতল অতি রমণীয়, পবিত্র, স্বর্গ সদৃশ; তাহার নির্ম্মাণ কৌশল উত্তম; উহা উত্তম রত্নে গ্রথিত এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ম্মিত। পাতালের সমস্ত অধঃপ্রদেশে গভীর ও ভয়ানক ঘন কৃষ্ণবর্ণ জল, ডিম্বের আধার সেই গভীর জল এবং তাহার অধঃপ্রদেশে শেষ বিরাজিত। অতলের উপরিভাগে জল, জলের উপরে পৃথিবী, কাঞ্চনময়ী এই পৃথিবী এবং সপ্তদ্বীপে পরিবেষ্টিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত সেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র শৈল সরিৎ ও কানন বিদ্যমান, উহার আকার গোল চন্দ্রপ্রতিবিম্ব সদৃশ এবং উহা জল মধ্যে পদ্মপত্রবৎ প্রতিভাত। তন্মধ্যে লবণ জলধিবেষ্টিত জম্বুদ্বীপ; এই লবণসমুদ্র লক্ষ যোজন প্রস্থ। ৪৬-৫০। জম্বুদ্বীপ ঐ শোভাসমন্বিত বহুতর উপদ্বীপে উপশোভিত; দশলক্ষ যোজন দীর্ঘ; সমুদ্র যেন উহার নগরপরিখাবৎ বিরাজিত। সেই জম্বুদ্বীপে অতি বিস্তীর্ণ অতিশয় বিচিত্র

মেরোশ্চাষ্টসু শৃঙ্গেসু বিচিত্রাবিষ্কৃতেষু চ।
যত্রাষ্টলোকপালানামাশ্রমাণি চ নারদ ॥ ৫৪
ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতির্নৈর্ঋতো বরুণো মরুৎ।
কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ ॥ ৫৫
এতেষামালয়ং শুদ্ধং রমণীয়ং মনোহরম্।
পূর্ব্বস্মাদেব প্রত্যেকং ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৬
উর্দ্ধশৃঙ্গোঽতিবিস্তীর্ণো ব্রহ্মলোকস্তদগ্রতঃ।
ব্রহ্মলোকোর্দ্ধডিম্বশ্চ বিশ্বং ডিম্বান্তরং তথা ॥ ৫৭
উর্দ্ধশৃঙ্গে ষষ্ঠলোকো ব্রহ্মলোকস্তদূর্দ্ধতঃ।
ভূর্লোকোঽপি ভুবর্লোকস্বর্লোকশ্চ তথৈব চ ॥ ৫৮
জনলোকো মহর্লোকঃ সত্যলোকশ্চ মধ্যতঃ।
চতুর্যুগে সত্যলোকে পূর্ণো ধর্ম্মশ্চ সন্ততম্ ॥ ৫৯
ব্রহ্মলোকস্য বামে চ ধ্রুবলোকস্তথৈব চ।
বিশ্বঞ্চ ব্রহ্মলোকান্তং স্রষ্ট্রা সৃষ্টঞ্চ কৃত্রিমম্ ॥ ৬০

এক জম্বু বৃক্ষ আছে, তাহার ফল শ্যামবর্ণ, পক্ক হইলে এক একটি বৃহৎ গজ তুল্য আকার হয়। ৫১-৫২। জম্বুদ্বীপের সুমেরু শিখরে মহাদেবের নিবাস স্থল কৈলাস; দ্বীপের মধ্যস্থলে বহু সুন্দর রত্নের আকর হিমালয় অবস্থিত। হে নারদ! বিচিত্র রূপে আবিষ্কৃত মেরুর অষ্টশৃঙ্গে অষ্টলোকপালের আশ্রম বিদ্যমান। ৫৩-৫৪। ইন্দ্র, বহ্নি, পিতৃপতি, নৈঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের ও ঈশ ইহারা পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টদিকের অধিপতি; ইহাদের আলয় পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত, অতিশয় বিশুদ্ধ, পরম রমণীয় ও অতিশয় সৌন্দর্য্যশালী। সুমেরুর উর্দ্ধশৃঙ্গ অতিশয় বিস্তারবিশিষ্ট, তাহার অগ্রভাগে ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্মলোক হইতেও উর্দ্ধে ক্রমশঃ এক একটী ডিম্ব ও তন্মধ্যে এক একটি বিশ্ব অবস্থিত। সুমেরুর উর্দ্ধ শৃঙ্গে ছয়টি লোক প্রতিষ্ঠিত। সকলের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, মহর্লোক ও সত্যলোক, এই সমস্ত মধ্যদেশে অবস্থিত; চতুর্যুগে সত্যলোকে সর্ব্বদা পূর্ণধর্ম্ম

জম্বুদ্বীপশ্চ কথিতো যথা দৃষ্টো ময়া মুনে।
সরিৎশৈলৈর্ব্বহুবিধৈঃ কাননৈঃ কন্দরৈর্যুতঃ॥ ৬১
যত্র ভারতবর্ষঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতং বরম্।
কর্ম্মক্ষেত্রং সতাং সদ্ভিঃ প্রশস্যং পুণ্যদং পরম্॥ ৬২
আবির্ভাবোঽত্র কৃষ্ণস্য যত্র বৃন্দাবনং বনম্।
অন্যস্থানে সুখং জন্ম নিষ্ফলঞ্চ গতাগতম্॥ ৬৩
ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্ম্মজম্।
অনেকজন্মপুণ্যেন সাধূনাং জন্ম ভারতে॥ ৬৪
কৃষ্ণানুগ্রহতো বিদ্বান্ লব্ধ্বা চ জন্ম ভারতে।
ন ভজেৎ কৃষ্ণপাদাব্জং তদত্যন্তবিড়ম্বনম্॥ ৬৫
অসার্থকং তস্য জন্ম বৃথা তদ্গর্ভযাতনা।
নিষ্ফলং তচ্ছরীরঞ্চ নশ্বরং ব্যর্থজীবনম্॥ ৬৬
জীবন্মৃতো হি পাপী স চাণ্ডালাদধমোঽশুচিঃ।
ভুংক্তে নিত্যমভক্ষ্যঞ্চাপ্যনিবেদ্যং হরেরহো॥ ৬৭

বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্মলোকের বামপার্শ্বে ধ্রুবলোক। ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্ত কৃত্রিম বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। হে মুনে! আমি যেরূপ দেখিয়াছি জম্বুদ্বীপের কথা সেইরূপ বলিলাম, উহা বহুবিধ সরিৎ, শৈল, কানন, এবং কন্দরে পরিশোভিত। ৫৫-৬১। জম্বুদ্বীপে সকলের ঈপ্সিত সজ্জনগণের কর্ম্মক্ষেত্র সাধুদিগের প্রশংসনীয় পুণ্যপ্রদ, উৎকৃষ্ট ভারতবর্ষ বিদ্যমান। এই ভারতবর্ষের বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। অন্যস্থানে সুখে জন্মও নিষ্ফল যাতায়াত মাত্র। ভারতবর্ষে শুভকর্ম্মার্জ্জিত ক্ষণমাত্র জন্মলাভও সার্থক; কারণ, অনেক জন্মের পুণ্যফলে সাধুগণের ভারতবর্ষে জন্ম লাভ হয়। ৬২-৬৪। বিদ্বান্ ব্যক্তি, কৃষ্ণের অনুগ্রহে ভারতে জন্মলাভ করিয়া, যদি তাঁহার পাদপদ্ম ভজনা না করিল, তবে ইহা অপেক্ষা আর বিড়ম্বনা কি? তাহার জন্ম সার্থকতা-শূন্য, তাহার গর্ভযাতনা বৃথা, তাহার নশ্বর শরীর নিষ্ফল এবং তাহার জীবনও ব্যর্থ। সে জীবন্মৃত, পাপী, চণ্ডাল অপেক্ষা অধম ও অশুচি,

বিন্মূত্রক্লৃপ্তভক্ষ্যঞ্চ নিত্যং ভুংক্তে চ শূকরঃ।
নহি ক্লৃপ্তমভক্ষ্যঞ্চ ভুংক্তে স শূকরাধমঃ॥ ৬৮
অভক্ষ্যং ব্রাহ্মণানাং তদনিবেদ্যং হরেরহো।
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্॥ ৬৯
নিত্যং পাদোদকং ভুঙ্ক্তে নৈবেদ্যঞ্চ হরের্দ্বিজ।
তন্মন্ত্রগ্রহণং কৃত্বা জীবন্মুক্তো হি ভারতে॥ ৭০
তস্যৈব পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
সর্ব্বাণ্যেব হি তীর্থানি পবিত্রাণি চ নারদ॥ ৭১
স এব শুদ্ধঃ সর্ব্বেষু সদ্যো মুক্তো মহীতলে।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্॥ ৭২
এবম্ভূতস্য রক্ষার্থং কৃষ্ণো দত্ত্বা সুদর্শনম্।
তথাপি সুস্থো ন প্রীতস্তং ত্যক্তুমক্ষমঃ ক্ষণম্॥ ৭৩
এবম্ভূতো দয়াসিন্ধুর্ভক্তানুগ্রহকাতরঃ।
অতঃ সন্তো হি তং ত্যক্ত্বা ন সেবন্তে সুরান্তরম্॥ ৭৪

হরিকে নিবেদন না করিয়া সে নিত্য অভক্ষ্য ভক্ষণ করে। ৬৫-৬৭। শূকর প্রত্যহ বিষ্ঠা মূত্র মাখা ভক্ষ্য ভক্ষণ করে; অনিবেদ্য ভক্ষ্য-ভোজীও শূকরাধম। ৬৮। যে বস্তু হরিকে অর্পণ করা না হয়, তাহা ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য। বিষ্ণুকে নিবেদন না করিলে অন্ন বিষ্ঠাসম ও জল মূত্র তুল্য হয়। ৬৯। হে দ্বিজ! এই ভারতে যে ব্যক্তি প্রত্যহ হরির পাদোদক ও নৈবেদ্য ভক্ষণ এবং তাঁহার মন্ত্রগ্রহণ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হন। ৭০। হে নারদ! তাঁহার পদধূলিদ্বারা পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হয় এবং তীর্থ সকল পূত হইয়া থাকে। ৭১। এই পৃথিবীতে সেই ব্যক্তি শুদ্ধ এবং সদ্যোমুক্ত; তিনি পদে পদে অশ্বমেধের ফললাভ করেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৭২। কৃষ্ণ তাঁহার তথাবিধ ভক্তের রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শনকে নিযুক্ত করিয়া সুস্থ ও সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, কারণ তাহাকে ক্ষণকাল পরিত্যাগেও তিনি অসমর্থ। ৭৩। কৃষ্ণ এইরূপ দয়ার সাগর এবং ভক্তের প্রতি

জম্বুদ্বীপশ্চ কথিতঃ স্বর্গান্মেরুক্রমেণ চ।
অন্যেষামপি দ্বীপানাং শ্রূয়তামনুবর্ত্তনম্॥ ৭৫
জম্বুদ্বীপাৎ পরঃ প্লক্ষস্ততোঽপি দ্বিগুণক্রমাৎ।
বৃতশ্চেক্ষুরসোদেন পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণেন চ॥ ৭৬
পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণৈর্যুক্তঃ সরিচ্ছৈলবনাদিকৈঃ।
নানাবিভবভোগাদিযুক্তঃ শুদ্ধোঽতিসুন্দরঃ॥ ৭৭
তত্র ক্রীড়ন্তি তত্রস্থা জরারোগাদিবর্জ্জিতাঃ।
ন তত্র কর্ম্মণো জন্ম ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্ম পুরাতনম্॥ ৭৮
ভুক্ত্বা শুভাশুভং কর্ম্ম স্বর্গং বা নরকং পুনঃ।
ব্রজন্তি তে ক্রমেণৈব মূঢ়াঃ প্রাক্তনতো মুনে॥ ৭৯
প্লক্ষদ্বীপাৎ পরঃ শাকদ্বীপো হি সুন্দরো মুনে।
পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণো যুক্তঃ সুরোদদ্বিগুণেন চ॥ ৮০
শাকদ্বীপাৎ কুশদ্বীপো দ্বিগুণঃ সুমনোহরঃ।
পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণেনৈব ঘৃতোদেন সমাবৃতঃ॥ ৮১

অনুগ্রহ প্রদানে নিরত, এই জন্যই সাধুরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর দেবতার আরাধনা করেন না। ৭৪। স্বর্গ হইতে মেরু পর্য্যন্ত জম্বুদ্বীপের কথা কহিলাম, এক্ষণে অপরাপর দ্বীপের অবস্থান শ্রবণ কর। ৭৫। জম্বুদ্বীপের পর প্লক্ষদ্বীপ, উহা জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং দ্বিলক্ষ যোজন বিস্তৃত ইক্ষুরস সমুদ্রে পরিবৃত। ৭৬। সরিৎ, শৈল, বনাদি ঐ দ্বীপের দ্বিগুণ, এবং নানাবিধ বিভব ও ভোগ সম্পন্ন, অতি পবিত্র এবং সুন্দর। ৭৭। তত্রস্থ জনগণ, জরা-ব্যাধিশূন্য হইয়া মনের সুখে ক্রীড়া করে। তথায় কর্ম্মনিবন্ধন জন্ম হয় না, কেবল পুরাতন কর্ম্মভোগ করে মাত্র। ৭৮। হে মুনে! মূঢ়লোকেরা ক্রমে ক্রমে প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মভোগ করিয়া অদৃষ্ট অনুসারে কেহ স্বর্গে কেহ বা নরকে গমন করে। ৭৯। হে মুনে! প্লক্ষদ্বীপের পর অতি মনোহর শাকদ্বীপ, শাকদ্বীপ প্লক্ষদ্বীপ অপেক্ষায় দ্বিগুণ বড় এবং ইক্ষুরস সমুদ্র অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত সুরাসমুদ্রে পরিবৃত। ৮০। শাকদ্বীপের পর

কুশদ্বীপাচ্চ দ্বিগুণাদ্বকদ্বীপো মহামুনে।
বৃতো দধিসমুদ্রেণ ক্রমাত্তদ্দ্বিগুণেন চ॥ ৮২
বকদ্বীপাচ্চ দ্বিগুণঃ শাল্মলিদ্বীপ এব চ।
পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণেনৈব ক্ষীরোদেন সমাবৃতঃ॥ ৮৩
শ্বেতদ্বীপশ্চ ক্ষীরোদে চোপদ্বীপো মনোহরঃ।
তত্রৈব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সেবিতঃ সিন্ধুকন্যয়া॥ ৮৪
নারায়ণাংশো বৈকুণ্ঠঃ শুদ্ধঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।
শ্যামশ্চতুর্ভুজঃ শান্তো বনমালাবিভূষিতঃ॥ ৮৫
চতুর্ভুজৈঃ শ্যামবর্ণৈঃ পার্ষদৈঃ পরিবারিতঃ।
ব্রহ্মাদিভিস্তূয়মানো মুনিভিঃ সনকাদিভিঃ॥ ৮৬
সুখদো মোক্ষদঃ শ্রীমান্ প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্।
দ্বীপশ্চ বর্ত্তুলাকারো বিশুদ্ধশ্চন্দ্রবিম্ববৎ॥ ৮৭
যোজনাযুতবিস্তীর্ণো দৈর্ঘ্যে চ তৎসমঃ সদা।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণো বভূব স্বেচ্ছয়া হরেঃ॥ ৮৮
আত্মানং মন্যতে তুচ্ছং বিশ্বকর্ম্মা নিরীক্ষ্য যম্।
সমাবৃতং পার্ষদানাং শিবিরৈর্লক্ষকোটিভিঃ॥ ৮৯

তদপেক্ষা দ্বিগুণ অতি মনোহর কুশদ্বীপ, উহা সুরাসমুদ্র অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত ঘৃতসমুদ্রে পরিবৃত। ৮১। হে মহামুনে! কুশদ্বীপের পর তদপেক্ষা দ্বিগুণ বকদ্বীপ, উহাও ঘৃতসমুদ্রের দ্বিগুণ দধিসমুদ্রে পরিবৃত। ৮২। বকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ শাল্মলিদ্বীপ, উহাও দধিসমুদ্র অপেক্ষায় দ্বিগুণ ক্ষীরসমুদ্রে পরিবৃত। ৮৩। ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামে এক মনোহর উপদ্বীপ আছে, তথায় ভগবান্ বিষ্ণু সিন্ধুকন্যা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সেবিত হয়েন। শ্বেতদ্বীপ নারায়ণের অংশ; তাহার অপর নাম বৈকুণ্ঠ। উহা পবিত্র সত্ত্বগুণের আশ্রয়। বনমালাবিভূষিত, শান্ত, শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ বিষ্ণু তথায় শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ পার্ষদগণে পরিসেবিত এবং সনকাদি মুনিগণ এবং ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক স্তূয়মান। ৮৪—৮৬। তিনি সুখমোক্ষদাতা, শোভাসম্পন্ন; সর্ব্বসম্পত্তিদাতা। তদীয় বাসস্থল ঐ

উদ্যানৈঃ কল্পবৃক্ষাণাং সংসক্তং শতকোটিভিঃ।
শতকোটিভিরষ্টাভিঃ কামধেনুভিরাবৃতম্॥ ৯০
পুষ্পোদ্যানৈরাবৃতৈশ্চ সরোভিঃ শতকোটিভিঃ।
গন্ধর্ব্বৈর্নর্ত্তকৈঃ সিদ্ধৈর্যোগেন্দ্রৈরপ্সরোগণৈঃ॥ ৯১
তস্মাৎ দ্বীপাচ্চ দ্বিগুণঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো মনোহরঃ।
পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণেনৈব জলোদেন সমাবৃতঃ॥ ৯২
সপ্ত দ্বীপাশ্চ কথিতাঃ সরিৎসাগরকাননাঃ।
শৈলৈর্বহুবিধৈর্যুক্তাঃ সুন্দরৈঃ কন্দরোদরৈঃ॥ ৯৩
তৎপরা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতা।
তেজঃস্বরূপা পরমা প্রজ্বলন্তী দিবানিশম্॥ ৯৪
এবং ডিম্ভোদরস্থঞ্চ বিশ্বং বিশ্বসৃজা কৃতম্।
ডিম্ভস্তল্লোমকূপে চ মহাবিষ্ণুশ্চ নারদ॥ ৯৫
যাবন্তি রোমকূপানি বিষ্ণুতানি হরেরহো।
তাবন্ত্যেব হি বিশ্বানি চাসংখ্যানি চ নারদ॥ ৯৬

শ্বেতদ্বীপ চন্দ্রবিম্বসদৃশ বর্ত্তুলাকার। ৮৭। ঐ দ্বীপ দীর্ঘে ও প্রস্থে অযুতযোজন, হরির ইচ্ছায় অমূল্যরত্নে উহা নির্ম্মিত। ৮৮। পার্ষদ-বৃন্দের লক্ষকোটি শিবিরে পরিবৃত ঐ দ্বীপ অবলোকন করিয়া বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আপনাকে অবজ্ঞাত জ্ঞান করেন। ৮৯। শ্বেতদ্বীপে শ্রেণীবদ্ধ শতকোটি কল্পপাদপের উদ্যান বিদ্যমান এবং আটশত কোটি কামধেনু দ্বারা সতত পরিবৃত হইয়া থাকে। পুষ্পোদ্যানে আবৃত শতকোটি সরোবর এবং গন্ধর্ব্ব, নর্ত্তক, সিদ্ধ, যোগেন্দ্র ও অপ্সরোগণে উহা সর্ব্বদা পরিবৃত রহিয়াছে। ৯০—৯১। শ্বেতদ্বীপের পর ক্রৌঞ্চদ্বীপ, উহা শ্বেতদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ ও অতি রমণীয় এবং ক্ষীরোদ সমুদ্র অপেক্ষা দ্বিগুণিত জলোদ সমুদ্রে আবৃত। সরিৎ, সাগর ও কাননাবৃত বহুবিধ গুহাযুক্ত গিরিসমন্বিত অতি মনোহর এই সপ্তবিধ দ্বীপ তোমায় কহিলাম। ইহার পর সর্ব্ববিধ জন্তুবিহীন, অতি তেজোময়, দিবানিশ দীপ্তিশীল কাঞ্চনময় ভূমিভাগ। ৯২-৯৪। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা অণ্ডমধ্যে এইরূপ বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

জলে শেতে মহাবিষ্ণুর্জলং তৎপ্রতিলোমসু।
জলোপরি মহাবায়ুর্বায়োরুপরি কচ্ছপঃ॥ ৯৭
কচ্ছপোপরি শেষশ্চ গজেন্দ্রে মশকো যথা।
সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ শেষস্য মস্তকস্যৈকদেশতঃ॥ ৯৮
বিশ্বাধারশ্চ ডিম্বশ্চ সূর্পে চ সর্ষপো যথা।
স এব চ মহাবিষ্ণুঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৯৯
ষোড়শাংশো ভগবতঃ পরস্য প্রকৃতেঃ পরঃ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব নারদ।
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরম্॥ ১০০

ইতি নারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে ভক্তি-
জ্ঞাননিরূপণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

মহাবিষ্ণুর লোমকূপে এই সকল বিশ্ব অণ্ডাকারে অবস্থিত। ৯৫। হে নারদ! হরির যত সংখ্যক লোমকূপ প্রকাশ পায়, অহো! তাবৎ প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ পাইয়া থাকে; উহার সংখ্যা হয় না। ৯৬। মহাবিষ্ণু জলশায়ী, তাঁহার প্রত্যেক লোমেই জল, জলের উপরে মহাবায়ু, বায়ুর উপর কচ্ছপ, বৃহৎ গজের উপর যেমন মশক অবস্থিতি করে, সেইরূপ শেষ কচ্ছপের উপর রহিয়াছেন। সহস্র মস্তক শেষের শিরের এক অংশে সূর্পে সর্ষপবৎ বিশ্বের আধার ডিম্ব অবস্থিতি করিতেছে। ভগবান্ মহাবিষ্ণু প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা কৃষ্ণের ষোড়শাংশের এক অংশ মাত্র। হে নারদ! ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু মিথ্যা। ত্রিগুণের অতীত সত্ত্বপ্রধান, পরব্রহ্ম, পরম সত্য রাধানাথকে ভজনা কর। ৯৯-১০০।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

-ঃ-*-ঃ——

শ্রীনারদ উবাচ

শ্রুতং নাথ কিমমৃতমপূর্ব্বং পরমাদ্ভুতম্।
ভক্তিজ্ঞানং পরং শুদ্ধমমলং কোমলং বিভো॥ ১
অতঃ পরং যমপরং তীর্থকীর্ত্তেগু'ণান্তরম্।
জ্ঞানামৃতং রসং শুদ্ধং কথ্যতাং শ্রবণামৃতম্॥ ২

শ্রীমহাদেব উবাচ

গুণান্তরং তীর্থকীর্ত্তেঃ কো বা বক্তুং ক্ষমো মুনে।
নাহং ব্রহ্মা চ শেষশ্চ ধর্ম্মঃ সূর্য্যস্তথৈব চ॥ ৩
নারায়ণর্ষির্ভগবান্ নরর্ষিঃ কপিলস্তথা।
সনৎকুমারো বেদাশ্চাপ্যন্যঃ কো বা ন ভারতী॥ ৪
পরমাত্মা যথাদৃষ্টঃ সীমা চ নভসস্তথা।
যথাদৃষ্টং মনশ্চাপি বুদ্ধির্জ্ঞানং বিবেচনম্॥ ৫

শ্রীনারদ কহিলেন।—হে বিভো! কি অপূর্ব্ব পরমাদ্ভুত, অতি পবিত্র, নির্ম্মল, কোমল অমৃতময় ভক্তিজ্ঞান শ্রবণ করিলাম। অতঃপর পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের জ্ঞানামৃতস্বরূপ অতিশুদ্ধ পবিত্র শ্রবণমধুর অপর রসাত্মক গুণান্তর বর্ণন করুন। ১-২।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—হে মুনে! পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের গুণান্তর বলিতে কেই বা সমর্থ হইবে? আমি, ব্রহ্মা, শেষ, ধর্ম্ম, সূর্য্য কেহই সমর্থ নহে। ভগবান্ নারায়ণঋষি এবং নরঋষি কপিল, সনৎকুমার, বেদচতুষ্টয় অধিক কি ভারতীও সমর্থ নহেন। ৩-৪। পরমাত্মা, আকাশের সীমা, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক এ সকল অদৃশ্য

তথা গুণশ্চ কৃষ্ণস্য সর্ব্বাজ্ঞাতশ্চ নারদ।
তথাপি বক্তি তজ্জ্ঞানং পণ্ডিতশ্চ যথাগমম্ ॥ ৬
কলাঃ কলাংশাস্তস্যাপি যে যে সন্তশ্চ যোগিনঃ।
তে মহান্তশ্চ পূজ্যাশ্চাপ্যংশং বক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ৭
নৈব কৃষ্ণাৎ পরো দেবো নৈব কৃষ্ণাৎ পরঃ পুমান্।
নৈব কৃষ্ণাৎ পরো জ্ঞানী ন যোগী চ ততঃ পরঃ ॥ ৮
নৈব কৃষ্ণাৎ পরঃ সিদ্ধস্তৎপরোঽপি নহীশ্বরঃ।
ন তৎপরশ্চ জনকো বিশ্বেষাং পরিপালকঃ ॥ ৯
ন তৎপরশ্চ বলবান্ বুদ্ধিমান্ কীর্ত্তিমাংস্তথা।
ন তৎপরঃ সত্যবাদী দয়াবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ১০
ন তৎপরশ্চ গুণবান্ সুশীলশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শুদ্ধাশয়শ্চ শুদ্ধশ্চ ন তস্মাদ্ভক্তবৎসলঃ ॥ ১১
নহি তস্মাৎ পরো ধর্ম্মী প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্।
ন হি তস্মাৎ পরঃ শান্তো লক্ষ্মীকান্তাৎ পরশ্চ কঃ ॥ ১২
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডো মোহিতো মায়য়া যয়া।
সা চাতিভীতা পুরতো যমেব স্তোতুমক্ষমা ॥ ১৩

পদার্থ কদাচিৎ দৃষ্ট হইলেও হে নারদ! সেই কৃষ্ণের সমস্ত গুণ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে, তবে পণ্ডিতগণ আগম অনুসারে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার অংশ ও অংশাংশস্বরূপ যে সকল মহৎ ও মহাপূজ্য যোগী তাঁহারাও তাঁহার গুণের অংশমাত্র বর্ণনে সক্ষম হয় না। ৫-৭। কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রধান দেবতা বা প্রধান পুরুষ নাই। তাঁহা অপেক্ষা জ্ঞানী কিম্বা যোগীও কেহ নাই। ৮। কৃষ্ণ অপেক্ষা সিদ্ধ বা প্রভু কেহ নাই, তদপেক্ষা সকলের পরিপালক জনকও আর কেহ নাই। ৯। তদপেক্ষা বলবান্, শক্তিমান্ ও কীর্ত্তিমান্ কেহ নাই, তাঁহার তুল্য সত্যবাদী, দয়ালু ও ভক্তবৎসলও কেহ নাই। ১০। তৎসদৃশ গুণবান্, সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধাশয়, পবিত্র ও ভক্তপ্রিয় কেহই নাই। ১১। তদপেক্ষা সমস্তসম্পত্তিদাতা ও ধার্ম্মিক কেহ নাই।

সরস্বতী জড়ীভূতা যমেব স্তোতুমক্ষমা।
মহালক্ষ্মীশ্চাতিভীতা পাদপদ্মং নিষেবতে॥ ১৪
প্রত্যেকং প্রতিবিশ্বেষু মহাবিষ্ণুশ্চ লোমসু।
কোটিশঃ কোটিশঃ সন্তি দেবা ব্রহ্মাদয়ো মুনে॥ ১৫
যথা রেণুরসংখ্যশ্চ তথা বিশ্বানি নারদ।
এতেষামীশ্বরশ্চৈকো রাধেশঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥ ১৬
ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিৎ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।
অনিরূপ্যঃ কৃষ্ণগুণো যথা বিশ্বং যথা রজঃ॥ ১৭

নারদ উবাচ

রাধোদ্ভবং বদ বিভো শ্রোতুং কৌতূহলং মম।
কা বা সা কুত উৎপন্না তৎপ্রভাবশ্চ কঃ শিব॥ ১৮

শ্রীমহাদেব উবাচ

সর্ব্বাদিসর্গপর্য্যন্তং শৃণু নারদ মন্মুখাৎ।
একোঽয়ং ন দ্বিতীয়শ্চ দেহো মে তেজসোঽন্তরে॥ ১৯

তদপেক্ষা শান্ত কেহ নাই, কেই বা লক্ষ্মীকান্ত অপেক্ষা প্রধান হইবে।১২ যে মায়া কর্ত্তৃক অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ হইয়াছে, তিনিও ইঁহার সমক্ষে স্তব করিতে অক্ষম ও অতি ভীতা হন। ১৩। সরস্বতী উঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, পরন্ত জড়প্রায় হইয়া যান। মহালক্ষ্মীও অতিভীতা হইয়া উঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন।১৪। প্রত্যেক বিশ্বে এবং উঁহার প্রতি লোমকূপে মহাবিষ্ণু বিদ্যমান আছেন। হে মুনে! কোটি কোটি ব্রহ্মাদি দেবতারাও তদীয় লোমকূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ১৫। হে নারদ! যেমন পৃথিবীর ধূলিকণা অসংখ্য, সেইরূপ বিশ্বও অনন্ত, এই সমস্ত বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর প্রকৃতির অতীত রাধিকেশ্বর। যেমন বিশ্ব ও পৃথিবীর ধূলিকণা অসংখ্য—নিরূপণের অযোগ্য, সেইরূপ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত, এই তোমাকে সামান্যতঃ যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১৬-১৭।

নারদ বলিলেন—হে প্রভো! রাধার উৎপত্তি বর্ণন করুন, আমার

গোলোকো নিত্যবৈকুণ্ঠো যথাকাশো যথা দিশঃ।
যথা স পরমাত্মা চ সর্ব্বেষাং জগতামপি ॥ ২০
দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে।
গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ ॥ ২১
কোটীন্দুসদৃশঃ শ্রীমাংস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
অতীবসুখদৃশ্যশ্চ কোটিকন্দর্পনিন্দিতঃ ॥ ২২
দৃষ্ট্বা শূন্যং সর্ব্ববিশ্বমূর্দ্ধ্বঞ্চাধসি তুল্যকম্।
সৃষ্ট্যুন্মুখশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ সৃষ্টিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ২৩
এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥ ২৪
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্।
তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ২৫

শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। হে মহাদেব! তিনি কে, কোথা হইতেই বা উৎপন্না হইয়াছেন। তাঁহার প্রভাবই বা কিরূপ। ১৮।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—হে নারদ! সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার মুখে শ্রবণ কর। আমি এক, আমার দ্বিতীয় নাই। আমার দেহ তেজের মধ্যে ছিল। ১৯। সমস্ত জগতের মধ্যে যেমন আকাশ, দিক্ এবং পরমাত্মা নিত্য, সেই রূপ গোলোক নিত্য; তথায় ভগবান্ নিত্য বিরাজমান। ২০। সেই পরমাত্মা গোলোকের রাসমণ্ডলে তরুণ গোপবেশে নূতন জলধর সদৃশ শ্যামবপু ও দ্বিভুজ পরিগ্রহ করিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ২১। তিনি কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, শ্রীমান্, তেজদ্বারা দেদীপ্যমান, অত্যন্ত সুখদৃশ্য এবং কোটি কন্দর্পের দর্পহারক। ২২। ঊর্দ্ধ এবং অধঃ সর্ব্বত্র সমস্ত বিশ্ব শূন্যময় অবলোকনে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিষয়ে উদ্যত হইলেন। ২৩। প্রথমে একমাত্র সেই ঈশ্বর দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। তাহার একভাগে স্ত্রী হইল, ইহাঁকে বিষ্ণুমায়া বলে, এবং অপরভাগে তিনি স্বয়ং পুরুষ রহিলেন। ২৪। তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি

সা দধাব নচোবাচ ভীতা মনসি কম্পিতা।
তাং ধৃত্বোরসি সংস্থাপ্য স উবাচাতিলজ্জিতাম্ ॥ ২৬
স্ত্রীজাত্যধিষ্ঠাতৃদেবীং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্।
তৎপ্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবীং তদ্বামাঙ্গসমুদ্ভবাম্ ॥ ২৭

শ্রীভগবানুবাচ

মম প্রাণাধিদেবী ত্বং স্থিরা ভব মমোরসি।
অত্র স্থানং ময়া দত্তং তুভ্যং প্রাণেশ্বরি প্রিয়ে ॥ ২৮
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তমে পরমাত্মা সনাতনি।
ত্যজ লজ্জাং ক্ষমাশীলে নবসঙ্গমলজ্জিতে ॥ ২৯
ইত্যেবমুক্ত্বা তাং দেবীং প্রিয়াং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
চুচুম্ব গণ্ডং কোটিনমাশিশ্লেষ স্তনং মুদা ॥ ৩০
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পয়ঃফেননিভাং শুভাম্।
সুগন্ধিবায়ুসংযুক্তাং পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাম্ ॥ ৩১

সগুণ ও নির্গুণ। সেই দেব সেই সুন্দরী চঞ্চলা ললনাকে, অবলোকন করিয়া স্বয়ং রতিক্রীড়া করিতে উৎসুক হইলেন।২৫। সেই কামিনী মনে অতিশয় ভয় পাইলেন এবং কম্পমান-কলেবরা হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক পলায়মানা হইলেন। সেই দেব বিষ্ণু অতি লজ্জিতা সেই কামিনীকে ধারণ পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থাপন করিয়া কিছু কহিতে লাগিলেন। সেই স্ত্রী অবলাজাতির অধিষ্ঠাতৃদেবতা, মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী এবং বিষ্ণুর প্রাণেরও অধিষ্ঠাতৃ.দেবতা ও তাঁহার বামাঙ্গসম্ভূতা। ২৬-২৭।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।—হে প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি! তুমি আমার প্রাণের অধিদেবতা, আমি তোমায় হৃদয়ে স্থান প্রদান করিলাম, তুমি আমার বক্ষঃস্থলে স্থির হইয়া থাক। ২৮। হে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমে! সনাতনি! ক্ষমাশীলে! নবসঙ্গম-লজ্জিতে! তুমি পরমাত্ম-স্বরূপিণী; অতএব লজ্জা পরিত্যাগ কর। ২৯। সেই হরিপ্রিয়া দেবীকে এই কথা কহিয়া, নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক পরমানন্দে বহুবার তদীয় গণ্ডস্থল চুম্বন করিলেন এবং অতি গাঢ়রূপে স্তনযুগলে আলিঙ্গন করিলেন। ৩০। পয়ঃফেননিভ,

স রেমে রাময়া সার্দ্ধং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ
বিদগ্ধয়া বিদগ্ধেন বভূব সঙ্গমঃ শুভঃ ॥ ৩২
এতদন্তে তদুদরে বীর্য্যাধানং চকার সঃ ।
গর্ভং দধার সা দেবী যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ৩৩
ভূরিশ্রমেণ কৃষ্ণস্য গাত্রে ঘর্ম্মো বভূব হ ।
অধঃ পপাত তদ্বিন্দুকণমেব চ নারদ ॥ ৩৪
দধার তজ্জলং শূন্যে নিত্যবায়ুশ্চ যোগতঃ ।
তদেব প্লাবয়ামাস বিশ্বে চাধসি সর্ব্বতঃ ॥ ৩৫
রাসে সংভূয় তরুণীমাদধার হরেঃ পুরঃ ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভিশ্চ নারদ ॥ ৩৬
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা বভূব সুন্দরী পুরা ।
যস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুর্দ্দেবযোষিতঃ ॥ ৩৭
রাশব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো ভক্তিং মুক্তিঞ্চ রাতি সঃ ।
ধাশব্দোচ্চারণেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদম্ ॥ ৩৮

নির্ম্মল, সুগন্ধিবায়ুসংযুক্ত, পুষ্পচন্দন-চর্চ্চিত রতিকর শয্যা প্রস্তুত করিয়া সেই কামিনীর সহিত কৃষ্ণ ব্রহ্মার বয়ঃপরিমিত কাল ব্যাপিয়া রমণ করিলেন। রতি-পণ্ডিতার সহিত রতি-পণ্ডিতের সঙ্গম অতি শুভদায়ক হইল। ৩১—৩২। অনন্তর কৃষ্ণ সেই কামিনীর উদরে বীর্য্যাধান করিলেন। সেইকালে কামিনী ব্রহ্মার বয়ঃপরিমিত কাল ব্যাপিয়া গর্ভ ধারণ করিলেন। ৩৩। অত্যন্ত পরিশ্রমে তখন কৃষ্ণের দেহে ঘর্ম্মের উদয় হয়। হে নারদ! সেই ঘর্ম্মবিন্দুকণা অধঃপতিত হইয়াছিল। ৩৪। সনাতন ভগবান্ বায়ু যোগবলে সেই ঘর্ম্মজল শূন্যে ধারণ করিলেন। উহা বিশ্বের অধঃস্থিত সমস্ত বস্তু প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ৩৫। হে নারদ! ঐ নারী রাসে তরুণী হইয়া হরির অগ্রে অবস্থিতি করেন, এ কারণ বুধগণ তাঁহার নাম রাধা রাখিলেন। ৩৬। পূর্ব্বে সেই সুন্দরী কৃষ্ণের বাম অঙ্গ হইতে উৎপন্না হন। তাঁহারই অংশ ও অংশান্তর হইতে সমস্ত সুরনারী উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ৩৭। ভক্ত 'রা'-শব্দ উচ্চারণমাত্রে

সুসাব ডিম্ভং সা দেবী রাসে বৃন্দাবনে বনে।
দৃষ্ট্বা ডিম্ভং ক্রুধা রাধা প্রেরয়ামাস পাদতঃ ॥ ৩৯
পপাত ডিম্ভস্তোয়ে চ দ্বিখণ্ডশ্চ বভূব সঃ।
ডিম্ভান্তরে চ যো বালো মহাবিষ্ণুঃ স এব হি ॥ ৪০
তল্লোমবিবরেষেব ব্রহ্মাণ্ডানি পৃথক্ পৃথক্।
প্রত্যেকং মায়য়াসংখ্যডিম্ভাশ্চাপ্যভবন্ পুরা ॥ ৪১
বিশ্বান্যেবং হি ভূরীণি তেষামভ্যন্তরং মুনে।
বভূবুরেবং ক্রমতঃ প্রত্যেকঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪২
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র রাধিকাখ্যানমেব চ।
গোপনীয়ং পুরাণেষু স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৪৩
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহরং মোক্ষকরং পরম্।
হরিদাস্যপ্রদং তস্য ভক্তিদং শুভদং শুভম্ ॥ ৪৪
সর্ব্বং তে কথিতং বৎস যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্।
যথা শ্রুতং কৃষ্ণমুখাৎ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫

ভক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত হন এবং 'ধা'-শব্দ উচ্চারণ করিলে হরিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৮। বৃন্দাবনের বনান্তরালে রাসে সেই দেবী ডিম্ব প্রসব করেন, রাধা ডিম্ব দর্শনে ক্রোধে অন্ধ হইয়া পদাঘাতে উহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন।৩৯। সেই ডিম্ব সলিলে পতিত এবং দ্বিখণ্ড হয়। ডিম্বমধ্যে যে বালক উৎপন্ন হন, তিনিই মহাবিষ্ণু। ৪০। পূর্ব্বে তাঁহার লোমকূপে পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ড হয় এবং মায়াদ্বারা অসংখ্য ডিম্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪১। হে মুনে! এইরূপে তাহার অভ্যন্তরভাগে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ অসংখ্য বিশ্ব উৎপন্ন হয়। ৪২। হে বিপ্র! এইরূপ পুরাণ-বর্ণিত গোপনীয় পদে পদে স্বাদু রাধিকার আখ্যান বর্ণন করিলাম। ৪৩। উহা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিহর, মোক্ষদ, হরির দাস্যপ্রদ এবং হরিভক্তিপ্রদ, পরম শুভদ। ৪৪। হে বৎস! কৃষ্ণের মুখ হইতে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ তোমার মনোবাঞ্ছিত সমস্ত বর্ণন করিলাম, আর কি শুনিতে তোমার অভিলাষ হয় বল। ৪৫।

নারদ উবাচ

কিমপূর্ব্বং শ্রুতং শম্ভো যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরো।
সমাসেন সর্ব্বমুক্তং ব্যাসেন বক্তুমর্হসি॥ ৪৬
পুরা ত্বয়োক্তং দেবীনাং দেবানাঞ্চরিতং শিব।
জগৎপ্রসূঞ্চ পৃচ্ছন্তীং পার্ব্বতীং পুষ্করাশ্রমে॥ ৪৭
রাধাখ্যানং তত্র নোক্তং কথং বা বিদুষাং গুরো।
সর্ব্ববীজেশ্বরঃ সর্ব্ববেদকারণকারণঃ॥ ৪৮
মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ বদ বেদবিদাং বর।
কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো পরাৎপর॥ ৪৯

শ্রীমহাদেব উবাচ

অপূর্ব্বং রাধিকাখ্যানং গোপনীয়ং সুদুর্লভম্।
সদ্যো মুক্তিপ্রদং শুদ্ধং বেদসারং সুপুণ্যদম্॥ ৫০
যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥ ৫১

নারদ কহিলেন।—হে যোগীন্দ্রগণের পরমগুরো দেবদেব! কি অপূর্ব্ব কথাই শ্রবণ করিলাম, কিন্তু আপনি সমস্ত কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এক্ষণে বিস্তারিত করিয়া বলুন। ৪৬। হে দেব! পূর্ব্বে পুষ্করাশ্রমে জগৎ-প্রসবিত্রী পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলে আপনি দেব ও দেবীগণের চরিত বর্ণন করেন। হে বুধগণের গুরু, হে সর্ব্বজীবেশ্বর! হে সর্ব্ববেদের কারণের কারণ! সেই সময় কি নিমিত্ত রাধিকার উপাখ্যান বর্ণন করেন নাই। ৪৭-৪৮। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ, কৃপাসিন্ধো, দীনবন্ধো! পরাৎপর! ভগবন্! আপনি সর্ব্ববীজের ও সর্ব্ববেদের কারণের কারণ; ভক্ত ও অনুরক্ত আমার প্রতি সদয় হইয়া রাধার বিস্তৃত উপাখ্যান বর্ণন করুন। ৪৯।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—রাধিকার উপাখ্যান অপূর্ব্ব, গোপনীয়, সুদুর্লভ, সদ্যোমুক্তিপ্রদ, পবিত্র, বেদের সারভূত ও পুণ্যপ্রদ। ৫০। যেরূপ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত, সেইরূপ রাধিকাও ব্রহ্মস্বরূপা

যথা স এব সগুণঃ কালে কর্ম্মানুরোধতঃ।
তথৈব কর্ম্মণা কালে প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৫২
তস্যৈব পরমেশস্য প্রাণেষু রসনাসু চ।
বুদ্ধৌ মনসি যোগেন প্রকৃতেঃ স্থিতিরেব চ ॥ ৫৩
আবির্ভাবস্তিরোভাবস্তস্যাঃ কালেন নারদ।
ন কৃত্রিমা চ সা নিত্যা সত্যরূপা যথা হরিঃ ॥ ৫৪
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী রাধারূপা চ সা মুনে।
রসনাধিষ্ঠাত্রী দেবি স্বয়মেব সরস্বতী ॥ ৫৫
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্না চ পার্ব্বতী ॥ ৫৬
সর্ব্বেষামপি দেবানাং তেজঃসু সমধিষ্ঠিতা।
সংহন্ত্রী সর্ব্বদৈত্যানাং দেববৈরিবিমর্দ্দিনী ॥ ৫৭
স্থানদাত্রী চ তেষাঞ্চ ধাত্রী ত্রিজগতামপি।
ক্ষুৎ পিপাসা দয়া নিদ্রা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা তথা ॥ ৫৮
লজ্জা ভ্রান্তিশ্চ সর্ব্বেষামধিদেবী প্রকীর্ত্তিতা।
মনোঽধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সাবিত্রী বিপ্রজাতিষু ॥ ৫৯

নির্লিপ্তা ও প্রকৃতির পরস্থিতা। ৫১। যেরূপ কর্ম্মানুরোধে কালবশে ভগবান্ সগুণ হন, সেইরূপ কর্ম্মদ্বারা কালে তিনিও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিস্বরূপা হইয়া থাকেন। ৫২। সেই পরমেশ্বর প্রাণ, রসনা, বুদ্ধি এবং মনে প্রকৃতির সহিত স্বযোগবলে সম্পর্ক করিয়া থাকেন। ৫৩। হে নারদ! কালে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। হরির ন্যায় তিনিও অকৃত্রিমা নিত্যা ও সত্যস্বরূপা। ৫৪। হে মুনে! প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই রাধা কহে। রসনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং সরস্বতী। ৫৫। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এক্ষণে হিমালয়ের কন্যা হইয়া ইহাঁর নাম পার্ব্বতী হইয়াছে। ৫৬। তিনি সকল দেবতাগণের তেজে অধিষ্ঠান করেন, সকল দৈত্যগণের সংহার-কারিণী, এবং দেবতাদিগের বৈরিনাশিনী। তিনিই সকল দেবতা-

রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা।
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যেব হি নারদ ॥ ৬০
তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমথনোদ্ভবা।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥ ৬১
তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে।
স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ ॥ ৬২
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে।
সরস্বতী দ্বিধাভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ৬৩
সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী ॥ ৬৪
রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥ ৬৫
রাসমণ্ডলমধ্যে চ রাসক্রীড়াং চকার সা।
কৃষ্ণচর্বিততাম্বূলং চখাদ রাধিকা সতী ॥ ৬৬

দিগকে স্থান প্রদান করেন। তিনি ত্রিজগতের ধাত্রীস্বরূপা, ক্ষুৎ, পিপাসা, দয়া, নিদ্রা, তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষমারূপা। ৫৭—৫৮। তিনি লজ্জা ও ভ্রান্তিস্বরূপা এবং সকলের অধিদেবী, মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্রাহ্মণদিগের সাবিত্রী। ৫৯। তিনি রাধার বামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মী নামে কীর্ত্তিত হন। হে নারদ! তিনিই ঈশ্বরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ক্ষীরসমুদ্র মন্থনে উদ্‌ভূতা তদংশভূতা সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীনাম গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের পত্নী হইয়াছেন। ৬০-৬১। তাঁহারই অংশসম্ভূতা কন্যা ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে অবস্থিতি করিয়া স্বর্গলক্ষ্মী হইয়াছেন। স্বয়ং মহালক্ষ্মী দেবী বৈকুণ্ঠশায়ী ভগবানের পত্নী। ৬২। তিনি নিরাময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পত্নী হইয়া সাবিত্রী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে হরির আদেশে সরস্বতীদেবী দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি সিদ্ধযোগিনীরূপে যোগবলে সরস্বতী ও ভারতী নাম গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে ভারতী ব্রহ্মার পত্নী ও সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী হন। ৬৩-৬৪। পূর্ব্বে

রাধাচর্বিততাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ।
একাঙ্গো হি তনোর্ভেদো দুগ্ধধারণ্যয়োর্যথা॥ ৬৭
ভেদকা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
তয়োর্ভেদং করিষ্যন্তি যে চ নিন্দন্তি রাধিকাম্।
কুম্ভীপাকেন পচ্যন্তে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ॥ ৬৮

নারদ উবাচ

রাধামন্ত্রেষু যো মন্ত্রঃ প্রধানঃ পূজিতঃ সতাম্।
তন্মে ব্রূহি জগন্নাথ তদ্ধ্যানং কবচং স্তবম্॥ ৬৯
পূজাবিধানং তন্মন্ত্রং যদ্‌যৎপূজাফলং শিব।
সমাসেন কৃপাসিন্ধো মাং ভক্তমপি কথ্যতাম্॥ ৭০

শ্রীমহাদেব উবাচ

নারায়ণর্ষিণা দত্তং সুভদ্রব্রাহ্মণায় চ।
কবচং যন্মুনিশ্রেষ্ঠ তদেব কবচং পরম্॥ ৭১

বৃন্দাবনে রাসের অধিষ্ঠাত্রী পরিপূর্ণতমা দেবী সেই সতী স্বয়ং রাসের ঈশ্বরী হন। ৬৫। তিনি রাসমণ্ডলমধ্যে রাসক্রীড়া করেন এবং রাধিকা নাম গ্রহণ করিয়া সেই সতী কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করেন। ৬৬। মধুসূদন কৃষ্ণও রাধার চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করেন। দুগ্ধ ও দুগ্ধাধার স্তন যেমন আধার-আধেয় ভাবযুক্ত, কৃষ্ণ ও রাধিকার সম্বন্ধও তদ্রূপ, কেবল শরীরমাত্র প্রভেদ। ৬৭। যাহারা তাঁহাদের ভেদ স্বীকার করে চন্দ্রসূর্য্য যতদিন থাকিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা নরকে গমন করিবে। যাহারা তাঁহাদের প্রভেদ করেন এবং রাধিকার নিন্দা করেন তাঁহারা ব্রহ্মার জীবনকাল যাবৎ কুম্ভীপাক নরকে থাকেন। ৬৮।

নারদ কহিলেন।—হে জগন্নাথ! রাধার মন্ত্রমধ্যে যে মন্ত্র সর্ব্বপ্রধান এবং সাধুদিগের পূজিত, তাহা এবং তাঁহার ধ্যান, কবচ ও স্তব আমাকে বলুন। হে কৃপাসিন্ধো শিব! তাঁহার পূজাবিধান, মন্ত্র এবং পূজার ফল সমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। ৬৯-৭০।

মহাদেব কহিলেন।—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! নারায়ণঋষি সুভদ্র ব্রাহ্মণকে

ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা শ্রীকৃষ্ণেনৈব সেবিতা।
সারভূতা চ মন্ত্রেষু দাস্যভক্তিপ্রদা হরেঃ ॥ ৭২
ধ্যানং স্তোত্রং সর্ব্বপূজ্যং সামবেদোক্তমেব চ।
কার্ত্তিকীপূর্ণিমাপ্রাপ্তং নরাণাং জন্মখণ্ডনম্ ॥ ৭৩
পরমানন্দসন্দোহকবচং তৎসুদুর্লভম্।
যদ্ধৃতং কণ্ঠদেশে চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ৭৪

নারদ উবাচ

ষড়ক্ষরীং মহাবিদ্যাং বদ বেদবিদাংবর।
কেন কেনোপাসিতা সা চ কিং বা তৎফলমীশ্বর ॥ ৭৫

শ্রীমহাদেব উবাচ

ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা বেদেষু চ সুদুর্লভা।
নিষিদ্ধা হরিণা পূর্ব্বং বক্তুমেব হি নারদ ॥ ৭৬
পার্ব্বত্যা পরিপৃষ্টেন ময়া নোক্তা পুরা মুনে।
অস্মাকং প্রাণতুল্যা চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭৭
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা বিদ্যা ভক্তিমুক্তিপ্রদা হরেঃ।
বহ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং মৃদাঞ্চ মনসস্তথা ॥ ৭৮

যে কবচ প্রদান করিয়াছেন, সেই কবচই পরম শ্রেষ্ঠ। ৭১। ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিসেবিতা, সমস্ত তন্ত্রের সারভূতা এবং হরি-দাস্যপ্রদ ভক্তিপ্রদায়িনী। ৭২। কাত্তিকী পূর্ণিমায় তাঁহার সর্ব্বপূজ্য ধ্যান এবং সামবেদোক্ত মন্ত্র প্রাপ্ত হইলে নরগণ জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয়। ঘন পরমানন্দ স্বরূপ তাঁহার যেই কবচ অতি সুদুর্লভ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কণ্ঠদেশে তাহা ধারণ করিয়া থাকেন। ৭৩-৭৪।

নারদ কহিলেন।—হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর! ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যার বিষয় বর্ণন করুন। কে কে ঐ মন্ত্রের উপাসক এবং তাহার ফলই বা কিপ্রকার। ৭৫।

মহাদেব কহিলেন।—হে নারদ! ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা বেদেও অতি দুর্লভ, উহা বলিতে হরি পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছেন। ৭৬। হে মুনে!

সর্ব্বং জানাতি ভক্তশ্চ বিদ্যাসিদ্ধির্ভবেদ্‌যদি।
যদা নারায়ণক্ষেত্রে দশলক্ষং জপেচ্ছুচিঃ ॥ ৭৯
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ।
ইত্যেবং কথিতং বৎস মন্ত্রতন্ত্রপরাক্রমম্‌ ॥ ৮০
রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং প্রাণা দেয়াশ্চ নারদ।
পুত্রো দেয়ঃ প্রিয়া দেয়া ধর্ম্মং দেয়ং সুদুর্ল্লভম্‌ ॥ ৮১
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং নাম যদি দেয়ং মহামুনে।
তথাপি গোপনীয়া চ ন দেয়া সা ষড়ক্ষরী ॥ ৮২
ব্রহ্মশাপভয়াদ্বিপ্র তথাপি কথয়াম্যহম্‌।
স্নাতঃ শুদ্ধাম্বরধরো যতী সংযত এব চ ॥ ৮৩
গৃহ্লীয়াচ্চ মহাবিদ্যাং কামধেনুস্বরূপিণীম্‌।
প্রদাত্রীং কবিতাং বিদ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ সম্পদাম্‌ ॥ ৮৪
বলং পুত্রং মহালক্ষ্মীং নিশ্চলাং শতপৌরুষীম্‌।
ভক্তিং দাস্যপ্রদামন্তে গোলোকে বাসমীপ্সিতম্‌ ॥ ৮৫

পূর্ব্বে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেও, আমাদের ও পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রাণতুল্য ঐ মন্ত্রের কথা বলি নাই। ৭৭। ঐ বিদ্যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা, এবং হরির প্রতি ভক্তি ও মুক্তিপ্রদা। ঐ মন্ত্রপ্রভাবে ভক্ত বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, মৃত্তিকাস্তম্ভ এবং মনের স্তম্ভ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। ৭৮। উক্ত বিদ্যায় সিদ্ধ হইলে ভক্ত সমস্ত জানিতে পারে। যিনি নারায়ণ ক্ষেত্রে পবিত্র হইয়া দশ লক্ষ বার জপ করেন, তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং তিনি বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকেন। হে বৎস! এই তোমার নিকট মন্ত্র তন্ত্রের প্রভাব বলিলাম। ৭৯-৮০। হে নারদ! রাজ্য, নিজমস্তক, প্রাণ, পুত্র, কলত্র এবং সুদুর্লভ ধর্ম্মও দেয়; অধিক কি যদি মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানও দেয় হয়, কিন্তু হে মহামুনে! তথাপি উক্ত ষড়ক্ষরী বিদ্যা দেয় নহে, পরন্তু উহা গোপনীয়। ৮১-৮২। হে বিপ্র! তথাপি ব্রহ্মশাপ ভয়ে আমি তোমায় উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্নাত ও পবিত্র বস্ত্রপরিধায়ী, সংযত এবং নিয়তচিত্ত হইয়া এই মহাবিদ্যা

মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।
কোটিজন্মার্জিতাৎ পাপন্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬
পুরুষাণাং শতঞ্চৈব লীলয়া চ সমুদ্ধরেৎ।
মাতরং ভ্রাতরং পুত্রং পত্নীঞ্চ বান্ধবাংস্তথা ॥ ৮৭
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ সদ্যঃ পূতো ভবেন্নরঃ।
যথা সুবর্ণং বহ্নৌ চ গঙ্গাতোয়ে যথা নরঃ ॥ ৮৮
তস্যৈব পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পবিত্রাণি চ তীর্থানি তুলসী চাপি জাহ্নবী ॥ ৮৯
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্।
ষড়ক্ষরীং মহাবিদ্যাং যো গৃহ্লীয়াচ্চ পুণ্যদঃ ॥ ৯০
ভূতবর্গাৎ পরো বর্ণো দ্বিতীয়ো দীর্ঘবান্মুনে।
চতুর্বর্গতুরীয়শ্চ দীর্ঘবাংশ্চ ফলপ্রদঃ ॥ ৯১
ভূতবর্গাৎ পরো বর্ণো বাণীবান্ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
সর্ব্বশুদ্ধপ্রিয়ান্তা চ তস্যা বীজাদিকা স্মৃতা ॥ ৯২

গ্রহণ করিবে। সর্ব্বসিদ্ধি এবং সমস্ত সম্পত্তি প্রদায়িনী কামধেনুস্বরূপিণী মহাবিদ্যা বল, পুত্র, শতপুরুষ পর্য্যন্ত অচলা লক্ষ্মী, ভক্তি এবং পরিশেষে গোলোকে বাস এবং হরির দাসত্ব প্রদান করে। ৮৩-৮৫। এই মন্ত্র গ্রহণ মাত্র নর নারায়ণ স্বরূপ হয়, এবং কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। সে মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কলত্র, এবং বন্ধুগণের সহিত অনায়াসে শত পুরুষ উদ্ধার করে। ৮৬-৮৭। যেরূপ অগ্নিতে সুবর্ণ এবং গঙ্গাজলে মনুষ্য পবিত্র হয়, সেইরূপ মনুষ্য মন্ত্রগ্রহণমাত্র তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। ৮৮। তাহার পদরেণুস্পর্শে বসুন্ধরা সদ্য পবিত্র ও সমস্ত তীর্থ, তুলসী ও গঙ্গা পবিত্রা হয়। ৮৮-৮৯। যে ব্যক্তি ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা গ্রহণ করে, সে পদে পদে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। ৯০। হে মুনে! পঞ্চবর্গের পরবর্ত্তী দ্বিতীয়বর্ণ র, উহা দীর্ঘ আকারযুক্ত রা; চতুর্বর্গের চতুর্থবর্ণ ধ, উহার সহিত দীর্ঘস্বর আকার যুক্ত হইলে হয় ধা; পঞ্চবর্গের পরবর্ত্তী বর্ণ য, উহা ঐঁ যুক্ত, বহ্নি হইতে হয় সকলের শুদ্ধি, সেই বহ্নি বীজ

ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা।
প্রণবাদ্যা মহামায়া রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥ ৯৩
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা ঙেন্তাঽনলজায়ান্ত এব চ।
কল্পবৃক্ষস্বরূপশ্চ মন্ত্রোঽয়ং ভুবনাক্ষরঃ ॥ ৯৪
কুমারপদবীদাতা সিদ্ধো যদি ভবেন্নরঃ।
কুমারেণার্চ্চিতো মন্ত্রঃ পাদ্মে পাদ্মসুতেন চ ॥ ৯৫
পাদ্মেন দত্তঃ পুত্রায় পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি।
সপ্তলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৯৬
সর্ব্বস্তম্ভং সর্ব্বসিদ্ধিং লভতে সাধকঃ সদা।
কৃষ্ণেন দত্তো গোলোকে ব্রহ্মণে বিরজাতটে ॥ ৯৭
তেন দত্তশ্চ মহ্যঞ্চ তুভ্যং দত্তো মহামুনে।
প্রণবাদ্যা চ সর্ব্বাদ্যা মহামায়া সরস্বতী ॥ ৯৮
কৃষ্ণপ্রিয়া চতুর্থ্যন্তা চিত্রভানুপ্রিয়ান্তকা।
একাদশাক্ষরো মন্ত্রো গঙ্গয়োপাসিতস্তথা ॥ ৯৯

স্বাহা। এই 'রাধায়ৈ স্বাহা বীজের আদিতে শ্রীঁ বীজ যুক্ত হইলে ষড়ক্ষর মন্ত্র হইবে—শ্রীঁ রাধায়ৈ স্বাহা। ৯১—৯২। এই ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা। ওঁ, হ্রীঁ, শ্রীঁ শ্রীঁ, ঐঁ কৃষ্ণপ্রাণাধিকায়ৈ স্বাহা। চতুর্দশ অক্ষর এই মন্ত্র কল্পবৃক্ষস্বরূপ। ৯৩—৯৪। মনুষ্য যদি মন্ত্রসিদ্ধ হয় তবে সনৎকুমারপদ প্রদানে সমর্থ হয়। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার এই মন্ত্র অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ৯৫। সূর্য্যপর্ব্বে পুষ্করক্ষেত্রে ব্রহ্মা স্বপুত্রকে এই মন্ত্র প্রদান করেন, এই মন্ত্র সপ্তলক্ষবার জপ করিলে মনুষ্য মন্ত্রসিদ্ধ হয়। ৯৬। এই মন্ত্র জপে সাধক সর্ব্বদা সর্ব্বস্তম্ভ ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। গোলোকে বিরজাতটে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে এই মন্ত্র প্রদান করেন। ৯৭। হে মহামুনে! ব্রহ্মা আমাকে এই মন্ত্র দিয়াছিলেন, আমি উহা তোমাকে প্রদান করিব। প্রণব ওঁ, সর্ব্বাদ্যা বীজ শ্রীঁ, মহামায়া হ্রীং, সরস্বতী ঐঁ, চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ, তদন্তে চিত্রভানু অগ্নি, তাহার প্রিয়া স্বাহা মন্ত্র—ওঁ শ্রীঁ হ্রীং

মুক্তিপ্রদশ্চ মন্ত্রোঽয়ং তীর্থপূতশ্চ সিদ্ধিদঃ।
মনোযায়ী ভবেদত্র চান্তে যাতি পরাং গতিম্॥ ১০০
দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্।
প্রণবাদ্যা চ সর্ব্বাদ্যা মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী॥ ১০১
সর্ব্বাদ্যা চ চতুর্থ্যন্তা বীতিহোত্রপ্রিয়ান্তকা।
দশাক্ষরো মহামন্ত্রো দাস্যভক্তিপ্রদো হরেঃ॥ ১০২
যোগীন্দ্রশ্চ ভবেদত্র মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্যদি।
নবলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥ ১০৩
সর্ব্বমন্ত্রেষু সারশ্চ মন্ত্ররাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তুলস্যোপাসিতো মন্ত্রশ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ॥ ১০৪
ব্যাসেনোপাসিতোঽয়ঞ্চ তথা নারায়ণর্ষিণা।
সারভূতং ময়োক্তন্তে পরং মন্ত্রচতুষ্টয়ম্।
সুখদং মুক্তিদং শুদ্ধং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১০৫

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে হরিভক্তি-
জ্ঞাননিরূপণং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

ঐং কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ স্বাহা। এই একাদশ অক্ষর মন্ত্র গঙ্গাকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছিল। ৯৮-৯৯। এই মুক্তিপ্রদ মন্ত্র তীর্থবৎ পবিত্র এবং সিদ্ধিদাতা; এই মন্ত্রপ্রভাবে মনের ন্যায় সর্ব্বত্র গতিশীল হয় এবং পরিণামে উত্তম গতি লাভ হইয়া থাকে। ১০০। দশলক্ষবার জপ করিলে মনুষ্য মন্ত্রসিদ্ধ হয়। প্রথম প্রণব ওঁ, তৎপর সর্ব্বাদ্যা শ্রীঁ, মহালক্ষ্মী শ্রীং, সরস্বতী ঐঁ, চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বাদ্যায়ৈ, বীতিহোত্রপ্রিয়া স্বাহা; মন্ত্র—ওঁ শ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ সর্ব্বাদ্যায়ৈ স্বাহা এই দশাক্ষর মহামন্ত্র হরির দাসত্ব প্রদান করে। ১০১-১০২। নব লক্ষ জপে এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়, এই মন্ত্রে সিদ্ধ হইলে শ্রেষ্ঠ যোগী হওয়া যায়। ১০৩। ইহা সকল মন্ত্রের সারভূত, ইহার নাম মন্ত্ররাজ, তুলসী দেবী ইহার উপাসনা করেন, ইহা চতুর্বর্গফলপ্রদ। ১০৪। মহর্ষি ব্যাস এবং নারায়ণঋষি, এই মন্ত্রের উপাসক। আমি তোমায় সারভূত, সুখমোক্ষদ, অতিপবিত্র, মন্ত্রচতুষ্টয় বলিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১০৫।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

—:*:—
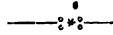
শ্রীনারদ উবাচ

মন্ত্রোপযুক্তং ধ্যানঞ্চ তথা পূজাবিধানকম্।
স্তবনং কবচঞ্চৈব বদ বেদবিদাং বর ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ

ধ্যানঞ্চ শ্রূয়তাং বৎস সামবেদোক্তমেব চ।
শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং পূর্ব্বং সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ২
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্।
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যভূষিতাম্ ॥ ৩
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহকারিকাম্ ॥ ৪
ব্রহ্মস্বরূপাং পরমাং কৃষ্ণরামাং মনোহরাম্।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং দেবীং কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥ ৫
কৃষ্ণস্তুতাং কৃষ্ণকান্তাং শান্তাং সর্ব্বপ্রদাং সতীম্।
নির্লিপ্তাং নির্গুণাং নিত্যাং সত্যাং শুদ্ধাং সনাতনীম্ ॥ ৬

শ্রীনারদ কহিলেন।—হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! মন্ত্রোপযুক্ত ধ্যান, পূজাবিধান, স্তব ও কবচের বিষয় বর্ণন করুন। ১।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—হে বৎস! শ্রীকৃষ্ণকৃত সকলের অভিবাঞ্ছিত সামবেদোক্ত ধ্যান শ্রবণ কর। ২। শ্বেত চম্পক সদৃশ কান্তি, কোটিচন্দ্র তুল্য প্রভা, মালতীমালাশোভিত কবরীভারধারিণী, বহ্নিশুদ্ধ-বস্ত্রধারিণী রত্নভূষণ-ভূষিতদেহা, ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুপ্রসন্নমুখী, ভক্তানুগ্রহকারিণী ব্রহ্মস্বরূপা কৃষ্ণকামিনী অতি মনোহারিণী, কৃষ্ণপ্রাণাধিকা, কৃষ্ণবক্ষঃস্থল-নিবাসিনী পরমাদেবী, শান্তা, সর্ব্বপ্রদা, পতিব্রতা, নির্লিপ্তা, নিত্যা,

গোলোকবাসিনীং গোপ্ত্রীং বিধাত্রীং ধাতুরেব তাম্।
বৃন্দাং বৃন্দাবনচরীং বৃন্দাবনবিনোদিনীম্ ॥ ৭
তুলস্যধিষ্ঠাতৃদেবীং গঙ্গার্চ্চিতপদাম্বুজাম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং সিদ্ধাং সিদ্ধেশীং সিদ্ধযোগিনীম্ ॥ ৮
সুযজ্ঞযজ্ঞাধিষ্ঠাত্রীং সুযজ্ঞায় মহাত্মনে।
বরদাত্রীঞ্চ বরদাং সর্ব্বসম্পৎপ্রদাং সতাম্ ॥ ৯
গোপীভিঃ সুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ।
রত্নসিংহাসনস্থাঞ্চ রত্নদর্পণধারিণীম্ ॥ ১০
ক্রীড়াপঙ্কজহস্তাভ্যাং পরাং কৃষ্ণপ্রিয়াং ভজে।
ধ্যাত্বা শিরসি পুষ্পঞ্চ দত্ত্বা প্রক্ষাল্য হস্তকম্ ॥ ১১
পুনর্ধ্যাত্বা চ ভক্ত্যা চ দদ্যাত্তস্যৈ প্রসূনকম্।
তাং ষোড়শোপচারেণ সংপূজ্য পরমেশ্বরীম্ ॥ ১২
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা স্তুত্বা চ কবচং পঠেৎ।
পূজাক্রমং পরীহারং বৎস মত্তো নিশাময় ॥ ১৩
মন্ত্রং সমুপচারাণাং শৃণ্বন্নুক্রমণেন চ।
পুনর্ধ্যাত্বা যথা দেবীং পুষ্পাঞ্জলিযুতো ভবেৎ ॥ ১৪

সত্যা, শুদ্ধা, সনাতনী কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্তুত হন। তিনি গোলোকবাসিনী, গোপ্ত্রী, বিধাতারও বিধাত্রীস্বরূপা, বৃন্দা, বৃন্দাবন-চারিণী বৃন্দাবনবিনোদিনী, তুলসীর অধিষ্ঠাত্রী-দেবী, গঙ্গাকর্ত্তৃক অর্চ্চিতপাদপদ্মা, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী, সিদ্ধা, সিদ্ধেশী, সিদ্ধযোগিনী। তিনি যজ্ঞকারী মহাত্মা ব্যক্তির যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী, সুযজ্ঞকারীর বরদাত্রী, বরদা এবং সাধুদিগের সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী। কৃষ্ণবল্লভা গোপীগণ কর্ত্তৃক শ্বেতচামরদ্বারা সেব্যমানা, রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্টা রত্নদর্পণধারিণী উভয় হস্তে ক্রীড়াকমলধারিণী, প্রধানা কৃষ্ণপ্রিয়া রাধাকে ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া মস্তকে পুষ্পপ্রদানপূর্ব্বক হস্ত প্রক্ষালন করিবে। ১০-১১। অতঃপর পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে ধ্যান করিয়া তাঁহাকে পুষ্পপ্রদান করিবে এবং সেই পরমেশ্বরীকে ষোড়শ উপচারে পূজা

ইমং মন্ত্রং পরীহারং কুরুতে ভক্তিপূর্ব্বকম্।
নারায়ণি মহামায়ে বিষ্ণুমায়ে সনাতনি॥ ১৫
প্রাণাধিদেবি কৃষ্ণস্য মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ।
সংসারসাগরে ঘোরে ভীতং মাং শরণাগতম্॥ ১৬
প্রপন্নং পতিতং মাতর্ম্মামুদ্ধর হরিপ্রিয়ে।
অসংখ্যযোনিভ্রমণাদজ্ঞানান্ধতমোঽন্বিতম্॥ ১৭
জ্বলদ্ভির্জ্ঞানদীপৈশ্চ মাং সুবর্ত্ম প্রদর্শয়।
সর্ব্বেভ্যোঽপি বিনির্ম্মুক্তং কুরু রাধে সুরেশ্বরি॥ ১৮
মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ কাতরং যমতাড়নাৎ।
ত্বৎপাদপদ্মযুগলে পাদ্মপদ্মালয়ার্চ্চিতে॥ ১৯
দেহি মহ্যং পরাং ভক্তিং কৃষ্ণেন পরিসেবিতে।
স্নিগ্ধদূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ শুক্লপুষ্পৈঃ কুঙ্কুমচন্দনৈঃ॥ ২০
কৃষ্ণদত্তার্ঘ্যশোভাঢ্যে ভক্তিমাধ্বীকসঙ্কুলে।
আসনং ভাস্বদুত্তুঙ্গমমূল্যং রত্ননির্ম্মিতম্॥ ২১

করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক স্তব করিয়া কবচ পাঠ করিবে। হে বৎস! পূজাক্রম ও প্রার্থনা, উপচার প্রদানের মন্ত্র ক্রমানুসারে আমার নিকট শ্রবণ কর। অতঃপর পুনর্ব্বার দেবীকে ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিপূর্ব্বক এই মন্ত্র প্রার্থনা করিবে। হে নারায়ণি মহামায়ে! বিষ্ণুমায়ে সনাতনি! হে কৃষ্ণ-প্রাণাধিদেবি! এই ঘোর সংসাররূপ সাগরে অতি ভীত, অতএব শরণাগত আমাকে ভবার্ণব হইতে উদ্ধার কর। ১২—১৬। হে হরিপ্রিয়ে মাতঃ! অসংখ্য যোনিতে ভ্রমণবশতঃ অজ্ঞানরূপ অন্ধতমোযুক্ত পতিত প্রপন্ন আমাকে উদ্ধার কর। আমাকে অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানদীপালোকে সুপথ প্রদর্শন কর। হে সুরেশ্বরি রাধে! সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত কর। ১৪-১৮। আমি যমতাড়নে অতি ভীত, কাতর হইয়া তোমার অনুরক্ত হইতেছি, অতএব ব্রহ্মা ও লক্ষ্মীর অর্চ্চিত তোমার পাদপদ্মযুগলে আমাকে স্থান দাও। যে পাদপদ্ম কৃষ্ণ কর্তৃক পরিসেবিত তোমার ঐ

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি।
নানাতীর্থোদ্ভবং পুণ্যং শীতলঞ্চ সুনির্ম্মলম্॥ ২২
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পাদ্যঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্।
স্নিগ্ধদূর্ব্বাক্ষতং শুক্লপুষ্পকুঙ্কুমচন্দনম্॥ ২৩
তীর্থতোয়ান্বিতং দেবি গৃহাণার্ঘ্যং সুরেশ্বরি।
বহ্নিশুদ্ধং বস্ত্রযুগ্মমমূল্যমতুলং পরম্॥ ২৪
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ জগদম্বিকে।
গ্রথিতং সূক্ষ্মসূত্রেণ পারিজাতবিনির্ম্মিতম্॥ ২৫
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহরে মাল্যং গৃহাণ মে।
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ সুগন্ধি স্নিগ্ধচন্দনম্॥ ২৬
রাধে মাতর্নিরাবাধে মদ্গৃহাণানুলেপনম্।
শুক্লপুষ্পসমূহঞ্চ সুগন্ধি চন্দনান্বিতম্॥ ২৭
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পং দেবি প্রগৃহ্যতাম্।
বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধবস্তুভিরন্বিতঃ॥ ২৮

চরণদ্বয়ে আমায় প্রকৃষ্ট ভক্তি প্রদান কর। স্নিগ্ধ দূর্ব্বাঙ্কুর, শুক্লকুসুম এবং পুষ্পচন্দনযুক্ত শোভা-সমন্বিত কৃষ্ণদত্ত অর্ঘ্যদ্বারা ভক্তিরূপ পুষ্পবসে সঙ্কুল তোমার চরণদ্বয়ে আমায় ভক্তিপ্রদান কর। হে পরমেশ্বরি! রত্ননির্ম্মিত, অমূল্য, জাজ্বল্যমান আসন ভক্তিভাবে আমি নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ কর। নানাতীর্থ সম্ভূত, পবিত্র, সুশীতল, নির্ম্মল পাদ্য ভক্তিভাবে নিবেদন করিতেছি, হে সুরেশ্বরি! প্রতিগ্রহ কর। স্নিগ্ধ দূর্ব্বাযুক্ত অক্ষত, শুক্লপুষ্প ও চন্দন এবং তীর্থজল সমাযুক্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর। বহ্নিশুদ্ধ অমূল্য, অনুপম, প্রধান বস্ত্রযুগল ভক্তিভাবে নিবেদন করিতেছি, হে জগদম্বিকে! গ্রহণ কর। হে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-নাশিনি! হে নিরাবাধে মাতঃ রাধে! সূক্ষ্মসূত্রে গ্রথিত পারিজাত-নির্ম্মিত মাল্য গ্রহণ কর। কস্তূরী ও কুঙ্কুমসংযুক্ত, সুগন্ধি, স্নিগ্ধ, চন্দন, অনুলেপন গ্রহণ কর। হে দেবি! চন্দন সম্পৃক্ত, সুগন্ধি, শুক্লপুষ্পসমূহ আমি ভক্তিভাবে নিবেদন করিতেছি; গ্রহণ কর।

ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।
অন্ধকারভয়ধ্বংসী মাঙ্গল্যো বিশ্বপাবনঃ॥ ২৯
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।
সুধাপূর্ণং রত্নকুম্ভং শতকঞ্চ সুদুর্লভম্॥ ৩০
মাধ্বীককুম্ভলক্ষঞ্চ নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাম্।
মিষ্টান্নং স্বস্তিকানাঞ্চ লক্ষপুঞ্জং মনোহরম্॥ ৩১
শর্করারাশিলক্ষঞ্চ নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাম্।
সংস্কৃতং পায়সং পিষ্টং শাল্যন্নং ব্যঞ্জনান্বিতম্॥ ৩২
শর্করাদধিদুগ্ধাক্তং নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাম্।
ফলানাঞ্চ সুপক্কানামাম্রাদীনাং ত্রিলক্ষকম্॥ ৩৩
রাশীনাঞ্চ ময়া দত্তং ভক্ত্যা চ দেবি গৃহ্যতাম্।
দধিকুল্যাশতঞ্চৈব মধুকুল্যাশতন্তথা॥ ৩৪
ঘৃতকুল্যাশতঞ্চৈব গৃহাণ পরমেশ্বরি।
দুগ্ধকুল্যাশতং রম্যং গুড়কুল্যাশতং শতম্॥ ৩৫

মৎপ্রদত্ত গন্ধবস্তুসংযুক্ত অপূর্ব্ব বৃক্ষনির্যাস গ্রহণ কর। ১৯-২৮। আমি ভক্তিপূর্ব্বক এই ধূপ নিবেদন করিলাম, গ্রহণ কর। অন্ধকার-ভয়বিনাশী, মাঙ্গল্য, জগৎপবিত্রকারক এই দীপ ভক্তিভাবে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। আমার প্রদত্ত সুদুর্লভ শতসংখ্যক, সুধাপূর্ণ রত্নকুম্ভও গ্রহণ কর। ২৯-৩০। হে দেবি! পুষ্পরসপূর্ণ লক্ষকুম্ভ নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ কর। তণ্ডুলোপকরণ-নির্ম্মিত পুঞ্জীকৃত লক্ষ লক্ষ ভাত মনোহর মিষ্টান্ন প্রদান করিতেছি, ইহাও গ্রহণ কর। ৩১। হে দেবি লক্ষ শর্করারাশির নৈবেদ্য গ্রহণ কর। সংস্কৃত পায়স, পিষ্টক, ব্যঞ্জন সহিত রাশীকৃত শাল্যন্ন, শর্করাযুক্ত দধি এবং শর্করাসংযুক্ত দুগ্ধের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। হে দেবি! সুপক্ক তিন লক্ষ আম্রাদিফল ও রাশি রাশি অন্যফল নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। হে দেবি! শত দধিকুল্যা ও শতসংখ্যক মধুকুল্যা গ্রহণ কর। শত সংখ্যক ঘৃতকুল্যা আমি ভক্তিভাবে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। হে পরমেশ্বরি! আমার প্রদত্ত অতি মনোহর

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি।
নানাতীর্থোদ্ভবং রম্যং সুগন্ধিবস্তুবাসিতম্ ॥ ৩৬
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা শীততোয়ং গৃহাণ মে।
পয়ঃফেননিভা শয্যা রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতা ॥ ৩৭
ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা তাং গৃহাণ সুরেশ্বরি।
ভূষণানি চ রম্যাণি সদ্রত্ননির্ম্মিতানি চ ॥ ৩৮
ময়া নিবেদিতান্যেব গৃহাণ পরমেশ্বরি।
তাম্বূলঞ্চ পরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ॥ ৩৯
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি।
সিন্দূরং শোভনং রাধে যোষিতাং সুপ্রিয়ং সদা ॥ ৪০
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্।
পরং সুপক্কতৈলঞ্চ সুগন্ধিবস্তুসংস্কৃতম্ ॥ ৪১
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তৈলঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা দাসীবর্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২
পাদ্যাদিকং পৃথগ্দত্ত্বা প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি।
মালতীং মাধবীং রক্তাং রত্নমালাবতীং সতীম্ ॥ ৪৩

শত দুগ্ধকুল্যা ও শত গুড়কুল্যা গ্রহণ কর। ৩২-৩৫। হে পরমেশ্বরি! নানাতীর্থসম্ভূত অতি মনোহর সুবাসিত সুগন্ধিদ্রব্য এবং শীতল জল আমি এই সমস্ত ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ কর। উত্তম রত্ননির্ম্মিত পয়ঃফেন সদৃশ শয্যা আমি ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ কর। হে সুরেশ্বরি! সদ্রত্ন নির্ম্মিত অতি রমণীয় ভূষণ সমস্ত আমি নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ কর। হে পরমেশ্বরি! মৎপ্রদত্ত অতি সুবাসিত রম্য তাম্বূল গ্রহণ কর। হে পরমেশ্বরি! হে রাধে! কামিনীগণের নিত্য অতি প্রিয় শোভন সিন্দূর আমি ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ কর। সুগন্ধি বস্তুদ্বারা সংস্কৃত সুপক্ক শোভন সুন্দর তৈল আমি ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ কর। সমস্ত নিবেদন করিবার পর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া পরিবার-

চম্পাবতীং মধুমতীং সুশীলাং বনমালিকাম্ ।
চন্দ্রাবলীং চন্দ্রমুখীং পদ্মাং পদ্মমুখীং শুভাম্ ॥ ৪৪
কমলাং কালিকাং কৃষ্ণপ্রিয়াং বিদ্যাধরীং তথা ।
সম্পূজ্য ভক্ত্যা সর্ব্বাস্তা বটুবর্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৫
সানন্দং পরমানন্দং সুমিত্রং সন্তনুং তথা ।
এতান্ সম্পূজ্য প্রত্যেকং স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ৪৬
জপেৎ ষড়ক্ষরীং বিদ্যাং শ্রীকৃষ্ণেনৈব সেবিতাম্ ।
যথাশক্তি ভক্তিযুক্তো দণ্ডবৎ প্রণমেৎ সদা ॥ ৪৭
স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং প্রপঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ ।
রাধা রাসেশ্বরী রম্যা রামা চ পরমাত্মনঃ ॥ ৪৮
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ মহাবিষ্ণোঃ প্রসূরপি ॥ ৪৯
সর্ব্বাদ্যা বিষ্ণুমায়াচ সত্যা নিত্যা সনাতনী ।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণা পরা ॥ ৫০
বৃন্দা বৃন্দাবনে সা চ বিরজাতটবাসিনী ।
গোলোকবাসিনী গোপী গোপীশা গোপমাতৃকা ॥ ৫১

বর্গের পূজা করিবে। পৃথক্ পৃথক্ পাদ্যাদি প্রদান করিয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণত হইবে। মালতী, মাধবী, রক্তবর্ণা সতী মালাবতী, চম্পাবতী, মধুমতী ও সুশীলা বনমালিকা, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রমুখী, পদ্মা, ও সৌম্যবদনা পদ্মমুখী, কমলা, কালিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া বিদ্যাধরী, এই সকলকে ভক্তিভাবে পূজা করিয়া, বটুবর্গের পূজা করিবে। সানন্দ, পরমানন্দ, সুমিত্র ও সন্তনু, ইহাদের প্রত্যেকের পূজা করিয়া স্তোত্র এবং কবচ পাঠ করিবে। ৩৬-৪৬। অতঃপর ভক্তিসহকারে যথাশক্তি শ্রীকৃষ্ণ-সেবিত ষড়ক্ষরী মন্ত্র জপ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং ভক্তি-ভাবে সামবেদোক্ত স্তোত্র পাঠ করিবে। পরমাত্মার পরমাশক্তি রাধা, রাসেশ্বরী, রম্যা কৃষ্ণকামিনী, রাসোদ্ভবা, কৃষ্ণকান্তা, কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা, কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী, মহাবিষ্ণু প্রসবকর্ত্রী, সর্ব্বাদ্যা, বিষ্ণুমায়া, সত্যা, নিত্যা,

সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দনকামিনী।
বৃষভানুসুতা শান্তা কান্তা পূর্ণতমা চ সা॥ ৫২
কাম্যা কলাবতী কন্যা তীর্থপূতা সতী শুভা।
সপ্তত্রিংশচ্চ নামানি বেদোক্তানি শুভানি চ॥ ৫৩
সারভূতানি পুণ্যানি সর্ব্বনামসু নারদ।
যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুদ্ধো বিষ্ণুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫৪
ইহৈব নিশ্চলাং লক্ষ্মীং লব্ধা যাতি হরেঃ পদম্।
হরিভক্তিং হরের্দ্দাস্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৫
ভক্তো লক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
সিদ্ধস্তোত্রো যদি ভবেৎ সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরো ভবেৎ॥ ৫৬
বহ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং মনস্তম্ভং হৃদস্তথা।
মনোযায়িত্বমিষ্টঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৭
স্তোত্রস্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্॥ ৫৮

সনাতনী, ব্রহ্মস্বরূপা, পরমা, নির্লিপ্তা, নির্গুণা, পরা, বৃন্দাবনে বৃন্দা, বিরজাতটবাসিনী, গোলোকবাসিনী, গোপী, গোপীশা, গোপমাতৃকা, সানন্দা, পরমানন্দা, নন্দনন্দনকামিনী, বৃকভানুসুতা, শান্তা, নন্দনন্দনকান্তা, পূর্ণতমা, কাম্যা, কলাবতী, কন্যা, তীর্থপূতা, সতী, শুভা ইত্যাদি বেদোক্ত সপ্তত্রিংশৎ নাম অতি পবিত্র। হে নারদ! সমস্ত নাম অপেক্ষা অতি পুণ্য এবং সারভূত এই নামসকল, যে সংযত, জিতেন্দ্রিয় পবিত্র বিষ্ণুভক্ত পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে অচলা লক্ষ্মীলাভ করিয়া অন্তকালে হরিপদ প্রাপ্ত হন। ইহা দ্বারা হরিভক্তি ও হরির দাসত্ব প্রাপ্তি হয়, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪৭-৫৫। ভক্ত ব্যক্তি লক্ষ জপে নিশ্চয় স্তোত্রসিদ্ধ হয়, যিনি স্তোত্রসিদ্ধ, তিনি সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর হইয়া থাকেন এবং তাঁহার বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, মনস্তম্ভ, হৃৎস্তম্ভ, মনের তুল্য গতিশক্তি প্রভৃতি বিদ্যা ও সমস্ত বাঞ্ছিত লাভ হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মানব স্তোত্র স্মরণমাত্রে জীবন্মুক্ত হয়। সে পদে পদে নিঃসংশয় অশ্বমেধের

কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাৎ ব্রহ্মহত্যাশতাদপি ।
স্তোত্রস্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৯
মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে ।
শৃণোতি বর্ষমেকং যা শুদ্ধা স্বিন্নান্নভোজিনী ॥ ৬০
শৃণোতি মাসমেকং যঃ সর্ব্বাভীষ্টং লভেন্নরঃ ।
সামবেদকুমারং তমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৬১

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে শিবনারদ-
সংবাদে ভক্তিজ্ঞানকথনে রাধাপ্রশ্নকথনং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

ফল লাভ করে। স্তোত্র স্মরণমাত্রে নিশ্চয় তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত শত শত ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হয়। ৫৬-৫৯। আতপান্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধা হইয়া যদি এক বৎসর স্তোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে মৃতবৎসলা ও কাকবন্ধ্যা উত্তম সন্তান প্রসব করে। ৬০। যে মনুষ্য একমাস শ্রবণ করে, সে সকল অভীষ্ট লাভ করে। ব্রহ্মা সামবেদাচারী নিজ তনয় সনকাদি কুমারগণকে ইহা বলিয়াছেন। ৬১।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

———:•:———

শ্রীনারদ উবাচ

সর্ব্বং শ্রুতং জগন্নাথ যদ্‌যন্মনসি বাঞ্ছিতম্‌।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রাধিকাকবচং পরম্‌॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ

ক্ষমস্ব ব্রহ্মণঃ পুত্র দেবর্ষে মুনিপুঙ্গব।
যন্নিষিদ্ধং ভগবতা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা॥ ২
কথং বক্ষ্যামি হে বৎস সুগুপ্তং কবচং মুনে।
কণ্ঠে দধার ভগবান্‌ ভক্ত্যা রত্নপুটেন যৎ॥ ৩
পরমানন্দসন্দোহকবচঞ্চ সুদুর্লভম্‌।
ষড়ক্ষরীং মহাবিদ্যাং নিত্যং ভক্ত্যা জপেদ্ধরিঃ॥ ৪
নিত্যং প্রপূজয়েন্নিত্যাং নিত্যঃ সত্যঃ পরাৎপরঃ।
সা পূজয়েৎ প্রভুং নিত্যং জপেদেকাদশাক্ষরম্‌॥ ৫

শ্রীনারদ কহিলেন।—হে জগন্নাথ! যাহা যাহা আমার মনোবাঞ্ছিত তৎসমস্তই শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে উৎকৃষ্ট রাধিকা কবচ শুনিতে অভিলাষ করি। ১।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—হে ব্রহ্মনন্দন মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষে! আমাকে ক্ষমা কর, পরমাত্মা ভগবান্‌ কৃষ্ণ যাহা নিষেধ করিয়াছেন, সেই সুগুপ্ত কবচ কি প্রকারে কহিব। হে বৎস মুনে! ভগবান্‌ নিজ কণ্ঠদেশে ভক্তিপূর্ব্বক রত্নপুটে যাহা ধারণ করিয়াছেন, সেই পরমানন্দ-ঘন কবচ অতি দুর্লভ। হরি প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক সেই ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা জপ করেন। ২—৪। নিত্য, সত্য, পরাৎপর সনাতন হরি তাঁহা প্রত্যহ পূজা করেন, কৃষ্ণশক্তি সেই দেবী রাধাও প্রভুর নিত্য পূজা করিয়া

মহ্যঞ্চ কবচং দত্তং নিষিদ্ধং পরমাত্মনা।
ইদমেবেতি কবচং দত্তং তেনৈব ব্রহ্মণে ॥ ৬
ধর্ম্মায় ব্রহ্মণা দত্তং তেন নারায়ণায় চ।
নারায়ণেন কণ্ঠস্থং সুভদ্রায় দদৌ পুরা ॥ ৭
ক্ষমস্ব কথিতং নালং ক্ষমস্ব ভগবন্মুনে।
গুরুণা চ নিষিদ্ধঞ্চ ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ৮

শ্রীনারদ উবাচ

মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ নাথ মা কুরু বঞ্চনাম্।
ত্বমেব কৃষ্ণস্ত্বং শম্ভুর্দ্বয়োর্ভেদো ন সাম্নি চ ॥ ৯
পরতন্ত্রো নিষিদ্ধঞ্চ বাক্যং কথিতুমক্ষমঃ।
শৃণোতি কস্য বা বাক্যং যঃ স্বতন্ত্রঃ স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ১০
যদি মাং কবচং নাথ ন বক্ষ্যসি সুদুর্লভম্।
দেহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মহত্যাং দাস্যামি তুভ্যমীশ্বর ॥ ১১

একাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। ৫। পরমাত্মা কৃষ্ণ আমাকে কবচ প্রদান করিয়া প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনিই এই কবচ ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছেন; ব্রহ্মা ধর্ম্মকে, ধর্ম্ম নারায়ণকে এই কবচ প্রদান করেন। নারায়ণ কণ্ঠস্থ সেই কবচ পূর্ব্বে সুভদ্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। ৬-৭। হে ভগবন্ মুনে! আমায় ক্ষমা কর, আমি বলিতে পারিব না; গুরু যাহা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা কখনই বলা উচিত নয়। ৮।

শ্রীনারদ কহিলেন।—হে নাথ! আমি আপনার অনুরক্ত ভক্ত, আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনিই কৃষ্ণ ও আপনিই শম্ভু, সামবেদে আপনাদের ভেদ কল্পিত হয় নাই। ৯। পরাধীন ব্যক্তিই নিষিদ্ধ কথা বলিতে অক্ষম, যিনি স্বাধীন ও স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি আবার কাহার বাক্য পালন করিবেন। ১০। হে নাথ হে ঈশ্বর! যদি আপনি সুদুর্লভ কবচের কথা না বলেন, তবে আমি দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রদান করিব। ১১।

শ্রীমহাদেব উবাচ

সদ্বংশজাতঃ শিষ্যশ্চ শুদ্ধঃ সুব্রাহ্মণঃ সুধীঃ।
মন্যতে কৃষ্ণতুল্যঞ্চ গুরুং পরমধার্ম্মিকঃ॥ ১২
দেবমন্যং কৃষ্ণতুল্যং যো ব্রবীতি নরাধমঃ।
ব্রহ্মহত্যাঞ্চ লভতে মহামূর্খো ন সংশয়ঃ॥ ১৩
পরমাত্মা স্বয়ং কৃষ্ণো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ততো দেবাস্তদংশাশ্চ সগুণাঃ প্রাকৃতাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৪
সর্ব্বে জন্যাঃ কৃত্রিমাশ্চ পুরা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
সর্ব্বেষাং জনকঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মঃ পরাৎপরঃ॥ ১৫
শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র রাধিকাকবচং শুভম্।
পরমানন্দসন্দোহাভিধমিষ্টং সুদুর্লভম্॥ ১৬
কৃষ্ণেন দত্তং মহ্যঞ্চ শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে।
নিরাময়ে গোলোকে চ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে॥ ১৭
রাধিকাসন্নিধানে চ শোভনে রাসমণ্ডলে।
গোপগোপীকদম্বৈশ্চ বেষ্টিতে সমভীপ্সিতে॥ ১৮
অহং তুভ্যং প্রদাস্যামি প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ।
যদ্ধৃত্বা পাঠনাদ্ভক্তো জীবন্মুক্তো ভবেদ্‌ধ্রুবম্॥ ১৯

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—সদ্বংশসম্ভূত, শুদ্ধ, সুব্রাহ্মণ, সুধী, পরমধার্ম্মিক শিষ্য গুরুকে কৃষ্ণতুল্য মনে করেন। ১২। যে নরাধম অন্য দেবতাকে কৃষ্ণতুল্য বলে, সে নিতান্ত মূর্খ ও নিঃসন্দেহ ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হয়। ১৩। কৃষ্ণ স্বয়ং পরমাত্মা, নির্গুণ ও প্রকৃতির অতীত। তাঁহা হইতেই তদংশে দেবতা সকল সগুণ এবং প্রাকৃত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। ১৪। ব্রহ্মাদি দেবগণ জন্মশীল এবং কৃত্রিম; কৃষ্ণই সকলের জনক, পরমাত্ম ও পরাৎপর। ১৫। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! পরমানন্দঘন সুদুর্লভ, সর্ব্ববাঞ্ছিত শুভপ্রদ রাধিকাকবচ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬। শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে, নিরাময় গোলোকে ও পুণ্য বৃন্দাবন বনে কৃষ্ণ রাধিকার অনুরোধে গোপগোপীগণ বেষ্টিতা অভীপ্সিত শোভন রাস-

ব্রহ্মহত্যা লক্ষপাপামুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাদুপদেশাৎ প্রমুচ্যতে॥ ২০
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ রাজসূয়শতং তথা।
বিপেন্দ্র কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ২১
শিষ্যায় বিষ্ণুভক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।
শঠায় পরশিষ্যায় দত্বা মৃত্যুং লভেন্নরঃ॥ ২২
বিপ্রেন্দ্র কবচস্যাস্য ঋষির্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
কৃষ্ণস্য ভক্তিদাস্যে চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৩
সর্ব্বাদ্যা মে শিরঃ পাতু কেশং কেশবকামিনী।
ভালং ভগবতী পাতু লোলা লোচনযুগ্মকম্॥ ২৪
নাসাং নারায়ণী পাতু সানন্দা চাধরৌষ্ঠকম্।
জিহ্বাং পাতু জগন্মাতা দন্তং দামোদরপ্রিয়া॥ ২৫
কপোলযুগ্মং কৃষ্ণেশা কণ্ঠং কৃষ্ণপ্রিয়াঽবতু।
কর্ণযুগ্মং সদা পাতু কালিন্দীকূলবাসিনী॥ ২৬

মণ্ডলে আমাকে ইহা প্রদান করেন। ১৭-১৮। আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি, ইহা কাহার নিকট বলিও না। ইহা ধারণ করিয়া পাঠ করিলে ভক্ত নিশ্চয় জীবন্মুক্ত হয়। ১৯। ইহা উপদিষ্ট হইলে লক্ষ ব্রহ্মহত্যাপাতক এবং কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মানব মুক্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজবর! সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় ইহার ষোড়শ অংশের একাংশ সদৃশ নহে। ২০-২১। বিষ্ণুভক্ত সাধক শিষ্যের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে; শঠ পরশিষ্যকে প্রদান করিলে প্রাণ হানি হয়। ২২। হে বিপ্রেন্দ্র! এই কবচের ঋষি স্বয়ং নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিদাস্যে ইহার বিনিয়োগ বিহিত হইয়াছে। ২৩। সর্ব্বাদ্যা রাধিকা আমার মস্তক রক্ষা করুন, কেশবকামিনী আমার কেশকলাপ রক্ষা করুন, ভগবতী আমার ভালদেশ রক্ষা করুন, লোলা আমার লোচনযুগল রক্ষা করুন। নারায়ণী আমার নাসিকা রক্ষা করুন, সানন্দা আমার অধরোষ্ঠ রক্ষা করুন, জগন্মাতা আমার জিহ্বা রক্ষা করুন, দামোদরপ্রিয়া আমার দন্ত রক্ষা

ক্ষিতীশ্বরী চ বক্ষো মে পরমা সা পয়োধরম্।
পদ্মনাভপ্রিয়া নাভিং জঠরং জাহ্নবীশ্বরী ॥ ২৭
নিত্যা নিতম্বযুগ্মং মে কঙ্কালং কৃষ্ণসেবিতা।
পরাৎপরা পাতু পৃষ্ঠং সুশ্রোণী শ্রোণিকাযুগম্ ॥ ২৮
পরমাত্মা পাদযুগ্মং নখরাংশ্চ নরোত্তমা।
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু সর্ব্বেশা সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ২৯
পাতু রাসেশ্বরী রাধা স্বপ্নে জাগরণে চ মাম্।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে সেবিতা জলশায়িনী ॥ ৩০
প্রাচ্যাং মে সততং পাতু পরিপূর্ণতমপ্রিয়া।
বহ্নীশ্বরী বহ্নিকোণে দক্ষিণে দুঃখনাশিনী ॥ ৩১
নৈঋর্তে সততং পাতু নরকার্ণবতারিণী।
বারুণে বনমালীশা বায়ব্যাং বায়ুপূজিতা ॥ ৩২
কৌবেরে মাং সদা পাতু কূর্ম্মেণ পরিসেবিতা।
ঐশান্যামীশ্বরী পাতু শতশৃঙ্গনিবাসিনী ॥ ৩৩

করুন, কৃষ্ণকান্তা রাধা আমার কপোলদ্বয় রক্ষা করুন, বিষ্ণুপ্রিয়া আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন, কালিন্দীকূলবাসিনী আমার কর্ণযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ২৪-২৬। ক্ষিতীশ্বরী লক্ষ্মী আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন, সেই পরমা রমা আমার স্তনযুগল রক্ষা করুন, পদ্মনাভপ্রিয়া আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন, জাহ্নবীশ্বরী আমার জঠরদেশ রক্ষা করুন, নিত্যা আমার নিতম্বযুগল রক্ষা করুন, কৃষ্ণসেবিতা আমার কঙ্কালদেশ রক্ষা করুন, পরাৎপরা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন, সুশ্রোণী আমার শ্রোণিযুগল রক্ষা করুন। ২৭-২৮। পরমাত্মা আমার পাদযুগল রক্ষা করুন, নরোত্তমা আমার নখর সকল রক্ষা করুন, সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বাত্মা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ২৯। রাসেশ্বরী রাধা আমাকে স্বপ্ন ও জাগরণে রক্ষা করুন, জলশায়ি-সেবিকা আমাকে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে রক্ষা করুন। ৩০। পরিপূর্ণতমপ্রিয়া আমায় সর্ব্বদা পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে রক্ষা করুন, অগ্নি কোণের ঈশ্বরী আমায় বহ্নিকোণে রক্ষা করুন, দুঃখনাশিনী

বনে বনচরী পাতু বৃন্দাবনবিনোদিনী।
সর্ব্বত্র সন্ততং পাতু সর্ব্বেশা বিরজেশ্বরী॥ ৩৪
প্রথমে পূজিতা যা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
ষড়ক্ষর্য্যা বিদায়া চ সা মাং রক্ষতু কাতরম্॥ ৩৫
দ্বিতীয়ে পূজিতা দেবী শম্ভুনা রাসমণ্ডলে।
নানাসম্ভৃতসম্ভারৈর্ম্মায়া প্রকৃতিরীশ্বরী॥ ৩৬
সপ্তাক্ষর্য্যা বিদ্যয়া চ পূজ্যয়া প্রণবাদ্যয়া।
তৃতীয়ে পূজিতা দেবী ব্রহ্মণা পরমাদরম্॥ ৩৭
শ্রীবীজযুক্তয়া ভক্ত্যা চাষ্টাক্ষর্য্যা চ বিদ্যয়া।
চতুর্থে পূজিতা দেবী শেষেণ বিঘ্ননাশিনী॥ ৩৮
তেনৈব সেবিতা বিদ্যা মায়াযুক্তা নবাক্ষরী।
বিদ্যা সা চাপি ধর্ম্মেণ সেবিতা পরমেশ্বরী॥ ৩৯
ধর্ম্মেণ দত্তা সা বিদ্যা পুত্র নারায়ণর্ষয়ে।
নরায় শুদ্ধভক্তায় সা চ বিদ্যা মনোহরা॥ ৪০

আমায় দক্ষিণদেশে রক্ষা করুন, নরকার্ণবতারিণী আমায় সর্ব্বদা নৈঋর্তকোণে রক্ষা করুন, বনমালীশ্বরী আমায় পশ্চিম দিগ্‌ভাগে রক্ষা করুন; বায়ুপূজিতা আমায় বায়ুকোণে রক্ষা করুন, কূর্ম্মপরিসেবিতা আমায় উত্তর দিগ্‌ভাগে রক্ষা করুন, শতশৃঙ্গনিবাসিনী ঈশ্বরী আমায় ঈশান দিগ্‌ভাগে রক্ষা করুন। ৩১—৩৩। বৃন্দাবনবিনোদিনী বনচরী আমায় বনে রক্ষা করুন, সর্ব্বেশী বিরজেশ্বরী আমায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। ৩৪। প্রথমে পরমাত্মা কৃষ্ণ ষড়ক্ষরী বিদ্যায় যাঁহাকে পূজা করেন, তিনি অতি কাতর আমায় রক্ষা করুন। ৩৫। দ্বিতীয় বারে মহাদেব প্রণবাদ্যা সপ্তাক্ষরী বিদ্যায় নানাবিধ উপচার সহকারে রাসমণ্ডলে মায়া প্রকৃতি, দেবী ঈশ্বরীকে পূজা করেন। ৩৬। তৃতীয়বারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীবীজযুক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পূজ্যা সেই দেবী সাদরে পূজিতা হন। ৩৭। চতুর্থবারে বিঘ্ননাশিনী সেই দেবী শেষ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পূজিতা হন। ৩৮। শেষ সেবিতা মায়াযুক্ত নবাক্ষরী

নবাক্ষরী মহাবিদ্যা কামদেবেন সেবিতা।
তদধীনং সর্ব্ববিশ্বং পূজ্যয়া বিদ্যয়া যয়া ॥ ৪১
সংপ্রাপ দাহিকাং শক্তিং বহ্নিশ্চ বিদ্যয়া যয়া।
নবাক্ষরী মহাবিদ্যা বায়ুনা পরিসেবিতা ॥ ৪২
বিশ্বেষাং প্রাণরূপশ্চ পূজ্যয়া বিদ্যয়া যয়া।
সর্ব্বাধারশ্চ পূজ্যশ্চ বলবান্ সর্ব্বতোঽভবৎ ॥ ৪৩
শেষাধারশ্চ কূর্ম্মশ্চ পূজ্যয়া বিদ্যয়া যয়া।
বিশ্বাধারশ্চ শেষশ্চ তয়া চ বিদ্যয়া মুনে ॥ ৪৪
ধরাধরা চ সর্ব্বেষাং তয়া চ বিদ্যয়া সদা।
তয়ৈব বিদ্যয়া শুদ্ধা গঙ্গা ভুবনপাবনী ॥ ৪৫
তয়ৈব তুলসী শুদ্ধা তীর্থপূতা বভূব সা।
তয়া স্বাহা বহ্নিজায়া পিতৃণাং কামিনী স্বধা ॥ ৪৬
লক্ষ্মীর্ম্মায়া কামবাণী সর্ব্বাদ্যা প্রণবাদিকা।
রাসেশ্বরী রাধিকা সা ঙেন্তা বহ্নিপ্রিয়ান্তকা ॥ ৪৭

বিদ্যা দ্বারা সেই পরমেশ্বরী বিদ্যা ধর্ম্মকর্ত্তৃক পূজিতা হন। ৩৯। হে বৎস! ধর্ম্ম সেই বিদ্যা নারায়ণঋষিকে প্রদান করেন। শুদ্ধভক্ত নর তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। নবাক্ষরী সেই মনোহরা মহাবিদ্যা কামদেব কর্ত্তৃক সেবিতা হন। সেই পূজ্যবিদ্যা প্রভাবে সমস্ত বিশ্ব তাঁহার অধীন হইয়াছে। ৪০-৪১। সেই বিদ্যা প্রভাবে বহ্নি দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে বিদ্যা প্রভাবে বায়ু বিশ্বের প্রাণস্বরূপ সর্ব্বাধার সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য ও বলবান্ হইয়াছে, বায়ুকর্ত্তৃক সেই নবাক্ষরী বিদ্যা সেবিতা হন। হে মুনে! যে পূজ্যা বিদ্যার প্রভাবে কূর্ম্ম শেষের আধার, এবং শেষও বিশ্বের আধার হইয়াছেন, সেই বিদ্যা বলে ধরা সর্ব্বদা সকলের আধার এবং সেই বিদ্যা বলে বিশুদ্ধা গঙ্গা ভুবনপাবনী হইয়াছেন। সেই বিদ্যাপ্রভাবে তুলসী শুদ্ধা ও তীর্থবৎ পবিত্রা হইয়াছেন এবং সেই বিদ্যা বলে স্বাহা বহ্নিপত্নী ও স্বধা পিতৃগণের কামদায়িনী হইয়াছেন। ৪২-৪৬। সকলের আদিতে প্রণব (ওঁ) তৎপর লক্ষ্মী (শ্রীঁ) মায়া (হ্রীঁ) কাম (ক্লীঁ)

তৎষোড়শী মহাবিদ্যা পরিপূর্ণতমা শ্রুতৌ।
কামধেনুস্বরূপা সা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৪৮
পুরা সনৎকুমারেণ ষোড়শী পরিসেবিতা।
সনকেন সনন্দেন তথা সনাতনেন চ ॥ ৪৯
শুক্রেণ গুরুণা পূজ্যা সিদ্ধা ব্যাসেন সেবিতা।
পপৌ সমুদ্রং সোঽগস্ত্যঃ পূজ্যয়া বিদ্যয়া যয়া ॥ ৫০
রাসেশ্বরী ঙেন্তহীনা ষোড়শ্যা মুনিপুঙ্গব।
দধীচিনা সেবিতা স্যা বিদ্যা চ দ্বাদশাক্ষরী ॥ ৫১
তয়া তদস্থি চাব্যর্থমন্ত্রমেব বভূব হ।
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নং মুনিরাসীন্নিরাপদঃ ॥ ৫২
স্বেচ্ছামৃত্যুর্ম্মুনিশ্চৈব জিতঃ কালোঽপি বিদ্যয়া।
দেবানাং প্রার্থনেনৈব তত্যাজ স কলেবরম্ ॥ ৫৩
মত্তো মন্ত্রং গৃহীত্বা চ জজাপ পুষ্করে মুনিঃ।
শতবর্ষং তপস্তপ্ত্বা দদর্শ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৫৪

বাণী (ঐঁ) সর্ব্বাদ্যা (শ্রীঁ) তারপর চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত রাসেশ্বরী রাধিকা এবং অন্তে বহ্নিপ্রিয়া স্বাহা—ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ এবং তৎপর রাসেশ্বর্য্যৈ রাধিকায়ৈ স্বাহা; সেই ষোড়শী মহাবিদ্যাকে বেদশাস্ত্রে পরিপূর্ণতমা বলে। তিনি কামধেনুস্বরূপা ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। ৪৭-৪৮। পূর্ব্বে সনৎকুমার, সনক, সনন্দ এবং সনাতন ষোড়শী বিদ্যার সেবা করিতেন। ৪৯। গুরু শুক্র যে পূজ্য বিদ্যায় সিদ্ধ হন, এবং ব্যাসদেব যাহার সেবা করেন, মহর্ষি অগস্ত্য যে বিদ্যা প্রভাবে সমুদ্র শোষণ করেন, হে মুনিপুঙ্গব! সেই ষোড়শী বিদ্যায় রাসেশ্বরী ঙেন্তহীন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ষোড়শী বিদ্যা হইতে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত রাসেশ্বর্য্যৈ অংশ বাদ দিয়া দ্বাদশাক্ষরী হন, মহর্ষি দধীচি সেই দ্বাদশ অক্ষরী বিদ্যা সেবা করেন। ৫০-৫১। সেই বিদ্যাপ্রভাবে তাঁহার অস্থি অব্যর্থ মন্ত্রস্বরূপ হয়, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র গত হইলেও মুনি নিরাপদে জীবিত ছিলেন। ৫২। দ্বাদশাক্ষরী বিদ্যাপ্রভাবে স্বেচ্ছামৃত দধীচি কালকেও পরাজয় করেন, তিনি কেবল

দত্ত্বা সা স্বপদং তস্মৈ গোলোকঞ্চ জগাম সা।
দেহং ত্যক্ত্বা চ স মুনির্গোলোকং প্রযযৌ পুরা ॥ ৫৫
ইত্যেবং কথিতং বৎস কবচং পরমাদ্ভুতম্।
পরমানন্দসন্দোহং বেদেষু চ সুদুর্লভম্ ॥ ৫৬
শ্রীকৃষ্ণেনৈব কথিতং মহ্যং ভক্তায় ভক্তিতঃ।
ময়া তুভ্যং প্রদত্তঞ্চ প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৫৭
গুরুমভ্যর্চ্য বিধিনা বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
নমস্কৃত্য পরং ভক্ত্যা কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৫৮
পঠিত্বা কবচং দিব্যং পরং সাদরপূর্ব্বকম্।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা লভেত্তস্য শুভাশিষম্ ॥ ৫৯
মহামূঢ়ো নোপদিষ্টঃ কবচং ধারয়েৎ পঠেৎ।
নিষ্ফলং তদ্ভবেৎ সর্ব্বং শতলক্ষং জপেদ্যদি ॥ ৬০
উপদিষ্টো যদি পঠেৎ ধারয়েৎ কণ্ঠদেশতঃ।
জলে বহ্নৌ চ শস্ত্রাস্ত্রে মরণং নো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৬১

দেবতাগণের প্রার্থনায় নিজ দেহ পরিত্যাগ করেন। ৫৩। সেই মুনি আমার নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া পুষ্করে জপ করেন, তিনি শত বর্ষ তপস্যা করিয়া পরমেশ্বরীর দর্শন প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে দেবী তাঁহাকে নিজ পদ প্রদান করিয়া গোলোকে গমন করেন। সেই মুনিও দেহ পরিত্যাগ করিয়া গোলোকে গমন করিয়াছিলেন।৫৪-৫৫। হে বৎস! এই পরমাদ্ভুত পরমানন্দঘন বেদেও দুর্লভ কবচের কথা তোমায় বলিলাম। ৫৬। শ্রীকৃষ্ণ অতিভক্ত বিবেচনায় আমাকে বলিয়াছিলেন, আমিও তোমায় বলিলাম; ইহা আর কাহাকেও বলা উচিত নহে। ৫৭। বিধিবৎ বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দন দ্বারা গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া, বিদ্বান্ ব্যক্তি অতিশয় ভক্তিভাবে নমস্কার পূর্ব্বক কবচ ধারণ করিবেন। ৫৮। অতিশয় আদরপূর্ব্বক দিব্য কবচ পাঠ ও গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ৫৯। মূঢ়তাবশতঃ অনুপদিষ্ট হইয়া এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিবে না; করিলে শত লক্ষ জপেও তাঁহার

কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
অনেন কবচেনৈব শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্॥ ৬২
যুযুধে স ময়া সার্দ্ধং বর্ষঞ্চ নর্ম্মদাতটে।
ন বিদ্ধো মম শূলেন দত্ত্বা চ কবচং মৃতঃ॥ ৬৩
সর্ব্বাণ্যেব হি দানানি ব্রতানি নিয়মানি চ।
তপাংসি যজ্ঞাঃ পুণ্যানি তীর্থান্যনশনানি চ॥ ৬৪
সর্ব্বাণি কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্‌যঃ পরমেশ্বরীম্॥ ৬৫
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং রাধিকাকবচং মুনে॥ ৬৬

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিবনারদসংবাদে
দ্বিতীয়রাত্রে ভক্তিজ্ঞানকথনে কবচপ্রকাশনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

জপফল নিষ্ফল হয়। ৬০। দীক্ষিত হইয়া যদি কবচ পাঠ এবং কণ্ঠদেশে ধারণ করে, তবে জলে, অগ্নিতে, অস্ত্র-শস্ত্রে নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হয় না। ৬১। কবচের প্রসাদে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। শঙ্খচূড় এই কবচ বলে প্রতাপবান্ হইয়া নর্ম্মদাতীরে এক বৎসর আমার সহিত সংগ্রাম করিয়াও আমার শূলে বিদ্ধ হইল না; অবশেষে কবচ প্রদান করিয়া সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। নিখিল দান, ব্রত, নিয়ম, তপস্যা, যজ্ঞ, পুণ্য তীর্থ ও অনশন এই সমস্ত এই কবচের ষোড়শ অংশের একাংশ সদৃশ নহে। এই কবচ না জানিয়া যে পরমেশ্বরীর উপাসনা করে, শত লক্ষ বার জপ করিলেও সেই ব্যক্তির মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। হে মুনে! এইরূপ রাধিকা কবচ তোমায় বলিলাম। ৬২-৬৬।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

-ঃ-*-ঃ-

শ্রীমহাদেব উবাচ

জগন্মাতুরুপাখ্যানং তুভ্যঞ্চ কথিতং ময়া।
সুদুর্ল্লভং সুগুপ্তঞ্চ বেদেষু চ চতুর্ষু চ॥ ১
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু পঞ্চরাত্রেষু পঞ্চসু।
অতীব পুণ্যদং শুদ্ধং সর্ব্বপাপপ্রনাশনম্॥ ২
সংক্ষেপেণৈব কথিতং রাধাখ্যানং মনোহরম্।
কাপিলেয়ে পঞ্চরাত্রে বিস্তীর্ণমতিসুন্দরম্॥ ৩
নারায়ণেন কথিতং মুনয়ে কপিলায় চ।
সিদ্ধক্ষেত্রে পুণ্যতমে প্রত্যক্ষং মম সন্নিধৌ॥ ৪
তত্রোক্তং হরিণা সার্দ্ধং শুশ্রাব কমলোদ্ভবঃ।
শুশ্রুবুর্ম্মুনয়ঃ সর্ব্বে চেদমেব পরং বচঃ॥ ৫
আদৌ সমুচ্চরেদ্রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
বিপরীতং যদি পঠেৎ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥ ৬

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—চতুর্ব্বেদে সুদুর্লভ, সুগুপ্ত জগন্মাতার উপাখ্যান আমি তোমায় বলিলাম। ১। পুরাণ, ইতিহাস এবং পঞ্চবিধ পঞ্চরাত্রেও সুদুর্লভ অতিশয় পুণ্যপ্রদ, পবিত্র, সর্ব্বপাপ-প্রনাশক মনোহর রাধার আখ্যান অতি সংক্ষেপেই বলিলাম, মহর্ষি কপিল প্রণীত পঞ্চরাত্রে উহা অতিশয় বিস্তীর্ণ, অতিশয় সুন্দররূপে বর্ণিত। ২-৩। পুণ্যতম সিদ্ধক্ষেত্রে আমার সমক্ষে নারায়ণ কপিল মুনিকে বলিয়াছিলেন। ৪। তথায় ব্রহ্মা ও হরি একত্র শ্রবণ করেন এবং সমস্ত মুনিগণও এই পরম বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। ৫। প্রথমে রাধা শব্দ উচ্চারণ করিবে, তৎপরে রমাপতি কৃষ্ণ শব্দ

শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণে মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী ॥ ৭
দৈবদোষেণ মহতা যে চ নিন্দন্তি রাধিকাম্।
বামাচারাশ্চ মূর্খাশ্চ পাপিনশ্চ হরিদ্বিষঃ ॥ ৮
কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ শতম্।
ইহৈব তদ্বংশহানিঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে ॥ ৯
ভবেদ্রোগী চ পতিতো বিঘ্নং তস্য পদে পদে।
হরিণোক্তং ব্রহ্মক্ষেত্রে ময়া চ ব্রহ্মণা শ্রুতম্ ॥ ১০
ত্রৈলোক্যপাবনীং রাধাং সন্তোহসেবন্ত নিত্যশঃ।
যৎপাদপদ্মে ভক্ত্যাহর্ঘ্যং নিত্যং কৃষ্ণো দদাতি চ ॥ ১১
যৎপাদপদ্মনখরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
সুস্নিগ্ধালক্তকরসং প্রেম্না ভক্ত্যা দদৌ পুরা ॥ ১২
রাধাচর্ব্বিততাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ।
দ্বয়োশ্চৈকো ন ভেদশ্চ দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা ॥ ১৩

উচ্চারণ করিবে; যদি ইহার বিপরীত পাঠ করে তবে সে ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয়। ৬। শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, রাধিকা জগন্মাতা, পিতা অপেক্ষা মাতা শত গুণে অধিক বন্দ্যা, পূজ্যা ও গুরুতমা হন।৭। যাহারা অত্যন্ত দুরদৃষ্টবশতঃ রাধিকার নিন্দা করে তাহারা বিরুদ্ধাচারী মূর্খ অতি পাপী ও হরিদ্বেষী। ৮। তাহারা কুম্ভীপাক নরকে তপ্ততৈলে ব্রহ্মার স্থিতিকাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। এবং ইহলোকেও তাহাদের বংশহানি ও সর্ব্বনাশ হয়। ৯। সে রোগী ও পতিত হয় এবং তাহার পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মক্ষেত্রে ইহা হরি বলিয়াছেন, আমি ব্রহ্মার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ১০। সাধুগণ নিরন্তর ত্রৈলোক্যতারিণী রাধার উপাসনা করেন। কৃষ্ণও প্রত্যহ ভক্তিভাবে তাঁহার পাদপদ্মে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া থাকেন।১১। পূর্ব্বে পবিত্র বৃন্দাবনের বনস্থলীতে কৃষ্ণ, ভক্তিভাবে ও প্রেমপরতন্ত্র হইয়া রাধার পাদপদ্মনখরে সুস্নিগ্ধ অলক্তক রস প্রদান করেন।১২। মধুসূদন রাধা-চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ

শ্রীকৃষ্ণোরসি যা রাধা যদ্বামাংশেন সম্ভবা।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে সা চ নারায়ণোরসি ॥ ১৪
সরস্বতী চ সা দেবী বিদুষাং জননী পরা।
ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা বিষ্ণুরসি চ মায়য়া ॥ ১৫
সাবিত্রী ব্রহ্মণো লোকে ব্রহ্মবক্ষঃস্থলস্থিতা।
পুরা সুরাণাং তেজঃসু সাবির্ভূতা দয়া হরেঃ ॥ ১৬
স্বয়ং মূর্ত্তিমতী ভূত্বা জঘান দৈত্যসঙ্ঘকান্।
দদৌ রাজ্যং মহেন্দ্রায় কৃত্বা নিষ্কণ্টকং পদম্ ॥ ১৭
কালেন সা ভগবতী বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
বভূব দক্ষকন্যা চ পরং কৃষ্ণাজ্ঞয়া মুনে ॥ ১৮
ত্যক্ত্বা দেহং পিতুর্যজ্ঞে মমৈব নিন্দয়া মুনে।
পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনাকন্যা বভূব সা ॥ ১৯
আবির্ভূতা পর্ব্বতে সা তেনেয়ং পার্ব্বতী সতী।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ২০

করেন। তাঁহারা দুই এক; দুধ ও ধবলতায় যেমন প্রভেদ নাই তদ্রূপ তাঁহাদের কোন ভেদ নাই। ১৩। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলবাসিনী রাধা তাঁহার বামাংশসম্ভবা, তিনিই বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী নাম গ্রহণ করিয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলবাসিনী হন। ১৪। তিনিই জ্ঞানিগণের জননীস্বরূপা সরস্বতী; তিনি আবার সাগর-তনয়া হইয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলশায়িনী হইয়াছেন। ১৫। ব্রহ্মলোকে তিনিই সাবিত্রী হইয়া ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলবাসিনী হইয়াছেন। পুরাকালে হরির দয়া মূর্ত্তিমতী দেবী ভগবতী হইয়া দেবতাদিগের তেজে আবির্ভূতা হন এবং দৈত্যকুল নিধন করিয়া ইন্দ্রকে অকণ্টক রাজ্যপদ প্রদান করেন। ১৬-১৭। হে মুনে! কৃষ্ণের আদেশে সেই সনাতনী ভগবতী বিষ্ণুমায়া কালক্রমে দক্ষপ্রজাপতির দুহিতা হন। ১৮। হে মুনে! পিতা দক্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে আমার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃগণের মনঃসঙ্কল্পসম্ভবা মেনকার তনয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পর্ব্বতে আবির্ভূতা হইয়াছেন বলিয়া সেই সতীর নাম পার্ব্বতী হইয়াছে,

বুদ্ধিস্বরূপা পরমা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সম্পদ্রূপেন্দ্রগেহে সা স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী ॥ ২১
মর্ত্ত্যে লক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মীর্গৃহে গৃহে।
পৃথক্ পৃথক্ চ সর্ব্বত্র গ্রামেষু গ্রামদেবতা ॥ ২২
জলে সত্যস্বরূপা সা গন্ধরূপা চ ভূমিষু।
শব্দরূপা চ নভসি শোভারূপা নিশাকরে ॥ ২৩
প্রভারূপা ভাস্করে সা নৃপেন্দ্রেষু চ সর্ব্বতঃ।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিশ্চ জন্তুষু ॥ ২৪
সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
মাতা ভবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্ ॥ ২৫
যস্য লোমসু বিশ্বানি তেন বাসুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য দেবোঽপি শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেব ইতীরিতঃ ॥ ২৬
মহতো বৈ সৃষ্টিবিধৌ চাহঙ্কারোঽভবন্মুনে।
ততো হি রূপতন্মাত্রং শব্দতন্মাত্র ইত্যতঃ ॥ ২৭
ততো হি স্পর্শতন্মাত্রমেবং সৃষ্টিক্রমং মুনে।
সৃষ্টিবীজস্বরূপা সা ন হি সৃষ্টিস্তয়া বিনা ॥ ২৮

তিনি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী, তাঁহার অপর নাম দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। ১৯-২০। তিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রধান বুদ্ধিস্বরূপিণী সম্পত্তিরূপা, তিনিই ইন্দ্রভবনে স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী। ২১। মর্ত্ত্য লোকে রাজভবনে তিনিই রাজলক্ষ্মী; এবং প্রতিগৃহে গৃহলক্ষ্মী আর তিনিই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গ্রাম্যদেবতা নামে অভিহিতা। ২২। তিনি জলে সত্যরূপা, ভূমিতে গন্ধস্বরূপা, আকাশে শব্দস্বরূপা, চন্দ্রে শোভাস্বরূপা। সূর্য্যে এবং প্রধান প্রধান নৃপতিতে প্রভাবস্বরূপা; তিনিই বহ্নির দাহিকাশক্তি এবং জন্তুদিগের সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা। ২৩-২৪। সৃষ্টিসময়ে সেই দেবীকেই মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী কহে। তিনিই মহাবিষ্ণুর জননী, সেই মহাবিষ্ণুই মহান্ ও বিরাট্ নামে খ্যাত। ২৫। মহাবিষ্ণুর লোমকূপে বিশ্ব সকল আছে বলিয়া তাঁহার নাম বাসু। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারও দেব, এই নিমিত্ত তাঁহাকে বাসুদেব

বিনা মৃদং ঘটং কর্ত্তুং কুলালশ্চ ন চ ক্ষমঃ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ॥ ২৯
এবং তে কথিতং সর্ব্বমাখ্যানমতিদুর্লভম্।
জন্মমৃত্যুজ্বরাব্যাধিশোকদুঃখহরং পরম্॥ ৩০
আরাধ্য সুচিরং কৃষ্ণং যদ্যৎকার্য্যং ভবেন্নৃণাম্।
রাধোপাসনয়া তচ্চ ভবেৎ স্বল্পেন কালতঃ॥ ৩১
তস্যাপি মায়য়া সার্দ্ধং সর্ব্বং বিশ্বং মহামুনে।
বিষ্ণুমায়া ভগবতী কৃপাং যং যং করোতি চ॥ ৩২
স চ প্রাপ্নোতি কৃষ্ণঞ্চ তদ্ভক্তিদাস্যমীপ্সিতম্।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং পরঞ্চ সুখমোক্ষদম্।
নীতিসারঞ্চ শুভদং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৩৩

ইতি নারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে শিবনারদ-সংবাদে
ভক্তিজ্ঞানকথনে রাধাপ্রশংসা নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

বলে। ২৬। হে মুনে! সৃষ্টির আরম্ভে মহৎ হইতে অহঙ্কার জন্মে। তাহা হইতে রূপতন্মাত্র, এবং রূপতন্মাত্র হইতে শব্দতন্মাত্র হয়। হে মুনে! শব্দতন্মাত্র হইতে স্পর্শতন্মাত্র হয়, এইরূপে সৃষ্টির ক্রম অবগত হও। সেই দেবীই সৃষ্টির বীজস্বরূপা, তিনি ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না। ২৭-২৮। কুম্ভকার মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট নির্ম্মাণে সমর্থ হয় না এবং স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল নির্ম্মাণে অসমর্থ হয়। ২৯। এইরূপে তোমায় সুদুর্লভ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও দুঃখবিনাশক উত্তম আখ্যান সকল বর্ণন করিলাম। ৩০। নরগণ কৃষ্ণের সুচির কাল আরাধনা করিয়া যে ফল লাভ করে, শ্রীরাধিকার স্বল্পকাল মাত্র আরাধনা করিলে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩১। হে মহামুনে! এই চরাচর নিখিল বিশ্বই তাঁহার মায়ার সহিত সম্বদ্ধ, বিষ্ণুমায়া ভগবতী যে যে ব্যক্তিকে কৃপা করেন, সে সকল লোক অভীষ্ট কৃষ্ণভক্তি এবং তাঁহার দাসত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপে উৎকৃষ্ট সুখ ও মোক্ষদ নীতিসার, এবং সুভপ্রদ সমস্ত বিষয় বলিলাম, আর কি শুনিতে অভিলাষ কর। ৩৩।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

—————:*:—————

শ্রীনারদ উবাচ

ভক্তিজ্ঞানং শ্রুতং নাথ পরমাদ্ভুতমীপ্সিতম্ ।

মুক্তিজ্ঞানবিধানঞ্চ বিস্তীর্ণং বক্তুমর্হসি ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ

লীনতা হরিপাদাব্জে মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ।

ইদমেব হি নির্ব্বাণং বৈষ্ণবানামসম্মতম্ ॥ ২

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যমিত্যতঃ ক্রমাৎ ।

ভোগরূপঞ্চ সুখদমিতি মুক্তিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩

শ্রীহরের্ভক্তিদাস্যঞ্চ সর্ব্বমুক্তেঃ পরং মুনে ।

বৈষ্ণবানামভিমতং সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥ ৪

কাশ্যাঞ্চ মরণং পুত্র পরং নির্ব্বাণকারণম্ ।

দক্ষকর্ণে মৃত্যুকালে ময়োক্তং মন্ত্রমেব চ ॥ ৫

নির্ব্বাণমোক্ষদং বৎস কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্ ।

নির্ব্বাণমোক্ষমেবেদং মোক্ষবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬

শ্রীনারদ কহিলেন ।—হে প্রভো ! অভীপ্সিত অদ্ভুত ভক্তিজ্ঞান শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে মুক্তিজ্ঞানবিধান বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করুন । ১ ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন ।—হরিপাদপদ্মে লয়প্রাপ্তিকেই, মুক্তি কহে । এইরূপ নির্ব্বাণ মোক্ষ বৈষ্ণবগণের সম্মত নহে ।২। মুক্তি চারি প্রকার,— সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য ; এই চারি প্রকার ক্রমমুক্তি ভোগ ও সুখদ ।৩। হে মুনে ! শ্রীহরির প্রতি ভক্তি ও তাঁহার দাসত্ব, ইহা সকল প্রকার মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৈষ্ণবগণের অভিমত, ইহা পরাৎপর ও সারাৎসার ।৪। হে বৎস ! মনুষ্যের কাশীধামে মৃত্যু অত্যন্ত নির্ব্বাণের

গঙ্গায়াঞ্চ জলে মুক্তিঃ ক্ষেত্রে নারায়ণে মুনে।
জ্ঞানতশ্চেৎ ত্যজেৎ প্রাণান্ কৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বকম্।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৭

নারদ উবাচ

প্রাণিনাং যেন মন্ত্রেণ মুক্তির্ভবতি শাশ্বতী।
বারাণস্যাং ত্বয়োক্তঞ্চ তন্মাং কথিতুমর্হসি ॥ ৮
অন্যথাঽহং কৃপাসিন্ধো সদ্যস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্।
মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ নাথ মা কুরু বঞ্চনাম্ ॥ ৯

শ্রীমহাদেব উবাচ

গুপ্তং বেদপুরাণেষু চেতিহাসেষু নারদ।
পঞ্চরাত্রেষু সর্ব্বেষু কথং বক্ষ্যামি মাং বদ ॥ ১০
অহং হত্যাভয়েনৈব বক্ষ্যামি গোপনং পরম্।
শ্রূয়তাং দক্ষকর্ণে চ ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ১১

কারণ। তথায় মরণ সময়ে মৃতব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণে আমি মন্ত্রদান করি; মদ্দত্ত মন্ত্র নির্ব্বাণ মোক্ষপ্রদ এবং কর্ম্মের মূলনাশক। মোক্ষবিদ্ জনগণ ইহাকেই নির্ব্বাণ মোক্ষ কহিয়া থাকেন। ৫-৬। হে মুনে! যদি জ্ঞানপূর্ব্বক কৃষ্ণস্মরণ করিয়া গঙ্গার জলে নারায়ণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, তবে মুক্তি হয় এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে কি জল, কি স্থল, কি অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্রই মুক্তি হইয়া থাকে। ৭।

নারদ কহিলেন।—বারাণসীক্ষেত্রে আপনার প্রদত্ত যে মন্ত্র শুনিলে প্রাণীদিগের নিত্য মুক্তি হয়, সেই মন্ত্র আপনাকে আমায় বলিতে হইবে। হে কৃপাসিন্ধো! তাহা না বলিলে আমি এই ক্ষণেই আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। হে নাথ! অনুরক্ত ভক্ত এই দাসকে বঞ্চনা করিবেন না। ৮-৯।

শ্রীমহাদেব বলিলেন।—হে নারদ! ইতিহাস, বেদ, পুরাণ এবং পঞ্চরাত্র সর্ব্বত্র যাহা গুপ্ত তাহা তোমায় কি প্রকারে বলি বল। ১০। যাহা হউক আমি ব্রহ্মহত্যা ভয়ে অতি গুপ্ত হইলেও বলিতেছি, দক্ষিণ

মন্ত্রোঽয়ং মন্ত্রসারাদ্যঃ সর্ব্বাদ্যবীজমধ্যমঃ।
পঞ্চবর্গাদ্দ্বিতীয়শ্চ বর্ণশ্চ গুরুমান্ ভবেৎ॥ ১২
পঞ্চমে পঞ্চমো বর্ণো বিধুমান্ ঙেন্ত এব সঃ।
জগৎপূতপ্রিয়ান্তশ্চ মন্ত্রঃ সপ্তাক্ষরো মুনে॥ ১৩
প্রয়াগে মুণ্ডনঞ্চৈব পরং নির্ব্বাণকারণম্।
দোলায়মানং গোবিন্দং পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে॥ ১৪
দৃষ্টিমাত্রেণ বিপ্রেন্দ্র পরং নির্ব্বাণকারণম্।
নির্ব্বাণং দৃষ্টিমাত্রেণ মঞ্চস্থং মধুসূদনম্॥ ১৫
রথস্থং বামনঞ্চৈব নির্ব্বাণং দৃষ্টিমাত্রতঃ।
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ রাধার্চ্চাদৃষ্টিপূজনম্॥ ১৬
যত্র তত্র ন নিয়মো পরং নির্ব্বাণকারণম্।
পরং শিবচতুর্দ্দশ্যাং শিবং সংস্থাপ্য পূজনম্॥ ১৭
তদ্দিনেঽনশনং বিপ্র পরং নির্ব্বাণকারণম্।
শুভাশুভঞ্চ তৎকর্ম্ম তত্তৎকর্ম্মনিকৃন্তনম্॥ ১৮
স্মরণং শ্রীহরেঃ পাদপদ্মং নির্ব্বাণকারণম্।
বৈশাখ্যাং পুষ্করস্নানং পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ১৯

কর্ণে শ্রবণ কর, ইহা কদাচ প্রকাশ করিও না। ১১। এই মন্ত্র মন্ত্রসার ও সর্ব্বাদি। মন্ত্রসারাদ্য ওঁ সর্ব্বাদ্য বীজ শ্রীঁ পঞ্চবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ 'র' উহা দীর্ঘযুক্ত-রা; পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম্, উহা বিন্দুমান্ অর্থাৎ অকারযুক্ত রাম এবং চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত রামায়, জগৎপূতপ্রিয়া স্বাহা "ওঁ শ্রীঁ রামায় স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র। ১২—১৩। প্রয়াগে মুণ্ডন নির্ব্বাণের কারণ, হে দ্বিজবর! পুণ্য বৃন্দাবন বনে দোলায়মান গোবিন্দের দর্শনমাত্রই মুক্তির কারণ হয় এবং দোলমঞ্চস্থ মধুসূদনের দর্শনমাত্রে মোক্ষ হইয়া থাকে। ১৪—১৫। রথস্থ বামনের দর্শনমাত্র মোক্ষ হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাধার অর্চ্চন, দর্শন ও পূজন, হে বিপ্র! ইহা যে কোন স্থানে হউক না কেন নির্ব্বাণের কারণ হয়। শিবচতুর্দ্দশীতে শিবস্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা এবং সেই দিন অনশন

গঙ্গাসাগরতোয়ে চ মৃত্যুর্নির্ব্বাণকারণম্।
কার্ত্তিক্যাঞ্চ শিলাদানং পৃথ্বীবিপুলদানকম্॥ ২০
কার্ত্তিকে তুলসীদানং পরং নির্ব্বাণকারণম্।
ব্রহ্মসংস্থাপনঞ্চৈব পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ২১
কন্যাদানং বৈষ্ণবে চ পরং নির্ব্বাণকারণম্।
পরং নির্ব্বাণবীজঞ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভক্ষণম্॥ ২২
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকানাং দ্বিজানাঞ্চ দ্বিজর্ষভ।
তৎপাদোদকভক্ষঞ্চ পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ২৩
স্বর্ণশৃঙ্গনিবদ্ধানাং গবাং লক্ষপ্রদানকম্।
পৃথ্বীদানঞ্চ বিপ্রেন্দ্র পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ২৪
পরে নারায়ণক্ষেত্রে লক্ষনাম হরের্জপেৎ।
নাশনং সর্ব্বপাপানাং পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ২৫
শিবলক্ষ্যার্চ্চনং ভক্ত্যা ক্ষেত্রে নারায়ণে মুনে।
বিধিবদ্দক্ষিণাদনং পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ২৬

করিলে মোক্ষ হয়। ইহা শুভ ও অশুভ কর্ম্মের নাশকর। ১৬-১৮। শ্রীহরির স্মরণ নির্ব্বাণের কারণ এবং বৈশাখীপূর্ণিমাতে পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে পরম মোক্ষ হয়। ১৯। গঙ্গাসাগর সলিলে মৃত্যু হইলে নির্ব্বাণ হয়, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শিলাদান, বহু ভূমি দান, বিষ্ণুকে তুলসী দান ইহাও পরম ভক্তির কারণ। পুণ্যকালে দেবতা প্রতিষ্ঠা ও বাসস্থান দানে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিলে নির্ব্বাণ মুক্তি হইয়া থাকে। ২০—২১। বৈষ্ণবকে কন্যাদান পরম মুক্তির কারণ এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন নির্ব্বাণের পরম নিদান। ২২। হে দ্বিজবর! বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক ব্রাহ্মণগণের পাদোদক ভক্ষণ পরম মুক্তির কারণ। ২৩। হে বিপ্রবর! শৃঙ্গ স্বর্ণযুক্ত করিয়া লক্ষ গাভীদান, এবং পৃথ্বীদান পরম নির্ব্বাণের কারণ। ২৪। প্রধান নারায়ণক্ষেত্রে যদি লক্ষবার হরির নাম জপ করে, তাহা হইলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং পরম মোক্ষ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৫। হে মুনে! নারায়ণক্ষেত্রে মহাদেবের

পরং রাধেশয়োর্ম্মন্ত্রগ্রহণং বৈষ্ণবাদ্দ্বিজাৎ।
শুদ্ধে নারায়ণক্ষেত্রে পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ২৭
গ্রন্থাষ্টাদশসাহস্রং দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতম্।
শুকপ্রোক্তং ভাগবতং শ্রুত্বা নির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ॥ ২৮
পুরা ভগবতা প্রোক্তং কৃষ্ণেন ব্রহ্মণে মুনে।
পুরাণসারং শুদ্ধং তত্তেন ভাগবতং বিদুঃ॥ ২৯
ব্রহ্মবৈবর্ত্তশ্রবণং পরং নির্ব্বাণকারণম্।
যত্রৈব বিবৃতং ব্রহ্ম শুদ্ধনির্গুণমীপ্সিতম্॥ ৩০
ব্রাহ্মপ্রকৃতিগাণেশকৃষ্ণাবির্ভাববর্ণনম্।
চতুঃখণ্ডপরিমিতং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমীপ্সিতম্॥ ৩১
পরাশরকৃতং পুণ্যং ধন্যং বিষ্ণুপুরাণকম্।
ভক্ত্যা তচ্ছ্রবণং বৎস পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ৩২
যত্র তত্র দিনে বৎস হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।
পরং নির্ব্বাণবীজঞ্চ শ্রীকৃষ্ণব্রতপূজনম্॥ ৩৩

লক্ষবার ভক্তিভাবে পূজা করিয়া বিধি অনুসারে দক্ষিণা প্রদান করিলে পরম মোক্ষ হয়। ২৬। পবিত্র নারায়ণক্ষেত্রে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিকট হইতে রাধা ও কৃষ্ণের পরম মন্ত্র গ্রহণ করিলে পরম মুক্তি হয়। ২৭। অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকপরিমিত দ্বাদশস্কন্ধ সংযুক্ত শুকপ্রোক্ত ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। ২৮। হে মুনে! পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে পুরাণের সারভূত বিশুদ্ধ বিষয় কহিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত উহার নাম ভাগবত হইয়াছে। ২৯। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রবণ মোক্ষের কারণ, তাহাতে শুদ্ধ নির্গুণ, ভক্তবাঞ্ছিত ব্রহ্মের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। ৩০। ঐ অভীপ্সিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম এই চারিখণ্ডে বিভক্ত; শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে কৃষ্ণাবির্ভাব বিশেষ ভাবে বর্ণিত। ৩১। হে বৎস! পরাশরকৃত পবিত্র শ্লাঘনীয় বিষ্ণুপুরাণ ভক্তিভাবে শ্রবণ করিলে পরম মুক্তি হয়। ৩২। হে বৎস! যে যে দিনে হরির নাম কীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রত ও তাঁহার পূজা হয় তাহাই

যদ্‌যৎ কৃতং সতাং কর্ম্ম কৃষ্ণে ভক্ত্যা তদর্পণম্।
কর্ম্মনির্মূলনং তচ্চ স্মরণং মুক্তিকারণম্॥ ৩৪
যদেকশব্দশ্রবণং পঞ্চরাত্রেষু পঞ্চসু।
উপদিষ্টং ব্রাহ্মণাচ্চ পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ৩৫
পতিব্রতানাং ভক্ত্যা চ ভর্ত্তুশ্চরণসেবনম্।
দ্বিজার্চ্চনঞ্চ শূদ্রাণাং পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ৩৬
চতুর্ণামপি বর্ণানাং গুরুকৃষ্ণার্চ্চনং পরম্।
দ্বিজানাং বৈষ্ণবানাঞ্চ সেবনং মুক্তিকারণম্॥ ৩৭
আষাঢ়ীকার্ত্তিকীমাঘীবৈশাখীপূর্ণিমাসু চ।
তীর্থস্নানং প্রদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ৩৮
পিতৃমাতৃগুরূণাঞ্চ সেবনং মুক্তিকারণম্।
নিগ্রহশ্চ হৃষীকাণাং কেবলং মুক্তিকারণম্॥ ৩৯
স্বধর্ম্মাচরণং শুদ্ধং বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনম্।
বেদোক্তাচরণং বিপ্র পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ৪০
দানং হিংসাবিহীনঞ্চ কৃতঞ্চানশনং মুনে।
নির্লিপ্তং শোভনং কর্ম্ম পরং নির্ব্বাণকারণম্॥ ৪১

মোক্ষের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে। ৩৩। সাধুগণ যে যে কর্ম্ম করেন, ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে তাহা অর্পণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ কর্ম্মক্ষয় ও মুক্তির কারণ হয়। ৩৪। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ব্রাহ্মণ হইতে উপদিষ্ট হওয়া যে মোক্ষের কারণ পঞ্চপ্রকার পঞ্চরাত্রমধ্যে এই একইমাত্র সারকথা শ্রুত হয়। ৩৫। পতিব্রতা নারীগণ ভক্তিভাবে স্বামীর চরণসেবা করিলে মুক্ত হয়। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে।৩৬। চতুর্ব্বর্ণেরই গুরু ও কৃষ্ণের অর্চ্চনায় মুক্তি হয়, এবং দ্বিজ ও বৈষ্ণবগণের সেবাও মোক্ষের শ্রেষ্ঠ কারণ। ৩৭। আষাঢ়, কার্ত্তিক, মাঘ এবং বৈশাখমাসের পূর্ণিমায় তীর্থস্নান ও দান মুক্তির উত্তম উপায়। ৩৮। পিতা, মাতা ও গুরুজনের সেবা করিলে মোক্ষ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ করিতে পারিলেও নির্ব্বাণ মুক্তি হইয়া থাকে। ৩৯। হে দ্বিজ! বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মের

দেবানাং সাত্ত্বিকী পূজা শুভদা মুক্তিদা মুনে।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পরং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ৪২
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু সংন্যাসগ্রহণং সতাম্।
দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ পরং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ৪৩
কলৌ দণ্ডগ্রহেণৈব পরং নির্ব্বাণকারণম্।
পরং বেদবিরুদ্ধঞ্চ বিপরীতায় কল্পতে ॥ ৪৪
পুত্রবন্ধুবিহীনানাং পালনঞ্চ স্বযোষিতাম্।
পরস্ত্রীবর্জ্জনঞ্চৈব পরং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ৪৫
তৎপালনে লভেন্মোক্ষং ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বর্জ্জনম্।
অনাথাভগিনীকন্যাবধূনাং পরিপালনম্ ॥ ৪৬
কেবলং মোক্ষবীজঞ্চ তত্ত্যাগে নরকং ধ্রুবম্।
শিশূনামপি পুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চ তথৈব চ ॥ ৪৭
পরিত্যাগে চ নরকং পালনং মোক্ষকারণম্।
মন্ত্রং কন্যাপ্রদানঞ্চ সুবিপ্রে মোক্ষকারণম্ ॥ ৪৮

আচরণ, বিধর্ম্ম হইতে বিরতি এবং বেদবিহিত আচরণ মোক্ষের কারণ। ৪০। হে মুনে! দান, হিংসারহিত ক্রিয়া, উপবাস, বিশুদ্ধ নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ মোক্ষের কারণ হয়। ৪১। হে মুনে! দেবতাদিগের সাত্ত্বিকী পূজা শুভপ্রদ ও মোক্ষদ হয়, অহিংসা প্রধান ধর্ম্ম ও নির্ব্বাণের কারণ। ৪২। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগে সাধুগণ সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডগ্রহণ করিলেই মোক্ষভাগী হন, কলিতে কেবল দণ্ডগ্রহণেই মোক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ আচরণে তাহার বিপরীত ফল হয়।৪৩-৪৪। পুত্র ও বন্ধু বিহীন জনগণ ও নিজ নিজ পত্নীগণের পালনে, এবং পরস্ত্রী বর্জ্জন করিলে মোক্ষ হয়। ঐ সকলের প্রতিপালনে এবং ব্রহ্মহত্যা পরিবর্জ্জনে মোক্ষ হয়। অনাথা ভগিনী, কন্যা ও বধূর পরিপালন কেবল মোক্ষের কারণ, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় নরক হয়। শিশু পুত্র ও ভ্রাতৃগণের পরিত্যাগ নরক-কারণ হইয়া থাকে; উহাদিগের পালন করিলে মোক্ষ হইয়া থাকে, সুব্রাহ্মণে মন্ত্রপ্রদান এবং কন্যাদান

জীবাভয়প্রদানঞ্চ শরণাগতরক্ষণম্ ।
অজ্ঞানায় জ্ঞানদানং পরং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ৪৯
মুক্তিজ্ঞানঞ্চ কথিতং সংক্ষেপেণ যথাগমম্ ।
কাপিলে পঞ্চরাত্রেষু কৃষ্ণেনোক্তং সুবিস্তরম্ ॥ ৫০
আধ্যাত্মিকঞ্চ কথিতং প্রথমং জ্ঞানমীপ্সিতম্ ।
ভক্তিজ্ঞানং দ্বিতীয়ঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৫১
মুক্তিজ্ঞানং তৃতীয়ং চ কথিতং তদ্‌যথাক্রমম্ ।
জ্ঞানদ্বয়ঞ্চাবশিষ্টং যৌগিকং মায়িকং মুনে ॥ ৫২

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে শিবনারদ-সংবাদে মুক্তিজ্ঞানকথনে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

করিলে মোক্ষ হয় । ৪৫-৪৮ । জীবের প্রতি অভয়দান, শরণাগতরক্ষণ এবং অজ্ঞানকে জ্ঞানদান মোক্ষকারণ হয় । ৪৯ । আগম অনুসারে মুক্তিজ্ঞানের কথা অতি সংক্ষেপে বলিলাম, কাপিল পঞ্চরাত্রে অতি বিস্তাররূপে শ্রীকৃষ্ণ উহা কহিয়াছেন । ৫০ । প্রথম অভীষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞান, দ্বিতীয় পরমাত্মা কৃষ্ণের ভক্তিজ্ঞানের কথা বলিয়াছি । হে মুনে ! তৃতীয় মুক্তিজ্ঞানও যথাক্রমে বলিলাম, এক্ষণে যৌগিক ও মায়িক এই দুই জ্ঞানের কথা বলিতে বাকী রহিল । ৫১-৫২ ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

শ্রীমহাদেব উবাচ

যোগজ্ঞানঞ্চ দুর্ব্বোধমসতাং বিষমং পরম্ ।
শ্রূয়তামিদমেবেতি বক্ষ্যামি চ যথাগমম্ ॥ ১
অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা ।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥ ২
দূরশ্রবণমিষ্টার্থসাধনং সৃষ্টিপত্তনম্ ।
মনোযায়িত্বমেবেদং পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ৩
প্রাণিনাং প্রাণদানঞ্চ তেষাং প্রাণাপহারকম্ ।
কায়ব্যূহঞ্চ বাক্‌সিদ্ধং সিদ্ধং সপ্তদশ স্মৃতম্ ॥ ৪
কৃষ্ণভক্তিব্যবহিতং ভক্তানাং নাভিবাঞ্ছিতম্ ।
কৃষ্ণবেতনভুগ্‌ভোক্তুং করোতি বাসনাং মুনে ॥ ৫
মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতম্ ।
বিশুদ্ধমপি চাজ্ঞাখ্যং ষট্‌চক্রং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬

মহাদেব বলিলেন।—আগমানুসারে যোগজ্ঞান বলিতেছি শ্রবণ কর, উহা অসাধু ব্যক্তির বিষম দুর্ব্বোধ্য। ১। অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, ইষ্টার্থসাধন, সৃষ্টিপত্তন, মনোযায়িত্ব, পরকায়-প্রবেশন, প্রাণীদিগকে প্রাণদান, প্রাণীদিগের প্রাণাপহরণ, কায়ব্যূহ, বাক্‌সিদ্ধি এই সপ্তদশকে সিদ্ধি বলে।২-৪। কৃষ্ণভক্তির সম্পর্কত্যাগ ভক্তজনের অভিলষিত নহে, হে মুনে! কৃষ্ণের দাস্যভাব অবলম্বন করিতে তাহার নিতান্ত বাসনা। ৫। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ আজ্ঞা, ইহাদিগকে ষট্‌চক্র কহে।৬।

শক্তিকুণ্ডলিনীযুক্তং স্বে স্বে স্থানে স্থিতং মুনে।
যোগোপযুক্তং নিয়তং যোগবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭
মেধ্যা সা মনসা যুক্তা সুনিদ্রাজননী নৃণাম্।
ইড়া সা মনসা যুক্তা প্রাণিনাং ক্ষুদ্বিবর্দ্ধিনী ॥ ৮
পিঙ্গলা মনসা যুক্তা তৃষ্ণা মাতা চ প্রাণিনাম্।
সুষুম্না মনসা যুক্তা নিদ্রাভঙ্গায় কল্পতে ॥ ৯
চঞ্চলা মনসা যুক্তা সম্ভোগেচ্ছাবিবর্দ্ধিনী।
সুস্থিরা মনসা যুক্তা নৃণামেব বিচেতনী ॥ ১০
মনশ্চ নাড়ীষট্কেষু ক্রমেণৈব ভ্রমেদহো।
অত্র নাস্তি যথাসঙ্খ্যং স্বেচ্ছাধীনঞ্চ চঞ্চলম্ ॥ ১১
যোনিশিশ্নোপরিস্থানং মূলাধারশ্চ নারদ।
স্বাধিষ্ঠানং নাভিদেশে মণিপূরঞ্চ বক্ষসি ॥ ১২
অনাহতং তদূর্দ্ধে চ বিশুদ্ধং কণ্ঠদেশতঃ।
আজ্ঞাখ্যং চক্ষুষোর্ম্মধ্যে চক্রস্থানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৩

কুণ্ডলিনী শক্তিযুক্ত স্ব স্ব স্থানে স্থিত সেই ষট্চক্রকে যোগজ্ঞগণ নিয়ত যোগোপযুক্ত বলেন। ৭। মনের সহিত ঐ শক্তি যুক্ত হইলে নরগণের সুনিদ্রার প্রসূতি হইয়া উহা মেধ্যা নামে খ্যাত হয় উহাই আবার মনোযুক্ত হইয়া প্রাণীদিগের ক্ষুধাবিবর্দ্ধিনী ইড়া নাম গ্রহণ করে। ৮। ঐ শক্তি মনের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণীদিগের তৃষ্ণা জননী হইলে উহার নাম হয় পিঙ্গলা। উহার সহিত মন যুক্ত হইয়া সুষুম্না নাম ধারণপূর্ব্বক জনগণের নিদ্রাভঙ্গ করে। ৯। মনোযুক্তা হইয়া চঞ্চলা হইলে উহাই জন্তুগণের সম্ভোগেচ্ছা বর্দ্ধন করে এবং মনোযুক্তা হইয়া সুস্থিরা হইলে জনগণকে নিশ্চেষ্ট করিয়া থাকে। ১০। ষট্চক্রের ছয় নাড়ীতেই মন ক্রমশঃ ভ্রমণ করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! উহাতে গতাগতির সংখ্যা শৃঙ্খলা নাই; উহা স্বেচ্ছাধীন এবং অস্থির। ১১। হে নারদ! যোনি ও শিশ্নের উপরিস্থান মূলাধার, নাভিদেশে স্বাধিষ্ঠান, বক্ষঃস্থলে মণিপূর, তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে অনাহত এবং কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ,

মূলাধারেৌবসীড়া সা স্বাধিষ্ঠানে চ পিঙ্গলা।
সুষুম্না মণিপূরে সা সুস্থিরা সাপ্যনাহতে॥ ১৪
চঞ্চলা সা বিশুদ্ধে চ মেধ্যাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা।
নাড়ীস্থানঞ্চ কথিতং যোগবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৫
নাড়ীযুক্তেষু চক্রেষু শশ্বদ্বায়ুশ্চরেদহো।
বদ্ধো ভবতি স্বাজ্ঞাখ্যে ততো মৃত্যুশ্চ প্রাণিনাম্॥ ১৬
যোগী চ বদ্ধনিশ্বাসো বায়ুধারণয়া মুনে।
তস্য মৃত্যুশ্চ ন ভবেৎ সাধ্যবায়ুর্মহান্ বশী॥ ১৭
বহ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং মৃদাঞ্চ মনসস্তথা।
বায়ুস্তম্ভং বহুবিধং যোগী জানাতি নারদ॥ ১৮
সহস্রদলপদ্মঞ্চ সর্ব্বেষাং মস্তকে মুনে।
তত্রৈব তিষ্ঠতি গুরুঃ সূক্ষ্মরূপেণ সন্ততম্॥ ১৯
তদ্গুরোঃ প্রতিবিম্বশ্চ সর্ব্বত্র নররূপকঃ।
গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণঃ শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া॥ ২০
গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো হরৌ তুষ্টে জগত্রয়ম্।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ॥ ২১

চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাখ্য এই সমস্ত চক্র স্থান। ১৩। মূলাধারে ইড়া নাড়ী অবস্থিতি করে, স্বাধিষ্ঠানে পিঙ্গলা, মণিপূরে সুষুম্না, অনাহতে সুস্থিরা। বিশুদ্ধে অবস্থিতা হইলে চঞ্চলা ও মেধ্যা নামে কথিত হয়, যোগবিদ্-জনগণ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট এই নাড়ীস্থান বলিলাম। ১৪-১৫। কি আশ্চর্য্য! বায়ু নিরন্তরই নাড়ীযুক্ত চক্রে ভ্রমণ করিতেছে, স্বীয় আজ্ঞাখ্যা নাড়ীতে গমন করিলে বদ্ধ হয় ও তখনি প্রাণীদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৬। হে মুনে! বায়ুধারণ করিয়া যোগী নিশ্বাস বন্ধ করে, সুতরাং সাধ্যবায়ু-বশকারী সেই মহাযোগীর মৃত্যু হয় না। ১৭। হে নারদ! যোগী ব্যক্তি বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, মৃত্তিকাস্তম্ভ, মনঃস্তম্ভ, বায়ুস্তম্ভ প্রভৃতি বহুবিধ স্তম্ভ অবগত আছেন। ১৮। হে মুনে! সকলের মস্তকে সহস্রদলপদ্ম বিদ্যমান, তথায় গুরু সূক্ষ্মরূপে নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ১৯। সেই গুরুর

গুরুদেবঃ পরং ব্রহ্ম গুরুঃ পূজ্যঃ পরাৎপরঃ।
হরৌ রুষ্টে গুরৌ তুষ্টে গুরুররক্ষিতুমীশ্বরঃ॥ ২২
সর্ব্বে তুষ্টা গুরৌ রুষ্টে ন কোঽপি রক্ষিতুং ক্ষমঃ।
গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাজ্জ্ঞানং তন্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ॥ ২৩
তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রঃ স্যাৎ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ।
স এব বন্ধুঃ স পিতা স মন্ত্রী জননী চ সা॥ ২৪
স চ ভ্রাতা পতিঃ পুত্রো যঃ কৃষ্ণবর্ত্ম দর্শয়েৎ।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং বিশ্বঞ্চ সচরাচরম্॥ ২৫
ভজ রাধেশ্বরং বিপ্র শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্।
স গুরুঃ পরমো বৈরী ভ্রষ্টং বর্ত্ম প্রদর্শয়েৎ॥ ২৬
তজ্জন্মনাশং কুরুতে শিষ্যহত্যাং ভবেদ্ধ্রুবম্।
সহস্রদলপদ্মে চ হৃদয়স্থো হরিঃ স্বয়ম্॥ ২৭
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং বিপ্র পরমাত্মা নিরঞ্জনঃ।
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং যোগজ্ঞানঞ্চতুর্থকম্।
যথাগমঞ্চ সংক্ষেপং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ২৮

নররূপ প্রতিবিম্ব সর্ব্বত্র পতিত হয়, স্বয়ং কৃষ্ণ শিষ্যগণের হিত বাসনায় গুরুরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ২০। গুরুদেব তুষ্ট হইলে নারায়ণ তুষ্ট হন, তিনি সন্তুষ্ট হইলে ত্রিজগৎ তুষ্ট হয়; গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহাদেব। ২১। গুরুদেব পরব্রহ্মস্বরূপ, গুরুই পূজ্য ও পরাৎপর, হরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হন। কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে অন্য সকলে সন্তুষ্ট হইয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। গুরুদেব জ্ঞানোপদেশ দিলে পর মন্ত্রে ও তন্ত্রে জ্ঞান জন্মে। ২২-২৩। যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি জন্মে তাহাকেই মন্ত্র ও তন্ত্র বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণই বন্ধু, কৃষ্ণই পিতা, আর কৃষ্ণভক্তিই মৈত্রী ও জননী। ২৪। সেই ভ্রাতা, সেই পতি ও সেই পুত্র, যিনি কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করান; এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব জলবুদ্বুদবৎ নাশশীল। হে বিপ্র! অতএব তুমি প্রকৃতির অতীত রাধেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। যিনি

নারদ উবাচ

ভক্তিজ্ঞানঞ্চ ভক্তানাং যোগজ্ঞানঞ্চ যোগিনাম্।
কেষাং বৃত্ম্ প্রশস্তঞ্চ তন্মাং কথিতুমর্হসি ॥ ২৯

শ্রীমহাদেব উবাচ

ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
নির্গুণস্য শরীরঞ্চ ন মন্যন্তে চ যোগিনঃ ॥ ৩০
শরীরং প্রাকৃতং সর্ব্বং নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
গুণেন সজ্জতে দেহো নির্গুণস্য কুতো ভবেৎ ॥ ৩১
ইতি সর্ব্বং যোগশাস্ত্রং যোগবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈষ্ণবাস্তং ন মন্যন্তে কুমারাদ্যা বয়ং দ্বিজ ॥ ৩২
বদন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে তেজস্তেজস্বিনাং বরম্।
ক্ক সম্ভবেদ্ধা ক্ক ভবেদিতি তুর্নয়মেব চ ॥ ৩৩

ভ্রষ্টপথ প্রদর্শক তিনি গুরু নহেন, পরম বৈরী। তাদৃশ গুরু শিষ্যের জন্ম বিফল করিয়া নিশ্চয় স্বয়ং শিষ্য হত্যার ফল লাভ করে। হে বিপ্র! সকলের হৃদয় দেবতা নিরঞ্জন পরমাত্মা স্বয়ং হরি গুরুরূপে সহস্র দল পদ্ম মধ্যে অবস্থান করেন। এই আমি তোমাকে বেদানুযায়ী চতুর্থ যোগজ্ঞান, সংক্ষেপে বলিলাম, অতঃপর আর কি শুনিতে অভিলাষ কর। ২৫-২৮।

নারদ কহিলেন।—ভক্তগণের ভক্তিজ্ঞান, যোগিগণের যোগজ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে কোন্ পথ প্রশস্ত তাহা আমায় বলুন। ২৯।

শ্রীমহাদেব বলিলেন।—সমস্ত যোগী জ্যোতীরূপ সনাতনকে ধ্যান করেন। তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের শরীর স্বীকার করেন না। ৩০। সমস্ত শরীরমাত্রই প্রাকৃত, নির্গুণ ব্রহ্মপদার্থ প্রকৃতির অতীত। দেহ মাত্রই গুণে আসক্ত, অতএব নির্গুণের কিরূপে দেহ সম্ভাবনা? । ৩১। যোগবিদ্ জনগণ এইরূপে যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু হে দ্বিজ! সনৎকুমার প্রভৃতি বৈষ্ণব ও আমাদের তাহা সম্মত নহে। ৩২। সকল বৈষ্ণব তেজস্বীদিগের তেজই প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন। উহা কোথায়

কৃষ্ণো নিত্যঃ শরীরী চ তস্য তেজো হি বর্ত্ততে।
তেজোঽভ্যন্তর এবাহ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ ॥ ৩৪
ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে তত্তেজো ভক্তিপূর্ব্বকম্।
সুপক্কভক্ত্যা কালেন যোগী চ বৈষ্ণবো ভবেৎ ॥ ৩৫
তেজোঽভ্যন্তররূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা।
দাসানাঞ্চ কুতো দাস্যং বিনা দেহেন নারদ ॥ ৩৬
বৈষ্ণবানাং মতং শস্তং সর্ব্বেভ্যোঽপি চ নারদ।
ন বৈষ্ণবাৎ পরো জ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ডেষু চ ব্রহ্মণঃ ॥ ৩৭
ইতি তে কথিতং বৎস সংক্ষেপেণ যথাগমম্।
কো বা জানাতি কাৎর্স্ন্যেন কৃষ্ণমাহাত্ম্যমীপ্সিতম্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে শিবনারদ-
সংবাদে যোগজ্ঞানকথনে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

থাকে এবং কোথায় উৎপন্ন হয়, ইহা নিশ্চয় করা দুষ্কর। ৩৩। কৃষ্ণ নিত্য ও শরীরী এবং তাঁহার তেজ আছে, সেই তেজের মধ্যে সনাতন কৃষ্ণ মূর্ত্তি বিদ্যমান, ইহা বৈষ্ণব মত। ৩৪। সকল যোগী ভক্তিপূর্ব্বক সেই তেজের ধ্যান করেন, দৃঢ়তর ভক্তিসহযোগে কালান্তরে যোগীও বৈষ্ণব হন। ৩৫। বৈষ্ণবেরা সেই তেজের অভ্যন্তরস্থ রূপের ধ্যান করেন, হে নারদ! দেহ না থাকিলে কিরূপে দাসগণের দাস্য সম্ভাবনা হয়? । ৩৬। হে নারদ! সর্ব্বাপেক্ষায় বৈষ্ণবগণের মত প্রশস্ত। বিধাতা ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বৈষ্ণবগণের অপেক্ষায় প্রধান জ্ঞানী আর নাই। ৩৭। হে বৎস! বেদানুসারে অভীষ্ট কৃষ্ণমাহাত্ম্য সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, সমস্ত কৃষ্ণমাহাত্ম্য কেহ পরিজ্ঞাত নহে। ৩৮।

দ্বিতীয় রাত্র সমাপ্ত

তৃতীয়রাত্রম্

—:-:-*-:-:—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

—:-*-:—

শ্রীশিব উবাচ

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি মন্ত্রযন্ত্রক্রিয়াদিকান্।
পুরা ব্যাসেন যে প্রোক্তাঃ শুকং প্রতি মহামতে ॥ ১
প্রাতঃকৃত্যবিধির্যোঽত্র তথা স্নানবিধির্মুনে।
তথা পূজাদিকং সর্ব্বং মন্ত্রাক্ষরসমুদ্ভবম্ ॥ ২
মন্ত্রার্থশ্চ যথা যেন জ্ঞায়তে পুরুষেণ হি।
পুরা কৈলাসশিখরে সুখসেব্যে নিরন্তরম্ ॥ ৩
পার্ব্বতী মাং পুরা ভক্ত্যা পরিপপ্রচ্ছ যৎ শিবম্।
তত্তৎ শৃণু মহাবাহো মনৈকাগ্রমনা মুনে ॥ ৪

শ্রীশিব বলিলেন।—হে মহামতি নারদ! পূর্ব্বকালে ব্যাসদেব যে সকল মন্ত্র যন্ত্র ক্রিয়াদি শুকদেবকে কহিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। ১। হে নারদমুনি! এ বিষয়ে প্রাতঃকৃত্যবিধি, স্নানবিধি, সর্ব্বপ্রকার পূজাপ্রকরণ, মন্ত্রাক্ষর সমুদ্ভব (মন্ত্রোদ্ধার), মন্ত্রার্থ যে প্রকারে পুরুষের জ্ঞানগোচর হয়, তাহা সুখসেব্য কৈলাস পর্ব্বতের শিখরদেশে পার্ব্বতী পূর্ব্বে নিরন্তর ভক্তিসহকারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন; হে মহাবাহো মুনে! একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার নিকট সেই সকল কল্যাণকর কথা শ্রবণ কর। ২-৪।

পার্ব্বত্যুবাচ

দেব দেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
বক্তু মর্হসি দেবেশ মন্ত্রতন্ত্রবিধিং গুরো ॥ ৫
শ্রীরাধায়াশ্চ কৃষ্ণস্য তথা পূজাবিধিং মম।
মন্ত্রার্থঞ্চ তথা যোগান্ নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৬
সহস্রঞ্চ তথা নাম্নাং প্রব্রূহি মম সাম্প্রতম্।
যদ্যস্তি ময়ি কারুণ্যং যদ্যস্তি ময়ি দোহদম্ ॥ ৭
তদা প্রব্রূহি রাধায়া নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।
সহস্রঞ্চ তথা দেব মন্ত্রযন্ত্রবিধিং মম ॥ ৮

শ্রীমহাদেব উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রতন্ত্রবিধিং প্রিয়ে।
শুকং প্রতি পুরা প্রোক্তং বেদব্যাসেন ধীমতা ॥ ৯
তত্তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে।
যাবতো মন্ত্রবর্ণাংস্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পরাত্মনঃ ॥ ১০

ব্যাস উবাচ

কলা তু মায়া নরকান্তমূর্ত্তিঃ
কলক্বণদ্বেণুনিনাদরম্যঃ।
শ্রিতো হৃদি ব্যাকুলয়ংস্ত্রিলোকীং
শ্রিয়েঽস্তু গোপীজনবল্লভো বঃ ॥ ১১

পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন।—হে দেবদেব মহাদেব সংসারসাগর-পরিত্রাণকারি দেবশ্রেষ্ঠ গুরো! মন্ত্র তন্ত্রের বিধি ব্যক্ত করিতে আপনিই সমর্থ। ৫। শ্রীরাধিকার এবং শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় পূজাবিধি এবং মন্ত্রার্থ, যোগপ্রকরণ, অষ্টোত্তর শতনাম ও সহস্রনাম এক্ষণে আমাকে বলুন; যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে হে দেব! শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশতনাম এবং সহস্রনাম তথা মন্ত্র যন্ত্রের বিধি আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ৬-৮।

শ্রীমহাদেব বলিলেন।—হে প্রিয়ে! পুরাকালে ধীমান্ ব্যাসদেবকর্ত্তৃক

গুরুচরণসরোরুহদ্বয়োত্থান্
মহিতরজঃকণকান্ প্রণম্য মূর্দ্ধ্না।
গদিতমিহ বিবেচ্য নারদাদ্যৈ-
র্যজনবিধিং কথয়ামি শার্ঙ্গপাণেঃ ॥ ১২

সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু
নারীষু নানাস্থ যজন্মখেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং
দ্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ ॥ ১৩

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পূজনং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
যন্নারদায় কথিতং ব্রহ্মণা পদ্মযোনিনা ॥ ১৪

প্রাতঃকৃত্যাদিকং বক্ষ্যে তথা পূজাবিধিং সুত।
জগৎকল্পতরোর্ব্বৎস শৃণুষ্ব গদতো মম ॥ ১৫

নূনমচ্যুতকটাক্ষপাতনে
কারণং ভবতি ভক্তিরঞ্জসা।
তচ্চতুষ্টয়ফলাপ্তয়ে ততো
ভক্তিমানধিকৃতো গুরৌ হরৌ ॥ ১৬

শুকদেবের প্রতি কথিত যে মন্ত্র-তন্ত্রের বিধি তাহাই কহিতেছি—শ্রবণ কর। ৯। হে প্রিয়ে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় মন্ত্রবর্ণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ১০।

ব্যাসদেব কহিয়াছেন—মায়া যাঁহার বিভিন্ন অংশ, যিনি মনোহর বেণু নিনাদ দ্বারা ত্রিলোক আনন্দাকুল করিয়া থাকেন সেই নরকান্তমূর্ত্তি, গোপীজনপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের মঙ্গলার্থ হৃদয়ে বাস করুন। ১১। গুরুর চরণপঙ্কজদ্বয় হইতে উত্থিত মহনীয় ধূলিকণা সমূহকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া নারদাদি ঋষিগণের কথিত শার্ঙ্গপাণির (শ্রীকৃষ্ণের) পূজাবিধি এস্থলে ব্যক্ত করিতেছি। ১২। সকল আশ্রম ও নানাপ্রকার স্ত্রীবিষয়ে এবং যজ্ঞাদি দ্বারা যজনকারীদিগের যজ্ঞে এই গোপাল মন্ত্র শীঘ্রই অভিবাঞ্ছিত ফলপ্রদ। ১৩। হে বৎস! শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের

স্নাতো নির্ম্মলসূক্ষ্মশুদ্ধবসনো ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণ্যাননঃ,
সাচান্তঃ সপবিত্রমুদ্রিতকরঃ শ্বেতোর্দ্ধপুণ্ড্রোজ্জ্বলঃ।
প্রাচীদিগ্বদনো নিবধ্য সুদৃঢ়ং পদ্মাসনং স্বস্তিকং,
বাসীনঃ স্বগুরূন্ গণাধিপমথো বন্দেত বদ্ধাঞ্জলিঃ॥ ১৭
ততোঽস্ত্রমন্ত্রেণ বিশোধ্য পাণী
　ত্রিতালদিগ্বন্ধহুতাশশালান্।
বিধায় ভূতাত্মকমেতদঙ্গং
　বিশোধয়েচ্ছুদ্ধমতিঃ ক্রমেণ॥ ১৮
ইড়া বক্ত্রে ধূম্রং সততগতিবীজং সলবকং
　স্মরেৎ পূর্ব্বং মন্ত্রী সকলভুবনোচ্ছোষণকরম্।
স্বকং দেহং তেন প্রততবপুষাপূর্য্য সকলং
　বিশোধ্য ব্যামুঞ্চেৎ পবনমথ মার্গেণ স্বমণেঃ॥ ১৯

যে প্রকার পূজাপদ্ধতি পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নারদের প্রতি কথিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। ১৪। হে সুত! জগৎকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃকৃত্যাদি ও পূজাবিধির বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। ১৫। সহজে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষ লাভের ভক্তিই একমাত্র কারণ; অতএব চতুর্বর্গফল প্রাপ্তির জন্য গুরুচরণে ভক্তিমান্ লোক হরিসেবার অধিকারী হয়। ১৬। স্নানান্তে, নির্ম্মল শুদ্ধ ও সূক্ষ্মবসন পরিধানপূর্ব্বক হস্ত, পদদ্বয়, পাণি এবং মুখ ধৌত করিয়া আচমনপূর্ব্বক হস্তদ্বয়ে পবিত্র (কুশ নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়) এবং (ললাটে) শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণান্তে পদ্মাসনে কিম্বা স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্বকীয় গুরুগণের এবং গণাধিপতি দেবতাগণের বন্দনা করিবে। ১৭। অনন্তর অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) দ্বারা হস্তদ্বয় সংশোধনপূর্ব্বক ত্রিতাল ও দিগ্বন্ধন দ্বারা হুতাশন স্থান (যজ্ঞগৃহ) রক্ষা এবং শরীরকে ভূতাত্মক বিধান করিয়া শুদ্ধমতি (কৃষ্ণসেবক) যথাক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শুদ্ধতা সম্পাদন করিবেন। ১৮। মন্ত্রানুষ্ঠাতা সকল ভুবনের উচ্ছোষণকারী ও ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ (সলবকং) প্রথমতঃ স্মরণ করিয়া বামনাসাতে বায়ু আকর্ষণ-

তেনৈব মার্গেণ বিলীনমারুতং
বীজং বিচিন্ত্যারুণমাশুশুক্ষণেঃ।
আপূর্য্য দেহং পরিদহ্য বামতো
মুঞ্চেৎ সমীরং সহ ভস্মনা বহিঃ॥ ২০
ঠপরমতীব শুদ্ধমমৃতাংশুপথেন বিধুং
নয়তু ললাটচন্দ্রমমৃতঃ সকলার্ণময়ীম্।
লপরজপান্নিপাত্য রচয়েচ্চ তয়া সকলং
বপুরমৃতৌঘবৃষ্টিমথ বক্ত্রকরাদ্যমিদম্॥ ২১
শিরোবদনবৃত্তদৃক্শ্রবণঘোণগণ্ডৌষ্ঠক-
দ্বয়েষু সশিরোমুখেষু চ ইতি ক্রমাৎ বিন্যসেৎ।
হলশ্চ করপাদসন্ধিষু তদগ্রকেষ্বাদরাৎ।
সপার্শ্বযুগপৃষ্ঠনাভ্যুদরকেষু যাদ্যানথ॥ ২২
হৃদয়কক্ষককুৎকরমূলদোঃ পদযুগোদরবক্ত্রগতান্ বুধঃ।
হৃদয়পূর্ব্বমনেন পথাম্বহং ন্যসতু শুদ্ধকলেবরসিদ্ধয়ে॥ ২৩

পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্বকীয় সমস্ত বিস্তীর্ণ শরীর পরিপূর্ণ করণানন্তর পবিত্র হইয়া (কুম্ভকান্তে) দক্ষিণ নাসিকায় সেই বায়ুর রেচন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবেন। ১৯। অতঃপর সেই নাসিকা পথে অরুণবর্ণ অগ্নিবীজের (রং) ধ্যান করিয়া বায়ুদ্বারা স্বদেহকে পূর্ণ করণে পাপপুরুষ দগ্ধ হইলে ভস্মসহ বায়ুর রেচক করা কর্ত্তব্য।২০। শ্রীকৃষ্ণসেবক সকল বীজময়ী কুণ্ডলিনীকে (শ্রীকৃষ্ণ) বামনাসার উপর অবস্থিত অতি শুদ্ধ সুধাময় ললাটচন্দ্রের সহিত যুক্ত করিবেন এবং 'ল প র' জপহেতুক তাঁহার অধোগমন হইলে নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হস্তমুখাদিবিশিষ্ট এই দেহকে অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিবেন। ২১। শিবস্থান (ললাট) বদনবৃত্ত, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ড ও ওষ্ঠদ্বয় তথা (দন্ত) মস্তক ও মুখে যথাক্রমে (স্বরবর্ণের) ন্যাস করিয়া হস্ত এবং পদের সন্ধিস্থলের অগ্রভাগে ও পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে ও নাভিতে এবং উদরে হল্‌বর্ণের (ক হইতে ম পর্য্যন্ত) ন্যাস করা হইলে অনন্তর যকারাদি বর্ণ (য, র, ল, ব ইত্যাদি) অবলম্বন করিয়া

ইত্যারচ্য্য বপুরর্ণশতার্দ্ধকেন
সার্দ্ধক্ষপেশসবিসর্গকশোভিনৈস্তৈঃ।
বিন্যস্য কেশবপুরঃসরমূর্ত্তিযুক্তৈঃ
কীর্ত্ত্যাদিশক্তিসহিতৈর্ন্যসতু ক্রমেণ ॥ ২৪

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
প্রাতঃকৃত্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

হৃদয়, বাহুমূল, করমূল, পাদদ্বয়, উদর এবং মুখে এই প্রণালিক্রমে হৃদয়াদি শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক শুদ্ধ দেহের সিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতি দিবস ন্যাস করিবেন। ২২-২৩। এই প্রকারে পঞ্চাশৎ মাতৃকা বীজদ্বারা শরীরের আবরণ (অর্থাৎ ভাগ বিশেষ নিরূপণ) করিয়া চন্দ্রবিন্দু বিসর্গের সহিত শোভমান সেই সকল বীজের বিন্যাসপূর্ব্বক কেশবাদি মূর্ত্তির ও কীর্ত্ত্যাদি শক্তির ন্যাস করিতে হইবে। ইহাকেই কেশব কীর্ত্তির ন্যাস বলা হয়। ২৪।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

---:-*-:-

ব্যাস উবাচ

অথ কথয়াম্যর্ণানাং মূর্ত্তীঃ শক্তীঃ সকলভুবনময়ীঃ।
কেশবকীর্ত্তির্নারায়ণকান্তীর্ম্মাধবস্তথা তুষ্টীঃ॥ ১
গোবিন্দঃ পুষ্টিযুতো বিষ্ণুধৃতী সূদনশ্চ মাধবাদ্যঃ।
শান্তিস্ত্রিবিক্রমশ্চ ক্রিয়া পুনর্ব্বামনো দয়াঽচ্যুতঃ॥ ২
শ্রীধরযুতা চ মেধা হৃষীকনাথশ্চ হর্ষয়া যুক্তঃ।
অম্বুজনাভশ্রদ্ধা দামোদরসংযুতা পুনর্লজ্জা॥ ৩
লক্ষ্মীঃ সবাসুদেবা সঙ্কর্ষণযুতা সরস্বতী প্রোক্তা।
প্রদ্যুম্নঃ প্রীতিযুতোঽনিরুদ্ধকো রতিরিমাঃ স্বরোপেতাঃ॥ ৪
চক্রিজয়ে গদিদুর্গে শার্ঙ্গী প্রভয়ান্বিতস্তথা খড়্গী।
সত্যা শংখী চণ্ডা হলিবাণ্যৌ মুষলিযুদ্বিলাসিনিকা॥ ৫

ব্যাসদেব বলিলেন।—অনন্তর আমি মাতৃকাবর্ণের মূর্ত্তির এবং সকল ভুবনময়ী শক্তির বর্ণনা করিতেছি;—কেশব মূর্ত্তির সহিত কীর্ত্তি, শক্তি ও নারায়ণের সহিত কান্তি, তথা মাধবের সহিত তুষ্টি ও গোবিন্দের সহিত পুষ্টি, বিষ্ণুর সহিত ধৃতি, মধুসূদনের সহিত শান্তি, ত্রিবিক্রমের সহিত ক্রিয়া, বামনের সহিত দয়া, শ্রীধরের সহিত মেধা, হৃষীকেশের সহিত হর্ষা, পদ্মনাভের সহিত শ্রদ্ধা, তথা দামোদরের সহিত লজ্জা শক্তি সংযুতা আছেন। ১-৩। বাসুদেবের সহিত লক্ষ্মী, সঙ্কর্ষণের সহিত সরস্বতী, প্রদ্যুম্নের সহিত প্রীতি, অনিরুদ্ধের সহিত স্বরবর্ণসংযুক্তা রতিশক্তি, চক্রীর সহিত জয়া, গদাধরের সহিত দুর্গা, শার্ঙ্গীর সহিত প্রভা এবং খড়্গীর সহিত সতী, শঙ্খীর সহিত চণ্ডা, হলীর সহিত বাণী, মুষলীর

শূলী বিজয়া পাশী

বিরজা বিশ্বান্বিতোঽঙ্কুশী ভূয়ঃ।

বিনদা মুকুন্দযুতা নন্দজস্সুমদে ॥ ৬

স্মৃতিশ্চ নন্দিযুতা নরঋদ্ধিঃ

নরকযুতাসমৃদ্ধিরথ শুদ্ধিযুক্ হরিঃ।

কৃষ্ণো ভক্তিযুতঃ সত্যযুতা

বুদ্ধির্ম্মতিযুক্ চ শাশ্বতঃ ॥ ৭

শৌরিঃ ক্ষময়া শূরো রময়া

জনার্দ্দনোমে চ ভূধরঃ।

ক্লেদিনী বিশ্বাদিমূর্ত্তিযুক্তা ক্লিন্না

বৈকুণ্ঠা পুরুষোত্তমশ্চ তথা

বসুধা বলিনা চ পরায়ণা ॥ ৮

মৃজোপেতা ভূয়ঃ পরায়ণাখ্যা

বলেঃ সূক্ষ্মা বৃষপ্রসন্ধ্যে চ।

সবৃষা প্রজ্ঞা হংসপ্রভা

বরাহো নিশা চ বিমলোঽমোঘা ॥ ৯

নরসিংহবিদ্যুতে চ প্রণিগদিতা

মূর্ত্তয়োঽলং শক্তিযুতাঃ।

বর্ণানুক্ত্বা সার্দ্ধচন্দ্রান্ পুরস্তাৎ

মূর্ত্তীঃ শক্তিস্তেঽবসানা রতিঞ্চ ॥ ১০

সহিত যুদ্ধবিলাসিনী শক্তি কথিত হন। ৪-৫। শূলীর সহিত বিজয়া, বরুণের সহিত বিরজা, অঙ্কুশীর সহিত বিশ্বা, মুকুন্দের সহিত বিনদা, নন্দজার সহিত সুমদা, নন্দীর সহিত স্মৃতি, নরের সহিত বৃদ্ধি, নরকজিতের সহিত সমৃদ্ধি, হরির সহিত শুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তি, সত্যের সহিত বুদ্ধি এবং শাশ্বতের সহিত মতি, শৌরীর সহিত ক্ষমা, শূরের সহিত রমা, জনার্দ্দনের সহিত উমা, ভূধরের সহিত ক্লেদিনী,

উক্ত্বা ন্যস্যে আদিভিঃ সপ্ত ধাতূন-
হৃথ বসুদা প্রাণবীজং ক্রোধমণ্যাত্মনে স্বান্ ॥ ১১
উদ্যৎপ্রদ্যোতনশয়রুচিং তপ্তহেমাবদাতম্,
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্ ।
নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রম্,
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলগদাকৌমদীচক্রপাণিম্ ॥ ১২
ধ্যাত্বৈবং পরমাক্ষরৈর্যো
বিন্যসেদ্দিনমনু কেশবাদিযুক্তৈঃ
মেধায়ুঃস্মৃতিধৃতিকীর্ত্তিকান্তিলক্ষ্মী-
সৌভাগ্যৈশ্চিরমুপবৃংহিতো ভবেৎ সঃ ॥ ১৩

বিশ্বমূর্ত্তির সহিত ক্লিন্না, পুরুষোত্তমের সহিত বৈকুণ্ঠ, বলির সহিত বসুধা পরায়ণা, বলের মৃজোপেতা পরায়ণা, বলির সহিত সূক্ষ্মা, বৃষের সহিত প্রসন্ধ্যা, সবৃষার সহিত প্রজ্ঞা, হংসের সহিত প্রভা, বরাহের সহিত নিশা, বিমলের সহিত অমোঘা, নরসিংহের সহিত বিদ্যুৎ। এই সকল মূর্ত্তি এবং শক্তি যথাবিধি বর্ণিত হইল। প্রথমতঃ চন্দ্রবিন্দু সহযোগে বর্ণ সকলের উচ্চারণ করিয়া চতুর্থী র একবচনে মূর্ত্তি ও শক্তি প্রয়োগান্তে সকলের শেষে 'নমঃ' শব্দের যোগে বাক্য শেষ করিবে *। ৬-১০। প্রথমাবধি মূর্ত্তি ও শক্তি সমূহের উল্লেখপূর্ব্বক স্বকীয় সপ্তধাতুর † ন্যাস করিবে; এবং তাহাতে আত্মনে, বসুদা, প্রাণবীজ এবং ক্রোধাত্মনে শব্দের প্রয়োগ থাকিবে ‡। অতঃপর ধ্যান কথিত হইতেছে;—নবোদিত শত সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বিশ্বধাত্রী কর্ত্তৃক সেব্যমান নানারত্নে শোভিত ও পীতাম্বরধারী শঙ্খ চক্র কৌমোদকীগদা পদ্মহস্ত বিষ্ণু দেবতার বন্দনা করি। ১১-১২। এই প্রকার ধ্যান করিয়া যে ব্যক্তি প্রতিদিন পরমাক্ষরের দ্বারা যুক্ত

* 'অঁ কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ' ইত্যাদি।
† ললাট ইত্যাদি যথাক্রমে শরীরের সপ্তস্থান।
‡ (ললাটে) 'পং পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ'; 'নং পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ' ইত্যাদি।

অমুমেব রমাপুরঃসরং
প্রভজেদ্‌যো মনুজো বিধিং বুধঃ।
সমুপেত্য রমাং প্রথীয়সীং
পুনরন্তে হরিতাং ব্রজত্যসৌ ॥ ১৪
ইত্যচ্যুতীকৃততনুর্বিধিবত্তু তত্ত্ব-
ন্যাসং নপূর্ব্বমপরাক্ষরনত্যুপেতম্।
ভূয়ঃ পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ
নত্যন্তমুদ্ধরতু তত্ত্বমনূন্ ক্রমেণ ॥ ১৫
সকলবপুষি প্রাণমায়োজ্য মধ্যে
ন্যসতু মতিমহঙ্কারং মনশ্চেতি মন্ত্রী।
কমুখহৃদয়গুহ্যাঙ্ঘ্রিম্বথো শব্দপূর্ব্বং
গুণগণমথ কর্ত্তাহ্হৃদিস্থিতং শ্রোত্রপূর্ব্বম্ ॥ ১৬
বাগাদীন্দ্রিয়বর্গমাত্মনিলয়েষ্বাকাশপূর্ব্বংগণং
মূর্দ্ধাস্যে হৃদয়ে শিরে চরণয়োর্হৃৎপুণ্ডরীকং হৃদি।
বিম্বানি দ্বিষড়ষ্টযুগ্‌দশকলাব্যাপ্তানি সূর্য্যোড়ুরাড্-
বহ্নীনাঞ্চ যতস্তু ভূতবস্মুমুষ্যন্ত্যাক্ষরৈর্ম্মন্ত্রবিৎ ॥ ১৭

কেশবাদি ন্যাস করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি মেধা, আয়ু, স্মৃতি, ধৃতি, কীর্ত্তি, কান্তি, লক্ষ্মী ও সৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়। ১৩। যে জ্ঞানী মনুষ্য যথাবিধি রমাবীজ (শ্রীং) অগ্রে উচ্চারণ করিয়া ঐ দেবতাকে ভজনা করে সেই ভক্তিমান্ লোক বহুতর ধনসম্পত্তি লাভ করিয়া অন্তে হরিতুল্য হয়।১৪। এইরূপে আত্মশরীরকে অচ্যুতদেহের ন্যায় করিয়া বিধিবৎ তত্ত্বন্যাস করিবে; তাহাতে পূর্বাক্ষর ও পরাক্ষর এবং নমঃ শব্দের যোগ থাকিবে না এবং পরায় নাম আত্মনে এবং অন্তে 'নমঃ' যোগ করিয়া তত্ত্বমন্ত্রের উদ্ধার করিবে। ১৫। মন্ত্রানুষ্ঠাতা সকল দেহে বীজের ও প্রাণের সংযোজনা করিয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের ন্যাস করিবেন; মুখ, হৃদয়, গুহ্য এবং চরণে শব্দবীজের এবং সত্য, রজঃ ও তমোগুণের এবং শ্রোত্রাদি স্থানে কর্ত্তাদি পদের ন্যাস করিতে হইবে। অপিচ আত্মনির্ণয়ে

অথ পরমেষ্ঠিপুমাংসৌ বিশ্বনিবৃত্তী সর্ব্বহত্যুপনিষদং
ন্যসেদাকাশাদিস্থানস্থানযোযবলবার্থিঃ সল্বাবঃ।
বাসুদেবঃ শঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ
নারায়ণশ্চ ক্রমশঃ পরমেষ্ঠ্যাদিভির্যুতঃ ॥ ১৮
ততঃ কোপতত্ত্বং ক্ষরৌ বিন্দুযুক্তং
নৃসিংহং ন্যসেৎ সর্ব্বগাত্রেষু তজ্জ্ঞঃ।
ক্রমেণেতি তত্ত্বাত্মকো ন্যাস উক্তঃ
স্বাসান্নিকৃদ্বিশ্বমূর্ত্ত্যাদিষু স্যাৎ ॥ ১৯
ইতিকৃতোঽধিকৃতো ভবতি ধ্রুবং
সকলবৈষ্ণবমন্ত্রজপাদিষু।
পবনসংযবলতত্ত্বমনুনা চরেৎ
তত্ত্বমিহ জপ্তুমসৌ মনুমিচ্ছতি ॥ ২০
অথবাখিলেষু হি বিধিমন্ত্র-
জপবিধিষু মূলমন্ত্রতঃ।
সংযমনমমলধীর্মরুতো
বিধিনাভ্যসংশ্চরতু তত্ত্বসংখ্যয়া ॥ ২১

মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আকাশাদিক্রমে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, শিরোভাগে, চরণে, হৃৎপদ্মে ও হৃদয়ের স্থলে বাক্যাদি ইন্দ্রিয় বর্গের, দ্বাদশ এবং ষোড়শ ও দশ কলাত্মক সূর্য্যচন্দ্র এবং অগ্নির প্রতিবিম্বের এবং ভূতগণের ও সৃষ্টবস্তুর ন্যাস অন্ত্যাক্ষরের দ্বারা সম্পাদিত হইবে। ১৬—১৭। অনন্তর উপনিষদের বিধানমতে আকাশাদি স্থানে পরমেষ্ঠি ও পুরুষ এবং বিশ্বনিবৃত্তি ও সর্ব্বহতি (প্রকৃতি) দেবীর য, য, ব, ল, ব, স, ল, অ, ব, ইত্যাদি অক্ষরক্রমে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও নারায়ণের সহিত পরমেষ্ঠি পদের যোগ করিয়া যথাক্রমে ন্যাস করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১৮। অতঃপর ন্যাসবেত্তা সেবক "ক্ষ্রৌঁ কোপতত্ত্বায়" এই শব্দে সর্ব্বগাত্রে নৃসিংহদেবের ন্যাস করিবেন। এই প্রকারে তত্ত্বন্যাস বর্ণিত হইল; বিশ্বমূর্ত্ত্যাদির ন্যাসেও এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে করিতে হইবে। ১৯।

পুরতো জপস্য পরতোঽপি
বিহিতমথ তত্ত্রিতয়ং বুধৈঃ।
ষোড়শ য ইহ চরেদ্দিনেশঃ
পরিপূয়তে স খলু মাসতো হংসঃ॥ ২২

অথবাঙ্গজন্মমমুনানুসুসংযমং
সকলেষু কৃষ্ণমনুজাপকর্ম্মসু।
সহিতৈকসপ্তকৃতিবারমভ্যসেৎ
তনুযাৎ সমস্তদুরিতাপহারিণা॥ ২৩

অষ্টাবিংশতিসংখ্যমিষ্টফলদং মন্ত্রং দশার্ণং জপন্
নাযচ্ছেৎ পবনং পুংসংযতমতিস্ত্বষ্টৌ দশার্ণেন চেৎ।
অভ্যস্যন্নবিবরমন্যমনুভির্বর্ণানুরূপং জপন্
কুর্য্যাদ্রেচকপূর্বকর্ম্মনিপুণঃ প্রাণপ্রয়োগং নরঃ॥ ২৪

রেচয়েন্মারুতং দক্ষয়া দক্ষিণঃ
পূরয়েদ্বাময়া মধ্যনাড্যা পুনঃ।
ধারয়েদীরিতং রেচকাদিত্রয়ং স্যাৎ
কলাদন্তবিদ্যাখ্যমত্রাচ্যকম্॥ ২৫

এই প্রকারে কার্য্য করিলে সকল প্রকার বৈষ্ণব মন্ত্রের জপে প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায়, অতঃপর সাধক য, ব, ল, তত্ত্বমন্ত্রদ্বারা * বায়ু সংযমন করিয়া তত্ত্বমন্ত্রের জপ করিতে ইচ্ছা করিবেন। অথবা কৃষ্ণসেবক মূল মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সমস্ত মন্ত্র জপের কার্য্য সম্বন্ধে বিধিমত তত্ত্বের সংখ্যানুসারে বায়ু সংযমনের অভ্যাস করিবেন। ২০—২১। জপের অগ্রে ও অন্তে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এ বিষয়ে তিন প্রকার বিধান করিয়াছেন। যে সাধক প্রতিদিন ষোড়শবার এই আচরণ করেন, তিনি একমাস সময়ে হংস স্বরূপ পূত হয়েন। ২২। অথবা সর্ব্বপ্রকার দুষ্কৃতি নিবারক উক্ত মন্ত্রদ্বারা সর্ব্ববিধ কৃষ্ণমন্ত্রের জপ করণে সুসংযত

* 'য' বায়ুতত্ত্ব, 'ব' জলতত্ত্ব, 'ল' পৃথ্বীতত্ত্ব।

প্রাণায়ামং বিধায়েত্যথনিজবপুষা কল্পয়েদ্‌যোগপীঠম্‌ ।
ন্যস্যেদাধারশক্তিপ্রকৃতিকমঠক্ষমক্ষীরসিন্ধূন্‌ ॥
শ্বেতদ্বীপঞ্চ রত্নোজ্বলমহিতমহামণ্ডপং কল্পবৃক্ষম্‌ ।
হৃদ্দেশেংহশদ্বয়োরুদ্বয়বদনকটীপার্শ্বযুগ্মেষু ভূয়ঃ ॥ ২৬
ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদি চ পাদগাত্রচতুষ্টয়ং হৃদ্যথ শেষমন্ত্রম্‌ ।
সূর্য্যেন্দুবহ্নীন্‌ প্রণবাংশযুক্তা নাদ্যক্ষরৈঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি ॥ ২৭
আত্মাদিত্রয়মাত্মবীজসহিতং ব্যোমাগ্নিমায়ালবৈ-
জ্জ্ঞানাত্মানমথাষ্টদিক্ষু পরিতো মধ্যে চ শক্তীর্নব ।
ন্যস্বা পীঠমনুং চ তত্র বিধিবত্তৎকর্ণিকামধ্যগং
নিত্যানন্দচিতিপ্রকাশমমৃতং সংচিন্তয়েন্নাম তৎ ॥ ২৮

অঙ্গ, জন্ম এবং নাম চতুঃষষ্টিবার জপ করিবে। ২৩। যদ্যপি সাধক চিত্তসংযম ও জপের নিমিত্ত অষ্টাবিংশতি সংখ্যক ইষ্টফলদায়ক দশার্ণ মন্ত্রের অথবা অষ্টবার জপের জন্য ও বায়ুরোধ করণে অসমর্থ হন তবে পূর্ব্বকর্ম্ম নিপুণ সেই ব্যক্তি রেচক নামক বায়ু প্রয়োগ করিবেন। ২৪। দক্ষিণ নাসাতে বায়ুর রেচন হইবে, পুনর্ব্বার বামনাসাতে পূরণ করিয়া মধ্য নাড়ীদ্বারা ধারণান্তে ষোড়শ, চতুঃষষ্টি ও দ্বাত্রিংশৎ বার জপ করিলে পূরক, কুম্ভক ও রেচকত্রয় সূচক প্রাণায়ামের বিধি সমাপ্ত হইবে। ২৫। এইরূপ প্রাণায়ামের বিধান করিয়া নিজ দেহে যোগপীঠের কল্পনা করিবেন এবং আধারশক্তি সহকারে কমঠক্ষম ক্ষীরসাগর, রত্নভূষিত শ্বেতদ্বীপ, অহিত মহামণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষকে হৃদয়ে, স্কন্ধদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে, বদনে, কটীদেশে ও পার্শ্বদ্বয়ে ন্যাস করিবেন। ২৬। অতঃপর ধর্ম্মাদি ও অধর্ম্মাদি যোগে ‡ পদ, গাত্র এবং হৃদয়ে শেষোক্ত মন্ত্রচতুষ্টয়ের ন্যাস করিয়া আদ্যক্ষরে প্রণবাংশযুক্ত ('ওঁ') সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নির সহিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যাস করিতে হইবে। ২৭। অনন্তর সাধক অষ্টদিকে, চতুঃপার্শ্বে ও মধ্যভাগে আত্মবীজের ('অ') সহিত আকাশ, অগ্নি ও মায়ান্তর্গত নবশক্তির ও পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিয়া নিত্যানন্দ

‡ জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি।

বিমলোৎকর্ষণী জ্ঞানা ক্রিয়াযোগেতি শক্তয়ঃ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানাঽনুগ্রা নবমী তথা ॥ ২৯
এবং হৃদয়ং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্বিতশ্চ ভূতাত্মা।
ঙেন্তাঃ সবাসুদেবাঃ সর্ব্বাত্মযুতং চ সংযোগম্ ॥ ৩০
যোগাবধশ্চ পদ্মং পীঠা ঙেযুতো নতিশ্চান্তে।
পীঠমহামনুর্ব্যক্তঃ পর্য্যাপ্তোয়ং সপর্য্যাসু ॥ ৩১
করয়োর্যুগলং বিধায় মন্ত্রাত্মকমভ্যানভিরাম্যমানমার্গাৎ।
সকলং বিদধীত মন্ত্রবর্ণৈঃ পরমং জ্যোতিরনুত্তমং হরেস্তৎ ॥ ৩২

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
প্রাতঃকৃত্যং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

জ্ঞানের প্রকাশক অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণপূর্ব্বক ধ্যানাবস্থিত হইয়া থাকিবেন। ২৮। বিমলা, উৎকর্ষণী, জ্ঞানা, ক্রিয়াযোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা, অনুগ্রা এবং নবমী ইঁহারাই নবশক্তি শব্দে কথিতা হইয়াছেন।২৯। নবশক্তির ন্যাস সমাপ্তির পর "নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়" এই হৃদয়গ্রাহী মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।৩০। অতঃপর যোগাবধ, পদ্ম ও পীঠ শব্দে চতুর্থীর একবচন যোগে অন্তে নমঃ শব্দের পাঠ করিলে পূজা বিষয়ে পর্য্যাপ্ত এই পীঠের মহামন্ত্র প্রকাশিত হয় *। ৩১। কর-যুগলকে মন্ত্রাত্মক বিধান করিয়া নিত্যানন্দপ্রদ ভক্তিমার্গ হইতে মন্ত্রবর্ণদ্বারা শ্রীহরির সেই অনুপম জ্যোতি সকল হৃদয় মধ্যে ধারণা করিবেন। ৩২।

* 'সর্ব্বাত্মযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ'।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

-ঃ-*-ঃ-

ব্যাস উবাচ

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রং শৃণুষ্বাবহিতো মুনে।
যং লব্ধ্বা ন পুনর্গচ্ছেৎ সংসৃতিং পামরোঽপি হি॥ ১

বক্ষ্যে মনুং ত্রিভুবনপ্রথিতাত্মভাব-
মক্ষীণপুণ্যনিচয়ৈর্ম্মুনিভির্বিমৃগ্যম্।
পক্ষীন্দ্রকেতুবিষয়ং বসুধর্ম্মকাম-
মোক্ষপ্রদং সকলকর্ম্মণি কর্ম্মদক্ষম্॥ ২

অতিগুহ্যমবোধতূলরাশি জলবাগধিপানদং নরাণাম্।
দুরিতাপহং বিষাপমৃত্যুগ্রহরোগাদিনিবারণৈকহেতুম্॥ ৩

জয়দং প্রধনেঽভয়দং বিপিনে সলিলপ্লবনে সুখতারণদম্।
নরসপ্তিরথদ্বিপবৃদ্ধিকরং সুতগোধরণীধনধান্যকরম্॥ ৪

ব্যাসদেব বলিতেছেন।—হে মুনে! অনন্তর মহামন্ত্রের বর্ণন করিব, মনেযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর; সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হইলে নিতান্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও এই সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। ১। যাঁহাদিগের পুণ্যরাশির কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই, তাদৃশ মুনিগণের প্রার্থনীয় এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রদাতা ও সকল কর্ম্মে সিদ্ধিদানে দক্ষ ভগবদ্‌ভক্তির বিষয়ীভূত এবং ত্রিভুবনে আত্মভাব প্রকাশে সর্ম্বথ প্রসিদ্ধ উচ্চ মন্ত্রের বর্ণনা করিতেছি। ২। ইহা অত্যন্ত গোপনীয় এবং নরগণের অবোধরূপ তূলরাশির অপনেতা, দুরিতাপহারি এবং বিষাপমৃত্যু ও গ্রহরোগাদি নিবারণের একমাত্র হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে। ৩। এই মন্ত্র, যদ্ধে জয় দান, বনে অভয় দান ও জলপ্লাবনে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন এবং সাধকের অশ্ব, রথ ও হস্তীর বর্দ্ধন করিয়া তাহাকে পুত্র, গো, ভূমি, ধন ও

বলবীর্য্যশৌর্য্যানিচয়প্রতিভাস্বরবর্ণকান্তিসুভগত্বকরম্।
ব্রহ্মাণ্ডকোটিমণিমাদিগুণাষ্টকদং কিমত্র বহুনাখিলদম্॥ ৫
শার্ঙ্গী সোত্তুরদন্তঃ পরো বামাক্ষিযুক্ দ্বিতীয়ার্ণম্।
শূলী শৌরির্ব্বালো বলানুজদ্বয়মথাক্ষরচতুষ্টয়ম্॥ ৬
শূরস্তুরীয়ঃ সানন আবৃত্তঃ স্যাৎসগুমোঽষ্টমোঽগ্নিসখঃ।
তদ্দয়িতাক্ষরযুগ্মং তদুপরিগস্তেবমুদ্ধরেন্মন্ত্রম্॥ ৭
প্রকাশিতো দশাক্ষরো মনুস্তয়ং মধুদ্বিষঃ।
বিশেষতঃ পদারবিন্দযুগ্মং ভক্তিবর্দ্ধনঃ॥ ৮
নারদো মুনিরস্য কীর্ত্তিতঃ
ছন্দ উক্তমৃষিভির্ব্বিরাড়পি।
দেবতাসকললোকমঙ্গলো
নন্দগোপতনয়ঃ সমীরিতঃ॥ ৯
অঙ্গানি পঞ্চ হুতভুগ্দয়িতাসমেতৈ-
শ্চক্রৈরমুষ্য মুখবৃত্তবিষ্পপন্নৈঃ।
ত্রৈলোক্যরক্ষণসুজাপ্যসুরান্তকাখ্য-
পূর্ব্বেণ চেহ কথিতানি বিভক্তিযুক্তৈঃ॥ ১০

ধান্য সকল প্রদান করেন। ৪। বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, প্রতিভা ও দেবতাগণের দেহকান্তির ন্যায় সৌভাগ্যপ্রদ এবং ব্রহ্মাণ্ডকোটি ও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির প্রদাতা; অধিক কি বলিব, এই মহামন্ত্র সমস্ত বিষয়েরই প্রদানকর্ত্তা হন। ৫। "গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" মধুসূদনের এই দশাক্ষরী মহামন্ত্র * প্রকটিত হইল, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে ভক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৬—৮। নারদ ইহার ঋষি, ছন্দঃ বিরাট্ এবং

---

* গো	পী	জ	ন	ব	ল্ল	ভা	য়	স্বা	হা।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

[শার্ঙ্গী + সোত্তুরদন্তঃ (গ + ও) = গো ; পরো বামক্ষিযুক্ (প + ঈ) = পী ; শূলী = জ ; শৌরির্ব্বালো = ন ব ; বলানুজদ্বয়ম্ = ল্ল ; শূরস্তুরীয়ঃ—ভ ; সানন আবৃত্তঃ স্যাৎ = আ ; সগুমোঽষ্টমোঽগ্নিসখঃ = য় ; তদ্দয়িতাক্ষরযুগ্মং = স্বাহা]।

হৃদয়ে নতিঃ শিরসি পাবকপ্রিয়া
সবষট্‌শিখাহুমিতিবর্ম্মণি স্থিতম্ ।
সফড়স্ত্রমিত্যুদিতমঙ্গপঞ্চকং
সচতুর্থিবৌষড়ুদিতং দৃশোর্যদি ॥ ১১

মন্ত্রার্ণৈর্দ্দশভিরুপেতচন্দ্রখণ্ডৈ-
রঙ্গানাং দশকমুদীরিতং নমোহন্তম্ ।
হৃচ্ছীর্ষং তদনু শিখাতনুত্রমন্ত্রং
পার্শ্বদ্বন্দ্বসকটিপৃষ্ঠমূর্দ্ধযুক্তম্ ॥ ১২

রক্ষে মন্ত্রস্যাস্য বীজঞ্চ শক্তি-
চক্রী শক্রী বামনেত্রপ্রদীপ্তঃ ।
সপ্রদ্যুম্নো বীজমেতৎপ্রদীপ্তং
মন্ত্রঃ প্রদ্যুম্নো জগন্মোহনোহয়ম্ ॥ ১৩

সকল লোকের মঙ্গলকর্ত্তা নন্দগোপতনয় শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা কথিত হইয়াছেন। ৯। পশ্চাদুক্ত পঞ্চাঙ্গে স্বাহাদির সহিত মিলিত মুখবৃত্ত এবং বিষুপপন্ন চক্রদ্বারা ত্রৈলোক্যরক্ষণ ও সুজাপি এবং অসুরান্তক শব্দপূর্ব্বক উহাতে বিভক্তিযোগ করিয়া ঐ মন্ত্রের ন্যাস করিতে হইবে। হৃদয়ের নিমিত্ত নমঃ, শিরোদেশের জন্য স্বাহা, শিখার নিমিত্ত বষট্, কবচের জন্য হুং, অস্ত্রের নিমিত্ত ফট্ এবং নেত্রের জন্য বৌষট্ এইরূপে চতুর্থী বিভক্তির সহিত প্রযোজ্য হইলে অঙ্গপঞ্চকের ন্যাস করা হয় *। ১০—১১। এই দশাক্ষরী মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর চন্দ্রবিন্দু যুক্ত করিয়া নমঃ প্রভৃতি শব্দযোগে হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, অস্ত্র, উভয়পার্শ্ব, কটি, পৃষ্ঠ ও মস্তক এই দশাঙ্গের ন্যাস সম্পাদন করিবে †। ১২। আর চক্রী, শক্রী, বামনেত্র এবং প্রদ্যুম্ন একত্র করিলে, 'ক্লীং' এই জগন্মোহন মন্ত্র নিরূপিত

* (১) 'আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ।' (২) 'বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা।' (৩) সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্।' (৪) 'ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় স্বাহা কবচায় হুং।' (৫) অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।'

† 'গোঁ হৃদয়ায় নমঃ', 'পীঁ শিরসে নমঃ' ইত্যাদি।

হংসো মেদো বক্রবৃত্তাভ্যুপেতঃ

পোত্রী নেত্রাঢ্যন্বিতোঽসৌ যুগার্ণা।

প্রোক্তা শক্তিঃ সর্ব্বগীর্ব্বাণবৃন্দৈ-

র্বন্দস্যাগ্নের্ব্বল্লভা কামদেয়ম্ ॥ ১৪

বিনিযোগোঽস্য মন্ত্রস্য পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।

কৃষ্ণং প্রকৃতিরিত্যুক্তো দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১৫

গোপায়তি সকলমিদং গোপায়তি পরং পুমাংসমিতি গোপী।

প্রকৃতেস্তস্যা জাতং জন ইতি নদাদিকং পৃথিব্যন্তম্ ॥ ১৬

অনয়োর্গোপীজনয়োঃ সমীরণাদাশ্রিতো ব্যাপ্ত্যা।

বল্লভ ইত্যুপদিষ্টং সান্দ্রানন্দং নিরঞ্জনং জ্যোতিঃ ॥ ১৭

স্বাহেত্যাত্মানং গময়ামীত্যতেজসে তস্মৈ।

যঃ কার্য্যকারণেশঃ পরমাত্মেত্যচ্যুতৈকতাস্য মনোঃ ॥ ১৮

হয় *; ইহার উদ্দেশ্য রক্ষণ এবং † হংস, মেদঃ, বক্রবৃত্ত ও পোত্রীনেত্র একত্র মিলিত করিয়া ইহার সহিত অগ্নিপ্রিয়া (স্বাহা) পদের যোগ করিলে ভক্তবৃন্দের কামদা ও বন্দনীয়া চতুরক্ষরীশক্তি (ক্লীং হ্রঁ স্বাহা) কথিতা হইবেন। চতুর্বর্গ ‡ সিদ্ধির নিমিত্ত এই মন্ত্রের বিনিয়োগ করিবে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ উহার প্রকৃতি এবং দুর্গা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কথিত হইয়াছেন। ১৩-১৫। এই সমস্ত বিশ্বের এবং পরমপুরুষের রক্ষণের জন্য গোপী শব্দ উক্ত হইল ও তাহার প্রকৃতি হইতে স্বর্গ মর্ত্তের নদী, সমুদ্র প্রভৃতি সমস্তই জাত বলিয়া জনশব্দের ব্যবহার হয়। ১৬। এই উভয়ের অর্থাৎ গোপীর এবং জনশব্দের সমীরণ হেতুক আশ্রিত এবং ব্যাপ্তি হেতুক বল্লভ শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিবিড় আনন্দময় নিরঞ্জন জ্যোতিঃ স্বরূপের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ১৭। যিনি

* চক্রী—ক, শক্রী—ল, বামনেত্র—ঈ, প্রদ্যুম্ন—ং। একত্র করিলে ‘ক্লীং’।

† হংস=হ; মেদঃ=ঋ; বক্রবৃত্ত=ঁ; পোত্রীনেত্র=· (বিন্দু)। একত্র করিলে ‘হ্রঁ’।

‡ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

অথবা গোপীজন ইতি সমস্তজগদবনশক্তি-
সমুদায়স্তস্য আনন্ত্যস্য স্বামী বল্লভ ইত্যুপদিষ্টঃ।
অথবা ব্রজযুবতীনাং দয়িতায় জুহোমি মাং মদীয়-
মপীত্যর্পয়েৎ সমস্তং ব্রহ্মণি সগুণে সমস্তসম্পত্ত্যৈ। ১৯
কৃশশব্দঃ সত্তার্থো ণশ্চানন্দাত্মকস্ততঃ।
কৃষ্ণো ভক্তাঘকর্ষণাদপি তদ্বর্ণত্বাচ্চ মন্ত্রময়বপুষঃ॥ ২০
গোঃ শব্দবাচত্বাজ্জ্ঞানং তেনোপলভ্যত ইতি গোবিন্দঃ
বেত্তীতি শব্দরাশিং গোবিন্দো গোবিচারণাদপি।
এতেঽভিখ্যেঽনুক্রমতস্তূর্য্যবিভক্ত্যা
মন্ত্রাৎ পুর্ব্বং মন্মথবীজাদথ পশ্চাৎ
স্যাতাঙ্কেদষ্টাদশবর্ণো মনুবর্য্যো
গুহ্যাৎ গুহ্যো বাঞ্ছিতচিন্তামণিরেষঃ॥ ২১

কার্য্যকারণের কর্ত্তা সেই অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পরমাত্মার অনুগমের তেজঃস্বরূপ, জীবাত্মাকে (তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে) সমর্পণ করাই স্বাহা শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ১৮। অথবা গোপীজন শব্দে সমস্ত জগৎ সংরক্ষণের শক্তি সমূহকে বুঝায় ও তাঁহার অনন্তের স্বামী বল্লভ শব্দে উপদিষ্ট হইল; অথবা ব্রজযুবতীদিগের দয়িত শ্রীকৃষ্ণেতে আমি আত্ম-সমর্পণের হোম করিতেছি, এই বলিয়া সকল সম্পত্তিলাভের জন্য সমস্ত বিষয়, সগুণ ব্রহ্মেতে অর্পণ করিবে। ১৯। কৃষ্ শব্দ সত্তার্থ বাচক এবং ণ শব্দ আনন্দাত্মক; এই অর্থে কৃষ্ণনামে ভক্তের পাপ কর্ষণ হেতুক এবং কৃষ্ণবর্ণ থাকা হেতুক তাঁহার মন্ত্রময় শরীর বর্ণিত হইল। ২০। গো শব্দের অর্থ জ্ঞান, তদ্দ্বারা যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় কিংবা শব্দ-রাশিকে যিনি জানেন (অর্থাৎ উপাসনার জন্য ভক্ত লোক যে কোন শব্দের উচ্চারণ করিলেই যিনি অন্তরস্থ ভাব সকল অনুভব করিতে পারেন) অথবা যিনি গোচারণ করেন সেই শ্রীকৃষ্ণই গোবিন্দ পদের বাচ্য হন। অতঃপর ভক্তবাঞ্ছিত চিন্তামণি গুহ্যাতিগুহ্য অষ্টাদশাক্ষরী *

* ১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ক্লীং	কৃ	ষ্ণা	য়	গো	বি	ন্দা	য়	গো	পী	জ	ন	ব	ল্ল	ভা	য়	স্বা	হা

পূর্ব্বপ্রদিষ্টে মুনিদেবতে২স্য ছন্দস্তু গায়ত্রমুষন্তি সন্তঃ।
অঙ্গানি মন্ত্রার্ণচতুষ্কৈর্ব্বর্ম্মাবসানানিযুগার্ণমন্ত্রং
বীজং শক্তিঃ প্রকৃতিঃ বিনিয়োগশ্চাপি পূর্ব্ববদমুষ্য ॥ ২২
পূর্ব্বতরস্য মনোরথং কথয়ামি
ন্যাসমখিলসিদ্ধিকরম্।
ব্যাপয্যাথো হস্তয়োর্মস্ত-
বাহ্বে পার্শ্বে তানরুদ্ধং বুধেন ॥
ন্যাসো বর্ণিস্তারযুগ্মান্তরস্থৈ-
র্বিন্দ্বন্তং সৌহার্দ্দিকৃত্যৈর্বিধেয়ঃ ॥ ২৩
শাখাসু ত্রীণি পূর্ব্বাণ্যধি দশসু পৃথগ্দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠপূর্ব্বং
বামাঙ্গুষ্ঠাবসানং ন্যসতু বিষদধীঃ সৃষ্টিরুক্তা করস্থা।
অঙ্গদ্বন্দ্বপূর্ব্বা স্থিতিরুভয়করে সংহৃতির্ব্বামপূর্ব্বা
দক্ষাঙ্গুষ্ঠান্তিকে তৎ ত্রয়মপি সৃজতি স্থিত্যুপেতঞ্চ কার্য্যম্ ॥ ২৪

শ্রেষ্ঠ মন্ত্র কথিত হইল 'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'। ২১। ইহার মুনি এবং দেবতা (অর্থাৎ নারদ ও শ্রীকৃষ্ণ) পূর্ববৎ কথিত হইলেন; ঋষিরা প্রকাশ করিয়াছেন—গায়ত্রী ইহার ছন্দ ও হৃদয়াদি কবচ পর্য্যন্ত চতুরক্ষরী অঙ্গন্যাস হইবে এবং বীজ, শক্তি, প্রকৃতি ও বিনিয়োগ পূর্ববৎ হইবে। ২২। সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক ন্যাসের বিবরণ কহিতেছি; হস্ত, মস্তক, বাহু এবং পার্শ্বদেশে ব্যাপকন্যাস করিয়া সবিন্দু তারবীজদ্বয়ে (ওঁ) অন্তরস্থ সৌহার্দ্দি কার্য্যের নিমিত্ত এই মন্ত্রের ন্যাস করিবেন। ২৩। অতঃপর সাধক পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের প্রথম তিন পদ অর্থাৎ 'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়' এই মন্ত্রের আদ্যন্তে প্রণব যোগ করিয়া পরে নমঃ উল্লেখপূর্ব্বক দুই করের দশ শাখায় এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি ন্যাস করিবেন। যথা—দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বামকরের অঙ্গুষ্ঠাগ্র-ভাগ পর্য্যন্ত সৃষ্টিন্যাস, পরে বামকরের অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ হইতে ঐরূপ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ পর্য্যন্ত সংহৃতিন্যাস; পুনঃ পূর্ব্বোক্তরূপ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ

ততঃ স্থিতিক্রমাদ্ধ্রুবো দশাঙ্ককানি বিন্যসেৎ।
তদঙ্গপঞ্চকং তথা বিধিঃ সমীরিতঃ করে ॥ ২৫
পুটিতৈর্মনুনাথ মাতৃকার্ণৈ-
রভিবিন্যস্য সবিন্দুভিঃ পুরাবৎ।
অণুসংকৃতিসৃষ্টিমার্গভেদা
কৃশতবানি চ মন্ত্রবর্ণভাঞ্জি ॥ ২৬
সংহৃতবান্ গতো মনুবর্য্যঃ
সৃষ্টিবর্ত্মনি ভবেৎ প্রতিয়াতঃ।
উদ্ধৃতিঃ খলু পুরোক্তবদেষাং
ন্যাসকর্ম্ম কথয়াম্যধুনাহম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

হইতে বামাঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থিতিন্যাস। ২৪। অনন্তর বিজ্ঞসাধক যথাক্রমে স্থিতিন্যাস দশাঙ্গন্যাস এবং অঙ্গপঞ্চকের ন্যাস ও করন্যাস করিবেন। ২৫। মাতৃকাবর্ণের সম্পুটদ্বারা পূর্ব্ববৎ প্রতি অক্ষর অনুস্বার যুক্ত করিয়া উক্তমন্ত্রের ন্যাস করিলে অণুসংকৃতি ও সৃষ্টির (ন্যাসের) রীতিভেদে মন্ত্রবর্ণের বিভাগ হইবে। ২৬। এই মন্ত্রশ্রেষ্ঠ সংহৃত হইয়া অর্থাৎ সংহৃতি ন্যাসের পর সৃষ্টিপথে প্রতিগমন করিলে পূর্ব্বোক্তমত এই সকল মন্ত্রের উদ্ধার হইবে। অধুনা ন্যাস ক্রিয়ার বর্ণনা করিতেছি। ২৭।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ

মহীসলিলপাবকানিলবিয়ন্তি গর্ব্বো মহান্
পুনঃ প্রকৃতিপুরুষৌ পর ইমানি তত্ত্বান্যথ।
পদান্ধুহৃদয়াস্যকান্যধি পঞ্চমধ্যে দ্বয়ং
ত্রয়ং সকলগং ততো ন্যসতু তদ্বিপর্য্যাসতঃ॥ ১
গুপ্ততমোঽয়ং ন্যাসঃ সংপ্রোক্তস্তত্ত্বদশকপরিকৢপ্তঃ।
কার্য্যোঽন্যেষ্বপি গোপালমনু ঝটিতি ফলসিদ্ধ্যৈ॥ ২
আকেশাদাপাদং দোর্ভ্যাং ধ্রুবপুটিতমনু-
বরং ন্যসেদ্বপুর্ভিশ্চাপি পূর্ব্ববদমুষ্য।
মূর্দ্ধন্যক্ষঃ শ্রুত্যোর্ঘ্রাণে মুখহৃদয়-
শিরজানুজঠরপৎসু তথাক্ষরাণি॥ ৩
ন্যসেদ্ব্যক্তা সৃষ্টিঃ স্থিতিরপি মুনিভি-
রভিহিতা হৃদাদিমুখান্তিকা।
সংহারোঙ্ঘ্র্যাদিমূর্দ্ধান্তস্ত্রিতয়-
মিতি বিরচয়তু সৃষ্টিপূর্ব্ব
মনুস্থিতিং ন্যাসঃ সংহারান্তো
মক্ষাববৈখানসেষু বিহিতোঽয়ম্॥ ৪

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ ইহাই পঞ্চতত্ত্ব এবং অহঙ্কার, মহৎ, প্রকৃতি, পুরুষ এবং পরমাত্মা এই সকলও অপর পঞ্চতত্ত্ব। হৃদয়ে ও মুখে পঞ্চবার এবং তদ্বিপর্য্যয়ে সকল গাত্রের সকল স্থানে দুই তিনবার ন্যাস করিতে হইবে।১। দশতত্ত্বে পরিশুদ্ধ এবং নিতান্ত গোপনীয় এই ন্যাস ক্রিয়া এস্থলে বর্ণিত হইল; এবং ঝটিতি ফলসিদ্ধির জন্য শ্রীগোপাল মন্ত্রের অপরাপর ন্যাস করাও কর্ত্তব্য।২। মাতৃকাক্ষরের

স্থিত্যন্তো গৃহমেধিষু সৃষ্ট্যন্তো বর্ণিনামিতি প্রাহুঃ।
বৈরাগ্যযুজি গৃহস্থে সংহারং কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ॥ ৫
সহজানৌ বনবাসিনি স্থিতিঞ্চ বিদ্যার্থিনাং সৃষ্টিম্।
শিরসি নিহিতা মধ্যাসৈরাক্ষিতর্জ্জনিকান্বিতা।
শিরসি রহিতাঙ্গুষ্ঠাজ্যেষ্ঠান্বিতোপরনিষ্ঠিকানেসি চ॥ ৬
মনোঽনুরঞ্জনং হরিচরণাব্জভক্তিবর্দ্ধনম্।
স্ফূর্ত্তয়েঽথাস্য কীর্ত্ত্যতে মূর্ত্তিপঞ্জরম্।
আর্ত্তিগ্রহবিষাদিঘ্নং কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুষ্টিদম্॥ ৭
কেশবাদিযুগষট্কমূর্ত্তিভির্দ্ধাঃ
পূর্ব্বামিহিরানুমোন্তিকান্।
দ্বাদশাক্ষরভবাক্ষরৈঃ সুরৈঃ
ক্লীববর্ণরহিতৈশ্চ ক্রমান্ন্যসেৎ॥ ৮

সম্পুটিত এই মন্ত্রে হস্তদ্বারা কেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরের ন্যাস করিবে, ইহাতে মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হৃদয়, শীর্ষ, জানু, জঠর ও চরণে বিশেষ ন্যাস হইবে। ৩। মুনিদিগের কথিত প্রকারে হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া, চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সৃষ্টি এবং সংহার ন্যাস করিলে বৈখানস ঋষিদিগের বিধানমতে এই মন্ত্রের স্থিতিন্যাস বিধান হইয়া থাকে। ৪। গৃহযাজক ঋষিদিগের পক্ষে স্থিতিন্যাস এবং শিক্ষার্থিদিগের পক্ষে সৃষ্টি ন্যাস কথিত হইয়াছে; কোন কোন আচার্য্যেরা বৈরাগ্যযুক্ত গৃহস্থের পক্ষে সংহারাত্মক ন্যাস নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ৫। বিদ্যার্থিদিগের পক্ষে সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাসে "বনবাসিনী" শব্দ জানুদেশে উল্লেখ করিয়া মস্তকে অঙ্গুষ্ঠ বর্জ্জিত অঙ্গুলি সমূহের অর্থাৎ মধ্যা, সৈরা, অক্ষি ও তর্জ্জনীর সংযোজনা করিবে এবং পরনিষ্ঠিক স্থানে (মস্তিষ্কে) বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা ন্যাস করিতে হইবে। ৬। অনন্তর মনের অনুরঞ্জনকারি, হরিপদারবৃন্দে ভক্তিদায়ক ও গ্রহ পীড়া এবং বিষবিঘ্ন-বিনাশক তথা কীর্ত্তি লক্ষ্মী ও কান্তি-পুষ্টিপ্রদ "মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস" এক্ষণে (চিত্তের) প্রফুল্লতার জন্য কীর্ত্তন করিতেছি। ৭। কেশবাদি দ্বাদশ

ভালোদরহৃদগর্ভতূপতলে
বামে তব পার্শ্বভুজান্তগলে
বামত্রয়পৃষ্ঠককুৎস্সু তথা
মূর্দ্ধন্যনুষট্‌ঘগাবন্ত মনুম্।
চেতন্যামৃতবপুরর্ককোটিতেজা
মূর্দ্ধিস্থৌ বপুরখিলং স বাসুদেবঃ ॥ ৯
উধস্য বিমলপাথসীব সিক্তং
ব্যাপ্নোতি প্রকটিতমন্ত্রবর্ণকীলম্।
সৃষ্টিস্থিতী দশপঞ্চাঙ্গযুগ্মং
নাসাদিত্রিতয়কাস্যহৃৎস্সু ॥ ১০
বিন্যস্যতু গ্রথয়িত্বা তু মুদ্রাং
ভূয়ো দিশাং দশকং বন্ধনীয়ম্।
তারং হার্দ্দং বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ শার্ঙ্গী
মাসান্তং তে বায়ুমধ্যে সুদেবাঃ ॥
ষড়্‌দ্বন্দ্বার্ণো মন্ত্রবর্য্যঃ স উক্তঃ
সাক্ষাদ্দ্বারং মোক্ষপুর্য্যা অগম্যম্ ॥ ১১

মূর্ত্তিদ্বারা প্রথমাবধি মকারান্ত সূর্য্যবীজের সহিত দ্বাদশাক্ষর হইতে উৎপন্ন বর্ণের এবং দেবতাগণের দ্বারা ক্লীববর্ণ (ক্লীং) রহিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির যথাক্রমে ন্যাস করা আবশ্যক হইবে। ৮। ললাটে, উদরে, হৃদয়ে, শরীরের অধোভাগে, বামপার্শ্বে ও ভুজান্তে এবং গলদেশে তথা পৃষ্ঠে ককুৎস্থলে ও মস্তকে দ্বাদশাক্ষরী মন্ত্রের প্রথম ছয় বর্ণের সহিত ঘ ও গ যোগ করিয়া মন্ত্রোদ্ধার করিবে ও চৈতন্য এবং অমৃতময় শরীর, কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, বিশ্বব্যাপক বাসুদেবকে মস্তকস্থিত জানিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে। ৯। এইরূপে প্রকাশিত মন্ত্রবর্ণের কীলক (সূর্য্য) বিমলসাগরে সিক্ত হইয়া স্বীয় সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইতেছে (অনুভব করিয়া) দশ ও পঞ্চাঙ্গে দুইবার এবং মুখে ও হৃদয়ে তিনবার সৃষ্টি ও স্থিতির ন্যাস করিবেন। ১০। ন্যাস এবং মুদ্রাবন্ধন করিয়া

ধাত্রর্য্যমমিত্রাখ্যা বরুণাংশুভগা বিবস্বদিন্দ্রযুতাঃ।
পূষাহ্বয়পর্জ্জন্যো ত্বষ্টা বিষ্ণুশ্চ ভানবঃ প্রোক্তাঃ॥ ১২

অথ তু যুগরন্ধ্রার্ণস্য মনোর্ন্যসনং ব্রুবে
রচয়তু করদ্বন্দ্বেঽঙ্গুলিপঞ্চকেষ্বঙ্গপঞ্চকম্।
তন্মন্ত্রমঙ্কং ব্যাপয্যাথ ত্রিশঃ প্রণবং সকৃন্-
মনুজলিপয়ো ন্যস্যা ভূয়ঃ পদানি চ সাদরম্॥ ১৩

কচভুবি ললাটভ্রূযুগ্মান্তরশ্রবণাক্ষিণো-
র্যুগলবদনগ্রীবাহৃন্নাভিকট্যুভয়াঙ্ঘ্রিষু।
ন্যসতু শিতধীর্জান্বঙ্ঘ্র্যোরক্ষরাণি শিরসি ধ্রুবং
নয়নমুখহৃদ্‌গুহ্যাঙ্ঘ্রিষ্বর্পয়েৎ পদপঞ্চকম্॥ ১৪

পুনর্ব্বার দশদিগ্‌বন্ধন করিবেন। অতঃপর দ্বাদশাক্ষরী শ্রেষ্ঠমন্ত্র কথিত হইতেছে—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষরী * মন্ত্রশ্রেষ্ঠ অগম্য মোক্ষপুরীর সাক্ষাৎ দ্বারস্বরূপ হইবে। ১১। ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশুমান্, বিবস্বান্, ইন্দ্র, পূষা, আহ্বয়, পর্জ্জন্য ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু ইহারা ভানুশব্দে কথিত হয়েন। ১২। অনন্তর দ্বাদশাক্ষরী মন্ত্রের ন্যাস বর্ণনা করিতেছি, যথা—করদ্বয়ে পঞ্চাঙ্গুলিতে ও অঙ্গপঞ্চকে সেই মন্ত্রের ন্যাস করিয়া তিনবার প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক মন্ত্রাক্ষর সকলের ন্যাস করিবে, তদনন্তর যত্নের সহিত চরণের ন্যাস ক্রিয়ার সমাপন করিতে হইবে। ১৩। অতঃপর কেশভূমিতে, ললাটে, ভ্রূযুগের মধ্যভাগে, কর্ণে, চক্ষুতে, বদনে, গ্রীবাভাগে, হৃদয়ে, নাভিতে, কটিদেশে ও উভয় চরণে নির্ম্মলমতি কৃষ্ণসেবক ধ্যান ক্রিয়া সম্পাদন করুন; আর জানুতে এবং চরণে তথা মস্তকে মন্ত্রাক্ষর সকলের, পুনর্ব্বার নয়নে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে ও চরণে পদপঞ্চকে মন্ত্রার্পণ করিয়া পঞ্চাঙ্গের ন্যাস করিবেন। ১৪।

*	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	'ওঁ	ন	মো	ভ	গ	ব	তে	বা	সু	দে	বা	য়'

[তারং=ওঁ, হার্দ্দ=নমো, বিশ্বমূর্ত্তি=ভ, শার্ঙ্গী=গ, মাসান্তং=ব, তে—তে, বা—বা, সুমধ্যে সুদেবা—অন্তে 'য' সহ 'সুদেবা' যোগ করিবে]

পঞ্চাঙ্গানি ন্যসেদ্ভূয়ো মুন্যাদীনপ্যনন্তং সর্ব্বম্।
তুল্যং পূর্ব্বেনাথো বক্ষ্যে মুদ্রা বধ্যা মন্ত্রোর্যাঃ স্যুঃ॥ ১৫
অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো দক্ষহস্তশাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকে চ।
অধোঽঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়ো বর্ম্মণি স্যুঃ॥ ১৬
নারাচমুষ্ট্যুদ্ধৃতবাহুযুগ্মং ব্যঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদিতো ধ্বনিস্তু।
বিশ্বগ্বিষক্তা কথিতাঽস্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষিণী তর্জ্জনীমধ্যমে তু॥ ১৭
ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠো লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা।
দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা॥
তর্জ্জনীমধ্যমাঽনামাঃ কিঞ্চিৎ সংকুচ্য চালিতাঃ।
বেণুমুদ্রেহ কথিতা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ॥ ১৮
নোচ্যন্তেঽত্র প্রসিদ্ধত্বান্মালাশ্রীবৎসকৌস্তুভাঃ।
উচ্যতেঽচ্যুতমুদ্রাণাং ভদ্রা বিল্বফলাকৃতিঃ॥ ১৯
অঙ্গুষ্ঠং বামমুদ্দণ্ডিতমিতরকরাঙ্গুষ্ঠকেনাথ বদ্ধা
তস্যাগ্রং পীড়য়িত্বাঙ্গুলিভিরপি চ তাং বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ।
যদ্বা গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলধীর্ব্ব্যাহরেন্মারবীজং
বিল্বাখ্যা মুদ্রিকৈষা স্ফুটমিহ কথিতা গোপনীয়া বিধিজ্ঞৈঃ॥ ২০

সাধক পূর্ব্ববৎ ঋষি প্রভৃতি অপরাপর ন্যাস করিবেন। অতঃপর মুদ্রাবন্ধনের প্রকরণ ব্যক্ত করিতেছি। ১৫। অঙ্গুষ্ঠ বর্জ্জিত সরলভাবাপন্ন দক্ষিণহস্ত দ্বারা হৃদয়ে এবং মস্তকে মুদ্রাবন্ধন করিবেন; শিখাতে অঙ্গুষ্ঠ বর্জ্জিত মুষ্টি এবং কবচে করদ্বয়ের অঙ্গুলি সমূহের সংযোগ করিলে মুদ্রাকার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৬। মুষ্টিবদ্ধ বাহুদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া তর্জ্জনীকে ঊর্দ্ধগত করা হইলে যদি তাহাতে অঙ্গুষ্ঠ বদ্ধ থাকে তবে তাহাতে ধ্বনিমুদ্রার বিধান করা হয় এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি চক্ষুর উপরিভাগে পরিচালিত হইলে অস্ত্রমুদ্রা প্রকাশ পায়। ১৭। ওষ্ঠদ্বয়ে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি সংলগ্ন করত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি সংযুক্ত করিয়া প্রসারিত করিবে এবং তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচন করিয়া চালিত করিলে সুগুপ্তা তথা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া "বেণুমুদ্রা"

মনোবাণীদেহৈর্যদিহ চ দিবারাত্রবিহিতং
অমত্যা মত্যা বা তদখিলমসৌ দুষ্কৃতচয়ম্।
ইমাং মুদ্রাং জানন্ ক্ষপয়তি নরস্তং সুরগণা
নমস্ত্যস্বাধীনা ভবতি সততং সর্ব্বজনতা॥ ২১
প্রণবহৃদোরবসানে স চতুর্থিসুদর্শনং তথাস্ত্রপদম্।
উক্ত্বা ফড়ন্তমমুনা গ্রথয়েন্ মনুমস্ত্রমুদ্রয়া হরিতঃ॥ ২২
ইতি বিধায় সমস্তজগজ্জনিস্থিতিবিনাশবিধানবিশারদম্।
শ্রুতিবিধানকরং মনুবিগ্রহং স্মরতু গোপবধূজনবল্লভম্॥ ২৩

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪

প্রকাশিত হন। ১৮। মালা, শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভ মুদ্রা সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ থাকা হেতু এ স্থলে তাহা বর্ণিত হইল না, কিন্তু বিল্বফলাকৃতি ভদ্রানাম্নী মুদ্রার বিবরণ পশ্চাদুক্ত হইতেছে। ১৯। বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া তাহাতে দক্ষাঙ্গুষ্ঠের সংযোগপূর্ব্বক উভয় হস্তের অপরাঙ্গুলিদ্বারা তাহার অগ্রভাগে পীড়ন করিয়া বক্ষে স্থাপন করিলে তদ্দ্বারা বিমলমতি ভক্তিমান্ লোকেরা দৃঢ়রূপে কামবীজের আহরণ করিবেন। বিধিজ্ঞ ভক্তেরা গোপনীয় এই মুদ্রাকেই বিল্বাখ্য মুদ্রা কহেন। ২০। মন, বাক্য এবং দেহদ্বারা দিবারাত্র বিধিমতে সাধনা করিয়া জ্ঞান কিংবা অজ্ঞানকৃত সমস্ত দুষ্কৃতি দূর করিবে; তাহাতে দেবগণ ও জনসমূহ সর্ব্বদা অধীন হইয়া নম্রভাবে উপগত হইবে। ২১। প্রণব অর্থাৎ ওঁকার এবং হৃদয়ের পরে চতুর্থ্যন্ত করিয়া সুদর্শন এবং অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ ফট্ শব্দের উল্লেখপূর্ব্বক অস্ত্রমুদ্রার সহিত হরিভক্তি সাধনের জন্য মন্ত্রাক্ষরের পরস্পর সংযোজনা করিবে †। ২২। এই প্রকারে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কার্য্যবিশারদ এবং শ্রুতি বিধানের অনুমোদিত এই মন্ত্রের বিগ্রহ গোপবধূগণের বল্লভ (নন্দনন্দন) শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিবে। ২৩।

† ওঁ হৃদয়ে সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

—:-*-:—

শ্রীব্যাস উবাচ

অথ প্রকটসৌরভোৎকলিতফুল্লমাধ্বীকসৎ-
প্রসূননবপল্লবপ্রকরনম্রশাখৈর্দ্রুমৈঃ।
প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরীবেষ্টিতৈঃ
স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং শিতমতিস্তু বৃন্দাবনম্॥ ১

বিকাশিসুমনোরসাস্বদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্চর-
চ্ছিলীমুখমুখোদ্গতৈর্মুখরিতান্তরং ঝঙ্কৃতৈঃ।
কপোতশুকসারিকাপরভৃতাদিভিঃ পত্রিভি-
র্বিরাজিতমিতস্ততো ভুজগশত্রুনৃত্যাকুলম্॥ ২

কলিন্দদুহিতুশ্চলল্লহরিবিপ্রুষাং বাহিভি-
র্বিনিদ্রসরসীরুহোদররজশ্চয়োৎপিঞ্জরৈঃ।
প্রদীপিতমনোভবব্রজবিলাসিনীবাসসাং
বিলোলনপরৈর্নিষেবিতমনারতং মারুতৈঃ॥ ৩

অনন্তর শুদ্ধমতিসাধক মঙ্গলময় বৃন্দাবনের স্মরণ করিবেন; তথাকার বৃক্ষশাখা সকলের সুগন্ধময় প্রস্ফুটিত কুসুমভারে অভিনবপল্লবশ্রেণী অবনত হইতেছে, লতাগণ নব মঞ্জরীতে শোভিত হইয়া তরুগণকে শীতল করিয়া বেষ্টন করিতেছে। ১। বিকশিত পুষ্পের সুমধুর রসাস্বাদনে মনোহর সঞ্চরণশীল ভ্রমরসমূহের মুখবিনির্গত ঝঙ্কারধ্বনিতে শব্দায়মান কপোত, শুক, শারিকা ও কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণে বিরাজিত হইয়া ইতঃস্তত ময়ূরদিগের নৃত্যাভিনয়ে শোভামান হইতেছে। ২। যমুনা নদীর গতিশীল আবর্ত্ত সকলের প্রবাহবর্দ্ধক ও স্থির পদ্মের মধ্যস্থিত রজঃপুঞ্জের বিশৃঙ্খলাকারি এবং কামভাবের উদ্দীপক ব্রজবিলাসিনীদিগের বস্ত্র-বিলোলকারি বায়ুকর্ত্তৃক নিরন্তর সেবিত হইতেছে। ৩।

প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্রমৌ-

ক্তিকপ্রসবকোরকং কমলরাগনানাফলম্ ।

স্থবিষ্ঠমখিলর্ত্তুভিঃ সততসেবিতং কামদং

তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ ॥ ৪

সহেমশিখরাবনেরুদিতভানুবদ্ভাস্বরা-

মধোঽস্য কনকস্থলীমমৃতশীকরং বারিণঃ ।

প্রদীপ্তমণিকুট্টিমাং কুসুমরেণুপুঞ্জোজ্জ্বলাং

স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগতষট্তরঙ্গো বুধঃ ॥ ৫

তদ্রত্নকুট্টিমনিবিষ্টমহিষ্ঠযোগ-

পীঠেঽষ্টপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য

উদ্যদ্বিরোচনসরোঽচিরমুষ্য মধ্যে

সংচিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমথো মুকুন্দম্ ॥ ৬

সদ্দামরত্নদলিতাঞ্জনমেঘপুঞ্জ-

প্রত্যগ্রনীলজলজন্মসমানভাসম্ ।

সুস্নিগ্ধনীলঘনকুঞ্চিতকেশজালং

রাজন্মনোজ্ঞশিতিকণ্ঠশিখণ্ডচূড়ম্ ॥ ৭

তন্মধ্যে উদঞ্চিত প্রবালস্বরূপ নবপল্লবযুক্ত, মরকতের পত্রবিশিষ্ট, বজ্রমুক্তা-ফলের ন্যায় কলিকা-সম্বলিত, কমলরাগযুক্ত নানাবিধ ফলে শোভামান, স্থূলতম, সকল ঋতু-কর্ত্তৃক সেবিত, কামদাতা কল্পবৃক্ষের চিন্তা করিবেন। ৪। বিজ্ঞব্যক্তি পুনর্ব্বার নিরালস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই স্বর্ণময় শিখরবিশিষ্ট প্রদেশের অধোভাগে উদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্তা কনকস্থলী এবং কুসুম রেণুসমূহে উজ্জ্বল ও মণি কুট্টিম ('মুক্তাদির খনি) প্রভৃতিকে স্মরণ করিবেন। ৫। পূর্ব্বোক্ত রত্ন কুট্টিমের অন্তর্গত বৃহত্তর যোগপীঠে অষ্টপত্রযুক্ত অরুণবর্ণ পদ্মকে চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে উদিত সূর্য্যসরোবরে কিয়ৎকাল অবস্থিত হইয়া মুকুন্দ অর্থাৎ মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে হইবে। ৬। উৎকৃষ্ট রত্ন সমূহে দলিত মেঘপুঞ্জের অগ্রভাগের ন্যায় নীলবর্ণ ঘন অথচ কুঞ্চিত কেশপাশ তাঁহার মস্তকের

রোলম্বলালিতসুরুদ্রুমসূনকল্পিতো-
　　ত্তংসং সমুৎকচনবোৎপলকর্ণপূরম্।
লোলালকস্ফুরিতভালতলপ্রদীপ্তং
　　গোরোচনাতিলকমুচ্চলচিত্রমালম্ ॥ ৮

আপূর্ণশারদগতাঙ্কশশাঙ্কবিম্ব-
　　কান্তাননং কমলপত্রবিশালনেত্রম্।
রত্নস্ফুরৎকনককুণ্ডলরশ্মিদীপ্ত-
　　গণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচারুনাসম্ ॥ ৯

সিন্দূরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দ-
　　মন্দারমন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাশম্।
বন্যপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবক্লৃপ্ত-
　　গ্রৈবেয়কোজ্জ্বলমনোহরকম্বুকণ্ঠম্ ॥ ১০

মত্তভ্রমদ্ভ্রমরজুষ্টবিলম্বমান-
　　সন্তানকপ্রসবদামপরিষ্কৃতাংসম্।
হারাবলীভগণরাজিতপীবরোরো-
　　ব্যোমস্থলীললিতকৌস্তুভভানুমন্তম্ ॥ ১১

শোভাবর্দ্ধন করিতেছে এবং মনোহর ময়ূরপুচ্ছ সকলের আভা প্রদীপ্ত হইতেছে। ৭। কল্পবৃক্ষের পুষ্প-বিনির্ম্মিত চলায়মান তাঁহার কর্ণকুণ্ডলে নবীনোৎপল শোভিত কর্ণপূর অনির্ব্বচনীয় শোভাধারণ করিতেছে। তাঁহার কপালতলে প্রদীপ্ত গোরোচনার তিলক এবং মনোরম বনমালা গলদেশে বিরাজিত হইতেছে। ৮। শরৎকালের পূর্ণশশধরের ন্যায় আনন ও পদ্মপত্রের ন্যায় বিশালনেত্র ও রত্নোজ্জ্বল স্বর্ণ কুণ্ডলের আভাযুক্ত গণ্ডস্থলী ও মনোহর উন্নত নাসিকা শোভা পাইতেছে। ৯। সিন্দূর অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর মুখচন্দ্র কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের বিকাশতুল্য ঈষৎ হাস্যের দীপ্তি ও বনজাত প্রবাল পুষ্প সমূহে ভূষিত তাঁহার কণ্ঠাভরণসকল অতিশয় রমণীয় বোধ হইতেছে। ১০। ইতঃস্তত ভ্রমণকারী মত্ত ভ্রমর সকলের সেব্যমান কল্পবৃক্ষের পুষ্পমালা তাঁহার স্কন্ধদেশে

শ্রীবৎসলক্ষণসুলক্ষিতমুন্নতাংস-
মাজানুপীনপরিবৃত্তসুজাতবাহুম্ ।
আবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং
ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরমঞ্জুলরোমরাজিম্ ॥ ১২
নানামণিপ্রঘটিতাঙ্গদকঙ্কণোর্ম্মি-
গ্রৈবেয়সারকলনূপুরতুন্দবন্ধম্ ।
দিব্যাঙ্গরাগপরিপিঞ্জরিতাঙ্গযষ্টি-
মাপীতবস্ত্রপরিধীতনিতম্ববিম্বম্ ॥ ১৩
চারূরুজানুমনুবৃত্তমনোজ্ঞজঙ্ঘ-
কান্তোন্নতপ্রপদনিন্দিতকূর্ম্মকান্তিম্ ।
মাণিক্যদর্পণলসন্নখরাজিরাজ-
দ্রক্তাঙ্গুলিচ্ছদনসুন্দরপাদপদ্মম্ ॥ ১৪
মৎস্যাঙ্কুশারিদবকেতুযবাব্জবজ্র-
সংলক্ষিতারুণতরাঙ্‌ঘ্রিতলাভিরামম্ ।
লাবণ্যসারসমুদায়বিনির্ম্মিতাঙ্গ-
সৌন্দর্য্যনির্জ্জিতমনোভবদেহকান্তিম্ ॥ ১৫

পবিত্রীকৃত এবং সূর্য্যকান্তমণি-শোভিত হারাবলী এবং কৌস্তুভ দ্বারা বিশাল বক্ষঃস্থলের শোভা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে। ১১। ভুজদ্বয় শ্রীবৎস-লক্ষণে সুলক্ষিত ও বাহু সরলভাবে আজানুলম্বিত হইয়া স্থূলাকারে পরিবৃত্ত এবং উদর ঈষৎ বন্ধুর, নাভি যথেষ্ট পরিমাণে গভীর ও তাহা ভ্রমরাঙ্গণা সমূহের ন্যায় মনোহর রোমরাজিতে শোভিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ১২। নানাবিধ মণিখচিত কেয়ূর কঙ্কণ ও কণ্ঠভূষণের বন্ধনদ্বারা এবং দিব্যাঙ্গরাগে রঞ্জিত অঙ্গসকল ও ঈষৎ পীতবর্ণ বস্ত্রপরিহিত নিতম্ব শোভামান হইতেছে। ১৩। তাঁহার উরুদেশ মনোহর, জানু গোলাকার এবং জঙ্ঘা উন্নত কান্তিবিশিষ্ট ও মাণিক্য দর্পণের প্রতিবিম্ব-ধারি রক্তাঙ্গুলিসমূহ অতিশয় সুন্দর হওয়াতে পাদপদ্মের কি অনির্বচনীয় শোভা প্রকাশ পাইতেছে। ১৪। মৎস্য, অঙ্কুশ, ধ্বজা, বজ্র ও পদ্মরেখা

আস্যারবিন্দপরিপূরিতবেণুরন্ধ্র-
লোলৎকরাঙ্গুলিসমীরিতদিব্যরাগৈঃ।
শশ্বদ্দ্রবীকৃতবিকৃষ্টসমস্তজন্তু-
সন্তানসন্ততিমনন্তসুখাম্বুরাশিম্ ॥ ১৬
গোভির্ম্মুখাম্বুজবিলীনবিলোচনাভি-
রূধোভরস্খলিতমন্থরমন্দগাভিঃ।
দন্তাগ্রদষ্টপরিশিষ্টতৃণাঙ্কুরাভি-
রালম্বিবালধিলতাভিরথাভিনীতম্ ॥ ১৭
সপ্রস্রবস্তনবিবর্ষণপূর্ণনিশ্চ-
লাস্যাবটক্ষরিতফেনিলদুগ্ধমুগ্ধৈঃ।
বেণুপ্রবর্ত্তিতমনোহরমন্দগীতি-
দত্তোচ্চ কর্ণযুগলৈরপি নর্ত্তকৈশ্চ ॥ ১৮
প্রত্যগ্রশৃঙ্গযুগমস্তকসংপ্রহার-
সংরম্ভবৎখলবিলোলখুরাগ্রপাতৈঃ।
আমেদুরৈর্ব্বহলসাস্নগলৈরুদগ্র-
পুচ্ছৈশ্চ বৎসতরবৎসতরীনিকায়ৈঃ ॥ ১৯

সকল অরুণবর্ণ চরণতলে সংলক্ষিত হইতেছে, বোধ হয় যেন সমস্ত সৌন্দর্য্যের সারভাগ গ্রহণ করিয়া বিধাতা তাঁহার অঙ্গসমূহ নির্ম্মাণ করায় অনঙ্গের দেহকান্তিও পরাভূত হইয়াছে। ১৫। বদনকমলে মধুর মুরলি স্থাপন করিয়া দিব্যরাগ সংযুক্ত অঙ্গুলি সকল বেণুরন্ধ্রে পরিচালিত করিতেছেন; তাহাতে যাবতীয় জীবগণের হৃদয় (বেণুরবে) আকৃষ্ট হইয়া নিরন্তর দ্রবীভূত ও অনন্ত সুখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। ১৬। গাভী সকল তাঁহার মুখপদ্মে নেত্রার্পণ করিয়া উধঃ (পালাণের) ভার হেতুক আনত মন্থর ও মন্দগামিনী হইয়া দন্তাগ্রদষ্ট অবশিষ্ট তৃণাঙ্কুর ধারণপূর্ব্বক বালধি লতাবলীতে আবদ্ধ করিয়া দর্শনীয় হইয়াছে। ১৭। দুগ্ধদোহনে নিশ্চলাস্য হইয়া ফেনিল-দুগ্ধধারা বর্ষণকালে মনোহর বংশীধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যাভিনয়ে কর্ণযুগল সমর্পণ পূর্ব্বক

হুঙ্কারবিক্ষুভিতদিগ্বলয়ৈর্ম্মহদ্ভি-
রপ্যুক্ষভিঃ পৃথুককুদ্মরভারখিন্নৈঃ ।
উত্তম্ভিতশ্রুতিপুটীপরিপীতবংশ-
ধ্যানামৃতোদ্ধৃতবিকাশিবিশালঘোণৈঃ ॥ ২০

গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাস-
বেশৈশ্চ মূর্চ্ছিতকলস্বরবেণুবীণৈঃ ।
মন্দ্রোচ্চতালপটুগানপরৈর্ব্বিলোল-
দোর্ব্বল্লরীললিতলাস্যবিধানদক্ষৈঃ ॥ ২১

জঙ্ঘান্তপীবরকটীরতটীনিবদ্ধ-
ব্যালোলকিঙ্কিণিঘটাবলিতৈরটদ্ভিঃ ।
মুগ্ধৈস্তরক্ষুনখকল্পিতকর্ণভূষৈ-
রব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতম্ ॥ ২২

অথ সুললিতগোপসুন্দরীণাং
পৃথুবিশিষ্টনিতম্বমন্থরাণাম্ ।
গুরুকুচভরভঙ্গুরাবলগ্ন-
ত্রিবলিবিজৃম্ভিতরোমরাজিভাজাম্ ॥ ২৩

আশ্চর্য্যভাবে সুমধুর গীত শ্রবণ করিতেছে। ১৮। শৃঙ্গের সূক্ষ্মাগ্রভাগ চালনা করিয়া গোলাকৃতি খুরাগ্রভাগ নিক্ষেপ করিতেছে ও বৎসতর এবং বৎসতরীর সংরক্ষণে ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া তাহাদের গলদেশ ও শরীর লেহন করিতেছে। ১৯। মহাবৃষভগণ হুঙ্কারে দিক্‌সকল বিক্ষুব্ধ করত বিশাল ককুদভারে ক্লিষ্ট হইয়া উত্তম্ভিত কর্ণকুহরে সুমধুর অমৃতময় বংশীধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক নাসাগ্রভাগ উন্নত করিয়া রহিয়াছে।২০। গোপগণ সমান গুণ, স্বভাব, বয়ঃক্রম, বিলাস ও বেশ হেতুক পরস্পরে মিলিত এবং মধুরাস্ফুট বেণুস্বর ও মন্দ্রোচ্চতালে সঙ্গীতপর হইয়া হস্তবদনাভিনয়ে অনির্ব্বচনীয় দক্ষতা প্রকাশ করিতেছিল। ২১। তাহারা তাহাদিগের জঙ্ঘার চতুস্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বন্ধনপূর্ব্বক ও ব্যাঘ্রনখ কল্পিত কর্ণভূষণ প্রস্তুত করিয়া অব্যক্ত মনোজ্ঞ শব্দের উচ্চারক বৎসগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছিল।২২।

তদতিমধুরচারুবেণুবাদ্যামৃতরসপল্লবিতাঙ্গজাঙ্ঘ্রিপাণাম্ ।
মুকুলবিসরচারুরম্যরোমোদ্গমসমলংকৃতগাত্রবল্লরীণাম্ ॥ ২৪
তদতিরুচিরমন্দহাসচন্দ্রাতপপরিজৃম্ভিতরাগকারিরাশেঃ ।
তরলতরতরঙ্গবিপ্রুট্ প্রকরসমভ্রমবিন্দুসন্ততানাম্ ॥ ২৫
তদতিললিতমন্দচিত্রিচাপচ্যুতনিশিতেক্ষণমারবাণবৃদ্ধ্যা ।
দলিতসকলমর্ম্মবিহ্বলাঙ্গপ্রবিসৃতদুঃসহবেপথুব্যথানাম্ ॥ ২৬
তদতিসুভগকম্ররূপশোভাঽমৃতরসপানবিধানলালসানাম্ ।
প্রণয়সলিলপূরবাহিনীনামলসবিলোলবিলোচনাম্বুজাভ্যাম্ ॥ ২৭
বিস্রংসৎকবরীকলাপবিগতোৎফুল্লপ্রসূনস্রবন্-
মাধ্বীলম্পটচঞ্চরীকঘটয়া সংসেবিতানাং মুহুঃ ।
মারোন্মাদমদস্খলন্মৃদুগিরামালোলকাঞ্চ্যুচ্ছস-
ন্নীবীবিশ্লথমানচীনসিচয়ান্তাবির্নিতম্বত্বিষাম্ ॥ ২৮

অনন্তর সুললিত গোপসুন্দরীদিগের স্থূলনিতম্বজনিত মন্থরগতি এবং বিশাল স্তনদ্বয়ের ভারহেতুক কিঞ্চিৎ নম্র ও ত্রিবলি-শোভিত লোমসকল বৃন্দাবন বর্ণনার মনোহর বিষয় হইতেছে। ২৩। অতি মধুর বেণুবাদনে অমৃতধ্বনি শ্রবণ করিয়া বৃক্ষ সকলের পল্লবাদি অমৃতরসে পরিপূর্ণ ও লতা সকল অলঙ্কারসদৃশ কণ্টক বিকাশে পুলকিত হইয়াছে। ২৪। সুনির্ম্মল জলরাশির উপর চন্দ্রাতপসদৃশ মেঘাবলীর ছায়া পতিত হওয়াতে তরল তরঙ্গের বিন্দুসকল কি অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। ২৫। অতি ললিত ও বিচিত্র ধনুসদৃশ ভ্রূযুক্ত নয়ন হইতে যেন মদনবাণ নিক্ষিপ্ত হইতেছে ও সকল প্রকার মর্ম্মবেদনা ও দুঃখ নিবারণার্থে যেন দর্শকের সহায়তার উদ্যম করিতেছে। ২৬। অত্যন্ত সৌভাগ্যশীল ও কমনীয় শ্রীকৃষ্ণের রূপের শোভা হইতে উৎপন্ন অমৃতরসের পানাভিলাষিণী গোপীদিগের অলস-লোচনাম্বুজ যেন প্রণয়-সলিলের স্রোতঃপ্রবাহ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। ২৭। তাহাদের কেশপাশ বিশৃঙ্খল হওয়াতে প্রফুল্ল পুষ্প সকল পতিত হইয়া সৌগন্ধ বিস্তারে উন্মাদনা বর্দ্ধন করিতেছে ও মদনবাণে বিদ্ধ হওয়াতে বারংবার তাহাদের

স্খলিতললিতপাদাম্ভোজমন্দাভিঘাত-
ক্বণিতমণিতুলাকোট্যাকুলাশামুখানাম্।
চলদধরকুলানাং কুটমলোৎপক্ষ্মলাক্ষি-
দ্বয়সরসিরুহাণামুল্লসৎকুণ্ডলানাম্॥ ২৯
দ্রাঘিষ্ঠশ্বসনসমীরণাভিতাপ-
প্রম্লানীভবদরুণোচ্চপল্লবানাম্।
নানোপায়নবিলসৎকরাম্বুজানা-
মালীভিঃ সততনিষেবিতং সমন্তাৎ॥ ৩০
তাসামায়তলোলনীলনয়নব্যাকোষনীলাম্বুজ-
স্রগ্‌ভিঃ সংপরিপূরিতাখিলতনূনানাবিনোদাস্পদম্।
তন্মুগ্ধাননপঙ্কজপ্রবিগলন্মাধ্বীরসাস্বাদিনীং
বিভ্রাণং প্রণমোন্মদাক্ষিমধুকৃন্মালাং মনোহারিণীম্॥ ৩১
গোপীগোপপশূনাং বহিঃ স্মরেদগ্রতোঽস্য গীর্ব্বাণঘটাম্।
বিত্তার্থিনীং বিরিঞ্চিত্রিনয়নশতমন্যুপূর্ব্বিকাং স্তোত্রপরাম্॥ ৩২

মৃদুবাক্য স্খলিত হইতেছে এবং বিশিষ্ট কাঞ্চীসংযুক্ত বস্ত্রবন্ধন শিথিল হওয়াতে নিতম্বকান্তি প্রকাশ পাইতেছে। ২৮। পদসঞ্চারণের স্খলনজনিত স্বল্পাঘাতে রত্নালঙ্কারের ঝঙ্কার উপস্থিত হওয়ায় অভিনয়স্বরূপ ভাবাদি প্রকাশ পায়, অধরকুল চলায়মান হয়, নীলপদ্মসদৃশ নয়নযুগল আকুল হয় ও কর্ণকুণ্ডল উল্লসিত হইতে থাকে। ২৯। দীর্ঘনিঃশ্বাসের বায়ুতাপে তাপিত হইয়া অরুণোচ্চ পল্লব ম্লান হইতেছে ও নানা উপহার দ্রব্যে পরিশোভিত কর-কমল সখীগণ কর্ত্তৃক সকল প্রকারে সতত নিষেবিত হইতে থাকে। ৩০। তাঁহাদিগের অতি বিস্তৃত চপল ও নীলবর্ণবিশিষ্ট নয়নরূপ নীলপদ্মের মালাদ্বারা সকল শরীর পরিপূরিত হইয়া আনন্দস্থল হইয়াছিল এবং সেই মুগ্ধা গোপবধূর মুখারবিন্দ হইতে বিগলিত মধুর রসাভিষিক্ত বাক্যাবলী ও আনত-নয়নবর্ষিণী মধুমালা মনোহারিণী হইয়াছিল। ৩১। পূর্ব্বোক্ত পীঠের বহির্ভাগে গোপী ও গোপপশুদিগের স্তুতিযুক্তা ধনদায়িনী ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রপূর্ব্বক

তদ্দক্ষিণতো মুনিজননিকরবসুধর্ম্মানাদায় পরম্।
যোগীন্দ্রানাথ পৃষ্ঠে মুমুক্ষুমালান্ সমাধিনা সনকাদ্যান্ ॥ ৩৩
সব্যে সকান্তানথ সিদ্ধযক্ষগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাংশ্চ।
সকিন্নরানপ্সরসশ্চ মুখ্যান্ কামার্থিনো নর্ত্তনগীতবাদ্যৈঃ ॥ ৩৪
শংখেন্দুকুন্দধবলং সকলাগমজ্ঞং
সৌদামিনীততিপিসঙ্গজটাকলাপম্।
তৎপাদপঙ্কজগতামচলাঞ্চ ভক্তিং
বাঞ্ছন্তমুজ্ঝিততরান্যসমস্তসঙ্গম্ ॥ ৩৫
নানাবিধশ্রুতিগণান্বিতসপ্তরাগ-
গ্রামত্রয়ীগতমনোহরমূর্চ্ছনাভিঃ।
সংপ্রীণয়ন্তমুদিতাভিরমুং মহত্যা
সংচিন্তয়েন্নভসি ধাতৃসুতং মুনীন্দ্রম্ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
মন্ত্রপূজাপ্রকরণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই বাক্যাবলী স্মরণ করিবে। ৩২। তাহার দক্ষিণ দিকে মুনি, জননিকর বসু, ধর্ম্ম ও যোগীন্দ্র প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পৃষ্ঠদেশে সমাধিস্থ হইয়া সনকাদি মোক্ষাভিলাষী ঋষিগণের স্মরণ করিতে হইবে। ৩৩। বামভাগে সস্ত্রীক সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও প্রধান প্রধান কিন্নর অপ্সরোগণকে নৃত্য গীত বাদ্যের সহিত স্মরণ করিবে। ৩৪। অতঃপর শঙ্খ, চন্দ্র এবং কুন্দ পুষ্পের ন্যায় ধবলাকৃতি ও সমস্ত আগমাদি তন্ত্রবেত্তা ও বিদ্যুৎ সদৃশ জটাধারী এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) চরণারবিন্দে শুদ্ধ অচলাভক্তির অভিলাষী ও সমস্ত সঙ্গের পরিত্যাগী ও যিনি নানাবিধ শ্রুতিযুক্ত সপ্তরাগ ও গ্রামত্রয়ের অন্তর্গত মনোহর মূর্চ্ছনাদ্বারা মহৎস্বরে উদিত হরিগুণগাণ ও কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতেছেন, সেই ধাতৃপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ ঋষিকে নভোমণ্ডলে ধ্যান করিবে। ৩৫-৩৬।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ

ইতি ধ্যাত্বাত্মানং পটুবিশদধীর্নন্দতনয়ং
পুরো বুদ্ধ্যৈবার্ঘ্যপ্রভৃতিভিরনন্তোপহৃতিভিঃ।
যজেদ্ভূয়ো ভক্ত্যা স্ববপুষি বহির্ভিশ্চ বিভবৈ-
র্বিধানং তদ্‌ক্রমো বয়মতুলসান্নিধ্যদমথ ॥ ১

আরচয্য ভুবি গোময়াম্ভসা স্থণ্ডিলং নিজসমুদ্রবিষ্টরম্।
ন্যস্য তত্র বিহিতাস্পদোঽম্ভসা শঙ্খমন্ত্রমনুনা বিশোধয়েৎ ॥ ২

তত্র গন্ধসুমনোঽক্ষতান্যথো নিঃক্ষিপেদ্ধৃদয়মন্ত্রমুচ্চরন্।
পূরয়েদ্বিমলপাথসা সুধীরক্ষরৈঃ প্রতিগতৈঃ শিরোঽন্তকৈঃ ॥ ৩

পীঠশঙ্খসলিলেষু মন্ত্রবৎ বহ্নিবাসবনিশাকৃতাং ক্রমাৎ।
মণ্ডলানি চষকশ্রবোক্ষরৈরর্চ্চয়েদ্বদনপূর্ব্বদীপিতৈঃ ॥ ৪

ব্যাসদেব কহিলেন—এইরূপে নির্ম্মলবুদ্ধি সাধক নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার ধ্যান করিয়া অর্ঘ্য প্রভৃতি বহুতর বিষয়ের অনন্ত উপহারদ্বারা ভক্তি এবং বুদ্ধি সহকারে শরীরে পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে, এক্ষণে সেই সামীপ্য মুক্তির প্রদানকারক পূজার বিধান বর্ণিত হইতেছে। ১। ভূমির উপর গোময়-সংযুক্ত জলে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া শঙ্খমন্ত্রে কুশাদি সকল সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার সংশোধন করা কর্ত্তব্য হইবে। ২। অনন্তর চন্দন ও আতপতণ্ডুল হৃদয়মন্ত্র (অর্থাৎ নমঃ) উচ্চারণ করিয়া বিমল জলে নিক্ষেপ করত মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরে বুদ্ধিমান্ সাধক মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে তাহা ক্ষেপণ করিবে। ৩। এইরূপে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অগ্নি, ইন্দ্র ও চন্দ্রমণ্ডলে যথাক্রমে পীঠশঙ্খের জলে পূজা করিয়া আনুপূর্ব্বিক

তত্র তীর্থমনুনাভিরাহ্বয়েৎ তীর্থমুষ্ণরুচিমণ্ডলাত্ততঃ।
স্বীয়হৃৎকমলতো হরিং তথা গালিনীঞ্চ শিখয়া প্রদর্শয়েৎ ॥ ৫
তজ্জলং নয়নমন্ত্রবীক্ষিতং বর্ম্মণা সমবগুণ্ঠ্য দোর্যুজা।
মূলমন্ত্রসকলীকৃতং ন্যসেদঙ্গকৈশ্চ কলয়েদ্দিশোঽস্ত্রতঃ ॥ ৬
অক্ষতাদিযুতমচ্যুতীকৃতং সম্পৃহঞ্জপতু মন্ত্রমষ্টশঃ।
কিঞ্চন ক্ষিপতু বর্দ্ধনীজলে প্রোক্ষয়েন্নিজতনুং ততোঽমুনা ॥ ৭
ত্রিঃকরেণ মনুনাঽখিলন্তথা সাধনং কুসুমচন্দনাদিকম্।
শঙ্খপূরণবিধিঃ সমীরিতো গুপ্ত এব যজনাগ্রণীরিহ ॥ ৮
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৯
এষ তীর্থমনুঃ প্রোক্তো দুরিতৌঘবিনাশনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ শক্তৌ করয়োরিতরেতরম্ ॥ ১০
তর্জ্জনীমধ্যমাঽনামাঃ সংহত্যাঽঽভুগ্নবর্জ্জিতাঃ।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালিতা ॥ ১১

পূর্ব্বোক্ত দেবগণের দীপন করিবে। ৪। অতঃপর সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থমন্ত্রদ্বারা তীর্থের আবাহনপূর্ব্বক স্বীয় হৃৎপদ্মে ও শিখাতে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। ৫। সেই জল নয়নমন্ত্র সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া হস্তযুগলে আচ্ছাদনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে তাহার সকলীকরণানন্তর অঙ্গন্যাস ও অস্ত্রমন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে। ৬। অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুলাদি সংযোগে পবিত্রীকৃত এই মন্ত্র সাগ্রহে অষ্টবার জপ করিয়া উপকরণ সামগ্রী সেই জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জলকণার দ্বারা আপনার শরীর অভিষিক্ত করিবে। ৭। পূজারম্ভের পূর্ব্বে পুষ্প চন্দনাদি সম্বলিত অখিলসাধক শঙ্খপূরণের বিধি গোপনীয় হইলেও এইক্ষণে প্রকাশিত হইল। ৮। হে গঙ্গে, যমুনে, গোদাবরি, সরস্বতি, নর্ম্মদে, সিন্ধু, কাবেরি এই জলে সন্নিধান কর। ৯। উভয় করের কনিষ্ঠাঙ্গুলি এবং অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক তীর্থমন্ত্র অবগত হইবে। ১০। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলি সরলভাবে একত্রিত করিলে গালিনী মুদ্রা

অথ মূর্দ্ধনি মূলচক্রমধ্যে নিজনাথগণনায়কং সমর্চ্চ্য।
ন্যসনক্রমতনুঃ পীঠমন্ত্রৈর্জ্জলগন্ধাক্ষতধূপপুষ্পদীপৈঃ ॥ ১২
প্রযজেদথ মূলমন্ত্রতেজো নিজমূলে হৃদয়ে ভ্রুবোশ্চ মধ্যে।
ত্রিতয়ং স্মরত স্মরেত্তদেকীকৃতমানন্দঘনং তড়িল্লতাভম্ ॥ ১৩
তত্ত্বে যজ্ঞৈঃ সাবয়বীকৃত্য বিভূত্যা-
ত্থঙ্কান্তং বিন্যস্য যজেদাসনপূর্ব্বৈঃ।
ভূষাস্ত্রৈর্ভূয়ো জলগন্ধাদিভিরর্চ্চাং
কুর্য্যাদ্ভুত্যাত্ত্বঙ্গবিধানাবধি মন্ত্রী ॥ ১৪
ভূয়ো বেণুং বদনস্থং বক্ষোদেশে বনমালাম্।
বক্ষোজোর্দ্ধং প্রযজেচ্চ শ্রীবৎসং কৌস্তুভরত্নম্ ॥ ১৫
শ্রীখণ্ডনিস্যন্দবিচর্চ্চিতাঙ্গো মূলেন ভালাদিষু চিত্রকাণি।
লিখ্যাদথো পঞ্জরমূর্ত্তিমন্ত্রৈরনাময়ো দীপশিখাকৃতীনি ॥ ১৬
পুষ্পাঞ্জলিং বিতনুয়াদথ পঞ্চকৃত্বো
মূলেন পাদযুগলে তুলসীদ্বয়েন।
মধ্যে হয়ারিযুগলেন চ মূর্দ্ধ্নি পদ্ম-
দ্বন্দ্বেন ষড়্ভিরপি সর্ব্বতনৌ চ সর্ব্বৈঃ ॥ ১৭

হয় ও তাহা শঙ্খের উপরে পরিচালিত করিবে। ১১। অনন্তর মস্তকোপরি এবং মূল চক্র মধ্যে পরমাত্মার এবং গণপতির অর্চ্চনা করিয়া পীঠমন্ত্রে ন্যাস ক্রিয়ার ক্রমানুসারে উদক, চন্দন, তণ্ডুল, ধূপ, পুষ্প এবং দীপাদি সমর্পণ করিবে। ১২। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের পূজা করিবে এবং আত্মমূলে, হৃদয়ে ও ভ্রূমধ্যে বিদ্যুল্লতার ন্যায় দীপ্তিমান্ ও একমাত্র আনন্দস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণপরমাত্মার ত্রিকালীন স্মরণ করিবে। ১৩। আসনাদি বিভূত্যন্ত অঙ্ক পর্য্যন্ত অবয়ব সকলের তত্ত্বযাগদ্বারা বিন্যাস করিয়া জল, চন্দন, আভরণ, অলঙ্কার, শয্যা প্রভৃতি পূজোপকরণের অর্চ্চনা করিবে। ১৪। পুনর্ব্বার বদনস্থ বেণুর ও বক্ষঃস্থলস্থিত বনমালার এবং তদুপরি শ্রীবৎস চিহ্নিত কৌস্তুভরত্নের পূজা করিতে হইবে। ১৫। মূলমন্ত্রে চন্দন প্রভৃতি বিবিধ বস্তুর দ্বারা

শ্বেতানি দক্ষভাগেঽপি তচ্চন্দনপঙ্কিলানি কুসুমানি।
রক্তানি বামভাগেঽরুণচন্দনপঙ্কসিক্তানি॥ ১৮
তদ্বচ্চ ধূপদীপৌ সমর্প্য বিনয়াৎ সুধারসৈঃ কৃষ্ণম্।
মুখবাসাদ্যং দত্ত্বা সমর্চ্চয়েদ্‌গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ॥ ১৯
তাম্বূলনর্ত্তনগীতবাদ্যৈঃ সন্তোষ্য চূর্ণকসালনেন।
ব্রহ্মার্পণাখ্যমনুনা কুর্য্যাৎ স্বাত্মার্পণং মন্ত্রী॥ ২০
অথবা সঙ্কুচিতধিয়া লয়বিধিমূর্ত্তিপঞ্জরাবচরুঃ।
যদ্বষ্টাদশলিপিনা স্বান্তপাদাঙ্গৈশ্চ বেণুপূর্ব্বৈঃ প্রোক্তঃ॥ ২১
সুপ্রসন্নমথ নন্দতনুজং ভাবয়ন্ জপতু মন্ত্রমনন্যঃ।
সানুসংস্থতি যথাবিধি সংখ্যাপূরণে স্বয়ং মনো বিদধীত॥ ২২
প্রণবপুটিতং বীজং জপ্ত্বা শতং সহিতাষ্টকং
নিজগুরুমুখাদাপ্তান্ যোগান্ যুনক্তু মহামতিঃ।
সদমৃতচিদানন্দাত্মায়ং জপঞ্চ সমাপয়ে-
দিতি জপবিধিঃ সম্যক্ প্রোক্তো মনুদ্বয়মাশ্রিতঃ॥ ২৩

অঙ্গলেপন করিয়া পঞ্জরমূর্ত্তির মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কপালতলে চিত্র-কার্য্যের লেখন করত জ্ঞানী ব্যক্তি নিরোগী হইবার জন্য দীপশিখাকৃতি নারায়ণের পূর্ব্বোক্ত বীজমন্ত্রের ধ্যান করিবে। ১৬। এই সকল কার্য্য সমাপন করিয়া তুলসীদ্বয়ে পঞ্চবার মূলমন্ত্রের উচ্চারণপূর্ব্বক চরণযুগলে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিবে এবং মস্তকে, যুগলপদ্মে ও সকল শরীরে ছয়বার উক্তমন্ত্রে পূজন ক্রিয়া সম্পূর্ণ করিতে হইবে। ১৭। দক্ষিণ পার্শ্বে শ্বেতচন্দনপূত শ্বেতপুষ্প সকল এবং বামভাগে রক্তচন্দনযুক্ত রক্তবর্ণ পুষ্প সকল অর্পণ করিবে। ১৮। সেইরূপ বিনয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুধারসের সহিত ধূপ দীপ সমর্পণ করিয়া গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা মুখবাসাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। ১৯। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাম্বূল ও নৃত্যগীত বাদ্যের সহিত নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মার্পণাখ্য মন্ত্রে স্বকীয় আত্মা সমর্পণ করিবে। ২০। অথবা সংক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলে মূর্ত্তিপঞ্জরের লয়বিষয়ক পূজাবিধি

য ইমং ভজতে বিধিং নরো ভবিতাঽসৌ দয়িতঃ শরীরিণাম্।
আপরাককমলৈকমন্দিরং পরমন্তে সমুপৈতি তন্মহঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত অষ্টদশাক্ষরী মন্ত্রে যৌগিক পূজা সমাপ্ত করিতে হইবে। ২১। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা করিয়া অনন্যমনে এই মন্ত্র জপ করিবে এবং যথাবিধি এই মন্ত্রের জপ সঙ্খ্যানুসারে পূরক করিতে হইবে। ২২। প্রণবের মধ্যগত বীজমন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া মহামতি সাধক নিজ গুরুর মুখবিনির্গত যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে; সৎ, চিৎ ও আনন্দময় পরমাত্মার এই জপ সমাপন করত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের জপবিধি অবলম্বন করিবে। ২৩। যে মনুষ্য এই বিধিক্রমে ভজনা করে সে সাধারণ লোক সমাজে আদরণীয় এবং পরিপূর্ণরূপে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির তাহার হস্তগত হয় এবং সে অন্তকালে মুক্তি লাভ করে। ২৪।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

—:-*-:—

ব্যাস উবাচ

কথ্যতে খলু মন্ত্রবর্য্যয়োঃ সাধনং সকলসিদ্ধিসাধনম্।
যদ্বিধায় মুনয়ো মহীয়সীং সিদ্ধিমাপুরিহ নারদাদয়ঃ॥ ১
বিপ্রং প্রধ্বস্তকালপ্রভৃতিরিপুঘটানির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠং
ভক্তিকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহযুগলরজোরাগিণীমুদ্বহন্তম্।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সম্মতং সৎসু দান্তং
যো বিদ্বাংসং বিবিৎসুঃ প্রবণতনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত॥ ২
সন্তোষয়েদকুটিলার্দ্রতরাত্মনা তং
স্বৈঃ স্বৈর্ধনৈশ্চ বপুষাপ্যনুকূলবাণ্যা।
অব্দত্রয়ং কমলনাভধিয়াঽথ ধীর-
স্তুষ্টে বিবক্ষতু গুরাবথ মন্ত্রদীক্ষাম্॥ ৩

ব্যাসদেব কহিতেছেন।—সকল সিদ্ধির সাধক শ্রেষ্ঠমন্ত্রদ্বয়ের সিদ্ধি-প্রক্রিয়া এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছি; এই মহৎ সাধন অবলম্বন করিয়া নারদাদি ঋষিরা এই জগতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ১। শ্রীকৃষ্ণ পদার-বিন্দযুগলের রজঃসংযোগে অনুরাগবিশিষ্ট ভক্তিমান্ হইয়া যে শ্রেষ্ঠবিপ্র মনোবৃত্তির বশীভূত না হইয়া নির্ম্মলাঙ্গ হইয়াছেন, সেই বেদশাস্ত্র ও আগমের বিমল পথের বেত্তা এবং সজ্জন-সম্মত দানশীল বিদ্বান্ ঋষিশ্রেষ্ঠকে ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ হইবার নিমিত্ত আশ্রয় করিবে। ২। বুদ্ধিমান্ সাধক কুটিলতা ত্যাগ করিয়া স্বকীয় শরীর, ধন এবং অনুকূল বাক্য দ্বারা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে ব্রহ্মতুল্য জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট করিলে তিনি অর্থাৎ সেই গুরু মন্ত্রদীক্ষার উপদেশ দিবেন। ৩।

প্রপঞ্চসারপ্রথিতঽত্র দীক্ষা
সংস্মার্য্যতে সংপ্রতি সর্ব্বসিদ্ধৈঃ।
ঋতে যয়া সন্ততজাপিনোঽপি
সিদ্ধিং ন যদ্দাস্যতি মন্ত্রপূগঃ॥ ৪

অথ পুরো বিদধীত স্তবস্থলীমবিষমামধিবাস্তবলিং বুধঃ।
অচলদোর্ম্মিতপত্রভু মণ্ডপং মসৃণবেদিকমারচয়েত্ততঃ॥ ৫
ত্রিগুণতন্তুযুজা কুশমালয়া পরিবৃতং প্রকৃতিধ্বজভূষিতম্।
মুখচতুষ্কপয়স্তরুতোরণং সিতবিতানবিরাজিতমুজ্জ্বলম্॥ ৬
বসুত্রিগুণিতাঙ্গুলিপ্রমিতখাতবাতায়নং
বসোর্ব্বসুপতেরথো ককুভি বিষ্ঠমস্মিন্ বুধঃ।
করোতু বসুমেখলং বসুগণার্দ্ধকোণং প্রতি
জবস্থিতগজধ্বনিপ্রতিমযোনিসংলক্ষিতম্॥ ৭
ততো মণ্ডপে গব্যগন্ধমধুসিক্তে
লিখেন্মণ্ডলং সম্যগচ্ছদাব্দম্।
সুবৃত্তত্রয়ং রাশিপীঠাদ্ধিবীথী-
চতুর্দ্ধাবশোভোপশোভাযুক্তম্॥ ৮

প্রপঞ্চময় এই জগতের সার বলিয়া বিখ্যাত মন্ত্রদীক্ষা এইক্ষণে সকল সিদ্ধ সাধকগণ-কর্তৃক স্মরণীয় হইতেছে, সেই দীক্ষা না হইলে নিরন্তর জপকারক ভক্তকেও মন্ত্রসমূহ কোন সিদ্ধি প্রদান করেন না। ৪। অনন্তর আপনার সম্মুখভাগে অবিষমা স্তবস্থলী নির্ম্মাণ করিয়া বিজ্ঞ সাধক অধিবাস ভূমির উপর সপ্তহস্ত পরিমিত মসৃণ বেদিকা মণ্ডপ রচনা করিবেন। ৫। তৎপরে শ্বেতচন্দ্রাতপযুক্ত করিয়া ত্রিগুণ সূত্রে কুশমালা পরিবৃত চতুর্দ্বারবিশিষ্ট করত বহির্দ্বারে উজ্জ্বল প্রকৃতির ধ্বজা স্থাপন করিবে। ৬। অনন্তর পূজার বিধান করিবে। প্রথমতঃ বাতায়ন এবং পয়ঃপ্রণালীসহ চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলী পরিমিত বেদিকা চিহ্নিত করিবে। অতঃপর যথোপযুক্ত বিধানানুসারে উপযুক্ত বিশিষ্ট স্থানে বসু এবং বসুপতির আসন নির্দিষ্ট করিবে এবং উহার বন্ধনী ও কোণ যোনিসদৃশ

ততো দেশিকস্নানপূর্ব্বং বিধানী
বিধায়াত্মপূজাবসানাং বিধিজ্ঞঃ।
স্ববামাগ্রতঃ শঙ্খমপ্যর্ঘ্যপাদ্যা-
চমাদ্যানি পাত্রাণি সংপূরিতানি ॥ ৯

বিধায়ান্যতঃ পুষ্পগন্ধাক্ষতাদ্যং
করক্ষালনে পৃষ্ঠতশ্চাপি পাত্রম্।
প্রদীপাবলীদীপিতে সর্ব্বমন্যৎ
স্বতোঽঙ্গাচারসাধনং চাদধীত ॥ ১০

বায়ব্যাশাদীশপর্য্যন্তমর্চ্চ্যা
পীঠস্যোদগ্‌গৌরবী পংক্তিরাদৌ।
পূজ্যোঽন্যত্রাপ্যাম্বিকেয়ঃ করাব্জৈঃ
পাশং দণ্ডং পুষ্ট্যভীতী দধানঃ ॥ ১১

আরাধ্যাঽঽধারশক্ত্যাদ্যমচরণয়োরপ্যথো মধ্যভাগে
ধর্ম্মাদীন্ বহ্নিযক্ষপবনশিবগতান্দিক্ষু ধর্ম্মাদিকাংশ্চ।
মধ্যে শেষাব্জতেজস্ত্রিতয়গুণগণানাত্মজান্ কেশরাণাং
মধ্যে চাকীর্ণবাসাদিকমভিযজতে পীঠমন্ত্রেণ ভূয়ঃ ॥ ১২

আকৃতি বিশিষ্ট হইবে। ৭। পঞ্চগব্য, চন্দন এবং মধুসিক্ত মণ্ডপে সম্যক্ প্রকারে পত্রাদিতে সুবৃত্তত্রয়, রাশিপীঠ ও সমুদ্রে চতুর্থ সম্পূর্ণ মণ্ডল লিখিয়া যথাবিধি তাহার শোভা সম্পাদন করিবে। ৮। অনন্তর বিধিনিপুণ ভক্তগণ স্নানাদিকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক আত্মপূজার অবসানে আপন বামপার্শ্বে শঙ্খ, পাদ্য, অর্ঘ ও আচমনীয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবেন। ৯ অপরপার্শ্বে পুষ্প, চন্দন এবং অক্ষতাদি সংস্থাপনপূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে হস্ত প্রক্ষালনার্থ পাত্রবিশেষ ন্যস্ত করিয়া প্রদীপাবলী দীপিত হইলে স্বয়ং অন্য সকল অঙ্গের আচার সাধন করিবে। ১০। বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত পীঠস্থলীর উত্তরদেশবর্ত্তিনী মহতী পংক্তির পূজা সম্পন্ন করিয়া অন্যদিকে হস্তকমলে পাশ, দণ্ড, পুষ্টি এবং অভয়যুক্ত গণপতির পূজা করিবে। ১১। আধারশক্তি প্রভৃতি দেবতার চরণযুগলে

ততঃ শালীন্মধ্যে কমলমমলাংস্তণ্ডুলবরা-
নপি ন্যস্যেৎ দর্ভাংস্তদুপরি চ দূর্ব্বাক্ষতযুতান্ ।
ন্যসেৎ প্রাগ্দক্ষিণ্যাত্তদুপরি কৃশামোর্দ্দশ কলা
যকারাদ্যর্ণাদ্যা যজতু চ সুগন্ধাদিভিরিমাঃ ॥ ১৩
ন্যসেৎ কুম্ভস্তত্র ত্রিগুণিতলসত্তন্তকলিতং
জপংস্তারং ধূপৈঃ সুপরিমলিতং জোঙ্গকময়ৈঃ ।
কভাদ্যৈঃ কুম্ভিস্মিষ্ঠউবসিতিভির্ব্বর্ণযুগলৈ-
স্তথান্যস্যাভ্যর্চ্চ্যাস্তদনু খমণের্দ্বাদশ কলাঃ ॥ ১৪
এবং সংকল্প্যাগ্নিমাধাররূপং
ভানুস্তদ্বৎকুম্ভরূপং বিধিজ্ঞঃ ।
ন্যসেত্তস্মিন্নক্ষতাদ্যৈঃ সমেতং
কূর্চ্চং স্বর্ণরত্নবর্য্যৈঃ প্রদীপ্তম্ ॥ ১৫
অথ ক্বাথতোয়ৈঃ ক্ষকারাদিবর্ণৈ-
র্ব্বকারাবসানৈঃ সমাপূরয়েত্তম্ ।
স্বমন্ত্রত্রিজাপাবসানং পয়োভি-
র্গবাং পঞ্চগব্যৈর্জ্জলৈঃ কেবলৈর্ব্বা ॥ ১৬

পূজান্তে মধ্যভাগে ধর্ম্মাদির, অগ্নি, নৈঋ্ঁত, বায়ু এবং ঈশানকোণস্থিত অধর্ম্মাদির অর্চ্চনান্তে তাহার মধ্যে পীঠমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শেষপদ্মে ত্রিগুণাত্মজের এবং তাহার কেশরের মধ্যে আকীর্ণবাস প্রভৃতির পূজা করিবে। ১২। অনন্তর তন্মধ্যে ধান্য, পদ্ম, নির্ম্মলতণ্ডুল ও কুশ প্রভৃতি দূর্ব্বাক্ষতযুক্ত করত নিক্ষেপ করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পবিত্রাগ্নির দশকলার পূজা সুগন্ধি-দ্রব্যসহযোগে যকারাদি অবর্ণান্তমন্ত্রে সমাপ্ত করিবে। ১৩। অতঃপর ত্রিগুণিত সূত্রযুক্ত ও অগুরুময় সুগন্ধযুক্ত ধূপসহকারে "কভাদ্যৈঃ কুম্ভিস্মিষ্ঠ উবসিতি" মন্ত্রদ্বয়ে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক অপর দেবতার পূজা করিয়া সূর্য্যদেবের দ্বাদশকলা পূজা করিবে।১৪। এই প্রকারে আধাররূপ অগ্নিকে ও কুম্ভরূপ সূর্য্যকে বিধিজ্ঞ ভক্তিমান্ সাধক স্বর্ণ, রত্ন এবং অক্ষতাদি দ্বারা প্রদীপ্ত কূর্চ্চবীজের (হুং) উল্লেখপূর্ব্বক তন্মধ্যে আবাহন করিবে। ১৫।

সকলজনস্থিথবস্তুযুগসংখ্যাঃ

　　　　স্থুরগণপূর্ব্বা ন্যসতু তথৈব।

তত্নপকলাস্তাঃ সলিলসুগন্ধাঃ

　　　　স তু সুমনোভিস্তদনু যজেচ্চ ॥ ১৭

উদীচ্যকুষ্ঠকুঙ্কুমাম্বুলোহসজ্জটাম্বুরৈঃ।

সশীতমিত্যুদীরিতং হরেঃ প্রিয়াষ্টগন্ধকম্ ॥ ১৮

ক্বাথতোয়পরিপূরিতোদরে

　　　　সংবিলজ্ঘ্য বিধিমাহষ্টগন্ধকম্।

সোমসূর্য্যশিখিনাং পৃথক্কলা-

　　　　সেবকর্ম্ম বিনিযোজয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৯

তদ্বদক্ষরভবাস্তু কাদিভিস্তাদিভিঃ পুনরুকারজাঃ কলাঃ।

পাদিভির্ম্মলিপিজাস্তু বিন্দুজাঃ যাদিভিঃ সুরগণেন নাদজাঃ ॥২০

সমাবাহনান্তে সুসংস্থাপনাৎ প্রাক্

　　　　ঋচস্তত্র তত্রাতিজপ্যা বুধেন।

সমভ্যর্চ্চ্য তাস্তাঃ পৃথক্ তচ্চ পাথো-

　　　　হর্পয়েন্মূলমন্ত্রেণ কুম্ভে যথাবৎ ॥ ২১

অনন্তর ক্বাথজলে ক্ষকারাদি বকারবর্ণ পর্য্যন্ত মন্ত্র উল্লেখ করিয়া তাহা পূরণ করিতে থাকিবে, তাহা স্বীয় মন্ত্রের ত্রিজপ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত গাভীর দুগ্ধে কিংবা কেবল পঞ্চগব্যদ্বারা পূরিত হইবে। ১৬। সমস্ত ভক্তগণ পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণের ষোড়শ সংখ্যাতে ন্যাস করিয়া সুগন্ধিজলে অভিষিক্ত ও প্রশস্তমনা হইয়া ভগবানের অংশ এবং উপাংশ দেবতাগণের পূজা করিবে। ১৭। উদীচ্য, কুষ্ঠ, কুঙ্কুম, জল, লোহ, সজ্জটা, আম্বুর এবং সশীত এই কয়েকটী পদার্থ ভগবান্ শ্রীহরি নারায়ণের প্রিয় অষ্টগন্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৮। সুবুদ্ধি সাধক পূজাকালে ক্বাথজল পরিপূরিত পাত্রে যথাবিধি অষ্টগন্ধ সমর্পণ করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নির জন্য পৃথক্ পৃথক্ অংশের বিনিয়োগ করিবে। ১৯। সেইরূপে ককারাদি বর্ণদ্বারা অকারজা এবং

সহকারবোধপনসস্তবকৈঃ শতমন্যুকণ্ঠিকলিতৈঃ কলসম্ ।
পিধাতুপুষ্পফলতণ্ডুলকৈরভিপূর্ণয়া চ শুভচক্রিকয়া ॥ ২২
অভিবেষ্টয়েত্তদনু কুম্ভমুখং নবনির্ম্মলাংশুকযুগেন বুধঃ ।
সমলঙ্কৃতেঽত্র কুসুমাদিভিরপ্যভিবাহয়েৎ পরতরঞ্চ মহঃ ॥২৩
সকলীবিধায় কলসস্থমমুং হরিমস্ত তত্ত্বমনুবিন্যসনৈঃ ।
পরিপূজয়েদগুরুমথাবহিতঃ পরিবারযুক্তমুপচারগণৈঃ ॥ ২৪
দত্ত্বাসনং স্বাগতমপ্যুদীর্য্য তথার্ঘ্যপাদ্যাচমনীয়কানি ।
স্নানঞ্চ বাসশ্চ বিভূষণানি সাঙ্গায় তস্মৈ বিনিযোজ্য মন্ত্রী ॥২৫
গাত্রে পবিত্রৈরথ গন্ধপুষ্পৈঃ
পূর্ব্বং যজেন্ন্যাসবিধানতোঽস্য ।
সৃষ্টিস্থিতিস্বাঙ্গযুগঞ্চ বেণুং
মালামভিজ্ঞানবরাশ্মমুখ্যৌ ।
মূলেন চাঘ্যার্চ্চনবৎ প্রপূজ্য
সমর্চ্চয়েদাবরণানি ভূয়ঃ ॥ ২৬

তকারাদি বর্ণ দ্বারা উকারজা ও পাদিবর্ণ দ্বারা অলিপিজা, যাদিবর্ণ দ্বারা বিন্দুজা এবং স্বরগণদ্বারা নাদজা কলার ভজনা করিতে হইবে। ২০। বিজ্ঞ সাধক আবাহন শেষ করিয়া সংস্থাপনের পূর্ব্বে বেদোক্ত জপ করিয়া যথাবৎ মূলমন্ত্রদ্বারা তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ পূজাপূর্ব্বক কুম্ভমধ্যে জলপূর্ণ করিবে। ২১। আম্রপল্লব, যজ্ঞডুম্বর, পনস অথবা সপ্তপত্র শাখাদ্বারা উক্ত কুম্ভকে আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি পুষ্পসকল এবং ফল তণ্ডুলাদি ও স্বর্ণ শুভচক্রিকা স্থাপন করিবে। ২২। তৎপরে নূতন শুদ্ধ বস্ত্রদ্বয়ে সুদক্ষ সাধক উক্ত কলসী বেষ্টন ও পুষ্পাদিতে অলঙ্কৃত করিয়া শ্রেষ্ঠ তেজঃস্বরূপের আবাহন করিবে। ২৩। পরে তত্ত্ব-মন্ত্রের বিন্যাসপূর্ব্বক কলসগত ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণকে সকল কলাতে পূর্ণ জানিয়া সাবধানে উপচার সহিত পরিবারযুক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিপূজা সম্পাদন করিবে। ২৪। আসন প্রদান এবং স্বাগতোচ্চারণ পূর্ব্বক অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন ও ভূষণ দান করিয়া মন্ত্রজ্ঞ ভক্তগণ তাঁহার

দিক্ষ্বথ দামসুদামৌ বসুদামঃ কিঙ্কিনী চ সংপূজ্যাঃ।
তেজোরূপাস্তদ্বদ্বহিরঙ্গানি কেশরেষু সুমতির্যজেত ॥ ২৭
হুতবহনিঋ তিসমীরণশিবদিক্ষু হৃদাদিবর্ম্মপর্য্যন্তম্।
মুক্তেন্দুকান্তকুবলয়হারিনীলহুতাশপ্রভাঃ প্রমদাঃ ॥ ২৮
অভয়বরস্ফুরিতকরাঃ প্রধানতনবোঽঙ্গদেবতাঃ স্মর্য্যাঃ।
রুক্মিণ্যাদ্যা মহিষীরষ্টৌ সংপূজয়েদ্দলেষু ততঃ ॥ ২৯
দক্ষিণকরধৃতকমলাবসুভরিতসুপাত্রমুদ্রিতান্যকরাঃ।
রুক্মিণ্যাখ্যা সত্যা লগ্নাজিত্যাহ্বয়া সুনন্দা চ ॥ ৩০
ভূয়শ্চ মিত্রবিন্দা সুলক্ষণাপ্যৃক্ষজা সুশীলা চ।
তপনীয়মরকতাভাঃ সুসিতবিচিত্রাম্বরবেশাস্ত্বেতাঃ।
পৃথুকুচভরালসাঙ্গ্যো বিবিধমালপ্রকরবিলসিতাভরণাঃ ॥ ৩১
ততো যজেদ্দলাগ্রেষু বসুদেবঞ্চ দেবকীং।
নন্দগোপং যশোদাঞ্চ বলভদ্রং সুভদ্রিকাম্ ॥ ৩২

প্রতি অঙ্গে পূজার বিনিয়োগ করিবে। ২৫। অনন্তর ভগবানের ন্যাস-ক্রিয়ার বিধানে সর্ব্বগাত্রে পবিত্র গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে; পরে সৃষ্টি, স্থিতি ও তাঁহার স্বকীয় অঙ্গদ্বয়স্থ বংশীর সম্বন্ধে প্রধান অর্ঘ্যার্চ্চনের ন্যায় মাল্যাভরণাদি প্রদানপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে পূজনক্রিয়াসম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার আবরণদেবতার পূজা করিবে। ২৬। অন্যদিকে দাম, সুদাম ও বসুদাম এবং কিঙ্কিনীর পূজা সমাপ্ত হইলে সুবুদ্ধি সাধক তেজঃস্বরূপ বহিরঙ্গ সকল (পদ্মের) কেশর মধ্যে পূজা করিবেন।২৭। অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু এবং ঈশানকোণে হৃদয়াদি কবচ পর্য্যন্ত প্রকাশিত চন্দ্রকান্তের ন্যায় শোভিতা এবং নীল-হুতাশ-প্রভাবিশিষ্টা প্রমদাগণের পূজা করিতে হইবে। ২৮। যাহাদিগের হস্তদ্বয় অভয় এবং বরপ্রদানে দীপ্যমান থাকে শ্রেষ্ঠাঙ্গ সেই সমস্ত অঙ্গ-দেবতাগণকে স্মরণ করিয়া রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট মহিষীর অষ্টদলে পূজা করিতে হয়।২৯। যাঁহাদের দক্ষিণহস্তে কমল এবং অন্য হস্তে ধনপূর্ণ সুপাত্র বিরাজিত রহিয়াছে সেই রুক্মিণী, সত্যা, লগ্নাজিতী ও সুনন্দাদেবী তদ্রূপে পূজনীয়া হয়েন। ৩০। পরে মিত্রবিন্দা, সুলক্ষণা, জাম্ববতী

গোপালগোপীস্তদ্বক্ত্রে বিলীনমিতলোচনাঃ।
জ্ঞানমুদ্রাভয়করৌ পিতরৌ পীতপাণ্ডুরৌ ॥ ৩৩
দিব্যমালাম্বরালেপভূষণে মাতরৌ পুনঃ।
ধারয়ন্ত্যৌ চ বরদং পায়সাপূপপাত্রকম্ ॥ ৩৪
অরুণশ্যামলে হারমণিকুণ্ডলমণ্ডিতে।
বলঃ শংখেন্দুধবলো মুষলং লাঙ্গলং দধৎ ॥ ৩৫
হলালোলানীলবাসা হেলাবানেককুণ্ডলঃ।
কলায়শ্যামলা ভদ্রা সুভদ্রা ভদ্রভূষণা ॥ ৩৬
বরাভয়যুতা পীতবসনা রূঢ়যৌবনা।
বেণুবীণাবেত্রযষ্টিশঙ্খশৃঙ্গাদিপাণয়ঃ ॥ ৩৭
গোপা গোপ্যশ্চ বিবিধোপায়নাত্তকরাম্বুজাঃ।
মন্দারাদীংশ্চ তদ্বাহ্যে পূজয়েৎ কল্পপাদপান্ ॥ ৩৮

ও সুশীলা উত্তপ্ত মরকতগণের ন্যায় শোভান্বিতা এবং সুন্দর শ্বেতবর্ণ বিচিত্র বসনে ভূষিতা এবং স্থূলতর স্তনভারে আলস্যযুক্তা ও নানাপ্রকার মাল্যাদি আভবণে সজ্জিতা হইয়া পূজনীয়া হন। ৩১। অনন্তর উক্ত পদ্মের দলাগ্রভাগে বসুদেব, দেবকী এবং নন্দ, যশোদা, বলভদ্র ও সুভদ্রার পূজা করিতে হইবে। ৩২। গোপাল এবং গোপীগণ তাঁহার মুখমণ্ডলে বিলীন হইয়া মুদ্রিতনয়নে জ্ঞানমুদ্রা অভয়কর পীত পাণ্ডুর পিতৃগণ পূজনীয় হন। ৩৩। পুনশ্চ দিব্যমাল্য, বস্ত্র এবং চন্দনাদি ভূষণে পায়স পিষ্টক পাত্র সহকারে মাতৃগণের অর্চ্চনা করিতে হয়। ৩৪। তৎপরে অরুণ এবং শ্যামবর্ণ হার এবং মণিকুণ্ডলে ভূষিত, মুষল এবং লাঙ্গলধারী শঙ্খ ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বলদেবের পূজা করিতে হয়। ৩৫। হলচপল নীলবস্ত্রধারী, কর্ণে বহু কুণ্ডল শোভিতা শ্যামবর্ণবিশিষ্টা এবং মনোহর ভূষণান্বিতা ভদ্রা ও সুভদ্রার পূজা কর্ত্তব্য হইবে। ৩৬। বরাভয়যুক্তা পিতাম্বরধারী ও বেণু বীণা বেত্র যষ্টি শঙ্খ শৃঙ্গ প্রভৃতি যাহাদিগের হস্তে বিরাজমান আছে সেই গোপগোপীর করকমলে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী নিবেদন করিয়া দিয়া বহির্ভাগে মন্দরাদি কল্পবৃক্ষের পূজা করিতে

মন্দারসন্তানকপারিজাতকল্পদ্রুমাখ্যান্ হরিচন্দনঞ্চ।
মধ্যে চতুর্দিক্ষু ভিবাঞ্ছিতার্থদানৈকদীক্ষান্বিতনম্রশাখান্॥ ৩৯

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

হয়। ৩৭—৩৮। অভিবাঞ্ছিত অর্থ প্রদানে অদ্বিতীয়, দীক্ষাযুক্ত ও নম্র শাখাবিশিষ্ট মন্দার, সন্তান, পারিজাত, কল্পদ্রুম এবং হরিচন্দন নামক কল্পবৃক্ষের পূজা ইহার চতুর্দ্দিকে এবং মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। ৩৯।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

ব্যাস উবাচ

হরিহব্যবাট্তরণিজক্ষপাটনা-
প্পতিবায়ুসোমশিবশেষপদ্মজান্।
প্রযজেত স্বদিক্ষ্বমলধীঃ স্বজাত্য-
ধীশ্বরহেতিপত্রপরিবারসমেতান্॥ ১
কপিশকপিলনীলশ্যামলশ্বেতধূম্রা-
মলসিতশুচিরক্তবর্ণতো বাসবাদ্যাঃ।
করকমলবিরাজৎস্বায়ুধা দিব্যবেশা
বিবিধমণিগণোগ্রপ্রস্ফুরদ্ভূষণাঢ্যাঃ॥ ২
দম্ভোলিশক্ত্যভিধদণ্ডকৃপাণপাশ-
চণ্ডাঙ্কুশশার্ঙ্গগদাত্রিশিখারিপদ্মাঃ।
অর্চ্চ্যা বহির্নিজসুলক্ষণলক্ষিতমৌলিযুক্তাঃ
স্বস্বায়ুধাভয়সমুদ্যতপাণিপদ্মাঃ॥ ৩.

ব্যাসদেব কহিলেন।—শ্রীহরি, অগ্নি, তরণিজ, ক্ষপাটন, সমুদ্র, বায়ু, চন্দ্র, শিব ও শেষ এবং পঙ্কজ ইহাদিগকে, নির্ম্মল বুদ্ধিসাধক আপনার চতুঃপার্শ্বে স্বজাতির অধীশ্বর হেতিপত্র পরিবারযুক্ত করিয়া পূজা করিবে। ১। ঐ সকল দেবতা কপিশ, কপিল, নীল, শ্যামল, শ্বেত, ধূম্র ও নির্ম্মল গৌরবর্ণ এবং শুচি ও রক্তবর্ণ ও করকমলে অস্ত্র-ধারিণী এবং দিব্য বেশান্বিতা ও নানাপ্রকার মণিগণে প্রদীপ্ত ভূষণযুক্তা হইয়া পূজিতা হইবেন। ২। বজ্র শক্তিদণ্ড কৃপাণ পাশ চণ্ডাঙ্কু শার্ঙ্গ গদা ত্রিশিখারিপদ্ম ইত্যাদির চিন্তা করিয়া বহির্ভাগে নিজ সুলক্ষণে লক্ষিত মৌলিযুক্তা এবং স্বকীয় অস্ত্রাদি সহকারে অভয়দানে উদ্যতহস্তা দেবীগণের

কনকরজততোয়দাভ্রচম্পা-
রুণহিমনীলজবাপ্রবালভাসঃ।
ক্রমত ইতি রুচাত্তবজ্রপূর্ব্বা
রুচিরবিলেপনবস্ত্রমাল্যভূষাঃ॥ ৪
কথিতমাবৃত্তিসপ্তকমচ্যুতার্চ্চনবিধাবতি সর্ব্বসুখাবহম্।
প্রযজেদথবাঙ্গপুরন্দরাশনিমুখৈস্ত্রিতয়াবরণং ত্বিদম্॥ ৫
হেত্যা জপিত্বা জলগন্ধপুষ্পৈঃ কৃষ্ণাষ্টকেনাপ্যথ কৃষ্ণপূজাম্।
কুর্য্যাদ্বুধস্তানি সমাহ্বয়ানি বক্ষ্যামি তারাদিনমোঽন্তকানি॥ ৬
শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ নারায়ণসমাহ্বয়ঃ।
দেবকীনন্দনো যদুশ্রেষ্ঠো বার্ষ্ণেয় ইত্যপি॥ ৭
অসুরাক্রান্তশব্দান্তে ভারহারীতি সপ্তমঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপকশ্চৈব চতুর্থ্যন্তাঃ ক্রমাদিমে॥ ৮
এভিরেবাথ বা কার্য্যা পূজা বৈ কংসবৈরিণঃ।
সংসারসাগরাত্তীর্ণৈ সপ্তকামাপ্তয়ে বুধৈঃ॥ ৯

পূজা করিতে হইবে।৩। দেবদেবীগণ কনক, রজত, মেঘগণ, চম্পা, অরুণ, হিম, নীল, জবা এবং প্রবালের ন্যায় আভাযুক্ত এবং চমৎকার চন্দনাদির বিলেপন এবং বস্ত্র-মাল্যাদির ভূষণ হেতুক কন্দর্পের বজ্রস্বরূপ হইয়া বিরাজমান হইয়াছেন। ৪। শ্রীকৃষ্ণপূজন বিষয়ে সর্ব্বসুখাবহ আবৃত্তি সপ্তক কথিত হইল, তাহাতে অঙ্গ, পুরন্দরাশনি ও মুখ এই তিন প্রকারে আবরণ পূজা বিধেয় হয়। ৫। আপন কল্যাণ জন্য জল, গন্ধ এবং পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণাষ্টকস্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনা করিবে; এক্ষণে প্রণবাদি নম অন্তক বিধি বর্ণিত হইতেছে। ৬। শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যদুশ্রেষ্ঠ, বার্ষ্ণেয়, অসুরাক্রান্ত-ভারহারী ও ধর্ম্মসংস্থাপক ইত্যাদি অষ্টপদ যথাক্রমে চতুর্থ্যন্ত * হইবে। ৭—৮। এই সকল দ্বারা কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে ভক্তবৃন্দেরা সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সপ্তবিধ কামনায় সিদ্ধিলাভ

---

* 'ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' ইত্যাদি।

সারাঙ্গারদ্যুতধিধুলিতৈর্জ্জরৈঃ সংবিকীর্ণৈ-
গু'গ্গুল্বাদ্যৈর্ঘনপরিমলৈর্ধূপমাসাদ্য মন্ত্রী।
দত্ত্বান্নীচৈর্দ্দনুজমথ মায়াপ্রবেণাথ দোষ্ণা
ঘণ্টাং গন্ধাক্ষতসুমনকৈরর্চ্চিতাং বাদয়ানঃ॥ ১০
তত্তুদ্দীপ্তং সুরভিঘৃতসংসিক্তকর্পূররক্তং
দীপং দৃষ্ট্যা স্তুতিবিশদধীঃ পদ্মপর্য্যন্তমুচ্চৈঃ।
দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিমপি বিধায়ার্পয়িত্বা চ পাদ্যং
সাচামং কল্পয়েত্তদ্বিপুলমপি তদা স্বর্ণপাত্রে নিবেদ্যম্॥ ১১
সুরভিতরেণ দগ্ধহবিষা সুশৃতেন শিতা
সমুদংশকৈরুচিরীকৃত্য বিচিত্রবাসৈঃ।
দধিনবনীতনূতনসিতোপলপূপনিকা-
ঘৃতগুড়নারিকেলকদলীফলপুষ্পরসৈশ্চ॥ ১২
অস্ত্রোক্ষিতং তদরিমুদ্রিকয়াঽভিরক্ষ্য-
বায়ব্যতাপপরিশোষিতমগ্নিদোষ্ম্যা।
সংদহ্য বামকরসৌধরসাভিপূর্ণং
মন্ত্রামৃতীকৃতমথাভিমৃষন্ প্রজপ্যেৎ॥ ১৩

করে। ৯। সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট ধূপ গুগ্গুলাদি পদার্থ সকল দ্বারা প্রস্তুত ধূপানয়নপূর্ব্বক মন্ত্রবেত্তা সাধক ভক্তিকল্পিত হস্তে ঘণ্টাবাদন ও গন্ধাক্ষতাদি দানান্তে নিম্নোর্দ্ধ নয়নে উক্ত ধূপ সমর্পণ করিবে। ১০। অনন্তর ঘৃত কিংবা কর্পূরাদি সংযুক্ত দীপের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্তোত্রপাঠে শুদ্ধমতি হইয়া ঊর্দ্ধপথে পাদপদ্ম পর্য্যন্ত দীপাবলী অর্পণ করিবে ও পুষ্পাঞ্জলি, পাদ্য, আচমনীয় স্বর্ণপাত্রস্থ নৈবেদ্যাদি বিপুল কল্পনায় প্রদান করিবে। ১১। শুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত এবং শর্করাদিদ্বারা মনোজ্ঞ করিয়া তাহা ও বিচিত্র বস্ত্র, দধি নবনীত নূতন পিষ্টকাদি এবং ঘৃত, গুড়, নারিকেল কদলীফল এবং মধুপ্রভৃতি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। ১২। পরন্তু তাহাতে অস্ত্র ও সংরক্ষণমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া উত্তপ্তহস্ত ও বায়ুতাপে তাহার পরিশোধনপূর্ব্বক সুধারসপূর্ণ সেই

মন্ত্রমষ্টশঃ সুরভিমুদ্রিকয়া পরিপূর্ণমর্চ্চয়তু গন্ধপুষ্পৈঃ।
হরিমর্থয়েদথ কৃতপ্রসারাঞ্জলিরাস্যতোঽস্য বিসরেচ্চ মহঃ ॥১৪
বীতিহোত্রদয়িতান্তমুচ্চরন্ মূলমন্ত্রমথ নিঃক্ষিপেজ্জলম্।
অর্পয়েত্তদমৃতাত্মকং হবির্দ্দোর্ভজাসকুসুমং সমুদ্ধরন্ ॥ ১৫
নিবেদয়ামি ভগবতে জুষাণেদং হবির্হবিঃ।
নিবেদ্যার্পণমন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বার্চ্চাসু নিজাখ্যয়া ॥ ১৬
গ্রাসমুদ্রাং বামদোষ্ণা বিকচোৎপলসন্নিভাম্।
প্রদর্শয়ন্ দক্ষিণেন প্রাণাদীনাঞ্চ দর্শয়েৎ ॥ ১৭
স্পৃশেৎ কনিষ্ঠোপকনিষ্ঠিকে দ্বে সাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না প্রথমেহ মুদ্রা।
তথাপরা তর্জ্জনিমধ্যমে স্যাদনামিকামধ্যমিকে চ মধ্যা ॥ ১৮
অনামিকাতর্জ্জনিমধ্যমাঃ স্যাৎ তদ্বচ্চতুর্থী সকনিষ্ঠিকাস্তাঃ।
স্যাৎ পঞ্চমী তদ্বদিতি প্রদিষ্টাঃ প্রাণাদিমুদ্রা নিজমন্ত্রযুক্তাঃ ॥ ১৯
প্রাণাপানব্যানসমানোদানাঃ ক্রমাচ্চতুর্থ্যা যুক্তাঃ।
তারাধারবদ্ধা চেদ্ধা কৃষ্ণাধ্বনস্ততো মনবঃ ॥ ২০

পদার্থসমূহ মন্ত্রদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া জপ করিবে। ১৩। সুরভি-মুদ্রাক্রমে সেই মন্ত্র অষ্টবার জপ করিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পুনর্ব্বার অর্চ্চনা হইলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শ্রীহরিসমীপে প্রার্থনা ও তাঁহার মুখ হইতে তেজ নিঃসৃত হইতে থাকিবে। ১৪। স্বাহাপদ পর্য্যন্ত মূলমন্ত্রের উল্লেখ করিয়া জলনিক্ষেপপূর্ব্বক সেই অমৃতময় ঘৃত হস্তস্থিত কুসুমদ্বারা উদ্ধারান্তে সমর্পণ করিবে। ১৫। শ্রীকৃষ্ণের নিজনামে সমস্ত পূজার নৈবেদ্য সমর্পণের জন্য এই মন্ত্র কহিবেন যে, ভগবানের প্রতি এই সঘৃত পদার্থ সকল নিবেদন করিতেছি। ১৬। প্রস্ফুটিত পদ্মের তুল্য গ্রাসমুদ্রা বাম হস্তে প্রদর্শন করিয়া দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি মুদ্রা অর্থাৎ প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি প্রদর্শন করাইবে। ১৭। কনিষ্ঠ এবং অনামিকা দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ সহকারে মস্তকেতে প্রথমতঃ এই মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া তদনন্তর তর্জ্জনী মধ্যমা এবং অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি সহকারে মধ্যমুদ্রা দেখাইতে হইবে। ১৮। অনামিকা তর্জ্জনী এবং মধ্যমা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে যথাক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুলি

ততো নিবেদ্য মুদ্রিকাং প্রধানয়া করদ্বয়ে।
স্পৃশত্বনামিকাং নিজাং মনুং জপন্ প্রদর্শয়েৎ ॥ ২১
নন্দজোঽম্বুমম্বুবিন্দযুঙ্নতির্বামপার্শ্বউদরাত্মনি চ।
রুদ্ধ আত্মনি নিবেদ্যমাত্মভূর্ম্মাং স পার্শ্বমনিলস্তথা নিযুক্ ॥ ২২
মণ্ডলমভিতো মন্ত্রী বীজাঙ্কুরভাজনানি বিন্যস্য।
পিষ্টময়ানপি দীপান্ ঘৃতপূর্ণান্ বিন্যসেৎ সুদীপ্তশিখান্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

যোগ করিয়া নিজমন্ত্রযুক্ত প্রাণাদি মুদ্রা করা আবশ্যক। ১৯। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান এবং উদান প্রভৃতি শব্দে ক্রমশঃ চতুর্থী বিভক্তিযোগ করিয়া তাহাতে শ্রীরাধার বন্ধনপূর্ব্বক স্বাহাপদ সহকারে শ্রীকৃষ্ণ পথের অনুগামী মন্ত্র সকল বিরচিত হইবে। ২০। অনন্তর হস্তদ্বারা প্রধান মুদ্রার প্রদর্শন করিয়া স্বকীয় অনামিকাঙ্গুলীর সংস্পর্শপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে। ২১। তৎপরে জলবিন্দু প্রদান করিয়া নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক বামপার্শ্বে এবং উদরে ও আত্মাতে নৈবেদ্য সকল যথাকার্য্য নিযুক্ত হইতেছে এইরূপ ধ্যান করিবে। ২২। মধ্যবেত্তা সাধক পূজামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী বীজ এবং অঙ্কুরের পত্র সকল বিন্যাসপূর্ব্বক ঘৃতপূর্ণ, পিষ্টময় এবং সুদীপ্তশিখাবিশিষ্ট দীপসকল বিন্যস্ত করিবে। ২৩।

নবমোঽধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ

অথ সংস্কৃতে হুতবহে
বিমলধীরভিবাহ্য সম্যগভিপূজ্য।
হরিং জুহুয়াৎ সিতাঘৃত-
ঘৃতেন পয়ঃপরিসাধিতেন সিতদীদিবিনা॥ ১
অষ্টোত্তরসহস্রং সমাপ্য হোমং পুনর্ব্বলিং দদ্যাৎ।
বশিষ্ঠাধিনাথেভ্যো নক্ষত্রেভ্যস্ততশ্চ করণেভ্যঃ॥ ২
সংপাদ্য পাণী চ সুধাং সমর্প্য দত্বাম্ভ উদ্বাস্য মুখার্চ্চিরাস্যে।
নৈবেদ্যমুদ্ধৃত্য নিবেদ্য বিশ্বক্সেনায় পৃথ্বীমুপলিপ্য ভূয়ঃ॥ ৩
গণ্ডূষদন্তধবনাচমনাস্যহস্ত-
সৃক্ত্যাম্বুলেপমুখবাসকমাল্যভূষাঃ।
তাম্বূলমপ্যতিনিবেদ্য সুরাদ্যনৃত্য-
গীতৈঃ সুদৃপ্তমভিপূজয়তাৎ পুরেব॥ ৪

ব্যাসদেব কহিতেছেন।—অনন্তর সংস্কৃতাগ্নিতে ভক্তিসহকারে সম্যগ্‌ভাবে শ্রীহরিপূজা করিয়া শুদ্ধমতি সাধক ঘৃত ও শর্করাযুক্ত দুগ্ধ-নিষ্পাদিত পদার্থদ্বারা হোম করিবে। ১। এইরূপ অষ্টোত্তরসহস্র-সংখ্যক হোম সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার পূজার উপহার সকল (এই স্থলে মূলগ্রন্থের লিখিত 'বলি' শব্দের বাচ্য উপহার) প্রদান করিবে ও বশিষ্ঠাধিনাথ নক্ষত্র এবং তৎপরে 'করণ' সমূহের উদ্দেশ্যে তৎসমুদয় প্রদত্ত হইবে। ২। হস্তদ্বয়ের বিস্তারপূর্ব্বক সুধাসমর্পণ করিয়া অগ্নিমুখে জলদান করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নৈবেদ্য উপহার দিয়া পৃথিবীকে পুনর্ব্বার উপলেপন করিবে। ৩। গণ্ডূষ মধ্যে জলগ্রহণপূর্ব্বক দন্তধাবন, আচমন,

গন্ধাদিভিঃ সপরিবারমথার্ঘ্যমস্মৈ
দত্ত্বা বিধায় কুসুমাঞ্জলিমাদরেণ।
স্তুত্বা প্রণম্য শিরসা চুলকোদকেন
আত্মানমর্পয়তু তচ্চরণারবিন্দে ॥ ৫
ইতি পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যাবস্থাসু মনসা বাচা ॥ ৬
কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতম্।
যদুক্তং যৎ কৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা ॥ ৭
মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়েঽহং সমর্পয়ে।
ওঁ তৎসদিতি সংপ্রোক্তো মন্ত্রঃ স্বাত্মার্পণে শুভঃ ॥ ৮
অনুস্মরন্ কলসগমচ্যুতং
জপন্ সহস্রকং বুধো বপুস্থ্য-
থোদিতোজ্ঝিতঃ সমা চিতীর্বিনা-
প্যতস্তদপি নয়েৎ সুধাত্মতাম্ ॥ ৯

মুখ ও হস্ত প্রক্ষালনানন্তর বেদোক্ত মন্ত্রের পাঠ করিয়া চন্দন, মুখবাস এবং মাল্য, ভূষণ ও তাম্বূল প্রভৃতি নিবেদনান্তে নৃত্য গীত প্রভৃতি সমারোহ করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। ৪। অনন্তর গন্ধপুষ্পাদিসহ তাঁহাকে সপরিবারে অর্ঘ্য প্রদান এবং আদরের সহিত পুষ্পাঞ্জলির বিধান করিয়া স্তব এবং মস্তকদ্বারা প্রণতিপূর্ব্বক গণ্ডূষজলে তাঁহার চরণারবিন্দে আত্ম-সমর্পণ করিবে। ৫। এই প্রকারে পূর্ব্ববৎ প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ এবং ধর্ম্মাধিকারে ও জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি নামক অবস্থাতে মন এবং বাক্যদ্বারা হস্ত, পদ, উদর এবং লিঙ্গদ্বারা যে সমস্ত কার্য্য স্মৃত কথিত এবং কৃত হইয়াছে তাহা স্বাহা শব্দে ব্রহ্মার্পণ করিবে। ৬-৭। আমি আমার আত্মা এবং অপর সমুদয় পদার্থ শ্রীহরির প্রতি সমর্পণ করিতেছি ইহাতে স্বকীয় আত্মার্পণ বিষয়ে "ওঁ তৎসৎ" এই শুভমন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৮। ঘটস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণপূর্ব্বক সহস্রবার মন্ত্র জপ করিয়া শরীরস্থিত আত্মজ্ঞান-সহকারে আপনাকে অমৃত-ভাজন জ্ঞান করিবে। ৯।

ধ্বজতোরণাদিক্‌কলসাদিগতা-
মপি মণ্ডপমণ্ডলকুণ্ডলতাম্।
অভিযোজ্য চিতিং কলসে কুসুমৈঃ
পরিপূজ্য জপেৎ পুনরষ্টশতম্॥ ১০
অথ শিষ্য উপোষিতঃ প্রভাতে
কৃতনিত্যঃ সুসিতাম্বরঃ সুবেশঃ।
ধরণীধনধান্যগোবহুলৈ-
র্ব্বিনয়াদ্বিপ্রবরান্ হরেঃ প্রসাদ্য॥ ১১
ভূয়ঃ পরীত্য প্রণিপত্য দেশিকং
তস্মৈ পরস্মৈ পূরুষায় দেহিনে।
তাং বিত্তশাঠ্যং পরিহৃত্য দক্ষিণাং
দত্ত্বা তনুং স্বাঞ্চ সমর্পয়েৎ সুধীঃ॥ ১২
অথাভিষেকমণ্ডপে সুখোপবিষ্টমাসনে।
গুরুর্ব্বিশোধয়েদমুং পুরেব শোষণাদিভিঃ॥ ১৩
পীঠন্যাসাবসানং বপুষি বিমলধীর্ন্যস্য তস্যাসিকায়া-
মন্ত্রেণাভ্যর্চ্চ্য দূর্ব্বাক্ষতকুসুমযুতাং রোচনাং কে নিধায়।
আশীর্ব্বাদৈর্দ্বিজানাং বিশদপটুরবৈর্গীতবাদিত্রঘোষৈ-
র্মঙ্গল্যৈরানয়ত্তং কলসমভিবৃতস্তৎসমীপং প্রতীতঃ॥ ১৪

ধ্বজা, তোরণ, বহির্দ্বারস্থিত কলসী ও পূজামণ্ডপের মণ্ডলস্থ কুণ্ডলাদি একত্রিত করিয়া পুনর্ব্বার মূলমন্ত্র অষ্টশত জপ করিবে। ১০। অনন্তর শিষ্য উপবাসান্তে প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক সুন্দর শ্বেতবস্ত্র এবং বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া হরিভক্ত ব্রাহ্মণগণকে বিনয় বাক্যে ভূমি, ধন, ধান্য এবং গাভীসকল যথেষ্ট পরিমাণে দান করিয়া প্রসন্ন করিবে। ১১। পুনর্ব্বার প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই পরমপুরুষের দেহ সেই স্থানে অধিষ্ঠিত বিবেচনা করিয়া বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ সাধক দক্ষিণা প্রদান করিয়া স্বকীয় শরীর (গুরুচরণে) সমর্পিত করিবে। ১২। অনন্তর অভিষেকমণ্ডপে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট শিষ্যকে গুরু পূর্ব্ববৎ শোষণ দ্বারা

তেনাভিলীঢ়মণিমন্ত্রমহৌষধেন
ধাম্না পরেণ পরমামৃতরূপভাজা।
সংপূরয়ন্ বপুরমুষ্য ততো বিতন্বন্
তৎসামবর্ণ্যমভিষেচয়তাৎ যথাবৎ ॥ ১৫
শাদ্যৈরা২২ন্তিমবর্ণৈরন্তিশ্চ পূর্ণতনুস্ত্রিব্যক্তমন্ত্রান্তৈঃ।
পরিধৃতসিততরবসনদ্বিতয়ো বাচংযমঃ সমাচান্তঃ ॥ ১৬
বহুশঃ প্রণম্য দেশিকনামানং হরিমথোপসংপূজ্য।
তদ্দক্ষিণতস্তিষ্ঠেদভিমুখ একাগ্রমানসঃ শিষ্যঃ ॥ ১৭
ন্যাসৈর্যথাবিধি তমচ্যুতসাদ্বিধায়
গন্ধাক্ষতাদিভিরলংকৃতবর্ম্মণোঽস্য।
ঋষ্যাদিযুক্তমথ মন্ত্রবরং যথাবৎ
ব্রূয়াৎ ত্রিশো গুরুরনর্ঘ্যমবাকমন্তে ॥ ১৮
গুরুণা বিধিবৎ প্রসাধিতং
মনুমষ্টোত্তরশতংপ্রজপ্য বুধঃ।
অভিবন্দ্য ততঃ শৃণোতি সম্যক্
সময়ান্ ভক্তিভরেণ নম্রমূর্ত্তিঃ ॥ ১৯

পরিশুদ্ধ করিবেন। ১৩। নির্ম্মলবুদ্ধি সাধক শরীরমধ্যে পীঠন্যাসের অনুষ্ঠান শেষ করিয়া দূর্ব্বাক্ষত পুষ্পযুক্ত রোচনা প্রভৃতি দ্রব্যসকল সংস্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ এবং সুস্পষ্ট মাঙ্গলিক গীতবাদ্যাদি সহযোগে তাঁহাকে সংস্থাপিত ঘটের সমীপবর্ত্তী করিবেন।১৪। অনন্তর মণিমন্ত্র এবং মহৌষধিদ্বারা পরমামৃত-রূপধারী পরমপুরুষ (শ্রীকৃষ্ণকে) পরমধামস্বরূপ সেই ঘটাভিমুখে আবাহন করিয়া যথাবৎ অভিষেক করিতে হইবে। ১৫। 'শ' বর্ণ হইতে শেষবর্ণ পর্য্যন্ত মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া সেই ঘট জল দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইলে শ্বেতবস্ত্রধারী সাধক মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দ্বিতীয়বার আচমন করিবেন। ১৬। দেশিকনামক শ্রীহরিকে বারবার প্রণতিপূর্ব্বক পূজা করিয়া তাঁহার (গুরুর) দক্ষিণদিকে যাইয়া সম্মুখভাগে একাগ্রচিত্তে মন্ত্রবেত্তা শিষ্য উপনীত হইবে।১৭। অনন্তর গুরু যথাবিধি ন্যাস

দত্ত্বা শিষ্যায় মনুং ন্যস্যাথ গুরুঃ কৃতাত্মযজনবিধিঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রং স্বশক্তিহানানবাপ্তয়ে জপ্যাৎ ॥ ২০
কুম্ভাদিকঞ্চ সকলং গুরবে নিবেদ্য
সংপূজয়েৎ দ্বিজবরানপি ভোজ্যজাতৈঃ।
কুর্ব্বন্ত্যনেন বিধিনা য ইহাভিষেকং
তে সম্পদাং নিলয়নং হি ত এব ধন্যাঃ ॥ ২১
সংক্ষিপ্য কিঞ্চিদুদিতা সমর্প্য দীক্ষা সংস্মরণায় বিষমধিয়াম্।
এনাং প্রবিশ্য মন্ত্রী সর্ব্বান্ মন্ত্রান্ জপেৎ জুহুয়াৎ যজেত ॥ ২২

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

করিয়া তাহাকে দেবতা উদ্দেশে অর্পণ করিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিবে; তৎপরে ঋষি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তিনবার মৌনাবলম্বনে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ১৮। গুরুকর্তৃক যথাবিধি প্রসাধিত মন্ত্রের অষ্টোত্তরশতবার জপ করত তাঁহার অভিবাদন করিয়া বিজ্ঞ সাধক গুরুর নিকট হইতে বিনীতভাবে উপদেশ শ্রবণ করিবে। ১৯। অনন্তর গুরুদেব শিষ্যকে পূজাবিধি এবং আত্মকৃত মন্ত্রের ন্যাস বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া অষ্টোত্তরসহস্রবার স্বীয় শক্তিহানির পুনঃপ্রাপ্তির জন্য জপ করিবেন। ২০। শিষ্য কুম্ভাদি সকল পদার্থ গুরুকে নিবেদন করিয়া ভোজ্যসমূহের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবে; কারণ যে কেহ ইহলোকে এই প্রকার বিধি অনুসারে অভিষেক ক্রিয়া করেন তিনি ঐশ্বর্য্যশালী এবং ধন্য হয়েন।২১। বিষমবুদ্ধি সাধকদিগের স্মরণার্থে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ বিধি ব্যক্ত করা হইল, ইহাতেই মন্ত্রজ্ঞ সাধকেরা আত্মসমর্পণে, মন্ত্রগ্রহণে এবং সকল মন্ত্রের জপ, হোম এবং পূজা করিতে অধিকারী হইবেন। ২২।

দশমোঽধ্যায়ঃ

-:-*-:-

শ্রীব্যাস উবাচ

চৈত্রেন্দুতন্মাসি তমিস্রপক্ষে
পুণ্যক্ষেত্রে দেশিকাৎ প্রাপ্য দীক্ষাম্।
তেনাজ্ঞপ্তঃ পূর্ব্বসেবাং দ্বিতীয়ে
মাসি দ্বাদশ্যামারভেতামলায়াম্॥ ১

কৃত্বা স্নানাদ্যং কর্ম্ম দেহার্চ্চনান্তং
বর্ত্মাশ্রিত্য প্রাগীরিতং মন্ত্রিমুখ্যঃ।
শুদ্ধো মৌনী ব্রহ্মচারী নিশাশী
জপ্যাচ্ছান্তাত্মা শুদ্ধপদ্মাক্ষদাম্না॥ ২

তন্বন্ শুশ্রূষাং গোষু তাভ্যঃ প্রযচ্ছন্
গ্রাসং ভূতেষু প্রোদ্বহংশ্চানুকম্পাম্।
মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীং দেবতাং বন্দমানো
দুর্গাং দুর্ব্বোধধ্বান্তভানুং গুরুঞ্চ॥ ৩

কুর্ব্বন্নাত্মীয়ং কর্ম্ম বর্ণাশ্রমস্থং
মন্ত্রং জপ্ত্বাঽদ্ভিঃ স্নানকারিণীভিঃ সিঞ্চেৎ।
আচমেন পার্থস্তত্ত্বসংখ্যং প্রজপ্তং
ভুঞ্জানশ্চানু সপ্তজপ্তান্ ধনাঢ্যঃ॥ ৪

ব্যাসদেব কহিতেছেন।—চান্দ্র চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে গুরুদেবের নিকটে পবিত্রস্থানে দীক্ষালাভ করিয়া তাহার দ্বিতীয়মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে তাঁহার আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বসেবা আরম্ভ করিবে। ১। স্নানাদি দেহার্চ্চনার কর্ম্ম সমাধা করিয়া মন্ত্রবেত্তা সাধক পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ, মৌনী, ব্রহ্মচারী, রাত্রিতে ভোজনশীল ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া পরিশুদ্ধ পদ্মবীজের মালা জপ করিবে। ২। গাভীর শুশ্রূষা এবং

অদ্রেঃ শৃঙ্গে নদ্যাস্তটে বিল্বমূল-
তোয়ে হৃদ্দম্যে গোকুলে বিষ্ণুগৃহে।
অশ্বত্থাদধস্তাদম্বুধেশ্চাপি তীরে
স্থানেম্বেতেম্বাসীনাস্ত্বেকৈকশস্তু ॥ ৫
প্রজপেদযুতচতুষ্কং দশাক্ষরং মনুবরং পৃথক্ ক্রমশঃ।
অষ্টাদশাক্ষরং চেদযুতদ্বয়মীরিতা সংখ্যা ॥ ৬
শাকং মূলং ফলং গোস্তনভবদধিনীভৈক্ষমন্নঞ্চ শক্তূন্,
দৌগ্ধান্নং চাদদানঃ ক্ষিতিধরশিখরাদৌ ক্রমাৎ স্থানভেদে।
একং বৈ পানশক্তৌ গদিতমিতি ময়া পূর্ব্বসেবাবিধানং
নিবৃত্তেঽস্মিন্ ভূয়ঃ প্রজপতু বিধিবৎ সিদ্ধয়ে সাধকেন্দ্রঃ ॥ ৭
দেহার্চ্চনান্তে দিনশো দিনাদৌ
দীক্ষোক্তমার্গদ্বিতয়ং বিধানম্।
আশ্রিত্য কৃষ্ণং প্রযজেদ্বিবিক্ত-
গেহেষু নিষ্ঠো হুতশিষ্টভোজী ॥ ৮

তাহাদিগকে গ্রাসদান ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ এবং মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গার ও দুর্ব্বোধরূপ অন্ধকারনাশক গুরুজনের প্রতি বন্দনাকারক শিষ্য আপনার বর্ণাশ্রমের কর্ম্ম ও মূলমন্ত্র জপ করিয়া স্নানার্থ জলদ্বারা অভিষেক করিবে; আচমনার্থে চতুর্ব্বিংশতিবার এবং তদনন্তর সপ্তবার জপ করিয়া ধনবান্ এবং সুখভোগী হইবে। ৩-৪। পর্ব্বতশৃঙ্গে, নদীতটে, বিল্বমূলে, জলমধ্যে, চিত্তানন্দকর স্থানে, গোকুলে, বিষ্ণুমণ্ডপে, অশ্বত্থমূলে, জলসমীপে এক একবার উপবিষ্ট হইয়া চত্বারিংশৎ সহস্রবার দশাক্ষরমন্ত্র যথাক্রমে জপ করিবে এবং বিংশতিসহস্রবার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের জপ করিবে। ৫-৬। শাক, মূল, ফল, দুগ্ধ, দধি, ভোজনীয় অন্ন, ছাতু এবং পায়স পর্ব্বতাদির শিখরাদি স্থানভেদে লইয়া যাইবে। পানশক্তি বিষয়ে আমি একবার পূর্ব্বসেবার বিধান বর্ণনা করিয়াছি, তাহার নিবৃত্তি হইলে যথাবিধি সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রেষ্ঠসাধক পুনর্ব্বার জপ করিতে থাকিবেন। ৭। প্রাতঃকালে প্রতিদিন দেহ মার্জ্জন করিয়া দীক্ষানুযায়িনী দ্বিতীয় পদ্ধতি

দশলক্ষমক্ষয়ফলদং মন্নুং
প্রতিজপ্য নির্ম্মলমতির্দ্দশাক্ষরম্।
জুহুয়াদ্‌গুড়াজ্যমধুসংযুতৈর্নবৈ
র্ব্বরুণাত্ম্যজৈহু তবহে দশাযুতম্॥ ৯
শুষিলযুগলবর্ণঞ্চেম্মনুং পঞ্চলক্ষং
প্রজপতু জুহুয়াচ্চ প্রোক্তক্ পুর্দ্ধিলক্ষম্।
অমলমতিরলাভে পায়সৈরম্বুজানাং
ঘৃতসহিতসিতাভৈরারভেদ্ধোমকর্ম্ম॥ ১০
অশক্তানাং হোমে নিগমরসনাগেন্দ্রগুণিতো
জপঃ কার্য্যশ্চেতি দ্বিজনৃপবিশামাহুরপরে।
স হোমশ্চেদেষাং সম ইহ জপো হোমবলিতো
য উক্তো বর্ণানাং স খলু বিহিতস্তচ্চ ন দৃশাম্॥ ১১
যং বর্ণমাশ্রিতো যঃ শূদ্রঃ স চ তনুতাং ধ্রুবং বিহিতম্।
বিদধীত জপং বিধিবৎ শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিভবাবনম্রতনুঃ॥ ১২
পুনরভিষিক্তো গুরুণা বিধিবৎ বিশ্রাণ্য দক্ষিণাং তস্মৈ।
অভ্যবহার্য্য চ বিপ্রান্ বিভবৈঃ সংপ্রীণয়েচ্চ ভক্তিযুতঃ॥ ১৩

অবলম্বন করিয়া নির্জ্জন গৃহে ভক্তিনিষ্ঠ যজ্ঞাবশিষ্টমাত্র ভোজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে হয়। ৮। নির্ম্মলমতি সাধক অক্ষয় ফলদাতা দশাক্ষর মন্ত্রের দশলক্ষবার জপ করিয়া গুড়-আজ্য-মধু সংযুক্ত পদ্মদ্বারা দশ অযুত হোম করিবে। ৯। অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের পঞ্চলক্ষ জপ করিয়া পঞ্চাশৎ সহস্রবার হোম করিবে; যদ্যপি নির্ম্মলমতি সাধক পদ্মাদি সংগ্রহ করিতে না পারেন তবে তিনি ঘৃতাদিযুক্ত পায়সদ্বারা উক্ত হোমের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। ১০। পূর্ব্বোক্ত সংখ্যানুসারে হোম করিতে অসমর্থ হইলে দ্বিজ, নৃপ এবং বৈশ্যদিগের দ্বাদশবার জপ করিবার বিধি আছে অর্থাৎ এই সকল মন্ত্রের জপ এবং হোম মন্ত্রদৃষ্টবর্ণের সমান সংখ্যক হইবার বিধান বর্ণিত হইয়াছে। ১১। শূদ্রেরা যে বর্ণাশ্রয় করিয়াই জপের বিধান করিবে শ্রদ্ধা এবং ভক্তিযুক্ত

ইতি মন্ত্রবরং দ্বিতয়ান্তবরং পরিবাধ্য জপাদিভিরচ্যুতধীঃ।
প্রযজেৎ সবনত্রিতয়ে দিনশো বিধিনাথ মুকুন্দমমন্দমতিঃ॥ ১৪
অথ শ্রীমদুদ্যানসংব্রাত হেমস্থলোদ্ভাসিরত্নস্ফুরন্মণ্ডপান্তঃ।
লসৎকল্পবৃক্ষাধ উদ্দীপ্তরত্নস্থলাধিষ্ঠিতাম্ভোজপীঠাধিরূঢ়ম্॥ ১৫
মহানীলনীলাভমত্যন্তবালং
গুড়স্নিগ্ধবক্রান্তবিস্রস্তকেশম্।
অনির্ব্বাতপর্য্যাকুলোৎফুল্লপদ্ম-
প্রমুগ্ধাননং শ্রীমদিন্দীবরাক্ষম্॥ ১৬
চলৎকুণ্ডলোল্লাসিসোৎফুল্লগণ্ডং
সুঘোণং সুশোণাধরং সুস্মিতাস্যম্।
অনেকাশ্মরশ্ম্যুল্লসৎকণ্ঠভূষং
লসন্তং বহন্তং নখং পৌণ্ডরীকম্॥ ১৭
সমুদ্ভূষরোরঃস্থলং বেণুধুন্যা সুপুষ্টাঙ্গমষ্টাপদাকল্পদীপ্তম্।
কটীরস্থলে চারুজঙ্ঘান্তযুগ্মে পিনদ্ধং ক্বণৎকিঙ্কিণীজালদাম্না॥ ১৮

হইলে তাহাই সিদ্ধ হইতে পারিবে। ১২। গুরুকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার অভিষিক্ত হইয়া এবং বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া ভক্তিসহকারে বিপ্রগণকে ধনদান করত পরিতুষ্ট করিবে। ১৩। নির্ম্মলবুদ্ধি এবং শুদ্ধমতি সাধক এই দ্বিতীয়মন্ত্র জপাদিদ্বারা আপনার আয়ত্ত করিয়া ক্রমশঃ তিন দিন পর্য্যন্ত যথাবিধি মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। ১৪। অনন্তর উদ্যানস্থিত শ্রীযুক্ত এবং সুবর্ণ ও রত্নের আভাবিশিষ্ট কল্পবৃক্ষস্বরূপ, পদ্মপীঠে অধিরূঢ় এবং উদ্দীপ্ত রত্নস্থলে অধিষ্ঠিত, অত্যন্ত নীলবর্ণের আভাবিশিষ্ট এবং বালস্বভাব ও ঈষৎবক্র বিলসিত কেশযুক্ত ও ঈষৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় প্রমুগ্ধ মুখ ও সুন্দর কমলনয়নবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন (ইহা চিন্তা করিবেন)। ১৫-১৬। তাঁহার গণ্ডস্থলে চলায়মান মণিকুণ্ডল শোভা পাইতেছে; তাঁহার নাসিকা মনোহর, পদ্মের ন্যায় মুখমণ্ডল হাস্যযুক্ত এবং তাঁহার কণ্ঠদেশে বহুতর রত্নের জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে ও নখাবলী পদ্মসদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে। ১৭। বংশীধ্বনিতে তাঁহার

হসন্তং হসদ্বন্ধুজীবপ্রসূনপ্রভং পাণিপাদাম্বুজোদারকান্ত্যা।
করে দক্ষিণে পায়সং বামহস্তে দধানং নবং শুদ্ধহৈয়ঙ্গবীনম্॥ ১৯

মহীভারভূতামরারাতিযূথা-
ননঃ পূতনাদীন্নিহন্তুং প্রবৃত্তম্।
প্রভুং গোপিকাগোপবৃন্দৈঃ পরীতং
সুরেন্দ্রাদিভির্ব্বন্দিতং দেববৃন্দৈঃ॥ ২০

প্রগে পূজয়িত্বেত্যনুস্মৃত্য কৃষ্ণং
তদঙ্গেন্দ্রবজ্রাদিভির্ভক্তিনম্রঃ।
সিতামে চ হৈয়ঙ্গবীনৈশ্চ দধ্না
বিমিশ্রেণ দৌগ্ধেন সংপ্রীণয়েত্তম্॥ ২১

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীররাত্রে
দশমোঽধ্যায়ঃ॥

বক্ষঃস্থল উদ্দীপ্ত হইতেছে, অঙ্গসকল কাঞ্চন সদৃশ উজ্জ্বল এবং কটি ও জঙ্ঘাযুগলে পরিহিত কিঙ্কিণীসমূহের মালা শব্দায়মান হইতেছে। ১৮। বিকশিত বন্ধুজীবপুষ্পের ন্যায় তাঁহার মধুর হাস্য, হস্ত এবং চরণাম্বুজ শ্রেষ্ঠ কান্তিদ্বারা প্রভাবিশিষ্ট; তাঁহার দক্ষিণহস্তে পায়স এবং বামকরে শুদ্ধ নবনীত রহিয়াছে। ১৯। পৃথিবীর ভারভূত দেবারিগণ, শকটাসুর এবং পুতনা প্রভৃতির বিনাশ জন্য প্রবৃত্ত অর্থাৎ অবতীর্ণ এবং গোপিকা ও গোপসমূহে পরিবৃত এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের বন্দিত প্রভুই পূজ্য হইতেছেন। ২০। শ্রীকৃষ্ণকে তদঙ্গ ইন্দ্রবজ্রাদি দ্বারা স্মরণপূর্ব্বক ভক্তি ও নম্রভাবে নবনীত, দধি, ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া পূজা করত তাঁহার প্রীতি জন্মাইবে। ২১।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্যাস উবাচ

ইতি প্রাতরর্চ্চয়েদচ্যুতং যো
নরঃ প্রত্যহং শশ্বদাস্তিক্যযুক্তঃ।
লভেৎ সোঽচিরেণৈব লক্ষ্মীং সমগ্রা-
মিহ প্রেত্য শুদ্ধিং পরং ধাম ভূয়াৎ॥ ১

অহ্নো মুখেঽনুদিনমিত্যভিপূজ্য শৌরিং
দধ্নাথবা গুড়যুতেন নিবেদ্য তোয়ৈঃ।
শ্রীমন্মুখে সমতিতর্প্য তদ্ধিয়া তং
জপ্যাৎ সহস্রমথ সাষ্টকমাদরেণ॥ ২

মধ্যন্দিনে জপবিধানবিশিষ্টরূপং
বন্দ্যং সুরর্ষিযতিখেচরমুখ্যবৃন্দৈঃ।
গোগোপবনিতানিকরৈঃ পরীতং
সান্দ্রাম্বুদচ্ছবিসুজাতমনোহরাঙ্গম্॥ ৩

শ্রীব্যাসদেব কহিলেন।—যে ব্যক্তি এই প্রকার প্রাতঃকালে প্রতিদিবস স্থিরবিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করে সে ইহলোকে অবিলম্বে সর্ব্বসৌভাগ্য লাভ করে এবং শুচি হইয়া অন্তকালে পরমধাম প্রাপ্ত হয়। ১। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া দধি অথবা গুড়যুক্ত নৈবেদ্য জলদ্বারা নিবেদনান্তে তাঁহার মুখমণ্ডলে সমর্পিত হইল বিবেচনা করিয়া তাহাতে অষ্টোত্তর সহস্রবার নিজ মন্ত্র যত্নপূর্ব্বক জপ করিবে। ২। মধ্যাহ্নকালে জপবিধি অনুসারে বিশিষ্টরূপ দেবর্ষি, যতি, ও দেবতাগণদ্বারা বন্দনীয় এবং গাভি ও গোপিকাগণে বেষ্টিত এবং নিবিড় মেঘজালের বর্ণের ন্যায় মনোহর অঙ্গবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ

মায়ূরপত্রপরিক্লৃপ্তবতংসরম্যং
ধম্মিল্লমুল্লসিতচিল্লিকমম্বুজাক্ষম্ ।
পূর্ণেন্দুবিম্ববদনং মণিকুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডং সুনাসমতিসুন্দরমন্দহাসম্ ॥ ৪
পীতাম্বরং রুচিরনূপুরহারকাঞ্চী-
কেয়ূরকার্ম্মিকটকাদিভিরুজ্জ্বলাঙ্গম্ ।
দিব্যানুলেপনবিষঙ্গিতমংসরাজ-
দম্লানচিত্রবনমালমনঙ্গদীপ্তম্ ॥ ৫
বেণুং ধমন্তমথ বামকরে দধানং
সব্যেতরে পশুপযষ্টিমুদারবেশম্ ।
দক্ষে মণিপ্রবরমীপ্সিতদানদক্ষং
ধ্যাত্বৈবমর্চ্চয়তু নন্দজমিন্দিরাপ্ত্যৈ ॥ ৬
দামাদিকাঙ্গদয়িতাসুহৃদঙ্ঘ্রিপেন্দ্র-
বজ্রাদিভিঃ সমভিপূজ্য যথা বিধানম্ ।
দীক্ষাবিধানকথিতঞ্চ নিবেদ্যজাতং
হৈমে নিবেদয়তু পাত্রবরে যথাবৎ ॥ ৭

করিতেছেন। ৩। ময়ূরপক্ষে নিৰ্ম্মিত ভূষণশোভিত কেশ, কমলসদৃশ নয়ন, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল, মণিকুণ্ডলের শোভাযুক্ত গণ্ডস্থলী, সুন্দর নাসিকা ও তাঁহার অতি রম্য ঈষৎ হাস্য শোভমান হইতেছে। ৪। তিনি পীতাম্বরধারী এবং মনোহর নূপুর, হার, কাঞ্চী, কেয়ূর ও বিবিধ শোভাযুক্ত বসনাদিদ্বারা উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছেন; দিব্য চন্দনাদি লেপনে এবং অমলিন বনমালাদি ভূষণে কন্দর্পের ন্যায় শোভিত হইতেছেন। ৫। মধুর ধ্বনিযুক্ত বংশী বামকরে ও দক্ষিণকরে গোচারণার্থ যষ্টি ধারণপূর্ব্বক সুবেশধারী হইয়া অভীষ্ট বরদান করিতে বিরাজিত আছেন; এইরূপে উৎকৃষ্ট রত্নে ভূষিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত ভক্তিমান্ সাধক তাঁহার পূজা করিবে। ৬। পূর্ব্বোক্তরূপ দীক্ষাবিধির নিয়মানুসারে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশধারী শ্রীকৃষ্ণের যথাবিধি পূজা

অষ্টোত্তরশতমথো জুহুয়াৎ পয়োঽন্নৈঃ
　　সর্পির্যুতৈঃ সুসিতশর্করয়া বিমিশ্রৈঃ।
দত্ত্বাদ্বলিঞ্চ নিজদিক্ষু সুরর্ষিযোগি-
　　রক্ষোপদৈবতগণেভ্য উদারচেতাঃ ॥ ৮
নবনীতমিলিতপায়সধিয়ার্চ্চনান্তে জনৈর্ম্মুখং তস্য।
সংতর্প্য জপতু মন্ত্রী সহস্রমষ্টোত্তরশতং বাপি ॥ ৯
অহ্নো মধ্যে বল্লবীবল্লভং তং
　　নিত্যং ভক্ত্যাভ্যর্চ্চয়েদ্‌যো নরাগ্র্যঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে তং নমস্যন্তি শশ্ব-
　　দ্বর্ত্তেরন্ বৈ তদ্বশে সর্ব্বলোকাঃ ॥ ১০
মেধায়ুঃশ্রীকান্তিসৌভাগ্যযুক্তঃ
　　পুত্রৈর্ম্মিত্রৈর্গোমহীরত্নজাতৈঃ।
ভোগৈশ্চান্যৈর্ভূরিভিঃ সন্নিহাঢ্যো
　　ভূয়াদ্ধামাঽন্তে চ তস্যাচ্যুতাখ্যম্ ॥ ১১
তৃতীয়কালপূজায়ামস্তি কালবিকল্পনা।
সায়াহ্নে নিশি বেত্যত্র বদন্ত্যেকে বিপশ্চিতঃ ॥ ১২

করিয়া স্বর্ণপাত্রে নিবেদনীয় পদার্থ সকল তাঁহাকে সমর্পণ করিবে। ৭। অনন্তর ঘৃতযুক্ত এবং সুমিষ্ট শর্করা মিশ্রিত পায়সান্নে অষ্টোত্তর শতবার হোম করিয়া দেবর্ষি, যোগী, রাক্ষস এবং উপদেবতাদিগকে উদারচিত্তে নিজ নিজ পূজোপহার প্রদান করিবে। ৮। নবনীতযুক্ত পায়সান্নে তাঁহার মুখমণ্ডল পরিতৃপ্ত হইতেছে বিবেচনা করিয়া সাধকেরা সহস্রবার অথবা অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করিবেন। ৯। যে নরশ্রেষ্ঠ ভক্তি সহকারে প্রতিদিবস মধ্যাহ্ন সময়ে সেই গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, দেবতাগণ তাঁহাকে নিরন্তর নমস্কার করেন এবং সমুদয় লোক তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে। ১০। তিনি মেধা, আয়ুঃ, শ্রী, কান্তি এবং সৌভাগ্যযুক্ত পুত্র, মিত্র, গো, ভূমি ও অন্যান্য বিবিধভোগে ভোগবান্ হইয়া অন্তকালে অচ্যুতধামে গমন করেন। ১১। কোন

দশাক্ষরেণ চেদ্রাত্রৌ সায়াহ্নেঽষ্টাদশস্ততঃ।
উভয়ীমুভয়েনৈব কুর্য্যাদিত্যপরে জগুঃ॥ ১৩
সায়াহ্নে দ্বারবত্যাস্তু চিত্রোদ্যানোপশোভিতে।
দ্ব্যষ্টসাহস্রসংখ্যাতৈর্ভবনৈরভিসংবৃতে॥ ১৪
হংসসারসসংকীর্ণৈঃ কমলোৎপলশালিভিঃ।
সরোভিরমলাম্ভোভিঃ পরীতে ভবনোত্তমে॥ ১৫
উদ্যৎপ্রদ্যোতনোদ্যোতসদ্যুতৌ মণিমণ্ডপে।
মৃদ্বাস্তরে সুখাসীনং হেমাম্ভোজাসনে হরিম্॥ ১৬
নারদাদ্যৈঃ পরিবৃতমাত্মতত্ত্ববিনির্ণয়ে।
তেভ্যো মুনিভ্যঃ স্বং ধাম দিশন্তং পরমক্ষরম্॥ ১৭
ইন্দীবরনিভং সৌম্যং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
স্নিগ্ধকুন্তলসংভিন্নকিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্॥ ১৮
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্॥ ১৯

কোন পণ্ডিতেরা তৃতীয় কালে পূজা করিবার বিষয়ে সায়ংকাল অথবা রাত্রিকাল কল্পনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ১২। যদি রাত্রিতে দশাক্ষর মন্ত্রের জপ করা হয় তবে সায়ংকালে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। পর্য্যায়ক্রমে জপ করিবার বিষয় অপর সাধকেরা ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৩ মনোহর উদ্যানশোভিত ও ষোড়শ সহস্র সংখ্যক ভবনযুক্ত দ্বারাবতী পুরীতে সায়ংকালে (শ্রীকৃষ্ণের) পূজা করিতে হইবে। ১৪। সেই পুরী হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিগণে সমাকুল ও কমলোৎপল বিশিষ্ট নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ সরোবরযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট গৃহাদিতে শোভিত হইতেছে। (এইরূপ চিন্তা করিয়া) তথায় নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় কান্তিযুক্ত মণি-মণ্ডপে স্বর্ণপদ্মের কমলাসনে সুখে উপবিষ্ট শ্রীহরির পূজা করিবে। ১৫-১৬। তিনি নারদাদি ঋষিগণের নিকটে আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ার্থ পরিবৃত হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে স্বকীয় পরমাক্ষর ধামের উপদেশ দিতেছেন। ১৭। নীলপদ্মসদৃশ কোমল ও পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত চক্ষু ও স্নিগ্ধকেশযুক্ত

কাশ্মীরকপিশোরস্কং পীতকৌশেয়বাসসম্ ।
হারকেয়ূরকটকরসনাদ্যৈঃ পরিষ্কৃতম্ ॥ ২০
হৃতবিশ্বম্ভরাভূরিভারং মুদিতমানসম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মরাজদ্ভুজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২১
এবং ধ্যাত্বাঽর্চ্চয়েন্মন্ত্রী স্যাদঙ্গৈঃ প্রথমাঽঽবৃতিঃ ।
দ্বিতীয়া মহিষীভিস্তু তৃতীয়ায়াং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২২
নারদং পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশঠোদ্ধবদারুকান্ ।
বিশ্বক্সেনঞ্চ সৈনেয়ং দিক্ষ্বগ্রে বিনতাসুতম্ ॥ ২৩
লোকেশৈস্তৎপ্রহরণৈঃ পুনরাবরণদ্বয়ম্ ।
ইতি সংপূজ্য বিধিবৎ পায়সেন নিবেদয়েৎ ॥ ২৪
তর্পয়িত্বা খণ্ডমিশ্রদুগ্ধবুদ্ধ্যা জলৈর্হরিম্ ।
জপেদষ্টশতং মন্ত্রী ভাবয়ন্ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৫
পূজাসু হোমং সর্ব্বাসু কুর্য্যান্মধ্যন্দিনেঽথবা ।
আসনাদ্যর্ঘ্যপর্য্যন্তং কৃত্বা স্তুত্বা নমেৎ সুধীঃ ॥ ২৬

কিরীট ও মুকুট উজ্জ্বলরূপে শোভিত হইতেছে । ১৮ । তাঁহার প্রসন্নবদন অতি মনোহর মকরকুণ্ডলে দীপ্যমান এবং শ্রীবৎসযুক্ত বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ-মণি ও বনমালায় শোভমান হইতেছে ।১৯। তাঁহার বক্ষঃস্থল অগ্নিশিখার ন্যায় কপিশবর্ণ, পীত এবং কৌশেয় বস্ত্র পরিধান ও হার, কেয়ূর, বলয় প্রভৃতিতে তাহার অঙ্গসকল ভূষিত হইয়াছে । ২০ । তিনি পৃথিবীর সমস্ত ভার হরণ করিতেছেন এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মশোভিত ভুজচতুষ্টয়ের সহিত বিরাজ করিতেছেন । ২১ । এইরূপ ধ্যান করিয়া মন্ত্রবেত্তাসাধক অঙ্গপূজার সহিত প্রথম আবরণ পূজা করিবে এবং মহিষীগণের সহিত দ্বিতীয়াবরণ পূজা সমাপ্ত করিয়া তৃতীয়াতে তাহার অর্চ্চনা করিবে ।২২। প্রথমে সর্ব্বদিগে নারদ, পর্ব্বত, জিষ্ণু, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্সেন, সৈন্য এবং বিনতানন্দন গরুড়ের পূজা করিবে । ২৩ । ইন্দ্রাদি লোকপালের এবং তাঁহাদিগের অস্ত্রাদির দুই আবরণ পূজা যথাবিধি শেষ করিয়া পায়সান্ন নিবেদন করিবে । ২৪ । শর্করা মিশ্রিত

সমর্প্যাত্মানমুদ্বাস্য তং স্বহৃৎসরসীরুহে।
বিন্যস্য তন্ময়ো ভূত্বা পুনরাত্মানমর্চয়েৎ ॥ ২৭

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

দুগ্ধ বিবেচনায় জলদ্বারা শ্রীহরির তর্পণান্তে পুরুষোত্তমকে চিন্তা করত মন্ত্রবেত্তাসাধক অষ্টশতবার মন্ত্র জপ করিবে। ২৫। সমস্ত পূজাতে মধ্যাহ্নকালে হোম করিতে হইবে অথবা আসনাদি অর্ঘ্য পর্য্যন্ত অর্পণান্তে পূজা করিয়া সুবুদ্ধি সাধক তাঁহাকে নমস্কার করিবে। ২৬। আত্মাকে হৃৎপদ্মে সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিবে ও সেই আত্মা বিন্যস্ত এবং তন্ময় হইলে পুনর্ব্বার পরমাত্মার পূজা করিতে হইবে। ২৭।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্যাস উবাচ

সায়াহ্নে বাসুদেবং যো নিত্যমেবং যজেন্নরঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্যান্তে স যাতি পরমাং গতিম্। ১
রাত্রৌ চেন্মন্মথাক্রান্তমানসং দেবকীসুতম্।
যজেদ্রাসপরিশ্রান্তং গোপীমণ্ডলমধ্যগম্॥ ২
পৃথুং সুবৃত্তং মসৃণং বিতস্তি-
মাত্রোন্নতং কৌ বিলিখন্নশঙ্কম্।
আক্রম্য পদ্ভ্যামিতরেতরা তু
হস্তৈর্ভ্রমোঽয়ং খলু রাসগোষ্ঠী॥ ৩
স্থলনীরজমসৃণপরাগভৃতা লহরীকণজালভরেণ সতা।
মরুতা পরিতাপকৃতাধ্যুষিতে সুষিতে যমুনাপুলিনে বিপুলে॥ ৪
অশরীরনিশাতশরোন্মথিতপ্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতে।
উড়ুনাথকরৈর্বিশদীকৃতসুপ্রসরে বিচরদ্ভ্রমরীনিকরে॥ ৫

শ্রীব্যাসদেব কহিতেছেন।—যে ব্যক্তি সায়ংকালে নিত্য এইপ্রকারে বাসুদেবের অর্চ্চনা করেন তিনি সমস্ত অভিলষিত পদার্থ লাভ করিয়া অন্তকালে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। ১। যদ্যপি রাত্রিতে মন্মথাক্রান্তচিত্ত রাসক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত ও গোপীমণ্ডলের মধ্যস্থ দেবকীনন্দনের পূজা করিতে হয়, তবে স্থূলাকৃতি, সুবৃত্ত, মসৃণ এবং বিতস্তিমাত্র উন্নতা তাঁহার মূর্ত্তি ভূমিতে নিঃশঙ্কভাবে লিখিয়া তিনি যে রাসগোষ্ঠী হস্ত পদাদিদ্বারা আক্রমণ করিতেছেন তাহার পূজা করিতে হইবে। ২-৩ স্থলপদ্মের মসৃণ পরাগযুক্ত তরঙ্গকণাবিশিষ্ট বায়ুকর্ত্তৃক সেবিত সুন্দ যমুনাতীরে, অনঙ্গশরে মোহিত শত শত প্রমদাগণে ব্যাপ্ত ও চন্দ্রকিরণে

বিদ্যাধরকিন্নরসিদ্ধসুরৈর্গন্ধর্ব্বভুজঙ্গমচারণকৈঃ।
দ্বারোপহিতৈঃ সুবিমানগতৈঃ স্বৈস্বৈরতিবৃষ্টসুপুষ্পচয়ে॥ ৬
ইতরেতরবদ্ধতরপ্রমদাগমকল্পিতরাসবিহাসবিধৌ।
মণিশঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা বহুধা বিহিতস্বকদিব্যতনুম্॥ ৭
সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং দয়িতাকুলবদ্ধভুজদ্বিতয়ম্।
নিজসঙ্গবিজৃম্ভদনঙ্গশিখিজ্বলিতাঙ্গলসৎপুলকালিযুজাম্॥ ৮
বিবিধশ্রুতিভিন্নমনোজ্ঞতয়া স্বরসপ্তকমূর্চ্ছনতানগণৈঃ।
ভ্রমমাণমমূভিরুদারমণিস্ফুটমন্ত্রণসিঞ্জিতচারুতরম্॥ ৯
ইতি ভিন্নতনুং মণিভির্ম্মনিতং তপনীয়ময়ৈরিব মারকতম্।
মণিনির্ম্মিতমধ্যগশঙ্কুলসদ্বিপুলারুণপঙ্কজমধ্যগতম্॥ ১০
অতসীকুসুমাবতনুং তরুণং তরুণারুণপদ্মপলাশদৃশম্।
নবপল্লবচিত্রগুলুঞ্চলসচ্ছিখিপিচ্ছপিনদ্ধকরপ্রচয়ম্॥ ১১

শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট এবং ভ্রমরীগণের ক্রীড়াযুক্ত সুপ্রশস্ত স্থানে বিদ্যাধর, কিন্নর, সিদ্ধ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ভুজঙ্গ, বিচরণকারী প্রাণিগণ এবং সুন্দর বিমানগামী দেবকন্যাদিগের দ্বারা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় সুপুষ্পময় প্রদেশে ও পরস্পর প্রেমপাশে আবদ্ধ প্রিয়গণের আগমন কল্পিত রাস এবং হাস্য কৌতুকের বিধানে দিব্য শরীর দ্বারা তিনি যেন নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। ৪-৭। পরস্পর পৃথক্ এবং অন্তরগামী হওয়ায় সুলোচনাদিগের প্রিয়তমে ভুজদ্বয় আকুলভাবে নিবদ্ধ থাকাতে যখন ভ্রমরেরা তাহাদের নবোৎপলবোধে উদ্বেগ জন্মাইতেছে তখন নিজ নিজ সঙ্গ বিচ্ছেদে তথায় অতি আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পাইতেছে। ৮। নানাপ্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা উপস্থিত হওয়াতে এবং সপ্তস্বর ও মূর্চ্ছনা এবং তান সমূহদ্বারা যেন তাহাদিগের কর্ণে অতি হৃদয়স্পর্শি মনোহর সিঞ্জন হইতেছে। ৯। এইরূপে শরীরের অবস্থা ভিন্নরূপ হওয়াতে মারকত মণির ন্যায় এবং নবোদিত সূর্য্যের প্রকাশে পদ্মের ন্যায় প্রমদাগণের শোভা হইতেছে। ১০। অতসিপুষ্প এবং তরুণারুণের ন্যায় লোহিতবর্ণ এবং পদ্ম ও পলাশের

চটুলভ্রুবমিন্দুসমানমুখং মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগম্।
শশিবক্ত্রসদৃগ্বদনচ্ছদনং মণিরাজদনেকবিধাভরণম্॥ ১২
অসনপ্রসবচ্ছদনোজ্জ্বলসদ্বসনং সুবিলাসনিবাসভুবম্।
নববিদ্রুমভদ্রকরাঙ্ঘ্রিতলং ভ্রমরাকুলদামবিরাজভুজম্॥ ১৩
তরুণীকুচযুক্পরিরম্ভমিলন্মসৃণারুণবক্ষসমুক্ষগতিম্।
শিবধেনসমীরিতগোপবরং স্মরবিহ্বলিতং ভুবনৈকগুরুম্॥ ১৪
প্রমদেতি পীঠবরে বিধরং
প্রযজেদিতি রূপমরূপমজম্।
প্রথমং পরিপূজ্য তদঙ্গবৃতিং
মিথুনানি যজেদ্রসশালিমতঃ॥ ১৫
দলষোড়শকে স্মরমূর্ত্তিগণং সহশক্তিকমুত্তমরাসগতম্।
সরমাসদনং স্বকলাসহিতং মিথুনাঙ্গমথেন্দ্রপরিপ্রমুখান্॥ ১৬
ইতি সম্যগমুং পরিপূজ্য হরিং
চতুরাবৃতিসংবৃতমার্দ্রমতিঃ।
রজতারচিতে চষকে সশিতং
সঘৃতং সুপয়োঽস্য নিবেদয়তাৎ॥ ১৭

ন্যায় শোভাবিশিষ্ট নয়নে এবং নবপল্লবে চিত্রিত গোলুঞ্চ লতার ও ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় কেশ এবং করদ্বয়ে সেই প্রমদাগণ মনোহারিণী হইয়াছেন।১১। চঞ্চল ভ্রূযুক্ত চন্দ্রবদনা কামিনীরা গণ্ডযুগলের মণিকুণ্ডলে ভূষিত হইয়া বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক বহুবিধ রত্নাদি বিনির্ম্মিত আভরণ ধারণ করিয়াছে।১২। সুবিলাসযুক্ত ভূমিতে অভিনব পল্লবসদৃশ হস্তদ্বয়ে মধুর এবং অব্যক্ত শব্দকারী ভ্রমরসমূহকে নিবারণ করিতেছেন।১৩। সেই প্রকার তরুণীগণের কুচযুগলে আলিঙ্গনকারী সমস্ত সংসারের অদ্বিতীয় গুরু, গোপশ্রেষ্ঠ শ্রীহরির অরুণবর্ণ বক্ষঃস্থল কন্দর্পভারে মসৃণ এবং বিহ্বল হইতেছে।১৪। এইরূপ প্রমদাগণকে পীঠমধ্যে স্থাপনা করিয়া পূজা করিবে, তাহাতে নির্ব্বিকার ও জন্মহীন এবং রসময় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিস্তার করিবে; তাহারা তাঁহার অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে ভাবিয়া প্রথম

বিভবে সতি কাংস্যময়েষু পৃথক্
স্বকরেষু চ ষোড়শসু ক্রমশঃ।
মিথুনেষু নিবেদ্য পয়ঃ সশিতং
বিদধীত পুরোবদথো সকলম্ ॥ ১৮

সকলভুবনমোহনবিধিং যো
নিয়তমমুংনিশি নিশ্চ্যদারচেতাঃ।
ভবতি স খলু সর্ব্বলোকপূজ্যঃ
শ্রিয়মতুলাং সমবাপ্য যাত্যনন্তম্ ॥ ১৯

নিশি বা দিনান্তসময়ে প্রপূজয়েন্নিত্যশো হরিং ভক্ত্যা।
সমফলমুভয়ং হি ততঃ সংসারাব্ধিং সমুত্তিতীর্ষতি যঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

পূজা আরম্ভ করিতে হইবে। ১৫। অনন্তর সেই পূজা পীঠের ষোড়শ-দলে উৎকৃষ্ট কেশবাদি মূর্ত্তি ও তাঁহাদিগের শক্তিগণের অংশ এবং মিথুনাঙ্গ সকল যথাবিধি পূজিত হইবে। ১৬। আর এই প্রকারে ভক্তিরসে আর্দ্রবুদ্ধি সাধক শ্রীহরির পূজা করিয়া চতুরাবরণ সংযুক্ত রজতনির্ম্মিত পাত্রে শর্করা, ঘৃত এবং দুগ্ধ সহিত নিবেদনীয় পদার্থ সকল সমর্পণ করিবে। ১৭। সাধক সম্পত্তিশালী হইলে কাংস্যময় ষোড়শপাত্রে যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ মিথুনেব সোপকরণ নৈবেদ্যের বিধান করা কর্ত্তব্য। ১৮। যিনি উদারচিত্ত হইয়া প্রত্যেক রজনীতে সর্ব্ব ভুবনমোহনের এই বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মা হন, তিনি সকল লোকের পূজ্য এবং ধনবান্ হইয়া অন্তকালে অনন্ত লাভ করেন। ১৯। রাত্রিতে বা সায়ংকালে যিনি ভক্তিসহকারে নিত্য শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন তিনি উভয়লোকে সমান ফল প্রাপ্ত হইয়া সংসার সাগর হইতে উদ্ধার হন। ২০।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

—:-*-:—

শ্রীব্যাস উবাচ

ইত্যেবং মনুবিগ্রহং মধুরিপুং যো রাত্রিকালং যজেৎ
তস্যৈবাখিলজন্তুজাতদয়িতস্যাম্ভোধিজাবেশ্মনঃ।
হস্তে ধর্ম্মসুখার্থমোক্ষবিভবাঃ সদ্বর্গসংপ্রার্থিতাঃ
সান্দ্রানন্দমহারসদ্রবমুচো যেষাং ফলশ্রেণয়ঃ॥ ১

অথোচ্যতে পূর্ব্বসমীরিতানাং
পূজাবসানে পরমস্য পুংসঃ।
কল্পস্তু কাম্যেষ্বপি তর্পণানাং
বিনাপি পূজাং খলু যৈঃ ফলং স্যাৎ॥ ২

সন্তর্প্য পীঠমন্ত্রং শক্তীঃ সকৃৎ প্রথমমচ্যুতে তত্র।
আবাহ্য পূজয়েত্তং তোয়ৈরেবাথিতৈঃ সমুপচারৈঃ॥ ৩

বদ্ধাথ ধেনুমুদ্রাং তোয়ৈঃ সম্পাদ্য তর্পণদ্রব্যম্।
তদ্বদ্ধাঞ্জলিনা তং সুবর্ণচষকীকৃতেন তর্পয়তু॥ ৪

ব্যাসদেব কহিতেছেন।—যে কোন সাধক রাত্রিকালে মন্ত্রময় শরীর বিশিষ্ট মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন তাহার সমস্ত জন্তুর প্রতি প্রীতি হওয়াতে লক্ষ্মীদেবী অচলা হইয়া তাঁহার প্রতিবাসিনী হয়েন এবং তাঁহার হস্তে ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, সুখ, বিভব এবং প্রার্থনীয় সমুদয় উৎকৃষ্ট বিষয় আনন্দরসের প্রদাতা হইয়া কর্ম্মফলের প্রদর্শক হয়। ১। অনন্তর এই পরমপুরুষের পূজা শেষ হইলে পূর্ব্বোক্ত তর্পণাদির প্রণালী, সকামকর্ম্মের পক্ষেও পূজা ব্যতিরেকে যে প্রকারে ফলবতী হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে। ২। পীঠমন্ত্রের তর্পণ করিয়া তাহাতে একবার শ্রীকৃষ্ণের শক্তিগণকে আবাহন করিয়া বাঞ্ছনীয় উপচার এবং জলদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ৩। তৎপরে ধেনুমুদ্রা

বিংশতিরষ্টোপেতা কালত্রয়তর্পণেষু সংখ্যোক্তা।
ভূয়ঃ স কালবিহিতান্ সকৃৎ সকৃত্তপয়েত্তত্র পরিবারান্ ॥ ৫
প্রাতর্দ্দধিগুড়মিশ্রং মধ্যাহ্নে পায়সং সনবনীতম্।
ক্ষীরং তৃতীয়কালে সসিতোপলমিত্যুদীরিতং দ্রব্যম্ ॥ ৬
তর্পয়ামি পদং যোজ্যং মন্ত্রান্তেষ্বেষু নামসু।
দ্বিতীয়ান্তেষু তু পুনঃ পূজাশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৭
অভ্যুক্ষ্য তৎপ্রসাদাদ্ভিরাত্মানং প্রপিবেদপঃ।
তজ্জপ্তাংস্তম্ভসোদ্বাস্য তন্ময়ঃ প্রজপেন্মনুম্ ॥ ৮
অথ দ্রব্যাণি কাম্যেষু বক্ষ্যন্তে তর্পণেষু যৎ।
তানি প্রোক্তবিধানানামাশ্রিত্যান্যতমং যজেৎ ॥ ৯
দ্রব্যৈঃ ষোড়শভিরমুং তর্পয়েদেকশশ্চতুর্ব্বারম্।
স চতুঃ ক্ষীরাদ্যন্তৈঃ সকৃজ্জলাদ্যন্তমচ্যুতং ভক্ত্যা ॥ ১০

বন্ধন করিয়া তর্পণ দ্রব্যে জল নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কাঞ্চন পাত্রস্থিত দ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবে। ৪। ইহাতে ত্রিকাল তর্পণসম্বন্ধে অষ্টাবিংশতি সংখ্যা উক্ত হইয়াছে এবং পুনশ্চ সেই কালানুসারে পূজনীয় দেবতার পরিবারবর্গের এক একবার তর্পণ করিতে হইবে।৫। প্রাতঃকালে দধি এবং গুড়যুক্ত, মধ্যাহ্নে নবনীত পায়স এবং ক্ষীর, সায়াহ্নে সসিতোপল প্রভৃতি উপকরণ দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৬। মন্ত্রান্তে এবং নামান্তে দ্বিতীয়া বিভক্তি করিয়া তর্পয়ামি (অর্থাৎ তর্পণ করিতেছি) পদের যোগ করিয়া পূজার শেষ পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিবে। ৭। অনন্তর তাঁহার প্রসাদজলদ্বারা নিজেকে অভ্যুক্ষণ করিয়া কিয়ৎপরিমিত অবশিষ্ট জল পান করিবে; এবং সেই জলের উপর মূলমন্ত্র জপ করিয়া একাগ্রচিত্তে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ৮। অনন্তর কাম্যতর্পণে যে সকল দ্রব্য উল্লিখিত হইবে তাহা উক্ত বিধানানুসারে ভিন্নরূপ করিয়া সংগ্রহ করিবে। ৯। ষোড়শ প্রকার দ্রব্যদ্বারা তাঁহাকে চারিবার তৃপ্ত করিয়া সেই চারিবার আদ্যন্তে ক্ষীরদানপূর্ব্বক এবং একবার জলাদান করিয়া ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূজা করিতে

পায়সদাধিককৃষরং গৌড়ান্নং পয়ো দধীনি নবনীতম্।
আজ্যং কদলীমোচাচোচাঢ্যামোদকাপূপম্॥ ১১
পৃথুকা লাজসমেতা দ্রব্যাণাং কথিতমিহ ষোড়শকম্।
লাজান্তেঽন্ত্যক্ষীরা প্রাক্ সমর্প্যং সিতোপলাপুঞ্জম্॥ ১২
প্রগে চতুঃসপ্ততিবারমিত্থং
প্রতর্পয়েদ্যোঽনুদিনং নরো হরিম্।
অনন্যধীস্তস্য সমাপ্তসম্পদঃ
করস্থিতা মণ্ডলতোঽভিবাঞ্ছিতাঃ॥ ১৩
পারোষ্ণপক্বপয়সী দধিনবনীতে ঘৃতঞ্চ দৌগ্ধান্নম্।
মৎস্যণ্ডী মধ্বমৃতং দ্বাদশশস্তর্পয়েন্নবভিরেভিঃ॥ ১৪
তর্পণবিধিরয়মপরঃ পূর্ব্বাদিতঃ সফলোঽষ্টশতসংখ্যঃ।
কর্ম্মণি কর্ম্মণি বিকৃতৌ জনসংবলনৈর্ব্বিশেষতো বিহিতঃ॥ ১৫
সখণ্ডধারোষ্ণধিয়া মুকুন্দং
ব্রজন্ পুরং গ্রামমপি প্রতর্প্য।
লভেত ভোজ্যং সরসং সভৃত্যৈ-
র্ব্বাসাংসি ধান্যানি ধনানি মন্ত্রী॥ ১৬

হইবে। ১০। শর্করাযুক্ত পায়স, গৌড়ান্ন, দুগ্ধ দধি, নবনীত, ঘৃত, কদলী, মোদক এবং পিষ্টক প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য নিবেদন করিবে। ১১। এইরূপে লাজ (খৈ) সমেত ষোড়শ প্রকার দ্রব্য পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষীরদানের পর মিষ্টান্ন সহিত সমর্পণ করিতে হইবে। ১২। এইরূপে চতুঃসপ্ততিবার যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীহরির উদ্দেশে পূজাকালে অনন্যবুদ্ধি হইয়া পদার্থ সকল নিবেদন করেন সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার করস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই পূজামণ্ডলের বাঞ্ছিত পদার্থের ন্যায় বস্তু সকল তাঁহার হস্তগত হয়। ১৩। উষ্ণ পক্ব দুগ্ধ ও ক্ষীর, দধি, নবনীত, ঘৃত ও দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত তণ্ডুল, মৎস্যণ্ডী, মধু এবং অমৃত প্রভৃতি নবম প্রকার পদার্থে দ্বাদশবার তর্পণ করিবে। ১৪। অনন্তর এই তর্পণের বিধি পূর্ব্বোক্ত অষ্টশত সংখ্যা সমফল হইবে; কিন্তু প্রত্যেক কর্ম্মে উহা

যাবৎ সন্তর্পয়েন্মন্ত্রী তাবৎসংখ্যং জপেন্মনুম্।
তর্পণেনৈব সাধ্যানি সাধয়েদখিলান্যপি ॥ ১৭
দ্বিজো ভিক্ষাবৃত্তির্য ইহ দিনেশো নন্দতনয়ঃ
স্বয়ং ভূত্বা ভিক্ষামটতি হসনো গোপসুদৃশাম্।
অসাবেতাভিঃ স্বৈরললিতললিতৈর্নর্ম্মবিধিভি-
র্দ্দধিক্ষীরাজ্যাভ্যাং প্রচুরতরভিক্ষাং স লভতে ॥ ১৮
মধ্যে কোণেষু ষট্স্বপ্যনলপুরপুটস্যালিখৎ কর্ণিকায়াং
কন্দর্পাসাধ্যযুক্তং বিবরগতষড়র্ণং দ্বিশঃ কেশরেষু।
শক্তিঃ শ্রীপূর্ব্বকালিদ্বিনবলিপিমনোরক্ষবাণীচ্ছদানাং
মধ্যে বর্ণান্ দশানাং দশলিপিমনুবর্যস্য চৈকৈকশোঽন্তম্ ॥১৯
ভূপদ্মনাভিবৃতমস্তণমন্মথেন
গোরোচনাভিলিখিতং তপনীয়সূচ্যা।
পট্টে হিরণ্যরচিতে গুলিকীকৃতন্তং
গোপালমন্ত্রমখিলার্থদমেতদুক্তম্ ॥ ২০

বিকৃত করিয়া বিশেষভাবে বিধান করা বিহিত হয়। ১৫। ঐ সকল পদার্থ অমৃতময় বিবেচনা করিয়া স্বকীয়ধামে বিরাজমান মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি জন্মাইলে ভৃত্যগণের সহিত সরসভোজ্য, বস্ত্র এবং ধান্য ও ধনাদি সাধকের হস্তগত হইয়া থাকে। ১৬। মন্ত্রজ্ঞসাধক যে পরিমাণে তর্পণ করিবেন সেই পরিমাণে তাঁহাকে মন্ত্রজপ করিতে হইবে; কারণ তর্পণদ্বারাই যাবতীয় সাধ্য বিষয়ের সাধন হইবে। ১৭। যে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাই উপজীবিকা তিনি দিনপতি এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হইয়া সুলোচনা গোপাঙ্গনাদিগের সন্তোষকারী নন্দনন্দনকে, দধি এবং ঘৃতাদি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া স্বয়ং ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ করিলে অনায়াসে প্রচুরতর ভিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন (অর্থাৎ তিনি নিস্পৃহ হইলেও তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইবে। ১৮। পূজাকালীন সাধকেরা ষট্‌কোণবিশিষ্ট পদ্মের মধ্যভাগে এবং কর্ণিকাতে কামবীজ প্রভৃতি ষড়ক্ষরী মন্ত্র, শক্তি, শ্রী এবং রক্ষ শব্দ লিখিয়া তাহাতে এক এক

সম্প্রাতসিক্তমভিজপ্তমিদং মহদ্ভি-
ধার্য্যং জগত্রয়বশীকরণৈকদক্ষম্।
রক্ষাযশঃসুতমহীধনধান্যলক্ষ্মী-
সৌভাগ্যলিপ্সুভিরজস্রমনর্ঘ্যবীর্য্যম্॥ ২১
ভূতোন্মাদাপস্মৃতিবিষমূর্চ্ছাবিভ্রমজ্বরার্ত্তানাম্।
ধ্যায়ন্ শিরসি প্রজপেন্মন্ত্রমিদং ঝটিতি শময়িতুং বিকৃতীঃ॥ ২২
স্মরস্ত্রিবিক্রমাক্রান্তঃ কৃষ্ণায় হৃদিমিত্যসৌ।
ষড়ক্ষরোঽয়ং সংপ্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরো মনুঃ॥ ২৩
ক্রীড়াসুদীপ্তো মায়াবী নবলাঞ্ছিতমস্তকঃ।
সৈষা শক্তিঃ পরাসূক্ষ্মা নিত্যা সংবিত্স্বরূপিণী॥ ২৪
অস্থ্যগ্নিগোবিন্দনবৈর্লক্ষ্মীবীজং সমীরিতম্।
আদ্যামষ্টাদশা লিপিঃ স্যাদ্বিংশত্যক্ষরো মনুঃ॥ ২৫
শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে মণ্ডলে প্রতিমাসু চ।
নিত্যং পূজা হরেঃ কার্য্যা ন তু কেবলভূতলে॥ ২৬

স্থলে দশাক্ষরী মন্ত্রের বিন্যাস করিতে হইবে *। ১৯। স্থলপদ্ম সদৃশ নাভিযুক্ত মনোহর রূপধারিণী মূর্ত্তি লিখিয়া স্বর্ণরচিত লেখনীদ্বারা গোপালমন্ত্র গোরোচনার সহিত লিখিবে। ২০। উপরি-উক্ত মন্ত্রে ত্রিলোকের বশীকরণ হওয়াতে প্রধান সাধকগণ জপ করিবার নিমিত্ত উহা ধারণ করিবে; তাহাতে তাঁহার রক্ষা, যশ, পুত্র, ভূমি, ধন, ধান্য শোভা ও সৌভাগ্য এবং অব্যর্থ বীর্য্য লাভ হইবে। ২১। ভূতাদির নিমিত্ত উন্মত্ততা, অপস্মৃতি, বিষ, মূর্চ্ছা, বিভ্রম ও জ্বর প্রভৃতি রোগে এই মন্ত্রের ধ্যান করিয়া জপ করিলে শীঘ্রই বিকার শান্তি হয়। ২২। কামবীজ ও লক্ষ্মীবীজ সহকারে কৃষ্ণায় পদে সর্ব্বসিদ্ধিকর ষড়ক্ষরী মন্ত্র হৃদয়ে ধারণার্থ কথিত হইল। ২৩। ক্রীড়াতে সুদীপ্ত ও মায়াবী এবং নবলাঞ্ছিত মস্তক প্রভৃতি মূর্ত্তির সূক্ষ্মা, নিত্যা ও সম্বিৎস্বরূপিণী শক্তি হয়েন। ২৪। অস্থি, অগ্নি ও গোবিন্দপদের যুক্ত

---

* ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ=ষড়ক্ষরী মন্ত্র। হ্রীং শ্রীং ক্লীং রক্ষ কৃষ্ণায় নমঃ=দশাক্ষরীমন্ত্র।

ইতি জপহুতপূজাতর্পণাদৈ্যর্মুকুন্দং
যঁ ইহ ভজতি মন্ত্রোরেকমাশ্রিত্য নিত্যম্।
স তু সুচিরমযত্নাৎ প্রাপ্য ভোগানশেষান্
পুনরমলতরং তদ্ধাম বিষ্ণোঃ প্রয়াতি ॥ ২৭

ইতি নারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

হওয়ায় লক্ষ্মীবীজ (শ্রীং) উক্ত হইল তাহাতে প্রথমতঃ অষ্টাদশ ও পরে বিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্র হইবে।২৫। শালগ্রামে, মণিময় রত্নে, যন্ত্রে এবং মণ্ডলে কিম্বা প্রতিমাতে শ্রীহরির নিত্যপূজা কর্ত্তব্য, কিন্তু কেবলমাত্র ভূতলে পূজা করিবে না।২৬। এই প্রকারে জপ, হোম পূজা এবং তর্পণাদিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের একটি আশ্রয় করিয়া যে কেহ মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে সে অনায়াসে অশেষ ভোগ লাভ করিয়া অনন্তর নির্ম্মল বিষ্ণুধামে গমন করে। ২৭

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

---:*:---

শ্রীব্যাস উবাচ

বিনিয়োগানথো বক্ষ্যে মন্ত্রয়োরুভয়োঃ সমান্।
তদর্থকারিণোঽনন্তবীর্য্যান্মন্ত্রাংশ্চ কাংশ্চন ॥ ১
বন্দে তং দেবকীসূনুং সদ্যোজাতং হ্যসপ্রভম্।
পীতাম্বরং করলসচ্চক্রশঙ্খগদাম্বুজম্ ॥ ২
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং লক্ষং ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তকে।
স্বাদ্বপ্লুতৈশ্চ কুসুমৈঃ পলাশৈরযুতং হুনেত্ ॥ ৩
মন্ত্রোরন্যতরেণৈব কুর্য্যাদ্যঃ সুসমাহিতঃ।
স্মৃতিং মেধামতিবলাল্লব্ধা স কবিবাগ্ভবেৎ ॥ ৪
স্যান্মনুস্তন্ময়ঃ পূর্ব্বো ধ্যানহোমফলোঽপরঃ।
শ্রীমন্মুকুন্দচরণৌ সদেতি শরণং ততঃ ॥ ৫

ব্যাসদেব কহিলেন।—অনন্তর উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের সমান বিনিয়োগ বর্ণনা করিতেছি এবং তদর্থকারী অনন্ত বীর্য্যসম্পন্ন অপর মন্ত্র সকলও কহিতেছি। ১। আমি সেই দেবকীপুত্র সদ্যোজাত অরুণপ্রভ, পীতাম্বর এবং শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি। ২। এইরূপে ধ্যান করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে এক লক্ষবার জপ করিবে এবং স্বাদ্বপ্লুত পলাশ কুসুমদ্বারা দশ সহস্রবার হোম করিবে। ৩। যে কেহ সমাহিত-চিত্তে ঐ উভয়ের এক মন্ত্রদ্বারা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, সেই ব্যক্তি স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও বল লাভ করিয়া কবির তুল্য বক্তা হয়। ৪। মন্ত্রজপ-তন্ময় হইলে পূর্ব্বধ্যান ও হোমের ফল পাইয়া মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের

অহং প্রপন্ন ইত্যুক্তো মৌকুন্দাষ্টাদশাক্ষরঃ।
নারদোঽস্য তু গায়ত্রী মুকুন্দশ্চর্ষিপূর্ব্বিকা ॥ ৬
প্রাতঃ প্রাতরিবোত্থায় জপ্তা যোঽষ্টোত্তরং শতম্।
অনেন ষড়্ভির্ম্মাসৈঃ স ভবেৎ শ্রুতিধরো নরঃ ॥ ৭
উপসংহৃতদিব্যাঙ্গং পুরোঽবন্মাতুরঙ্ককম্।
চলদ্গোশ্চারণং বালং নীলাভাসং স্মরন্ জপেৎ ॥ ৮
অযুতং তাবদেবাজ্যৈর্জুহুয়াচ্চ হুতাশনে।
স লভেদচলাং শ্রদ্ধাং ভক্তিং শান্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥ ৯
মন্ত্রনৈতৎ সমস্তান্তো মরুন্নামিতশব্দতঃ।
বাললীলাত্মনে হুং ফট্ নম ইত্যমুনাথবা ॥ ১০
নলকূবরগায়ত্রী বালকৃষ্ণা ইতীরিতা।
ঋষ্যাদ্যাঃ সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্জপাদ্যৈরথামুনা ॥ ১১
লম্বিতে বালশয়নে রুদন্তং বল্লভীজনৈঃ।
প্রেক্ষ্যমানং দুগ্ধবুদ্ধ্যা তর্পয়েৎ সোঽশ্নুতে ফলম্ ॥ ১২
অমুনা বানুরূপান্তে রস রূপপদং বদেৎ।
ঔষ্ঠং রূপনমোদ্বন্দ্বমন্নাধিপতয়ে মম ॥ ১৩

চরণে সতত শরণাপন্ন হয়। ৫। আমি মুকুন্দের শরণাপন্ন হইতেছি এইরূপ কহিয়া তাহার অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের নারদ ঋষি এবং গায়ত্রীছন্দঃ ও মুকুন্দ দেবতার স্মরণ করিবে। ৬। প্রভাতে উঠিয়া অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে ছয়মাস মধ্যে ভক্তিমান্ সাধক শ্রুতিধর হইবে। ৭। উপসংহৃত দিব্যাঙ্গ, গোচারণকারী, বালস্বভাব ও নীলবর্ণ এবং জননী-ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিয়া জপ করিবে। ৮। অগ্নিতে ঘৃতদ্বারা দশসহস্রবার হোম করিবে, তাহাতে তাহার অচলা শ্রদ্ধা ভক্তি এবং নিত্য-শান্তি লাভ হইবে। ৯। এই মন্ত্র সমস্ত কার্য্য বায়ুবীজ (যং) সহকারে 'বাললীলাত্মনে হুং ফট্ নমঃ'শব্দে সম্পাদিত হইবে। ১০। নলকূবর গায়ত্রী বালকৃষ্ণা নামে কথিত হইয়া থাকে এবং জপাদিদ্বারা ঋষ্যাদি সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১১। বালশয্যায় রোদন-পরায়ণ

অন্নং প্রযচ্ছ স্বাহেতি ত্রিংশদর্ণোঽন্নদো মনুঃ।
নারদানুষ্টবন্নাধিপতয়োঽস্যর্ষিপূর্ব্বিকাঃ ॥ ১৪
ভূতবালগ্রহোন্মাদস্মৃতিভ্রংশাদ্যুপদ্রবৈঃ।
পূতনাস্তনপাতারং গ্রস্তং মূর্দ্ধ্নি স্মরন্ জপেৎ ॥ ১৫
সাস্থ্যচূষণনির্বিণ্ণসর্ব্বাঙ্গীং ক্রন্দতীঞ্চ তাম্।
আবিশ্য সর্ব্বে তং মুক্ত্বা বিদ্রবন্তি দ্রুতং গ্রহাঃ ॥ ১৬
জুহুয়াৎ খরমঞ্জর্য্যা মঞ্জরীভির্বিভাবসৌ।
প্রসূনৈঃ পঞ্চগব্যাদ্যৈঃ পূতনাহন্তুরাননে ॥ ১৭
প্রাশয়েচ্ছিষ্টগব্যং তৎ কলসেনাভিষেচয়েৎ।
সাধ্যং সহস্রজপ্তেন সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে ॥ ১৮
মনুনাষ্টাদশান্তেন হুংফট্স্বাহান্তিকেন বা।
ঋষ্যাদ্যা ব্রহ্মগায়ত্রী গ্রহব্যূহরয়োঽস্য তু ॥ ১৯

এবং গোপীগণ কর্ত্তৃক দোলায়মান শ্রীকৃষ্ণকে দুগ্ধদান বিষয়ে চিন্তা করত যিনি তর্পণ করেন তিনি ফল লাভ করেন। ১২। অমুনা অনুরূপ শব্দের শেষে রস-রূপম্ পদের উচ্চারণ করিয়া নমঃ মম অন্নাধিপতয়ে নমঃ এইরূপ কহিবে। ১৩। অতঃপর অন্নং প্রযচ্ছ স্বাহা পদ কহিয়া ত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত * অন্নদানের মন্ত্র পাঠ করিবে। ইহাতে ঋষি নারদ এবং ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ কথিত হইয়াছে। ১৪। ভূতগণ, বালগ্রহ, উন্মত্ততা, স্মৃতিহীনতা প্রভৃতি উপদ্রবে আক্রান্ত ব্যক্তি মস্তকে পূতনার স্তন্যপান কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণপূর্ব্বক জপ করিবে। ১৫। তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের উপদ্রব নিবারণ হইয়া তাহার ক্রন্দন হেতু নিবারিত হয় এবং গ্রহগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে প্রস্থান করেন। ১৬। তুলসীমঞ্জরী এবং পুষ্প ও পঞ্চগব্যাদি দ্বারা পূতনাবিনাশক শ্রীহরির মুখ জ্ঞানে অগ্নি মধ্যে হোম করিবে। ১৭। অবশিষ্ট গব্য সকল কলস দ্বারা অভিষেক ক্রিয়ায় নিয়োজিত হইলে তাহা প্রাশনার্থে প্রদত্ত হইবে এবং সাধ্যানুসারে

* অমুনা অনুরূপরসরূপম্ নমঃ মম অন্নাধিপতয়ে নমঃ অন্নং প্রযচ্ছ স্বাহা; (ইহাই ত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র)।

নিজপাদাম্বুজাক্ষিপ্তশকটং চিন্তয়ন্ জপেৎ।
অযুতং মন্ত্রয়োরেকং সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ২০
অষ্টানমীষাং মন্ত্রাণামাচক্রাদিভিরর্চ্চনা।
অঙ্গৈরিন্দ্রাদিবজ্রাদ্যৈরুদিতা সম্পদে সদা॥ ২১
বালো নীলতনুর্দ্দোর্ভ্যাং দধ্যুৎথং পায়সং দধৎ।
হবির্ব্বোঢ়া দ্বীপিনখকিঙ্কিণীজালমণ্ডিতঃ॥ ২২
ধ্যাত্বৈবমগ্নৌ জুহুয়াচ্ছতবীর্য্যাঙ্কুরত্রিকৈঃ।
পয়ঃ সর্পিঃপ্লুতৈর্লক্ষমেকন্তাবজ্জপেন্মনুম্॥ ২৩
গুরবে দক্ষিণান্দত্ত্বা ভোজয়েদ্দ্বিজপুঙ্গবান্।
স হ্যব্দানাং শতং জীবেন্নীরোগো নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৪
অত্রাপ্যন্যো মনুর্দ্দাশার্ণান্তে স্ত্রীপুরুষোত্তমঃ।
আয়ুর্ম্মে দেহি সম্ভাষ্য বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে॥ ২৫
নমোঽন্তা দ্ব্যধিকা ত্রিংশদর্ণোঽস্যর্ষিস্তু নারদঃ।
চ্ছন্দোঽনুষ্টুব্দেবতা চ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গান্যতো ব্রুবে॥ ২৬

সহস্রবার জপ করিয়া সকল উপদ্রব শান্তি করিবে। ১৮। 'হুং ফট্ স্বাহা' যুক্ত অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রদ্বারা ঋষ্যাদিযুক্ত ব্রহ্মগায়ত্রী গ্রহসমূহের নিবারণে নিয়োজিত হইবে ও তাঁহার নিজ চরণাম্বুজ দ্বারা চালিত শকটের ধ্যান করিয়া সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থ ঐ উভয়ের একটি মন্ত্র দশ সহস্রবার জপ করিবে। ১৯-২০। আচক্রাদি ক্রমে অঙ্গ এবং ইন্দ্রবজ্রাদিচ্ছন্দে এই সকল মন্ত্রের পূজা করিলে সাধকেরা সতত সম্পত্তিশালী হয়েন।২১। বালস্বভাব নীলকলেবর শ্রীহরি হস্তদ্বয়ে মাখন, ঘৃত এবং পায়স গ্রহণ করিয়া আছেন এবং তাহার গলদেশে ব্যাঘ্রনখ ও কিঙ্কিণীজাল শোভা পাইতেছে, এইরূপ ধ্যান করিয়া অগ্নিতে শতবীর্য্যাঙ্কু প্রভৃতি পদার্থ দুগ্ধ ও ঘৃতাদি দ্বারা সিক্ত করত হোম করিয়া তাহাতে একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ২২—২৩। অনন্তর গুরুদক্ষিণা দিয়া ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া ভক্তগণ শতবর্ষ পর্য্যন্ত নীরোগ হইয়া নিঃসংশয়ে জীবিত থাকিবেন। ২৪। ইহাতে শ্রীপুরুষোত্তম শব্দযুক্ত দশাক্ষরী অন্য মন্ত্র

রবিভূতেন্দ্রিয়বসুনেত্রাস্ত্রৈরাত্মনা যুতৈঃ।
মহানন্দপ্রতিজ্যোতির্ম্ময়ো বিদ্যাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ২৭
জপ্ত্বা লক্ষমিমং মন্ত্রং পায়সৈরযুতং হুনেৎ।
পূর্ব্ববৎ দূর্ব্বয়া জুহ্বদায়ুর্দীর্ঘতরং লভেৎ ॥ ২৮
দারয়ন্তং বকং দোর্ভ্যাং কৃষ্ণং সংগৃহ্য তুণ্ডয়োঃ।
স্মরন্ শিশুনামাচক্ষে স্পৃষ্ট্বান্যতরমভ্যসেৎ ॥ ২৯
যজ্জপ্ততিলজাভ্যঙ্গাস্তবেয়ুঃ সুখিনশ্চ তে।
অত্রাপ্যন্যো মনুর্ব্বালবপুষে বহ্নিবল্লভা ॥ ৩০
গোরক্ষায়াং ক্বণদ্বেণুং চারয়ন্তং পশূংস্তথা।
উক্ত্বা গোপালকপদং পুনর্ব্বেশধরায় চ ॥ ৩১
বাসুদেবায় বর্ম্মস্ত্রে শিরাংস্যষ্টাদশাক্ষরঃ।
মনুর্নারদগায়ত্রীকৃষ্ণর্য্যাদিবলেন বা ॥ ৩২
কুর্য্যাদ্গোবালসংরক্ষামাচক্রাদ্যঙ্গিনা বুধঃ।
কুম্ভীনসাদিক্ষেড়ার্ত্তো দষ্টমূদ্ধ্নি স্মরন্ হরিম্ ॥ ৩৩

আছে; আমাকে আয়ু দান করুন এইরূপ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে সম্ভাষণ করিতে হইবে। ২৫। ইহাতে নমঃ শব্দযুক্ত দ্বাত্রিংশদক্ষরী মন্ত্র আছে, তাহার ঋষি নারদ, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ও শ্রীকৃষ্ণ দেবতা হয়েন; অতঃপর তাঁহার অঙ্গ সকল কহিতেছি। ২৬। সূর্য্য, ভূতেন্দ্রিয়, বসু, নেত্র, আত্মা এবং মহানন্দপ্রতিজ্যোতি ও বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা ক্রমশঃ পূজনীয় হন। ২৭। এই মন্ত্র লক্ষবার জপ এবং পায়সান্নে দশসহস্রবার হোম করিয়া পূর্ব্ববৎ দূর্ব্বাদান করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। ২৮। হস্তযুগলদ্বারা তুণ্ডদ্বয় আকর্ষণ করিয়া বকাসুর বিদারক শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শৈশব অবস্থার নাম সকল উচ্চারণ করত অন্যতর মন্ত্রের অভ্যাস করিবে। ২৯। এইরূপে জপ সমাপন করিয়া তিলতৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক সুখে স্নানাদি করিবে এবং ইহাতে "বালবপুষে স্বাহা" এই অন্য মন্ত্র আছে। ৩০। গোরক্ষণ কালে তথায় পশুদিগকে চরাইবার সময়ে বংশীধ্বনিকারক গোপালবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে হয়। ৩১। বর্ম্মাস্ত্রধারী

নৃত্যন্তং কালিয়ফণামধ্যেঽন্যতরমভ্যসেৎ।
দৃশা পীযূষবর্ষিণ্যা সিঞ্চন্তং তত্তনুং বুধঃ॥ ৩৪
তর্জ্জয়ন্ বামতর্জ্জন্যা তন্দ্রান্মোচয়তে বিষাৎ।
আপূর্য্য কলসং তোয়ৈঃ স্মৃত্বা কালিয়মর্দ্দনম্॥ ৩৫
জপ্ত্বাষ্টশতমাসিঞ্চেদ্বিষিণং স সুখী ভবেৎ।
কারুমধ্যে নিজস্যান্তিফণামধ্যে দ্বিবর্ণকান্॥ ৩৬
উক্ত্বা পুনর্ব্বদেন্নৃত্যং করোতি তমনন্তরম্।
নমামি দেবকীপুত্রমিত্যুক্ত্বা নৃত্যশব্দতঃ॥ ৩৭
রাজানমচ্যুতং ব্রূয়াদিতি দন্তলিপির্ম্মনুঃ।
অস্যাঙ্গান্যঙ্ঘ্রিভির্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈর্নারদো মুনিঃ॥ ৩৮
ছন্দোঽনুষ্টুব্দেবতা চ কৃষ্ণঃ কালিয়মর্দ্দনঃ।
জপ্যাল্লক্ষং মনুবরং হোতব্যং সর্পিষাঽযুতম্॥ ৩৯
অঙ্গদিক্‌পালবস্ত্রাদ্যৈরর্চ্চনাঽস্য সমীরিতা।
ক্রিয়ানেনৈব বা সর্ব্বা বিষঘ্নী প্রাগুদীরিতা॥ ৪০

বাসুদেবের অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং দেবতা শ্রীকৃষ্ণ উক্ত হইয়াছেন। ৩২। বিজ্ঞ সাধক কুষ্ঠীনসাদি রোগার্ত্ত এবং সর্পাদিদ্বারা মস্তকে দংশন প্রাপ্ত হইলে শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া গোবৎস সকলের রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ হইতে রক্ষা পাইবেন। ৩৩। তাহাতে কালিয় সর্পের ফণার মধ্যভাগে নর্ত্তনকারী এবং নারীগণের অমৃতস্রাবী নয়নদ্বারা অভিষিক্ত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। ৩৪। অতঃপর বিষনাশের জন্য বাম-হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা তর্জ্জন করিয়া এবং কালিয়মর্দ্দনকে স্মরণপূর্ব্বক কোন কলসী জল পূর্ণ করিয়া বিষ হইতে মুক্ত এইরূপ চিন্তা করিবে। ৩৫। আর অষ্টশত জপ করিয়া বিষধরকে অভিষেকপূর্ব্বক সুখী হইবে ইহাতে কারু (চিত্র) মধ্যে এবং ফণা মধ্যে আপনার দ্বিবর্ণ মন্ত্র পাঠ করিবে। ৩৬। তদন্তে দেবকীপুত্র নৃত্য করিতেছেন ইহা বলিয়া তাঁহার নৃত্য শব্দের উদ্দেশে নমস্কার করিবে। ৩৭। দন্তপীড়ায় রাজবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে নিপতিত জ্ঞান করিয়া নারদ ঋষিকে স্মরণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র

সদৃশ্যোঽনেন জগতি নাস্তি ক্ষেড়হরো মনুঃ।
অঙ্গৈঃ সুরতরোঃ পিষ্টে গুড়িকাধেনুবারিণা ॥ ৪১
বিষঘ্নীপাননস্যাঞ্জনালেপৈঃ সাধিতাঽমুনা।
উদ্দণ্ডবামদোর্দ্দণ্ডধৃতগোবর্দ্ধনাচলম্ ॥ ৪২
অন্যহস্তাঙ্গুলিব্যক্তস্বরবংশার্পিতাননম্।
ধ্যায়ন্ জপন্ হরিং মন্ত্রোরেকং ছত্রং বিনা ব্রজেৎ ॥ ৪৩
বর্ষবাতাশনিভয়ং স্যাদ্ভয়ং তস্য ন হি ক্বচিৎ।
মোঘমেঘৌঘযত্নোপগতে তং স্মরণং হনেৎ ॥ ৪৪
লোলৈরযুতসংখ্যাতৈরনাবৃষ্টির্ন সংশয়ঃ।
ক্রীড়ন্তং যমুনাতোয়ে মজ্জন্তং প্লবনাদিভিঃ ॥ ৪৫
তচ্ছীকরজলাসারৈঃ সিচ্যমানং প্রিয়াজনৈঃ।
ধ্যাত্বাঽযুতং পয়ঃসিক্তৈর্হুনেদ্বা নীরতর্পণৈঃ ॥ ৪৬

জপ করিবে।৩৮। উহার ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ এবং কালিয়মর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ দেবতা; একলক্ষ জপ ও দশসহস্রবার ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। ৩৯। অঙ্গদিক্‌পালাদির পূজা বস্ত্রাদিদ্বারা কর্ত্তব্য, ইহাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষনাশক সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। ৪০। ইহার সদৃশ বিষঘ্ন মন্ত্র আর নাই; এই মন্ত্রে গুটিকা ধেনুবারি ও কল্পবৃক্ষের অঙ্গ সকল ঔষধি স্বরূপ হইয়া উপস্থিত হয়।৪১। এই মন্ত্রদ্বারা বিষহারিক ঔষধের পান এবং অনুলেপন সাধিত হইয়া থাকে এবং সেই সময়ে উদ্ধৃত বামবাহু দ্বারা গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতধারী শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ৪২। দক্ষিণহস্তাঙ্গুলি সংযোগে ব্যক্তস্বর বংশীতে ন্যস্তবদন শ্রীহরির ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিয়া ছত্র ব্যতীত গমন করিলেও বর্ষা, বায়ু এবং বজ্র হইতে কুত্রাপি তাহার ভয় থাকিবে না; ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিলে মেঘসকল বিফল হইয়া যাইবে। ৪৩—৪৪। উক্ত মন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিলে নিঃসন্দেহে অনাবৃষ্টি হয় এবং তখন যমুনাজলে নিমজ্জিত হইয়া ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ৪৫। জলসিক্ত প্রিয়াগণ কর্ত্তৃক যমুনা-জলকণাদ্বারা অভিষিক্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ধ্যানপরায়ণ হইয়া অযুতবার জলতর্পণ করিবে। ৪৬।

বৃষ্টির্ভবেদকালেঽপি মহতী নাত্র সংশয়ঃ ।
অমুমেব স্মরন্ মূর্দ্ধ্নি বিস্ফোটকজ্বরাদিভিঃ ॥ ৪৭
সদাহমোহৈরার্ত্তস্য জপাচ্ছান্তির্ভবেৎ ক্ষণাৎ ।
অথবা গরুড়ারূঢ়ং বালপ্রদ্যুম্নসংযুতম্ ॥ ৪৮
নিজজ্বরবিনিষ্পিষ্টজ্বরাভিষ্টুতমচ্যুতম্ ।
ধ্যাত্বা জুহুবতি ভূতস্য মূর্দ্ধ্ন্যজ্বরমভ্যসেৎ ॥ ৪৯
শান্তিং ব্রজেদসাধ্যোঽপি জ্বরস্যোপদ্রবঃ ক্ষণাৎ ।
ধ্যাত্বৈবমগ্নাবভ্যর্চ্চ্য যথোক্তৈশ্চতুরঙ্গুলৈঃ ॥ ৫০
জুহুয়াদমৃতাখণ্ডৈরযুতং জ্বরশান্তয়ে ।
নিশাতশরনির্ভিন্নভীষ্মতাপহরং হরিম্ ॥ ৫১
স্মৃত্বা স্পৃশন্ জপেদার্ত্তং পাণিভ্যাং রোগশান্তয়ে ।
অপমৃত্যুবিনাশায় সান্দীপনিসুতপ্রদম্ ॥ ৫২
ধ্যাত্বাঽমৃতলতাখণ্ডৈঃ ক্ষীরাক্তৈরযুতং হুনেৎ ।
মৃতপুত্রায় বিপ্রায় সার্জ্জুনং দদতং সুতান্ ॥ ৫৩

ইহাতে অকালেও নিঃসন্দেহে বৃষ্টি হইতে থাকিবে এবং তাঁহাকে স্মরণ করিলে মস্তকের বিস্ফোটক ও জ্বরাদি হইতে আরোগ্য লাভ হইবে।৪৭। দাহযুক্ত মোহাদি (মূর্চ্ছা) পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তির জন্য জপ করিলে ক্ষণকাল মধ্যে শান্তি হয় অথবা আপনার জ্বরোপশমনের নিমিত্ত গরুড়াধিষ্ঠিত বালক প্রদ্যুম্নের সহিত অচ্যুতকে ধ্যান করিয়া হোম করিবে ও ভৌতিক জ্বর হইলে মস্তকে ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে। ৪৮—৪৯। ইহাতে জ্বরের উপদ্রব অসাধ্য হইলেও ক্ষণকাল মধ্যেই শান্তি হইবে এবং এইরূপ ধ্যান করিয়া যথোক্ত প্রকারে চতুরঙ্গুলি পরিমিত সমিধ দ্বারা অগ্নিমধ্যে তাঁহার পূজা করিবে। ৫০। অনন্তর জ্বরশান্তির নিমিত্ত অমৃতখণ্ডদ্বারা অযুত হোম করণানন্তর শাণিত শরে নির্ভিন্নহৃদয় ভীষ্মের তাপাপহারী শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে। ৫১। রোগ শান্তির নিমিত্ত পীড়িত ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবে এবং সান্দীপনির পুত্রদাতা তাহার অপমৃত্যু নিবারণ করিবে। ৫২।

ধ্যাত্বা লক্ষং জপেদেকং মন্ত্রোঃ স্তুতবিবৃদ্ধয়ে।
পুত্রজীবেন্ধনচিতে জুহুয়াদনলেঽযুতম্ ॥ ৫৪
তৎ ফলৈর্ম্মধুরাক্তৈঃ স্যুঃ পুত্রা দীর্ঘায়ুষোঽস্য তু।
ক্ষীরিদ্রুক্বাথসংপূর্ণমভ্যর্চ্চ্য কলসং নিশি ॥ ৫৫
জপ্ত্বাঽযুতং প্রগে নারীমভিষিঞ্চেদ্ দ্বিষড়্দিনম্।
সা বন্ধ্যাপি স্তুতান্ দীর্ঘজীবিনো গদবর্জ্জিতান্ ॥ ৫৬
লভতে নাত্রসন্দেহস্তজ্জপ্তান্নাশিনী সতী।
প্রাতর্ব্বাচংযমা নারী বৌধিদ্রুমপুটে জলম্ ॥ ৫৭
অষ্টোত্তরশতং জপ্তং মাসং পুত্রীয়তী পিবেৎ।
দেবকীস্তুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ৫৮
দেহি মে তনয়ং দেব ত্বামহং শরণং গতঃ।
প্রহিতাং কাশিরাজেন কৃত্যাং জিত্বা নিজারিণা ॥ ৫৯
তত্তেজসা তু নগরীং দহন্তং ভাবয়ন্ হরিম্।
স্নুস্নিগ্ধাক্তৈর্হুনেদ্রাত্রৌ সর্ষপৈঃ সপ্ত বাসরান্ ॥ ৬০

ধ্যান করিয়া ক্ষীরযুক্ত লতাখণ্ডে দশসহস্রবার হোম করিবে এবং মৃতপুত্র ব্রাহ্মণের পুত্রদাতার স্মরণ করিবে। ৫৩। পুত্রবৃদ্ধির নিমিত্ত ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত কোন মন্ত্র একলক্ষবার জপ করিবে এবং দশসহস্রবার অগ্নিতে হোম করিতে হইবে। ৫৪। পুত্রের দীর্ঘায়ু নিমিত্ত রাত্রিকালে মধুযুক্ত ফলসহকারে ক্ষীরবৃক্ষের ক্বাথপূর্ণ কলসীতে উক্ত দেবতার পুজা করিবে। ৫৫। ইহাতে অযুতবার জপ করিয়া প্রাতঃকালে রমণীকে দ্বাদশবার অভিষেক করিবে তাহাতে সে বন্ধ্যা হইলেও নীরোগ ও দীর্ঘজীবিপুত্রগণকে লাভ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই; জপের পরে প্রাতঃ-কালে বাক্য সংযম করিয়া বৌধিদ্রুমপত্রে জলপান করিবে। ৫৬-৫৭। পুত্রাভিলাষিণী নারী ঐ জল একশত আটবার মন্ত্রজপদ্বারা পবিত্র করিয়া একমাসকাল পর্য্যন্ত পারণ করিবে ও তাহাতে কহিবে যে,—'হে দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে! আমাকে সন্তান দান করুন' আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। তদনন্তর স্বকীয় শত্রু কাশীরাজ-

কৃত্যাকর্ত্তারমেবাসৌ কুপিতা নাশয়েৎ ধ্রুবম্ ।
আসীনমাশ্রমে দিব্যে বদরীষণ্ডমণ্ডিতে ॥ ৬১
স্পৃশন্তং পাণিপাদাভ্যাং ঘণ্টাকর্ণকলেবরম্ ।
ধ্যাত্বাঽচ্যুতং তিলৈর্লক্ষং হুনেত্রির্ম্মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ৬২
জপেদ্বা সর্ব্বপাপানাং শান্তয়ে কান্তয়ে তনোঃ ।
দ্বেষয়ন্তং রুক্মিবলৌ দ্যূতাসক্তৌ স্মরন্ হরিম্ । ৬৩
জুহুয়াদিষ্টয়োদ্দিষ্ট্যৈ গুড়িকা গোময়োদ্ভবাঃ ।
জ্বলদ্বহ্নিমুখৈর্ব্বাণৈর্ব্বর্ষন্তং গরুড়স্থিতম্ ॥ ৬৪
ধ্যায়মানং রিপুগণমনুধাবন্তমচ্যুতম্ ।
ধ্যাত্বৈবমভ্যসেন্মন্ত্রোরেকং সপ্তসহস্রকম্ ॥ ৬৫
উচ্চাটনং ভবেদেতদ্রিপূণাং সপ্তভির্দ্দিনৈঃ ।
উৎক্ষিপ্তবৎসকং ধ্যায়ন্ কপিত্থফলহারিণম্ ॥ ৬৬
অযুতং প্রজপেৎ সাধ্যমুচ্চাটয়তি তৎক্ষণাৎ ।
আত্মানং কংসমথনং ধ্যাত্বা মঞ্চান্নিপাতিতম্ ॥ ৬৭

কর্ত্তৃক প্রহিত কৃত্যা (দেববিশেষ) জয় করিয়া তাহার তেজে নগরী দগ্ধ করিতেছেন এইরূপ শ্রীহরিকে ভাবনা করিয়া সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত সর্ষপ দ্বারা হোম করিবে। ৫৮—৬০। তাহাতে কৃত্যা কুপিতা হইয়া সে নিজের উৎপাদককে নাশ করে। বদরিবৃক্ষে শোভিত মনোহর আশ্রমে উপবিষ্ট ঘণ্টাকর্ণের দেহ হস্ত-পদদ্বারা স্পর্শকারী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানান্তে তিল-দ্বারা লক্ষ এবং মধুসহকারে তিনবার হোম করিবে। ৬১-৬২। সকল পাপের শান্তির জন্য এবং শরীরের কান্তির নিমিত্ত উক্ত মন্ত্রের জপ করিবে ও দ্যূতাশক্ত রুক্মিবলের বিদ্বেষণকারী শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া গোময়োৎপন্ন গুড়িকা দীক্ষানুসারে হোম কার্য্যে নিযুক্ত করিবে এবং যাহার মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে এতাদৃশ বাণবর্ষণকারী গরুড়াধিরূঢ় শত্রুগণের অনুধাবনকারী অচ্যুত ভগবানের ধ্যান করিয়া সপ্ত সহস্রবার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রগণের কোন মন্ত্র পাঠ করিবে।৬৩-৬৫। ইহাতে সপ্তদিবসের মধ্যে রিপুগণের উচ্চাটন হইবে ও তখন উৎক্ষিপ্তবৎস এবং কপিত্থ-

কংসাত্মানমরিং কর্ষন্ গতাসুং প্রজপেন্মনুম্।
অযুতং জুহুয়াচ্চাস্য জন্মোরু হুততর্পণৈঃ ॥ ৬৮
অপি সেবিতপীযূষো ম্রিয়তেঽরির্ন সংশয়ঃ।
অথবা নিম্বতৈলাক্তৈর্হু নেদেধোভিরক্ষতৈঃ ॥ ৬৯
অযুতং প্রযতো রাত্রৌ মরণায় রিপোঃ ক্ষণাৎ।
দোষারিষ্টদলব্যোষকর্পাসাস্থিকলৈর্নিশি ॥ ৭০
হুনেদেরণ্ডতৈলাক্তৈঃ শ্মশানস্থোঽরিশান্তয়ে।
ন শস্তং মারণং কর্ম্ম কুর্য্যাচ্চেদযুতং জপেৎ ॥ ৭১
হুনেদ্বা পায়সৈস্তদ্বচ্ছান্তয়ে শান্তমানসঃ।
জয়কামী জপেল্লক্ষং পারিজাতহরং হরিম্ ॥ ৭২
স্মরন্ পরাজয়স্তস্য ন কুতশ্চিদ্ভবিষ্যতি।
পার্থে দিশন্তং গীতার্থং ব্যাখ্যামুদ্রাকরং হরিম্ ॥ ৭৩

ফলহারী দেবতার ধ্যান করিতে হইবে। ৬৬। ইহা অযুতবার জপ করিলে শত্রুগণের তৎক্ষণাৎ উচ্চাটন হয় ও কংসনাশক মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে। ৬৭। যে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে মঞ্চ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন তাঁহার তর্পণার্থে দশসহস্রবার কেবল হোম করিতে হইবে। ৬৮। ইহাতে শত্রু যদি অমৃত ভোজন করিয়া থাকে তথাপি সে নিঃসংশয় কালকবলে পতিত হয় অথবা উক্ত কার্য্য নিম্বতৈলযুক্ত, তণ্ডুলদ্বারা হইলেও ফলদায়ক হয়। ৬৯। ক্ষণকালমধ্যে শত্রুমারণের জন্য রাত্রিকালে শুচি হইয়া অযুতবার অরিষ্টদল এবং অস্থি ও কার্পাস প্রভৃতি বস্তুর দ্বারা হোম করিবে। ৭০। প্রত্যুত শত্রুপশমনের জন্য এরণ্ড তৈলে হোম করিবে এবং অপ্রশস্ত মারণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইলে অযুতবার জপ করিবে। ৭১। অথবা শান্তচিত্ত এবং জয়াভিলাষী হইলে পায়সদ্বারা পূর্ব্ববৎ শান্তির নিমিত্ত হোম করিবে এবং পারিজাতহারী শ্রীহরির নাম লক্ষবার জপ করিবে। ৭২। তাঁহার নাম স্মরণ করিলে কুত্রাপি তাহার পরাজয় হইবে না। "উক্ত শ্রীহরি ব্যাখ্যা মুদ্রাস্বরূপ

রথস্থং ভাবয়ন্ জপ্যাদ্ধর্ম্মবুদ্ধ্যৈ সমায় চ।
লক্ষং পলাশকুসুমৈর্হু নেদেযা মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ৭৪
ব্যাখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং স কবির্ব্বাদিরাড্‌ভবেৎ
বিশ্বরূপধরং প্রোদ্যদ্ভাস্বৎকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৭৫
দ্রুতচামীকরনিভমগ্নীষোমাত্মকং হবিঃ।
অর্কাগ্নিদ্যোতদস্যাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজং দিব্যভূষণম্ ॥ ৭৬
নানায়ুধধরং ব্যাপ্তং বিশ্বাকাশাবকাশকম্।
রাষ্ট্রপুরগ্রামবাস্তূনাং শরীরস্য চ রক্ষণে ॥ ৭৭
প্রজপেন্মন্ত্রয়োরেকতরং ধ্যাত্বৈবমাদরাৎ।
অথবা ব্যস্তসর্ব্বাঙ্‌ঘ্রিরচিতাঙ্গার্জ্জুনর্ষিকম্ ॥ ৭৮
ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছান্দসিকং বিশ্বরূপবিষ্ণ্বধিদৈবতম্।
জপেদ্‌গীতামনুং স্থানে হৃষীকেশাদ্যমাদ্যকৈঃ।
হুনেদ্বা সর্ব্বরক্ষায়ৈ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ৭৯

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

গীতার অর্থ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন”। ৭৩। ধর্ম্মবুদ্ধি এবং সমতার জন্য রথস্থ শ্রীহরিকে চিন্তা করিয়া যে কেহ মধুযুক্ত পলাশপুষ্পদ্বারা লক্ষবার হোম করিবে সেই ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী কবি এবং ব্যাখ্যাকারক হয়, কিন্তু তখন তাঁহার রূপ বিশ্বময় ও কোটি সূর্য্যের প্রভাসদৃশ মনে করিতে হইবে। ৭৪—৭৫। উজ্জ্বল কাঞ্চনসদৃশ অগ্নিসোমাত্মক হবি, এবং সূর্য্যাগ্নি তুল্য দীপ্তিবিশিষ্ট তাঁহার চরণারবিন্দ দিব্যভূষণে শোভমান হইতেছে। নানাবিধ অস্ত্রধারী এবং বিশ্বব্যাপী হইয়া দেশ, পুরী এবং শরীর প্রভৃতি রক্ষণের জন্য অবতীর্ণ হইতেছেন। ৭৬-৭৭। শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে এইরূপ চিন্তা করিয়া উভয় মন্ত্রের মধ্যে যে কোন একটিকে জপ করিবে অথবা অর্জ্জুন ঋষিনামক মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার পদপঙ্কজ হৃদয়স্থ করিবে। ৭৮। উহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ও দেবতা বিশ্বরূপী বিষ্ণু হইবেন এবং জপার্থে উহার বিনিয়োগ করিয়া গীতামন্ত্রে হৃষিকেশাদির জপ করিতে হইবে; অথবা সর্ব্ববিঘ্নের শান্তি এবং সর্ব্বরক্ষার নিমিত্ত হোম করিবে। ৭৯।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

——:*:——

শ্রীব্যাস উবাচ

অক্ষয়্যোঽক্ষয়ধনাবাপ্ত্যৈ প্রতিপত্তিং শ্রিয়ঃ পতেঃ।
সুগুপ্তাং ধননাথাদ্যৈর্ধান্যৈর্বা ক্রিয়তে সদা ॥ ১

দ্বারবত্যাং সহস্রার্কভাস্বরৈর্ভবনোত্তমৈঃ।
অনল্পৈঃ কল্পবৃক্ষৈশ্চ পরীতে মণিমণ্ডপে ॥ ২

জ্বলদ্রত্নময়স্তম্ভদ্বারতোরণকুড্যকে।
ফুল্লস্রগুল্লসচ্চিত্রবিতানালম্বিমৌক্তিকে ॥ ৩

পদ্মরাগস্থলীরাজদ্রত্ননদ্যশ্চ মধ্যতঃ।
অনারতগলদ্রত্নসুমধ্যস্রস্তবন্ধনৈঃ ॥ ৪

রত্নপ্রদীপাবলিভিঃ প্রদীপিতদিগন্তরে।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশমণিসিংহাসনাম্বুজে ॥ ৫

ব্যাসদেব কহিতেছেন।—অনন্তর অক্ষয় ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত কমলা-পতির কৃপাসূচক অতি গোপনীয় বিধির বর্ণনা করিতেছি; ইহাতে কুবেরাদি দেবগণের অথবা ধান্যের পূজা করা আবশ্যক। ১। দ্বারবতীতে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট গৃহসকল এবং যথেষ্ট পরিমাণ কল্পবৃক্ষসকল মণিমণ্ডপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ২। সেই নগরীর উজ্জ্বল রত্নময় স্তম্ভ এবং বহির্দ্বারে প্রফুল্ল পুষ্পের মালা ও চিত্রময় মুক্তাখচিত বস্ত্রে অতিশয় শোভা পাইতেছে। ৩। তথায় পদ্মরাগস্থলীর সমীপস্থ রত্নময় নদীর মধ্য হইতে নিরন্তর রত্ন সকল বিনির্গত হওয়াতে স্নানকারিণী মহিলা-গণের বস্ত্রবন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে। ৪। রত্নময় প্রদীপশ্রেণীর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ প্রদীপিত থাকাতে নবোদিত সূর্য্যসদৃশ মণিময় সিংহাসনাম্বুজ

সমাসীনোঽচ্যুতো ধ্যেয়ো দ্রুতহাটকসন্নিভঃ ।
সমানোদিতচন্দ্রার্কতড়িৎকোটিসমদ্যুতিঃ ॥ ৬
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ সৌম্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ।
পীতবাসাশ্চক্রশঙ্খগদাপদ্মোজ্জ্বলদ্ভুজঃ ॥ ৭
অনারতোজ্জ্বলদ্রত্নধারৌঘকলসং স্পৃশন্ ।
বামপাদাম্বুজাগ্রেণ মুঞ্চতা পল্লবচ্ছবিম্ ॥ ৮
রুক্মিণীসত্যভামেঽস্য মূর্দ্ধ্নি রত্নৌঘধারয়া ।
সিঞ্চন্ত্যৌ দক্ষবামস্থে স্বদোঃস্থকলসোত্থয়া ॥ ৯
নাগ্নজিতী সুনন্দা চ দিশন্ত্যৌ কলসৌ তয়োঃ ।
তাভ্যাঞ্চ দক্ষবামস্থে মিত্রবিন্দাসুলক্ষণে ॥ ১০
রত্ননদ্যোঃ সমুদ্ধৃত্য রত্নপূর্ণঘটৌ তয়োঃ ।
জাম্বুবতী সুশীলা চ দিশন্ত্যৌ দক্ষবামগে ॥ ১১
বহিঃ ষোড়শসাহস্রসংখ্যাতাঃ পরিতঃ প্রিয়াঃ ।
ধ্যেয়াঃ কনকরত্নৌঘধারায়ুক্কলসোজ্জ্বলাঃ ॥ ১২
তদ্বহিশ্চাষ্টনিধয়ঃ পূরয়ন্ত্যো ধনৈর্ধরাম্ ।
তদ্বহির্বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে পুরোবচ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ১৩

অত্যাশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছে। ৫। তথায় এককালীন উদিত কোটি চন্দ্র সূর্য্য ও বিদ্যুতের সমান দীপ্তিবিশিষ্ট স্বর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। ৬। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও বিনয়ান্বিত এবং সকল আভরণে ভূষিত এবং তিনি পীতবাস ও শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মদ্বারা উজ্জ্বল ভুজবিশিষ্ট হয়েন। ৭। নিয়ত উজ্জ্বল ও রত্নবিশিষ্ট পল্লবশোভিত কলসীকে তাঁহার বামচরণপঙ্কজের অগ্রভাগদ্বারা স্পর্শ করিয়া উক্ত প্রকারে আবাহন করিবে। ৮। রুক্মিণী ও সত্যভামা দক্ষিণে ও বামপার্শ্বে থাকিয়া রত্নরাশিযুক্ত কক্ষস্থিত কলসের বারিধারা দ্বারা তাঁহার মস্তকে অভিষেক করিতেছেন। ৯। নাগ্নজিতী, সুনন্দা, মিত্রবিন্দা এবং সুলক্ষণা উহাদিগের পশ্চাৎভাগে রহিয়াছেন। ১০। সেই রত্নময় নদী হইতে রত্নপূর্ণ ঘটে জলপূর্ণ করিয়া জাম্বুবতী এবং সুশীলা তাহাদিগের পশ্চাদ্গামিনী হইতেছেন। ১১।

ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং বিংশত্যন্তং মনুং জপেৎ।
চতুর্লক্ষং হুনেদাজ্যৈশ্চত্বারিংশৎসহস্রকম্ ॥ ১৪
শক্তিঃশ্রীপূর্ব্বিকেত্যষ্টাদশার্ণো বিংশদর্ণকঃ।
মন্ত্রোঽনেন সদৃক্ষোঽন্যো মনুর্নহি জগত্রয়ে ॥ ১৫
ঋষির্ব্রহ্মাঽস্য গায়ত্রী চ্ছন্দঃ কৃষ্ণস্তু দেবতা।
পূর্ব্বপ্রোক্তবদেবাস্য বীজশক্ত্যাদিকল্পনা ॥ ১৬
কল্পঃ সনৎকুমারোক্তো মন্ত্রস্যাস্যোচ্যতেঽধুনা।
পীঠন্যাসাদিকং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তক্রমতঃ সুধীঃ ॥ ১৭
করদ্বন্দ্বাঙ্গুলিতলেষ্বঙ্গষট্কং প্রবিন্যসেৎ।
মন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃত্বা মাতৃকাং মনুসংপুটাম্ ॥ ১৮
সংহারসৃষ্টিমার্গেণ দশ তত্ত্বানি বিন্যসেৎ।
পুনশ্চ ব্যাপকং কৃত্বা মন্ত্রবর্ণাংস্তনৌ ন্যসেৎ ॥ ১৯
মূর্দ্ধ্নি ভালে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে নেত্রয়োঃ কর্ণয়োর্নসোঃ।
আননে চিবুকে গণ্ডে দোর্ম্মূলে হৃদি তুণ্ডকে ॥ ২০

বহির্ভাগে ষোড়শসহস্র রমণীরা ধ্যানরত হইয়া রত্নপূর্ণ কলসে অভিষেকের জন্য অভিলাষিণী হইয়াছেন। ১২। তাহার বহির্ভাগে অষ্টনিধি (রত্ন-বিশেষ) ধনদ্বারা ধরা পূরণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহার বহির্ভাগে বৃষ্ণিরা সকলে সম্মুখীন হইয়া সমস্ত ধন যাচকদিগকে বিতরণ করিতেছেন। ১৩। এই প্রকারে পরমাত্মার ধ্যান করিয়া বিংশত্যন্ত মন্ত্র চারিলক্ষবার জপ করিবে এবং ইহাতে চত্বারিংশৎ সহস্রবার ঘৃতদ্বারা হোম ও জপ করা কর্ত্তব্য।১৪। শ্রীপূর্ব্বক শক্তিবীজ সংকারে অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র কথিত হইল। ইহার তুল্য মন্ত্র ত্রিভুবনে নাই। ১৫। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং পূর্ব্ববৎ বীজ ও শক্তি প্রভৃতির কল্পনা হইয়া থাকে। ১৬। সনৎকুমারোক্ত মন্ত্রের কল্পনা এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে তাহার পীঠন্যাস প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তক্রমে করিতে হইবে। ১৭। ব্যাপকন্যাস করিয়া করদ্বয়ের অঙ্গুলীতলে ষড়ঙ্গন্যাস ও উক্ত মন্ত্রের দ্বারা মাতৃকাসম্পুট সম্পাদিত হইবে। ১৮। সংহার ও সৃষ্টির নিয়মানুসারে শরীর মধ্যে দশ-

নাভৌ লিঙ্গে তথাধারকট্যোর্জান্বোশ্চ জঙ্ঘয়োঃ।
গুল্‌ফয়োঃ পাদয়োর্ন্যসেৎ সৃষ্টিরেষা সমীরিতা ॥ ২১
স্থিতির্হৃদাদিনাসান্তা সংহৃতিশ্চরণাদিকা।
বিধায়ৈবং পঞ্চকৃত্বঃ স্থিত্যন্তং মূর্ত্তিপঞ্জরম্ ॥ ২২
সৃষ্টিস্থিতী চ বিন্যস্য ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
গুণাব্ধিবেদকরণাক্ষাক্ষরৈররনিশং মনোঃ ॥ ২৩
মুদ্রাং বদ্ধা কিরীটাখ্যাং দিগ্বন্ধং পূর্ব্ববচ্চরেৎ।
এবং ধ্যাত্বার্চ্চয়েদ্দেহং মূর্ত্তিপঞ্জরপূর্ব্বকম্ ॥ ২৪
অথবা হ্যর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং তদর্থং মন্ত্রমুচ্যতে।
গোময়েনোপলিপ্যোর্ব্বীং তত্র পীঠং নিধাপয়েৎ ॥ ২৫
বিলিপ্য গন্ধপঙ্কেন লিখেদষ্টদলাম্বুজম্।
কর্ণিকায়াস্তু ষট্‌কোণং স সাধ্যস্তত্র মন্মথম্ ॥ ২৬
শিষ্টৈস্তং সপ্তদশভিরক্ষরৈর্ব্বেষ্টয়েৎ স্মরম্।
প্রাগ্রক্ষোঽনিলকোণেষু শ্রিয়ং শিষ্টেষু সংবিদম্ ॥ ২৭

তত্ত্বের বিন্যাসপূর্ব্বক পুনশ্চ ব্যাপকন্যাস করিয়া মন্ত্রবর্ণ শরীর মধ্যে স্থাপিত করিবে। ১৯। মস্তকে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে এবং নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, চিবুক, গণ্ড, বাহুমূল, হৃদয় এবং তুণ্ডে ও নাভি, লিঙ্গ, আধারকটী, জানু, জঙ্ঘা, গুল্‌ফ ও চরণে সৃষ্টির নিয়মে ন্যাস করিবে।২০-২১। হৃদয়াদি নাসিকা পর্য্যন্ত স্থিতির ও চরণাদিতে সংহৃতির পঞ্চবার ন্যাস করিলে স্থিত্যন্ত মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করা হয়।২২। সৃষ্টি ও স্থিতির ন্যাস করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে, ইহাতে তিন, চার, পাঁচ, সাত ও একাদশ অক্ষরযুক্ত মন্ত্রাক্ষর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।২৩। কিরীটাখ্যমুদ্রা করিয়া পূর্ব্ববৎ দিগ্বন্ধন করিবে ও উক্তরূপ ধ্যান করিয়া মূর্ত্তি-পঞ্জরে দেহের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ২৪। অথবা বিষ্ণুপূজা করিতে হইলে তাহার মন্ত্র এইরূপ হইবে; ভূমিকে গোময়দ্বারা উপলেপন করিয়া তাহাতে পীঠস্থাপন করিবে এবং চন্দনাদি লেপনান্তে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে ও কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণ করিয়া সাধ্যমন্ত্র তাহাতে মন্মথদেবের আবাহন করিতে হইবে। ২৫—২৬।

ষড়ক্ষরং সন্ধিষু চ কেশরেষু ত্রিশস্ত্রিশঃ।
বিলিখেৎ স্মরগায়ত্রীমালামন্ত্রং দলাষ্টকে ॥ ২৮
ষট্‌শঃ সংলিখ্য তদ্বাহ্যে বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈঃ।
ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্বাহ্যে দলানাং দিগ্বিদিক্ষ্বপি ॥ ২৯
এতন্মন্ত্রং হাটকাদিপাত্রেম্বালিখ্য পূর্ব্ববৎ।
সাধিতং ধারয়েদ্‌ঘোরৈঃ সোঽর্চ্যতে ত্রিদশৈরপি ॥ ৩০
স্যাদ্‌গায়ত্রী কামদেবপুষ্পবাণৌ চ ঙেঽন্তকৌ।
বিদ্মহেধীমহিযুতৌ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩১
জপ্ত্যাজ্জপাদৌ গোপালমনূনাং জনরঞ্জনীম্।
নত্যন্তে কামদেবায় ঙেঽন্তং সর্ব্বজনপ্রিয়ম্ ॥ ৩২
উক্ত্বা সর্ব্বজনান্তে তু সম্মোহনপদং তথা।
জ্বল জ্বল প্রজ্বলেতি প্রোক্তো সর্ব্বজনস্য চ ॥ ৩৩
হৃদয়ঞ্চ মম ব্রূয়াৎ বশং কুরুযুগং শিবঃ।
প্রোক্তো মদনমন্ত্রোঽষ্টচত্বারিংশদ্ভিরক্ষরৈঃ ॥ ৩৪

সেই কামকে সপ্তদশাক্ষরে স্পষ্টরূপে বেষ্টন করিয়া পূর্ব্ব, নৈর্ঋৎ এবং বায়ুকোণেতে স্পষ্টরূপে শ্রীবীজ লিখিবে। ২৭। সন্ধি এবং কেশরমধ্যে তিন তিন বার ষড়ক্ষরী মন্ত্র এবং অষ্টদলে কাম গায়ত্রী মালা মন্ত্র লিখিতে হইবে। ২৮। তাহার বহির্দ্বারে ছয়বার বীজমন্ত্র লিখিয়া মাতৃকাক্ষরে বেষ্টন করিবে ও দলের সকল দিকে বহির্ভাগে ভূবিম্বের চিহ্ন করিবে। ২৯। যে কেহ এই মন্ত্র স্বর্ণাদি পাত্রে লিখিয়া সাধনপূর্ব্বক ধারণ করিবেন, তিনি দেবগণেরও পূজ্য হইবেন। ৩০। কামদেব এবং পুষ্পবাণ শব্দে চতুর্থী বিভক্তিযোগ করিয়া আমরা জানি এবং ধ্যান করিতেছি অতএব হে অনঙ্গ! আমাদিগের সুবুদ্ধি প্রেরণা করুন, ইহাকে কাম গায়ত্রী কহে *। ৩১। এই গায়ত্রী জপ করিবে ও গোপালমন্ত্র জপের পূর্ব্বে "জনরঞ্জনার্থে কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায়

* কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ (ইহাই কামগায়ত্রী)।

জপাদৌ মারবীজাদ্যো জগত্রয়বশীকরঃ।
ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদষ্টবজ্রবিভূষিতম্ ॥ ৩৫
পীঠং পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য মূর্ত্তিং সংকল্প্য পৌরুষীম্।
তত্রাবাহ্যাচ্যুতং ভক্ত্যা সকলীকৃত্য পূজয়েৎ ॥ ৩৬
আসনাদিবিভূষান্তং পুনর্ন্যাসক্রমান্ন্যসেৎ।
সৃষ্টিস্থিতী ষড়ঙ্গঞ্চ কিরীটং কুণ্ডলদ্বয়ম্ ॥ ৩৭
চক্রং শঙ্খং গদাং পদ্মং মালাং শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ।
গন্ধাক্ষতপ্রসূনৈশ্চ মূলেনাভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৮
আদৌ বহ্নিপুরদ্বন্দ্বকোণেষ্বঙ্গানি পূজয়েৎ।
সকৃচ্ছিরঃ শিখাবর্ম্মনেত্রমন্ত্রমিতি ক্রমাৎ ॥ ৩৯
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
অগ্ন্যাদিদলমূলেষু শান্তিলক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥ ৪০
রতিশ্চ দিগ্দলেষ্বস্যাস্ততোহষ্টৌ মহিষীর্যজেৎ।
রুক্মিণ্যাদ্যা দক্ষসব্যক্রমাৎ পত্রাগ্রকেষু চ ॥ ৪১

নমঃ” কহিবে। ৩১। ইহা কহিয়া “সর্ব্বজন সম্মোহন জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হৃদয়ং মম বশং কুরু শিবঃ” উক্ত হইলে অষ্টচত্বারিংশৎ অক্ষরে কামমন্ত্র শেষ হইবে। ৩১-৩৪। জপের আদিতে জগত্রয়ের বশীকারক কামবীজাদি ভূমি লিখিত ও চতুরস্র যন্ত্রে অষ্টবজ্র বিভূষিত করিবে। ৩৫। পূর্ব্ববৎ পীঠপূজা ও পৌরুষী মূর্ত্তির সঙ্কল্প করিয়া তাহাতে ভক্তিসহকারে অচ্যুতদেবের আবাহনপূর্ব্বক যথাবিধি সকলীকরণ করিয়া পূজা করিবে। ৩৬ আসনাদি বিভূষণ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার সৃষ্টি, স্থিতি ষড়ঙ্গন্যাস ক্রমে বিন্যস্ত করিবে। কিরীট, কুণ্ডল, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মালা, শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভ প্রভৃতি গন্ধ পুষ্প এবং তণ্ডুলদ্বারা মূলমন্ত্রের পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। ৩৭—৩৮। প্রথমতঃ অগ্নি প্রভৃতি সকল কোণে অঙ্গ সকলের পূজা করিবে এবং মস্তক, শিখা, বর্ম্ম ও নেত্র এক একবার যথাক্রমে শুদ্ধ করিতে হইবে। ৩৯। তাহার মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, অগ্ন্যাদি দলমূলে নির্দ্দিষ্ট আছেন এবং শান্তি, লক্ষ্মী,

ততঃ ষোড়শসাহস্রং সকৃদেবার্চ্চয়েৎ প্রিয়াঃ।
ইন্দ্রাদীনামুকুন্দাগ্যান্ মকরানন্দকচ্ছপান্ ॥ ৪২
শঙ্খপদ্মাদিকাংশ্চাপি নিধীনষ্টৌ ক্রমাদ্‌যজেৎ।
তদ্বহিশ্চেন্দ্রবজ্রাদ্যা আবৃতীঃ সংপ্রপূজয়েৎ ॥ ৪৩
ইতি সপ্তাবৃতিবৃতমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতমাদরাৎ।
প্রীণয়েদ্দধিখণ্ডাজ্যমিশ্রেণ তু পয়োম্ভসা ॥ ৪৪
রাজোপচারান্দত্ত্বা চ স্তুত্বা নত্বা চ কেশবম্।
উদ্বাসয়েৎ স্বহৃদয়ে পরিবারগণৈঃ সহ ॥ ৪৫
ন্যস্তাত্মানং সমভ্যর্চ্চ্য তন্ময়ঃ প্রজপেন্মনুম্।
রত্নাভিষেকধ্যানেজ্যা বিংশত্যর্ণাশ্রিতে রতা ॥ ৪৬
জপহোমার্চ্চনধ্যানৈর্যোঽমুং প্রভজতে মনুম্।
তদ্বেশ্ম পূর্য্যত রত্নস্বর্ণধান্যৈরনাবৃতম্ ॥ ৪৭
পৃথ্বী পৃথ্বী করে তস্য সর্ব্বশস্যকুলাকুলা।
পুত্রৈর্মিত্রৈঃ স সম্পন্নঃ প্রযাত্যন্তে পরাং গতিম্ ॥ ৪৮

সরস্বতী ও রতি দিক্‌দলে থাকিবেন, অনন্তর অষ্ট মহিষী পূজিতা হইবেন; রুক্মিণী প্রভৃতি দক্ষিণ এবং বামদিকে যথাক্রমে পত্রাগ্রে অবস্থিতা হইবেন। ৪০-৪১। অনন্তর ষোড়শ সহস্র মহিষীর পূজা হইলে ইন্দ্রাদি, মুকুন্দাদি, মকরানন্দ ও কচ্ছপাদির পূজা করিতে হইবে। ৪২। শঙ্খ পদ্মাদি এবং অষ্টনিধির যথাক্রমে পূজা হইলে তাহার বাহিরে ইন্দ্রবজ্রাদি আবরণ পূজা কর্ত্তব্য। ৪৩। এইরূপে সপ্তাবরণযুক্ত অচ্যুত-দেবের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করিয়া দধি, দুগ্ধ, খণ্ড এবং ঘৃতযুক্ত জলে তর্পণ করিবে। ৪৪। শ্রীকেশবকে রাজোপচার দান, স্তব এবং নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিবারগণের সহিত তাঁহাকে হৃদয়স্থ জ্ঞান করিবে। ৪৫। আত্মাকে বিন্যস্ত এবং অর্চ্চিত ও তন্ময় করিয়া রত্নাভিষেক এবং ধ্যানগম্য বিংশত্যক্ষরী মন্ত্রাশ্রয়পূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৪৬। জপ, হোম, পূজা এবং ধ্যানসহকারে যে ব্যক্তি এই মন্ত্র ভজনা করেন তাঁহার গৃহ রত্ন, স্বর্ণ এবং ধান্যদ্বারা নিরন্তর পরিপূর্ণ থাকে। ৪৭। পৃথিবী

বহ্বাবভ্যর্চ্য গোবিন্দং শুক্লপুষ্পৈঃ সতণ্ডুলৈঃ।
আজ্যাক্তৈরযুতং হুত্বা ভস্ম তন্মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ ॥ ৪৯
তস্যান্নানাং সমৃদ্ধিঃ স্যাত্তদ্বশে সর্ব্বযোষিতঃ।
আজ্যৈর্লক্ষং হুনেদ্রক্তপদ্মৈর্ব্বা মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ৫০
শ্রিয়া তস্যেন্দ্রমৈশ্বর্য্যং কৃপণেশায় তে ধ্রুবম্।
শুক্লাদিবস্ত্রলাভায় শুক্রায় কুসুমৈর্হুনেৎ ॥ ৫১
ত্রিমধ্বক্তৈর্দ্দশশতমাজ্যাক্তৈর্বাষ্টসংযুতম্।
ক্ষৌদ্রসিক্তৈঃ সিতৈঃ পুষ্পৈরষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥ ৫২
হুনেন্নিত্যং সৈষ আসীৎ পুরোধা নৃপতের্ভবেৎ।
দশাষ্টাদশবর্ণোক্তং জপধ্যানহুতাদিকম্ ॥ ৫৩
বিদধ্যাৎ কর্ম্ম চানেন তাভ্যামপ্যত্র কীর্ত্তিতম্।
বাগ্‌ভবং মারবীজঞ্চ কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী ॥ ৫৪
গোবিন্দায় রমাগোপীজনবল্লভ তে শিবঃ।
চতুর্দ্দশস্বরোপেতঃ শুক্রঃ সংদী তদূর্দ্ধতঃ ॥ ৫৫
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো বাগীশত্বপ্রদায়কঃ।
অষ্টাদশার্ণবৎসর্ব্বং ষড়ঙ্গ্যাদিকমস্য তু ॥ ৫৬

তাহার করস্থিতা হয় ও সর্ব্বশস্য তাঁহার হস্তগত হয় এবং তিনি পুত্রমিত্র সম্পন্ন হইয়া অন্তে উত্তম গতি লাভ করেন। ৪৮। অগ্নিমধ্যে শুক্লপুষ্প এবং তণ্ডুল দ্বারা ঘৃতসহকারে গোবিন্দের পূজা এবং অযুতবার হোম করিয়া সেই ভস্ম মস্তকে ধারণ করিবে। ৪৯। উহাতে তাঁহার অন্নের সমৃদ্ধি এবং সকল কামিনীরা তাঁহার বশীভূত হয় এবং তদ্বিষয়ে ঘৃত কিম্বা রক্তপদ্ম মধুযুক্ত করিয়া লক্ষবার হোম করিতে হয়। ৫০। তাঁহার ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য সকল বিষয়ে সুসম্পন্ন থাকে এবং শুক্লাদি বস্ত্রলাভের নিমিত্ত পুষ্পদ্বারা শুক্রের হোম করিতে হয়। ৫১। (যিনি) মধুদ্বারা তিনবার, ঘৃতে অষ্টাধিক-দশশতবার, মধুযুক্ত শ্বেতপুষ্পে অষ্টোত্তর সহস্রবার নিত্য হোম করিবেন তিনি নৃপতির পুরোহিত হইবেন। দশাক্ষরী ও অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের জপ, ধ্যান এবং হোমাদি অনুষ্ঠিত হইলে পশ্চাদুক্ত

পূজা চ বিংশতার্ণোক্তা প্রতিপত্তিস্তু কথ্যতে।
বামোর্দ্ধহস্তে দধতং বিদ্যাসর্ব্বস্বপুস্তকম্ ॥ ৫৭
অক্ষমালাঞ্চ দক্ষোর্দ্ধে স্ফাটিকীং মাতৃকাময়ীম্।
শব্দব্রহ্মময়ং বেত্থমধঃ পাণিদ্বয়েরিতম্ ॥ ৫৮
গায়ন্তং পীতবসনং শ্যামলং কোমলচ্ছবিম্।
বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববেদিভিঃ ॥ ৫৯
উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ধরিং সদা।
ধ্যাত্বৈবং প্রমদাবেশবিলাসভবনেশ্বরম্ ॥ ৬০
চতুর্লক্ষং জপেন্মন্ত্রমিমং মন্ত্রী সুসংযতঃ।
পলাশপুষ্পৈঃ স্বাদ্বক্তৈশ্চত্বারিংশৎসহস্রকম্ ॥ ৬১
জুহুয়াৎ কর্ম্মণানেন ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবম্।
যোঽস্মিন্নিষ্ণাতধীর্ম্মন্ত্রী বর্ত্ততে বক্রগন্দবাৎ ॥ ৬২
গদ্যপদ্যময়ী বাণী তস্য গঙ্গাপ্রবাহবৎ।
সর্ব্ববেদেষু শাস্ত্রেষু পুরাণেষু চ পণ্ডিতঃ ॥ ৬৩
সম্পত্তিং পরমাং লব্ধ্বা চান্তে যাতি পরং পদম্।
শ্রীশক্তিস্মরকৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিবো মনুঃ ॥ ৬৪

মন্ত্র কীর্ত্তনীয় হইবে। বাগ্‌ভব ও কামবীজ কৃষ্ণায়, ভুবনেশ্বরী গোবিন্দায়, রমা গোপীজনবল্লভ ও শিব চতুর্দ্দশ স্বরযুক্ত শুক্র এবং শনি তদূর্দ্ধে বাগীশত্ব প্রদায়ক দ্বাবিংশতি অক্ষরযুক্ত মন্ত্র হয় *; ইহার অষ্টাদশ মন্ত্রের ন্যায় সকল ষড়ঙ্গ ঋষ্যাদি আছে। ৫২—৫৬। প্রতিপত্তি বিষয়ে বিংশতি অক্ষরযুক্ত মন্ত্রের পূজা করণীয় হইতেছে এবং তাহাতে ঊর্দ্ধগত বামহস্তে সর্ব্বস্বধন বিদ্যার পুস্তক ধারণ করিতেছেন, ঊর্দ্ধগত দক্ষিণ করে অক্ষমালা ও মাতৃকাময়ী স্ফটিকের মালা এবং নিম্নস্থ পাণিদ্বয়ে শব্দব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। ৫৭-৫৮। গায়ক, শ্যামল, পীতবস্ত্রধারী, কোমল শোভাবিশিষ্ট, ময়ূরপুচ্ছে নির্ম্মিত ভূষণধারী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববেদি-মুনিগণের দ্বারা উপাসিত প্রমদাগণের বেশ-বিলাসের ঈশ্বর শ্রীহরিকে সর্ব্বদা উপাসনা করিবে;

* ঐঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় হ্রীঁ গোবিন্দায় রাঁ গোপীজনবল্লভায় ও স্বাহা (দ্বাবিংশত্যক্ষর-মন্ত্র)

ক্রবর্ণা ব্রহ্মগায়ত্রী কৃষ্ণর্ষ্যাদিরথাস্য তু।
বেদৈস্ত্রিবেদযুগ্মার্ণৈরঙ্গষট্‌কমিহোদিতম্ ॥ ৬৫
বিংশত্যর্ণোদিতজপধ্যানহোমার্চ্চনক্রিয়ঃ।
মন্ত্রোঽয়ং সকলৈশ্বর্য্যকাঙ্ক্ষিভিঃ সেব্যতাং বুধৈঃ ॥ ৬৬
শ্রীশক্তিকামপূর্ব্বাঙ্গজন্মশক্তিরমান্তিকঃ।
দশাক্ষরঃ স এবাদৌ স্যাচ্চ শক্তিরমান্বিতঃ ॥ ৬৭
মন্ত্রৌ বিকৃতিরব্যর্ণাবাচকাত্যঙ্গিনাবিমৌ।
বিংশত্যর্ণোক্তয়জনবিধা ধ্যায়েদথাচ্যুতম্ ॥ ৬৮
বরদাভয়হস্তাভ্যাং শ্লিষ্যন্তং স্বাঙ্গকে প্রিয়ে।
পদ্মোৎপলকরে তাভ্যাং শ্লিষ্টং চক্রধরোজ্জ্বলম্ ॥ ৬৯
দশলক্ষং জপেদাজ্যৈস্তাবৎসাহস্রহোমতঃ।
সিদ্ধাবিমৌ মূলসম্পৎসুখসৌভাগ্যদৌ নৃণাম্ ॥ ৭০

এইরূপ ধ্যান করিয়া চারিলক্ষ জপান্তে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সুসংযত হইয়া স্বাদু পলাশপুষ্পে চত্বারিংশৎ সহস্রবার হোম করিবে; তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। যে ব্যক্তি এই মন্ত্রে স্থিরবুদ্ধি হইয়া বিদ্যা কামনাতে ইহার অনুষ্ঠান করে তাহার বাণী গঙ্গাপ্রবাহবৎ গদ্য ও পদ্যময়ী হয় এবং সে সমস্ত বেদে ও শাস্ত্রে এবং পুরাণে পণ্ডিতগণ্য হয় এবং উৎকৃষ্ট সম্পত্তি লাভ করিয়া অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রী, শক্তি ও কন্দর্পবীজ এবং কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, এই শুদ্ধমন্ত্র *। ৫৯-৬৪। ক্রবর্ণা ব্রহ্মগায়ত্রী কথিত হয়; ইহার ঋষি কৃষ্ণ এবং অষ্টাদশ বর্ণে ইহার ষড়ঙ্গন্যাস উক্ত হইয়াছে। ৬৫। অর্চ্চন ক্রিয়াতে বিংশতি বর্ণে জপ, ধ্যান এবং হোম করা কর্ত্তব্য; এই মন্ত্র ঐশ্বর্য্য প্রার্থনাকারী সকল সাধকেরা অবলম্বন করিবেন। ৬৬। শ্রী, শক্তি এবং কামপূর্ব্বা অঙ্গজন্মশক্তি রমাপদসহকারে আর একপ্রকার দশাক্ষরীমন্ত্র ব্যক্ত হইয়াছে। ৬৭। পূজা কর্ম্মে উক্ত বিংশত্যক্ষরী মন্ত্র চক্রাদি অঙ্গপূজা কার্য্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া ধ্যান করিবে। ৬৮। অনন্তর অচ্যুত-

* শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় (নমঃ)।

মারশক্তিরমাপূর্ব্বো দশার্ণো মনবস্ত্রয়ঃ।
এতেষাং মনুবর্ণানামঙ্গর্ষ্যাদিদশার্ণবৎ ॥ ৭১
শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণপাশাঙ্কুশধরোঽরুণঃ।
বেণুং ধমন্ ধৃতো দোর্ভ্যাং ধ্যেয়ঃ কৃষ্ণো দিবাকরে ॥ ৭২
আদ্যে গণে ধ্যানমেবং দ্বিতীয়ে বিংশদর্ণবৎ।
দশার্ণবৎ তৃতীয়েঽঙ্গদিক্‌পালাদ্যৈঃ সমর্চ্চনা ॥ ৭৩
পঞ্চলক্ষং জপেত্তাবদযুতং পায়সৈর্হুনেৎ।
ততঃ সিদ্ধাস্তু মনবো নৃণাং সম্পত্তিকান্তিদাঃ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
মন্ত্রপূজাহোমবিধিঃ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

দেবকে বরদাতা এবং অভয়দাতা জ্ঞান করিয়া এবং পদ্মের সদৃশ হস্তের দ্বারা প্রিয়াগণকে আলিঙ্গনকারী এবং চক্রধারী বিবেচনা করিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে। ৬৯। দশলক্ষ জপ করিয়া ঘৃতদ্বারা দশসহস্র পরিমিত উক্ত মন্ত্রের হোম শেষ হইলে মনুষ্যেরা সিদ্ধি, সম্পত্তি, সুখ এবং সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। ৭০। কাম, শক্তি এবং রমাবীজপূর্ব্বক দশাক্ষরী অপর তিনটি মন্ত্র আছে, তাহার মন্ত্রবর্ণের অঙ্গ এবং ঋষি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দশাক্ষরী মন্ত্রের ন্যায় হইয়া থাকে। ৭১। শঙ্খ, চক্র, ধনুর্ব্বাণ, পাশ এবং অঙ্কুশধারী ও এবং হস্তযুগলে বংশীধারণপূর্ব্বক মনোহর শব্দকারী অরুণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। দিবাকর ও আদ্যগণকে এইরূপে ধ্যান করিতে হইলে বিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট দ্বিতীয় মন্ত্র এবং অঙ্গ ও দিক্‌পালাদির অর্চ্চনা বিষয়ে দশাক্ষরী তৃতীয় মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। ৭২-৭৩। পঞ্চলক্ষ জপ এবং পায়সদ্বারা পঞ্চাশৎ সহস্র হোম করিতে হইবে; তদনন্তর মনুষ্যদিগের সম্পত্তি এবং কান্তি-প্রদ মন্ত্র সকল সিদ্ধ হয়। ৭৪।

তৃতীয়রাত্র সমাপ্ত

চতুর্থরাত্রম্

——:•:——

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

——:•:——

শ্রীমহাদেব উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভক্তিমুক্তিপ্রসাধনম্ ।
নাম্নামষ্টোত্তরশতং শ্রীকৃষ্ণস্য পরাত্মনঃ ॥ ১
পূর্ব্বকল্পে ধরোদ্ধারে পৃথিব্যা শেষকেণ চ ।
সংবাদং পরমাশ্চর্য্যং শৃণুষ্ব কমলাননে ॥ ২
নাতঃ পরতরং স্তোত্রং নাতঃ পরতরং তপঃ ।
নাতঃ পরতরা বিদ্যা তীর্থং নাতঃ পরং পরম্ ॥ ৩
বেদানাং চ যথা সাম তীর্থানাং মথুরা পরা ।
ক্ষেত্রাণাং কাশিকা দেবি মন্ত্রাণাং শ্রীদশাক্ষরঃ ॥ ৪
বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবীনাং যথাহং ত্বং তথা পরা ।
আশ্রমাণাং যথা ন্যাসঃ সিদ্ধানাং কপিলো যথা ॥ ৫
আয়ুধানাং যথা বজ্রং ধেনূনাং কামধুগ্‌যথা ।
মনোরথং প্রস্রবতাং যথা নাম্নাং শতাষ্টকম্ ॥ ৬

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—হে দেবি! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি এবং মুক্তির প্রসাধন স্বরূপ তাঁহার অষ্টোত্তরশতনাম আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১। হে কমললোচনে! পূর্ব্বকালে যখন পৃথিবীর উদ্ধার হইয়াছিল তখন পৃথিবীর এবং অনন্তদেবের কথিত, এই পরমাশ্চর্য্য সংবাদ এক্ষণে তুমি শ্রবণ কর। ২। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট অথবা শ্রেষ্ঠ স্তব, তপস্যা, বিদ্যা এবং তীর্থ আর নাই। ৩। যেরূপ বেদমধ্যে সাম, তীর্থমধ্যে মথুরা, ক্ষেত্রমধ্যে কাশী এবং মন্ত্রমধ্যে দশাক্ষরী শ্রীমন্ত্র

ততোঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় ।
প্রণম্য বসুধা দেবী শেষং সংকর্ষণাত্মকম্ ॥ ৭
পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা জনানাং মুক্তিহেতবে ।
নাম্নামষ্টোত্তরশতং শ্রীকৃষ্ণস্য রমাপতেঃ ॥ ৮

ভূমিরুবাচ

কৃষ্ণাবতারে রোহিণ্যা রামেণাপি ত্বয়া সহ ।
অলঙ্কৃতং জন্ম পুংসামপি বৃন্দাবনৌকসাম্ ॥ ৯
তস্য দেবস্য কৃষ্ণস্য লীলাবিগ্রহধারিণঃ ।
যস্যোপাধিনিযুক্তানি সন্তি নামান্যনেকশঃ ॥ ১০
তেষু মুখ্যানি নামানি শ্রোতুকামা চিরাদহম্ ।
সঙ্কর্ষণাত্মনঃ স্তোত্রং যতো জানাসি বাঙ্ময়ম্ ॥ ১১
তত্তানি যানি নামানি বাসুদেবস্য বাসুকে ।
নাতঃ পরতরং স্তোত্রং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ১২

শ্রেষ্ঠ হয়, হে দেবি! ইহাও সেইরূপ জানিবে ।৪। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদিগের মধ্যে যেমন আমি এবং তুমি, আশ্রমমধ্যে যেমন সন্ন্যাস এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলদেব, আয়ুধমধ্যে যেমন বজ্র, ধেনুমধ্যে কামধেনু এবং বৃত্তিমধ্যে মনোরথ যেরূপ শ্রেষ্ঠ হয় এই অষ্টোত্তর শতনামও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। ৫—৬। অতএব আমি তোমাকে উহা বলিতেছি সাবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর :—বসুমতী সঙ্কর্ষণাত্মক অনন্তদেবকে নমস্কার করিয়া পরম ভক্তিসহকারে জনগণের মুক্তির নিমিত্ত রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭-৮।

বসুমতী কহিলেন।—কৃষ্ণাবতারে রোহিণী, বলরাম এবং তুমি স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করায় শ্রীবৃন্দাবনবাসী পুরুষগণের জন্ম সফল হইয়াছে। ৯। লীলাচ্ছলে দেহধারী শ্রীকৃষ্ণদেবের উপাধিযুক্ত বিবিধপ্রকার নাম আছে। ১০। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নামগুলি আমি বহুকাল পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ; অতএব যদ্যপি আপনি সেই সঙ্কর্ষণাত্মক শ্রীকৃষ্ণের বাক্যময় স্তোত্র জানেন তবে হে বাসুকে! বাসুদেবের সেই

শ্রীশেষ উবাচ

বসুন্ধরে বরারোহে জনানামস্তি মুক্তিদম্।
সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যমণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিদম্ ॥ ১৩
মহাপাতককোটিঘ্নং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্।
সমস্তজপযজ্ঞানাং ফলদং পাপনাশনম্ ॥ ১৪
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্ ॥ ১৫
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎপ্রযচ্ছতি।
তস্মাৎ পুণ্যতমঞ্চৈতৎ স্তোত্রং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৬

শ্রীকৃষ্ণস্যাষ্টোত্তরশতনাম্নাং শ্রীশেষঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামজপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ

শ্রীকৃষ্ণঃ কমলানাথো বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
বসুদেবাত্মজঃ পুণ্যো লীলামানুষবিগ্রহঃ ॥ ১৭

সকল নাম, যাহার সদৃশ উৎকৃষ্ট স্তোত্র ত্রিভুবনে নাই তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ১১-১২।

শ্রীঅনন্তদেব কহিলেন।—হে বসুন্ধরে, বরারোহে! সর্ব্বমঙ্গল ও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং মুক্তিদায়ক তাঁহার নাম আমার জ্ঞানগোচর আছে। ১৩। তাহাতে কোটি কোটি মহাপাতক বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্বতীর্থ ফল লাভ করা যায় ও সমস্ত জপ এবং যজ্ঞের ফলদাতা হইয়া পাপসমূহকে দূরীভূত করে। ১৪। হে দেবি!, তুমি আমার নিকট অষ্টোত্তর শতনাম শ্রবণ কর, পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয় শ্রীকৃষ্ণের একনাম একাবৃত্তিতেও সেই ফল প্রদান করে; অতএব এই পুণ্যতম পাপনাশক স্তোত্র শ্রবণ কর। ১৫-১৬।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামের ঋষি অনন্তদেব, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা এবং শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামজপে বিনিয়োগ হইয়া থাকে।

শ্রীবৎসকৌস্তুভধরো যশোদাবৎসলো হরিঃ।
চতুর্ভুজাত্তচক্রাসিগদাশঙ্খাম্বুজাযুধঃ ॥ ১৮
দেবকীনন্দনঃ শ্রীশো নন্দগোপপ্রিয়াত্মজঃ।
যমুনাবেগসংহারী বলভদ্রপ্রিয়ানুজঃ ॥ ১৯
পূতনাজীবিতহরঃ শকটাসুরভঞ্জনঃ।
নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ২০
নবনীতনবাহারী মুচুকুন্দপ্রসাদকঃ।
ষোড়শস্ত্রীসহস্রেশস্ত্রিভঙ্গো মধুরাকৃতিঃ ॥ ২১
শুকবাগমৃতাব্ধীন্দুর্গোবিন্দো গোবিদাং পতিঃ।
বৎসপালনসঞ্চারী ধেনুকাসুরভঞ্জনঃ ॥ ২২
তৃণীকৃততৃণাবর্ত্তো যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ।
উত্তানতালভেত্তা চ তমালশ্যামলাকৃতিঃ ॥ ২৩
গোপগোপীশ্বরো যোগী সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ।
ইলাপতিঃ পরং জ্যোতির্যাদবেন্দ্রো যদূদ্বহঃ ॥ ২৪
বনমালী পীতবাসাঃ পারিজাতাপহারকঃ।
গোবর্দ্ধনাচলোদ্ধর্ত্তা গোপালঃ সর্ব্বপালকঃ ॥ ২৫

ওঁ

শ্রীকৃষ্ণ, কমলানাথ, বাসুদেব, সনাতন, বাসুদেবাত্মজ, পুণ্যশীল, লীলামানুষবিগ্রহ।১৭। শ্রীবৎসকৌস্তুভধর, যশোদাবৎসল, হরি, চতুর্ভুজে গৃহীত চক্র অসি গদা শঙ্খ পদ্ম এবং অস্ত্রবিশিষ্ট।১৮। দেবকীনন্দন শ্রীশ নন্দগোপের প্রিয়পুত্র যমুনাবেগসংহারী বলভদ্রের প্রিয় অনুজ।১৯। পূতনাজীবিতহর, শকটাসুরভঞ্জন, নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিতানন্দবিগ্রহ।২০। নবনীতনবাহারী মুচুকুন্দপ্রসাদক ষোড়শ স্ত্রীসহস্রের ঈশ ত্রিভঙ্গ মধুরাকৃতি।২১। শুকবাক্, অমৃতাব্ধীন্দু, গোবিন্দ, গোবিদ্‌গণপতি, বৎসপালনসঞ্চারী এবং ধেনুকাসুরভঞ্জন।২২। তৃণীকৃততৃণাবর্ত্ত, যমলার্জ্জুনভঞ্জন, উত্তানতালভেত্তা ও তমালশ্যামলাকৃতি।২৩। গোপ-গোপীর ঈশ্বর, যোগী, সূর্য্যকোটির সমান প্রভাবিশিষ্ট, ইলাপতি, পরমজ্যোতিঃ, যাদবেন্দ্র ও

অজো নিরঞ্জনঃ কামজনকঃ কঞ্জলোচনঃ।
মধুহা মথুরানাথো দ্বারকানায়কো বলী ॥ ২৬
বৃন্দাবনান্তসঞ্চারী তুলসীদামভূষণঃ।
স্যমন্তকমণের্হর্ত্তা নরনারায়ণাত্মকঃ ॥ ২৭
কুব্জাকৃষ্ণাম্বরধরো মায়ী পরমপূরুষঃ।
মুষ্টিকাসুরচানূরমহাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ২৮
সংসারবৈরিঃ কংসারির্ম্মুরারির্নরকান্তকঃ।
অনাদির্ব্রহ্মচারী চ কৃষ্ণাব্যসনকর্ষকঃ ॥ ২৯
শিশুপালশিরশ্ছেত্তা দুর্য্যোধনকুলান্তকৃৎ।
বিদুরাক্রূরবরদো বিশ্বরূপপ্রদর্শকঃ ॥ ৩০
সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যভামারতো জয়ী।
সুভদ্রাপূর্ব্বজো বিষ্ণুর্ভীষ্মমুক্তিপ্রদায়কঃ ॥ ৩১
জগদ্‌গুরুর্জগন্নাথো বেণুবাদ্যবিশারদঃ।
বৃষভাসুরবিধ্বংসী বাণাসুরবলান্তকৃৎ ॥ ৩২
যুধিষ্ঠিরপ্রতিষ্ঠাতা বর্হিবর্হাবতংসকঃ।
পার্থসারথিরব্যক্তো গীতামৃতমহোদধিঃ ॥ ৩৩

যদূদ্বহ ।২৪। বনমালী, পীতবাস, পারিজাতাপহারক, গোবর্দ্ধনাচলধারী, গোপাল ও সর্ব্বপালক। ২৫। অজ, নিরঞ্জন, কামজনক, কঞ্জলোচন, মধুহন্তা, মথুরানাথ, দ্বারকানায়ক এবং বলী। ২৬। বৃন্দাবনান্তসঞ্চারী, তুলসীমালাভূষণ, স্যমন্তকমণির হরণকর্ত্তা এবং নর-নারায়ণাত্মক। ২৭। কুব্জাকৃষ্ণাম্বরধারক, মায়ী, পরমপুরুষ, মুষ্টিকাসুরচানূরমহাযুদ্ধবিশারদ ।২৮। সংসারবৈরি, কংসারি, মুরারি, নরকান্তক, অনাদি, ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণাব্যসন-কর্ষক ।২৯। শিশুপালশিরশ্ছেত্তা, দুর্য্যোধনের কুলান্তকারী, বিদুরাক্রূরবরদ, বিশ্বরূপপ্রদর্শক। ৩০। সত্যবাক্, সত্যসঙ্কল্প, সত্যভামারত, জয়ী, সুভদ্রা-পূর্ব্বজ, বিষ্ণু, ভীষ্মের মুক্তিদাতা ।৩১। জগদ্‌গুরু, জগন্নাথ, বেণুবাদ্যবিশারদ, বৃষভাসুরবিনাশক, বাণাসুরবলান্তকারী। ৩২। যুধিষ্ঠিরের প্রতিষ্ঠাতা, ময়ূরপুচ্ছের ভূষণধারী, পার্থসারথি, অব্যক্ত, গীতামৃতমহোদধি। ৩৩।

কালীয়ফণিমাণিক্যরঞ্জিতশ্রীপদাম্বুজঃ।
দামোদরো যজ্ঞভোক্তা দানবেন্দ্রবিনাশনঃ॥ ৩৪
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম পন্নগাশনবাহনঃ।
জলক্রীড়াসমাসক্তগোপীবস্ত্রাপহারকঃ॥ ৩৫
পুণ্যশ্লোকস্তীর্থকরো বেদবিদ্যাদয়ানিধিঃ।
সর্ব্বতীর্থাত্মকঃ সর্ব্বগ্রহরূপী পরাৎপরঃ॥ ৩৬
ইত্যেবং কৃষ্ণদেবস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্।
কৃষ্ণেন কৃষ্ণভক্তেন শ্রুত্বা গীতামৃতং পুরা॥ ৩৭
স্তোত্রং কৃষ্ণপ্রিয়করং কৃতং তস্মান্ময়া পরম্।
কৃষ্ণনামামৃতং নাম পরমানন্দদায়কম্॥ ৩৮
অনুপদ্রবদুঃখঘ্নং পরমায়ুষ্যবর্দ্ধনম্।
দানশ্রুততপস্তীর্থং যৎকৃতন্ত্বিহ জন্মনি॥ ৩৯
পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব কোটিকোটিগুণং ভবেৎ।
পুত্রপ্রদমপুত্রাণামগতীনাং গতিপ্রদম্॥ ৪০
ধনাবহং দরিদ্রাণাং জয়েচ্ছূনাং জয়াবহম্।
শিশূনাং গোকুলানাঞ্চ পুষ্টিদং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥ ৪১

কালীয়ফণিমণিমাণিক্যরঞ্জিত-শ্রীপদাম্বুজ, দামোদর, যজ্ঞভোক্তা দানবেন্দ্র-বিনাশক। ৩৪। নারায়ণ, পরব্রহ্ম, পন্নগাশনবাহন, জলক্রীড়াসমাসক্ত, গোপীগণের বস্ত্র অপহরণকারী। ৩৫। পুণ্যশ্লোক, তীর্থকর, বেদবিদ্যা-দয়ানিধি, সর্ব্বতীর্থাত্মক, সর্ব্বগ্রহরূপী এবং পরাৎপর। ৩৬। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্ত-কর্ত্তৃক প্রথমতঃ শ্রুত হইলে তাহা গীতামৃতস্বরূপ তাহার জ্ঞানগোচর হয়। ৩৭। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর পরমানন্দদায়ক কৃষ্ণনামামৃত মৎ-কর্ত্তৃক বিরচিত হইল। ৩৮। উপদ্রব ও দুঃখবিনাশক এবং আয়ুর্বর্দ্ধনকারী এই নামে, দান তপস্যা এবং তীর্থকৃত ফল ইহজন্মে লাভ হয় এবং তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে ঐ ফল কোটিগুণ হইয়া থাকে; তাহাতে অপুত্রদিগের পুত্রপ্রাপ্তি ও গতি-হীনদিগের গতিলাভ হয়। ৩৯-৪০। দরিদ্রের ধনলাভ হয়, জয়াভিলাষিরা

বাতগ্রহজ্বরাদীনাং শমনং শান্তিমুক্তিদম্।
সমস্তকামদং সদ্যঃ কোটিজন্মাঘনাশনম্।
অন্তে কৃষ্ণস্মরণদং ভবতাপভয়াপহম্॥ ৪২
কৃষ্ণায় যাদবেন্দ্রায় জ্ঞানমুদ্রায় যোগিনে।
নাথায় রুক্মিণীশায় নমো বেদান্তবেদিনে॥ ৪৩
ইমং মন্ত্রং মহাদেবি জপন্নেব দিবানিশম্।
সর্বগ্রহানুগ্রহভাক্ সর্ব্বপ্রিয়তমো ভবেৎ। ৪৪
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিমান্।
নির্ব্বিশ্য ভোগানন্তেঽপি কৃষ্ণসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৫

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে উমামহেশ্বরসংবাদে ধরণীশেষসংবাদে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রং সমাপ্তং প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১

জয়লাভ করে, শিশু এবং গোকুলের পুষ্টিপ্রদ ও পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া থাকে।৪১। অধিকন্তু উহাতে বাতগ্রহ এবং জ্বরাদির উপশম হয়, শান্তি ও মুক্তি পাওয়া যায়, আর কোটি জন্মের পাপ বিনষ্ট করিয়া সমস্ত কাম্যফল প্রদান করে এবং অন্তে কৃষ্ণস্মরণজন্য ভব-তাপ-ভয় নাশ হয়। ৪২। কৃষ্ণ, যাদবেন্দ্র, জ্ঞানমুদ্র, যোগী, নাথ, রুক্মিণীশ এবং বেদান্তবিদকে নমস্কার করি। ৪৩। হে দেবি! এই মন্ত্র অহোরাত্র জপ করিলে সকল গ্রহের অনুগ্রহভাজন এবং সকলের প্রিয়তম হইতে পারা যায় এবং পুত্র-পৌত্রাদিতে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি এবং সমৃদ্ধিসহকারে এই সংসারে ভোগবান্ থাকিয়া পরিণামে শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্য লাভ করা যায়। ৪৪-৪৫।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ১
ওঁ নমঃ কৃষ্ণায় পার্থায় শ্রিয়ৈ নারায়ণায় দেব্যৈ চ
সরস্বত্যৈ নরায় চ।
ব্রহ্মলোকাদিহ প্রাপ্তং নারদং ভগবৎপ্রিয়ম্।
দৃষ্ট্বা নত্বা সভায়ান্তু পপ্রচ্ছুর্ম্মুনয়ো মুদা॥ ২

ঋষয় উচুঃ

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
বিনা দানেন তপসা বিনা তীর্থৈর্ব্বিনা মখৈঃ॥ ৩
বিনা বেদৈর্ব্বিনা ধ্যানৈর্ব্বিনা চেন্দ্রিয়নিগ্রহৈঃ।
বিনা শাস্ত্রসমূহৈশ্চ কথং মুক্তিরবাপ্যতে॥ ৪
দানেন তপসা তীর্থৈর্ম্মখৈশ্চাপি বিনা মুনে।
দেবাধিদেবো দেবেশঃ স্থিতস্তপসি শঙ্করঃ।
কং সমারাধয়েদ্দেবং জপধ্যানপরায়ণঃ॥ ৫

শুক্লবস্ত্রধারী, শুভ্রবর্ণ, চতুর্ভুজ এবং প্রসন্নবদন বিষ্ণুকে সমস্ত বিঘ্ন উপশমনের নিমিত্ত ধ্যান করিবে। ১। কৃষ্ণ, পার্থ, শ্রী, নারায়ণ, দেবী সরস্বতী এবং নররূপধারীকে প্রণবযুক্তে নমস্কার করি। এই মন্ত্র ভগবানের প্রিয় নারদঋষি ব্রহ্মলোক হইতে প্রাপ্ত হইলে ঋষিরা আনন্দসহকারে সভামধ্যে তাঁহাকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ২।

ঋষিগণ কহিলেন।—দান, যজ্ঞ, তপস্যা এবং তীর্থ ব্যতিরেকে কি প্রকারে সমস্ত পাপ বিমোচন হয়। ৩। হে মুনে! বেদ, ধ্যান, ইন্দ্রিয়-

শ্রীনারদ উবাচ

ইদমেব পুরা পৃষ্টঃ পার্ব্বত্যা পরমেশ্বরঃ।
যদুবাচ শৃণুধ্বং হি কথয়ামি সুবিস্তরাৎ ॥ ৬
কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্।
প্রণিপত্য মহাদেবং পর্য্যপৃচ্ছদুমাপতিম্ ॥ ৭

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

ভগবংস্ত্বং পরো দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজিতঃ।
ত্বল্লিঙ্গমর্চ্চ্যতে দেবৈর্ব্রহ্মসূর্য্যাদিকৈরপি ॥ ৮
ত্বত্তো লভন্তেঽভিমতাং সিদ্ধিং সর্ব্ববরপ্রদ।
ত্বং জন্মমৃত্যুরহিতঃ স্বয়ম্ভূঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥ ৯
সদা ধ্যায়সি কিং স্বামিন্ দিগ্বাসা মদনান্তকঃ।
তপশ্চরসি, কস্মাত্ত্বং জটিলো ভস্মধূসরঃ ॥ ১০
কিং বা জপসি দেবেশ পরং কৌতূহলং হি মে।
অনুগ্রাহ্যা প্রিয়া চাহং তন্মে কথয় সুব্রত ॥ ১১

নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, দান, তপস্যা, তীর্থ ও যজ্ঞ ব্যতীত কি ভাবে মুক্তিলাভ হইতে পারে এবং দেবশ্রেষ্ঠ দেবাধিদেব তপস্যানিরত শঙ্কর জপ ও ধ্যান-পরায়ণ হইয়া কোন্ দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। ৪-৫।

শ্রীনারদ কহিলেন।—পূর্ব্বকালে পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনি যাহা কহিয়াছিলেন তাহা আমি বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ৬। কৈলাসশিখরে উপবিষ্ট উমাপতি জগদ্‌গুরু দেবদেব মহাদেবকে তিনি প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজিত পরমদেব; ব্রহ্মা ও সূর্য্যাদি দেবতারা আপনার পূজা করিয়া থাকেন।৮। হে সর্ব্ববরপ্রদ! তাঁহারা আপনার নিকট অভিমত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। আপনার জন্ম ও মৃত্যু নাই,—আপনি স্বয়ম্ভূ এবং সর্ব্বশক্তিমান্।৯। হে স্বামিন্! মদনান্তকারী আপনি কি নিমিত্ত দিগম্বর, জটিল ও ভস্ম-ধূসর হইয়া তপস্যা করিতেছেন। ১০। হে দেবেশ!

শ্রীমহাদেব উবাচ

নেদং কস্যাপি কথিতং গোপনীয়মিদং মম।
কিন্তু বক্ষ্যামি ভদ্রন্তে ত্বং ভক্তাসি প্রিয়াসি মে॥ ১২
পুরা সত্যযুগে দেবি বিশুদ্ধমতয়োঽখিলাঃ।
যজন্তি বিষ্ণুমেবৈকং জ্ঞাত্বা সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্॥ ১৩
প্রয়ান্তি পরমামৃদ্ধিমৈহিকামুষ্মিকীং পরাম্।
যা ন প্রাপ্তাঽমরৈঃ সর্ব্বৈরক্ষয়া ক্লেশবর্জ্জিতা॥ ১৪
ন তাং সন্তঃ প্রপদ্যন্তে বিনাচাররতান্নরান্।
সম্মুখাদপি সংশ্রুত্য দেবা বিষ্ণুবহির্ম্মুখাঃ॥ ১৫
বেদৈঃ পুরাণৈঃ সিদ্ধান্তৈর্ভিন্নৈর্ব্বিশ্রান্তচেতসঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি কিং তত্ত্বং কিং পরং পদম্॥ ১৬
তুলাপুরুষদানাদ্যৈরশ্বমেধাদিভির্ম্মখৈঃ।
বারাণসীপ্রয়াগাদিতীর্থস্নানাদিভিঃ প্রিয়ে॥ ১৭

আপনি জপই বা কি করিয়া থাকেন? আমি আপনার অনুগ্রহভাজন এবং আমার এই পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে সুব্রত! আমাকে তাহা বলুন। ১১।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—ইহা আমি কাহাকেও বলি নাই, কেননা আমি ইহা নিতান্ত গোপনীয় জ্ঞান করি, কিন্তু তোমার নিকট ব্যক্ত করিব; যেহেতু তুমি আমার প্রিয়া এবং ভক্তিমতী হও। ১২। হে দেবি! সত্যযুগে পূর্ব্বকালে বিশুদ্ধবুদ্ধি সমস্ত সাধকগণ বিষ্ণুকে একমাত্র সকল দেবের ঈশ্বর জানিয়া পূজা করিতেন। ১৩। তাঁহারা ঐহিক এবং পারত্রিক উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিত, যে ক্লেশবর্জ্জিত অক্ষয় সমৃদ্ধি দেবতারাও প্রাপ্ত হন নাই। ১৪। আচারনিষ্ঠ সজ্জন ভিন্ন কেহ তাহা প্রাপ্ত হইত না। সাধুদিগের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়া দেবগণ বিষ্ণুবহির্ম্মুখ হন। ১৫। বেদ, পুরাণ এবং সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশ্রান্তচিত্ত সাধকগণ কি তত্ত্ব এবং কি পরমপদ তাহার নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৬। হে প্রিয়ে! তুলাপুরুষদানাদি, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ,

গয়াশ্রাদ্ধাদিভিঃ পিত্র্যৈর্বেদপাঠাদিভির্জপৈঃ।
তপোভিরুগ্রৈর্নিয়মৈর্ধর্ম্মৈর্ভূতদয়াদিভিঃ॥ ১৮
গুরুশুশ্রূষণৈঃ সত্যৈর্ধর্ম্মৈর্বর্ণাশ্রমোদিতৈঃ।
জ্ঞানধ্যানাদিভিঃ সম্যক্ চরিতৈর্জন্মজন্মভিঃ॥ ১৯
ন যাতি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
সর্ব্বভাবৈরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্॥ ২০
অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ॥ ২১
সর্ব্বধর্ম্মজিতো বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥ ২২
স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন কর্হিচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষিদ্ধাঃ স্যুরেতস্যৈব হি কিঙ্করাঃ॥ ২৩
কিন্তু ব্রহ্মাদিভির্দেবৈঃ পুরা দৃষ্টা নিরংহসঃ।
নির্ভয়ং বিষ্ণুনাম্নৈব যথেষ্টং পদমাগতান্॥ ২৪
অলক্ষ্য চাত্মনঃ পূজাং সম্যগারাধিতো হরিঃ।
ময়া চাস্মাদপি শ্রৈষ্ঠ্যং বাঞ্ছিতোঽয়ং যথাত্মনা॥ ২৫

বারাণসী ও প্রয়াগাদি তীর্থস্নান, গয়াতে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পিতৃকার্য্য, বেদ পাঠাদি, জপ, উগ্রতপস্যা, নিয়মধর্ম্ম, প্রাণিগণের প্রতি দয়া, গুরু-শুশ্রূষা, বর্ণাশ্রমোক্ত সত্যধর্ম্ম, জ্ঞান ও ধ্যানাদি দ্বারা জন্মে জন্মে উপযুক্তরূপে কার্য্য সম্পাদন করিলেও সকল প্রকারে সর্ব্বদেবের ঈশ্বর পুরাণপুরুষ বিষ্ণুকে আশ্রয় না করিয়া কেহ পরমপদ লাভ করিতে পারে না।১৭-২০। শত্রুকে তাপদায়ী মরণধর্ম্মশীল গত্যন্তরহীন ভোগিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত ও ব্রহ্মচর্য্যাদি হইতে বর্জ্জিত হইয়া একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর নাম জপ করিয়া সেই সর্ব্বধর্ম্মবিজয়ী নামের বলে তাঁহারা অনায়াসে যে গতি লাভ করেন সকল ধার্ম্মিকেরাও তাহা পারেন না। ২১-২২। বিষ্ণুই সতত স্মরণীয়, কদাচ তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, যেহেতু সকল বিধি ও নিষেধ তাঁহারই ভৃত্য। ২৩। প্রত্যুত ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পূর্ব্বকালে শ্রীবিষ্ণুর নাম

ততঃ সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ প্রসন্নো ভক্তবৎসলঃ।
অংশাংশেনাত্মনো বৈতান্ পূজয়ামাস কেশবঃ ॥ ২৬
দৈবান্ পতৄন্ দ্বিজান্ হব্যকব্যাশান্ করুণাময়ঃ।
ততঃ প্রভৃতি পূজ্যন্তে ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ২৭
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে প্রসাদাৎ শার্ঙ্গধন্বনঃ।
মাঞ্চোবাচ তদা মত্তঃ পূজ্যশ্রেষ্ঠো ভবিষ্যসি ॥ ২৮
ত্বামারাধ্য যদা শম্ভো গ্রহিষ্যামি বরন্তব।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু ॥ ২৯
আগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয়সে ন স্যাৎ সৃষ্টিরেবোত্তরোত্তরা।
ততস্তং প্রণিপত্যাহমুবাচ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বারাই নিষ্পাপ হইয়া নির্ভয়ে যথেষ্ট পদ লাভ করিয়াছেন। ইহা দর্শনে নিজের পূজা লক্ষ্য না করিয়া আমি সংযতচিত্তে বাঞ্ছিত শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়া তাহার নিকট হইতে শ্রেষ্ঠত্ব পদ লাভ করি। ২৪-২৫। অনন্তর সেই সুপ্রসন্ন, ভক্তবৎসল সাক্ষাৎ জগন্নাথ করুণাময় শ্রীকেশব অংশাংশে এই সমস্ত দেব, দ্বিজ, পিতৃ এবং যজ্ঞীয় দেবাদিকে পূজা করিয়াছিলেন তদবধি শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে ব্রহ্মাদি দেবগণ চরাচর ত্রৈলোক্যে পূজিত হইয়াছেন। সেই সময়ে আমাকে কহিয়াছেন,—তুমি আমা হইতে পূজ্য এবং শ্রেষ্ঠ হইবে। ২৬-২৮। হে শম্ভো! যৎকালে তোমার আরাধনা করিয়া বরলাভ করিব ও দ্বাপরাদিযুগে মনুষ্যাবতারে প্রকাশ হইব। ২৯। তুমি কল্পিত আগম শাস্ত্রদ্বারা জনগণকে আমার বিমুখ করিবে এবং আমাকে গোপন রাখিবে তাহাতেই উত্তরোত্তর সৃষ্টি হইবে না, অনন্তর পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিলাম। ৩০।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

—:-*-:—

[শ্রীবিষ্ণোর্নামসহস্রম্]

শ্রীমহাদেব উবাচ

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণাং পাপং শাম্যেৎ কথঞ্চন।
ন পুনস্ত্বয্যবিজ্ঞাতে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১
যস্মান্ময়া কৃতা স্পর্দ্ধা পবিত্রং স্যাৎ কথং হরে।
নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি তন্মাং বদ সুরেশ্বর ॥
তদাহ দেবো গোবিন্দো মম প্রীত্যা যথাযথম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

সদা নামসহস্রং মে পাবনং মৎপদাবহম্।
তৎপরোঽনুদিনং শম্ভো সর্ব্বৈশ্বর্য্যং যদীচ্ছসি ॥ ৩

শ্রীমহাদেব উবাচ

তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে।
তেনাদ্বিতীয়মহিমো জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতি ॥ ৪

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—সহস্র ব্রহ্মহত্যার, পাপও কোন প্রকারে উপশমিত হয়; কিন্তু তোমাকে না জানিলে শতকোটি কল্পেও নিষ্পাপ হওয়া যায় না। ১। হে শ্রীহরি সুরেশ্বর! যেহেতু আমি স্পর্দ্ধা করিয়াছি, পবিত্র কিভাবে হইব এবং সর্ব্বপাপ দূর হইবে, আমাকে তাহা বলুন; তাহাতে গোবিন্দ আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ যথাযথ কহিয়াছিলেন। ২।

ভগবান্ কহিলেন।—আমার সহস্রনাম সতত পবিত্র এবং আমার পদপ্রাপক! হে শম্ভো! যগুপি তুমি সকল ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা কর তবে সর্ব্বদা তৎপর হও। ৩।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—আমি তপস্যা দ্বারা তাঁহাকেই নিত্য ভজনা,

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

ত্বম্মে কথয় দেবেশ যথাহমপি শঙ্করঁ।
সর্ব্বেশ্বরী নিরুপমা তব স্যাং সদৃশী প্রভো ॥ ৫

শ্রীমহাদেব উবাচ

সাধু সাধু ত্বয়া পৃষ্টো বিষ্ণোর্ভগবতঃ শিবে।
নাম্নাং সহস্রং বক্ষ্যামি মুখ্যং ত্রৈলোক্যমঙ্গলম্ ॥ ৬
নমো নারায়ণায় পুরুষোত্তমায় চ মহাত্মনে।
বিশুদ্ধসদ্মাধিষ্ঠায় মহাহংসায় ধীমহি ॥ ৭

ওঁ অস্য শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামমন্ত্রস্য মহাদেব ঋষিঃ। পরমাত্মা দেবতা সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশ ইতি বীজম্। গঙ্গাতীর্থোত্তমা শক্তিঃ প্রপন্নাশনিপঞ্জর ইতি কীলকং। বাসুদেবং পরং ব্রহ্ম ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥৭॥ মূলপ্রকৃতিতর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। ভূমহাবরাহ ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ। সূর্য্যবংশধ্বজো রাম অনামিকাভ্যাং নমঃ। ব্রহ্মাদি কমলাদিগদাসূর্য্যকেশবমিতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। শেষ ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥ ৮

স্তব এবং ধ্যান করিয়া থাকি ; হে পার্ব্বতি! তাহাতেই আমি জগৎপূজ্য এবং অদ্বিতীয় মহিমান্বিত হইয়াছি। ৪।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।—হে দেবেশ! হে শঙ্কর! হে প্রভো! আপনি আমাকেও তাহা বলুন যাহাতে আমিও সর্ব্বেশ্বরী, নিরুপমা এবং আপনার সদৃশী হইতে পারি। ৫।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—যেহেতু তুমি, প্রধান ও ত্রৈলোক্যের মঙ্গলজনক ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম জিজ্ঞাসা করিলে ; অতএব তুমি সাধু, তোমাকে তাঁহা বলিব। ৬। নারায়ণ পুরুষোত্তম বিশুদ্ধস্থানে অধিষ্ঠিত মহাত্মা মহাহংসকে আমরা নমস্কার এবং ধ্যান করি। ৭।

ওঁ

এই শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম মন্ত্রের মহাদেব ঋষি, পরমাত্মা দেবতা, সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশ বীজ, গঙ্গা তীর্থোত্তমাশক্তি প্রপন্নাশনিপঞ্জর এই

দিব্যাস্ত্র ইত্যস্ত্রং সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থং সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং শ্রীবিষ্ণো-র্নামসহস্রং জপে বিনিয়োগঃ।

অথ ধ্যানং

বিষ্ণুং ভাস্বৎকিরীটাঙ্গদবলয়গণাকল্পহারোদরাঙ্ঘ্রি-
শ্রোণীভূষং সুবক্ষো মণিমকরমহাকুণ্ডলং মণ্ডিতাংসম্।
হস্তোদ্যচ্চক্রশঙ্খাম্বুজগদমমলং পীতকৌশেয়বাসো-
বিদ্যুদ্ভাসং সমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্মহস্তং নমামি ॥ ৯

ওঁ

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরাৎপরম্।
পরং ধাম পরং জ্যোতিঃ পরং তত্ত্বং পরং পদম্ ॥ ১০
পরং শিবং পরো ধ্যেয়ঃ পরং জ্ঞানং পরা গতিঃ।
পরমার্থঃ পরং শ্রেয়ঃ পরানন্দঃ পরোদয়ঃ ॥ ১১

কীলক হয়। বাসুদেব পরব্রহ্ম, ইহাতে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে নমস্কার। মূলপ্রকৃতি এতদ্দ্বারা তর্জ্জনীদ্বয়ে নমস্কার। ভূমহাবরাহ এই মন্ত্রে মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা নমস্কার। সূর্য্যবংশধ্বজ রাম এই মন্ত্রে অনামিকাদ্বয়ে নমস্কার। ব্রহ্মাদি-কমলাদি-গদা-সূর্য্যকেশব ইহাতে কনিষ্ঠাদ্বয়ে নমস্কার। শেষ ইতি করতল পৃষ্ঠে নমস্কার। ৭-৮।

দিব্যাস্ত্র এই অস্ত্রে সর্ব্বপাপক্ষয় হেতু সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শ্রীবিষ্ণুর নাম সহস্র জপে বিনিয়োগ করিতে হয়।

অনন্তর ধ্যান—যে শ্রীবিষ্ণুর উদর, চরণ এবং নিতম্ব প্রভৃতি কিরীট অঙ্গদ-বলয়াদিতে ভূষিত ও যাঁহার বক্ষঃস্থল সুন্দর এবং কর্ণ মণি-মকর-কুণ্ডলে শোভমান হয় ও নির্ম্মল হস্ততল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে শোভিত এবং পীত-কৌশেয় বস্ত্র বিদ্যুতের আভাযুক্ত ও প্রভাত-সূর্য্যের শোভা-বিশিষ্ট পদ্মহস্ত শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার করি। ৯।

ওঁ

বাসুদেব, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরাৎপর, পরধাম, পরজ্যোতিঃ ও পরতত্ত্ব ও পরমপদ। ১০। পরশিব, পরধ্যেয়, পরজ্ঞান, পরা গতি,

পরোঽব্যক্তঃ পরং ব্যোম পরার্দ্ধঃ পরমেশ্বরঃ।
নিরাময়ো নির্ব্বিকারো নির্ব্বিকল্পো নিরাশ্রয়ঃ॥ ১২
নিরঞ্জনো নিরালম্বো নির্লেপো নিরবগ্রহঃ।
নির্গুণো নিষ্কলোঽনন্তোঽচিন্ত্যোঽসাবচলোঽচ্যুতঃ॥ ১৩
অতীন্দ্রিয়োঽমিতোঽরোধ্যোঽনীহোঽনীশোঽব্যয়োঽক্ষয়ঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বদঃ সর্ব্বভাবনঃ॥ ১৪
সর্ব্বঃ শম্ভুঃ সর্ব্বসাক্ষী পূজ্যঃ সর্ব্বস্য সর্ব্বদৃক্।
সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বসারঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ॥ ১৫
সর্ব্ববাসঃ সর্ব্বরূপঃ সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বদুঃখহা।
সর্ব্বার্থঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ১৬
সর্ব্বাতিশায়কঃ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
ষড়্‌বিংশকো মহাবিষ্ণুর্ম্মহাগুহ্যো মহাহরিঃ॥ ১৭
নিত্যোদিতো নিত্যযুক্তো নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ।
মায়াপতির্যোগপতিঃ কৈবল্যপতিরাত্মভূঃ॥ ১৮
জন্মমৃত্যুজরাতীতঃ কালাতীতো ভবাতিগঃ।
পূর্ণঃ সত্যঃ শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপো নিত্যচিন্ময়ঃ॥ ১৯

পরমার্থ, পরশ্রেয়ঃ, পরানন্দ, পরোদয়। ১১। পরব্যক্ত, পরব্যোম, পরার্দ্ধ, পরমেশ্বর, নিরাময়, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, নিরাশ্রয়। ১২। নিরঞ্জন, নিরালম্ব, নির্লেপ, নিরবগ্রহ, নির্গুণ, নিষ্কল, অনন্ত, অচিন্ত্য, অচল, অচ্যুত। ১৩। অতীন্দ্রিয়, অমিত, অরোধ্য, অনীহ, অনীশ, অব্যয়, অক্ষয়, সর্ব্বগ, সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বভাবন। ১৪। সর্ব্ব, শম্ভু, সর্ব্বসাক্ষী, সকলের পূজ্য, সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বসার, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বতোমুখ। ১৫। সর্ব্ববাস, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বাদি, সর্ব্বদুঃখহা, সর্ব্বার্থ, সর্ব্বতোভদ্র, সর্ব্বকারণকারণ। ১৬। সর্ব্বাতিশায়ক, সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বর, ষড়বিংশক, মহাবিষ্ণু, মহাগুহ্য, মহাহরি। ১৭। নিত্যোদিত, নিত্যযুক্ত, নিত্যানন্দ, সনাতন, মায়াপতি, যোগপতি, কৈবল্যপতি, আত্মভূ। ১৮। জন্ম-মৃত্যু-জরাতীত, কালাতীত, ভবাতিগ, পূর্ণ, সত্য, শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ, নিত্য-চিন্ময়। ১৯।

যোগিপ্রিয়ো যোগময়ো ভববন্ধৈকমোচকঃ ।
পুরাণঃ পুরুষঃ প্রত্যক্ চৈতন্যং পুরুষোত্তমঃ ॥ ২০
বেদান্তবেদ্যো দুর্জ্ঞেয়স্তাপত্রয়বিবর্জ্জিতঃ ।
ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়োঽলঙ্ঘ্যঃ স্বপ্রকাশঃ স্বয়ংপ্রভঃ ॥ ২১
সর্ব্বোপেয় উদাসীনঃ প্রণবঃ সর্ব্বতঃ সমঃ ।
সর্ব্বানবদ্যো দুষ্প্রাপস্তুরীয়স্তমসঃ পরঃ ॥ ২২
কূটস্থঃ সর্ব্বসংশ্লিষ্টো বাঙ্মনোগোচরাতিগঃ ।
সঙ্কর্ষণঃ সর্ব্বহরঃ কালঃ সর্ব্বভয়ঙ্করঃ ॥ ২৩
অনুল্লঙ্ঘ্যঃ সর্ব্বগতির্মহারুদ্রো দুরাসদঃ ।
মূলপ্রকৃতিরানন্দঃ প্রজ্ঞাতা বিশ্বমোহনঃ ॥ ২৪
মহামায়ো বিশ্ববীজং পরশক্তিসুখৈকভুক্ ।
সর্ব্বকাম্যোঽনন্তশীলঃ সর্ব্বভূতবশঙ্করঃ ॥ ২৫
অনিরুদ্ধঃ সর্ব্বজীবো হৃষীকেশো মনঃপতিঃ ।
নিরুপাধিঃ প্রিয়ো হংসোঽক্ষরঃ সর্ব্বনিয়োজকঃ ॥ ২৬
ব্রহ্মা প্রাণেশ্বরঃ সর্ব্বভূতভৃদ্দেহনায়কঃ ।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রকৃতিস্বামী পুরুষো বিশ্বসূত্রধৃক্ ॥ ২৭
অন্তর্যামী ত্রিধামাঽন্তঃসাক্ষী ত্রিগুণ ঈশ্বরঃ ।
যোগী মৃগ্যঃ পদ্মনাভঃ শেষশায়ী শ্রিয়ঃ-পতিঃ ॥ ২৮

যোগিপ্রিয়, যোগময়, ভববন্ধৈকমোচক, পুরাণ পুরুষ, প্রত্যক্চৈতন্য, পুরুষোত্তম। ২০। বেদান্তবেদ্য, দুর্জ্ঞেয় তাপত্রয়বিবর্জ্জিত, ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়, অলঙ্ঘ্য, স্বপ্রকাশ, স্বয়ংপ্রভ।২১। সর্ব্বোপেয়, উদাসীন, প্রণব, সর্ব্বতঃসম সর্ব্বানবদ্য, দুষ্প্রাপ, তুরীয়, তমসের পর। ২২। কূটস্থ, সর্ব্বসংশ্লিষ্ট, বাঙ্মনোগোচরাতিগ, সঙ্কর্ষণ, সর্ব্বহর, কাল, সর্ব্বভয়ঙ্কর। ২৩। অনুল্লঙ্ঘ্য, সর্ব্বগতি, মহারুদ্র, দুরাসদ, মূলপ্রকৃতি, আনন্দ, প্রজ্ঞাতা, বিশ্বমোহন।২৪। মহামায়, বিশ্ববীজ, পরশক্তিসুখৈকভুক্, সর্ব্বকাম্য, অনন্তশীল, সর্ব্বভূত-বশঙ্কর। ২৫। অনিরুদ্ধ, সর্ব্বজীব, হৃষীকেশ, মনঃপতি, নিরুপাধি, প্রিয়, হংস, অক্ষর, সর্ব্বনিয়োজক। ২৬। ব্রহ্মা, প্রাণেশ্বর, সর্ব্বভূতভৃৎ,

শ্রীসত্যোপাস্যপাদাজোঽনন্তঃ শ্রীঃ শ্রীনিকেতনঃ।
নিত্যবক্ষঃস্থলস্থশ্রীঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীধরো হরিঃ॥ ২৯
রম্যশ্রীর্নিশ্চয়শ্রীদো বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধিমন্দিরঃ।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কো মাধবো জগদার্ত্তিহা॥ ৩০
শ্রীবৎসবক্ষা নিঃসীমঃ কল্যাণগুণভাজনম্।
পীতাম্বরো জগন্নাথো জগদ্ধাতা জগৎপিতা॥ ৩১
জগদ্বন্ধুর্জগৎস্রষ্টা জগৎকর্ত্তা জগন্নিধিঃ।
জগদেকস্ফুরদ্বীর্য্যো নাহংবাদী জগন্ময়ঃ॥ ৩২
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থঃ সর্ব্ববীরজিৎ।
সর্ব্বামোঘোদ্যমো ব্রহ্মরুদ্রাদ্যুৎকৃষ্টচেতনঃ॥ ৩৩
শম্ভোঃ পিতামহো ব্রহ্মপিতা শক্রাদ্যধীশ্বরঃ।
সর্ব্বদেবপ্রিয়ঃ সর্ব্বদেববৃত্তিরনুত্তমঃ॥ ৩৪
সর্ব্বদেবৈকশরণং সর্ব্বদেবৈকদৈবতম্।
যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞফলদো যজ্ঞেশো যজ্ঞভাবনঃ॥ ৩৫
যজ্ঞত্রাতা যজ্ঞপুমান্ বনমালী দ্বিজপ্রিয়ঃ।
দ্বিজৈকমানদোঽহিংস্রঃ কুলদেবোঽসুরান্তকঃ॥ ৩৬

দেহনায়ক, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতিস্বামী, পুরুষ, বিশ্বসূত্রধৃক্। ২৭। অন্তর্যামী, ত্রিধামা, অন্তঃসাক্ষী, ত্রিগুণ, ঈশ্বর, যোগী, মৃগ্য, পদ্মনাভ, শেষশায়ী, শ্রীপতি। ২৮। শ্রীসত্যোপাস্যপাদাজ, অনন্ত, শ্রী, শ্রীনিকেতন, নিত্য-বক্ষঃস্থলস্থশ্রী, শ্রীনিধি, শ্রীধর, হরি। ২৯। রম্যশ্রী, নিশ্চয়শ্রীদ, বিষ্ণু, ক্ষীরাব্ধিমন্দির, কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্ক, মাধব, জগদার্ত্তিহা।৩০। শ্রীবৎস-বক্ষা, নিঃসীম, কল্যাণগুণভাজন, পীতাম্বর, জগন্নাথ, জগদ্ধাতা, জগৎ-পিতা। ৩১। জগদ্বন্ধু, জগৎস্রষ্টা, জগৎকর্ত্তা, জগন্নিধি, জগদেকস্ফুরদ্বীর্য্য, নাহংবাদী, জগন্ময়। ৩২। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বসিদ্ধার্থ, সর্ব্ববীরজিৎ, সর্ব্বামোঘোদ্যম, ব্রহ্মরুদ্রাদ্যুৎকৃষ্টচেতন। ৩৩। শম্ভুর পিতামহ, ব্রহ্মপিতা, শক্রাদ্যধীশ্বর, সর্ব্বদেবপ্রিয়, সর্ব্বদেববৃত্তি, অনুত্তম।৩৪। সর্ব্বদেবৈকশরণ, সর্ব্বদেবৈকদৈবত, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞফলদ, যজ্ঞেশ, যজ্ঞভাবন। ৩৫। যজ্ঞত্রাতা,

সর্ব্বদুষ্টান্তকৃৎ সর্ব্বসজ্জনানন্দপালকঃ।
সর্ব্বলোকৈকজঠরঃ সর্ব্বলোকৈকমণ্ডলঃ॥ ৩৭
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃচ্চক্রী শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ।
শঙ্খভৃন্নন্দকীপদ্মপাণির্গরুড়বাহনঃ॥ ৩৮
অনির্দ্দিশ্যবপুঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বলোকৈকপাবনঃ।
অনন্তকীর্ত্তির্নিঃশ্রীশঃ পৌরুষঃ সর্ব্বমঙ্গলঃ॥ ৩৯
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো যমকোটিবিনাশনঃ।
ব্রহ্মকোটিজগৎস্রষ্টা বায়ুকোটিমহাবলঃ॥ ৪০
কোটীন্দুজগদানন্দী শম্ভুকোটিমহেশ্বরঃ।
কুবেরকোটিলক্ষ্মীবান্ শক্রকোটিবিনাশনঃ॥ ৪১
কন্দর্পকোটিলাবণ্যো দুর্গকোটিবিমর্দ্দনঃ।
সমুদ্রকোটিগম্ভীরস্তীর্থকোটিসমাহ্বয়ঃ॥ ৪২
হিমবৎকোটিনিষ্কম্পঃ কোটীব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
কোট্যশ্বমেধপাপঘ্নো যজ্ঞকোটিসমার্চ্চনঃ॥ ৪৩
সুধাকোটিস্বাস্থ্যহেতুঃ কামধুক্কোটিকামদঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাকোটিরূপঃ শিপিবিষ্টঃ শুচিশ্রবাঃ॥ ৪৪

যজ্ঞপুমান্, বনমালী, দ্বিজপ্রিয়, দ্বিজৈকমানদ, অহিংস্র, কুলদেব, অসুরান্তক। ৩৬। সর্ব্বদুষ্টান্তকৃৎ, সর্ব্বসজ্জনানন্দপালক, সর্ব্বলোকৈক-জঠর, সর্ব্বলোকৈকমণ্ডল। ৩৭। সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃৎ, চক্রী, শার্ঙ্গধন্বা গদাধর, শঙ্খভৃৎ নন্দকী পদ্মপাণি, গরুড়বাহন। ৩৮। অনির্দেশ্যবপুঃ, সর্ব্ব, সর্ব্বলোকৈকপাবন, অনন্তকীর্ত্তি, নিঃশ্রীশ, পৌরুষ, সর্ব্বমঙ্গল। ৩৯। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশ, যমকোটিবিনাশন, ব্রহ্মকোটিজগৎস্রষ্টা, বায়ুকোটি-মহাবল। ৪০। কোটীন্দুজগদানন্দী, শম্ভুকোটিমহেশ্বর, কুবেরকোটি-লক্ষ্মীবান্, শক্রকোটিবিনাশন। ৪১। কন্দর্পকোটিলাবণ্য, দুর্গকোটিবিমর্দ্দন, সমুদ্রকোটিগম্ভীর, তীর্থকোটিসমাহ্বয়। ৪২। হিমবৎকোটিনিষ্কম্প, কোটি-ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, কোট্যশ্বমেধপাপঘ্ন, যজ্ঞকোটিসমার্চ্চন। ৪৩। সুধাকোটি-স্বাস্থ্যহেতু, কামধুক্কোটিকামদ, ব্রহ্মবিদ্যাকোটিরূপ, শিপিবিষ্ট, শুচিশ্রবা। ৪৪।

বিশ্বম্ভরস্তীর্থপাদঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
আদিদেবো জগজ্জৈত্রো মুকুন্দঃ কালনেমিহা॥ ৪৫
বৈকুণ্ঠোঽনন্তমাহাত্ম্যো মহাযোগীশ্বরেশ্বরঃ।
নিত্যতৃপ্তো ন সদ্ভাবো নিঃশঙ্কো নরকান্তকঃ॥ ৪৬
দীনানাথৈকশরণং বিশ্বৈকব্যসনাপহা।
জগৎক্ষমাকৃতো নিত্যো কৃপালুঃ সজ্জনাশ্রয়ঃ॥ ৪৭
যোগেশ্বরঃ সদোদীর্ণো বৃদ্ধিক্ষয়বিবর্জ্জিতঃ।
অধোক্ষজো বিশ্বরেতা প্রজাপতিসভাধিপঃ॥ ৪৮
শক্রব্রহ্মার্চ্চিতপদঃ শম্ভুব্রহ্মোর্দ্ধধামগঃ।
সূর্য্যসোমেক্ষণো বিশ্বভোক্তা সর্ব্বস্য পারগঃ॥ ৪৯
জগৎসেতুর্ধর্ম্মসেতুর্ধীরোঽরিষ্টধুরন্ধরঃ।
নির্ম্মমোঽখিললোকেশো নিঃসঙ্গোঽদ্ভুতভোগবান্॥ ৫০
রম্যমায়ো বিশ্ববিশ্বো বিশ্বক্সেনো নগোত্তমঃ।
সর্ব্বাশ্রয়ঃ পতির্দ্দেব্যা সর্ব্বভূষণভূষিতঃ॥ ৫১
সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্যঃ সর্ব্বদৈত্যেন্দ্রদর্পহা।
সমস্তদেবসর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদৈবতনায়কঃ॥ ৫২
সমস্তদেবতাদুর্গঃ প্রপন্নাশনিপঞ্জরঃ।
সমস্তদেবকবচং সর্ব্বদেবশিরোমণিঃ॥ ৫৩

বিশ্বম্ভর, তীর্থপাদ, পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন, আদিদেব, জগৎজৈত্র, মুকুন্দ, কালনেমিহা। ৪৫। বৈকুণ্ঠ, অনন্তমাহাত্ম্য, মহাযোগীশ্বরেশ্বর, নিত্যতৃপ্ত, নসদ্ভাব, নিঃশঙ্ক, নরকান্তক। ৪৬। দীন ও অনাথৈকশরণ, বিশ্বৈক-ব্যসনাপহা, জগৎক্ষমাকৃত, নিত্য, কৃপালু, সজ্জনাশ্রয়। ৪৭। যোগেশ্বর, সদোদীর্ণ, বৃদ্ধিক্ষয়বিবর্জ্জিত, অধোক্ষজ, বিশ্বরেতা, প্রজাপতিসভাধিপ।৪৮। শক্রব্রহ্মার্চ্চিতপদ, শম্ভুব্রহ্মোর্দ্ধধামগ, সূর্য্যসোমেক্ষণ, বিশ্বভোক্তা সর্ব্ব-পারগ। ৪৯। জগৎসেতু, ধর্ম্মসেতু, ধীর, অরিষ্টধুরন্ধর, নির্ম্মম, অখিল-লোকেশ, নিঃসঙ্গ, অদ্ভুতভোগবান্। ৫০। রম্যমায়, বিশ্ববিশ্ব, বিশ্বক্সেন, নগোত্তম, সর্ব্বাশ্রয়, পতি, দেবীকর্ত্তৃক সকল ভূষণে ভূষিত। ৫১। সর্ব্ব-

সমস্তভয়নির্ভিন্নো ভগবান্ বিষ্টরশ্রবাঃ।
বিভুঃ সর্ব্বহিতোদর্কো হৃতারিঃ স্বগতিপ্রদঃ॥ ৫৪
সর্ব্বদৈবতজীবেশো ব্রাহ্মণাদিনিয়োজকঃ।
ব্রহ্মশম্ভুপরার্দ্ধাঢ্যো ব্রহ্মজ্যেষ্ঠঃ শিশুঃ স্বরাট্॥ ৫৫
বিরাট্ ভক্তপরাধীনঃ স্তুত্যঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
সর্ব্বার্থকর্ত্তা কৃত্যজ্ঞঃ স্বার্থকৃত্যসদোজ্‌ঝিতঃ॥ ৫৬
সদা নবঃ সদা ভদ্রঃ সদা শান্তঃ সদা শিবঃ।
সদা প্রিয়ঃ সদা তুষ্টঃ সদা পুষ্টঃ সদার্চ্চিতঃ॥ ৫৭
সদা পূতঃ পাবনাগ্রো বেদগুহ্যো বৃষাকপিঃ।
সহস্রনামা ত্রিযুগশ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্ভুজঃ॥ ৫৮
ভূতভব্যভবন্নাথো মহাপুরুষপূর্বজঃ।
নারায়ণো মুঞ্জকেশঃ সর্বযোগবিনিস্মৃতঃ॥ ৫৯
বেদসারো যজ্ঞসারঃ সামসারস্তপোনিধিঃ।
সাধ্যশ্রেষ্ঠঃ পুরাণর্ষির্নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ৬০
শিবত্রিশূলবিধ্বংসী শ্রীকণ্ঠৈকবরপ্রদঃ।
নরকৃষ্ণো হরির্ধর্ম্মনন্দনো ধর্ম্মজীবনঃ॥ ৬১

লক্ষণলক্ষণ্য, সর্ব্বদৈত্যেন্দ্রদর্পহা, সমস্তদেবসর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদৈবতনায়ক। ৫২। সমস্তদেবতাদুর্গ, প্রপন্নাশনিপঞ্জর, সমস্তদেবকবচ, সর্ব্বদেবশিরোমণি। ৫৩। সমস্তভয়নির্ভিন্ন, ভগবান্, বিষ্টরশ্রবা, বিভু, সর্ব্বহিতোদর্ক, হৃতারি, স্বগতিপ্রদ। ৫৪। সর্ব্বদৈবতজীবেশ, ব্রাহ্মণাদিনিয়োজক, ব্রহ্মশম্ভু-পরার্দ্ধাঢ্য, ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ, শিশু, স্বরাট্। ৫৫। বিরাট্, ভক্তপরাধীন, স্তুত্য, সর্ব্বার্থসাধক, সর্বার্থকর্ত্তা, কৃত্যজ্ঞ, স্বার্থকৃত্যসদোজ্ঝিত। ৫৬। সদানব, সদাভদ্র, সদাশান্ত, সদাশিব, সদাপ্রিয়, সদাতুষ্ট, সদাপুষ্ট, সদার্চ্চিত। ৫৭। সদাপূত, পাবনাগ্র, বেদগুহ্য, বৃষাকপি, সহস্রনামা, ত্রিযুগ, চতুর্মূর্ত্তি, চতুর্ভুজ। ৫৮। ভূতভব্যভবন্নাথ, মহাপুরুষপূর্বজ, নারায়ণ, মুঞ্জকেশ, সর্বযোগবিনিস্মৃত। ৫৯। বেদসার, যজ্ঞসার, সামসার, তপোনিধি, সাধ্যশ্রেষ্ঠ পুরাণঋষি নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ। ৬০। শিবত্রিশূলবিধ্বংসী,

আদিকর্ত্তা সর্বসত্যঃ সর্বস্ত্রীরত্নদর্পহা।
ত্রিকালো জিতকন্দর্প উর্বশীদৃঙ্মুনীশ্বরঃ ॥ ৬২
আদ্যঃ কবির্হয়গ্রীবঃ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বরঃ।
সর্বদেবময়ো ব্রহ্মগুরুর্বাগীশ্বরীপতিঃ ॥ ৬৩
অনন্তবিদ্যাপ্রভবো মূলাবিদ্যাবিনাশকঃ।
সর্বার্হণো জগজ্জাড্যনাশকো মধুসূদনঃ ॥ ৬৪
অনন্তমন্ত্রকোটীশঃ শব্দব্রহ্মৈকপাবকঃ।
আদিবিদ্বান্ বেদকর্ত্তা বেদাত্মা শ্রুতিসাগরঃ ॥ ৬৫
ব্রহ্মার্থবেদাভরণঃ সর্ববিজ্ঞানজন্মভূঃ।
বিদ্যারাজো জ্ঞানরাজো জ্ঞানসিন্ধুরখণ্ডধীঃ ॥ ৬৬
মৎস্যদেবো মহাশৃঙ্গো জগদ্বীজবহিত্রধৃক্।
লীলাব্যাপ্তানিলাম্ভোধিশ্চতুর্বেদপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৬৭
আদিকূর্ম্মোঽখিলাধারস্তৃণীকৃতজগদ্ভবঃ।
অমরীকৃতদেবৌঘঃ পীযূষোৎপত্তিকারণম্ ॥ ৬৮
আত্মাধারো ধরাধারো যজ্ঞাঙ্গো ধরণীধরঃ।
হিরণ্যাক্ষহরঃ পৃথ্বীপতিঃ শ্রাদ্ধাদিকল্পকঃ ॥ ৬৯
সমস্তপিতৃভীতিঘ্নঃ সমস্তপিতৃজীবনম্।
হব্যকব্যৈকভুগ্‌ভব্যো গুণভব্যৈকদায়কঃ ॥ ৭০

শ্রীকণ্ঠৈকবরপ্রদ, নরকৃষ্ণ, হরি, ধর্ম্মনন্দন, ধর্ম্মজীবন। ৬১। আদিকর্ত্তা, সর্বসত্য, সর্বস্ত্রীরত্নদর্পহা, ত্রিকাল, জিতকন্দর্প, উর্বশীদৃক্, মুনীশ্বর। ৬২। আদ্য, কবি, হয়গ্রীব, সর্ববাগীশ্বরেশ্বর, সর্বদেবময়, ব্রহ্মগুরু, বাগ্মী, ঈশ্বরীপতি। ৬৩। অনন্তবিদ্যাপ্রভব, মূল অবিদ্যাবিনাশক, সর্বার্হণ, জগজ্জাড্যনাশক, মধুসূদন। ৬৪। অনন্তমন্ত্রকোটীশ, শব্দব্রহ্মৈকপাবক, আদিবিদ্বান্, বেদকর্ত্তা, বেদাত্মা, শ্রুতিসাগর। ৬৫। ব্রহ্মার্থবেদাভরণ, সর্ববিজ্ঞানজন্মভূ, বিদ্যারাজ, জ্ঞানরাজ, জ্ঞানসিন্ধু, অখণ্ডধী।৬৬। মৎস্যদেব, মহাশৃঙ্গ, জগদ্বীজবহিত্রধৃক, লীলাব্যাপ্তানিলাম্ভোধি চতুর্বেদপ্রবর্ত্তক। ৬৭। আদিকূর্ম্ম, অখিলাধার, তৃণীকৃতজগদ্ভব, অমরীকৃতদেবৌঘ, পীযূষোৎপত্তি-

লোমান্তলীনজলধিঃ ক্ষোভিতাশেষসাগরঃ ।
মহাবরাহো যজ্ঞঘ্নধ্বংসনো যাজ্ঞিকাশ্রয়ঃ ॥ ৭১
নরসিংহো দিব্যসিংহঃ, সর্বারিষ্টার্ত্তিদুঃখহা ।
একবীরোদ্ভূতবলো যন্ত্রমন্ত্রৈকভঞ্জনম্ ॥ ৭২
ব্রহ্মাদিদুঃসহজ্যোতির্যুগান্তাগ্ন্যতিভীষণঃ ।
কোটিবজ্রাধিকনখো গজদুষ্প্রেক্ষমূর্ত্তিধৃক্ ॥ ৭৩
মাতৃচক্রপ্রমথনো মহামাতৃগণেশ্বরঃ ।
অচিন্ত্যোঽমোঘবীর্য্যাঢ্যঃ সমস্তাসুরঘস্মরঃ ॥ ৭৪
হিরণ্যকশিপুচ্ছেদী কালসঙ্কর্ষণঃ পতিঃ ।
কৃতান্তবাহনঃ সদ্যঃ সমস্তভয়নাশনঃ ॥ ৭৫
সর্ববিঘ্নান্তকঃ সর্বসিদ্ধিদঃ সর্ব্বপূরকঃ ।
সমস্তপাতকধ্বংসী সিদ্ধমন্ত্রাধিকাহ্বয়ঃ ॥ ৭৬
ভৈরবেশো হরার্ত্তিঘ্নঃ কালকল্পো দুরাসদঃ ।
দৈত্যগর্ত্তস্রাবিনামা স্ফুটদ্ব্রহ্মাণ্ডবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৭
স্মৃতিমাত্রাখিলত্রাতা ভূতরূপো মহাহরিঃ ।
ব্রহ্মচর্ম্মশিরঃপট্টা দিক্পালোঽর্দ্ধাঙ্গভূষণঃ ॥ ৭৮

কারণ । ৬৮ । আত্মাধার, ধরাধার, যজ্ঞাঙ্গ, ধরণীধর, হিরণ্যাক্ষহর, পৃথ্বীপতি, শ্রাদ্ধাদিকল্পক । ৬৯ । সমস্ত-পিতৃভীতিঘ্ন, সমস্ত-পিতৃজীবন, হব্যকব্যৈকভুক্, ভব্য, গুণভব্যৈকদায়ক । ৭০ । লোমান্তলীনজলধি, ক্ষোভিতাশেষসাগর, মহাবরাহ, যজ্ঞঘ্নধ্বংসন, যাজ্ঞিকাশ্রয় । ৭১ । নরসিংহ, দিব্যসিংহ সর্বারিষ্টার্ত্তিদুঃখহা, একবীরোদ্ভূতবল, যজ্ঞমন্ত্রৈক-ভঞ্জন । ৭২ । ব্রহ্মাদিদুঃসহজ্যোতি-যুগান্তাগ্ন্যতিভীষণ, কোটিবজ্রাধিক-নখ, গজদুষ্প্রেক্ষমূর্ত্তিধৃক । ৭৩ । মাতৃচক্রপ্রমথন, মহামাতৃগণেশ্বর, অচিন্ত্য, অমোঘবীর্য্যাঢ্য, সমস্তাসুরঘস্মর । ৭৪ । হিরণ্যকশিপুচ্ছেদী, কালসঙ্কর্ষণ, পতি, কৃতান্তবাহন, সদ্য সমস্ত ভয়নাশন । ৭৫ । সর্ব-বিঘ্নান্তক; সর্বসিদ্ধিদ, সর্বপূরক, সমস্তপাতকধ্বংসী, সিদ্ধমন্ত্রাধিকাহ্বয় । ৭৬ । ভৈরবেশ, হরার্ত্তিঘ্ন, কালকল্প, দুরাসদ, দৈত্যগর্ত্তস্রাবিনাম, স্ফুট ব্রহ্মাণ্ড-

দ্বাদশার্কশিরোদামা রুদ্রশীর্ষৈকনূপুরঃ।
যোগিনীগ্রস্তগিরিজারতো ভৈরবতর্জ্জকঃ ॥ ৭৯
বীরচক্রেশ্বরোঽত্যুগ্রো যমারিঃ কালসংবরঃ।
ক্রোধেশ্বরোঽরুদ্রচণ্ডীপরিবাদী সুদুষ্টভাক্ ॥ ৮০
সর্ব্বাক্ষঃ সর্ব্বমৃত্যুশ্চ মৃত্যুর্মৃত্যুনিবর্ত্তকঃ।
অসাধ্যঃ সর্ব্বরোগঘ্নঃ সর্ব্বদুগ্রহসৌম্যকৃৎ ॥ ৮১
গণেশকোটিদর্পঘ্নো দুঃসহোঽশেষগোত্রহা।
দেবদানবদুর্ধর্ষো জগদ্ভক্ষ্যপ্রদঃ পিতা ॥ ৮২
সমস্তদুর্গতিত্রাতা জগদ্ভক্ষকভক্ষকঃ।
উগ্রেশোঽসুরমার্জ্জারঃ কালমূষিকভক্ষকঃ ॥ ৮৩
অনন্তায়ুধদোর্দ্দণ্ডো নৃসিংহো বীরভদ্রজিৎ।
যোগিনীচক্রগুহ্যেশঃ শক্রারিঃ পশুমাংসভুক্ ॥ ৮৪
রুদ্রো নারায়ণো মেষরূপশঙ্করবাহনঃ।
মেষরূপী শিবত্রাতা দুষ্টশক্তিসহস্রভুক্ ॥ ৮৫
তুলসীবল্লভো বীরোঽচিন্ত্যমায়োঽখিলেষ্টদঃ।
মহাশিবঃ শিবারুদ্রো ভৈরবৈককপালভৃৎ ॥ ৮৬

বর্জ্জিত। ৭৭। স্মৃতিমাত্রাখিলত্রাতা, ভূতরূপ, মহাহরি, ব্রহ্মচর্ম্মশিরঃপট্টা, দিক্‌পাল, অর্দ্ধাঙ্গভূষণ। ৭৮। দ্বাদশার্কশিরোদামা, রুদ্রশীর্ষৈকনূপুর, যোগিনীগ্রস্তগিরিজারত, ভৈরবতর্জ্জক। ৭৯। বীরচক্রেশ্বর, অত্যুগ্র, যমারি, কালসম্বর, ক্রোধেশ্বর, অরুদ্রচণ্ডীপরিবাদী, সুদুষ্টভাক্। ৮০। সর্ব্বাক্ষ, সর্ব্বমৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যুনিবর্ত্তক, অসাধ্য, সর্ব্বরোগঘ্ন, সর্ব্বদুগ্রহ-সৌম্যকৃৎ। ৮১। গণেশকোটিদর্পঘ্ন, দুঃসহ, অশেষগোত্রহা, দেবদানব-দুর্দ্ধর্ষ, জগদ্ভক্ষ্যপ্রদ, পিতা। ৮২। সমস্তদুর্গতিত্রাতা, জগদ্ভক্ষক-ভক্ষক, উগ্রেশ, অসুরমার্জ্জার, কালমূষিকভক্ষক। ৮৩। অনন্তায়ুধদোর্দ্দণ্ড, নৃসিংহ, বীরভদ্রজিৎ, যোগিনীচক্রগুহ্যেশ, শক্রারি, পশুমাংসভুক্। ৮৪। রুদ্র, নারায়ণ, মেষরূপশঙ্করবাহন, মেষরূপী, শিবত্রাতা, দুষ্টশক্তি-সহস্রভুক। ৮৫। তুলসীবল্লভ, বীর, অচিন্ত্যমায়, অখিলেষ্টদ, মহাশিব,

ভিল্লীচক্রেশ্বরঃ শক্রো দিব্যমোহনরূপধৃক্ ।
গৌরীসৌভাগ্যদো মায়ানিধির্ম্মায়াভয়াপহঃ ॥ ৮৭
ব্রহ্মতেজোময়ো ব্রহ্ম শ্রীময়শ্চ ত্রয়ীময়ঃ ।
সুব্রহ্মণ্যো বলিধ্বংসী বামনোঽদিতিদুঃখহা ॥ ৮৮
উপেন্দ্রো নৃপতির্বিষ্ণুঃ কশ্যপান্বয়মণ্ডনঃ ।
বলিস্বারাজ্যদঃ সর্ব্বদেববিপ্রান্নদোঽচ্যুতঃ ॥ ৮৯
উরুক্রমস্তীর্থপাদস্ত্রিদশশ্চ ত্রিবিক্রমঃ ।
ব্যোমপাদঃ স্বপাদাম্ভঃপবিত্রিতজগত্রয়ঃ ॥ ৯০
ব্রহ্মেশাদ্যভিবন্দ্যাঙ্‌ঘ্রির্দ্রুতকর্ম্মাদ্রিধারণঃ ।
অচিন্ত্যাদ্ভুতবিস্তারো বিশ্ববৃক্ষো মহাবলঃ ॥ ৯১
বহুমূর্দ্ধা পরাঙ্গচ্ছিদ্‌ভৃগুপত্নীশিরোহরঃ ।
পাপস্তেয়ঃ সদাপুণ্যো দৈত্যেশো নিত্যখণ্ডকঃ ॥ ৯২
পূরিতাখিলদেবেশো বিশ্বার্থৈকাবতারকৃৎ ।
অমরো নিত্যগুপ্তাত্মা ভক্তচিন্তামণিঃ সদা ॥ ৯৩
বরদঃ কার্ত্তবীর্য্যাদিরাজরাজ্যপ্রদোঽনঘঃ ।
বিশ্বশ্লাঘ্যোঽমিতাচারো দত্তাত্রেয়ো মুনীশ্বরঃ ॥ ৯৪
পরশক্তিসমাযুক্তো যোগানন্দমদোন্মদঃ ।
সমস্তেন্দ্রারিতেজোহৃৎ পরমানন্দপাদপঃ ॥ ৯৫

শিবারুদ্র, ভৈরবৈককপালভৃৎ। ৮৬। ভিল্লীচক্রেশ্বর, শক্র, দিব্যমোহন-রূপধৃক্, গৌরীসৌভাগ্যদ, মায়ানিধি, মায়াভয়াপহ। ৮৭। ব্রহ্মতেজোময়, ব্রহ্ম, শ্রীময়, ত্রয়ীময়, সুব্রহ্মণ্য, বলিধ্বংসী, বামন, অদিতিদুঃখহা। ৮৮। উপেন্দ্র, নৃপতি, বিষ্ণু, কশ্যপান্বয়মণ্ডন, বলিস্বারাজ্যদ, সর্বদেববিপ্রান্নদ, অচ্যুত। ৮৯। উরুক্রম, তীর্থপাদ, ত্রিদশ, ত্রিবিক্রম, ব্যোমপাদ, স্বপাদাম্ভঃ-পবিত্রিতজগত্রয়। ৯০। ব্রহ্মেশাদ্যভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রি, দ্রুতকর্ম্মা, অদ্রিধারণ, অচিন্ত্যাদ্ভুতবিস্তার, বিশ্ববৃক্ষ, মহাবল। ৯১। বহুমূর্দ্ধা, পরাঙ্গচ্ছিৎ, ভৃগুপত্নীশিরোহর, পাপস্তেয়, সদাপুণ্য, দৈত্যেশ, নিত্যখণ্ডক। ৯২। পূরিতাখিলদেবেশ, বিশ্বার্থৈকাবতারকৃৎ, অমর, নিত্যগুপ্তাত্মা, সদা

অনসূয়াগর্ভরত্নো ভোগমোক্ষসুখপ্রদঃ।
জমদগ্নিকুলাদিত্যো রেণুকাদ্ভুতশক্তিহৃৎ ॥ ৯৬
মাতৃহত্যাঘনির্লেপঃ স্কন্দজিদ্বিপ্ররাজ্যদঃ।
সর্ব্বক্ষত্রান্তকৃদ্বীরদর্পহা কার্ত্তবীর্য্যজিৎ ॥ ৯৭
যোগী যোগাবতারশ্চ যোগীশো যোগতৎপরঃ।
পরমানন্দদাতা চ শিবাচার্য্যযশঃপ্রদঃ ॥ ৯৮
ভীমঃ পরশুরামশ্চ শিবাচার্য্যৈকবিশ্বভূঃ।
শিবাখিলজ্ঞানকোষো ভীষ্মাচার্য্যোঽগ্নিদৈবতঃ ॥ ৯৯
দ্রোণাচার্য্যগুরুর্বিশ্বজৈত্রধন্বা কৃতান্তকৃৎ।
অদ্বিতীয়তমোমূর্ত্তির্ব্রহ্মচর্য্যৈকদক্ষিণঃ ॥ ১০০
মনুশ্রেষ্ঠঃ সতাং সেতুর্মহীয়ান্ বৃষভো বিরাট্।
আদিরাজঃ ক্ষিতিপিতা সর্ব্বরত্নৈকদোহকৃৎ ॥ ১০১
পৃথুজন্মাদ্যেকদক্ষো হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ স্বয়ং ধৃতিঃ।
জগদ্বৃত্তিপ্রদশ্চক্রবর্ত্তিশ্রেষ্ঠো দ্বয়স্ত্রধৃক্ ॥ ১০২
সনকাদিমুনিপ্রাপ্যভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনঃ।
বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাণাং কর্ত্তা বক্তা প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১০৩

ভক্তচিন্তামণি। ৯৩। বরদ, কার্ত্তবীর্য্যাদিরাজরাজ্যপ্রদ, অনঘ, বিশ্বশ্লাঘ্য, অমিতাচার, দত্তাত্রেয়, মুনীশ্বর। ৯৪। পরশক্তিসমাযুক্ত, যোগানন্দমদোন্মদ, সমস্তেন্দ্রারিতেজোহৃৎ, পরমানন্দপাদপ। ৯৫। অনসূয়াগর্ভরত্ন, ভোগমোক্ষ-সুখপ্রদ, জমদগ্নিকুলাদিত্য, রেণুকাদ্ভুতশক্তিহৃৎ। ৯৬। মাতৃহত্যাঘ-নির্লেপ, স্কন্দজিৎ, বিপ্ররাজ্যদ, সর্বক্ষত্রান্তকৃৎ, বীরদর্পহা, কার্ত্তবীর্য্য-জিৎ। ৯৭। যোগী, যোগাবতার, যোগীশ, যোগতৎপর, পরমানন্দ-দাতা, শিবাচার্য্যযশঃপ্রদ। ৯৮। ভীম, পরশুরাম, শিবাচার্য্যৈকবিশ্বভূ, শিবাখিলজ্ঞানকোষ, ভীষ্মাচার্য্য, অগ্নিদৈবত। ৯৯। দ্রোণাচার্য্যগুরু, বিশ্বজৈত্রধন্বা, কৃতান্তকৃৎ, অদ্বিতীয়তমোমূর্ত্তি, ব্রহ্মচর্য্যৈকদক্ষিণ। ১০০। মনুশ্রেষ্ঠ, সাধুগণের সেতু, মহীয়ান্, বৃষভ, বিরাট্ আদিরাজ, ক্ষিতিপিতা, সর্বরত্নৈকদোহকৃৎ। ১০১। পৃথুজন্মাদ্যেকদক্ষ, হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, স্বয়ংধৃতি,

সূর্য্যবংশধ্বজো রামো রাঘবঃ সদ্‌গুণার্ণবঃ ।
কাকুৎস্থবীরতাধর্ম্মোরাজধর্ম্মধুরন্দরঃ ॥ ১০৪
নিত্যসুস্থাশয়ঃ সর্ব্বভদ্রগ্রাহী শুভৈকদৃক্ ।
নবরত্নং রত্ননিধিঃ সর্ব্বাধ্যক্ষো মহানিধিঃ ॥ ১০৫
সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রয়ঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রগ্রামবীর্য্যবান্ ।
জগদ্বশী দাশরথিঃ সর্ব্বরত্নাশ্রয়ো নৃপঃ ॥ ১০৬
ধর্ম্মঃ সমস্তধর্ম্মস্থো ধর্ম্মদ্রষ্টাখিলার্ত্তিহৃৎ ।
অতীন্দ্রো জ্ঞানবিজ্ঞানপারদৃশ্বা ক্ষমাম্বুধিঃ ॥ ১০৭
সর্ব্বপ্রকৃষ্টঃ শিষ্টেষ্টো হর্ষশোকাদ্যনাকুলঃ ।
পিত্রাজ্ঞাত্যক্তসাম্রাজ্যঃ সপত্নোদয়নির্ভয়ঃ ॥ ১০৮
গুহাদেশার্পিতৈশ্বর্য্যঃ শিবস্পর্দ্ধাজটাধরঃ ।
চিত্রকূটাপ্তরত্নাদ্রির্জগদীশো রণেচরঃ ॥ ১০৯
যথেষ্টামোঘশস্ত্রাস্ত্রো দেবেন্দ্রতনয়াক্ষিহা ।
ব্রহ্মেন্দ্রাদিনতৈষীকো মারীচঘ্নো বিরাধহা ॥ ১১০
ব্রহ্মশাপহতাশেষদণ্ডকারণ্যপাবনঃ ।
চতুর্দ্দশসহস্রাগ্র্যরক্ষোঘ্নৈকশরৈকভৃৎ ॥ ১১১

জগদ্বৃত্তিপ্রদ, চক্রবর্ত্তিশ্রেষ্ঠ, দুরস্ত্রধৃক্ । ১০২ । সনকাদিমুনিপ্রাপ্তভগবদ্ভক্তি-বর্দ্ধন, বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মের কর্ত্তা বক্তা প্রবর্ত্তক । ১০৩ । সূর্য্যবংশধ্বজ, রাম, রাঘব, সদ্‌গুণার্ণব, কাকুৎস্থবীরতাধর্ম্ম, রাজধর্ম্মধুরন্ধর । ১০৪ । নিত্য-সুস্থাশয়, সর্ব্বভদ্রগ্রাহী, শুভৈকদৃক্, নবরত্ন, রত্ননিধি, সর্ব্বাধ্যক্ষ, মহানিধি । ১০৫ । সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রয়, সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রগ্রামবীর্য্যবান্, জগদ্বশী, দাশরথি, সর্ব্বরত্নাশ্রয়, নৃপ । ১০৬ । ধর্ম্ম, সমস্তধর্ম্মস্থ, ধর্ম্মদ্রষ্টা, অখিলার্ত্তি-হৃৎ, অতীন্দ্র, জ্ঞানবিজ্ঞানপারদৃশ্বা, ক্ষমাম্বুধি । ১০৭ । সর্ব্বপ্রকৃষ্ট, শিষ্টেষ্ট, হর্ষশোকাদ্যনাকুল, পিত্রাজ্ঞাত্যক্তসাম্রাজ্য, সপত্নোদয়নির্ভয় । ১০৮ । গুহাদেশার্পিতৈশ্বর্য্য, শিবস্পর্দ্ধাজটাধর, চিত্রকূটাপ্তরত্নাদ্রি, জগদীশ, রণেচর । ১০৯ । যথেষ্টামোঘশস্ত্রাস্ত্র, দেবেন্দ্রতনয়াক্ষিহা, ব্রহ্মেন্দ্রাদি-নতৈষীক, মারীচঘ্ন, বিরাধহা । ১১০ । ব্রহ্মশাপহতাশেষদণ্ডকারণ্যপাবন,

খরারিস্ত্রিশিরোহন্তা দূষণঘ্নো জনার্দ্দনঃ।
জটায়ুষোঽগ্নিগতিদো কবন্ধস্বর্গদায়কঃ॥ ১১২
লীলাধনুঃকোট্যপাস্তদুন্দুভ্যস্থিমহাচয়ঃ।
সপ্ততালব্যথাকৃষ্টধ্বজপাতালদানবঃ॥ ১১৩
সুগ্রীবে রাজ্যদো ধীমান্ মনসৈবাভয়প্রদঃ।
হনুমদ্রুদ্রমুখ্যেশঃ সমস্তকপিদেহভৃৎ॥ ১১৪
অগ্নিদৈবত্যবাণৈকব্যাকুলীকৃতসাগরঃ।
সম্লিচ্ছকোটিবাণৈকশুষ্কনির্দ্দগ্ধসাগরঃ॥ ১১৫
সনাগদৈত্যধামৈকব্যাকুলীকৃতসাগরঃ।
সমুদ্রাদ্ভুতপূর্ব্বৈকবদ্ধসেতুর্যশোনিধিঃ॥ ১১৬
অসাধ্যসাধকো লঙ্কাসমূলোৎকর্ষদক্ষিণঃ।
বরদৃপ্তজনস্থানপৌলস্ত্যকুলকৃন্তনঃ॥ ১১৭
রাবণঘ্নঃ প্রহস্তচ্ছিৎ কুম্ভকর্ণভিদুগ্রহা।
রাবণৈকমুখচ্ছেত্তা নিঃশঙ্কেন্দ্রৈকরাজ্যদঃ॥ ১১৮
স্বর্গাস্বর্গত্ববিচ্ছেদী দেবেন্দ্রাদিন্দ্রতাহরঃ।
রক্ষোদেবত্বহৃদ্ধর্ম্মা ধর্ম্মহর্ম্ম্যঃ পুরুষ্টুতঃ॥ ১১৯
নাতিমাত্রদশাস্যারির্দ্দত্তরাজ্যবিভীষণঃ।
সুধাস্পৃষ্টিমৃতাশেষস্বসৈন্যজীবনৈককৃৎ॥ ১২০

চতুর্দ্দশসহস্রাগ্র্যরক্ষোঘ্নৈকশরৈকভৃৎ।১১১। খরারি, ত্রিশিরোহন্তা, দূষণঘ্ন, জনার্দ্দন, জটায়ুর অগ্নিগতিদ, কবন্ধস্বর্গদায়ক।১১২। লীলাধনুঃ-কোট্যপাস্তদুন্দুভ্যস্থিমহাচয়, সপ্ততালব্যথাকৃষ্টধ্বজপাতালদানব।১১৩। সুগ্রীবে রাজ্যদ, ধীমান্, মনসৈবাভয়প্রদ, হনুমদ্রুদ্রমুখ্যেশ, সমস্তকপি-দেহভৃৎ।১১৪। অগ্নিদৈবত্যবাণৈকব্যাকুলীকৃতসাগর, সম্লিচ্ছকোটি-বাণৈকশুষ্কনির্দ্দগ্ধসাগর।১১৫। সনাগদৈত্যধামৈকব্যাকুলীকৃতসাগর, সমুদ্রাদ্ভুতপূর্ব্বৈকবদ্ধসেতু, যশোনিধি।১১৬। অসাধ্যসাধক, লঙ্কা-সমূলোৎকর্ষদক্ষিণ, বরদৃপ্তজনস্থানপৌলস্ত্যকুলকৃন্তন।১১৭। রাবণঘ্ন, প্রহস্তচ্ছিৎ, কুম্ভকর্ণভিৎ, উগ্রহা, রাবণৈকমুখচ্ছেত্তা, নিঃশঙ্কেন্দ্রৈক-

দেবব্রাহ্মণনামৈকধাতা সর্ব্বামরার্চ্চিতঃ ।
ব্রহ্মসূর্য্যেন্দ্ররুদ্রাদিবন্দ্যোঽর্চ্চিতসতাং প্রিয়ঃ ॥ ১২১
অযোধ্যাখিলরাজাগ্র্যঃ সর্ব্বভূতমনোহরঃ ।
স্বাম্যতুল্যকৃপাদণ্ডো হীনোৎকৃষ্টৈকসৎপ্রিয়ঃ ॥ ১২২
স্বপক্ষাদিন্যায়দর্শী হীনার্থোঽধিকসাধকঃ ।
বাধব্যাজানুচিতকৃত্তাবকোঽখিলতুষ্টিকৃৎ ॥ ১২৩
পার্ব্বত্যধিকযুক্তাত্মা প্রিয়াত্যক্তঃ স্মরারিজিৎ ।
সাক্ষাৎকুশলবৎসদ্মেন্দ্রাগ্নিনাতোঽপরাজিতঃ ॥ ১২৪
কোশলেন্দ্রো বীরবাহুঃ সত্যার্থত্যক্তসোদরঃ ।
যশোদানন্দনো নন্দী ধরণীমণ্ডলোদয়ঃ ॥ ১২৫
ব্রহ্মাদিকাম্যসান্নিধ্যসনাথীকৃতদৈবতঃ ।
ব্রহ্মলোকাপ্তচণ্ডালাদ্যশেষপ্রাণিসার্থপঃ ॥ ১২৬
স্বর্ণীতগর্দ্দভশ্বাদিচিরায়োধ্যাবলৈককৃৎ ।
রামাদ্বিতীয়ঃ সৌমিত্রিলক্ষ্মণপ্রহতেন্দ্রজিৎ ॥ ১২৭
বিষ্ণুভক্তাশিবাংহঃ ক্ষিৎপাদুকারাজ্যনির্বৃতঃ ।
ভরতোঽসহ্যগন্ধর্ব্বকোটিঘ্নো লবণান্তকঃ ॥ ১২৮

রাজ্যদ । ১১৮ । স্বর্গাস্বর্গত্ববিচ্ছেদী, দেবেন্দ্রের ইন্দ্রতাহর, রক্ষোদেবত্ব-হৃদ্ধর্ম্মা, ধর্ম্মহর্ম্য, পুরুষ্টুত । ১১৯ । মাতিমাত্রদশাস্যারি, দত্তরাজ্যবিভীষণ, সুধাস্বৃষ্টিমৃতাশেষস্বসৈন্য-জীবনৈককৃৎ । ১২০ । 'দেবব্রাহ্মণনামৈকধাতা, সর্ব্বামরার্চ্চিত, ব্রহ্মসূর্য্যেন্দ্ররুদ্রাদিবন্দ্য, সাধুদিগের অর্চ্চিত ও প্রিয় ।১২১। অযোধ্যাখিলরাজাগ্র্যঃ, সর্ব্বভূতমনোহর, স্বাম্যতুল্যকৃপাদণ্ড, হীনোৎ-কৃষ্টৈকসৎপ্রিয় । ১২২ । স্বপক্ষাদিন্যায়দর্শী, হীনার্থ, অধিকসাধক, বাধব্যা-জানুচিতকৃত্তাবক, অখিল তুষ্টিকৃৎ ।১২৩। পার্ব্বত্যধিকযুক্তাত্মা, প্রিয়াত্যক্ত, স্মরারিজিৎ, সাক্ষাৎকুশলবৎসদ্মেন্দ্রাগ্নিনাত, অপরাজিত।১২৪। কোশলেন্দ্র, বীরবাহু, সত্যার্থত্যক্তসোদর, যশোদানন্দন, নন্দী, ধরণীমণ্ডলোদয় ।১২৫। ব্রহ্মাদিকাম্যসান্নিধ্যসনাথীকৃতদৈবত, ব্রহ্মলোকাপ্তচাণ্ডালাদ্যশেষপ্রাণি-সার্থপ । ১২৬ । স্বর্ণীতগর্দ্দভাশ্বাদিচিরায়োধ্যাবলৈককৃৎ; রামাদ্বিতীয়,

শক্রঘ্নো বৈদ্যরাড়ায়ুর্ব্বেদগর্ভৌষধীপতিঃ।
নিত্যানিত্যকরো ধন্বন্তরির্যজ্ঞো জগদ্ধরঃ॥ ১২৯
সূর্য্যবিঘ্নঃ সুরাজীবো দক্ষিণেশো দ্বিজপ্রিয়ঃ।
ছিন্নমূর্দ্ধোপদেশার্কতনূজকৃতমৈত্রিকঃ॥ ১৩০
শেষাঙ্গস্থাপিতনরঃ কপিলঃ কর্দ্দমাত্মজঃ।
যোগাত্মকধ্যানভঙ্গসগরাত্মজভস্মকৃৎ॥ ১৩১
ধর্ম্মো বিশ্বেন্দ্রসুরভীপতিঃ শুদ্ধাত্মভাবিতঃ।
শম্ভুত্রিপুরদাহৈকস্থৈর্য্যবিশ্বরথোদ্ধতঃ॥ ১৩২
বিশ্বাত্মাশেষরুদ্রার্থশিরচ্ছেদাক্ষতাকৃতিঃ।
বাজিপেয়াদিনামাগ্নির্ব্বেদধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ১৩৩
শ্বেতদ্বীপপতিঃ সাংখ্যপ্রণেতা সর্ব্বসিদ্ধিরাট্।
বিশ্বপ্রকাশিতধ্যানযোগো মোহতমিস্রহা॥ ১৩৪
ভক্তশম্ভুজিতো দৈত্যামৃতবাপীসমস্তপঃ।
মহাপ্রলয়বিশ্বৈকোঽদ্বিতীয়োঽখিলদৈত্যরাট্॥ ১৩৫
শেষদেবঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রাঙ্ঘ্রিশিরোভুজঃ।
ফণী ফণিফণাকারয়োজিতাব্ধ্যম্বুদক্ষিতিঃ॥ ১৩৬

সৌমিত্রিলক্ষ্মণপ্রহতেন্দ্রজিৎ। ১২৭। বিষ্ণুভক্তাশিবাংহঃ, ক্ষিৎপাদুকা-রাজ্যনির্বৃত, ভরত, অসহ্যগন্ধর্ব্বকোটিঘ্ন, লবণান্তক। ১২৮। শক্রঘ্ন, বৈদ্যরাট্, আয়ুর্বেদৌষধীপতি, নিত্যানিত্যকর, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ, জগদ্ধর। ১২৯। সূর্য্যবিঘ্ন, সুরাজীব, দক্ষিণেশ, দ্বিজপ্রিয়, ছিন্নমূর্দ্ধোপদেশার্কতনূজকৃত-মৈত্রিক। ১৩০। শেষাঙ্গস্থাপিতনর, কপিল, কর্দ্দমাত্মজ, যোগাত্মক-ধ্যানভঙ্গসগরাত্মজভস্মকৃৎ। ১৩১। ধর্ম্ম, বিশ্বেন্দ্রসুরভীপতি, শুদ্ধাত্মভাবিত, শম্ভুত্রিপুরদাহৈকস্থৈর্য্যবিশ্বরথোদ্ধত। ১৩২। বিশ্বাত্মা, শেষরুদ্রার্থশিরচ্ছেদা-ক্ষতাকৃতি, বাজপেয়াদিনামাগ্নি, বেদধর্ম্মপরায়ণ। ১৩৩। শ্বেতদ্বীপপতি, সাংখ্যপ্রণেতা, সর্বসিদ্ধিরাট্, বিশ্বপ্রকাশিতধ্যানযোগ, মোহতমি-স্রহা। ১৩৪। ভক্তশম্ভুজিত, দৈত্যামৃতবাপীসমস্তপ, মহাপ্রলয়বিশ্বৈক, অদ্বিতীয়, অখিলদৈত্যরাট্। ১৩৫। শেষদেব, সহস্রাক্ষ, সহস্রাঙ্ঘ্রি-

কালাগ্নিরুদ্রজনকো মূষলাস্ত্রো হলায়ুধঃ।
নীলাম্বরো বারুণীশো মনোবাক্কায়দোষহা ॥ ১৩৭
স্বসন্তোষদৃপ্তিমাত্রঃ পাতিতৈকদশাননঃ।
বলিসংযমনো ঘোরো রৌহিণেয়ঃ প্রলম্বহা ॥ ১৩৮
মুষ্টিকঘ্নো দ্বিবিদহা কালিন্দীভেদনো বলঃ।
রেবতীরমণঃ পূর্ব্বভক্তিরেবাচ্যুতাগ্রজঃ ॥ ১৩৯
দেবকীবসুদেবোত্থোঽদিতিকশ্যপনন্দনঃ।
বার্ষ্ণেয়ঃ সাত্বতাং শ্রেষ্ঠঃ শৌরির্যদুকুলোদ্বহঃ ॥ ১৪০
নরাকৃতিঃ পূর্ণব্রহ্ম সব্যসাচী পরন্তপঃ।
ব্রহ্মাদিকামনানিত্যজগৎপর্ব্বেতশৈশবঃ ॥ ১৪১
পূতনাঘ্নঃ শকটভিদ্‌যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ।
বৎসাসুরারিঃ কেশিঘ্নো ধেনুকারির্গবীশ্বরঃ ॥ ১৪২
দামোদরো গোপদেবো যশোদানন্দকারকঃ।
কালীয়মর্দ্দনঃ সর্ব্বগোপগোপীজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৪৩
লীলাগোবর্দ্ধনধরো গোবিন্দো গোকুলোৎসবঃ।
অরিষ্টমথনঃ কামোন্মত্তগোপীবিমুক্তিদঃ ॥ ১৪৪
সদ্যঃ কুবলয়াপীড়ঘাতী চানূরমর্দনঃ।
কংসারিরুগ্রসেনাদিরাজ্যস্থায্যরিহাঽমরঃ ॥ ১৪৫

শিরোভুজ, ফণী, ফণিফণাকারযোজিতাক্ষ্যসুদক্ষিণি। ১৩৬। কালাগ্নিরুদ্রজনক, মূষলাস্ত্র, হলায়ুধ, নীলাম্বর, বারুণীশ মনোবাক্কায়দোষহা। ১৩৭। স্বসন্তোষতৃপ্তিমাত্র, পাতিতৈকদশানন, বলিসংযমন, ঘোর, রৌহিণেয়, প্রলম্বহা। ১৩৮। মুষ্টিকঘ্ন, দ্বিবিদহা, কালিন্দীভেদন, বল, রেবতীরমণ, পূর্বভক্তি, অচ্যুতাগ্রজ। ১৩৯। দেবকীবসুদেব-উদ্ভব, অদিতিকশ্যপনন্দন, বার্ষ্ণেয়, সাত্বতশ্রেষ্ঠ, শৌরি, যদুকুলোদ্বহ। ১৪০। নরাকৃতি, পূর্ণব্রহ্ম, সব্যসাচী, পরন্তপ, ব্রহ্মাদিকামনানিত্যজগৎপর্বেতশৈশব। ১৪১। পূতনাঘ্ন, শকটভিৎ, যমলার্জ্জুনভঞ্জন, বৎসাসুরারি, কেশিঘ্ন, ধেনুকারি, গবীশ্বর। ১৪২। দামোদর, গোপদেব, যশোদানন্দকারক, কালীয়মর্দ্দন,

সুধর্ম্মাঙ্কিতভূলোকো জরাসন্ধবলান্তকঃ ।
ত্যক্তভক্তজরাসন্ধভীমসেনযশঃপ্রদঃ ॥ ১৪৬
সান্দীপনিমৃতাপত্যদাতা কালান্তকাদিজিৎ ।
রুক্মিণীরমণো রুক্মিশাসনো নরকান্তকৃৎ ॥ ১৪৭
সমস্তনরকত্রাতা সর্ব্বভূপতিকোটিজিৎ ।
সমস্তসুন্দরীকান্তোঽসুরারির্গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১৪৮
একাকী জিতরুদ্রার্কমরুদাপোঽখিলেশ্বরঃ ।
দেবেন্দ্রদর্পহা কল্পদ্রুমালঙ্কৃতভূতলঃ ॥ ১৪৯
বাণবাহুসহস্রচ্ছিৎ স্কন্ধাদিগণকোটিজিৎ ।
লীলাজিতমহাদেবো মহাদেবৈকপূজিতঃ ॥ ১৫০
ইন্দ্রার্থার্জ্জুননির্ভৎসুর্জয়দঃ পাণ্ডবৈকধৃক্ ।
কাশীরাজশিরশ্ছেত্তা রুদ্রশক্ত্যেকমর্দ্দনঃ ॥ ১৫১
বিশ্বেশ্বরপ্রসাদাঢ্যঃ কাশীরাজসুতার্দ্দনঃ ।
শম্ভুপ্রতিজ্ঞাপাতা চ স্বয়ম্ভুগণপূজকঃ ॥ ১৫২
কাশীশগণকোটিঘ্নো লোকশিক্ষাদ্বিজার্চ্চকঃ ।
শিবতীব্রতপোবশ্যঃ পুরা শিববরপ্রদঃ ॥ ১৫৩

সর্বগোপগোপীজনপ্রিয় । ১৪৩ । লীলাগোবর্দ্ধনধর, গোবিন্দ, গোকুলোৎসব, অরিষ্টমথন, কামোন্মত্তগোপীবিমুক্তিদ ।১৪৪। সদ্য কুবলয়াপীড়ঘাতী, চানূরমর্দ্দন, কংসারি, উগ্রসেনাদিরাজ্যস্থায়ী, অরিহা, অমর । ১৪৫ । সুধর্ম্মাঙ্কিতভূলোক, জরাসন্ধবলান্তক, ত্যক্তভক্তজরাসন্ধভীমসেনযশঃপ্রদ । ১৪৬ । সান্দীপনিমৃতাপত্যদাতা, কালান্তকাদিজিৎ, রুক্মিণীরমণ, রুক্মিশাসন, নরকান্তকৃৎ । ১৪৭ । সমস্তনরকত্রাতা, সর্বভূপতিকোটিজিৎ, সমস্তসুন্দরীকান্ত, অসুরারি, গরুড়ধ্বজ । ১৪৮ । একাকী, জিতরুদ্রার্কমরুদাপ, অখিলেশ্বর, দেবেন্দ্রদর্পহা, কল্পদ্রুমালঙ্কৃতভূতল ।১৪৯। বাণবাহুসহস্রচ্ছিৎ, স্কন্ধাদিগণকোটিজিৎ, লীলাজিতমহাদেব, মহাদেবৈকপূজিত । ১৫০ । ইন্দ্রার্থার্জ্জুননির্ভৎসু, জয়দ, পাণ্ডবৈকধৃক্, কাশীরাজশিরশ্ছেত্তা, রুদ্রশক্ত্যেকমর্দ্দন । ১৫১ । বিশ্বেশ্বরপ্রসাদাঢ্য, কাশীরাজসুতার্দ্দন, শম্ভুপ্রতিজ্ঞাপাতা,

গয়াসুরপ্রতিজ্ঞাধৃক্ স্বাংশশঙ্করপূজকঃ।
শিবকন্যাব্রতপতিঃ কৃষ্ণরূপশিবারিহা ॥ ১৫৪
মহালক্ষ্মীবপুর্গৌরীত্রাণো দেবলবাতহা।
বিনিদ্রমুচকুন্দৈকব্রহ্মাস্ত্রযুবনাশ্বহৃৎ ॥ ১৫৫
অক্রূরোঽক্রুরমুখ্যৈকভক্তস্বচ্ছন্দমুক্তিদঃ।
সবালস্ত্রীজলক্রীড়ামৃতবাপীকৃতার্ণবঃ ॥ ১৫৬
যমুনাপতিরানীতপরিণীতদ্বিজাত্মকঃ।
শ্রীদামশঙ্কুভক্তার্থভূম্যানীতেন্দ্রভৈরবঃ ॥ ১৫৭
দুর্বৃত্তশিশুপালৈকমুক্তিকোদ্ধারকেশ্বরঃ।
আচাণ্ডালাদিকং প্রাপ্য দ্বারকানিধিকোটিকৃৎ ॥ ১৫৮
ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধগর্ভস্থপরীক্ষিজ্জীবনৈককৃৎ।
পরিণীতদ্বিজসুতানেতাঽর্জ্জুনমদাপহঃ ॥ ১৫৯
গূঢ়মুদ্রাকৃতিগ্রস্তভীষ্মাদ্যখিলগৌরবঃ।
পার্থার্থখণ্ডিতাশেষদিব্যাস্ত্রঃ পার্থমোহভৃৎ ॥ ১৬০
ব্রহ্মশাপচ্ছলধ্বস্তযাদবো বিভবাবহঃ।
অনঙ্গো জিতগৌরীশো রতিকান্তঃ সদেপ্সিতঃ ॥ ১৬১

স্বয়ংভূগণপূজক। ১৫২। কাশীশগণকোটিঘ্ন, লোকশিক্ষাদ্বিজার্চ্চক, শিবতীব্রতপোবশ্য, পুরা শিববরপ্রদ। ১৫৩। গয়াসুরপ্রতিজ্ঞাধৃক্, স্বাংশশঙ্করপূজক, শিবকন্যাব্রতপতি, কৃষ্ণরূপশিবারিহা। ১৫৪। মহালক্ষ্মীবপু, গৌরীত্রাণ, দেবলবাতহা, বিনিদ্রমুচকুন্দৈকব্রহ্মাস্ত্রযুবনাশ্বহৃৎ। ১৫৫। অক্রূর, অক্রুরমুখ্যৈকভক্তস্বচ্ছন্দমুক্তিদ, সবালস্ত্রীজলক্রীড়ামৃতবাপীকৃতার্ণব। ১৫৬। যমুনাপতি, আনীতপরিণীতদ্বিজাত্মক, শ্রীদামশঙ্কুভক্তার্থ ভূম্যানীতেন্দ্রভৈরব। ১৫৭। দুর্বৃত্তশিশুপালৈকমুক্তিকোদ্ধারকেশ্বর, আচাণ্ডালাদি প্রাপ্ত হইয়া দ্বারকানিধিকোটিকৃৎ। ১৫৮। ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধগর্ভস্থপরীক্ষিজ্জীবনৈককৃৎ, পরিণীতদ্বিজসুতানেতা, অর্জ্জুনমদাপহ। ১৫৯। গূঢ়মুদ্রাকৃতিগ্রস্তভীষ্মাদ্যখিলগৌরব, পার্থার্থখণ্ডিতাশেষদিব্যাস্ত্র, পার্থমোহভৃৎ। ১৬০। ব্রহ্মশাপচ্ছলধ্বস্তযাদব, বিভবাবহ, অনঙ্গ, জিতগৌরীশ, রতিকান্ত,

পুষ্পেষুর্ব্বিশ্ববিজয়ী স্মরঃ কামেশ্বরীপতিঃ।
উষাপতির্ব্বিশ্বহেতুর্ব্বিশ্বতৃপ্তোঽধিপুরুষঃ॥ ১৬২
চতুরাত্মা চতুর্ব্বর্ণশ্চতুর্ব্বেদবিধায়কঃ।
চতুর্ব্বিশ্বৈকবিশ্বাত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশু কোটিষু॥ ১৬৩
আশ্রয়াত্মা পুরাণর্ষির্ব্ব্যাসঃ শাস্ত্রসহস্রকৃৎ।
মহাভারতনির্ম্মাতা কবীন্দ্রো বাদরায়ণঃ॥ ১৬৪
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সর্ব্বপুরুষার্থকবোধকঃ।
বেদান্তকর্ত্তা ব্রহ্মৈকব্যঞ্জকঃ পুরুবংশকৃৎ॥ ১৬৫
বুদ্ধো ধ্যানজিতাশেষদেবদেবো জগৎপ্রিয়ঃ।
নিরায়ুধো জগজ্জৈত্রঃ শ্রীঘনো দুষ্টমোহনঃ॥ ১৬৬
দৈত্যবেদবহিষ্কর্ত্তা বেদার্থশ্রুতিগোপকঃ।
শুদ্ধোদনির্নষ্টদিষ্টঃ সুখদঃ সদসৎপতিঃ॥ ১৬৭
যথাযোগ্যাখিলকৃপঃ সর্ব্বশূন্যোঽখিলেষ্টদঃ।
চতুষ্কোটিপৃথক্তত্ত্বং প্রজ্ঞাপারমিতেশ্বরঃ॥ ১৬৮
পাষণ্ডশ্রুতিমার্গেণ পাষণ্ডশ্রুতিগোপকঃ।
কল্কী বিষ্ণুযশঃপুত্রঃ কলিকালবিলোপকঃ॥ ১৬৯
সমস্তম্লেচ্ছহন্তঘ্নঃ সর্ব্বশিষ্টদ্বিজাতিকৃৎ।
সত্যপ্রবর্ত্তকো দেবদ্বিজদীর্ঘক্ষুধাপহঃ॥ ১৭০

সদেপ্সিত। ১৬১। পুষ্পেষু, বিশ্ববিজয়ী, স্মর, কামেশ্বরীপতি, উষাপতি, বিশ্বহেতু, বিশ্বতৃপ্ত, অধিপুরুষ। ১৬২। চতুরাত্মা, চতুর্ব্বর্ণ, চতুর্ব্বেদ-বিধায়ক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট কোটির মধ্যে চতুর্ব্বিশ্বৈকবিশ্বাত্মা। ১৬৩। আশ্রয়াত্মা, পুরাণর্ষি, ব্যাস, শাস্ত্রসহস্রকৃৎ, মহাভারতনির্ম্মাতা, কবীন্দ্র, বাদরায়ণ। ১৬৪। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সর্ব্বপুরুষার্থকবোধক, বেদান্তকর্ত্তা, ব্রহ্মৈকব্যঞ্জক, পুরুবংশকৃৎ। ১৬৫। বুদ্ধ, ধ্যানজিতাশেষদেবদেব, জগৎ-প্রিয়, নিরায়ুধ, জগজ্জৈত্র, শ্রীঘন, দুষ্টমোহন। ১৬৬। দৈত্যবেদবহিষ্কর্ত্তা, বেদার্থশ্রুতিগোপক, শুদ্ধোদনি, নষ্টদিষ্ট, সুখদ, সদসৎপতি। ১৬৭। যথাযোগ্যাখিলকৃপ, সর্ব্বশূন্য, অখিলেষ্টদ, চতুষ্কোটিপৃথক্তত্ত্ব, এবং

অশ্বরাবাদিবেদেন পৃথ্বীদুর্গতিনাশনঃ।
সদ্যঃক্ষ্মানন্তলক্ষ্মীকৃৎ নষ্টনিঃশেষধর্ম্মকৃৎ ॥ ১৭১
অনন্তস্বর্গযাগৈকহেমপূর্ণাখিলদ্বিজঃ।
অসাধ্যৈকজগচ্ছাস্তা বিশ্ববন্দ্যো জয়ধ্বজঃ ॥ ১৭২
আত্মতত্ত্বাধিপঃ কর্ত্তৃশ্রেষ্ঠো বিধিরুমাপতিঃ।
ভর্ত্তুঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজেশাগ্র্যো মরীচিজনকাগ্রণীঃ ॥ ১৭৩
কশ্যপো দেবরাড়িন্দ্রঃ প্রহ্লাদো দৈত্যরাট্ শশী।
নক্ষত্রেশো রবিস্তেজঃশ্রেষ্ঠঃ শুক্রঃ কবীশ্বরঃ ॥ ১৭৪
মহর্ষিরাট্ ভৃগুর্ব্বিষ্ণুরাদিত্যেশো বলিঃ স্বরাট্।
বায়ুর্ব্বহ্নিঃ শুচিশ্রেষ্ঠঃ শঙ্করো রুদ্ররাট্ গুরুঃ ॥ ১৭৫
বিদ্বত্তমশ্চিত্ররথো গন্ধর্ব্বাগ্র্যো বসূত্তমঃ।
বর্ণাদিরগ্র্যা স্ত্রী গৌরী শক্ত্যগ্র্যা শ্রীশ্চ নারদঃ ॥ ১৭৬
দেবর্ষিরাট্ পাণ্ডবাগ্র্যোঽর্জ্জুনো নারদবাদরাট্।
পবনঃ পবনেশানো বরুণো যাদসাম্পতিঃ ॥ ১৭৭
গঙ্গাতীর্থোত্তমোদ্ধৃতং ছত্রকাগ্র্যং বরৌষধম্।
অন্নং সুদর্শনাস্ত্রাগ্র্যো বজ্রপ্রহরণোত্তমম্ ॥ ১৭৮

প্রজ্ঞাপারমিতেশ্বর। ১৬৮। পাষণ্ডশ্রুতিপথদ্বারা পাষণ্ডশ্রুতিগোপক, কল্কী, বিষ্ণুযশঃপূত, কলিকালবিলোপক। ১৬৯। সমস্তম্লেচ্ছহন্তঘ্ন, সর্ব্বশিষ্টদ্বিজাতিকৃৎ, সত্যপ্রবর্ত্তক, দেবদ্বিজদীর্ঘক্ষুধাপহ। ১৭০। অশ্বরাবাদি বেদের দ্বারা পৃথিবীর দুর্গতিনাশক, সদ্য ক্ষ্মানন্তলক্ষ্মীকৃৎ, নষ্টনিঃশেষধর্ম্মকৃৎ। ১৭১। অনন্তস্বর্গযাগৈকহেমপূর্ণাখিলদ্বিজ, অসাধ্যৈকজগচ্ছাস্তা, বিশ্ববন্দ্য, জয়ধ্বজ। ১৭২। আত্মতত্ত্বাধিপ, কর্ত্তৃশ্রেষ্ঠ, বিধি, উমাপতি, ভর্ত্তৃশ্রেষ্ঠ, প্রজেশাগ্র্য, মরীচিজনকাগ্রণী। ১৭৩। কশ্যপ, দেবরাট্, ইন্দ্র, প্রহ্লাদ দৈত্যরাট্, শশী, নক্ষত্রেশ, রবি, তেজঃশ্রেষ্ঠ, শুক্র, কবীশ্বর। ১৭৪। মহর্ষিরাট্, ভৃগু, বিষ্ণু, আদিত্যেশ, বলি, স্বরাট্, বায়ু, বহ্নি, শুচিশ্রেষ্ঠ, শঙ্কর, রুদ্ররাট্, গুরু। ১৭৫। বিদ্বত্তম, চিত্ররথ, গন্ধর্ব্বাগ্র্য, বসূত্তম, বর্ণাদি, অগ্র্যা স্ত্রী, গৌরী, শক্ত্যগ্রা, শ্রী, নারদ। ১৭৬। দেবর্ষিরাট্,

উচ্চৈঃশ্রবা বাজিরাজ ঐরাবত ইভেশ্বরঃ।
অরুন্ধত্যেকপত্নীশো হ্যশ্বত্থোঽশেষবৃক্ষরাট্॥ ১৭৯
অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্যাত্মা প্রণবশ্ছন্দসাং বরঃ।
মেরুর্গিরিপতির্মার্গো মাসাগ্র্যঃ কালসত্তমঃ॥ ১৮০
দিনাদ্যাত্মা পূর্ব্বসিদ্ধিঃ কপিলঃ সামবেদরাট্।
তার্ক্ষ্যঃ খগেন্দ্র ঋত্বগ্র্যো বসন্তঃ কল্পপাদপঃ॥ ১৮১
দাতৃশ্রেষ্ঠঃ কামধেনুরার্ত্তিঘ্নাগ্র্যঃ সুরোত্তমঃ।
চিন্তামণির্গুরুশ্রেষ্ঠো মাতা হিততমঃ পিতা॥ ১৮২
সিংহো মৃগেন্দ্রো নাগেন্দ্রো বাসুকির্ভূধরো নৃপঃ।
বর্ণশো ব্রাহ্মণশ্চান্তঃকরণাগ্র্যং নমো নমঃ॥ ১৮৩
ইত্যেতদ্বাসুদেবস্য বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্।
সর্ব্বাপরাধশমনং পরং ভক্তিবিবর্দ্ধনম্॥ ১৮৪
অক্ষয়ব্রহ্মলোকাদিসর্ব্বার্থাপ্ত্যেকসাধনম্।
বিষ্ণুলোকৈকসোপানং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্॥ ১৮৫
সমস্তসুখদং সত্যং পরং নির্ব্বাণদায়কম্।
কামক্রোধাদিনিঃশেষমনোমলবিশোধনম্॥ ১৮৬

পাণ্ডবাগ্র্য, অর্জ্জুন, নারদবাদরাট্, পবন, পবনেশান, বরুণ, যাদসাম্পতি। ১৭৭। গঙ্গাতীর্থোত্তমোদ্ধৃত, ছত্রকাগ্র্য, বরৌষধ, অন্ন, সুদর্শনাস্ত্রাগ্রী, বজ্রপ্রহরণোত্তম। ১৭৮। উচ্চৈঃশ্রবা, বাজিরাজ, ঐরাবত, ইভেশ্বর, অরুন্ধত্যেকপত্নীশ, অশ্বত্থ, অশেষবৃক্ষরাট্। ১৭৯। অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্যাত্মা, প্রণব, ছন্দঃশ্রেষ্ঠ, মেরু, গিরিপতি, মার্গ মাসাগ্র কালসত্তম। ১৮০। দিনাদ্যাত্মা, পূর্বসিদ্ধি, কপিল, সামবেদরাট্, তার্ক্ষ্য, খগেন্দ্র, ঋত্বগ্র্য, বসন্ত, কল্পপাদপ।১৮১। দাতৃশ্রেষ্ঠ, কামধেনু, আর্ত্তিঘ্নাগ্র্য, সুরোত্তম, চিন্তামণি, গুরুশ্রেষ্ঠ, মাতা, হিততম, পিতা। ১৮২। সিংহ, মৃগেন্দ্র; নাগেন্দ্র, বাসুকি, ভূধর, নৃপ, বর্ণশ, ব্রাহ্মণ, অন্তঃকরণাগ্র্য আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। ১৮৩। বাসুদেব শ্রীবিষ্ণুর এই সহস্রনাম সকল অপরাধের শান্তিকারক ও পরম ভক্তির বর্দ্ধনকারী হয়।১৮৪।

শান্তিদং পাবনং নৃণাং মহাপাতকিনামপি।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনামাশু সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্॥ ১৮৭
সর্ব্ববিঘ্নপ্রশমনং সর্ব্বারিষ্টবিনাশনম্।
ঘোরদুঃখপ্রশমনং তীব্রদারিদ্র্যনাশনম্॥ ১৮৮
তাপত্রয়াপহং গুহ্যং ধনধান্যযশস্করম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং সর্ব্বসিদ্ধিদং সর্ব্বকালদম্॥ ১৮৯
তীর্থযজ্ঞতপোদানব্রতকোটিফলপ্রদম্।
অপ্রজ্ঞজাড্যশমনং সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকম্॥ ১৯০
রাজ্যদং রাজ্যকামানাং রোগিণাং সর্ব্বরোগনুৎ।
বন্ধ্যানাং সুতদঞ্চাশু সর্ব্বশ্রেষ্ঠফলপ্রদম্॥ ১৯১
অস্ত্রগ্রাম্‌বিষধ্বংসী গ্রহপীড়াবিনাশনম্।
মঙ্গল্যং পুণ্যমায়ুষ্যং শ্রবণাৎ পঠনাজ্জপাৎ॥ ১৯২

ইহা অক্ষয় ব্রহ্মলোকাদিসর্বার্থপ্রাপ্তির সাধন এবং সর্বদুঃখ-বিনাশক বিষ্ণু-লোকের অদ্বিতীয় সোপানস্বরূপ। ১৮৫। সমস্ত সুখদপ্রদ ও সত্যলোকে নির্বাণ মুক্তিদায়ক এবং কাম ক্রোধাদি ও মনের মলিনতা নিঃশেষে বিশোধন করে। ১৮৬। শান্তিদায়ক ও মহাপাতকী লোকদিগেরও পবিত্রকারক এবং সকল প্রাণীর পক্ষে শীঘ্র সমস্ত অভীষ্ট ফলপ্রদ হয়। ১৮৭। তদ্দ্বারা সকল বিঘ্নের প্রশমন এবং সমস্ত অমঙ্গল নিবারিত হয় এবং ঘোরতর দুঃখের শান্তি ও তীব্র দারিদ্র্যের বিনাশ হয়। ১৮৮। তাহা ত্রিতাপহারক, নিতান্ত গোপনীয়, ধন, ধান্য এবং যশস্কর ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ ও সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক এবং সর্ব্বকালদ হয়। ১৮৯। ইহাতে তীর্থ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান এবং কোটিব্রতের ফল প্রদান করে; অজ্ঞানতা ও জড়তার উপশমন হয় ও সর্ব্ববিদ্যাতে প্রবৃত্তি জন্মে। ১৯০। ইহা রাজ্যাভিলাষীদিগের রাজ্যপ্রদ এবং রোগিগণের সকল রোগ-নিবারক ও বন্ধ্যাদিগের শীঘ্র পুত্রদায়ক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ হয়। ১৯১। উহাতে অস্ত্রবিষজন্য ক্লেশ থাকে না, গ্রহপীড়া দূর হয় এবং উহার শ্রবণ, অধ্যয়ন ও জপ হইতে মঙ্গল, পুণ্য এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ১৯২।

সকৃদস্যাখিলা বেদাঃ সাঙ্গা.মন্ত্রাশ্চ কোটিশঃ।
পুরাণশাস্ত্রং স্মৃতয়ঃ পঠিতাঃ পাঠিতাস্তথা ॥ ১৯৩
জপ্ত্বাস্য শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধং পাদং বা পঠতঃ প্রিয়ে।
নিত্যং সিদ্ধ্যতি সর্ব্বেষামচিরাৎ কিমুতোঽখিলম্ ॥ ১৯৪
প্রাণেন সদৃশং সত্ত্বঃ প্রত্যহং সর্ব্বকর্ম্মসু।
ইদং ভদ্রে ত্বয়া গোপ্যং পাঠ্যং স্বার্থৈকসিদ্ধয়ে ॥ ১৯৫
নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে।
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিনে ॥ ১৯৬
দেয়ং পুত্রায় শিষ্যায় শুদ্ধায় হিতকাম্যয়া।
মৎপ্রসাদাদৃতে নেদং গ্রহিষ্যন্ত্যল্পমেধসঃ ॥ ১৯৭
কলৌ সত্ত্বঃ ফলং কল্পগ্রামমেষ্যতি নারদঃ।
লোকানাং ভাগ্যহীনানাং যেন দুঃখং বিনশ্যতি ॥ ১৯৮
ক্ষেত্রেষু বৈষ্ণবেষ্বেতদার্য্যাবর্ত্তে ভবিষ্যতি।
নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং সত্যং নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ১৯৯

উহা একবার পাঠ করিলে সমস্ত বেদ ও অঙ্গসহ কোটি কোটি মন্ত্র ও পুরাণ শাস্ত্র এবং স্মৃতি পাঠ করণের ফল হয়। ১৯৩। হে প্রিয়ে! ইহার এক শ্লোক কিম্বা শ্লোকার্দ্ধ অথবা এক চরণ জপ করিয়া পাঠ করিলে অচিরকাল মধ্যে সকলেরই সমস্ত সিদ্ধ হয়।১৯৪। হে ভদ্রে! তুমি সকল কর্ম্মেতে ইহা প্রাণতুল্য, গোপন রাখিবে ও কেবল স্বার্থসাধনের জন্য উহা পাঠ করিবে। ১৯৫। বিষ্ণুকে সামান্য জ্ঞানকারী, ভক্তি ও শ্রদ্ধাবিহীন, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং অবৈষ্ণব ব্যক্তিকে ইহা দেওয়া উচিত নহে। ১৯৬। হিতকামনা হেতুক, শুদ্ধচিত্ত শিষ্য কিম্বা পুত্রকে ইহার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু অল্পবুদ্ধিলোকেরা আমার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে ইহা গ্রহণ করিবে না। ১৯৭। নারদঋষি কলিযুগে সত্ত্বঃফলেপ্সু হইয়া কল্পগ্রামে আগমন করিবেন, যেহেতু ভাগ্যহীন লোকদিগের দুঃখ দূর হইবে। ১৯৮। আর্য্যাবর্ত্তের বৈষ্ণবক্ষেত্রে ইহার বিশেষ ফল ফলিবে; কারণ, বিষ্ণু হইতে পরম সত্য নাই, বিষ্ণু হইতে অন্য পরম পদ নাই। ১৯৯।

নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং জ্ঞানং নাস্তি মোক্ষো হ্যবৈষ্ণবঃ।
নাস্তি বিষ্ণোঃ পরো মন্ত্রো নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং তপঃ॥ ২০০
নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং ধ্যানং নাস্তি মন্ত্রো হ্যবৈষ্ণবঃ।
কিন্তস্য বহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ কিং জপৈর্ব্বহুবিস্তরৈঃ॥ ২০১
বাজপেয়সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে।
সর্ব্বতীর্থময়ো বিষ্ণুঃ সর্ব্বশাস্ত্রময়ঃ প্রভুঃ॥ ২০২
সর্ব্বক্রতুময়ো বিষ্ণুঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
আব্রহ্মসারসর্ব্বস্বং সর্ব্বমেতন্ময়োদিতম্॥ ২০৩

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি কৃতার্থাস্মি জগদ্গুরো।
যন্ময়েদং শ্রুতং স্তোত্রং ত্বদ্রহস্যং সুদুর্লভম্॥ ২০৪
অহো বত মহৎকষ্টং সমস্তস্সুখদে হরৌ।
বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ॥ ২০৫
যমুদিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ।
জটিলো ভস্মলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষিতো জনৈঃ॥ ২০৬

বিষ্ণু হইতে অন্য পরম জ্ঞান নাই, অবৈষ্ণব মুক্তিও নাই, বিষ্ণু হইতে অন্য মন্ত্র আর নাই, তপস্যাও আর নাই। ২০০। বিষ্ণু হইতে শ্রেষ্ঠ ধ্যান নাই; অবৈষ্ণব মন্ত্রও নাই, তাহার বহু মন্ত্র কিম্বা জপ বাহুল্যে প্রয়োজন কি। ২০১। বিষ্ণুর প্রতি যাহার ভক্তি আছে; তাঁহার সহস্র বাজপেয়ে কি আবশ্যক, কারণ বিষ্ণুই সর্বতীর্থময় এবং সেই প্রভুই সর্বশাস্ত্রময় হইয়া থাকেন। ২০২। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, বিষ্ণুই সকল যজ্ঞময়। এইরূপে আব্রহ্ম সারসর্বস্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিলাম। ২০৩।

শ্রীপার্বতী কহিলেন।—হে জগৎগুরু! আমি ধন্য, অনুগৃহীত এবং কৃতার্থ হইলাম; যেহেতু আমি তোমার গোপনীয় সুদুর্লভ স্তোত্র শ্রবণ করিলাম। ২০৪। কিন্তু কষ্টের বিষয় এই যে, সুখদাতা শ্রীহরিতে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকিলেও সেই সর্বেশ্বরকে না ভাবিয়া মূঢ়জনেরা সংসারে ক্লেশ ভোগ করে। ২০৫। যাঁহার উদ্দেশে নাথ মহেশ্বরও দিগম্বর,

অতোঽধিকো ন দেবোঽস্তি লক্ষ্মীকান্তান্মধুদ্বিষঃ।
যত্তত্ত্বং চিন্ত্যতে নিত্যং ত্বয়া যোগীশ্বরেণ হি ॥ ২০৭
অতঃপরং কিমধিকং পরং শ্রীপুরুষোত্তমাৎ।
তমবিজ্ঞায় তান্ মূঢ়া যজন্তে জ্ঞানমানিনঃ ॥ ২০৮
মূষিতাস্মি ত্বয়া নাথ চিরং যদয়মীশ্বরঃ।
প্রকাশিতো ন মে যস্য দত্তাস্থা দিব্যশক্তয়ঃ ॥ ২০৯
অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ।
ভবদাদিগুরুর্ম্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব লক্ষ্যতে ॥ ২১০
মহীয়সাং হি মাহাত্ম্যং ভজমানান্ ভজন্তি চেৎ।
দ্বিষতোঽপি তথা পাপানুপেক্ষ্যন্তে ক্ষমালয়াঃ ॥ ২১১
ময়াপি বাল্যে স্বপিতুঃ প্রজা দৃষ্টা বভুক্ষিতাঃ।
দুঃখাদশক্তাঃ স্বং পোষ্টুং শ্রিয়া নাধ্যাসিতাঃ পুরা ॥ ২১২
ত্বয়া সংবর্দ্ধিতাভিশ্চ প্রজাভির্ব্বিবুধাদয়ঃ।
বিসসৃজ্ঃ স্বশক্ত্যাঢ্যাঃ সসুহৃন্মিত্রবান্ধবাঃ ॥ ২১৩

জটাধারী, ভস্মলিপ্তাঙ্গ ও তপস্বী হইয়া জনগণ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন। ২০৬। অতএব মধুরিপু লক্ষ্মীকান্ত হইতে অধিকতর দেবতা আর নাই, আপনি যোগীশ্বর হইয়াও যে তত্ত্ব নিরত চিন্তা করিতেছেন। ২০৭। অতঃপর শ্রীপুরুষোত্তম হইতে শ্রেষ্ঠতর পদ আর কি আছে; তাঁহাকে না জানিয়া জ্ঞানাভিমানী মূঢ়জনেরা পূজাদি করিয়া থাকে। ২০৮। হে নাথ! আমি আপনাকর্ত্তৃক চিরকালের জন্য অপহৃতা হইলাম, কারণ যাহার হৃদয়ে আস্থা এবং শক্তি নাই সে উক্ত ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। ২০৯। বিষ্ণুই সকলের ঈশ্বর ও তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট দেবতা এবং আপনার আদিগুরু হন; অহো! মূঢ়জনেরা সামান্য বোধ করিয়া থাকে। ২১০। যেহেতু মহৎজনেরা জানিতে পান এবং বিদ্বেষণকারী পাপচিত্তলোকেরা সেই ক্ষমাশ্রয় মহাপুরুষকে উপেক্ষা করে। ২১১। আমিও বাল্যকালে পিত্রালয়ে ক্ষুধাতুর ও আপনার পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতে অশক্ত দুর্ভাগ্য প্রজাগণকে দেখিয়া কৃপাবতী হইয়া-

ত্বয়া বিনা ক্ব দেবত্বং ক্ব ধৈর্য্যং ক্ব পরিগ্রহঃ ।
সর্ব্বে ভবন্তি জীবন্তো যাতনাঃ শিরসি স্থিতাঃ ॥ ২১৪
ত্বাম্বতে নৈব ধর্ম্মার্থৌ কামো মোক্ষোঽপি দুর্ল্লভঃ ।
ক্ষুধিতানাং দুর্গতানাং কুতো যোগসমাধয়ঃ ॥ ২১৫
সা চ সংসারসারৈকা সর্ব্বলোকৈকপালিকা ।
বশ্যা সা কমলা যস্য ত্যক্ত্বা ত্বামপি শঙ্কর ॥ ২১৬
শ্রিয়া ধর্ম্মেণ শৌর্য্যেণ রূপেণার্জ্জবসম্পদা ।
সর্ব্বাতিশয়বীর্য্যেণ সম্পূর্ণস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১৭
কস্তেন তুল্যতামেতি দেবদেবেন বিষ্ণুনা ।
যস্যাংশাংশকভাগেন বিনা সর্ব্বং বিলীয়তে ॥ ২১৮
জগদেতত্তথা প্রাহুর্দ্দোষায়ৈতদ্বিমোহিতাঃ ।
নাস্য জন্ম জরা মৃত্যুর্নাপ্রাপ্যং বার্থমেব বা ॥ ২১৮
তথাপি কুরুতে ধর্ম্মান্ পালনায় সতাং কৃতে ।
বিজ্ঞাপয় মহাদেবং প্রণম্যৈকং মহেশ্বরম্ ॥ ২২০

ছিলাম । ২১২ । ইন্দ্রাদি প্রজাবর্গকে আপনি সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন ও তাহারা সুহৃৎ, মিত্র এবং বান্ধবগণের সহিত স্ব-স্ব শক্তি অনুসারে এই সংসারে বিচরণ করিতেছে । ২১৩ । তুমি ব্যতীত দেবত্ব, ধৈর্য্য এবং পরিগ্রহ কিছুই থাকে না এই নিমিত্ত সমস্ত জীব ক্লেশ সহকারে ভজনাদি করিয়া থাকে । ২১৪ । তোমা বিনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সকলই দুর্ল্লভ হইয়া উঠে, আর ক্ষুধিত দুর্গতিযুক্ত লোকদিগের যোগ-সমাধি কিরূপে হইবে । ২১৫ । সংসারের একমাত্র সারভূতা ও সকল লোকের একমাত্র পালনকর্ত্রী সেই কমলাদেবী যাহার বশ্যা, হে মহাদেব ! সেই লক্ষ্মী আপনাকে ত্যাগ করিয়াছেন । ২১৬ । আপনি শ্রী, ধর্ম্ম, শৌর্য্য রূপ ও সরলতা দ্বারা জগতের সম্পূর্ণ সম্পত্তি মহাত্মা-দিগের নিমিত্ত স্থাপন করিয়াছেন । ২১৭ । অতএব এই সংসারে কোন ব্যক্তি যেই দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের তুল্যতা লাভ করিতে পারে; কেন না, তাঁহার অংশ ব্যতিরেকে সকলই বিলীন হইয়া যায় । ২১৮ ।

অবধার্য্য তথা সাহং কান্ত কামদ শাশ্বত।
কামাদ্যাসক্তচিত্তত্বাৎ কিন্তু সর্ব্বেশ্বর প্রভো॥ ২২১
ত্বন্ময়ত্বাৎ প্রসাদাদ্বা শক্নোমি পঠিতুং নচেৎ।
বিষ্ণোঃ সহস্রনামৈতৎ প্রত্যহং বৃষভধ্বজ।
নাম্নৈকেন তু যেন স্যাত্তৎফলং ব্রূহি মে প্রভো॥ ২২২

শ্রীমহাদেব উবাচ

রাম রামেতি রামেতি রামরামো মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ২২৩
অতঃ সর্ব্বাণি তীর্থানি জলঞ্চৈব প্রয়াগজম্।
বিষ্ণোর্নামসহস্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ২২৪

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে পার্ব্বতীশিবসংবাদে
শ্রীবিষ্ণোর্নামসহস্রং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

আর এই জগৎ নানাবিধ দোষে বিমোহিত। তাঁহার জন্ম, জরা, মৃত্যু কিছুই নাই ও অপ্রাপ্য কোন দুর্লভ বস্তুও নাই। ২১৯। তথাপি তিনি সাধুদিগের পালনের জন্য ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকেন ও একমাত্র মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাহা ব্যক্ত করেন। ২২০। কামাদিতে আসক্তচিত্ততা হেতু হে কামদ শাশ্বত স্বামিন্! আমি এই অবধান করিলাম। ২২১। কিন্তু তোমার অনুগ্রহে তন্ময়ত্বহেতুক যদি বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করিতে অসমর্থ হই, তবে যে কোন একটি দ্বারা উক্ত ফল হইবে হে প্রভু, বৃষভধ্বজ! প্রত্যহ আমাকে তাহা করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করুন। ২২২।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—হে মনোরমে বরাননে! রাম, রাম, রাম, রাম-রাম এই রাম-নাম সহস্র নামের তুল্য হয়। ২২৩। অতএব সকল তীর্থ ও প্রয়াগতীর্থের জল বিষ্ণু-সহস্রনামের ষোড়শ ভাগের একাংশ তুল্যও হয় না। ২২৪।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং পরমদুর্লভম্ ।
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্গচ্ছেন্নরো নিরয়যাতনাম্ ॥ ১
কবচঞ্চ মহেশানি ত্রৈলোক্যমঙ্গলাদিকম্ ।
নারদায় চ যৎপ্রোক্তং ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা ।
সনৎকুমারেণ পুরা যোগীন্দ্রগুরুবর্ত্মনা ॥ ২

শ্রীনারদ উবাচ

প্রসীদ ভগবন্ মহ্যমজ্ঞানাৎ কুণ্ঠিতাত্মনে ।
তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোরাগিণীং ভক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৩
অজ প্রসীদ ভগবন্নমিতদ্যুতিপঞ্জর ।
অপ্রমেয় প্রসীদাস্মদ্দুঃখহন্ পুরুষোত্তম ॥ ৪
স্বসংবেদ্য প্রসীদাস্মদানন্দাত্মন্ননাময় ।
অচিন্ত্যসার বিশ্বাত্মন্ প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ৫

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—অয়ি দেবি! পরম দুর্লভ স্তোত্র তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর; যাহা জ্ঞাত হইলে কোন ব্যক্তি নরক যাতনা পুনর্বার প্রাপ্ত হয় না। ১। হে মহেশানি! এই ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক কবচ যাহা প্রশস্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মপুত্র কর্তৃক নারদের উদ্দেশে কথিত হইয়াছিল এবং যাহা সনৎকুমার পূর্বকালে যোগিশ্রেষ্ঠ নিজগুরুর নিকটে শুনিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছি। ২।

শ্রীনারদ ঋষি কহিতেছেন।—হে ভগবন্! অজ্ঞানহেতু কুণ্ঠিতচিত্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনার পদপঙ্কজরজের অনুরাগিণী উৎকৃষ্ট ভক্তি আমাকে প্রদান করুন। ৩। হে অমিতদ্যুতিপঞ্জর জন্মহীন ভগবন্! আপনি অপ্রমেয়, পুরুষোত্তম ও আমাদিগের দুঃখহন্তা; অতএব আপনি

প্রসীদ তুঙ্গ তুঙ্গানাং প্রসীদ শিব শোভন।
প্রসীদ গুণগম্ভীর গম্ভীরাণাং মহাদ্যুতে॥ ৬
প্রসীদ ব্যক্ত বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণানামগোচর।
প্রসীদার্দ্রার্দ্রজাতীনাং প্রসীদান্তান্তদায়িনাম্॥ ৭
গুরোর্গরীয়ঃ সর্ব্বেশ প্রসীদানন্ত দেহিনাম্।
জয় মাধব মায়াত্মন্ জয় শাশ্বত শঙ্খভৃৎ॥ ৮
জয় শঙ্খধর শ্রীমন্ জয় নন্দকনন্দন।
জয় চক্রগদাপাণে জয় দেব জনার্দ্দন॥ ৯
জয় রত্নবরাবদ্ধকিরীটাক্রান্তমস্তক।
জয় পক্ষিপতিচ্ছায়ানিরুদ্ধার্ককরারুণ॥ ১০
নমস্তে নরকারাতে নমস্তে মধুসূদন।
নমস্তে ললিতাপাঙ্গ নমস্তে নরকান্তক॥ ১১
নমঃ পাপহরেশান নমঃ সর্ব্বভয়াপহ।
নমঃ সম্ভূতসর্ব্বাত্মন্ নমঃ সম্ভৃতকৌস্তুভ॥ ১২

প্রসন্ন হউন। ৪। হে স্বসংবেদ্য আনন্দাত্মন্ অনাময় অচিন্ত্যসার বিশ্বাত্মন্ পরমেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হউন। ৫। হে মহনীয়শ্রেষ্ঠ! মঙ্গলময় শোভনমূর্ত্তি, গুণগম্ভীর এবং গম্ভীরদিগের মধ্যে মহাদ্যুতি-সম্পন্ন, আপনি প্রসন্ন হউন। ৬। হে ব্যক্ত, বিস্তীর্ণ এবং বিস্তীর্ণদিগের অগোচর, আর্দ্রজাতিদিগের মধ্যে আর্দ্র এবং অন্তদায়ীদিগের মধ্যে অন্ত, আপনি প্রসন্ন হউন। ৭। হে সর্ব্বেশ এবং দেহীদিগের মধ্যে অনন্ত! গুরুশ্রেষ্ঠ আপনি প্রসন্ন হউন; হে মায়াত্মন্ মাধব শাশ্বত এবং শঙ্খভৃৎ! আপনি জয়যুক্ত হউন। ৮। হে শঙ্খধর শ্রীমন্! আপনার জয় হউক; হে নন্দকনন্দন চক্রপাণি, জনার্দ্দন, আপনি জয়যুক্ত হউন। ৯। হে শ্রেষ্ঠ রত্নশোভিত কিরীটধারিন্! আপনি গরুড়চ্ছায়ানিরুদ্ধ সূর্য্যকিরণে অরুণবর্ণ হইয়া জয়যুক্ত হউন। ১০। হে নরকারাতে, শ্রীমধুসূদন, ললিতাঙ্গ এবং নরকান্তক, আপনাকে নমস্কার করি। ১১। হে পাপহর, ঈশান, সকল ভয়ের নিবারক, সকল আত্মার উৎপাদক এবং কৌস্তুভধারিন্,

নমস্তে নয়নাতীত নমস্তে ভয়হারক।
নমো বিভিন্নবেশায় নমঃ শ্রুতিপথাতিগ ॥ ১৩
নমস্ত্রিমূর্ত্তিভেদেন স্বর্গস্থিত্যন্তহেতবে।
বিষ্ণবে ত্রিদশারাতিজিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥ ১৪
চক্রভিন্নারিচক্রায় চক্রিণে চক্রবল্লভ।
বিশ্বায় বিশ্ববন্দ্যায় বিশ্বভূতানুবর্ত্তিনে ॥ ১৫
নমোঽস্তু যোগিধ্যেয়াত্মন্নমোঽস্ত্বধ্যাত্মরূপিণে।
ভক্তিপ্রদায় ভক্তানাং নমস্তে ভক্তিদায়িনে ॥ ১৬
পূজনং হবনং চেজ্যা ধ্যানং পশ্চান্নমস্ক্রিয়া।
দেবেশ কর্ম্ম সর্ব্বং মে ভবেদারাধনং তব ॥ ১৭
ইতি হবনজপার্চ্চাভেদতো বিষ্ণুপূজা
নিয়তহৃদয়কর্ম্মা যস্তু মন্ত্রী চিরায়।
স খলু সকলকামান্ প্রাপ্য কৃষ্ণান্তরাত্মা
জননমৃতিবিমুক্তামুত্তমাং ভক্তিমেতি ॥ ১৮
গোগোপগোপিকাবীতং গোপালং গোষু গোপ্রদম্।
গোপৈরীড্যং গোসহস্রৈর্নৌমি গোকুলনায়কম্ ॥ ১৯

আপনাকে নমস্কার করিতেছি। ১২। হে নয়নাতীত, ভয়হারক, শ্রুতিপথের অতীত, বিভিন্নবেশধারী আপনার উদ্দেশে নমস্কার করি। ১৩। আপনি ত্রিমূর্ত্তিভেদে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের হেতু হইতেছেন, আপনিই দেবগণের শত্রুজেতা পরমাত্মা বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। ১৪। আপনার চক্রে রিপুগণের চক্র ভগ্ন হইয়া যায়, আপনি চক্রী ও চক্রপ্রিয়, বিশ্ব ও বিশ্ববন্দ্য এবং বিশ্বভূতের অনুবর্ত্তী, আপনাকে নমস্কার। হে যোগিধ্যেয়াত্মন্! অধ্যাত্মরূপী এবং ভক্তগণের ভক্তিদাতা ও ভক্তিপ্রদ আপনাকে নমস্কার করি। ১৫-১৬। হে দেবেশ! পূজা, হোম, যাগ, ধ্যান ও নমস্কার প্রভৃতি আমার সমস্ত কর্ম্ম আপনার আরাধনার নিমিত্ত হউক। ১৭। যে কোন মন্ত্রসাধক এই প্রকার হোম, জপ এবং পূজাভেদে হৃদয় মধ্যে বিষ্ণুপূজা সম্পাদন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরস্থ

প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

করিয়া সমস্ত কামনার ফলপ্রাপ্ত হইয়া জন্ম ও মৃত্যু-রহিত উত্তম ভক্তি প্রাপ্ত হন। ১৮। গো, গোপ এবং গোপিকাগণে পরিবেষ্টিত গোপ্রদান-কারী, গোপ এবং গোপসহস্রদ্বারা পূজিত গোকুলনায়ক গোপালকে নমস্কার করি। ১৯। এই স্তুতিদ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য জগন্ময় জগন্নাথ পুরুষোত্তমকে পরিতুষ্ট করিবেন। ২০।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

শ্রীনারদ উবাচ

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কবচং যৎপ্রকাশিতম্।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো॥ ১

সনৎকুমার উবাচ

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র কবচং পরমাদ্ভুতম্।
নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা॥ ২
ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং পরং স্নেহাদ্বদামি তে।
অতিগুহ্যতরং তত্ত্বং ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্॥ ৩
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পাতি মহালক্ষ্মীর্জগত্রয়ম্॥ ৪
পঠনাদ্ধারণাৎ শম্ভুঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বমন্ত্রবিৎ।
ত্রৈলোক্যজননী দুর্গা মহিষাদিমহাসুরান্॥ ৫
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ॥ ৬

শ্রীনারদ কহিলেন।—হে ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্মই অবগত আছেন, অতএব ত্রৈলোক্য মঙ্গল নামে যে কবচ প্রকাশিত আছে হে প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ১।

সনৎকুমার কহিলেন।—হে বিপ্রেন্দ্র! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার প্রতি কৃপাবান্ হইয়া পরমাদ্ভুত যে কবচ নারায়ণ-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২। ব্রহ্মা তাহা আমাকে কহিয়াছিলেন; তোমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহবশতঃ আমি সেই ব্রহ্মমন্ত্রের স্বরূপ নিতান্ত গোপনীয় তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি। ৩। যাহা ধারণ কিম্বা পাঠ করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন এবং মহালক্ষ্মী জগত্রয়ের রক্ষা করেন। ৪। মহাদেব উহা

ইদং কবচমত্যন্তগুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ।
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ॥ ৭
শঠায় পরশিষ্যায় দত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ॥ ৮
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৯
প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ।
ভালং মে নেত্রযুগলমষ্টার্ণো ভক্তিমুক্তিদঃ॥ ১০
ক্লীং পায়াচ্ছ্রোত্রযুগ্মঞ্চৈকাক্ষরঃ সর্ব্বমোহনঃ।
ক্লীংকৃষ্ণায় সদা ঘ্রাণং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাম্॥ ১১
গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহাননং মম।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু দশাক্ষরঃ॥ ১২

ধারণ এবং পাঠ করিয়া সর্ব্বমন্ত্রবেত্তা এবং সংহারকর্ত্তা হয়েন ও ত্রৈলোক্যের জননী দুর্গা ঐ মন্ত্র পাঠ এবং ধারণের বলে বরদৃপ্ত মহিষাদি মহাসুরগণকে বিনষ্ট করিয়াছেন, এইরূপে ইন্দ্রাদি সকলেই উহাতে সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৫-৬। এই কবচ অত্যন্ত গোপনীয় কোথায়ও বলিবে না, কিন্তু কেবল ভক্তিযুক্ত সাধক শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিবে। ৭। কোন শঠ কিম্বা পরশিষ্যকে দিলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে; এই ত্রৈলোক্যমঙ্গল কবচের প্রজাপতি ঋষি, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা স্বয়ং নারায়ণ এবং ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষে বিনিয়োগ উক্ত হইয়াছে। ৮-৯। প্রণব আমার মস্তক রক্ষা করুন, নমো নারায়ণায়, আমার ললাটদেশকে এবং ভক্তি ও মুক্তিদাতা অষ্টাক্ষরীমন্ত্র * নেত্রযুগলকে রক্ষা করুন। ১০। সর্ব্বমোহন একাক্ষর ক্লীং মন্ত্র আমার কর্ণ যুগলকে, ক্লীং কৃষ্ণায় নাসিকাকে এবং গোবিন্দায় জিহ্বাকে রক্ষা করুন, অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রে † আমার আনন রক্ষা হউক এবং দশাক্ষরমন্ত্র ‡

* ওঁ নমো নারায়ণায়। † ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।
‡ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ম্।
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ স্কন্ধৌ দশাক্ষরঃ॥ ১৩
ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং করৌ পায়াৎ ক্লীং কৃষ্ণায়াঙ্গতোঽবতু।
হৃদয়ং ভুবনেশানী ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং স্তনৌ মম॥ ১৪
গোপালায়াগ্নিজায়ান্তং কুক্ষিযুগ্মং সদাবতু।
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু পার্শ্বযুগ্মমনুত্তমম্॥ ১৫
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পাতু স্মরাদ্যৌ ঙেযুতৌ মনুঃ।
অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরোঽবতু॥ ১৬
পৃষ্ঠং ক্লীংকৃষ্ণ কঙ্কালং ক্লীংকৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ।
শকৃথিনী সততং পাতু শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণঠদ্বয়ম্॥ ১৭
উরূ সপ্তাক্ষরঃ পায়াৎ ত্রয়োদশাক্ষরোঽবতু।
শ্রীং হ্রীং ক্লীং পদতো গোপীজনবল্লভদন্ততঃ॥ ১৮
ভায় স্বাহেতি পায়ু বৈ ক্লীং হ্রীং শ্রীং সদশার্ণকঃ।
জানুনী চ সদা পাতু হ্রীং শ্রীং ক্লীংচ দশাক্ষরঃ॥ ১৯

কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন। ১১—১২। গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা, ভুজদ্বয়কে, ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ এই দশাক্ষরমন্ত্র স্কন্ধদেশকে, ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং করদ্বয়কে রক্ষা করুন; ক্লীং কৃষ্ণায় সমস্ত অঙ্গকে এবং ভুবনেশানী আমার হৃদয়কে এবং ক্লীং কৃষ্ণায় আমার স্তনদ্বয়কে রক্ষা করুন। ১৩-১৪। গোপালায় স্বাহা আমার কুক্ষিযুগলকে সতত রক্ষা করুন; ক্লীং কৃষ্ণায় আমার উত্তম পার্শ্বদ্বয়কে রক্ষা করুন। ১৫। স্মরাদি (অর্থাৎ ক্লীং পূর্ব্বক) ও চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণ এবং গোবিন্দ পদের অষ্টাক্ষর মন্ত্র নাভিকে রক্ষা করুন এবং কৃষ্ণ এই দ্ব্যক্ষরমন্ত্রে পৃষ্ঠ রক্ষা হউক। ক্লীং কৃষ্ণ কঙ্কালের এবং ক্লীং কৃষ্ণায় ঠঃ ঠঃ (দ্বিঠান্তক) শকৃথি অঙ্গের সতত রক্ষা বিধান করুন এবং শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণ ঠঃ ঠঃ এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রে উরুদেশের রক্ষা হউক; আর ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্রে রক্ষার্থে শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ইহাতে পায়ুস্থান থাকে ও ক্লীং হ্রীং শ্রীং দশার্ণমন্ত্রে জানু রক্ষা হউক, এবং তাহা হ্রীং শ্রীং ক্লীং প্রভৃতি দশাক্ষর মন্ত্রে রক্ষিত হউক। ১৬—১৯।

ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাতু জঙ্ঘে চক্রাদ্যায়ুধঃ।
অষ্টাদশাক্ষরো হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বকো বিংশদর্ণকঃ॥ ২০
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকানায়কো বলী।
নমো ভগবতে পশ্চাদ্বাসুদেবায় তৎপরম্॥ ২১
তারাদ্যো দ্বাদশার্ণোঽয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বদাবতু।
শ্রীং হ্রীং ক্লীং চ দশার্ণস্তু ক্লীং হ্রীং শ্রীং ষোড়শার্ণকঃ॥ ২২
গদাদ্যদায়ুধো বিষ্ণুর্ম্মামগ্নের্দ্দিশি রক্ষতু।
হ্রীং শ্রীং দশাক্ষরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু॥ ২৩
তারো নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় চ।
স্বাহেতি ষোড়শার্ণোঽয়ং নৈঋত্যাং দিশি রক্ষতু॥ ২৪
ক্লীং হৃষীকেপদং শায় নমো মাং বারুণেঽবতু।
অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যে মাং সদাবতু॥ ২৫
শ্রীং মায়া কাম কৃষ্ণায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ।
দ্বাদশার্ণাত্মকো বিষ্ণুরুত্তরে মাং সদাবতু॥ ২৬

আর ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্রে জঙ্ঘা এবং চক্রাদিযুক্ত অস্ত্র সকল হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে রক্ষিত হউক এবং বিংশত্যক্ষরে আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা প্রাপ্ত হউক এবং বলী দ্বারকানায়ক 'নমো ভগবতে' পশ্চাৎ 'বাসুদেবায়' অনন্তর তারাদিবীজ সংযুক্ত এই দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র * সতত আমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন, শ্রীং হ্রীং ক্লীং এই দশার্ণমন্ত্রে এবং ক্লীং হ্রীং শ্রীং ষোড়শার্ণ মন্ত্রে গদা-চক্রাদি অস্ত্রবিশিষ্ট শ্রীবিষ্ণু আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন, হ্রীং শ্রীং দশাক্ষর মন্ত্রে আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন। ২০-২৩। 'ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা' এই ষোড়শাক্ষরমন্ত্র নৈঋৎ কোণে রক্ষক হউন। ২৪। 'ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ' আমাকে বরুণ দিকে (পশ্চিমে) রক্ষা করুন; কামান্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র আমাকে বায়ুকোণে সতত রক্ষা করুন। ২৫। শ্রীং মায়াবীজ ও কামবীজ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় (দ্বিঠমনু) দ্বাদশাক্ষর † মন্ত্রাত্মক শ্রীবিষ্ণু আমাকে উত্তরদিকে সতত রক্ষা করুন। ২৬।

* ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।　　† শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ঠঠঃ।

বাগ্‌ভবং কামং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় তৎপরম্।
শ্রীং গোপীজনবল্লভান্তে ভায় স্বাহা হসৌস্ততঃ ॥ ২৭
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো মামৈশান্যে সদাবতু।
কালিয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তম্ ॥ ২৮
নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতম্।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোঽপ্যধো মাং সর্ব্বদাবতু ॥ ২৯
কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি।
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদেষা মাং পাতু চোর্দ্ধতঃ ॥ ৩০
ইতি তে কথিতং বিপ্র ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ॥ ৩১
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্।
তব স্নেহান্ময়াঽখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৩২
গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ।
সকৃৎ-দ্বিস্ত্রির্যথাজ্ঞানং সোঽপি সর্ব্বতপোময়ঃ ॥ ৩৩

বাগ্‌ভব ও কামবীজ, কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় তৎপরে গোপীজনবল্লভায় স্বাহা তৎপরে হসৌ এই দ্বাবিংশত্যক্ষরমন্ত্র * আমাকে ঈশানকোণে রক্ষা করুন, কালিয়সর্পের ফণামধ্যে যিনি নৃত্য করিয়াছেন সেই নর্ত্তকরাজ অচ্যুত দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি; এই দ্বাত্রিংশদক্ষরমন্ত্র † আমার শরীরের অধোদেশকে রক্ষা করুন। ২৭-২৯। আমরা কামদেবকে জ্ঞাত হই আর পুষ্পবাণকে ধ্যান করি, অতএব অনঙ্গদেব আমার বুদ্ধি চালনা করুন, এই কামগায়ত্রী আমাকে ঊর্দ্ধভাগে রক্ষা করুন। ৩০। হে বিপ্র! এই ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক কবচ ব্রহ্মরূপক ও ব্রহ্মমন্ত্রসমূহের সার বলিয়া তোমাকে কহিলাম। ৩১। নারায়ণের মুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা পূর্ব্বেই কহিয়াছিলেন এবং আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ কহিলাম,

* ঐং ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা হসৌ।

† কালিয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তং নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতম্।

মন্ত্রেষু সকলেষ্বেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ।
শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪
হবনাদীন্দশাংশেন কৃত্বা তৎসাধয়েৎ ধ্রুবম্।
যদি স্যাৎ সিদ্ধিকবচো বিষ্ণুরেব ভবেৎ স্বয়ম্॥ ৩৫
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য পুরশ্চর্য্যাবিধানতঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় সততং লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ॥ ৩৬
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
দশবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৭
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ॥ ৩৮
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
মহাদানানি যান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা॥ ৩৯
কলাং নার্হন্তি তান্যেব সকৃদুচ্চারণাত্ততঃ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ৪০

তুমি কাহাকেও ইহা বলিও না। ৩২। গুরুকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া যথাজ্ঞানে এক, দুই অথবা তিনবার কবচ পাঠ করিবে, তাহাতে সর্ব্বতপোময় হইবে। ৩৩। এই সকল মন্ত্রের মধ্যে নিঃসংশয়ে দেশিক-মন্ত্রও রাখিতে হইবে, তৎসহ অষ্টোত্তর শতবারে ইহার পুরশ্চরণ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং তাহার দশাংশরূপে হোমাদি করিয়া উহার সাধন করিবে, যদি কবচ সিদ্ধি হয় তাহা হইলে বিষ্ণুপ্রাপ্তি হয়।৩৪-৩৫। আর পুরশ্চরণ-বিধির নিয়মে মন্ত্রসিদ্ধি হইলে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী স্পর্দ্ধা ত্যাগ করিয়া তাহার নিকট বাস করেন।৩৬। মূলমন্ত্রে অষ্টবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া একবার পাঠ করিলে দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত পূজার ফল পাওয়া যায়। ৩৭। যদি ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া উহা স্বর্ণগুলিকা (অর্থাৎ মাদুলিতে রাখিয়া) কণ্ঠে কিম্বা দক্ষিণবাহুতে ধারণ করে সেও শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ ভাজন হয়। ৩৮। এই কবচ একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে যে ফল হয় সহস্র অশ্বমেধ, একশত বাজপেয় যজ্ঞ, মহাদান এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলেও তাহার

ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যজেদ্‌যঃ পুরুষোত্তমম্‌।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রস্তস্য সিদ্ধ্যতি॥ ৪১

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে ত্রৈলোক্য-
মঙ্গলং নাম কবচং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

এক কলার ফল হয় না। এই কবচের প্রসাদে জীবন্মুক্তি হয় এবং ত্রৈলোক্যে সকলে তাহাকে ভয় করে ও ত্রিলোকজয়ী হয়, কিন্তু এই কবচ না জানিয়া যে কেহ পুরুষোত্তমের আরাধনা করে, শতলক্ষ জপ করিলেও তাহার মন্ত্রসিদ্ধ হয় না। ৩৯-৪১।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

শ্রীনারদ উবাচ

নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্ ।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥ ১
স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধনীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধবনমালাবিভূষিতম্ ॥ ২
গণ্ডমণ্ডলসংসর্গিচলৎকুঞ্চিতকুন্তলম্ ।
স্থূলমুক্তাফলোদারহারোদ্দ্যোতিতবক্ষসম্ ॥ ৩
হেমাঙ্গদতুলাকোটিকিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহম্ ।
মন্দমারুতসংক্ষোভচলিতাম্বরসঞ্চয়ম্ ॥ ৪
রুচিরৌষ্ঠপুটন্যস্তবংশীমধুরনিস্বনৈঃ ।
লসদ্গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ৫
বল্লবীবদনাম্ভোজমধুপানমধুব্রতম্ ।
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ৬

শ্রীনারদ কহিলেন ।—নূতন জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও নীলপদ্মের ন্যায় লোচনবিশিষ্ট সেই গোপীনন্দন গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি । ১ । তাঁহার নীল ও কুঞ্চিত কেশাবলী ময়ূরপুচ্ছে নিবদ্ধ হইয়া দীপ্তি পাইতেছে এবং কদম্বপুষ্পে গ্রথিত বনমালা তাঁহার ভূষণ হইয়াছে । ২ । কুঞ্চিত কুন্তল গণ্ডমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইয়া চলায়মান হইতেছে এবং স্থূল মুক্তাফলের উৎকৃষ্ট হার বক্ষঃস্থলে দীপ্তি পাইতেছে । ৩ । স্বর্ণাভরণ এবং কিরীট প্রভৃতিতে তাঁহার দেহের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতেছে এবং মন্দ মন্দ বায়ুতে তাঁহার বস্ত্রাবলী সঞ্চালিত হইতেছে । ৪ । বিশেষতঃ তিনি মনোহর ওষ্ঠমধ্যে বংশীস্থাপনপূর্ব্বক বিলাসধ্বনি করাতে গোপালিকা-

যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম্ ।
বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্ ॥ ৭
প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দীজলকেলিকলোৎসুকম্ ।
যোধয়ন্তং কচিদ্গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাঙ্গণম্ ॥ ৮
কালিন্দীজলসংসর্গিশীতলানিলসেবিতে ।
কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে কচিৎ ॥ ৯
রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহম ।
কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ডপিকাগতম্ ॥ ১০
বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিঙ্মুখে ।
গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্ ॥ ১১
সব্যহস্ততলন্যস্তগিরিবর্য্যাতপত্রকম্ ।
খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তমুক্তাসারঘনাঘনম্ ॥ ১২
বেণুবাদ্যমহোল্লাসকৃতহুঙ্কারনিস্বনৈঃ ।
সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্ ॥ ১৩

দিগের চঞ্চল চিত্ত পুনঃ পুনঃ মোহযুক্ত হইতেছে। ৫। তিনি গোপীগণের মুখপদ্মের মধুপানে মধুকর স্বরূপ হইয়া, ঈষদুন্মীলিত অপাঙ্গবীক্ষণে তাহাদিগের চিত্তকে ক্ষোভযুক্ত করিয়াছেন ও যৌবনেতে উদ্ভিন্ন দেহ ও পরস্পর সংসক্ত এবং বিচিত্র বস্ত্র ও ভূষণযুক্ত গোপিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। ৬-৭। অঞ্জন সদৃশ যমুনাজলে কেলিকলায় উৎসুক হইয়া কোন কোন স্থলে গোপবর্গের সহিত যুদ্ধক্রীড়ায় তাহাদিগকে গোরক্ষণ স্থানে লইয়া যাইতেছেন। ৮। কোন কোন স্থলে বৃন্দারণ্যের কদম্ববৃক্ষের ছায়াতলে অবস্থিত হইয়া যমুনাজলের সংস্পৃষ্ট সুশীতল সমীরণ সেবন করিতেছেন। ৯। কোথায় বা রত্নপর্ব্বতে সংলগ্ন রত্নাসনে উপবিষ্ট হইয়া কল্পবৃক্ষের মধ্যস্থ হেমমণ্ডপে বিরাজমান হইতেছেন। ১০। কোনস্থানে বসন্তকুসুমের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইলে মনোরম গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে বসিয়া রাসরসে উৎসুক হইতেছেন। ১১। তিনি বামহস্তে (গোবর্দ্ধন) পর্ব্বত ছত্রবৎ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের প্রেরিত

কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টাবশবর্ত্তিভিঃ।
দণ্ডপাশোদ্ধৃতকরৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৪
নারদাদ্যৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
প্রীতিসুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরম্ ॥ ১৫
য এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ।
ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্ ॥ ১৬
রাজবল্লভতামেতি ভবেৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
গোপালস্তোত্রং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

মেঘাদির বর্ষণোৎপাত নিবারণ করিয়াছিলেন। ১২। তিনি যখন মহোল্লাসে বংশীবাদনে হুঙ্কার শব্দ করিতেন; তখন ধেনু বৎস সকল উন্মুখ হইয়া সরসে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিত। ১৩। শ্রীকৃষ্ণেরই পশ্চাদ্গায়ক ও তাঁহার চেষ্টার বশবর্ত্তী ও দণ্ড এবং পাশের সহিত ঊর্দ্ধহস্ত গোপালবর্গে শোভিত হইতেছেন। ১৪। বেদ-বেদাঙ্গ শাস্ত্রে পারদর্শী মুনিশ্রেষ্ঠ নারদাদি ঋষিকর্ত্তৃক প্রীতিস্নিগ্ধ বাক্যে স্তূয়মান হইতেছেন। ১৫। যে কোন মানব এরূপ চিন্তা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ত্রিকালীন স্তব পাঠ করেন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিলষিত বরপ্রদান করেন। ১৬। তিনি রাজার প্রিয়, সকলের আদরণীয় ও অচল সম্পত্তি লাভ করিয়া নিশ্চয়ই বক্তা হইবেন। ১৭।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

—:-*-:—

শ্রীমহাদেব উবাচ

অথ বক্ষ্যামি কবচং গোপালস্য জগদ্‌গুরোঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সাবধানাঽবধারয়।
নারদোঽস্য ঋষির্দ্দেবি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ॥ ২
দেবতা বালকৃষ্ণশ্চ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কঃ।
শিরো মে বালকৃষ্ণশ্চ পাতু নিত্যং মম শ্রুতী ॥ ৩
নারায়ণঃ পাতু কণ্ঠং গোপীবন্দ্যঃ কপোলকম্।
নাসিকে মধুহা পাতু চক্ষুষী নন্দনন্দনঃ ॥ ৪
জনার্দ্দনঃ পাতু দন্তানধরে মাধবস্তথা।
ঊর্দ্ধোষ্ঠং পাতু বারাহশ্চিবুকং কেশিসূদনঃ ॥ ৫
হৃদয়ং গোপিকানাথো নাভিং সেতুপ্রদঃ সদা।
হস্তৌ গোবর্দ্ধনধরঃ পাদৌ পীতাম্বরোঽবতু ॥ ৬

শ্রীমহাদেব বলিলেন।—অতঃপর জগদ্‌গুরু গোপালের কবচ বলিতেছি; ইহার স্মরণমাত্রে সাধকগণ জীবন্মুক্ত হয়েন। ১। হে দেবি! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; উহার ঋষি নারদ, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা বালকৃষ্ণ চতুর্বর্গ (সাধনার্থে বিনিয়োগ) উক্ত হইয়াছে। বালকৃষ্ণ আমার মস্তক ও কর্ণযুগল নিত্য রক্ষা করুন। ২—৩। নারায়ণ কণ্ঠদেশ ও গোপীবন্দ্য কপোলদেশ রক্ষা করুন; মধুহা নাসিকা ও নন্দনন্দন নয়নযুগল রক্ষা করুন। ৪। জনার্দ্দন দন্ত সকলের ও মাধব অধরের রক্ষা করুন, ঊর্দ্ধোষ্ঠে বরাহ, চিবুকে কেশীসূদন আমাকে রক্ষা করুন। ৫। গোপিকানাথ হৃদয়, সেতুপ্রদ নাভি, গোবর্দ্ধনধারী হস্তদ্বয় এবং পীতাম্বর

করাঙ্গুলীঃ শ্রীধরো মে পাদাঙ্গুল্যঃ কৃপাময়ঃ।
লিঙ্গং পাতু গদাপাণির্ব্বালক্রীড়ামনোরমঃ ॥ ৭
জগন্নাথঃ পাতু পূর্ব্বং শ্রীরামোঽবতু পশ্চিমম্।
উত্তরং কৈটভারিশ্চ দক্ষিণং হনুমৎপ্রভুঃ ॥ ৮
আগ্নেয্যাং পাতু গোবিন্দো নৈঋর্ত্যাং পাতু কেশবঃ।
বায়ব্যাং পাতু দৈত্যারিরৈশান্যাং গোপনন্দনঃ ॥ ৯
ঊর্দ্ধং পাতু প্রলম্বারিরধঃ কৈটভমর্দ্দনঃ।
শয়ানং পাতু পূতাত্মা গতৌ পাতু শ্রিয়ঃপতিঃ ॥ ১০
শেষঃ পাতু নিরালম্বে জাগ্রদ্ভাবে হ্যপাং পতিঃ।
ভোজনে কেশিহা পাতু কৃষ্ণঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু ॥ ১১
গণনাসু নিশানাথো দিবানাথো দিনক্ষয়ে।
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১২
যঃ পঠেন্নিত্যমেবেদং কবচং প্রয়তো নরঃ।
তস্যাশু বিপদো দেবি নশ্যন্তি রিপুসঙ্ঘতঃ ॥ ১৩
অন্তেগোপালচরণং প্রাপ্নোতি পরমেশ্বরি।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি ॥ ১৪

পদদ্বয় রক্ষা করুন। ৬। শ্রীধর আমার হস্তের অঙ্গুলিসমূহকে, কৃপাময় পদাঙ্গুলি সকলকে এবং বাল্যক্রীড়াতে মনোরম গদাপাণি আমার লিঙ্গ রক্ষা করুন। ৭। জগন্নাথ পূর্ব্বে, শ্রীরাম পশ্চিমে, কৈটভারি এবং হনুমৎ প্রভু দক্ষিণে আমাকে রক্ষা করুন। ৮। গোবিন্দ অগ্নিকোণে, কেশব নৈঋর্তে, দৈত্যারি বায়ুকোণে, গোপনন্দন ঈশানকোণে আমাকে রক্ষা করুন। ৯। প্রলম্বারি ঊর্দ্ধদিকে, কৈটভমর্দ্দন অধোদিকে, পূতাত্মা শয়নকালে এবং শ্রীপতি গমনকালে আমাকে রক্ষা করুন। ১০। অনন্তদেব নিরাশ্রয়ে, বরুণ জাগ্রদ্ভাবে, কেশিহা ভোজনে এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিতে আমার রক্ষা কর্ত্তা হউন। ১১। রাত্রিতে নিশানাথকর্ত্তৃক, দিনক্ষয়ে দিবাপতিকর্ত্তৃক আমি রক্ষিত হই; তোমাকে এই পরমাদ্ভুত দিব্য কবচ কহিলাম। ১২। হে দেবি! যে মনুষ্য সংযত হইয়া নিত্যই এই কবচ

তং সর্ব্বদো রমানাথঃ পরিপাতি চতুর্ভুজঃ।
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি গোপালং পূজয়েদ্‌যদি ॥ ১৫
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি জপহোমার্চ্চনাদিকম্‌।
স শস্ত্রঘাতং সম্প্রাপ্য মৃত্যুমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

পাঠ করেন, শত্রুগণ হইতে শীঘ্র তাহার বিপদ ভঞ্জন হয় এবং অন্তকালে শ্রীগোপালের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হন ; আর হে পরমেশ্বরি ! যে কেহ ত্রিসন্ধ্যা অথবা প্রভাতাদি এক সন্ধ্যাকালে ইহা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে, রমাপতি তাহাকে সকলই দান করেন ও চতুর্ভুজ তাহাকে রক্ষা করেন ; আর যদি কেহ কবচ না জানিয়া গোপালের পূজা করে। হে দেবি ! তাহার জপ, হোম ও পূজা প্রভৃতি সকলই বৃথা হয় এবং সে নিঃসন্দেহ শস্ত্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। ১৩-১৬।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

——:-*-:——

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

ভগবন্ সর্ব্বদেবেশ দেবদেব জগদ্গুরো।
কথিতং কবচং দিব্যং বালগোপালরূপিণম্॥ ১
শ্রুতং ময়া তব মুখাৎ পরং কৌতূহলং মম।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গোপালস্য পরাত্মনঃ॥ ২
সহস্রং নাম দিব্যানামশেষেণানুকীর্ত্তয়।
ত্বমেব শরণং নাথ ত্রাহি মাং ভক্তবৎসল॥ ৩
যদি স্নেহোঽস্তি দেবেশ মাং প্রতি প্রাণবল্লভ।
কেন প্রকাশিতং পূর্ব্বং কুত্র কিম্বা কদা কস্য।
পিবতোঽচ্যুতপীযূষং ন মেঽত্রাস্তি বিরামতা॥ ৪

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।—হে সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ দেবদেব ভগবন্ জগদ্গুরু, আপনি বালগোপালরূপী এই দিব্য কবচ প্রকাশ করিলেন।১। আপনার মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিলাম তাহাতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে; এক্ষণে পরমাত্মা গোপালের সহস্র নাম অশেষ প্রকারে কীর্ত্তন করিয়া বলুন; তাহা শুনিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে; হে নাথ! আপনি ভক্তবৎসল; অতএব আপনার শরণাপন্ন হইতেছি আমাকে রক্ষা করুন। ২-৩। হে দেবেশ প্রাণবল্লভ! যদ্যপি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে, তবে সেই অচ্যুত নামামৃত কি প্রকারে কোন স্থানে কাহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করুন, ইহা পান করিয়াও আমার শান্তি হইতেছে না। ৪।

শ্রীমহাদেব উবাচ

শ্রীবালকৃষ্ণস্য সহস্রনাম্নঃ
স্তোত্রস্য কল্পাখ্যসুরদ্রুমস্য।
ব্যাসো বদত্যখিলশাস্ত্রনিদেশকর্ত্তা
শৃণ্বন্ শুকং মুনিগণেষু সুরর্ষিবর্য্যঃ ॥ ৫
পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে নারদং দণ্ডকে বনে।
জিজ্ঞাসন্তি স্ম ভক্ত্যা চ গোপালস্য পরাত্মনঃ ॥ ৬
নাম্নঃ সহস্রং পরমং শৃণু দেবি সমাসতঃ।
শ্রুত্বা শ্রীবালকৃষ্ণস্য নাম্নঃ সাহস্রকং প্রিয়ে ॥ ৭
ব্যপৈতি সর্ব্বপাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
কলৌ বালেশ্বরো দেবঃ কলৌ বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ৮
কলৌ গঙ্গা মুক্তিদাত্রী কলৌ গীতা পরাগতিঃ।
নাস্তি যজ্ঞাদিকার্য্যাণি হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ বিমুক্তয়ে নৃণাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৯

অস্য শ্রীবালকৃষ্ণস্য সহস্রনামস্তোত্রস্য নারদ ঋষিঃ শ্রীবালকৃষ্ণো দেবতা পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—শ্রীবালকৃষ্ণের সহস্রনামস্তোত্র কল্পবৃক্ষস্বরূপ; সমস্ত শাস্ত্রের নিরূপণকর্ত্তা বেদব্যাস তাহা শুকদেবকে বলিবার কালে দেবর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদমুনি তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ৫। পূর্ব্বকালে দণ্ডকারণ্যে পরমাত্মা গোপালের সহস্রনাম মহর্ষিগণ ভক্তি-সহকারে নারদমুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৬। হে দেবি! অয়ি প্রিয়ে! শ্রীবালকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট সহস্রনাম সবিস্তারে শ্রবণ কর। ৭। ঐ সহস্রনাম শ্রবণ করিলে ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপ দূর হয় এবং কলিতে বালেশ্বরই দেবতা ও বৃন্দাবনই বন হয়। ৮। কলিতে গঙ্গা মুক্তিদাত্রী গীতা পরাগতি এবং যজ্ঞাদি কার্য্যই মুক্তির কারণ নহে। হরিনামই কেবল লোকদিগের মুক্তির জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আর অন্যথা গতি নাই। ৯।

বালকৃষ্ণঃ সুরাধীশো ভূতবাসো ব্রজেশ্বরঃ ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনো নন্দী ব্রজাঙ্গনবিহারণঃ ॥ ১০
গোগোপগোপিকানন্দকারকো ভক্তিবর্দ্ধনঃ ।
গোবৎসপুচ্ছসংকর্ষজাতানন্দভরোঽজয়ঃ ॥ ১১
রিঙ্গমাণগতিঃ শ্রীমানতিভক্তিপ্রকাশনঃ ।
ধূলিধূষরসর্ব্বাঙ্গো ধটীপীতপরিচ্ছদঃ ॥ ১২
পুরটাভরণঃ শ্রীশো গতির্গতিমতাং সদা ।
যোগীশো যোগবন্দ্যশ্চ যোগাধীশো যশঃপ্রদঃ ॥ ১৩
যশোদানন্দনঃ কৃষ্ণো গোবৎসপরিচারকঃ ।
গবেন্দ্রশ্চ গবাক্ষশ্চ গবাধ্যক্ষো গবাং পতিঃ ॥ ১৪
গবেশশ্চ গবীশশ্চ গোচারণপরায়ণঃ ।
গোধূলিধামপ্রিয়কো গোধূলিকৃতভূষণঃ ॥ ১৫
গোরাস্তো গোরসাশোগো গোরসাঞ্চিতধামিকঃ ।
গোরসাস্বাদকো বৈদ্যো বেদাতীতো বসুপ্রদঃ ॥ ১৬
বিপুলাংশো রিপুহরো বিক্ষরো জয়দো জয়ঃ ।
জগদ্বন্দ্যো জগন্নাথো জগদারাধ্যপাদকঃ ॥ ১৭

শ্রীবালকৃষ্ণের এই সহস্রনামস্তোত্রের ঋষি নারদ, দেবতা শ্রীবালকৃষ্ণ এবং পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বর্ণিত হইয়াছে।

বালকৃষ্ণ, সুরাধীশ, ভূতাবাস, বজ্রেশ্বর, ব্রজেন্দ্রনন্দন, নন্দী, ব্রজাঙ্গনবিহারণ। ১০। গোগোপগোপিকানন্দকারক, ভক্তিবর্দ্ধন, গোবৎসপুচ্ছসংকর্ষজাতানন্দভর, অজয়।১১। রিঙ্গমাণগতি, শ্রীমান্, অতিভক্তিপ্রকাশন, ধূলিধূষরসর্ব্বাঙ্গ, ধটীপীতপরিচ্ছদ। ১২। পুরটাভরণ, শ্রীশ, গতিবিশিষ্ট লোকদিগের সতত গতি, যোগীশ, যোগবন্দ্য, যোগাধীশ, যশঃপ্রদ। ১৩। যশোদানন্দন, কৃষ্ণ, গোবৎসপরিচারক এবং গবেন্দ্র, গবাক্ষ, গবাধ্যক্ষ গোপতি। ১৪। গবেশ, গবীশ, গোচারণপরায়ণ, গোধূলিধামপ্রিয়ক, গোধূলিকৃতভূষণ। ১৫। গোরাস্ত, গোরসাশোগ, গোরসাঞ্চিতধামক, গোরসাস্বাদক, বৈদ্য, বেদাতীত, বসুপ্রদ।১৬। বিপুলাংশ, রিপুহর, বিক্ষর,

জগদীশো জগৎকর্ত্তা জগৎপূজ্যো জয়ারিহা।
জয়তাং জয়শীলশ্চ জয়াতীতো জগদ্বলঃ ॥ ১৮
জগদ্ধর্ত্তা পালয়িতা পাতা ধাতা মহেশ্বরঃ।
রাধিকানন্দনো রাধাপ্রাণনাথো রসপ্রদঃ ॥ ১৯
রাধাভক্তিকরঃ শুদ্ধো রাধারাধ্যো রমাপ্রিয়ঃ।
গোকুলানন্দদাতা চ গোকুলানন্দরূপধৃক্ ॥ ২০
গোকুলেশ্বরকল্যাণো গোকুলেশ্বরনন্দনঃ।
গোলোকাভিরতিঃ স্রগ্বী গোকুলেশ্বরনায়কঃ ॥ ২১
নিত্যং গোলোকবসতির্নিত্যং গোগোপনন্দনঃ।
গণেশ্বরো গণাধ্যক্ষো গণানাং পরিপূরকঃ ॥ ২২
গুণী গুণোৎকরো গণ্যো গুণাতীতো গুণাকরঃ।
গুণপ্রিয়ো গুণাধারো গুণারাধ্যো গণাগ্রণীঃ ॥ ২৩
গণনায়কো বিঘ্নহরো হেরম্বঃ পার্ব্বতীসুতঃ।
পর্ব্বতাধিনিবাসী চ গোবর্দ্ধনধরো গুরুঃ ॥ ২৪
গোবর্দ্ধনপতিঃ শান্তো গোবর্দ্ধনবিহারকঃ।
গোবর্দ্ধনো গীতগতির্গবাক্ষো গোবৃষেক্ষণঃ ॥ ২৫
গভস্তিনেমির্গীতাত্মা গীতগম্যো গতিপ্রদঃ।
গবাময়ো যজ্ঞনেমির্যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞরূপধৃক্ ॥ ২৬

জয়দ, জয়, জগদ্বন্দ্য, জগন্নাথ, জগদারাধ্যপাদক। ১৭। জগদীশ, জগৎকর্ত্তা, জগৎপূজ্য জয়ারিহা, জয়ীদিগের মধ্যে জয়শীল, জয়াতীত জগদ্বল। ১৮। জগদ্ধর্ত্তা, পালয়িতা, পাতা, ধাতা, মহেশ্বর, রাধিকার আনন্দন; রাধাপ্রাণনাথ, রসপ্রদ। ১৯। রাধাভক্তিকর, শুদ্ধ, রাধারাধ্য, রমাপ্রিয়, গোকুলানন্দদাতা, গোকুলানন্দরূপধৃক্ ।২০। গোকুলেশ্বরকল্যাণ, গোকুলেশ্বরনন্দন, গোলোকাভিরতি, স্রগ্বী গোকুলেশ্বরনায়ক ।২১। নিত্য গোকুলবসতি, নিত্য গোগোপনন্দন, গণেশ্বর, গণাধ্যক্ষ এবং গণের পরিপূরক।২২। গুণী, গুণোৎকর, গণ্য, গুণাতীত, গুণাকর, গুণপ্রিয়, গুণাধার, গুণারাধ্য, গুণাগ্রণী ।২৩। গণনায়ক, বিঘ্নহর, হেরম্ব, পার্ব্বতীসুত, পর্ব্বতাধিনিবাসী,

যজ্ঞপ্রিয়ো যজ্ঞহর্ত্তা যজ্ঞগম্যো যজুর্গতিঃ।
যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞগম্যশ্চ যজ্ঞপ্রাপ্যো বিমৎসরঃ॥ ২৭
যজ্ঞান্তকৃৎ যজ্ঞগুহ্যো যজ্ঞাতীতো যজুঃপ্রিয়ঃ।
মনুর্মম্বাদিরূপী চ মন্বন্তরবিহারকঃ॥ ২৮
মনুপ্রিয়ো মনোর্ব্বংশধারী মাধবমাপতিঃ।
মায়াপ্রিয়ো মহামায়ো মায়াতীতো ময়ান্তকঃ॥ ২৯
মায়াভিগামী মায়াখ্যো মহামায়াবরপ্রদঃ।
মহামায়াপ্রদো মায়ানন্দো মায়েশ্বরঃ কবিঃ॥ ৩০
করণং কারণং কর্ত্তা কার্য্যং কর্ম্ম ক্রিয়া মতিঃ।
কার্য্যাতীতো গবাং নাথো জগন্নাথো গুণাকরঃ॥ ৩১
বিশ্বরূপো বিরূপাখ্যো বিত্তানন্দো বসুপ্রদঃ।
বাসুদেবো বশিষ্ঠেশো বাণীশো বাক্‌পতির্ম্মহঃ॥ ৩২
বাসুদেবো বসুশ্রেষ্ঠো দেবকীনন্দনোঽরিহা।
বসুপাতা বসুপতির্ব্বসুধাপরিপালকঃ॥ ৩৩
কংসারিঃ কংসহন্তা চ কংসারাধ্যো গতির্গবাম্।
গোবিন্দো গোমতাং পালো গোপনারীজনাধিপঃ॥ ৩৪

গোবর্দ্ধনধর, গুরু। ২৪। গোবর্দ্ধনপতি, শান্ত, গোবর্দ্ধনবিহারক, গোবর্দ্ধন, গীতগতি, গবাক্ষ, গোবৃষেক্ষণ। ২৫। গভস্তিনেমি, গীতাত্মা, গীতরম্য, গতিপ্রদ, গ্রবাময়, যজ্ঞনেমি, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞরূপধৃক্। ২৬। যজ্ঞপ্রিয়, যজ্ঞহর্ত্তা, যজ্ঞগম্য, যজুর্গতি, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞগম্য, যজ্ঞপ্রাপ্য, বিমৎসর। ২৭। যজ্ঞান্তকৃৎ, যজ্ঞগুহ্য, যজ্ঞাতীত, যজুঃপ্রিয়, মনু, মন্বাদিরূপী, মন্বন্তরবিহারক। ২৮। মনুপ্রিয়, মনুর বংশধারী, মাধব, মাপতি, মায়াপ্রিয়, মহামায়, মায়াতীত, ময়ান্তক। ২৯। মায়াভিগামী, মায়াখ্য, মহামায়াবরপ্রদ, মহামায়াপ্রদ, মায়ানন্দ, মায়েশ্বর, কবি। ৩০। করণ, কারণ, কর্ত্তা, কার্য্য, কর্ম্ম, ক্রিয়া, মতি, কার্য্যাতীত, গোনাথ, জগন্নাথ, গুণাকর। ৩১। বিশ্বরূপ, বিরূপাখ্য; বিত্তানন্দ, বসুপ্রদ, বাসুদেব, বশিষ্ঠেশ, বাণীশ, বাক্‌পতি, মহঃ। ৩২। বাসুদেব, বসুশ্রেষ্ঠ, দেবকীনন্দন, অরিহা, বসুপাতা,

গোপীরতো রুক্মনখধারী হারী জগদ্গুরুঃ।
জাম্বুজঙ্ঘান্তরালশ্চ পীতাম্বরধরো হরিঃ॥ ৩৫
হৈয়ঙ্গবীনসম্ভোক্তা পায়সাশো গবাং গুরুঃ।
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মণাঽঽরাধ্যো নিত্যং গোবিপ্রপালকঃ॥ ৩৬
ভক্তপ্রিয়ো ভক্তলভ্যো ভক্ত্যাতীতো ভুবাঙ্গতি।
ভূর্লোকপাতা হর্ত্তা চ ভূগোলপরিচিন্তকঃ॥ ৩৭
নিত্যং ভূর্লোকবাসী চ জনলোকনিবাসকঃ।
তপোলোকনিবাসী চ বৈকুণ্ঠো বিষ্টরশ্রবাঃ॥ ৩৮
বিকুণ্ঠবাসী বৈকুণ্ঠবাসী হাসী রসপ্রদঃ।
রসিকাগোপিকানন্দদায়কো বালধৃগ্বপুঃ॥ ৩৯
যশস্বী যমুনাতীরপুলিনেঽতীবমোহনঃ।
বস্ত্রহর্ত্তা গোপিকানাং মনোহারী বরপ্রদঃ॥ ৪০
দধিভক্ষো দয়াধারো দাতা পাতা হুতাহুতঃ।
মণ্ডপো মণ্ডলাধীশো রাজরাজেশ্বরো বিভুঃ॥ ৪১
বিশ্বধৃক্ বিশ্বভুক্ বিশ্বপালকো বিশ্বমোহনঃ।
বিদ্বৎপ্রিয়ো বীতহব্যো হব্যগব্যকৃতাশনঃ॥ ৪২

বসুপতি, বসুধাপরিপালক। ৩৩। কংসারি, কংসহন্তা, কংসারাধ্য, গোসমূহের গতি, গোবিন্দ, গোবিশিষ্টদিগের পালক, গোপনারী-জনাধিপ। ৩৪। গোপীরত, রুক্মনখধারী, হারী, জগদ্গুরু, জাম্বুজঙ্ঘা-ন্তরাল, পীতাম্বরধর, হরি। ৩৫। হৈয়ঙ্গবীনসংভোক্তা, পায়সাশ, গোদিগের গুরু, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মকর্ত্তৃক আরাধ্য, নিত্য গো-বিপ্র-পালক।৩৬। ভক্তপ্রিয়, ভক্তলভ্য, ভক্তাতীত, ভূ-গতি, ভূর্লোকপাতা, হর্ত্তা, ভূগোল-পরিচিন্তক। ৩৭। নিত্য ভূলোকবাসী, জনলোকনিবাসক, তপোলোক-নিবাসী, বৈকুণ্ঠ, বিষ্টরশ্রবা। ৩৮। বিকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠবাসী, হাসী, রসপ্রদ, রসিকাগোপিকানন্দ-দায়ক, বালধৃগ্বপুঃ। ৩৯। যশস্বী, যমুনাতীরপুলিনে অতীব মোহন, গোপিকাগণের বস্ত্রহর্ত্তা, মনোহারী, বরপ্রদ।৪০। দধিভক্ষ, দয়াধার, দাতা, পাতা, হুতাহুত, মণ্ডপ, মণ্ডলাধীশ, রাজরাজেশ্বর,

কব্যভুক্ পিতৃবর্ত্তী চ কব্যাত্মা কব্যভোজনঃ।
রামো বিরামো রতিদো রতিভর্ত্তা রতিপ্রিয়ঃ॥ ৪৩
প্রদ্যুম্নোঽক্রূরদম্যশ্চ ক্রূরাত্মা ক্রূরমর্দ্দনঃ।
কৃপালুশ্চ দয়ালুশ্চ শয়ালুঃ সরিতাং পতিঃ॥ ৪৪
নদীনদবিধাতা চ নদীনদবিহারকঃ।
সিন্ধুঃ সিন্ধুপ্রিয়ো দান্তঃ শান্তঃ কান্তঃ কলানিধিঃ॥ ৪৫
সংন্যাসকৃৎসতাং ভর্ত্তা সাধূচ্ছিষ্টকৃতাশনঃ।
সাধুপ্রিয়ঃ সাধুগম্যো সাধ্বাচারনিষেবকঃ॥ ৪৬
জন্মকর্ম্মফলত্যাগী যোগী ভোগী মৃগীপতিঃ।
মার্গাতীতো যোগমার্গো মার্গমাণো মহোরবিঃ॥ ৪৭
রবিলোচনো রবেরংশভাগী দ্বাদশরূপধৃক্।
গোপালো বালগোপালো বালকানন্দদায়কঃ॥ ৪৮
বালকানাং পতিঃ শ্রীশো বিরতিঃ সর্ব্বপাপিনাম্।
শ্রীলঃ শ্রীমান্ শ্রীযুতশ্চ শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ॥ ৪৯
শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রিয়ঃকান্তো রমাকান্তো রমেশ্বরঃ।
শ্রীকান্তো ধরণীকান্তো উমাকান্তপ্রিয়ঃ প্রভুঃ॥ ৫০

বিভু। ৪১। বিশ্বধৃক্, বিশ্বভুক্, বিশ্বপালক, বিশ্বমোহন, বিদ্বৎপ্রিয়, বীতহব্য, হব্যগব্যকৃতাশন। ৪২। কব্যভুক্, পিতৃবর্ত্তী, কব্যাত্মা, কব্যভোজন, রাম, বিরাম, রতিদ, রতিভর্ত্তা, রতিপ্রিয়। ৪৩। প্রদ্যুম্ন, অক্রূরদম্য, ক্রূরাত্মা, ক্রূরমর্দ্দন, কৃপালু, দয়ালু, শয়ালু সরিৎপতি। ৪৪। নদীনদবিধাতা, নদীনদবিহারক, সিন্ধু, সিন্ধুপ্রিয়, দান্ত, শান্ত, কান্ত, কলানিধি। ৪৫। সন্ন্যাসকারী সাধুদিগের ভর্ত্তা, সাধূচ্ছিষ্টকৃতাশন, সাধুপ্রিয়, সাধুগম্য, সাধ্বাচারনিষেবক। ৪৬। জন্মকর্ম্মফলত্যাগী, যোগী, ভোগী, মৃগীপতি, মার্গাতীত, যোগমার্গ, মার্গমাণ, মহোরবি। ৪৭। রবিলোচন, রবি-অংশভাগী, দ্বাদশরূপধৃক্, গোপাল, বালগোপাল, বালকানন্দদায়ক। ৪৮। বালকদিগের পতি, শ্রীশ, সকল পাপীদিগের বিরতি, শ্রীল, শ্রীমান্ শ্রীযুত, শ্রীনিবাস, শ্রীপতি। ৪৯। শ্রীদ, শ্রীশ, শ্রীকান্ত,

ইষ্টোঽভিলাষী বরদো বেদগম্যো দুরাশয়ঃ।
দুঃখহর্ত্তা দুঃখনাশো ভবদুঃখনিবারকঃ॥ ৫১
যথেচ্ছাচারনিরতো যথেচ্ছাচারসুপ্রিয়ঃ।
যথেচ্ছালাভসন্তুষ্টো যথেচ্ছস্ত মনোঽন্তরঃ॥ ৫২
নবীননীরদাভাসো নীলাঞ্জনচয়প্রভঃ।
নবদুর্দ্দিনমেঘাভো নবমেঘচ্ছবিঃ ক্বচিৎ॥ ৫৩
স্বর্ণবর্ণো ন্যাসধারী দ্বিভুজো বহুবাহুকঃ।
কিরীটধারী মুকুটী মূর্ত্তিপঞ্জরসুন্দরঃ॥ ৫৪
মনোরথপথাতীতকারকো ভক্তবৎসলঃ।
কদ্বান্নভোক্তা কপিলো কপিশো গরুড়াত্মকঃ॥ ৫৫
সুবর্ণবর্ণো হেমাভঃ পূতনান্তক ইত্যপি।
পূতনাস্তনপাতা চ প্রাণান্তকরণো রিপোঃ॥ ৫৬
বৎসনাশো বৎসপালো বৎসেশ্বরবসূত্তমঃ।
হেমাভো হেমকণ্ঠশ্চ শ্রীবৎসঃ শ্রীমতাং পতিঃ॥ ৫৭
সনন্দনপথারাধ্যো ধাতাধাতুমতাং পতিঃ।
সনৎকুমারযোগাত্মা সনকেশ্বররূপধৃক্॥ ৫৮

রমাকান্ত, রমেশ্বর, শ্রীকান্ত, ধরণীকান্ত, উমাকান্তপ্রিয়, প্রভু। ৫০। ইষ্ট, অভিলাষী, বরদ, বেদগম্য, দুরাশয়, দুঃখহর্ত্তা, দুঃখনাশ, ভবদুঃখনিবারক। ৫১। যথেচ্ছাচারনিরত, যথেচ্ছাচারসুপ্রিয়, যথেচ্ছালাভসন্তুষ্ট, যথেচ্ছ ব্যক্তির মন এবং অন্তর। ৫২। নবীন নীরদাভাস, নীলাঞ্জনচয়প্রভ, নবদুর্দ্দিনমেঘাভ, কোন সময়ে নব মেঘচ্ছবি। ৫৩। স্বর্ণবর্ণ, ন্যাসধারী, দ্বিভুজ, বহুবাহুক, কিরীটধারী, মুকুটী, মূর্ত্তিপঞ্জরসুন্দর। ৫৪। মনোরথপথাতীতকারক, ভক্তবৎসল, কদ্বান্নভোক্তা, কপিল, কপিশ, গরুড়াত্মক। ৫৫। সুবর্ণবর্ণ, হেমাভ, পূতনান্তক, পূতনাস্তনপাতা, শক্রর প্রাণান্তকরণ। ৫৬। বৎসনাশ, বৎসপাল, বৎসেশ্বরবসূত্তম, হেমাভ, হেমকণ্ঠ, শ্রীবৎস, শ্রীমান্‌দিগের পতি। ৫৭। সনন্দনপথারাধ্য, ধাতা এবং ধাতুমানদিগের পতি, সনৎকুমারযোগাত্মা, সনকে-

সনাতনপদো দাতা নিত্যশ্চৈব সনাতনঃ ।
ভাণ্ডীরবনবাসী চ শ্রীবৃন্দাবননায়কঃ ॥ ৫৯
বৃন্দাবনেশ্বরীপূজ্যো বৃন্দারণ্যবিহারকঃ ।
যমুনাতীরগোধেনুপালকো মেঘমন্মথঃ ॥ ৬০
কন্দর্পদর্পহরণো মনোনয়ননন্দনঃ ।
বালকেলিপ্রিয়ঃ কান্তো বালক্রীড়াপরিচ্ছদঃ ॥ ৬১
বালানাং রক্ষকো বালঃ ক্রীড়াকৌতুককারকঃ ।
বাল্যরূপধরো ধন্বী ধানুষ্কী শূলধৃক্ বিভুঃ ॥ ৬২
অমৃতাংশোঽমৃতবপুঃ পীযূষপরিপালকঃ ।
পীযূষপায়ী পৌরব্যানন্দনো নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ ৬৩
শ্রীদামাংশুকপাতা চ শ্রীদামপরিভূষণঃ ।
বৃন্দারণ্যপ্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ কিশোরঃ কান্তরূপধৃক্ ॥ ৬৪
কামরাজঃ কলাতীতো যোগিনাং পরিচিন্তকঃ ।
বৃষেশ্বরঃ কৃপাপালো গায়ত্রীগতিবল্লভঃ ॥ ৬৫
নির্ব্বাণদায়কো মোক্ষদায়ী বেদবিভাগকঃ ।
বেদব্যাসপ্রিয়ো বৈদ্যো বৈদ্যানন্দপ্রিয়ঃ শুভঃ ॥ ৬৬
শুকদেবো গয়ানাথো গয়াসুরগতিপ্রদঃ ।
বিষ্ণুর্জিষ্ণুর্গরিষ্ঠশ্চ স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্ ॥ ৬৭

শ্বররূপধৃক্ । ৫৮ । সনাতনপদ, দাতা, নিত্য, সনাতন, ভাণ্ডীরবনবাসী, শ্রীবৃন্দাবননায়ক । ৫৯ । বৃন্দাবনেশ্বরীপূজ্য, বৃন্দারণ্যবিহারক, যমুনাতীর-গোধেনুপালক, মেঘমন্মথ । ৬০ । কন্দর্পদর্পহরণ, মনোনয়ননন্দন, বালকেলিপ্রিয়, কান্ত, বালক্রীড়াপরিচ্ছদ । ৬১ । বালকদিগের রক্ষক, বাল, ক্রীড়াকৌতুককারক, বাল্যরূপধর, ধন্বী, ধানুষ্কী, শূলধৃক্, বিভু । ৬২ । অমৃতাংশ, অমৃতবপুঃ, পীযূষপরিপালক, পীযূষপায়ী, পৌরব্যানন্দন, নন্দিবর্দ্ধন । ৬৩ । শ্রীদামাংশুকপাতা, শ্রীদামপরিভূষণ, বৃন্দারণ্যপ্রিয়, কৃষ্ণ, কিশোর, কান্তরূপধৃক্ । ৬৪ । কামরাজ, কলাতীত, যোগীদিগের পরিচিন্তক, বৃষেশ্বর, কৃপাপাল, গায়ত্রীগতিবল্লভ । ৬৫ । নির্ব্বাণদায়ক,

বরিষ্ঠশ্চ যবিষ্ঠশ্চ ভূয়িষ্ঠশ্চ ভুবঃ পতিঃ।
দুর্গতের্নাশকো দুর্গপালকো দুষ্টনাশকঃ॥ ৬৮
কালীয়সর্পদমনো যমুনানির্ম্মলোদকঃ।
যমুনাপুলিনে রম্যে নির্ম্মলে পাবনোদকে॥ ৬৯
বসন্তং বালগোপালরূপধারী গিরাং পতিঃ।
বাগ্‌দাতা বাক্‌প্রদো বাণীনাথো ব্রাহ্মণরক্ষকঃ॥ ৭০
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ব্রহ্ম ব্রহ্মকর্ম্মপ্রদায়কঃ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ব্রহ্মণ্যদায়কো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥ ৭১
স্বস্তিপ্রিয়োঽস্বস্থধরোঽস্বস্থনাশো ধিয়াং পতিঃ।
কণন্নূপুরধৃগ্বিশ্বরূপী বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ॥ ৭২
শিবাত্মকো বাল্যবপুঃ শিবাত্মা শিবরূপধৃক্।
সদাশিবপ্রিয়ো দেবঃ শিববন্দ্যো জগৎশিবঃ॥ ৭৩
গোমধ্যবাসী গোবাসী গোপগোপীমনোঽন্তরঃ।
ধর্ম্মো ধর্ম্মধুরীণশ্চ ধর্ম্মরূপো ধরাধরঃ॥ ৭৪
স্বোপার্জ্জিতযশাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনো নন্দিরূপকঃ।
দেবহূতিজ্ঞানদাতা যোগসাঙ্খ্যনিবর্ত্তকঃ॥ ৭৫

মোক্ষদায়ী, বেদবিভাগক, বেদব্যাসপ্রিয়, বৈদ্য, বৈদ্যানন্দপ্রিয়, শুভ। ৬৬। শুকদেব, গয়ানাথ, গয়াসুরগতিপ্রদ, বিষ্ণু, জিষ্ণু, গরিষ্ঠ, স্থবিরদিগের স্থবিষ্ঠ। ৬৭। বরিষ্ঠ, যবিষ্ঠ, ভূয়িষ্ঠ, ভূপতি, দুর্গতিনাশক, দুর্গপালক, দুষ্টনাশক। ৬৮। কালীয়সর্পদমন, যমুনানির্ম্মলোদক, রমণীয় যমুনাপুলিনে নির্ম্মল পবিত্রজলে বাস করিবার জন্য বালগোপালরূপধারী, বাক্‌পতি, বাগ্‌দাতা, বাক্‌প্রদ, বাণীনাথ, ব্রাহ্মণরক্ষক।৬৯—৭০। ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মকর্ম্মপ্রদায়ক, ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রহ্মণ্যদায়ক, ব্রাহ্মণপ্রিয়। ৭১। স্বস্তিপ্রিয়, অস্বস্থধর, অস্বস্থনাশ, ধী-পতি, কণন্নূপরধৃক্, বিশ্বরূপী, বিশ্বেশ্বর, শিব।৭২। শিবাত্মক, বাল্যবপুঃ, শিবাত্মা, শিবরূপধৃক্, সদাশিবপ্রিয়, দেব, শিববন্দ্য, জগৎশিব।৭৩। গোমধ্যবাসী, গোবাসী, গোপগোপীমনোঽন্তর, ধর্ম্ম, ধর্ম্মধুরীণ, ধর্ম্মরূপ, ধরাধর। ৭৪। স্বোপার্জ্জিতযশাঃ, কীর্ত্তিবর্দ্ধন,

তৃণাবর্ত্তপ্রাণহারী শকটাসুরভঞ্জনঃ।
প্রলম্বহারী রিপুহা তথা ধেনুকমর্দ্দনঃ॥ ৭৬
অরিষ্টনাশনোঽচিন্ত্যঃ কেশিহা কেশিনাশনঃ।
কঙ্কহা কংসহা কংসনাশনো রিপুনাশনঃ॥ ৭৭
যমুনাজলকল্লোলদর্শী হর্ষী প্রিয়ংবদঃ।
স্বচ্ছন্দহারী যমুনাজলহারী সুরপ্রিয়ঃ॥ ৭৮
লীলাধৃতবপুঃ কেলিকারকো ধরণীধরঃ।
গোপ্তা গরিষ্ঠো গতিদো গতিকারী গয়েশ্বরঃ॥ ৭৯
শোভাপ্রিয়ঃ শুভকরো বিপুলশ্রীপ্রতাপনঃ।
কেশিদৈত্যহরো দানী দাতা ধর্ম্মার্থসাধনঃ॥ ৮০
ত্রিসামা ত্রিককুৎসামঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদীপনঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো বৌদ্ধরূপী জনার্দ্দনঃ॥ ৮১
দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভোঽচ্যুতোঽসিতঃ।
পদ্মাক্ষঃ পদ্মজাকান্তো গরুড়াসনবিগ্রহঃ॥ ৮২
গারুত্মতধরো ধেনুপালকঃ সুগুপ্তবিগ্রহঃ।
আর্ত্তিহা পাপহানেহা ভূতিহা ভূতিবর্দ্ধনঃ॥ ৮৩
বাঞ্ছাকল্পদ্রুমঃ সাক্ষান্মেধাবী গরুড়ধ্বজঃ।
নীলশ্বেতঃ সিতঃ কৃষ্ণো গৌরঃ পীতাম্বরচ্ছদঃ॥ ৮৪

নন্দিরূপক, দেবহূতিজ্ঞানদাতা, যোগসাংখ্যনিবর্ত্তক। ৭৫। তৃণাবর্ত্তপ্রাণহারী, শকটাসুরভঞ্জন, প্রলম্বহারী, রিপুহা, সেইরূপ ধেনুকমর্দ্দন। ৭৬। অরিষ্টনাশন, অচিন্ত্য, কেশিহা, কেশিনাশন, কঙ্কহা, কংসহা, কংসনাশন, রিপুনাশন। ৭৭। যমুনাজলকল্লোলদর্শী, হর্ষী, প্রিয়ংবদ, স্বচ্ছন্দহারী, যমুনাজলহারী, সুরপ্রিয়। ৭৮। লীলাধৃতবপুঃ, কেলিকারক, ধরণীধর, গোপ্তা, গরিষ্ঠ, গতিদ, গতিকারী, গয়েশ্বর। ৭৯। শোভাপ্রিয়, শুভকর, বিপুলশ্রীপ্রতাপন, কেশিদৈত্যহর, দানী, দাতা, ধর্ম্মার্থসাধন। ৮০। ত্রিসামা, ত্রিককুৎসাম, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদীপন, সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, বৌদ্ধরূপী, জনার্দ্দন। ৮১। দৈত্যারি, পুণ্ডরীকাক্ষ, পদ্মনাভ, অচ্যুত, অসিত, পদ্মাক্ষ, পদ্মজাকান্ত,।

ভক্তার্ত্তিনাশনো গীর্ণঃ শীর্ণো জীর্ণতনুচ্ছদঃ।
বলিপ্রিয়ো বলিহরো বলিবন্ধনতৎপরঃ॥ ৮৫
বামনো বাসুদেবশ্চ দৈত্যারিঃ কঞ্জলোচনঃ।
উদীর্ণঃ সর্ব্বতো গোপ্তা যোগগম্যঃ পুরাতনঃ॥ ৮৬
নারায়ণো নরবপুঃ কৃষ্ণার্জ্জুনবপুর্ধরঃ।
ত্রিনাভিস্ত্রিবৃতাং সেব্যো যুগাতীতো যুগাত্মকঃ॥ ৮৭
হংসো হংসী হংসবপুর্হংসরূপী কৃপাময়ঃ।
হরাত্মকো হরবপুর্হরভাবনতৎপরঃ॥ ৮৮
ধর্ম্মরাগো যমবপুস্ত্রিপুরান্তকবিগ্রহঃ।
যুধিষ্ঠিরপ্রিয়ো রাজ্যদাতা রাজেন্দ্রবিগ্রহঃ॥ ৮৯
ইন্দ্রযজ্ঞহরো গোবর্দ্ধনধারী গিরাং পতিঃ।
যজ্ঞভুগ্‌যজ্ঞকারী চ হিতকারী হিতান্তকঃ॥ ৯০
অক্রুরবন্দ্যো বিশ্বধ্রুগশ্বহারী হয়াত্মকঃ।
হয়গ্রীবঃ স্মিতমুখো গোপীকান্তোঽরুণধ্বজঃ॥ ৯১
নিরস্তসাম্যাতিশয়ঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বখণ্ডনঃ।
গোপীপ্রীতিকরো গোপীমনোহারী হরির্হরিঃ॥ ৯২

গরুড়াসনবিগ্রহ। ৮২। গারুত্মতধর, ধেনুপালক, সুপ্তবিগ্রহ, আর্ত্তিহা, পাপহা, অনেহা, ভূতিহা, ভূতিবর্দ্ধন। ৮৩। বাঞ্ছাকল্পদ্রুম, সাক্ষান্মেধাবী, গরুড়ধ্বজ, নীলশ্বেত, সিত, কৃষ্ণ, গৌর, পীত-বস্ত্রধারী। ৮৪। ভক্তার্ত্তি-নাশন, গীর্ণ, শীর্ণ, জীর্ণ তনুচ্ছদ, বলিপ্রিয়, বলিহর, বলিবন্ধন-তৎপর। ৮৫। বামন, বাসুদেব, দৈত্যারি, কঞ্জলোচন, উদীর্ণ, সর্ব্বতোগোপ্তা, যোগগম্য, পুরাতন। ৮৬। নারায়ণ, নরবপুঃ, কৃষ্ণার্জ্জুন-বপুধর, ত্রিনাভি, দেবসেব্য, যুগাতীত যুগাত্মক। ৮৭। হংস. হংসী, হংসবপুঃ, হংসরূপী, কৃপাময়, হরাত্মক, হরবপু, হরভাবনতৎপর। ৮৮। ধর্ম্মরাগ, যমবপুঃ, ত্রিপুরান্তকবিগ্রহ, যুধিষ্ঠিরপ্রিয়, রাজ্যদাতা, রাজেন্দ্র-বিগ্রহ। ৮৯। ইন্দ্রযজ্ঞহর, গোবর্দ্ধনধারী, বাক্‌পতি, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞকারী, হিতকারী, হিতান্তক। ৯০। অক্রুরবন্দ্য, বিশ্বধ্রুক্, অশ্বহারী, হয়াত্মক,

লক্ষ্মণো ভরতো রামঃ শত্রুঘ্নো নীলরূপকঃ।
হনূমজ্জ্ঞানদাতা চ জানকীবল্লভো গিরিঃ॥ ৯৩
গিরিরূপী গিরিমখো গিরিযজ্ঞপ্রবর্ত্তকঃ।
গিরেরঙ্গধরো গোপগোপীগোতাপনাশনঃ॥ ৯৪
ভবাব্ধিপোতঃ শুভকৃচ্ছুভভুক্ শুভবর্দ্ধনঃ।
বরারোহো হরিমুখো মণ্ডূকগতিলালসঃ॥ ৯৫
নেত্রবদ্ধক্রিয়ো গোপবালকো বালকো গুণঃ।
গুণার্ণবপ্রিয়ো ভূতনাথো ভূতাত্মকশ্চ সঃ॥ ৯৬
ইন্দ্রজিদ্ভয়দাতা চ যজুষাং পতিরপ্পতিঃ।
গীর্ব্বাণবন্দ্যো গীর্ব্বাণগতিরিষ্টো গুরুর্গতিঃ॥ ৯৭
চতুর্ম্মুখস্তুতিমুখো ব্রহ্মনারদসেবিতঃ।
উমাকান্তধিয়াঽঽরাধ্যো গণনাগুণসীমকঃ॥ ৯৮
সীমান্তমার্গো গণিকাগণমণ্ডলসেবিতঃ।
গোপীদৃক্পদ্মমধুপো গোপীদৃঙ্মণ্ডলেশ্বরঃ॥ ৯৯
গোপ্যালিঙ্গনকৃদ্গোপীহৃদয়ানন্দকারকঃ।
ময়ূরপুচ্ছশিখরঃ কঙ্কণাঙ্গদভূষণঃ॥ ১০০

হয়গ্রীব, স্মিতমুখ, গোপীকান্ত, অরুণধ্বজ। ৯১। নিরস্তসাম্যাতিশয়, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বমণ্ডন, গোপীপ্রীতিকর, গোপীমনোহারী, হরি, হরি। ৯২। লক্ষ্মণ, ভরত, রাম, শত্রুঘ্ন, নীলরূপক, হনূমৎ-জ্ঞানদাতা, জানকী-বল্লভ, গিরি। ৯৩। গিরিরূপধারী, গিরিমখ, গিরিযজ্ঞপ্রবর্ত্তক, গিরির অঙ্গধর, গোপ-গোপী-গোতাপনাশন। ৯৪। ভবাব্ধিপোত, শুভকৃৎ, শুভভুক্, শুভবর্দ্ধন, বরারোহ, হরিমুখ, মণ্ডূকগতিলালস। ৯৫। নেত্রবদ্ধ-ক্রিয়, গোপবালক, বালক, গুণ, গুণার্ণবপ্রিয়, ভূতনাথ, ভূতাত্মক। ৯৬। ইন্দ্রজিদ্ভয়দাতা, যজুঃপতি, অপ্পতি, গীর্ব্বাণবন্দ্য, গীর্ব্বাণগতি, ইষ্ট, গুরু, গতি। ৯৭। চতুর্ম্মুখ, স্তুতিমুখ, ব্রহ্মনারদসেবিত, উমাকান্ত-ধিয়ারাধ্য, গণনাগুণসীমক। ৯৮। সীমান্তমার্গ, গণিকাগণমণ্ডলসেবিত, গোপীদৃক্, পদ্মমধুপ, গোপীদৃঙ্মণ্ডলেশ্বর। ৯৯। গোপ্যালিঙ্গনকারী,

স্বর্ণচম্পকসন্দোলঃ স্বর্ণনূপুরভূষণঃ।
স্বর্ণতাটঙ্ককর্ণশ্চ স্বর্ণচম্পকভূষিতঃ॥ ১০১
চূড়াগ্রার্পিতরত্নেন্দ্রসারঃ স্বর্ণাম্বরচ্ছদঃ।
আজানুবাহুঃ সুমুখো জগজ্জননতৎপরঃ॥ ১০২
বালক্রীড়াঽতিচপলো ভাণ্ডীরবননন্দনঃ।
মহাশালঃ শ্রুতিমুখো গঙ্গাচরণসেবনঃ॥ ১০৩
গঙ্গাম্বুপাদঃ করজাকরতোয়াজলেশ্বরঃ।
গণ্ডকীতীরসম্ভূতো গণ্ডকীজলমর্দ্দনঃ॥ ১০৪
শালগ্রামঃ শালরূপী শশিভূষণভূষণঃ।
শশিপাদঃ শশিনখো বরার্হো যুবতীপ্রিয়ঃ॥ ১০৫
প্রেমপ্রদঃ প্রেমলভ্যো ভক্ত্যাতীতো ভবপ্রদঃ।
অনন্তশায়ী শবকৃচ্ছয়নো যোগিনীশ্বরঃ॥ ১০৬
পূতনাশকুনিপ্রাণহারকো ভবপালকঃ।
সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্যো লক্ষ্মীমান্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ১০৭
সর্ব্বান্তকৃৎ সর্ব্বগুহ্যঃ সর্ব্বাতীতোঽসুরান্তকঃ।
প্রাতরাশনসম্পূর্ণো ধরণীরেণুগুণ্ঠিতঃ॥ ১০৮
ইজ্যো মহেজ্যঃ সর্ব্বেজ্য ইজ্যরূপীজ্যভোজনঃ।
ব্রহ্মার্পণপরো নিত্যং ব্রহ্মাগ্নিপ্রীতিলালসঃ॥ ১০৯

গোপীহৃদয়ানন্দকারক, ময়ূরপুচ্ছশিখর, কঙ্কণাঙ্গদভূষণ। ১০০। স্বর্ণচম্পকসন্দোল, স্বর্ণনূপুরভূষণ, স্বর্ণতাটঙ্ককর্ণ, স্বর্ণচম্পকভূষিত। ১০১। চূড়াগ্রার্পিতরত্নেন্দ্রসার, স্বর্ণাম্বরচ্ছদ, আজানুবাহু, সুমুখ, জগজ্জননতৎপর। ১০২। বালক্রীড়ায় অতিচপল, ভাণ্ডীরবননন্দন, মহাশাল, শ্রুতিমুখ, গঙ্গাচরণসেবন। ১০৩। গঙ্গাম্বুপাদ, করজাকরতোয়াজলেশ্বর, গণ্ডকীতীরসম্ভূত, গণ্ডকীজলমর্দ্দন। ১০৪। শালগ্রাম, শালরূপী, শশিভূষণভূষণ, শশিপাদ, শশিনখ, বরার্হ, যুবতীপ্রিয়। ১০৫। প্রেমপ্রদ, প্রেমলভ্য, ভক্ত্যাতীত, ভবপ্রদ, অনন্তশায়ী, শবকৃচ্ছয়ন, যোগিনীশ্বর। ১০৬। পূতনা-শকুনি-প্রাণহারক, ভবপালক, সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্য, লক্ষ্মীমান্, লক্ষ্মণাগ্রজ। ১০৭।

মদনো মদনারাধ্যো মনোমথনরূপকঃ।
লীলাঞ্চিতাকুঞ্চিতকো বালবৃন্দবিভূষিতঃ॥ ১১০
স্তোকক্রীড়াপরো নিত্যং স্তোকভোজনতৎপরঃ।
ললিতাবিশাখাশ্যামলতাবন্দিতপাদকঃ॥ ১১১
শ্রীমতীপ্রিয়কারী চ শ্রীমত্যা পাদপূজিতঃ।
শ্রীসংসেবিতপাদাব্জো বেণুবাদ্যবিশারদঃ॥ ১১২
শৃঙ্গবেত্রকরো নিত্যং শৃঙ্গবাদ্যপ্রিয়ঃ সদা।
বলরামানুজঃ শ্রীমান্ গজেন্দ্রস্তুতপাদকঃ॥ ১১৩
হলায়ুধঃ পীতবাসা নীলাম্বরপরিচ্ছদঃ।
গজেন্দ্রবক্ত্রো হেরম্বো ললনাকুলপালকঃ॥ ১১৪
রাসক্রীড়াবিনোদশ্চ গোপীনয়নহারকঃ।
বলপ্রদো বীতভয়ো ভক্তার্ত্তিপরিনাশনঃ॥ ১১৫
ভক্তপ্রিয়ো ভক্তিদাতা দামোদর ইভস্পতিঃ।
ইন্দ্রদর্পহরোঽনন্তো নিত্যানন্দচিদাত্মকঃ॥ ১১৬
চৈতন্যরূপশ্চৈতন্যশ্চেতনাগুণবর্জ্জিতঃ।
অদ্বৈতাচারনিপুণোঽদ্বৈতঃ পরমনায়কঃ॥ ১১৭

সর্ব্বান্তকৃৎ, সর্ব্বগুহ্য, সর্ব্বাতীত, অসুরান্তক, প্রাতরাশনসম্পূর্ণ, ধরণীরেণুগুণ্ঠিত। ১০৮। ইজ্য, মহেজ্য, সর্ব্বেজ্য, ইজ্যরূপী, ইজ্যভোজন, ব্রহ্মার্পণপর, নিত্য ব্রহ্মাগ্নিপ্রীতিলালুস। ১০৯। মদন, মদনারাধ্য, মনোমথনরূপক, লীলাঞ্চিতাকুঞ্চিতক, বালবৃন্দবিভূষিত। ১১০। স্তোকক্রীড়াপর, নিত্য স্তোকভোজনতৎপর, ললিতা-বিশাখা-শ্যামলতাবন্দিত-পাদক।১১১। শ্রীমতীপ্রিয়কারী, শ্রীমতী কর্তৃক পূজিতপাদ, শ্রীসংসেবিত-পাদাব্জ, বেণুবাদ্যবিশারদ। ১১২। নিত্যশৃঙ্গবেত্রকর, সদাশৃঙ্গবাদ্যপ্রিয়, বলরামানুজ, শ্রীমান্, গজেন্দ্রস্তুতপাদক। ১১৩। হলায়ুধ, পীতবাসা, নীলাম্বরপরিচ্ছদ, গজেন্দ্রবক্ত্র, হেরম্ব, ললনাকুলপালক। ১১৪। রাস-ক্রীড়াবিনোদ, গোপীনয়নহারক, বলপ্রদ, বীতভয়, ভক্তার্ত্তিপরি-নাশন। ১১৫। ভক্তপ্রিয়, ভক্তিদাতা, দামোদর, ইভস্পতি, ইন্দ্রদর্পহর,

শিবভক্তিপ্রদো ভক্তো ভক্তানামন্তরাশয়ঃ।
বিদ্বত্তমো দুর্গতিহা পুণ্যাত্মা পুণ্যপালকঃ॥ ১১৮
জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ কনিষ্ঠশ্চ নিষ্ঠোঽতিষ্ঠ উমাপতিঃ।
সুরেন্দ্রবন্দ্যচরণো গোত্রহা গোত্রবর্জ্জিতঃ॥ ১১৯
নারায়ণপ্রিয়ো নারশায়ী নারদসেবিতঃ।
গোপালবালসংসেব্যঃ সদানির্ম্মলমানসঃ॥ ১২০
মনুমন্ত্রো মন্ত্রপতির্ধাতা ধামবিবর্জ্জিতঃ।
ধরাপ্রদো ধৃতিগুণো যোগীন্দ্রঃ কল্পপাদপঃ॥ ১২১
অচিন্ত্যাতিশয়ানন্দরূপী পাণ্ডবপূজিতঃ।
শিশুপালপ্রাণহারী দন্তবক্রনিসূদনঃ॥ ১২২
অনাদিরাদিপুরুষো গোত্রী গোত্রবিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টদৈত্যকুলান্তকঃ॥ ১২৩
নিরন্তরঃ শুচিমুখো নিকুম্ভকুলদীপনঃ।
ভানুর্হনূর্দ্ধনুঃস্থাণুঃ কৃশানুঃ কৃতনুর্ধনুঃ॥ ১২৪
জনুর্জ্জন্মাদিরহিতো জাতিগোত্রবিবর্জ্জিতঃ।
দাবানলনিহন্তা চ দনুজারির্ব্বকাপহা। ১২৫

অনন্ত, নিত্যানন্দ, চিদাত্মক। ১১৬। চৈতন্যরূপ, চৈতন্য, চেতনা-গুণবর্জ্জিত, অদ্বৈতাচারনিপুণ, অদ্বৈত, পরমনায়ক। ১১৭। শিবভক্তি-প্রদ, ভক্ত, ভক্তদিগের অন্তরাশয়, বিদ্বত্তম, দুর্গতিহা, পুণ্যাত্মা, পুণ্যপালক। ১১৮। জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, নিষ্ঠ, অতিষ্ঠ, উমাপতি, সুরেন্দ্রবন্দ্যচরণ, গোত্রহা, গোত্রবর্জ্জিত। ১১৯। নারায়ণপ্রিয়, নারশায়ী, নারদসেবিত, গোপালবাল-সংসেব্য, সদা নির্ম্মলমানস। ১২০। মনুমন্ত্র, মন্ত্রপতি, ধাতা, ধামবিবর্জ্জিত, ধরাপ্রদ, ধৃতিগুণ, যোগীন্দ্র, কল্পপাদপ।১২১। অচিন্ত্যাতিশয়ানন্দরূপী, পাণ্ডবপুজিত, শিশুপালপ্রাণহারী, দন্তবক্র-নিসূদন। ১২২। অনাদি, আদিপুরুষ, 'গোত্রী, গোত্রবিবর্জ্জিত, সর্ব্বা-পত্তারক, দুর্গ, দুষ্টদৈত্যকুলান্তক। ১২৩। নিরন্তর শুচিমুখ, নিকুম্ভকুলদীপন, ভানু, হনূ, ধনুঃ, স্থাণু, কৃশানু, কৃতনু, ধনুঃ। ১২৪। জনু, জন্মাদিরহিত,

প্রহ্লাদভক্তো ভক্তেষ্টদাতা দানবগোত্রহা।
সুরভিদুর্গ্ধপো দুগ্ধহারী শৌরিঃ শুচাং হরিঃ ॥ ১২৬
যথেষ্টদোঽতিসুলভঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
দৈত্যারিঃ কৈটভারিশ্চ কংসারিঃ সর্ব্বতাপনঃ ॥ ১২৭
দ্বিভুজঃ ষড়্‌ভুজো হ্যস্তভুর্জো মাতলিসারথিঃ।
শেষঃ শেষাধিনাথশ্চ শেষী শেষান্তবিগ্রহঃ ॥ ১২৮
কেতুর্ধরিত্রীচারিত্রশ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্গতিঃ।
চতুর্দ্ধা চতুরাত্মা চ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কঃ ॥ ১২৯
কন্দর্পদর্পহারী চ নিত্যঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
শচীপতিপতির্নেতা দাতা মোক্ষগুরুর্দ্বিজঃ ॥ ১৩০
হৃতস্বনাথোঽনাথস্য নাথঃ শ্রীগরুড়াসনঃ।
শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রেয়ঃপতির্গতিরপাং পতিঃ ॥ ১৩১
অশেষবন্দ্যো গীতাত্মা গীতাগানপরায়ণঃ।
গায়ত্রীধামশুভদো বেলামোদপরায়ণঃ ॥ ১৩২
ধনাধিপঃ কুলপতির্ব্বসুদেবাত্মজোঽরিহা।
অজৈকপাৎ সহস্রাক্ষো নিত্যাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ ॥ ১৩৩

জাতিগোত্রবিবর্জ্জিত, দাবানলনিহন্তা, দনুজারি, বকাপহ। ২৫। প্রহ্লাদভক্ত, ভক্তেষ্টদাতা, দানবগোত্রহা, সুরভি, দুগ্ধপ, দুগ্ধহারী, শৌরি, শোক-হারক। ১২৬। যথেষ্টদ, অতিসুলভ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতোমুখ, দৈত্যারি, কৈটভারি, কংসারি, সর্ব্বতাপন। ১২৭। দ্বিভুজ, ষড়্‌ভুজ, অষ্টভুর্জ, মাতলিসারথি, শেষ, শেষাধিনাথ, শেষী, শেষান্তবিগ্রহ। ১২৮। কেতু, ধরিত্রীচারিত্র, চতুর্মূর্ত্তি, চতুর্গতি, চতুর্দ্ধা, চতুরাত্মা, চতুর্বর্গপ্রদায়ক। ১২৯। কন্দর্পদর্পহারী, নিত্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, শচীপতিপতি, নেতা, দাতা, মোক্ষগুরু, দ্বিজ। ১৩০। হৃতস্বনাথ, অনাথের নাথ, শ্রীগরুড়াসন, শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রেয়ঃপতি, গতি, জলের পতি। ১৩১। অশেষবন্দ্য, গীতাত্মা, গীতাগান-পরায়ণ, গায়ত্রীধাম, শুভদ, বেলামোদপরায়ণ। ১৩২। ধনাধিপ, কুলপতি, বসুদেবাত্মজ, অরিহা, অজৈকপাৎ, সহস্রাক্ষ, নিত্যাত্মা,

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরজোঽগ্নির্গিরিনায়কঃ।
গোনায়কঃ শোকহন্তা কামারিঃ কামদীপনঃ॥ ১৩৪
বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা সোমাত্মা সোমবিগ্রহঃ।
গ্রহরূপী গ্রহাধ্যক্ষো গ্রহমর্দ্দনকারকঃ॥ ১৩৫
বৈখানসঃ পুণ্যজনো জগদাদির্জগৎপতিঃ।
নীলেন্দীবরভো নীলবপুঃ কামাঙ্গনাশনঃ॥ ১৩৬
কামবীজান্বিতঃ স্থূলঃ কৃশঃ কৃশতনুর্নিজঃ।
নৈগমেয়োঽগ্নিপুত্রশ্চ ষাণ্মাতুর উমাপতিঃ॥ ১৩৭
মণ্ডূকবেশাধ্যক্ষশ্চ তথা নকুলনাশনঃ।
সিংহো হরীন্দ্রঃ কেশীন্দ্রহন্তা তাপনিবারণঃ॥ ১৩৮
গিরীন্দ্রজাপাদসেব্যঃ সদা নির্ম্মলমানসঃ।
সদাশিবপ্রিয়ো দেবঃ শিবঃ সর্ব্ব উমাপতিঃ॥ ১৩৯
শিবভক্তো গিরামাদিঃ শিবারাধ্যো জগদ্‌গুরুঃ।
শিবপ্রিয়ো নীলকণ্ঠঃ শিতিকণ্ঠ উমাপতিঃ॥ ১৪০
প্রদ্যুম্নপুত্রো নিশঠঃ শঠঃ শঠধনাপহা।
ধূপপ্রিয়ো ধূপদাতা গুগ্‌গুল্বগুরুধূপিতঃ॥ ১৪১
নীলাম্বরঃ পীতবাসা রক্তশ্বেতপরিচ্ছদঃ।
নিশাপতির্দ্দিবানাথো দেবব্রাহ্মণপালকঃ॥ ১৪২

নিত্যবিগ্রহ,। ১৩৩। নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অজ, অগ্নি, গিরিনায়ক, গোনায়ক, শোকহন্তা কামারি, কামদীপন। ১৩৪। বিজিতাত্মা, বিধেয়াত্মা, সোমাত্মা, সোমবিগ্রহ, গ্রহরূপী, গ্রহাধ্যক্ষ, গ্রহমর্দ্দন-কারক। ১৩৫। বৈখানস, পুণ্যজন, জগদাদি, জগৎপতি, নীলেন্দীবরভ, নীলবপু, কামাঙ্গনাশন। ১৩৬। কামবীজান্বিত, স্থূল, কৃশ, কৃশতনু, নিজ, নৈগমেয়, অগ্নিপুত্র, ষাণ্মাতুর, উমাপতি। ১৩৭। মণ্ডূকবেশাধ্যক্ষ, নকুলনাশন, সিংহ, হরীন্দ্র, কেশীন্দ্রহন্তা, তাপনিবারণ।১৩৮। গিরীন্দ্রজা-সেব্যপাদ, সদা নির্ম্মলমানস, সদাশিবপ্রিয়, দেব, শিব, সর্ব্ব উমাপতি।১৩৯। শিবভক্ত, বাক্যের আদি, শিবারাধ্য, জগদ্‌গুরু, শিবপ্রিয়, নীলকণ্ঠ

উমাপ্রিয়ো যোগিমনোহারী হারবিভূষিতঃ।
খগেন্দ্রবন্দ্যপাদাব্জঃ সেবাতপপরাঙ্মুখঃ ॥ ১৪৩
পরার্থদোঽপরপতিঃ পরাৎপরতরো গুরুঃ।
সেবাপ্রিয়ো নির্গুণশ্চ সগুণঃ শ্রুতিসুন্দরঃ ॥ ১৪৪
দেবাধিদেবো দেবেশো দেবপূজ্যো দিবাপতিঃ।
দিবঃ পতির্বৃহদ্ভানুঃ সেবিতেপ্সিতদায়কঃ ॥ ১৪৫
গোতমাশ্রমবাসী চ গোতমশ্রীনিষেবিতঃ।
রক্তাম্বরধরো দিব্যো দেবীপাদাব্জপূজিতঃ ॥ ১৪৬
সেবিতার্থপ্রদাতা চ সেবাসেব্যগিরীন্দ্রজঃ।
ধাতুর্মনোবিহারী চ বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ ॥ ১৪৭
অজ্ঞানহন্তা জ্ঞানেন্দ্রবন্দ্যো বন্দ্যধনাধিপঃ।
অপাং পতির্জলনিধির্ধরাপতিরশেষকঃ ॥ ১৪৮
দেবেন্দ্রবন্দ্যো লোকাত্মা ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকপাৎ।
গোপালদায়কো গন্ধপ্রদো গুহ্যকসেবিতঃ ॥ ১৪৯
নির্গুণঃ পুরুষাতীতঃ প্রকৃতেঃ পর উজ্জ্বলঃ।
কার্ত্তিকেয়োঽমৃতাহর্ত্তা নাগারির্নাগহারকঃ ॥ ১৫০

শিতিকণ্ঠ, উমাপতি। ১৪০। প্রদ্যুম্নপুত্র, নিশঠ, শঠ, শঠধনাপহ, ধূপপ্রিয়, ধূপদাতা, গুগ্‌গুলগুরুধূপিত। ১৪১। নীলাম্বর, পীতবাসা, রক্ত-শ্বেতপরিচ্ছদ, নিশাপতি, দিবানাথ, দেবব্রাহ্মণপালক। ১৪২। উমাপ্রিয়, যোগিমনোহারী, হারবিভূষিত, খগেন্দ্রবন্দ্যপাদাব্জ, সেবাতপপরাঙ্মুখ।১৪৩। পরার্থদ, অপরপতি, পরাৎপরতর, গুরু, সেবাপ্রিয়, নির্গুণ, সগুণ, শ্রুতিসুন্দর। ১৪৪। দেবাধিদেব, দেবেশ, দেবপূজ্য, দিবাপতি, স্বর্গ-পতি, বৃহদ্ভানু, সেবিতেপ্সিতদায়ক। ১৪৫। গোতমাশ্রমবাসী, গোতমশ্রী-নিষেবিত, রক্তাম্বরধর, দিব্য, দেবীপাদাব্জপূজিত। ১৪৬। সেবিতার্থ-প্রদাতা, সেবাসেব্যগিরীন্দ্রজ, ধাতার মনোবিহারকারক, বিধাতা, ধাতা হইতে উত্তম। ১৪৭। অজ্ঞানহন্তা, জ্ঞানেন্দ্রবন্দ্য, বন্দ্যধনাধিপ, জলের পতি, জলনিধি, ধরাপতি, অশেষক। ১৪৮। দেবেন্দ্রবন্দ্য,

নাগেন্দ্রশায়ী ধরণীপতিরাদিত্যরূপকঃ।
যশস্বী বিগতাশী চ কুরুক্ষেত্রাধিপঃ শশী ॥ ১৫১
শশকারিঃ শুভাচারো গীর্ব্বাণগণসেবিতঃ।
গতিপ্রদো নরসখঃ শীতলাত্মা যশঃপতিঃ ॥ ১৫২
বিজিতারির্গণাধ্যক্ষো যোগাত্মা যোগপালকঃ।
দেবেন্দ্রসেব্যো দেবেন্দ্রপাপহারী যশোধনঃ ॥ ১৫৩
অকিঞ্চনধনঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্।
মহাপ্রলয়কারী চ শচীসুতজয়প্রদঃ ॥ ১৫৪
জনেশ্বরঃ সর্ব্ববিধিরূপী ব্রাহ্মণপালকঃ।
সিংহাসননিবাসী চ চেতনারহিতঃ শিবঃ ॥ ১৫৫
শিবপ্রদো দক্ষযজ্ঞহন্তা ভৃগুনিবারকঃ।
বীরভদ্রভয়াবর্ত্তঃ কালঃ পরমনির্ব্রণঃ ॥ ১৫৬
উদূখলনিবদ্ধশ্চ শোকাত্মা শোকনাশনঃ।
আত্মযোনিঃ স্বয়ংজাতো বৈখানঃপাপহারকঃ ॥ ১৫৭
কীর্ত্তিপ্রদঃ কীর্ত্তিদাতা গজেন্দ্রভুজপূজিতঃ।
সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বাত্মা মোক্ষরূপী নিরায়ুধঃ ॥ ১৫৮

লোকাত্মা, ত্রিলোকাত্মা, ত্রিলোকপাৎ, গোপালদায়ক, গন্ধপ্রদ, গুহ্যকসেবিত। ১৪৯। নির্গুণ, পুরুষাতীত, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ, উজ্জ্বল, কার্ত্তিকেয়, অমৃতাহর্ত্তা, নাগারি, নাগহারক। ১৫০। নাগেন্দ্রশায়ী, ধরণীপতি, আদিত্যরূপক, যশস্বী, বিগতাশী, কুরুক্ষেত্রাধিপ, শশী। ১৫১। শশকারি, শুভাচার, গীর্ব্বাণগণসেবিত, গতিপ্রদ, নরসখ, শীতলাত্মা, যশঃপতি। ১৫২। বিজিতারি, গণাধ্যক্ষ, যোগাত্মা, যোগপালক, দেবেন্দ্রসেব্য, দেবেন্দ্রপাপহারী, যশোধন। ১৫৩। অকিঞ্চনধন, শ্রীমান্, অমেয়াত্মা, মহাদ্রিধৃক্, মহাপ্রলয়কারী, শচীসুতজয়প্রদ। ১৫৪। জনেশ্বর, সর্ব্ববিধিরূপী, ব্রাহ্মণপালক, সিংহাসননিবাসী, চেতনারহিত, শিব। ১৫৫। শিবপ্রদ, দক্ষযজ্ঞহন্তা, ভৃগুনিবারক, বীরভদ্রভয়াবর্ত্ত, কাল, পরমনির্ব্রণ। ১৫৬। উদূখলনিবদ্ধ, শোকাত্মা, শোকনাশন,

উদ্ধবজ্ঞানদাতা চ যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি সহস্রং নাম চোত্তমম্ ॥ ১৫৯
আদিদেবস্য বৈ বিষ্ণোর্বালকত্বমুপেযুষঃ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়ীত বা ॥ ১৬০
কিংফলং লভতে দেবি বক্তুং নাস্তি মম প্রিয়ে।
শক্তির্গোপালনাম্নশ্চ সহস্রস্য মহেশ্বরি ॥ ১৬১
ব্রহ্মহত্যাদিকানীহ পাপানি চ মহান্তি চ।
বিলয়ং যান্তি দেবেশি গোপালস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৬২
দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা সপ্তম্যাং রবিবাসরে।
পক্ষদ্বয়ে চ সম্প্রাপ্য হরিবাসরমেব চ ॥ ১৬৩
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ন জন্মস্তস্য বিদ্যতে।
সত্যং সত্যং মহেশানি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৪
একাদশ্যাং শুচির্ভূত্বা সেব্যা ভক্তির্হরেঃ শুভা।
শ্রুত্বা নামসহস্রাণি নরো মুচ্যেত পাতকাৎ ॥ ১৬৫

আত্মযোনি, স্বয়ংজাত, বৈখানঃপাপহারক। ১৫৭। কীর্ত্তিপ্রদ, কীর্ত্তিদাতা, গজেন্দ্রভুজপূজিত, সর্ব্বান্তরাত্মা, সর্ব্বাত্মা, মোক্ষরূপী, নিরায়ুধ। ১৫৮। উদ্ধবজ্ঞানদাতা, যমলার্জ্জুনভঞ্জন, হে দেবি! তোমাকে এই উত্তম (গোপাল) সহস্র নাম কহিলাম। ১৫৯। বালকত্ব প্রাপ্ত সেই আদিদেব শ্রীবিষ্ণুর (এই সকল) নাম যে কেহ পাঠ করে কিম্বা পাঠ করায় অথবা শ্রবণ করে কিম্বা শ্রবণ করায়, হে প্রিয়ে মহেশ্বরি! এই গোপাল সহস্রনাম সম্বন্ধে সে কি ফল লাভ করে তাহা বলিতে আমার শক্তি নাই। ১৬০-১৬১। হে দেবেশি। সেই গোপালের প্রসাদে ইহলোকে ব্রহ্মহত্যাদি মহৎপাপ সমূহ বিনষ্ট হয়। ১৬২। দ্বাদশী, পূর্ণিমা, সপ্তমী, রবিবার অথবা উভয়পক্ষের মধ্যে একাদশী প্রাপ্ত হইয়া যে কোন ভক্ত উহা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে, হে মহেশানি! আমি নিঃসন্দেহে সত্য করিয়া বলিতেছি তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ১৬৩-১৬৪। একাদশীতে শুচি হইয়া শ্রীহরির প্রতি ভক্তিকরণ কর্ত্তব্য এবং তাহাতে সহস্রনাম

ন শঠায় প্রদাতব্যং ন ধর্ম্মধ্বজিনে পুনঃ।
নিন্দকায় চ বিপ্রাণাং দেবানাং বৈষ্ণবস্য চ॥ ১৬৬
গুরুভক্তিবিহীনায় শিবদ্বেষরতায় চ।
রাধাদুর্গাভেদমতৌ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ১৬৭
যদি নিন্দেন্মহেশানি গুরুহা স ভবেদ্ধ্রুবম্।
বৈষ্ণবেষু চ শান্তেষু নিত্যং বৈরাগ্যরাগিষু॥ ১৬৮
ব্রাহ্মণায় বিশুদ্ধায় সন্ধ্যার্চ্চনরতায় চ।
অদ্বৈতাচারনিরতে শিবভক্তিরতায় চ॥ ১৬৯
গুরুবাক্যরতায়ৈব নিত্যং দেয়ং মহেশ্বরি।
গোপিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু তব স্নেহাৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৭০
নাতঃপরতরং স্তোত্রং নাতঃপরতরো মনুঃ।
নাতপরতরো দেবো যুগেষ্বপি চতুর্ষ্বপি॥ ১৭১
হরিভক্তেঃপরা নাস্তি মোক্ষশ্রেণী নগেন্দ্রজে।
বৈষ্ণবেভ্যঃ পরং নাস্তি প্রাণভ্যোঽপি প্রিয়া মম॥ ১৭২

শ্রবণ করিয়া লোক পাতক হইতে মুক্ত হয়। ১৬৫। শঠ কিংবা কপট এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের নিন্দক লোককে ইহা প্রদান করা উচিত নহে। ১৬৬। গুরুভক্তি-বিহীন এবং শিবদ্রোহী ও রাধা এবং দুর্গায় প্রভেদকারী লোককে, সত্য করিয়া নিশ্চয় বলিতেছি কোনমতে দিবে না।১৬৭। হে মহেশানি! যদি কেহ শান্ত এবং নিত্য বৈরাগ্যাদিতে অনুরাগযুক্ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে নিন্দা করে, তবে সে নিশ্চয়ই গুরুহন্তা হয়। ১৬৮। ফলতঃ সন্ধ্যার্চ্চনাতে রত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে এবং অদ্বৈতাচারী, শিবেতে ভক্তিযুক্ত লোককে এবং যে কেহ গুরুবাক্যে তৎপর থাকে তাঁহাদিগকে নিত্য ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে মহেশ্বরি! সকল তন্ত্রেতেই ইহা গুপ্ত আছে; তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি ইহা প্রকাশ করিলাম। ১৬৯-১৭০। চারিযুগেতে ইহার তুল্য স্তোত্র, মন্ত্র এবং দেবতা আর নাই। ১৭১। হে নগেন্দ্রজে! হরিভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ মোক্ষশ্রেণী আর নাই, তাহা আমার প্রাণ হইতেও প্রিয় হয় এবং বৈষ্ণব

বৈষ্ণবেষু চ সঙ্গো মে সদা ভবতু সুন্দরি।
যস্য বংশে কচিদ্দৈবাৎ বৈষ্ণবো রাগবর্জ্জিতঃ॥ ১৭৩
ভবেত্তদ্বংশকে যে যে পূর্ব্বে স্যুঃ পিতরস্তথা।
ভবন্তি নির্ম্মলাস্তে হি যান্তি নির্ব্বাণতাং হরেঃ॥ ১৭৪
বহুনা কিমিহোক্তেন বৈষ্ণবানাস্তু দর্শনাৎ।
নির্ম্মলাঃ পাপরহিতাঃ পাপিনঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ১৭৫
কলৌ বালেশ্বরো দেবঃ কলৌ গঙ্গৈব কেবলা।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ১৭৬

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে গোপালসহস্রনাম-স্তোত্রমষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ১৭২। হে সুন্দরি! বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সতত আমার সঙ্গ হউক; কারণ যাঁহার বংশে রাগবর্জ্জিত কোন বৈষ্ণব দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার বংশের পূর্ব্বগত পিতৃপুরুষেরা নিষ্পাপ হইয়া পরমপদ লাভ করেন। ১৭৩-১৭৪। এ স্থলে অধিক বলিয়া আর কি হইবে; পাপিগণ বৈষ্ণবদিগের দর্শনমাত্রে নিঃসন্দেহ নির্ম্মল এবং পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৭৫। কলিযুগের দেবতা বালেশ্বর (অর্থাৎ বালকৃষ্ণ গোপাল) এবং কেবলমাত্র গঙ্গা আছেন, তদ্ভিন্ন কলিতে অন্যপ্রকার গতি নাই। ১৭৬।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ

পরিভাষামথো বক্ষ্যে উপচারবিধৌ হরেঃ।
দ্রব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং দ্রব্যসঙ্গতিঃ ॥ ১
হাটকং রাজতং তাম্রং মারকূটমৃগাদিনা।
উপচারবিধাবেতৎ দ্রব্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ২
আসনে পঞ্চ পুষ্পাণি স্বাগতে ষট্ চতুষ্পলম্।
জলং শ্যামাকদূর্ব্বাব্জবিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্ ॥ ৩
পাদ্যে চার্ঘ্যে জলং তাবদ্গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতম্।
দূর্ব্বাস্তিলাক্ষতশ্চৈব কুশাগ্রশ্বেতসর্ষপাঃ ॥ ৪
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলং তোয়ষট্পলম্।
প্রোক্তমাচমনং কাংস্যে মধুপর্কং ঘৃতং মধু ॥ ৫
দধ্না সহ পলৈকং তু শুদ্ধং বারি তথাচমে।
পরিমাণন্তু পঞ্চাশৎপলং বা শুদ্ধমম্ভসঃ ॥ ৬

শ্রীমহাদেব বলিলেন।—অনন্তর শ্রীহরির পূজোপচার সম্বন্ধে পরিভাষার বর্ণনা করিতেছি,—যাবতীয় সংখ্যাবিশিষ্ট দ্রব্য থাকিবে তাবৎসংখ্যার পত্রাদি রাখিতে হইবে। ১। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, মারকূট মৃগাদির সহিত উপচার বিধির দ্রব্য সকল পণ্ডিতেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ২। আসনে পঞ্চপুষ্প, স্বাগতে ষট্‌চতুষ্পল জল এবং বিষ্ণুক্রান্তা প্রভৃতিতে শ্যামাক অর্থাৎ রুদ্র প্রভৃতি ছোটগাছ ও শস্য এবং তৃণাদি কথিত হইয়াছে। ৩। পাদ্য এবং অর্ঘ্য সম্বন্ধে গন্ধপুষ্পাক্ষতযুক্ত জল ও দূর্ব্বা তিল, কুশাগ্র এবং শ্বেতসর্ষপ। ৪। জাতীফল, লবঙ্গ এবং কক্কোল ছয়পল জল আচমনার্থে উক্ত হইয়াছে এবং কাঁসার পাত্রে ঘৃত মধু দধিযুক্ত একপল জল মধুপর্কের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং পুনরাচমনার্থে

নির্ম্মলেনোদকেনাথ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণতা।
সলিলং গর্হিতং সর্ব্বং ত্যজেৎ পূজাবিধৌ হরেঃ ॥ ৭
বিতস্তিমাত্রাদধিকং মূলমধ্যস্থপত্রকম্।
স্বর্ণাদ্যাভরণান্যেব মুক্তারত্নযুতানি চ ॥ ৮
চন্দনাগুরুকর্পূরপদ্মগন্ধপলাবধি।
নানাবিধানি পুষ্পাণি পঞ্চাশদধিকানি চ ॥ ৯
কাংস্যাদিনির্ম্মিতে পাত্রে ধূপগুগ্গুলুকর্ম্মভাক্।
যাবদ্ভক্ষ্যং ভবেৎ পুংসস্তাবদ্দদ্যাজ্জনার্দ্দনে ॥ ১০
নৈবেদ্যং যত্তু ভক্ষ্যঞ্চ তদাদিকচতুর্ব্বিধম্।
কর্পূরাদিঘৃতাবৃত্তিঃ সা চ কার্পাসনির্ম্মিতা ॥ ১১
সপ্তাবৃত্ত্যা সুসংজপ্তো দীপঃ স্যাচ্চতুরঙ্গুলিঃ।
শিলাপিষ্টং বন্দনায়াং সপ্তধা বর্ণয়েন্নরঃ ॥ ১২
কার্য্যা তাম্রাদিপাত্রে তৎ প্রীতয়ে হরিমেধসঃ।
দূর্ব্বাক্ষতপ্রামাণন্ত বিজ্ঞেয়ন্ত শতাধিকম্ ॥ ১৩

শুদ্ধ পঞ্চাশৎ পল পরিমিত জল দিতে হয়। ৫-৬। অতঃপর নির্ম্মল জলে সকল পাত্র পরিপূর্ণ করিবে; পরন্তু শ্রীহরির পূজাবিধিতে গর্হিত জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। ৭। স্বর্ণনির্ম্মিত এবং মুক্তা ও রত্নযুক্ত আভরণ সকল এক বিঘতের অধিক পরিমাণ বিশিষ্ট করা আবশ্যক। ৮। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, পদ্মগন্ধ পলপরিমিত এবং নানাবিধ পুষ্প পঞ্চাশৎ সংখ্যার অন্যূন প্রদান করা উচিত হয়। ৯। কাংস্যাদি পাত্রে ধূপ গুগ্গুলু প্রভৃতি পদার্থ নিবেদন করিয়া আপনার পক্ষে যাহা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পদার্থ হয় তাহা জনার্দ্দনের উদ্দেশে সমর্পণ করিবে। ১০। যাহা নৈবেদ্য করিবে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদনযুক্ত চতুর্ব্বিধ পদার্থ সংযুক্ত করিয়া ঘৃত এবং কর্পূরাদির সহিত সমর্পণ করিতে হইবে এবং কার্পাস নির্ম্মিত ঘৃতযুক্ত চতুরঙ্গুলি পরিমিত শিখাবিশিষ্ট দীপদ্বারা আরতি করিবে ও সপ্ত প্রকার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বন্দনা করিতে হইবে। ১১-১২। অনন্তর শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত শতাধিক দূর্ব্বা এবং তণ্ডুল তাম্রাদি

তত্ত্বতোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তো বিভবে সতি সর্ব্বদা।
এষামভাবে সর্ব্বেষাং যথা শক্ত্যাভিপূজয়েৎ।
সর্ব্বভোগান্বিতো ভূত্বা ব্রজেদন্তে হরেঃ পুরম্॥ ১৪

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চতুর্থরাত্রে পূজাদ্রব্যবিধানং
নবমোঽধ্যায়ঃ॥

পাত্রে করিয়া নিবেদন করিবে। ১৩। যদ্যপি সাধক সম্পত্তিশালী হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে পূজা করা কর্ত্তব্য; বিভবের অভাব হইলে যথাশক্তি পূজা করিবে। ইহাতে ইহলোকে সমস্ত সুখ ভোগ করিয়া অন্তকালে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে। ১৪।

দশমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

শ্রীমহাদেব উবাচ

যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মহরাদয়ঃ।
কৃপয়া দেবদেবেশ মদগ্রে সন্নিধীভব ॥ ১
তস্য তে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং প্রভো।
কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম ॥ ২
যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয়।
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ।
যদপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখো ভব ॥ ৩

[ইত্যাবাহনম্।

যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ।
তস্মৈ তে পরমেশায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে ॥ ৪

[ইতি পাদ্যম্।

দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ চাত্মনীং শুদ্ধিহেতবে ॥ ৫

[ইত্যাচমনীয়ম্।

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন।—ব্রহ্মা এবং মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার দর্শন ইচ্ছা করেন, হে দেবদেবেশ! সেই তুমি আমার সম্মুখে কৃপা করিয়া উপস্থিত হও। ১। হে প্রভো পরমেশ্বর! তোমার শুভাগমন হউক; আমি কৃতার্থ এবং অনুগৃহীত হইলাম; আমার জীবন সফল হইল। ২। হে দেবেশ চিদানন্দময় অব্যয়স্বরূপ! তুমি যেহেতু আগত হইয়াছ, অজ্ঞানতা, অনবধানতা কিম্বা সাধনের বৈকল্যপ্রযুক্ত যদিও আমার কার্য্য অসম্পূর্ণ হয় তথাপি তুমি সম্মুখস্থ হও।—ইতি আবাহন। ৩। যে

তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দসম্ভবম্।
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্॥ ৬

[ইত্যর্ঘ্যম্।

সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিদং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ ৭

[ইতি মধুপর্কঃ।

উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥ ৮

[ইতি পুনরাচমনীয়কম্।

পরমানন্দবোধায় নিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে॥ ৯

[ইতি স্নানীয়ম্।

মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ননিজগুহ্যোরুতেজসে।
নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্॥ ১০

[ইতি বস্ত্রম্।

ভক্তিলেশ সম্পর্কে পরমানন্দসম্ভব সেই পরমেশ্বর তোমাকে পাদ্য দিতেছি তাহা পরিশুদ্ধ কল্পিত হউক।—ইতিপাদ্য। ৪। আপনি দেবতাদিগের দেবতা, দেবগণের দেবতাত্মা, অতএব আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আচমমনীয় প্রদান করিতেছি।—ইতি আচমনীয়। ৫। ত্রিতাপহারী পরমানন্দস্বরূপ আপনাকে ত্রিতাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই অর্ঘ্য সমর্পণ করিতেছি।—ইতি অর্ঘ্য। ৬। সকল পাপ হইতে রহিত পরিপূর্ণ সুখাত্মাস্বরূপ আপনাকে এই মধুপর্ক দিতেছি হে দেব! আপনি ইহাতে প্রসন্ন হউন।—ইতি মধুপর্ক। ৭। যাঁহার স্মরণমাত্রে উচ্ছিষ্ট এবং অশুচি শুদ্ধি লাভ করে সেই দেবকে পুনরাচমনীয় দিতেছি।—ইতি পুনরাচমনীয়। ৮। আপনি পরমানন্দ জ্ঞানস্বরূপ এবং নিজমূর্ত্তিতে নিমগ্ন এই সাঙ্গোপাঙ্গ স্নান আপনার উদ্দেশে কল্পনা করিতেছি অঙ্গীকার করুন।—ইতি স্নানীয়। ৯। মায়া চিত্র পটেতে আপনি স্বকীয় তেজ

যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসংমোহনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্ ॥ ১১

[ইত্যুত্তরীয়ম্।

যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ।
যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পতে ॥ ১২

[ইতি যজ্ঞোপবীতম্।

স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়ামি সুরার্চ্চিত ॥ ১৩

[ইতি ভূষণানি।

সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্।
অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্ ॥ ১৪

[ইতি জলম্।

পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরম্।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ ১৫

[ইতি গন্ধঃ।

তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্।
সুমন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥ ১৬

[ইতি পুষ্পম্।

আচ্ছন্ন রাখিয়াছেন এবং আপনি নিরাবরণ থাকিলেও আপনার নিমিত্ত এই বাস কল্পনা করিতেছি।—ইতিবস্ত্র।১০। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মহামায়া জগৎসংমোহনী হইয়া থাকেন সেই পরমেশ্বরের জন্য উত্তরীয় কল্পনা করিতেছি।—ইত্যুত্তরীয়। ১১। যাঁহার শক্তিত্রয়ে অখিল জগৎ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে সেই যজ্ঞসূত্রস্বরূপ দেবতার নিমিত্ত যজ্ঞসূত্রের কল্পনা করিতেছি।—ইতি যজ্ঞোপবীত। ১২। স্বভাবতঃ যিনি সুন্দরাঙ্গ হয়েন এবং নানাশক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেই দেবতার নিমিত্ত বিচিত্র ভূষণের কল্পনা করিতেছি।—ইতি ভূষণ। ১৩। হে সমস্ত দেবদেবেশ! আপনি সকলের তৃপ্তিকারক এবং অখণ্ডানন্দপরিপূর্ণ এই

বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ১৭

[ইতি ধূপঃ।

সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দ্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ১৮

[ইতি দীপঃ।

সৎপাত্রসিদ্ধং সুভগং বিবিধানেকভক্ষণম্।
নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ॥ ১৯

[ইতি নৈবেদ্যম্।

ততো জলং "সমস্তদেবদেবেশ" ইত্যাদিনা।
পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ্ব মে।
অভিগমনমুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ইজ্যা পঞ্চপ্রকারার্চ্চা ক্রমেণ কথয়ামি তে॥ ২০
ততোঽভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্জ্জনম্।
উপলেপননির্ম্মাল্যদূরীকরণমেব চ॥ ২১

উৎকৃষ্ট জল গ্রহণ করুন।—ইতি জল। ১৪। হে পরমেশ্বর! পরমানন্দ-সৌরভে দিগন্তর পূরণকারী এই উত্তম গন্ধ গ্রহণ করুন।—ইতি গন্ধ। ১৫। তুরীয়বনসমুৎপন্ন, নানাগুণে মনোহর এবং সুমন্দ সৌরভযুক্ত এই উত্তম পুষ্প গ্রহণ করুন।—ইতি পুষ্প। ১৬। বনস্পতির রস ও দিব্য মনোহর গন্ধবিশিষ্ট সর্ব্বদেবতার আঘ্রাণযোগ্য এই ধূপ গ্রহণ করুন।—ইতি ধূপ। ১৭। সকল তিমিরনাশক সুপ্রকাশ মহাদীপ বাহ্য এবং অভ্যন্তরে জ্যোতির্বিশিষ্ট এই দীপ গ্রহণ করুন।—ইতিদীপ। ১৮। উৎকৃষ্ট পাত্রে সিদ্ধ বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যের উপকরণযুক্ত সুভগ এই নৈবেদ্য সানুগ আপনাকে নিবেদন করিতেছি, হে দেবেশ! ইহা গ্রহণ করুন।—ইতি নৈবেদ্য। ১৯।

অনন্তর "সমস্তদেবদেবেশ" এই মন্ত্রে পুনর্ব্বার জলদান করিবে।

পূজা পঞ্চ প্রকার কথিত হইয়াছে, তাহার ভেদ আমার নিকটে

উপাদানং নাম গন্ধপুষ্পাদিচয়নস্তথা ।
যোগো নাম স্বদেহস্থ স্বাত্মাত্বৈনৈব ভাবনা ॥ ২২
স্বাধ্যায়ো নাম মন্ত্রার্থসন্ধ্যানপূর্ব্বকো জপঃ ।
সূক্তস্তোত্রাদিপাঠস্তু হরিসংকীর্ত্তনস্তথা ॥ ২৩
তত্ত্বাদিশাস্ত্রাভ্যাসঃ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
ইজ্যা নাম স্বদেবস্থ পূজনন্তু যথার্থতঃ ॥ ২৪
ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চা কথিতা তব সুব্রতে !
সাষ্টি সামীপ্যসালোক্যসাযুজ্যসারূপ্যদা ক্রমাৎ ॥ ২৫

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চতুর্থরাত্রে পঞ্চপ্রকারার্চ্চা-
বিধির্দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রবণ কর, অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায়, ইজ্যা, এই পঞ্চপ্রকার পূজা তোমাকে কহিতেছি।২০। দেবতার স্থান মার্জ্জনা, উপলেপন এবং নির্ম্মাল্য দূরীকরণের নাম অভিগমন। ২১। গন্ধপুষ্পাদি সংগ্রহের নাম উপাদান, স্বদেহের স্বাত্মত্ব ভাবনার নাম যোগ। ২২। মন্ত্রার্থ সন্ধানপূর্ব্বক জপ এবং (বেদের) সূক্ত ও স্তোত্রাদি পাঠ এবং হরি সংকীর্ত্তনের নাম স্বাধ্যায়। ২৩। তত্ত্বাদি এবং শাস্ত্রাদির অভ্যাসের নাম স্বাধ্যায় এবং যথার্থতঃ স্বীয় দেবতার পূজার নাম ইজ্যা কথিত হইয়াছে। ২৪। হে সুব্রতে! তোমাকে এই পঞ্চপ্রকার পূজা কহিলাম উহাতে সাষ্টি, সামীপ্য সালোক্য সাযুজ্য সারূপ্য যথাক্রমে প্রাপ্তি হয়। ২৫।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

—:-*-:—

শ্রীমহাদেব উবাচ

অথ দ্বাদশসংশুদ্ধির্বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে।
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ ॥ ১
ভক্তিপ্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ।
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যৈবোত্তোলনং হরেঃ ॥
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে।
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনম্ ॥ ৩
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।
তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণম্ ॥ ৪
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে।
পাদোদকস্য নির্ম্মাল্যমালানামপি ধারণম্ ॥ ৫
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুনঃ।
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদেনির্ম্মাল্যস্য তপোধন ॥ ৬

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন।—অনন্তর বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশপ্রকার শুদ্ধির বিষয় এ স্থলে বর্ণনা করিতেছি ; গৃহোপসর্পণ এবং শ্রীহরির অনুগমন। ১। ভক্তিপ্রদক্ষিণ, পাদশোধন ও শ্রীহরির পূজার্থ ভক্তিপূর্ব্বক পত্র-পুষ্পাদির উত্তোলন। ২। সর্ব্বশুদ্ধির মধ্যে করদ্বয়ের শুদ্ধি ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন এবং গুণকীর্ত্তনই প্রধান। ৩। শ্রীকৃষ্ণদেবের প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক বাক্যশুদ্ধি ও তাঁহার কথা শ্রবণ ও তাঁহার উৎসব দর্শন বাসনা করিবে। ৪। কর্ণ এবং নেত্রের শুদ্ধি পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য ও মালাধারণ এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে। ৫। হে তপোধন! শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া মস্তকশুদ্ধি ও গন্ধপুষ্পাদি নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণে নাসিকা শুদ্ধির

বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে।
পত্রং পুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতম্॥ ৭
তদেকং পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ।
ললাটে চ গদা কার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপং শরাংস্তথা॥ ৮
নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খং চক্রং ভুজদ্বয়ে।
শঙ্খচক্রান্বিতো বিপ্রঃ শ্মশানে ম্রিয়তে যদি॥ ৯
প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য গোতম।
যানৈর্ব্বা পাদুকাভির্ব্বা যানং ভগবতো গৃহে॥ ১০
দেবোৎসবেষ্বাসবী চ অপ্রণামো মদগ্রতঃ।
উচ্ছিষ্টে চৈব বাশৌচে ভগবদ্বন্দনাদিকম্॥ ১১
একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্।
পাদপ্রসারণঞ্চৈব তথা পর্য্যাঙ্কবন্ধনম্॥ ১২
শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেব চ।
উচ্চৈর্ভাষো মিথো বৈরং রোদনানি চ বিগ্রহঃ॥ ১৩
নিগ্রহানুগ্রহশ্চৈব স্ত্রীষু চ ক্রূরভাষণম্।
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ॥ ১৪

বিধান করিবে। ৬। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার চরণারবিন্দে সমর্পিতপত্র পুষ্পাদির ঘ্রাণ অনুভব করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ৭। ইহলোকে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, তাহাতে সমস্ত শুদ্ধি হইবে; তজ্জন্য ললাটে গদা, মস্তকে ধনুঃ ও শর সংস্পর্শ করিবে। ৮। হৃন্মধ্যে নন্দক, ভুজদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিবে; যেহেতু কোন বিপ্র শঙ্খ-চক্রান্বিত হইয়া যদি শ্মশানে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে প্রয়াগে যে গতি হয় তাহারও সেই গতি হইবে; আর ভগবদ্‌গৃহে যান কিম্বা পাদুকা সহিত গমন, দেবোৎসবে আসবী, দেবাগ্রে অপ্রণাম, উচ্ছিষ্ট কিম্বা অশৌচ বস্তুতে ভগবদ্বন্দনাদি, একহস্তে প্রণাম, তাঁহার অগ্রে প্রদক্ষিণ ও পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধন, শয়ন, ভক্ষণ, মিথ্যাভাষণ, উচ্চভাষণ, পরস্পর শত্রুতা, রোদন, যুদ্ধ, নিগ্রহানুগ্রহ, স্ত্রীদিগের প্রতি ক্রূরভাষণ, কম্বলাবরণ,

অশ্লীলভাষণঞ্চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণম্ ।
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণম্ ॥ ১৫
তত্তৎকালভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্ ।
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনস্য চ ॥ ১৬
স্পষ্টীকৃত্বাসনঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ ।
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনন্তথা ।
অপরাধস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৭
শালগ্রামশিলাতোয়ং ন পীত্বা যস্তু মস্তকে ।
প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥ ১৮
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিজন্মাঘনাশনম্ ।
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ ॥ ১৯

ধারণমন্ত্রস্তু—

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পুণ্যং শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥ ২০
হত্যাং হন্তি তদঙ্ঘ্রিজাপি তুলসী স্তেয়ঞ্চ তোয়ং পদে ।
নৈবেদ্যং বহু অন্নপানজনিতং গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজম্ ॥ ২১

পরনিন্দা ও পরস্তুতি, অশ্লীলভাষণ, অধোবায়ুবিমোক্ষণ, সমর্থ হইয়াও সামান্য উপচারদান, অনিবেদিত ভক্ষণ, যথাকালে উৎপন্ন ফলাদি অনর্পণ, বিনিযুক্ত অবশিষ্ট ব্যঞ্জনাদি প্রদান, আসন স্পষ্টকরণ, পরনিন্দা, পরস্তুতি, গুরুসম্বন্ধে মৌন, আপনার প্রশংসা এবং দেবতানিন্দন, বিষ্ণুর সম্বন্ধে সাধকের দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ কথিত হইল। ৯—১৭। শালগ্রামের চরণামৃত পান না করিয়া যে কেহ মস্তকে উহা প্রক্ষেপ করে সে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হয়। ১৮। বিষ্ণুপাদোদক পান করিলে কোটিজন্মের পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহা ভূমিতে বিন্দুমাত্র পতিত হইলে অষ্টগুণ পাপ জন্মে। ১৯। ধারণমন্ত্র,—অকাল-মৃত্যুনিবারক, সকল ব্যাধিবিনাশক শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র পাদোদক মস্তকে ধারণ করিতেছি। ২০। তাঁহার পাদপদ্মস্থিত তুলসী হত্যাজনিত পাপ, চরণামৃত অপহরণ জন্য

শ্রীশাধীনমতিঃ স্থিতির্হরিজনৈস্তৎসঙ্গজং কিল্বিষম্।
সালগ্রামশিলার্চ্চনস্য মহিমা কোঽপ্যেষ লোকোত্তরঃ ॥ ২২
কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং যঃ করোতি কলৌ নরঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ২৩

[বশিষ্ঠে।

কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং ন করোতি হরের্দ্দিনে।
বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্ ॥ ২৪
স্মরণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ কলৌ মন্ত্রজপাদিষু।
দানন্তু প্রীতয়ে তস্য নান্যথা গতিরিষ্যতে ॥ ২৫

[নারদীয়ে।

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
দ্বাদশশুদ্ধিরেকাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তশ্চায়ং
চতুর্থরাত্রঃ ॥

এবং নৈবেদ্য বহুতর অন্নপানজনিত এবং গুরুপত্নীসঙ্গজ পাপ সকলকে নাশ করে। ২১। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেবকভাব এবং হরিজনের সহিত সঙ্গ থাকিলে সঙ্গজন্য পাপ হইতে মুক্তি এবং শালগ্রামশিলাপূজনের মহিমা অলৌকিক। ২২। যে কোন ব্যক্তি কলিযুগে কেশবাগ্রে নৃত্যগীত করেন তিনি নিত্য পদে পদে অশ্বমেধের ফলভোগ করেন। ২৩।

[ইতি বশিষ্ঠ বচন।

যে কেহ হরিবাসরে কেশবাগ্রে নৃত্যগীত না করে সে কি অগ্নিতে দগ্ধ এবং রসাতল গত হয় না ? । ২৪। কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্র জপাদি সময়ে তাঁহার স্মরণ ও কীর্ত্তন এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত দান করা কর্ত্তব্য ; কারণ তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার গতি নাই। ২৫।

[ইতি নারদীয় বচন।

চতুর্থ রাত্র সমাপ্ত

পঞ্চমরাত্রম্

—·:·*·:·—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

শ্রীমহাদেব উবাচ

অথোচ্যন্তে পুনর্ম্মন্ত্রাঃ শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ নরো ভক্তত্বমাব্রজেৎ॥ ১
যেষাং তন্ত্রাদিশাস্ত্রাণাং বিচারো নৈব হি ক্বচিৎ।
করোম্যশেষতো দেবি ভক্তিমুক্তিপ্রদো নৃণাম্॥ ২
উপদেশবিধিং বক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য কলৌ যথা।
দদ্যান্মন্ত্রং গুরুঃ স্বচ্ছঃ শিষ্যং ভক্তিসমন্বিতম্॥ ৩
উপোষ্যৈকদিনং পূর্ব্বং যদ্বা ভুক্ত্বা হবিষ্যকম্।
স্নাত্বা তু নির্ম্মলে তোয়ে পূর্ব্বাস্যঃ সুখমানসঃ॥ ৪
শিষ্যঞ্চোদঙ্মুখস্থঞ্চ হরের্নাম্নস্তু ষোড়শ।
স শ্রাব্যৈব ততো দদ্যান্মন্ত্রং ত্রৈলোক্যমঙ্গলম্॥ ৫

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন।—হে প্রিয়ে! যে মন্ত্রের বিজ্ঞানমাত্রে লোক ভক্তিমান্ হয় অনন্তর পুনর্ব্বার সেই সকল মন্ত্র কথিত হইতেছে, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ১। যে সকল তন্ত্রাদি শাস্ত্রের বিচার কোন স্থানে হয় নাই, হে দেবি! মনুষ্যদিগের ভক্তিমুক্তিপ্রদ সেই বিচার অশেষ প্রকারে নির্দ্দিষ্ট করিতেছি। ২। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বিধি যে প্রকারে হইবে তাহা বলিতেছি, নির্ম্মলস্বভাব গুরু ভক্তিমান্ শিষ্যকে মন্ত্রদান করিবেন। ৩। পূর্ব্বদিনে উপবাস কিম্বা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া নির্ম্মল জলে স্নানপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে পূর্ব্বাভিমুখ হইবে এবং উত্তরাভিমুখ শিষ্যকে ষোড়শবার হরিনাম শ্রবণ করাইয়া ত্রৈলোক্যমঙ্গল

ততো গুরুঃ স্বয়ং দেবং সম্পূজ্য বিধিবন্ধুনেৎ।
বৈষ্ণবোক্তবিধানেন স্থণ্ডিলে সংস্কৃতেঽপি চ ॥ ৬
ততস্তু দক্ষিণা দেয়া শিষ্যেণ গুরবে যথা।
সামর্থ্যেন স্বশক্ত্যা তু বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭
অথোচ্যন্তে মহামন্ত্রাঃ কৃষ্ণস্য বালরূপিণঃ।
নাম্নঃ সহস্রং শতকং কবচঞ্চ সুরেশ্বরি ॥ ৮

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

অষ্টাদশার্ণো মারান্তো মনুঃ সুতধনপ্রদঃ।
ঋষ্যাদ্যষ্টাদশার্ণোক্তং মাররূঢ়স্বরৈঃ ক্রমাৎ।
অঙ্গান্যস্য মনোরঙ্গদিক্‌পালাদ্যৈঃ সমর্চ্চনা ॥ ৯
পাণৌ পায়সপঙ্কমাহিতরসং বিভ্রন্মুদা দক্ষিণে
সব্যে শারদচন্দ্রমণ্ডলনিভং হৈয়ঙ্গবীনং দধৎ।
কণ্ঠে কল্পিতপুণ্ডরীকনখবদ্দাম প্রদীপ্তং বহন্
দেবো দিব্যদিগম্বরো দিশতু নঃ সৌখ্যং যশোদাসুতঃ ॥ ১০
দিনশোঽভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং দ্বাত্রিংশল্লক্ষমানতঃ।
জপ্ত্বা দশাংশং জুহুয়াৎ সিতান্নেন পয়োন্ধসা ॥ ১১

মন্ত্র তাহাকে দিতে হইবে। ৪-৫। অনন্তর গুরুদেব স্বয়ং ইষ্টদেবতার পূজা এবং বৈষ্ণবোক্ত বিধানে সংস্কৃতাগ্নিযুক্তস্থণ্ডিলে যথাবিধি হোম করিবেন। ৬। তদনন্তর শিষ্য বিত্তশঠতা পরিত্যাগ করত সামর্থ্যানুসারে গুরুকে দক্ষিণা দিবেন। ৭। অনন্তর হে সুরেশ্বরি! বালকৃষ্ণরূপী শ্রীবিষ্ণুর মহামন্ত্র সকল এবং সহস্র ও শতনাম ও কবচ কথিত হইতেছে। ৮।

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। কামবীজান্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে সুত এবং ধনপ্রাপ্তি হয়; ঋষ্যাদি অষ্টাদশার্ণ কামবীজ এবং উহার স্বরবর্ণ সকল অঙ্গ, মন্ত্রের অঙ্গ, দিকৃপাল এবং অস্ত্রাদির সহিত যথাক্রমে অর্চ্চিত হইবে। ৯। দক্ষিণ হস্তে সহর্ষে রসযুক্ত পায়সান্ন ধারণ করিতেছেন এবং বামহস্তে শরৎ-কালীন চন্দ্রমণ্ডলের সদৃশ নবনীত বহন করিতেছেন। কণ্ঠে কল্পিত পুণ্ডরীকনখবৎ উজ্জ্বল মাল্য বহনকারী দিব্য দিগম্বর বেশধারী যশোদাপুত্র

পদ্মস্থং দেবমভ্যর্চ্চ্য তর্পয়েত্তন্মুখাম্বুজে।
ক্ষীরেণ কদলীপঙ্কৈর্দ্দধ্না হৈয়ঙ্গবেন চ ॥ ১২
সুতার্থী তর্পয়েদ্দেবং বৎসরাল্লভতে সুতম্।
যদ্‌যদিচ্ছতি তৎসর্ব্বং তর্পণাদেব সিদ্ধ্যতি ॥ ১৩
তারং হৃদ্ভগবান্ ঙেঽন্তো নন্দপুত্রপদং তথা।
নন্দান্তে বপুষে হস্তাগ্নিময়োঽন্তে দশার্ণকঃ ॥ ১৪
অষ্টাবিংশত্যক্ষরোঽয়ং ব্রুবেদ্দ্বাত্রিংশদক্ষরম্।
নন্দপুত্রপদং ঙেঽন্তং শ্যামলাঙ্গপদন্তথা ॥ ১৫
তথা বালবপুঃ কৃষ্ণো গোবিন্দো দশবর্ণকঃ।
অনয়োর্নারদঋষিশ্ছন্দস্তূষ্ণীগনুষ্টুভৌ ॥ ১৬
আচক্রাদ্যৈরঙ্গসংস্থৈর্দ্দিক্‌পালাস্ত্রৈঃ প্রপূজনম্।
দক্ষিণে রত্নচষকং বামে সৌবর্ণবেত্রকম্ ॥ ১৭
করে দধানং দেবীভ্যামাশ্লিষ্টং চিন্তয়েদ্ধরিম্।
জপেল্লক্ষং মনুবরং পায়সৈরযুতং হুনেৎ ॥ ১৮

আমাদিগের সুখাদির বিধান করুন। ১০। প্রতিদিন শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া দ্বাত্রিংশৎলক্ষ পরিমাণ জপ ও তাহার দশাংশ হোম পয়োযুক্ত মিষ্টান্নে সম্পাদন করিবে।১১। পদ্মস্থিত দেবতাকে অর্চ্চনা করিয়া তাহার মুখপদ্মে ক্ষীর, কদলিপঙ্ক, দধি এবং নবনীত প্রভৃতি নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। ১২। পুত্রার্থী উক্ত দেবকে তর্পণ করিলে এক বৎসরের মধ্যে পুত্র লাভ করিবে এবং সেই তর্পণদ্বারা অভিলষিত সমস্ত বিষয় সিদ্ধ হয়। ১৩। তারবীজ এবং হৃৎ ও ভগবৎ শব্দ চতুর্থীর একবচন যোগে ও নন্দপুত্র পদের নন্দশব্দের শেষে স্বাহা শব্দযোগে দশাক্ষর মন্ত্র হইবে। ১৪। অষ্টাবিংশত্যক্ষর এবং দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্র নন্দপুত্র এবং শ্যামলাঙ্গপদে চতুর্থীর একবচন যোগ করিয়া উদ্ধার করিতে হয়। ১৫। সেইরূপ দশবর্ণক মন্ত্রে বালবপুঃ কৃষ্ণ ও গোবিন্দপদ থাকে; ইহার ঋষি নারদ এবং ছন্দঃ উষ্ণিক্ ও অনুষ্টুপ্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৬। আচক্রাদি অঙ্গসংস্থ, দিক্‌পাল ও অস্ত্রাদির পূজনান্তে দক্ষিণে সুবর্ণপাত্র ও বামে

এবং সিদ্ধমনুর্ম্মন্ত্রী ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যভাগ্‌ভবেৎ।
তারাদির্ভগবান্ ঙেঽন্তো রুক্মিণীবল্লভস্তথা ॥ ১৯
শিরোঽন্তঃ ষোড়শার্ণোঽয়ং রুক্মিণীবল্লভাহ্বয়ঃ।
সর্ব্বসাক্ষাৎপ্রদো মন্ত্রো নারদোঽস্য মুনিঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
ছন্দোঽনুষ্টুব্দেবতা চ রুক্মিণীবল্লভো হরিঃ।
একদৃগ্বেদমুনিদৃগ্বর্ণৈরস্যাঙ্গকল্পনা ॥ ২১
তাপিচ্ছচ্ছবিরঙ্কগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজ-
　প্রোদ্যদ্বামভুজাং স্ববাহুলতয়াঽঽশ্লিষ্যন্সচিন্তাস্ময়া।
শ্লিষ্যন্তীং স্ময়মানহস্তবিলসৎসৌবর্ণবেত্রশ্চিরম্
　পায়াদ্বঃ শণসূনপীতবসনো নানাবিভূষো হরিঃ ॥ ২২
ধ্যাত্বৈবং রুক্মিণীনাথো জপ্যাল্লক্ষমিমং মনুম্
অযুতং জুহুয়াৎ পদ্মৈররুণৈর্ম্মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ২৩
অর্চ্চয়েন্নিত্যমঙ্গৈস্তং নারদাদ্যৈর্দ্দিশোঽধিপৈঃ।
বজ্রাদ্যৈরপি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাপ্তয়ে নরঃ ॥ ২৪

সুবর্ণবেত্র ধারণকারী শ্রীহরিকে দেবীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ভাবিয়া ধ্যান ও একলক্ষ জপ এবং পায়সান্নে অযুতবার হোম করিবে। ১৭-১৮। এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সাধক ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যভাগী হইবে, তারাদি ভগবান্ রুক্মিণীবল্লভ শব্দ চতুর্থীর একবচনে যোগ করিয়া শিরশব্দের সহিত পুনশ্চ রুক্মিণীবল্লভ পদ যোগ করিলে সর্ব্বসাক্ষাৎপ্রদ ষোড়শার্ণ মন্ত্র হয়; উহার ঋষি নারদ ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা রুক্মিণীবল্লভ হরি এবং এক, তিন, চারি, সাত ও পুনর্ব্বার তিন অক্ষরে অঙ্গ কল্পনা করিবে। ১৯—২১। যে শ্রীহরি স্বকীয় বাহুলতাদ্বয়ে, গোপিকাগণকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতেন ও তাহারা বিস্ময়ান্বিতা এবং লজ্জিতা হইলে আপনিও হাস্যযুক্ত হইতেন, নানাবিধ ভূষণধারী পীতাম্বর তোমাদিগকে চিরকাল রক্ষা করুন। ২২। এইরূপে রুক্মিণীবল্লভের ধ্যান করিয়া ঐ মন্ত্র একলক্ষবার জপ এবং মধুরাপ্লুত অরুণবর্ণ পদ্ম দ্বারা অযুতবার হোম করিবে ২৩। মানুষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বজ্রাদি।

লীলাদণ্ডধরো গোপীজনসংসক্তদোঃপদম্ ।
দণ্ডান্তে বালরূপেতি মেঘশ্যামপদস্ততঃ ॥ ২৫
ভগবন্ বিষ্ণুরিত্যুক্তো বহ্নিজায়ান্তকো মনুঃ ।
একোনত্রিংশদন্তোঽস্য মুনির্নারদ ঈরিতঃ ॥ ২৬
ছন্দোঽনুষ্টুব্দেবতা চ লীলাদণ্ডহরির্ম্মতঃ ।
মুন্যদ্ধিকরণাঙ্গাব্ধিবর্ণৈরঙ্গক্রিয়া মতা ॥ ২৭
সম্মোহয়ন্নিজকরা মকরস্থলীলা
দণ্ডেন গোপযুবতীঃ সুরসুন্দরীশ্চ ।
দিশ্যান্নিজপ্রিয়তমাস্বগদক্ষহস্তো
দেবঃ শ্রিয়ং নিহতকংস উরুক্রমো বঃ ॥ ২৮
ধ্যাত্বৈবং প্রজপেল্লক্ষং অযুতং সিততণ্ডুলৈঃ ।
ত্রিমধ্বক্তৈর্হুনেদঙ্গদিক্পালাস্ত্রৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৯
লীলাদণ্ডহরিং যো বৈ ভজতে নিত্যমাদরাৎ ।
স পূজ্যতে সর্ব্বলোকৈস্তং ভজেদিন্দিরা সদা ॥ ৩০

অঙ্গদেবতা, নারদাদি ঋষি এবং দিক্পালদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অর্চ্চনা করিবে। ২৪। লীলাদণ্ডধর এবং গোপীজন-সংসক্ত হস্ত-পদ ও দণ্ডান্তে বালরূপ ও মেঘশ্যাম। ২৫। ভগবন্ ও বিষ্ণুশব্দের পরে স্বাহাপদ যোগ করিলে একোনত্রিংশৎ অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্র হইবে; ইহার ঋষি নারদ ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ দেবতা লীলাদণ্ডহরি এবং মুনি, অব্ধি, করণ এবং অঙ্গাব্ধি বর্ণ দ্বারা অঙ্গপূজা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২৬—২৭। যিনি স্বকীয় করদণ্ডে গোপিকাগণের এবং সুরসুন্দরীদিগের সহিত লীলাচ্ছলে আলিঙ্গন করত তাহাদিগকে মোহিতা করিয়াছেন এবং নিজের প্রিয়তমার মর্ম্মস্পর্শী দক্ষিণ হস্ত বিশিষ্ট সেই কংসান্তকারী ত্রিবিক্রম তোমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন। ২৮। এইরূপ ধ্যান করিয়া লক্ষবার জপান্তে অযুতবার তিল ও মধু দিয়া হোম করণান্তে দিক্পাল এবং অস্ত্রাদির পূজা করিবে। ২৯। যে কেহ আদরপূর্ব্বক নিত্য নিত্য লীলাদণ্ড হরির ভজনা করেন তিনি সর্ব্বজনপূজিত হন এবং লক্ষ্মী তাঁহাকে

ত্রয়োদশস্বরযুতঃ শার্ঙ্গী মোদঃ স কেশবঃ।
তথা মাং সযুগস্তারঃ শিবঃ সপ্তাক্ষরোঽপরঃ॥ ৩১
আচক্রাদ্যৈরঙ্গক্৯প্তির্নারদোঽস্য মুনিঃ স্মৃতঃ।
ছন্দ উষ্ণিগ্দেবতা চ গোবল্লভ উদাহৃতঃ॥ ৩২
ধ্যেয়োঽচ্যুতঃ স কপিলাগণমধ্যসংস্থো
য আহ্বয়ন্ দধি দক্ষিণদোষ্ণি বেণুম্।
পাশং সযষ্টি সপত্রপয়োদনীলঃ
পীতাম্বরোঽহিবিপুপিচ্ছকৃতাবতংসঃ॥ ৩৩
মন্ত্রং লক্ষং জপেদেতং হুনেৎ সপ্তসহস্রকম্।
গোক্ষীরৈরঙ্গদিক্পালমধ্যেঽর্চ্চ্যং গোগণান্তকম্॥ ৩৪
অষ্টোত্তরসহস্রং যঃ পয়োভির্দ্দিনশো হুনেৎ।
পতঙ্গগোগণৈরাঢ্যো দশার্ণেনৈব বা বিধিঃ॥ ৩৫
স নরো বাসুদেবো হৃন্ ঙেন্তঞ্চ ভগবৎপদম্।
শ্রীগোবিন্দপদং তদ্বদ্বাদশার্ণোঽয়মীরিতঃ॥ ৩৬
মনুর্নারদগায়ত্রীকৃষ্ণর্ষ্যাদিরথাঙ্গকম্।
একাক্ষিবেভূদতার্ণৈঃ সমস্তৈরপি কল্পয়েৎ॥ ৩৭

ভজনা করিয়া থাকেন।৩০। ত্রয়োদশ স্বরবর্ণযুক্ত শার্ঙ্গী, মোদ ও কেশববীজে দুইবার প্রণব শিবপদ যোগে সপ্তাক্ষর মন্ত্র হইবে।৩১। চক্রাদি ইহার অঙ্গ, নারদ ঋষি, ছন্দঃ উষ্ণিক্, দেবতা গোবল্লভ উক্ত হইয়াছে।৩২। যিনি কপিলাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণ হস্তে বেণুবাদন করিতেছেন এবং পাশ ও যষ্টিসহকারে ধাবমান হইতেছেন এবং যিনি ময়ূরপুচ্ছে স্বকীয় কেশের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন সেই পীতাম্বরযুক্ত ধ্যেয় শ্রীহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।৩৩। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লক্ষবার জপ করিয়া ক্ষীর দ্বারা সপ্তসহস্রবার হোম করিবে তাহাতে অঙ্গদিক্পালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা কর্ত্তব্য।৩৪। যে কেহ প্রতিদিন অষ্টোত্তর সহস্রবার দুগ্ধদ্বারা হোম করিবে সে পতঙ্গ এবং গোসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধিযুক্ত হইবে, অথবা দশার্ণমন্ত্রদ্বারা এই বিধি।৩৫। হৃৎশব্দে চতুর্থীর একবচনান্ত করিয়া সেই

বন্দে কল্পদ্রুমূলাশ্রিতমণিময়সিংহাসনে সন্নিবিষ্টম্
নীলাভং পীতবস্ত্রং করকমললসচ্ছঙ্খবেণুং মুরারিম্ ।
গোভিঃ সপ্রসবাভি র্বৃতমমরপতিপ্রৌঢহস্তস্থকুম্ভ-
প্রদ্যোতৎসৌধধারাস্নপিতমভিনবাম্ভোজপত্রাভনেত্রম্ ॥ ৩৮
ধ্যাত্বৈবমচ্যুতং জপ্ত্বা রবিলক্ষং হুনেত্ততঃ ।
তুগ্ধৈর্দ্বাদশসাহস্রং দিনশোঽমুং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩৯
গোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতং বাপি গেহে বা প্রতিমাদিষু ।
সমস্তপরিবারার্চ্চাস্তাঃ পুনর্বিষ্ণুপার্ষদাঃ ॥ ৪০
দ্বারাগ্রেঽবনিপীঠেঽর্চ্চ্যাঃ পক্ষীন্দ্রশ্চ তদগ্রতঃ ।
চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্দোঽবিধাতারৌ চ দক্ষিণে ॥ ৪১
জয়ঃ সবিজয়ঃ পশ্চাদ্বলপ্রবল উত্তরে ।
উর্দ্ধে দ্বারি শ্রিয়ং শ্রেষ্ঠান্ দ্বার্য্যেতান্ যুগ্মেশোঽর্চয়েৎ ॥ ৪২
পূজ্যো বাস্তুপুমাংস্তত্র তত্র দ্বাঃপীঠমধ্যতঃ ।
দ্বারান্তপার্শ্বয়োরর্চ্যা গঙ্গা চ যমুনা নদী ॥ ৪৩

ব্যক্তি বাসুদেব ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিবে।৩৬। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ গায়ত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া একাক্ষি-বেদভূতার্ণ সমস্ত মন্ত্র দ্বারা অঙ্গপূজা কল্পিত হইবে। ৩৭। যিনি কল্পবৃক্ষের মূলাশ্রিত মণিময় সিংহাসনে সন্নিবিষ্ট এবং যিনি নীলাভাযুক্ত পীতাম্বরধারী এবং করকমলে শঙ্খ ও বেণুবিশিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণ মুরারিকে বন্দনা করি। তিনি গোবৎস প্রভৃতিতে পরিবৃত এবং সকল অমরপতির হস্তস্থিত কুম্ভের ধারাজলে স্নপিত ও নূতন্ পদ্মপত্রসদৃশ নেত্রবিশিষ্ট। ৩৮। এইরূপ অচ্যুতদেবকে ধ্যান করিয়া দ্বাদশলক্ষ জপ ও দুগ্ধের দ্বারা দ্বাদশ সহস্র হোম করিয়া প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিবেন। ৩৯। কোন গোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে কিম্বা গৃহে সংস্থাপিত প্রতিমাদিতে তাঁহার পারিষদ্ ও সমস্ত পরিবারগণের দ্বারাগ্রে অবনিপীঠে এবং অগ্রে গরুড়ের এবং চণ্ড ও প্রচণ্ডের এবং দোহন বিধাতার পূর্ব্ব এবং দক্ষিণে, উত্তরে বল ও প্রবল পশ্চিমে জয় ও বিজয়ের এবং উর্দ্ধে দ্বারিকাস্থিত শ্রীপতির

কোণেষু বিঘ্নং দুর্গাঞ্চ বাণীং ক্ষেত্রে সমর্চ্চয়েৎ।
অর্চ্চয়েদ্বাস্তুপুরুষং বেশ্মমধ্যে সমাহিতঃ ॥ ৪৪
তারং শার্ঙ্গপদং ঙেঽন্তং সপর্ব্বঞ্চ শরাসনম্।
হুং ফট্ নম উক্ত্বাঽস্ত্রমুদ্রয়াঽগ্রে স্থিতোঽহরেঃ ॥ ৪৫
পুষ্পাক্ষতং ক্ষিপেদ্দিক্ষু সমাসীতাসনে ততঃ।
বিধেয়মেতৎসর্ব্বত্র স্থাপিতে তু বিশেষতঃ ॥ ৪৬
আত্মার্চ্চনান্তং কৃত্বাথ গুরুপংক্তিং পুরোক্তবৎ।
শ্রীগুরুং পরমাত্মাংশ্চ মহাস্মৎসর্ব্বপূর্ব্বকান্ ॥ ৪৭
তৎপাদুকান্নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধাননন্তরম্।
ততো ভগবতশ্চেষ্ট্বা বিঘ্নঘ্নান্ দক্ষিণেঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৮
পূর্ব্ববৎ পীঠমভ্যর্চ্চ্য শ্রীগোবিন্দমথার্চ্চয়েৎ।
রুক্মিণীং সত্যভামাঞ্চ পার্শ্বয়োরিন্দ্রমগ্রতঃ ॥ ৪৯
পৃষ্ঠতঃ সুরভিঞ্চেষ্ট্বা কেশরেষ্বঙ্গদেবতাঃ।
অর্চ্চ্যা হৃদাদিবর্ম্মান্তং দিক্ষ্বস্ত্রং কোণকেষু চ ॥ ৫০

যুগলমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৪০—৪২। তাহাতে পীঠমধ্যে বাস্তু-পুরুষের পূজা হইলে তাঁহার উভয়পার্শ্বে গঙ্গা এবং যমুনানদীর পূজা করা আবশ্যক হয়। ৪৩। অনন্তর পূজাস্থলীর কোণসমূহে বিঘ্ন, দুর্গা, সরস্বতী ও ক্ষেত্রপালের পূজা হইলে সেই গৃহমধ্যে একাগ্রচিত্তে বাস্তুপুরুষের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৪৪। তারবীজসহকারে শার্ঙ্গ ও সপর্ব্ব শরাসন শব্দের চতুর্থীর একবচন যোগ করিয়া হুং ফট্ নমঃ উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীহরির মুদ্রাবাহন করিয়া দিবে। ৪৫। অনন্তর আসনে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে তণ্ডুল এবং পুষ্পনিক্ষেপ করিবে, সর্ব্বত্র এই বিধি অবলম্বন করিবে, বিশেষতঃ স্থাপিত মূর্ত্তি স্থলে পরমাত্মার অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বোক্তবৎ শ্রীগুরু ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিবে। ৪৬-৪৭। নারদাদি ঋষিগণের এবং গুরুজনের পাদুকার্চ্চনা করিয়া অনন্তর দক্ষিণে বিঘ্নবিনাশকের পূজা করিতে হইবে। ৪৮। তাহাতেও পীঠপূজা ও শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা ও রুক্মিণী এবং সত্যভামার

কালিন্দী রোহিণী নাগ্নজিত্যাদ্যাঃ ষট্‌কশক্তয়ঃ।
দলেষু পীঠকোণেষু বহ্ব্যাদ্যর্চ্চাথ কিঙ্কিণী ॥ ৫১
দামানি যষ্টয়ো বেশ্ম পুরঃ শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ।
অগ্রতো বনমালাঞ্চ দিক্ষ্বষ্টাসু ততোহর্চ্চয়েৎ ॥ ৫২
পাঞ্চজন্যং গদাঞ্চক্রং বসুদেবঞ্চ দেবকীম্।
নন্দগোপং যশদাঞ্চ সগোগোপালগোপিকাঃ ॥ ৫৩
ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বা বিশ্বক্‌সেনস্তথোত্তরে।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোহথ বামনঃ ॥ ৫৪
শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং বেতি গোষ্ঠিকাম্ ॥ ৫৫
শ্রীগোবিন্দং যজেন্নিত্যং গোভ্যশ্চ যবসপ্রদঃ।
দীর্ঘজীবী নিরাতঙ্কো ধেনুধান্যধনাদিভিঃ ॥ ৫৬
পুত্রৈর্ম্মিত্রৈর্ধনাঢ্যোহন্তে প্রয়াতি পরমাং গতিম্।
ঊর্দ্ধদন্তযুতঃ শার্ঙ্গী চক্রী দক্ষিণকর্ণযুক্ ॥ ৫৭

উভয়পার্শ্বে পূজা করা আবশ্যক। ৪৯। পৃষ্ঠভাগে সুরভির এবং কেশর-মধ্যে অঙ্গদেবতার পূজা করিবে এবং হৃদয়াদি বর্ম্ম পর্য্যন্ত ও সকল দিগের কোণে পূজা হইবে। ৫০। কালিন্দী, রোহিণী এবং নাগ্নজিতী প্রভৃতি ষট্ শক্তিগণকে পীঠদলে এবং বহ্ব্যাদিগণকে পূজা করিয়া অনন্তর কিঙ্কিণী, দাম, যষ্টি, গৃহ, পুরী, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বনমালাকে অষ্টদিকে পূজা করিবে। ৫১-৫২। পাঞ্চজন্য, গদা, চক্র, বসুদেব, দেবকী, নন্দগোপ, যশোদা এবং গো-গোপাল ও গোপিকাদিগের এবং ইন্দ্রাদি দেবতার ও বিশ্বক্‌সেনের পূজা হইলে তদুত্তরে কুমুদ কুমুদাক্ষ পুণ্ডরীক বামন এবং শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রভৃতি সকলের এককাল দ্বিকাল রাত্রিকাল পূজা করাতে গোষ্ঠীপূজা কহা যায়। ৫৩-৫৫। নিত্য শ্রীগোবিন্দের পূজা করত গরুকে ঘাস প্রদান করিলে সাধক দীর্ঘজীবী ও নিরাতঙ্ক এবং ধেনু ধান্য ও ধন ও পুত্রমিত্র সহকারে ভোগবান্ হইয়া অন্তে পরমগতি লাভ করেন, ঊর্দ্ধদন্তযুক্ত শার্ঙ্গী, চক্রী ও দক্ষিণ কর্ণ ও

মাং স্বনাথায় নত্যন্তো মূলমন্ত্রোঽষ্টবর্ণকঃ।
ঋষির্ব্রহ্মাস্য গায়ত্রী ছন্দঃ কৃষ্ণস্তু দেবতা।
বর্ণযুগ্মৈঃ সমস্তেন প্রোক্তং স্যাদঙ্গপঞ্চকম্॥ ৫৮
পঞ্চবর্ষমতিদৃপ্তমঙ্গনে ধাবমানমতিচঞ্চলেক্ষণম্।
কিঙ্কিণীবলয়হারনূপুরৈরঞ্জিতং নমত গোপবালকম্॥ ৫৯
ধ্যাত্বৈবং প্রজপেদষ্টলক্ষং তাবৎ সহস্রকম্।
জুহুয়াদ্ব্রহ্মবৃক্ষোৎথসমিদ্ভিঃ পায়সেন বা॥ ৬০
প্রাসাদস্থাপিতং কৃষ্ণমমুনা নিত্যমর্চ্চয়েৎ।
দ্বারপূজাদি পীঠান্তং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তমার্গতঃ॥ ৬১
মধ্যেঽর্চ্চয়েদ্ধরিং দিক্ষু বিদিক্ষ্বঙ্গানি চ ক্রমাৎ।
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ॥ ৬২
রুক্মিণী সত্যভামা চ লক্ষ্মণা জাম্ববত্যপি।
দিগ্বিদিক্ষ্বর্চ্চয়েদেতা ইন্দ্রবজ্রাদিকান্ বহিঃ॥ ৬৩
যোঽমুং মনুং জপেন্নিত্যং বিধিনাভ্যর্চ্চয়ন্ হরিম্।
সর্ব্বসম্পৎসুসম্পূর্ণো নিত্যং শুদ্ধং পদং ব্রজেৎ॥ ৬৪

সনাথায় নমঃ এইরূপ অষ্টবর্ণযুক্ত * মূলমন্ত্র হয়, ইহার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং বর্ণদ্বয়ে (কৃষ্ণ) ইহার পঞ্চাঙ্গ পূজা উক্ত হইয়াছে। ৫৬-৫৮। যিনি পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত প্রাঙ্গণ মধ্যে ধাবমান হইতেন এবং যাঁহার নয়নযুগল নিতান্ত চপল ও যিনি কিঙ্কিণী, বলয়, হার এবং নূপুরে শোভমান হইতেন সেই গোপবালককে প্রণিপাত করিতেছি। ৫৯। এইরূপ ধ্যান করিয়া অষ্টলক্ষ জপ ও অশ্বত্থবৃক্ষের সমিধ্, কিম্বা পায়সান্নে অষ্টসহস্রবার হোম করিবে। ৬০। এইরূপে প্রাসাদে স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যহ পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে দ্বারপূজাদি পীঠপূজা পর্য্যন্ত ক্রিয়া সমাপন করিবে। ৬১। মধ্যস্থলে শ্রীহরির পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্রমে অঙ্গদেবতা, বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নের পূজা করিবে। ৬২। রুক্মিণী, সত্যভামা, লক্ষ্মণা, জাম্ববতী প্রভৃতিকে চতুর্দ্দিকে পূজা করিয়া

* গোকুলনাথায় নমঃ।

তারশ্রীশক্তিমারান্তে শ্রীকৃষ্ণায় পদং বদেৎ ।
শ্রীগোবিন্দায় তস্যোর্দ্ধং শ্রীগোপীজন ইত্যপি ॥ ৬৫
বল্লভায় ততস্ত্রিঃ শ্রীঃসিদ্ধগোপালকো মনুঃ ।
মাধবীমণ্ডপাসীনৌ গরুড়েনাতিপালিতৌ ॥ ৬৬
দিব্যক্রীড়াসু নিরতৌ রামকৃষ্ণৌ স্মরন্ জপেৎ ।
চক্রী বস্বক্ষরযুতঃ স হ্যেকার্ণো মনুর্ম্মতঃ ॥ ৬৭
কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ কামপূর্ব্বস্ত্র্যর্ণঃ স এব তু ।
স এব চতুরর্ণঃ স্যান্ ঙেঽন্তোঽন্যশ্চতুরক্ষরঃ ॥ ৬৮
রক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ স্যাৎ কৃষ্ণায় নম ইত্যপি ।
কৃষ্ণায়েতি স্মরদ্বন্দ্বমধ্যে পঞ্চাক্ষরোঽপরঃ ॥ ৬৯
গোপালায়াগ্নিজায়ান্তঃ ষড়ক্ষর উদাহৃতঃ ।
কৃষ্ণায় বায়ুবীজাদ্যো বহ্নিজায়ান্তকোঽপরঃ ॥ ৭০
কৃষ্ণায় স্মরবীজাদ্যো বহ্নিজায়ান্তকোঽপরঃ ।
ষড়ক্ষরঃ প্রাগুদিতঃ কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পুনঃ ॥ ৭১

বহির্ভাগে ইন্দ্র বজ্রাদির পূজা করিতে হইবে। ৬৩। যে কেহ বিধিপূর্ব্বক শ্রীহরির পুজা করিয়া এই মন্ত্র নিত্য জপ করেন তিনি সম্পত্তিশালী হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। ৬৪। তার, শ্রী, শক্তি ও কামবীজান্তে শ্রীকৃষ্ণায় পদ বলিবে, অনন্তর শ্রীগোবিন্দায় এবং শ্রীগোপীজনবল্লভায় ও তাহার পরে তিনবার শ্রীবীজ বলিলে সিদ্ধ গোপালক মন্ত্র হয় *। মাধবীমণ্ডপে উপবিষ্ট এবং গরুড়কর্ত্তৃক সংস্তুত দিব্যক্রীড়ারত রামকৃষ্ণের স্মরণ করিয়া অষ্টাক্ষরী কিম্বা একাক্ষরী মন্ত্রের জপ করিতে হয়। ৬৫-৬৭। দ্ব্যক্ষর কৃষ্ণ শব্দ তাহার পূর্ব্বে কামবীজ থাকিলে তিন অক্ষর হইল, তাহাতে চতুর্থীর একবচন যোগ করিলে চতুরক্ষর মন্ত্র হয়। ৬৮। 'কৃষ্ণায় নমঃ' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ও স্মরদ্বন্দ্ব মধ্যে কৃষ্ণায় এই অপর পঞ্চাক্ষর স্মরণপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবে। ৬৯। 'গোপালায় স্বাহা' এই ষড়ক্ষরমন্ত্র এবং বায়ুবীজযুক্ত (যং) কৃষ্ণায় স্বাহা অপর এই এক ষডক্ষরমন্ত্র

---

* ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় শ্রীগোবিন্দায় শ্রীগোপীজনবল্লভায় শ্রীং শ্রীং শ্রীং।

শ্রীশক্তিমারকৃষ্ণায় মারঃ সপ্তাক্ষরোঽপরঃ।
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেঽন্তৌ স্মরাদ্যৌ বসুবর্ণকঃ॥ ৭২
দধিভক্ষণ ঙের্বহ্নিজয়াভিরপরোঽষ্টকঃ।
সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোচ্য নম ইত্যপরোঽষ্টকঃ॥ ৭৩
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমস্তু স্যাদ্দশার্ণকঃ।
শিরোঽন্তো বালবপুষে কৃষ্ণায়ান্যো মনুর্ম্মতঃ॥ ৭৪
শিরোঽন্তো বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্মৃতো বুধৈঃ।
একাদশাক্ষরো মন্ত্র এতেষাং নারদো মুনিঃ। ৭৫
উক্তং ছন্দস্তু গায়ত্রী দেবস্তু কৃষ্ণ ঈরিতঃ।
কলষড্দীর্ঘকৈরঙ্গমথামুং চিন্তয়েদ্ধরিম্॥ ৭৬
অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো
বালো জঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎকিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ।
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো
গোগোপীগোপবীতো রুরুনখবিলসৎকণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ॥ ৭৭

আছে। ৭০। আর কামবীজপূর্ব্বক কৃষ্ণায় স্বাহা, অপর কৃষ্ণগোবিন্দক, এই ষড়ক্ষর মন্ত্র পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'শ্রীশক্তিমারকৃষ্ণায়' এবং মারবীজ সপ্তাক্ষর হইল, চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণগোবিন্দক শব্দের পূর্ব্বে কামবীজ যোগ করিলে অষ্টবর্ণ মন্ত্র † হয়। ৭১-৭২। 'দধিভক্ষণায় স্বাহা' ইহাতে অপর অষ্টাক্ষরমন্ত্র এবং 'সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ' এই অপর অষ্টাক্ষরমন্ত্র জানিবে।৭৩। 'ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ' এই দশাক্ষরমন্ত্র এবং 'বালবপুষে কৃষ্ণায় নমঃ' এই অপর মন্ত্র আছে। ৭৪। 'বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ' এই একাদশাক্ষর মন্ত্র পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, ইহার ঋষি নারদ, ছন্দঃ গায়ত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ উক্ত হইয়াছে; এইরূপে শ্রীহরির অঙ্গাদির অর্চ্চনার মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। ৭৫-৭৬। যে বালক মুকুন্দ নীলপদ্মের ন্যায় মনোহর অরুণ পদ্মের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট পদ্মাসনে উপবিষ্ট জঙ্ঘা ও কটিস্থলে কিঙ্কিণী প্রভৃতি আভরণে শোভিত এবং যিনি হস্তদ্বারা হৈয়ঙ্গবীনধারণ ও পায়সান্ন

† ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়।

ধ্যাত্বৈবমেকমেতেষাং লক্ষং জপ্যান্মনুং ততঃ।
সর্পিঃসিতোপলোপেতৈঃ পায়সৈরযুতং হুনেৎ ॥ ৭৮
তর্পয়েত্তাবদেতেষাং মনূনাং হুতসংখ্যয়া
তর্পণং বিহিতং নিত্যমর্চ্চয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ ৭৯
বহ্ন্যাদীশান্তমঙ্গানি হৃদাদিকবচান্তিকাম্।
অর্চ্চয়েৎ পুরতো নেত্রবস্ত্রং দিক্ষু বহিঃ ক্রমাৎ ॥ ৮০
ইন্দ্রবজ্রাদিকাঃ পূজ্যাঃ সপর্য্যৈষা সমীরিতা।
ইত্যেকমেষাং মন্ত্রাণাং যজেদ্যো মনুজোত্তমঃ ॥ ৮১
করপ্রচেয়াঃ সর্ব্বার্থাস্তস্যাসৌ পূজ্যতেঽমরৈঃ।
সদ্যঃ ফলপ্রদং মন্ত্রং বক্ষ্যেঽন্যং চতুরক্ষরম্ ॥ ৮২
সম্প্রোক্তো মারযুগ্মান্তরস্থকৃষ্ণপদেন তু।
ঋষ্যাদ্যমঙ্গষট্কঞ্চ প্রাগুপ্তং প্রোক্তমস্য তু ॥ ৮৩
শ্রীমৎকল্পদ্রুমূলোদ্যতকমললসৎকর্ণিকাসংস্থিতোঽয়ং
তচ্ছাখালম্বিপদ্মোদরবিষবদসংখ্যাতরত্নাভিষিক্তঃ
হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ
পায়াদ্বঃ পায়সাদোঽনবতনুবনিতাম্যগশরসি সঃ ॥ ৮৪

ধারণ করিতেছেন সেই বিশ্ববন্দ্য গো-গোপ-গোপিকাবেষ্টিত রুরুনখ-বিলসৎকণ্ঠ ভূষণে ভূষিত শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৭৭। এইরূপ ধ্যান করিয়া উহার মধ্যে কোন মন্ত্রের একলক্ষ জপ এবং ঘৃত ও শ্বেতপুষ্প এবং পায়সান্নে অযুতবার হোম করিতে হয় এবং হোম সংখ্যার পরিমাণে ঐ সকল মন্ত্রের তর্পণ করিয়া একাগ্রচিত্তে নিত্য পূজা করা আবশ্যক। ৭৮—৭৯। অনন্তর সম্মুখস্থ দিক্‌সমূহে অগ্নিকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত হৃদয়াদি কবচ পর্য্যন্ত এবং অগ্রে নেত্র ও বহিঃ-ক্রমে চতুর্দ্দিকে মন্ত্রের পূজা করা আবশ্যক। ৮০। ইন্দ্রবজ্রাদির এই প্রকার পূজা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সমূহের কোন মন্ত্রদ্বারা যে কোন সাধক নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধি করতলগত হয় এবং তিনি দেবকর্ত্তৃক পূজিত হন। অনন্তর সদা ফলপ্রদ অপর চতুরক্ষর মন্ত্রের বর্ণনা

ধ্যাত্বৈবং প্রজপেল্লক্ষচতুষ্কং জুহুয়াত্ততঃ।
ত্রিমধ্বক্তৈর্বিল্বফলৈশ্চত্বারিংশৎসহস্রকম্॥ ৮৫
অঙ্গৈশ্চর্ষিভির্বিন্দ্রাদ্যৈর্বজ্রাদ্যৈরর্চ্চনোদিতা।
তর্পয়েদ্দিনশঃ কৃষ্ণং স্বাত্বত্রয়ধিয়া জলৈঃ॥ ৮৬
মারয়োরস্য মাং সাধো রক্তঞ্চেদপরো মনুঃ।
ষড়ঙ্গান্যস্য কলবদীর্ঘৈর্মন্ত্রশিখা মনোঃ॥ ৮৭
আরক্তোদ্যানকল্পদ্রুমশিখরলসৎস্বর্ণদোলাধিরূঢ়ং
গোপীভ্যাং প্রেঙ্খ্যমানং বিকসিতনববন্ধুকসিন্দূরভাসম্।
বালং নীলালকান্তং কটিতটবিলসৎক্ষুদ্রঘণ্টাঘটাঢ্যং
বন্দে শার্দ্দূলকামাঙ্কুশললসিতগলাকল্পদীপ্তং মুকুন্দম্॥ ৮৮
ধ্যাত্বৈবং পূর্ব্বক্লৃপ্তেন জপ্ত্বা রক্তোৎপলৈর্নবৈঃ।
মধুত্রয়যুতৈর্হুত্বাভ্যর্চ্চয়েৎ পূর্ব্ববদ্ধরিম্॥ ৮৯

করিতেছি। ৮১—৮২। কামবীজদ্বয় কৃষ্ণ শব্দের সহিত যোগ করিলে তাহা প্রকাশ পায় ও তাহার ঋষ্যাদি ষড়ঙ্গ পূজা পূর্ব্বমত হইবে। ৮৩। যিনি কল্পবৃক্ষের মূলে প্রকাশিত কমল কর্ণিকায় অবস্থিত হইয়া তাহার শাখাবলম্বি পদ্মোদরবিষবৎ অসংখ্য রত্নে অভিষিক্ত হইতেছেন এবং যিনি স্বপ্রভাদ্বারা ত্রিভুবনকে প্রদীপ্ত করিতেছেন সেই সুবর্ণাভ পায়সগ্রহণ-কারী বাসুদেব তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৮৪। এইরূপ ধ্যান করিয়া চারিলক্ষ জপ করিবে, অনন্তর মধুযুক্ত বিল্বফলে চত্বারিংশৎ সহস্র হোম করা বিধেয়। ৮৫। ইহার অঙ্গ, ঋষি এবং ইন্দ্রবজ্র প্রভৃতির পূজা করিয়া প্রতিদিন সাধকেরা শ্রীকৃষ্ণের তিনবার তর্পণ করিবে। ৮৬। এই বিষয়ে কামবীজযুক্ত অপর এক মন্ত্র আছে ও তাহার ষড়ঙ্গ পূজাবিধি অনুসারে পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় নির্ব্বাহ করা উচিত। ৮৭। যিনি ঈষৎ রক্তবর্ণ উদ্যানের কল্পবৃক্ষে সংলগ্ন; স্বর্ণদোলায় অধিরূঢ় হইয়া উভয়পার্শ্বে দুইজন গোপীকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতেছেন এবং শরীর হইতে নূতন বন্ধুকপুষ্প ও সিন্দূরের আভা বিনির্গত হইতেছে এবং যাঁহার কটিদেশ ক্ষুদ্র ঘণ্টা দ্বারা শোভিত, সেই নীল অলকাবলীযুক্ত বালকৃষ্ণ মুকুন্দকে বন্দনা করিতেছি। ৮৮।

মধুরত্রয়সংযুক্তামারক্তাং শালিমঞ্জারীম্।
জুহুয়ান্নিত্যশোঽষ্টোর্দ্ধশতমেকেন মন্ত্রয়োঃ॥ ৯০
তস্য মণ্ডলতঃ পৃথ্বী পৃথ্বী শস্যকুলাকুলা।
স্যাচ্ছালিপুত্রপূর্ণঞ্চ তদ্বেশ্মাশু প্রজায়তে॥ ৯১
যশ্চৈতয়োর্নিয়তমন্যতরং ভজেত,
মন্ত্রোর্জপার্চ্চনহুতাদিভিরাত্মভক্তিঃ।
শ্রীমান্ স মন্মথ ইব প্রমদাসু রাজ্ঞী
ভূয়াত্তনোর্বিপদি তচ্চ মহাচ্যুতাখ্যম্॥ ৯২

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ মধুযুক্ত রক্তপদ্মে হোম এবং জপ করিয়া পূর্ব্ববৎ হরির অর্চ্চনা করিবে। ৮৯। এইরূপে প্রতিদিন মধুযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ শালিমঞ্জরী দ্বারা অষ্টোত্তরশতবার হোম করিবে। ৯০। এই প্রকারে ভজনা করিলে পৃথিবী শস্যপূর্ণা এবং তাহার গৃহ ধন-ধান্যপূর্ণ হইবে। ৯১। ভক্তিসহকারে যিনি উহার মধ্যে যে কোন মন্ত্র লইয়া জপ, পূজা ও হোমাদি করেন তিনি কন্দর্পের ন্যায় রূপবিশিষ্ট এবং স্ত্রীগণের মধ্যে রাজ্ঞীর ন্যায় হয়েন ও তাঁহার কোন বিপদ্ থাকে না। ৯২।

—

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

-ঃ-*-ঃ-

—মুদ্রানিরূপণম্—

শ্রীমহাদেব উবাচ

অথোচ্যতে বশ্যবিধিঃ পুরোক্তদশার্ণতোঽষ্টাদশবর্ণতশ্চ।
স্মৃত্যৈতয়োঃ সর্ব্বজগৎপ্রিয়ত্বং মনুর্ম্মনুজ্ঞস্য সদা বিধত্তে॥ ১

ফুল্লৈর্বন্যপ্রসূনৈরমুমরুণতরৈরর্চ্চয়িত্বা দিনাদৌ
নিত্যং নিত্যক্রিয়ায়াং রতমথ দিনমধ্যোক্তক্লৃপ্ত্যা মুকুন্দম্।
অষ্টোপেতং সহস্রং দশলিপিমনুবর্য্যং জপেদ্‌যঃ স মন্ত্রী
কুর্য্যাদ্বশ্যান্যবশ্যং স্বসুখসুখভুবাং মন্ত্রবন্মণ্ডলানি॥ ২

জাতিপ্রসূনৈর্ব্বরগোপবেষং ক্রীড়ারতং রক্তহয়ারিপুষ্পৈঃ।
নীলোৎপলৈর্গীতরতং পুরোঽবদৃষ্ট্বা নৃপাদীন্ বশয়েৎ ক্রমেণ॥ ৩

সিতকুসুমসমেতৈস্তণ্ডুলৈরাজ্যসিক্তৈ-
র্দশশতমথ হুত্বা নিত্যশঃ সপ্তবারম্।
কচভুবি চ ললাটে ভস্ম তদ্ধারয়ন্না
বশয়তি যুবতীং স্ত্রী তৎপতিং সা তদৈব॥ ৪

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন।—অনন্তর পূর্ব্বোক্ত দশার্ণ এবং অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের বশীকরণ বিধি ব্যক্ত করিতেছি; ইহা নিয়মানুসারে স্মরণ করিলে সাধকগণ সকল লোকের প্রিয় হয়েন। ১। প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত বন্য পুষ্পদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীবিষ্ণুর নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া যে কেহ উক্ত দশাক্ষর মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করেন তিনি ভূমণ্ডলের সমস্ত লোককে আপনার সুখলাভের নিমিত্ত অবশ্য বশীভূত করিতে পারেন। ২। জাতিপুষ্পদ্বারা গোপবেশধারী, রক্তহয়ারি পুষ্পদ্বারা ক্রীড়ারত ও নীলোৎপলের সহিত গীতনিরত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যানাবস্থিত চিত্তে দর্শন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে রাজা প্রভৃতিরা বশীভূত হয়েন। ৩।

তাম্বূলবস্ত্রকুসুমাঞ্জনচন্দনাদ্যং

জপ্ত্বা সহস্রময়মন্যতরেণ মন্ত্রোঃ।

যস্মৈ দদাতি মনুবিৎ স জনোঽস্য সাক্ষাৎ

স্যাৎ কিঙ্করো ন খলু তত্র বিচারণীয়ম্ ॥ ৫

রাজদ্বারে ব্যবহারে সভায়াং

দ্যূতে বাদে চাষ্টযুক্তং শতঞ্চ।

জপ্ত্বা বাচং প্রমথামীরয়েদ্‌যো

বর্ত্তেতাসৌ তত্র তত্রোপরিষ্টাৎ ॥ ৬

আসীনং সুরমথনং কদম্বমূলে

গায়ন্তং মধুরতরং ব্রজাঙ্গনাভিঃ।

স্মৃত্বাগ্নৌ মধুমিলিতৈর্ময়ূরকৈর্ধ্মে-

হুর্ত্বাসৌ বশয়তি মন্ত্রবিৎ ত্রিলোকীম্ ॥ ৭

রাসমধ্যগতমচ্যুতং স্মরন্ যো

জপেদ্দশশতং দশাক্ষরম্।

নিত্যশো ঝটিতি মাসতো নরো

বাঞ্ছিতামতিবহেৎ স কন্যকাম্ ॥ ৮

শ্বেতপুষ্প সমেত ঘৃতাক্ত তণ্ডুল দ্বারা প্রতিদিন সপ্তবার সহস্র হোম করিয়া ললাটে ভস্ম ধারণপূর্ব্বক স্ত্রীগণের ও তাহাদের স্বামীদিগের বশীকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। ৪। তাম্বূল, বস্ত্র, পুষ্প, অঞ্জন এবং চন্দন ঐ দুই মন্ত্রের কোন মন্ত্র যথাক্রমে সহস্রবার জপ করিয়া তাহা যে ব্যক্তির গাত্রে নিক্ষেপ করা যায় সে অবিলম্বে উক্ত সাধকের কিঙ্কর হইয়া থাকে ইহাতে অন্য কোন বিচারণা নাই। ৫। রাজদ্বারে, ব্যবহারস্থলে, সভাতে, দ্যূতক্রীড়া এবং তর্কবিতর্কে উক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিলে সাধকেরা সকলের উপরিস্থ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়েন। ৬। কদম্ববৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট এবং ব্রজাঙ্গনা-দিগের সহিত মধুরভাবে গানকারী ও, দেবতাদিগের মনোহর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া অগ্নিমধ্যে যে কোন সাধক মধুযুক্ত ময়ূরপক্ষদ্বারা হোম

তুঙ্গকুঞ্জমধিরূঢ়মচ্যুতং যা চিচিন্ত্য দিনশঃ সহস্রকম্ ।
সাষ্টকং জপতি সা হি মণ্ডলাৎ বাঞ্ছিতং বরমুপৈতি কন্যকা ॥ ৯

নৃত্যন্তং ব্রজসুন্দরীজনকরাম্ভোজালিসংগ্রাহিতং
ধ্যাত্বাষ্টাদশবর্ণকং মনুবরং লক্ষং জপেন্মন্ত্রবিৎ ।
লাজানামথবা মধুদ্রুততরৈর্হুত্বাযুতং চূর্ণকৈং-
রুদ্বোঢ়ুং প্রজপেচ্চ তাবদচিরাদাকাঙ্ক্ষিতাং কন্যকাম্ ॥ ১০

অষ্টাদশাক্ষরেণ দ্বিজতরুজৈস্ত্রিমধ্বক্তৈরযুতম্
কুশৈস্তিলৈর্ব্বা সিততণ্ডুলৈরশয়িতুং দ্বিজান্ জুহুয়াৎ ।
জুহুয়াৎ কৃতমানভৈরের্বশয়েন্নৃপতীন্ কুসুমৈঃ কুরুণ্টকজৈঃ ।
বিষইক্ষুরসৈরপি পাটলজৈরিতরানপি তদ্বদথো বশয়েৎ ॥ ১১

অভিনবৈঃ কমলৈররুণোৎপলৈঃ
সুমধুরৈরপি চম্পকপাটলৈঃ ।
প্রতিহুনেদযুতং ক্রমশোঽচিরাদ্-
বশয়িতুং সুখজাদিবরাঙ্গনাঃ ॥ ১২

করেন তিনি ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারেন। ৭। রাসক্রীড়ার মধ্যগত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া যে কেহ দশাক্ষরমন্ত্র সহস্রবার নিত্য নিত্য জপ করেন তিনি একমাসের মধ্যে আপন অভিলষিত কন্যার করগ্রহণ করিতে পারেন। ৮। উচ্চকুঞ্জে অধিরূঢ় অচ্যুতদেবকে ধ্যান করিয়া যে কোন স্ত্রীলোক উহা অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করে, সে শীঘ্র আপনার বাঞ্ছিত বরের সহিত বিবাহিতা হয়। ৯। ব্রজসুন্দরীগণের করপদ্ম সমূহ গ্রহণ করত নর্ত্তনশীল শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া যে কোন মন্ত্রবেত্তা সাধক উক্ত দশাক্ষরমন্ত্র একলক্ষ পরিমিত জপ করেন. তিনি লাজা অথবা মধুযুক্ত হব্য পদার্থে অযুতবার হোম করিয়া অচিরকাল মধ্যে অভিলষিত কন্যার সহিত বিবাহে বদ্ধ হয়েন। ১০। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবার জন্য অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে * মধুযুক্ত কুশ, তিল অথবা শ্বেত তণ্ডুলের দ্বারা হোম করিয়া কুরুণ্টপুষ্প দ্বারা হোম করিলে নৃপতিগণ

* ওঁ শ্রীং ক্লীং গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় শ্রীং শ্রীং শ্রীং ।

হয়ারিকুসুমৈর্নবৈস্ত্রিমধুরাপ্লুতৈর্নিত্যশঃ
সহস্রমুষিরাসবং প্রতিহুনের্নিশীথে বুধঃ।
সুগর্বিতধিয়ং হঠাৎ ঝটিতি বারযোষামসৌ
করোতি নিজকিঙ্করীং স্মরশিলীমুখৈরর্দ্দিতাম্ ॥ ১৩
পটুসংযুতৈস্ত্রিমধুরার্দ্রভবৈরপি
সর্ষপৈর্দ্দশশতত্রিতয়ম্।
নিশি জুহ্বতোঽস্য শচীদয়িতো-
ঽপ্যবশো বশীভবতি কিন্তুপরে ॥ ১৪
অখণ্ডবিল্বজৈঃ ফলসমিৎ-
প্রসবচ্ছদৈর্নৈর্ম্মধুদ্রুতৈরৈর্হবনাৎ।
কমলৈঃ সিতাক্ষতযুতৈশ্চ পৃথক্
কমলাং চিরায় বশয়েদচিরাৎ ॥ ১৫
অপহৃত্য গোপবনিতাম্বরজাতং
হৃদয়ৈঃ কদম্বমধিরূঢ়মচ্যুতম্।
প্রজপন্ মহানিশি সহস্রমানয়েৎ
দ্রুতমূর্ব্বশীমপি হঠাৎ দশাহতঃ ॥ ১৬

বশীভূত হয়েন এবং ইক্ষুরসে হোম করিলে তাঁহার পরিষদেরা সাধকের অধীন হইয়া থাকে। ১১। অভিনব পদ্ম এবং অরুণবর্ণ উৎপল ও সুমধুর ফল কিম্বা চম্পক পুষ্পদ্বারা অযুতবার হোম করিলে অচিরকাল মধ্যে সাধক সুখদায়িনী বরাঙ্গনাদিগের বশীভূত করণের ক্ষমতাপন্ন হয়েন। ১২। মধুরাপ্লুত নূতন হয়ারিকুসুম উষিরাসবের সহিত মিলিত করিয়া সহস্রবার মধ্যরাত্রে হোম করিলে হোমকর্ত্তা নিতান্ত গর্ব্বপরায়ণা বারবিলাসিনীকেও কামবাণ-প্রপীড়িত করিয়া নিজ কিঙ্করী করিতে সমর্থ হন। ১৩। মধুযুক্ত সর্ষপদ্বারা রাত্রিকালে তিন সহস্রবার হোম করিলে শচীপ্রিয় ইন্দ্রও অবশ হইয়া তাহার বশতাপন্ন হন, অপরের কথা আর কি বলিব। ১৪। আতপতণ্ডুলযুক্ত অখণ্ড বিল্বফল এবং সমিধ্ কাষ্ঠ এবং পুষ্পপত্র ও মধুযুক্ত পদ্মদ্বারা অযুতবার হোম করিলে অচিরকাল মধ্যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত

বহুনা কিমত্র কথিতেন মন্ত্রয়ো-
রনয়োঃ সদৃক্ ন হি পরো বশীকৃতৌ।
অপি তৃপ্তিকর্ম্মণি বিদগ্ধযোষিতাং
কুসুমায়ুধাস্ত্রময়বর্ষিণোরিহ ॥ ১৭

বন্দে কুন্দেন্দুগৌরং তরুণমরুণপাথোজপত্রাভনেত্রং
শঙ্খং চক্রং গদাব্জে নিজভুজপরিঘৈরায়তৈরাদধানম্।
দিব্যৈর্ভূষাঙ্গরাগৈর্নবনলিনলসন্মালয়া চ প্রদীপ্তং
দ্যোতৎপীতাম্বরাঢ্যং মুনিভিরভিবৃতং পঙ্কজস্থং মুকুন্দম্ ॥ ১৮

এবং ধ্যাত্বা পুমাংসং স্ফুটহৃদয়সরোজাসনাসীনমাদ্যং
সান্দ্রাম্ভোজচ্ছবিং বা দ্রুতকনকনিভং যো জপেদর্কলক্ষম্।
মন্ত্রোরেকং হি সম্যগ্দশমপি চ হুনেদর্কসাহস্রমিধ্মৈঃ
ক্ষীরিদ্রুত্থৈঃ পয়োভিঃ সমধুঘৃতসিতেনাথ বা পায়সেন ॥ ১৯

লক্ষ্মীদেবী তাহার বশীভূতা হইয়া থাকেন। ১৫। যিনি গোপবনিতাদিগের বস্ত্রসমূহ হরণপূর্ব্বক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিয়া মধ্য রাত্রে উক্ত মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে উর্ব্বশীকেও দশ দিনের মধ্যে আনিতে পারা যায়। ১৬। এ স্থলে অধিক বলিয়া ফল কি; এই দুই মন্ত্রের সদৃশ বশীকরণ বিধির শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কিছুই নাই, কারণ বিদুষী প্রমদাগণের কন্দর্পবাণ বর্ষণ এই দুই মন্ত্রের প্রয়োগকারী সাধকের তৃপ্তি জন্মাইতে উপস্থিত হয়। ১৭। কুন্দপুষ্প এবং চন্দ্রের ন্যায় গৌরবর্ণ ও তরুণ অরুণ পদ্মপত্রের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিশাল ভুজচতুষ্টয়ে ধারণকারী ও মনোহর ভূষণ এবং অঙ্গরাগ ও নূতন পদ্মমালায় শোভমান তথা মুনিগণে বেষ্টিত পীতাম্বরধারী পদ্মাসনস্থ মুক্তিদাতা মুকুন্দকে বন্দনা করি। ১৮। এইরূপ ধ্যান করিয়া তাঁহাকে হৃদয়পদ্মে সমাসীন পুরুষরূপী ঘনসন্নিবিষ্ট পদ্মসদৃশ অথবা স্বর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া যে কেহ ঐ দুই মন্ত্রের কোনটি দ্বাদশলক্ষবার জপ করিয়া দ্বাদশ সহস্র পরিমিত সমিধ্ কাষ্ঠে মধুযুক্ত ও শর্করা অথবা পায়সের সহিত মিলিত

ততো লোকাধ্যক্ষং ধ্রুবচিতিসদানন্দবপুষং
হৃদা পাথোজীবির্ভবতিমিরসংহারমিহিরম্।
নিজৈক্যেন ধ্যায়ন্মনুমমলচেতাঃ প্রতিদিনম্
ত্রিসাহস্রং জপ্যেৎ প্রযজতু চ সায়াহ্নবিধিনা॥ ২০
বিধিং যোঽমুং ভক্ত্যা ভজতি নিয়তং সুস্থিরমতি-
র্ভবাম্ভোধিং ভীমং বিষমবিষয়গ্রাহনিকরৈঃ।
তরঙ্গৈরুত্তুঙ্গৈর্জনিমৃতিসমাখ্যৈঃ প্রবিততম্
সমুত্তীর্য্যানল্পং ব্রজতি পরমং ধাম স হরেঃ॥ ২১
গৃণংস্তস্য নামানি শৃণ্বংস্তদীয়াঃ
কথাঃ সংস্মরংস্তস্য রূপাণি নিত্যম্।
সমস্তং তৎপদাম্ভোরুহং ভক্তিনম্রঃ
স পূজ্যো বুধৈর্নিত্যযুক্তঃ স এব॥ ২২
বক্ষ্যে মনুদ্বয়মথাতিরহস্যমন্যৎ
সংক্ষেপতো ভুবনমোহননামধেয়ম্।
ব্রহ্মেন্দ্রবামনয়নেন্দুভিরাদিমোহন্য
স্তৎপূর্ব্বকো বিষহৃষীকযুতশ্চ ষেঽন্তঃ॥ ২৩

করিয়া হোম করে সকলি তাহার বশীভূত হয়। ১৯। অনন্তর যিনি লোকাধ্যক্ষ সদানন্দবপুঃ হৃৎপদ্মে আবির্ভাব-জনিত পাপনাশন শ্রীকৃষ্ণকে একাত্মবুদ্ধিতে নির্ম্মলচিত্তে ধ্যান করিয়া প্রতিদিন সায়ংকালে যথাবিধি তিন সহস্রবার জপ করেন এবং যিনি ভক্তির সহিত এই বিধি অনুসারে নিয়ত ভজনা করেন তিনি সুস্থমতি হইয়া এই ভয়ঙ্কর ভবসাগরের বিষয়রূপ বিষম কুম্ভীরাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া এবং নানাপ্রকার বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হরির পরমধামে গমন করেন। ২০-২১। যে কেহ তাহার নাম গ্রহণ ও তদীয় কথা শ্রবণপূর্ব্বক তাহার বিবিধ মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভক্তিহেতুক নম্র হয় সে পাণ্ডিতগণের পূজ্য হইয়া থাকে। এক্ষণে মোহন বিধির প্রক্রিয়াতে উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের অন্য রহস্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি :—ব্রহ্ম ইন্দ্র বামনয়ন এবং চন্দ্রশব্দের পূর্ব্বে অন্য বিষহৃষীক শব্দ

নমোঽস্তু সম্মোহননারদো মুনি-
শ্ছন্দস্তু গায়ত্রমুদীরিতং বুধৈঃ।
ত্রৈলোক্যসম্মোহনবিষ্ণুরেতয়োঃ
স্যাদ্দেবতা বচ্ম্যধুনা ষড়ঙ্গম্॥ ২৪

অক্লীবকলাদীর্ঘঃ সলবৈস্তদপি চ কলাসমারূঢ়ৈঃ।
উক্তং পূর্ব্ববদাসনবিন্যাসান্তং সমাচরেদথ তু॥ ২৫

করয়োঃ শাখাসু তলে বিন্যস্য ষড়ঙ্গানি চাঙ্গুলীষু শরান্।
মনুপুটিতমাতৃকাবর্ণৈর্ব্বিন্যস্যাঙ্গানি বিন্যসেচ্চ শরান্॥ ২৬

বিষহৃষীকয়ুতেশান্ ঙেহৃৎকরশাখাভিন্নমোঽন্তিকান্।
শোষণমোহনসন্দীপনতাপনমাদনকাদিকান্ ক্রমশঃ॥ ২৭

পঞ্চৈতে সম্প্রোক্তা হ্রাং হ্রীং ক্লীং চ্লূং সআদিকরণাঃ।
সম্মোহনমথ জগতাং ধ্যায়েৎ পুরুষোত্তমং সমাহিতধীঃ॥ ২৮

দিব্যতরূদ্যানোদ্যদ্রুচিরমহাকল্পপাদপাধস্তাৎ।
মণিময়ভূতলবিলসদ্ভদ্রপয়োজন্মপীঠনিষ্ঠস্য॥ ২৯

যোগ করিয়া তাহাতে চতুর্থীর একবচন যোগ করিতে হয় তৎপরে নমঃশব্দ থাকে (ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ)। এই সম্মোহন মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দ গায়ত্রী এবং দেবতা বিষ্ণু ও বিনিয়োগ ত্রৈলোক্যমোহনে উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে উহার ষড়ঙ্গ পূজা কহিতেছি। ২২—২৪। স, ন, ব, বীজের ক্লীবলিঙ্গ না ধরিয়া তাহার অংশের সহিত দীর্ঘোচ্চারণ আসন বিন্যাসপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে আচরণ করিবে। ২৫। পরন্তু হস্তদ্বয়ে এবং অঙ্গুলীমধ্যে ষড়ঙ্গ পূজার বিস্তার করিয়া মাতৃকাবর্ণে মন্ত্রপুট করা হইলে অঙ্গপূজার শর বিন্যাস হইয়া থাকে। ২৬। হৃষীকেশ শব্দের সহিত হৃদয় শব্দের চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া হস্ত ও অঙ্গুলী সমূহ নমস্ শব্দে যোগ করিলে শোষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন, মাদন প্রভৃতি ক্রিয়া যথাক্রমে পূজার অন্তর্গত হয়। ২৭। যথাক্রমে হ্রাং হ্রীং ক্লীং চ্লূং সং এই পঞ্চমন্ত্র জগৎ মোহনার্থে কথিত হইল; অনন্তর সমাহিত চিত্তে পুরুষোত্তমের ধ্যান করিবে। ২৮। যিনি দিব্যতরূদ্যানে কল্পবৃক্ষের

বিশ্বপ্রাণিপ্রোত্থৎপ্রদ্যোতনসদ্যুতেঃ সুপর্ণস্য ।
আসীনমুন্নতাংশে বিভ্রমভঙ্গাঙ্গমঙ্গজোন্মথিতম্ ॥ ৩০
চক্রগদাঙ্কুশপাশান্ সুমনোবাণেক্ষুচাপকমলগদাঃ ।
দধতং স্বদোর্ভিররুণায়তবিশালঘূর্ণিতাক্ষিযুগললোলম্ ॥ ৩১
মণিময়কুণ্ডলকিরীটহারাঙ্গদকঙ্কণোর্ম্মিরসনাদ্যৈঃ ।
অরুণৈর্ম্মাল্যবিলেপৈশ্চোদ্দীপ্তং পীতবস্ত্রপরিধানম্ ॥ ৩২
নিজবামোরুনিষণ্ণাং শ্লিষ্যন্তীং বামহস্তধৃতনলিনীম্ ।
ক্লিষ্টদেযোনিং কমলামোদমদনব্যাকুলাঙ্গলতাম্ ॥ ৩৩
সুরুচিরভূষণমাল্যাঽনুলেপনাং সুসিতবসনপরিবীতাম্ ।
নিজমুখকমলব্যাপৃতচটুলায়িতনয়নমধুকরাং তরুণীম্ ॥ ৩৪
শ্লিষ্যন্তং বামভুজাদণ্ডেন দৃঢ়ং ধৃতেক্ষুচাপেন ।
তজ্জনিতপরমনির্বৃতিনির্ভরহৃদয়ঞ্চরাচরৈকগুরুম্ ॥ ৩৫

নিম্নদেশে পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া মণিময় ভূষণ ধারণপূর্ব্বক শোভমান হইতেছেন। ২৯। যিনি সমস্ত প্রাণিগণের দ্যুতিবিশিষ্ট গরুড়ের উন্নতাংশে অবস্থিতি করিয়া স্বকীয় মদন-লীলা প্রকটিত করিতেছেন। ৩০। যিনি চক্র, গদা, অঙ্কুশ, পাশ, পুষ্পবাণ, ঈক্ষণরূপ চাপ, কমল এবং গদা আপনার হস্তে ধারণ করিয়া অরুণবর্ণ বিশাল নেত্রযুগল ঘূর্ণন করিতেছেন। ৩১। যিনি মণিময় কুণ্ডল, কিরীট, হার, অঙ্গদ, রসনা এবং কঙ্কণ ও অরুণবর্ণ মাল্য-বিলেপন দ্বারা প্রদীপ্ত হইতেছেন এবং যিনি পীতবসন পরিধান করিয়া আশ্চর্য্য শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন। ৩২। যিনি আলিঙ্গনপরায়ণা বামকরে কমলধারিণী লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করিয়া স্বকীয় বাম উরুতে সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং যাঁহার যোনিপ্রদেশ সিক্ত এবং কমলগন্ধে কামব্যাকুলিত অঙ্গসমূহ এবং যিনি মনোহর ভূষণ এবং মাল্যানুলেপনভূষিতা হইয়া সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার নিজ মুখকমলে চঞ্চল নয়নমধুকর আসক্ত রহিয়াছে সেই তরুণীকে বামহস্ত-দণ্ডে এবং ঈক্ষণচাপে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করায় পরম নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন এবং যিনি চরাচর সংসারের অদ্বিতীয় গুরু। ৩৩-৩৫।

সুরদিতিজভুজগগুহ্যকগন্ধর্ব্বাদ্যঙ্গনাজনসহস্রৈঃ।
মুদমন্মথালসাঙ্গৈরভিবীতং দিব্যভূষণোল্লসিতৈঃ ॥ ৩৬
আত্মাভেদতয়েত্থং ধ্যাত্বৈকাক্ষরমথাষ্টাদশার্ণম্।
প্রজপেদ্দিনকরলক্ষং ত্রিমধুরসিক্তৈশ্চ কিংশুকপ্রসবৈঃ ॥ ৩৭
জুহুয়াদর্কসহস্রং বিমলৈঃ সলিলৈশ্চ তর্পয়েত্তাবৎ।
বিংশত্যর্ণং প্রোক্তং মন্ত্রং দিনশোঽমুমর্চয়েদ্ভক্ত্যা ॥ ৩৮
পীঠাবন্দোবক্ষ্যাস্তরাজয় সিরোম্নুনাভিঃ পূজাবপুম্।
হরিমাবাহ্য স্কন্ধে তন্ত্যার্ঘাদ্যৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য ভূষাস্তৈঃ ॥ ৩৯
অঙ্গানি প্রাণাংশ্চ ন্যসেৎ
ক্রমতঃ কিরীটমপি শিরসি শ্রবসোশ্চ।
কুণ্ডলে হরিপ্রমুখানি
প্রহরণানি প্রাণিষু চ ॥ ৪০
শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ চ স্তনয়োর্মূর্দ্ধ্নি গলে চ বনমালা।
পীতবসনং নিতম্বে বামাংশে শ্রিয়মপি স্ববীজেন ॥ ৪১

যিনি দেব, দৈত্য, সর্প, পিশাচ ও গন্ধর্ব্বাদি সহস্র অঙ্গনাজনে, দিব্যভূষণে এবং মত্ততাজনিত কামে অলসাঙ্গ হইয়া শোভিত হইতেছেন।৩৬। যিনি স্বয়ং বিভিন্ন হইয়া একাত্মরূপে একপ্রকার লীলা করিতেছেন তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ ধ্যান করিয়া অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র দ্বাদশলক্ষবার জপ করিয়া মধুসিক্ত পলাস পুষ্পে দ্বাদশ সহস্রবার হোম করিবে, পরে বিমল জলে ঐ পরিমাণ তর্পণ করিবে; অতঃপর ভক্তিসহকারে প্রতিদিন বিংশত্যক্ষর মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিবে।৩৭—৩৮। পীঠপূজার মধ্যে শ্রীহরির আবাহন করত অর্ঘ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচার ও ভূষণদ্বারা তাঁহার সমস্ত শরীরের যথাবিধি পূজনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।৩৯। যথাক্রমে অঙ্গসমূহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ণ, মস্তক ও হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে কিরীট, কুণ্ডল ও অস্ত্রসকল সমর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির শোভাবর্দ্ধন করিবে।৪০। বক্ষঃস্থলে এবং মস্তকে শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভ দিয়া গলদেশে বনমালা, নিতম্বে পীতবস্ত্র এবং বামাংশে স্বকীয় বীজস্বরূপ লক্ষ্মীদেবীকে

ইষ্ট্বাথকর্ণিকায়ামঙ্গানি বিদিশাসু দিক্ষু শরান্।
কোণেষু পঞ্চমং বৈ পুনরগ্ন্যাদিদলেষু শক্তয়ঃ পূজ্যাঃ ॥ ৪২
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী চ স্বর্ণাবদাতনিভে অতিপ্রীত্যৈ।
কীর্ত্তিঃ কান্তিশ্চ সিতে তুষ্টিঃ পুষ্টির্মরকতপ্রতিমে ॥ ৪৩
দিব্যাঙ্গরাগভূষণমাল্যদুকূলৈরলঙ্কৃতাঙ্গলতাঃ।
স্মেরাননাঃ স্মরার্ত্তা ধৃতচামরচারুকরতলা এতাঃ ॥ ৪৪
লোকেশা বহিরর্চ্চ্যাঃ কথিতার্চ্চা মনুদ্বয়োদ্ভূতাঃ।
প্রায়ঃ পুরুষোত্তমবিধিরয়মৈরসনোচ্যতে বহুমত্বাৎ ॥ ৪৫
ত্রৈলোক্যমোহনায়েত্যুক্ত্বা বিদ্মহ ইতি স্মরায়েতি ততঃ।
ধীমহি তন্নো চান্তে বিষ্ণুস্তদনু প্রচোদয়াদ্‌গায়ত্রী ॥ ৪৬
জপ্যৈষা তু জপাদৌ হরিতহলী শ্রীকরী চ জপহরণৈঃ।
প্রোক্ষয়িতৃশুদ্ধিবিধয়েঽর্চ্চ্যান্যাত্মযাগভূদ্রব্যাণি ॥ ৪৭
মন্ত্রেরেকেন শতং প্রতর্পয়েন্মোহনীপ্রসূনত্র্যন্তের্যঃ।
তোয়ৈর্দ্দিনশঃ প্রাতঃ স তু লভতে বাঞ্ছিতান্ পঞ্চাৎ কামান্ ॥ ৪৮

সংস্থাপিত করিয়া রাখিবে। ৪১। চতুর্দ্দিকে এবং চতুষ্কোণে ও কর্ণিকা মধ্যে অঙ্গাদির পূজা করিয়া পীঠপদ্মের অগ্ন্যাদিদলে শক্তিপূজা করিতে হইবে। ৪২। লক্ষ্মী ও সরস্বতী স্বর্ণাবদাত প্রভাবিশিষ্টা, কীর্ত্তি ও কান্তি শ্বেতবর্ণা, তুষ্টি ও পুষ্টি মরকত-প্রতিমা, এই সকল শক্তির প্রীতির জন্য সুন্দর অঙ্গরাগ, ভূষণ, মাল্য, দুকূল এবং অলঙ্কারাদিতে অলঙ্কৃত, কামার্ত্তা ও সুন্দর চামরাদিযুক্ত এবং প্রসন্নবদন করিয়া স্থাপিত করিবে। ৪৩-৪৪। পদ্মের বহির্ভাগে লোকপালদিগের অর্চ্চনা করিবে ও তাহা পুরুষোত্তমের পূজার ন্যায় হওয়ায় এ স্থলে বাহুল্য বর্ণনা করা হইল না। ৪৫। ত্রৈলোক্যমোহন কন্দর্পের উদ্দেশে আমরা তাঁহার চিন্তা করিতেছি শ্রীবিষ্ণু আমাদিগের প্রেরণা করুন, ইহা গায়ত্রী *। ৪৬। ইহা জপ করিতে হয়, জপের প্রথমে যথাবিধি উপকরণ সামগ্রী প্রদান করিয়া হরিতহলী ও শ্রীকরী শক্তির পূজা করা আবশ্যক। ৪৭। যে কেহ ঐ মন্ত্রের

---

* 'ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ' ইতি গায়ত্রী।

হুত্বাঽমুতং হুতশেষং পাত্রাঽঽজ্যেন আবদত্তিজপ্তেন।
ভোজয়েৎ স্বসভিকং রমণীং মনোঽর্পিতাং স্ববশতাং নেতুম্‌॥ ৪৯
অষ্টাদশার্ণবিহিতা বিধয়ঃ কার্য্যে বশ্যকৃতাস্তাভ্যাম্‌।
মন্ত্রোরনয়োঃ সদৃশো ন হি জাতস্ত্রিলোকবশ্যকর্ম্মণি কশ্চিৎ॥ ৫০
অত্রৈকস্তু জপাদাবথবা কৃষ্ণঃ সবেণুগীতির্ধ্যেয়ঃ।
অরুণনূপুরাঙ্গবেশঃ কন্দর্পো বা প্রসূনচাপেষুধারী চ॥ ৫১
যস্ত্বেকতরং মনুমেতয়োর্বিমলধীঃ সদা ভজতি মন্ত্রী।
স ত্রাহ্মুত্রাম্বিততয়া তথা সিদ্ধিং বিপ্রাণামতিতরমেতি॥ ৫২

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
মুদ্রানিরূপণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

মধ্যে একটী মন্ত্র দ্বারা একশত সংখ্যায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে জলদ্বারা মোহনীপুষ্পের ন্যায় আভাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করেন তিনি এক পক্ষ মধ্যে অভিলষিত ফল লাভ করেন। ৪৮। অযুতবার ঘৃতাদি দ্বারা হোম করিয়া ও সেই পরিমাণ জপ করিয়া হুতশেষ ভোজন করাইলে বাঞ্ছিত রমণী বশীভূতা হয়; বশীকরণকার্য্যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রয়োগবৎ এ স্থলেও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক; কারণ ঐ দুই মন্ত্রের তুল্য আর কিছুই বশীকরণ বিধিমধ্যে নাই। ৪৯-৫০। জপের পূর্ব্বে এক স্থলে বেণুবাদক শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে হয়; অপর স্থলে অরুণবর্ণ নূপুরাঙ্গবেশ পুষ্পধন্বা কন্দর্পের ধ্যান করা আবশ্যক। ৫১। যে কোন নির্ম্মলবুদ্ধি সাধক ইহার মধ্যে কোন মন্ত্রের ভজনা করেন তিনি ব্রাহ্মণগণের ন্যায় হইয়া শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করেন। ৫২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ

অথ সত্যসৌ দ্বিতৃতীয়তূর্য্যকাঃ
শিখিবামনেত্রশশিখণ্ডমণ্ডিতাঃ।
জয় কৃষ্ণ যুগনিরন্তরাত্মভূমি-
শিখিশক্তিতাস্যবৃতিশক্তিবর্ণকাঃ ॥ ১
প্রণি মধ্যতো মুদিতচেতসে ততোঽস্ত্যা-
ঽনুপরক্তদৃঙ্মত্তগুরুমারুতাক্ষরাঃ।
স চতুর্থ্যকৃষ্ণপদমিক্ষুকার্ম্মুকো
দশবর্ণকশ্চ মনুবর্য্যকস্তসৌ ॥ ২
সলবাধরাচলসুতারমাক্ষরৈঃ
পুটিতঃ ক্রমাৎ ক্রমাগতৈঃ সমুদ্ধরেৎ।
ইতি দন্তসূর্য্যবসুবর্ণ উদ্ধৃতঃ
কবিতানুরঞ্জনরমাকরোত্থকৃৎ ॥ ৩
মুখবৃত্তনন্দযুতনারদো মুনি-
স্তিহ ছন্দ উক্তমমৃতো বিরাড়পি।
ত্রিজগদ্বিমোহনসমাহ্বয়ো হরিঃ
খলু দেবতাস্য মুনিভিঃ সমীরিতা ॥ ৪

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন।—অনন্তর মূলমন্ত্রের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ-বর্ণের সহিত শিখি বামনেত্র, শশিখণ্ডমণ্ডিত জয়কৃষ্ণ ও যুগনিরন্তরাত্মভূমি ও তাহাদিগের শিখিশক্তিতাস্যবৃতিশক্তি মন্ত্রবর্ণ একত্রিত করিতে হয়।১। প্রণিমধ্য হইতে মুদিতচিত্ত তৎপরে অন্ত্যানুপরক্ত দৃঙ্মত্ত গুরুমারুতাক্ষর ও চতুর্থী বিভক্তির একবচন যুক্ত কৃষ্ণপদের যোগ করিলে দ্বিতীয় মন্ত্র জানিতে পারা যায়।২। স, ল, ব এবং মায়াবীজ ও লক্ষ্মীবীজ যথাক্রমে

বস্বুমিত্রভূধরগজাত্মদিগ্ময়ৈ-
মর্নুরর্ণ কৈস্ত্রিপুটীকৃতঃ পৃথক্ ।
নিজজাতিমুণ্ডুনিগদিতং ষড়ঙ্গকম্ ।
ক্রিয়য়ৈব তৎ খলু জনানুরঞ্জনম্ ॥ ৫

অথ সংবিশোধ্য তনুযুক্তমনিন্দতঃ
প্ররচয্য পীঠমপি চারুচর্ম্মণা ।
করয়োর্দ্দশাক্ষরবিধিং ক্রমাৎ ন্যসেৎ
ষড়ঙ্গসায়কমনঙ্গপঞ্চকং চ ॥ ৬

মনুমীদৃশং ন্যসতু সর্ব্বতস্তনৌ
স্মরসংপুটৈস্তদনু মাতৃকাক্ষরৈঃ
দশতত্ত্বাদি দশার্ণকীর্ত্তিতম্
অথ মূর্ত্তিপঞ্জরবিধানমাচরেৎ ॥ ৭

সৃজতিস্থিতিদশষড়ঙ্গসায়কান্
ন্যসতাত্ততোঽন্যদখিলং পুরোক্তবৎ ।
প্রবিধায় সকলভুবনৈকসাক্ষিণং
স্মরতান্মুকুন্দমনবদ্যধীরধীঃ ॥ ৮

একত্রিত করিয়া মন্ত্রোদ্ধারপূর্ব্বক দ্বাদশ এবং ষোড়শবার জপাদি করিয়া দেহশুদ্ধি করিবে। ৩। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ বিরাট্ এবং দেবতা শ্রীহরি ও বিনিয়োগ ত্রিজগৎ মোহনার্থে উক্ত হইয়াছে, ইহাতে ঋষিশব্দের পূর্ব্বে মুখবৃত্ত নন্দশব্দযোগ করিতে হয়। ৪। অষ্ট, দ্বাদশ, সপ্ত এবং দশাক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্র সকল মাতৃকাবর্ণের সম্পুটদ্বারা জনানুরঞ্জন সিদ্ধির কার্য্য নির্ব্বাহার্থে মন্ত্রোদ্ধার হইয়া থাকে। ৫। অনন্তর অনিন্দিতসাধক দেহমধ্যে সুন্দর চর্ম্মদ্বারা পীঠ রচনা করিয়া হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে দশাক্ষর-মন্ত্রের বিধি অনুসারে ষড়ঙ্গপূজা ও অঙ্গপঞ্চকের অর্চ্চনা করিয়া দেহশুদ্ধি করিবেন। ৬। মাতৃকাক্ষরে কামবীজের সম্পুট দিয়া আপন শরীরের সকল স্থানের ও দশতত্ত্বাদি এবং মূর্ত্তিপঞ্জর প্রভৃতির ন্যাস করা আবশ্যক। ৭। সৃষ্টি, স্থিতি, দশষড়ঙ্গ ও সায়ক প্রভৃতির ন্যাস করিয়া

অথ ভূধরোদধিপরিষ্কৃতে মহো-
ন্নতশালগোপুরবিশালবীথিকে।
মূলছদ্মগ্রসিতসৌধসঙ্কুলে
মণিহর্ম্ম্যবিস্তৃতকবাটবেদিকে ॥ ৯

দ্বিজভূপবিট্চরণজন্মনাং গৃহৈ-
র্বিবিধৈশ্চ শিল্পিজনবেশ্মভিস্তথা।
ইভবাজ্যুরভ্রখরধেনুসৌরভ-
চ্ছগলালয়ৈশ্চ লসিতে সহস্রশঃ ॥ ১০

বিবিধাপণাশ্রিতমহাজনাকুলে
ক্রয়বিক্রয়দ্রবিণসঙ্খ্যাঙ্কিতে।
জনমানসাকৃতিবিদগ্ধসুন্দরী-
জনমন্দিরৈঃ সুরুচিরৈশ্চ মণ্ডিতে ॥ ১১

পৃথুদীর্ঘিকাবিমলপাথসি স্ফুর-
দ্বিকচারবিন্দমকরন্দলম্পটৈঃ।
কলহংসসারসরথাঙ্গনামভি-
র্বিহগৈর্বিঘুষ্টককুভৈঃ স্বকে পুরে ॥ ১২

সকল ভুবনের একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ৮। অতঃপর পর্ব্বত, সাগর এবং পৃথিবী প্রভৃতি সকলস্থানে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং যিনি অতি বিস্তৃত সৌধময় স্বকীয়ধামে বিরাজমান আছেন। ৯। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র-দিগের গৃহমধ্যে বহুবিধ শিল্পনির্ম্মিত পদার্থে শ্রীকৃষ্ণের পূজনক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। ১০। মহাজনদিগের ক্রয়-বিক্রয়স্থলে উক্ত দেবতার পূজন ক্রিয়া সবিশেষ সমারোহপূর্ব্বক সম্পাদিত হইলে তাঁহাদিগের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১১। তিনি সকল স্থানে ব্যাপ্ত থাকিলেও কলহংস, সারস এবং চক্রবাক প্রভৃতি বিহঙ্গকুলে পরিব্যাপ্ত দীর্ঘিকাতটের সমীপবর্ত্তি মনোহর স্থানে বিশেষরূপে বিরাজমান

স্মরপাদপৈঃ সুরভিপুষ্পলোলুপ-
　　ভ্রমরাকুলৈর্ব্বিবিধকামদৈর্ন্নৃণাম্ ।
শিবমন্দমারুতচলচ্ছিখৈর্ব্বৃতে
　　মণিমণ্ডপে রবিসহস্রসমপ্রভে ॥ ১৩
মণিদীপিতান্তরে তনুচিত্রবিস্তৃতবিতান-
　　শালিনি বিলসিতে বিকস্বরবিচিত্রদামভিঃ ।
সুগন্ধিগন্ধসলিলোক্ষিতস্থলে প্রমদাশতৈ
　　র্মদনালসৈঃ কবরিভারলোলচারুচামরৈঃ ॥ ১৪
অভিসেবিতে স্খলিতমঞ্জুভাষিভিঃ স্তনভারভঙ্গুরকৃশাবলগ্নকৈঃ ।
অধিবাসধারমনিবার্য্যবর্ষিণঃ সুমহানদামৃতরসস্রুতেরধঃ ॥ ১৫
সুরপাদপস্য মণিভূতলোল্লসৎপৃথুসিংহবক্ত্রচরণাম্বুজাসনে ।
অভিচিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমচ্যুতং নবনীলনীররুহকোমলচ্ছবিম্ ॥১৬
কুটিলাগ্রকুন্তললসৎকিরীটকং স্মিতরত্নপুষ্পরচিতাবতংসকম্ ।
সুললাটমুদঞ্চিতভ্রুবং মনোজ্ঞং বিপুলায়তবিলোলচারুলোচনম্ ॥১৭

থাকেন। ১২। যে স্থলে ভ্রমর সকল সুগন্ধি পুষ্পের মধুসংগ্রহাভিলাষে মধুর ধ্বনি করিয়া মনুষ্যগণের মনোমধ্যে কামোদ্দীপন করে এবং যে স্থলে মন্দ মন্দ সুখদায়ক বায়ু সতত প্রবাহিত থাকে ঈদৃশ সহস্র সূর্য্য-সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট মণিমণ্ডপে তাঁহার আবাহন শীঘ্রই সুখদায়ক হয়। ১৩। যে স্থলে মণিদীপাবলী প্রদীপ্ত হয় ও যে স্থলে বিস্তৃত বিতান শোভিত হইতেছে এবং যে স্থল সুবাসিত সলিলসিক্ত, মদনালসা শত কামিনী দ্বারা চামরে বীজ্যমান, বিচিত্র মাল্যদ্বারা ভূষিত এবং তাহাদের স্খলিত মধুর বাক্যে সংস্তুত হইয়া যেরূপ প্রসন্নতা প্রকাশ করেন দেবতাদিগের স্তবেও সেরূপ করেন না। ১৪-১৫। কল্পবৃক্ষের মণিময় ভূতলে বৈকুণ্ঠলোকে পদ্মাসনে তাঁহার যে বসতি স্থান আছে তাহাও পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলকমলবৎ কোমল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তের মনোরথ পূরণার্থে অবতীর্ণ হয়েন।১৬। তাহার কুটিলাগ্র কুন্তলশোভিত কিরীট, পুষ্পরচিত কর্ণভূষণ, সুললাট, উন্নত ভ্রূ এবং আয়তলোচন ধ্যান করিলে মনুষ্যগণের

মণিমণ্ডলোস্রগপরিদীপ্তগণ্ডকং
নববন্ধুজীবকুসুমারুণাধরম্।
স্মিতচন্দ্রিকোজ্জ্বলিতদিঙ্মুখং স্ফুরৎ
পুলকশ্রমাম্বুকণমণ্ডিতাননম্॥ ১৮

স্ফুরদংশুরত্নগণদীপ্তভূষণো-
ত্তমহারদামভিরুরস্থলীয়কম্।
ঘনসারকুঙ্কুমবিলিপ্তবিগ্রহং
পৃথুদীপ্তষড়্দ্বয়ভুজাবিরাজিতম্।
অরুণাব্জনেত্রমঙ্গজোন্মথিতাঙ্গ-
মঙ্কগম্বুশোভনকরাম্বুজদ্বয়ম্॥ ১৯

স্বাঙ্কস্থভীষ্মকসুতোরুযুগান্তরস্থং
তাং তপ্তহেমরুচিমাত্মকরাম্বুজাভ্যাম্।
শ্লিষ্যন্তমার্দ্রজঘনামুপগূহমানা-
মাত্মানমায়তলসৎকরপল্লবাভ্যাম্॥ ২০

আনন্দোদ্রেকনিম্নাং মুকুলিতনয়নেন্দীবরাং চারুহাসাং
প্রোদ্যদ্রোমাঞ্চলগ্নশ্রমজলকণিকামৌক্তিকালংকৃতাঙ্গীম্।
আত্মন্যালীনবাহ্যান্তরকরণগণামঙ্গকৈর্নিস্তরঙ্গে
মজ্জন্তং লোলনানামতিমতুলমহানন্দসন্দোহসিন্ধৌ॥ ২১

শুভ হইয়া থাকে। ১৭। মণিমণ্ডলে শোভিত গণ্ডস্থল এবং বন্ধুজীব পুষ্পের ন্যায় মুখমণ্ডল হাস্য এবং হর্ষোৎফুল্লতা সহকারে সাধকগণের নির্ভয়তা প্রকাশ করিতেছেন। ১৮। রত্নময় হার ও বনমালাতে যাঁহার বক্ষঃস্থল শোভিত হয় এবং যাঁহার ভুজসকলে বিবিধ প্রকার ভূষণ শোভমান হইতেছে সেই অরুণাব্জনেত্র শ্রীকৃষ্ণ জনসমাজের লজ্জা নিবারণ করিয়া রক্ষা বিধান করুন। ১৯। যাঁহার ক্রোড়স্থিত হইয়া ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণ যুগান্তর পর্য্যন্ত রক্ষা পাইয়াছেন এবং যিনি করপদ্ম দ্বারা গোপিকাগণের সিক্ত জঘনস্থল আলিঙ্গন করিতেছেন সেই শ্রীনন্দনন্দন করপল্লবদ্বারা আমাদিগের রক্ষা করুন। ২০। যে গোপাঙ্গনাগণ আনন্দের

স দ্বাভ্যাং যুবতীভ্যাং দিব্যদুকূলানুলেপননির্ম্মলাভ্যাম্।
মন্মথশরণযুতাভ্যাং মুখকমললোললোচনভ্রমরাভ্যাম্॥ ২২
ভুজযুগলাশ্লিষ্টাভ্যাং শ্যামারুণললিতকোমলাঙ্গলতাভ্যাম্।
অশ্লিষ্টমাত্মদক্ষিণবামগতাভ্যাং করোল্লসৎকমলাভ্যাম্॥ ২৩
পৃষ্ঠগতয়া কলিন্দসুতয়া করকমলযুজা
সম্পরিরব্ধমঞ্জনরুচা চ মদনমথিতয়া।
পদ্মগদারথাঙ্গজলজভৃদ্ভুজযুগযুগলং
দোর্দ্বয়সংসক্তবংশবিলসন্মুখসরসীরুহম্॥ ২৪
দিক্ষু বহিঃ সুরর্ষিযতিভিঃ ভক্তিভারাবনম্রতনুভিঃ।
স্তুতিমুখরমুখৈঃ সন্ততং সেব্যমানং কমললোচনম্।
জ্ঞানবিষয়মর্থচতুষ্টয়প্রদং ত্রিভুবনজনকম্॥ ২৫
সান্দ্রানন্দসুধাব্ধিমগ্নমমলে ধাম্নি স্বকেঽবস্থিতং
ধ্যাত্বৈবং পরমং পুমাংসমনঘাৎ সম্প্রেক্ষ্য দীক্ষাগুরোঃ।
লব্ধ্বামুং মনুমাদরেণ শিতধীর্লক্ষং জপেদ্যোষিতাং
বার্ত্তাকর্ণনদর্শনাদিরহিতো মন্ত্রো গুরূণামপি॥ ২৬

প্রারম্ভমাত্রে নয়নযুগল মুদিত করিয়া হাস্যসহকারে রোমাঞ্চলগ্ন শ্রমজল-কণিকাসকল মুক্তার ন্যায় ধারণপূর্ব্বক বাহ্যান্তঃকরণে অনঙ্গভাবে নিমগ্ন হইতেছিল সেই গোপিকাগণের বিনোদনকারী ভক্তদিগের আনন্দপ্রদ হউন। ২১। তিনি যুবতীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কামভাবে ও প্রসন্নবদনে স্বকীয় মুখকমল হইতে তোমাদিগকে আশীর্ব্বচন প্রদান করুন। ২২। তাহাদিগের ভুজযুগলে আশ্লিষ্ট হইয়া আপনার কোমলাঙ্গ প্রদানে যিনি তাহাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটের সমীপবর্ত্তী হইয়া মুখকমলে বংশীস্থাপন করত ভক্তগণকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপ প্রদর্শন করিতেছেন। ২৩-২৪। তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবর্ষি ও যতিগণ ভক্তিভাবে অবনতমূর্ত্তি হইয়া সেই কমললোচনের স্তব ও সেবা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইতেছেন। ২৫। যিনি নির্ম্মলধামে স্বকীয় আনন্দময় সুধারসে নিমগ্ন থাকেন সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বোক্তরূপ ধ্যান

জুহুয়াত্তদ্দশাংশং সশর্করাতিলক্ষৌদ্রঘৃতেন পায়সেন।
প্রথমোক্তপীঠবর্য্যকেঽমুং প্রয়জেদনিত্যতাবিমুক্ত্যৈ ॥ ২৭
আরভ্য বিভূতিমথ ন্যসেৎ ক্রমতঃ শরাত্মমভ্যর্চ্চ্য।
আদ্যেঽন্তরাত্মানং বিংশত্যর্ণোদিতে যন্ত্রবরে ॥ ২৮
মধ্যে বীজং পরিতো বরুণেশযমেন্দ্রদিক্ষু সংলিখ্য।
পূর্ব্বং বীজচতুষ্কং তদপি চ চত্বারিংশদ্ভিরক্ষরৈর্দ্ব্যধিকৈঃ ॥ ২৯
শিষ্টৈশ্চ প্রবেশে শিবহরিবহ্ন্যাশাস্ত্রিযুক্তাংশ্চ বিলিখেৎ।
বাঙ্মায়াশ্রীভদ্রাস্তদ্বহ্বেোঽনুপালিতা লিখিতাঃ ॥ ৩০
শেষং পূর্ব্বোদিতবৎ বিধায় পীঠমধস্তাদভ্যর্চ্চ্য।
সংকল্পামূর্ত্তিমাত্রমাবাহ্যাভ্যর্চ্চ্য মধ্যবীজে তৎ ॥ ৩১
মুখদক্ষসব্যপৃষ্ঠগবীজেষ্বর্চ্চ্যাস্তু শক্তয়ঃ ক্রমশঃ।
রুক্মিণ্যাদ্যাশ্চ ষট্সু কোণেষ্বঙ্গানি কেশরেষু শরান্ ॥ ৩২
লক্ষ্ম্যাদ্যাদলমধ্যেষ্বগ্ন্যাদিষু তদ্বহির্ধ্বজপ্রমুখান্।
অগ্রে কেতুং শ্যামং পৃষ্ঠে বিপ্রমরুণমমলরক্তরুচম্ ॥ ৩৩

করিয়া দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে সাদরে মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক নির্ম্মলবুদ্ধি সাধক স্ত্রীগণের কথাবার্ত্তা শ্রবণ ও তাহাদিগের দর্শন হইতে বর্জ্জিত থাকিয়া সেই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিবে।২৬। শর্করা, তিল, মধু, ঘৃত এবং পায়সান্ন দ্বারা উক্ত জপের দশমাংশ হোম করিয়া প্রথমোক্ত পীঠপদ্মে অনিত্যতা বিমুক্তির জন্য তাঁহার পুজা করিবে।২৭। বিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্রের যন্ত্র লিখিয়া আদ্যন্তে বিভূতি ও আত্মার ন্যাস করিবে।২৮। মধ্যস্থলে মূলবীজ লিখিয়া তাহার পশ্চিম, ঈশান, দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিকে অপর চারিটি বীজ লিখিয়া দ্বিচত্বারিংশৎ অক্ষরে উক্ত মন্ত্র বীজ পূর্ণ করিবে।২৯। তাহার বহির্ভাগে শিব, হরি, অগ্নি, দিক্, বাগ্‌ভব, মায়া ও শ্রীভদ্র প্রভৃতি বীজ লিখিয়া এবং অবশেষে পূর্ব্ববৎ পীঠপুজা করিয়া সংকল্পপূর্ব্বক মূর্ত্তিমাত্রের আবাহন ও পূজা মূলবীজের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।৩০-৩১। অনন্তর দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বের বীজে রুক্মিণী প্রভৃতি শক্তির পুজা করিয়া ষট্‌কোণে অঙ্গপূজা ও কেশর মধ্যে শর সকলের

পার্শ্বদ্বয়ে নিধীশানন্তৌ তদ্বদভিপূজয়েৎ ক্রমশঃ।
হেরম্বশাস্তৃদ্বন্দ্ববিশ্বক্‌সেনানধিদিক্ষু বহনাদ্যম্ ॥ ৩৪
বিদ্রুমমরকতদূর্ব্বাস্বর্ণাভান্ বহিরথেন্দ্রবজ্রাদ্যান্।
যজনবিধানমিতীরিতমাবৃতিসপ্তকযুতং মুকুন্দস্য ॥ ৩৫

ইতি নারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

অর্চ্চনা করিবে। ৩২। দলমধ্যে লক্ষ্মীদেবীর পূজা হইলে তাহার বহির্ভাগে এবং পৃষ্ঠদেশে শ্যাম ও অরুণবর্ণ ইষ্টদেব পূজিত হইবেন। ৩৩। পার্শ্বদ্বয়ে কুবেরের এবং অনন্তদেবের যথাক্রমে পূজান্তে তদ্বৎ চতুর্দ্দিকে হেরম্ব বিশ্বক্‌সেন প্রভৃতি ও তাঁহারে বাহনাদির পূজা করিতে হইবে। ৩৪। তাহার পর সকলের বহির্ভাগে বিদ্রুম-মরকত-দূর্ব্বা-স্বর্ণাভ ইন্দ্রবজ্রাদির পূজা সম্পাদিত হইলে মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের সপ্তাবৃতি পূজা যজনবিধির নিয়মানুসারে সমাপ্ত হইবে। ৩৫।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ

ইত্যর্চ্চয়ন্নচ্যুতমাদরেণ যোঽমুং জপেন্মন্ত্রবরং যতাত্মা।
সোঽভ্যর্চ্চ্যতে দিব্যজনৈর্জনানাং হৃন্নেত্রপঙ্কেরুহতিগ্মভানুঃ॥ ১
সিতশর্করোত্তরপয়ঃ প্রতিপত্ত্যা বিতর্পয়েদ্দিনমুখে দিনশস্তম্।
সলিলৈঃ শতং শতমথশ্রিয়মেষ স্ববিভূত্যদন্নতি করোত্যুদবিন্দুম্॥২
বিদলদ্দলৈঃ সুমনসঃ
সুমনোভির্ঘনদ্রবমগ্নৈঃ।
মনুনাঽমুনা হবনতোঽযুতসংখ্যং
ত্রিজগৎশ্রেয়ঃ স মন্ত্রবিৎ কবিরাট্ স্যাৎ॥ ৩
ধ্যানাদেবাস্য সদ্যস্ত্রিদশমৃগদৃশো বশ্যতাং যান্ত্যবশ্যং
কন্দর্পার্ত্তো জপাদ্যৈঃ কিমথ ন সুলভং মন্ত্রতোঽস্যান্তরস্থম্।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় চিত্তং মহদিদমপি নৈসর্গিকীং শশ্বদেনং
সেবেতেমং ত্রিলক্ষ্যং সরসিজনিলয়াধীশ্বরীং বাপি বাচাম্॥ ৪

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন।—যে কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি লোকের হৃদয়ে ও নয়নসরোরুহে তেজস্বী সূর্য্যসদৃশ হইয়া দেবগণের পূজনীয় হইয়া থাকেন। ১। প্রতিদিবস প্রাতঃকালে সিত-শর্করাযুক্ত দুগ্ধ দ্বারা শ্রীহরির তর্পণ করিয়া জল দ্বারা শতবার তর্পণ করিলে ইন্দ্রতুল্য সুখভোগী হইয়া সাধকেরা অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। ২। যে কোন সাধক পুষ্পদ্বারা এই মন্ত্রে অযুতবার হোম করেন তিনি ত্রিজগতের কল্যাণ সাধন করিয়া মন্ত্রবিৎ ও কবিসম্রাট্ হন। ৩। আর উক্ত দেবতার ধ্যান করিলে ইচ্ছানুসারে দেবকন্যারা কন্দর্পবাণে নিপীড়িত হইয়া তাঁহার বশ্যতা প্রাপ্ত হয়েন। জপাদির দ্বারা কি না সুলভ হয়, ইহাতে হৃদয়ঽ

আধিব্যাধিজরাপমৃত্যুদুরিতৈর্ভূতৈঃ সমস্তৈর্বিবধিজ্ঞো-
ভাগ্যেন দরিদ্রতাদিভিরসৌ দূরং বিমুক্তৈশ্চিরম্।
সৎপুত্রৈঃ সহিতৈশ্চ মিত্রনিবহৈর্জুষ্টোঽখিলাভিঃ সদা।
সম্পত্তিঃ পরিপুষ্টভূরিযশসা জীবেদনেকাঃ সমাঃ॥ ৫

অখিলমনুষু মন্ত্রা বৈষ্ণবা বীর্য্যবন্তো-
মহিততরফলাঢ্যাস্তেষু গোপালমন্ত্রাঃ।
প্রবলতর ইহৈষোঽশিষ্টসম্মোহনাখ্যো
মনুরনুপমসম্পৎকল্পনাকল্পশাখী॥ ৬

মনুমিমমতিহৃদ্যং যো ভজেদ্ভক্তিনম্রো
জপহুতযজনাদ্যৈর্ধ্যানবন্মন্ত্রিমুখ্যঃ।
ত্রুটিতসকলকর্ম্মগ্রন্থিরুদ্বুদ্ধচেতা
ব্রজতি স তু পদং তন্নিত্যশুদ্ধং মুরারেঃ॥ ৭

অঙ্গীকৃত্যৈকমেষাং মনুমথ জপহোমার্চ্চনাদ্যৈর্মনূনা-
মষ্টাঙ্গোৎসারিতারিঃ প্রমুদিতপরিশুদ্ধোপসন্নান্তরাত্মা।
যোগী যুঞ্জীত যোগান্ সমুচিতবিকৃতিঃ স পুরোধাকৃতিঃ সন্
আত্মন্যাধায় চিত্তং বিষয়সমমুখোন্মীলিতাক্ষো নিবিষ্টঃ॥ ৮

স্পর্দ্ধা থাকে না এবং তাঁহাকে নিত্য স্বাভাবিক জ্ঞানানুসারে সেবা করিয়া তিন লক্ষবার জপ করিলে পদ্মালয়াধীশ্বরী লক্ষ্মী ও বাক্যাধীশ্বরী সরস্বতী সাধকের প্রতি অনুকূলা হয়েন। ৪। অপিচ বিধিজ্ঞ সাধক মনের কষ্ট, ব্যাধি, জরা, অপমৃত্যু, দুর্গতি এবং দরিদ্রতাদি চিরকাল বিমুক্ত হইয়া সৎপুত্র, মিত্র, সম্পত্তি এবং যশোলাভ করত বহুবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন। ৫। সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্র অত্যন্ত বীর্য্যশালী হয়; তাহার মধ্যে গোপালমন্ত্র বিশেষ ফলপ্রদ এবং সম্মোহনাখ্যমন্ত্র কল্পবৃক্ষের ন্যায় অনুপম সম্পৎ প্রদান করে। ৬। এই নিতান্ত প্রীতিকর মন্ত্র যে মন্ত্রিমুখ্য ব্যক্তি জপ, হোম, পূজা ও ধ্যানসহকারে ভক্তিনম্রভাবে ভজনা করেন, তিনি নির্ম্মল চিত্ত হইয়া সকল কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত শ্রীহরির নিত্য সিদ্ধ পরমধামে গমন করেন। ৭।

বিশ্বস্তূতেন্দ্রিয়াস্তঃকরণময়মিবেন্দুস্বরূপং সমস্তং
বর্ণাত্মৈতৎপ্রধানে কলনলয়ময়ে বীজরূপে ধ্রুবেণ।
নীত্বা তৎ পুংসি বিশ্বাত্মনি তমপি পরালম্বনে কালতত্ত্বে
তং বৈ শক্তৌ চিদামৃত্যপি নয়তু চন্দ্রাংশকে বা নিশান্তে ॥ ৯
নির্দ্বন্দ্বে নির্ব্বিশেষে নিরতিশয়মহানন্দসান্দ্রে বসানো
নাপ্রার্থে কৃষ্ণপূর্ব্বামলসহিতপরে শাশ্বতেহভ্যাসনীয়ম্।
সূক্ষ্মং সংকৃষ্য বীজোত্তমমথ শনকৈর্নীতনিশ্বাসচেতাঃ
প্রক্ষীণাপুণ্যপুণ্যো নিরুপমসুখসংবিৎস্বরূপঃ স ভূয়াৎ ॥ ১০
মূলাধারে ত্রিকোণে তরুণতরণিভে ভাস্বরে বিভ্রমন্তং
বালার্কালোকলোলং জঠরতরকুরঙ্গাঙ্ককোটিপ্রভাভিঃ।
বিদ্যুন্মালাসহস্রদ্যুতিরুচিরহসদ্বন্ধুজীবাভিরামং
ত্রৈগুণ্যাক্রান্তবিন্দুং জগদুদয়লয়াবেকহেতুং বিচিন্ত্য ॥ ১১
তস্যোর্দ্ধে বিস্ফুরন্তীং স্ফুটরুচিরতড়িৎপুঞ্জভাং ভাস্বদন্ত-
মুদগচ্ছন্তীং সুষুম্নাসরণিমনুশিখামাললাটেন্দুবিম্বম্।
চিন্মাত্রাং সূক্ষ্মরূপাং কলিতসকলবিশ্বাং কলানাদগম্যাং
মূলং যা সর্ব্বধাম্নাং স্মরতু নিরুপমাং হুংকৃতীদাঞ্চিরং বঃ ॥ ১২

অনন্তর উহার মধ্যে একটী মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক জপ, হোম এবং অর্চ্চনাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া যোগযুক্ত যোগী মনোবিকার নিবারণপূর্ব্বক আত্মাতে চিত্ত সমাধান করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন। ৮। চন্দ্রাংশকে কিংবা রাত্রিশেষে যিনি সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে জ্যোতিস্বরূপ হইয়া থাকেন তাঁহার বীজরূপ মন্ত্র সকল অবলম্বন করিয়া সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বের সহিত ধ্যান করিবে।৯। যিনি নির্ব্বিরোধে এবং নিরতিশয় মহানন্দে সতত নিমগ্ন থাকেন এবং যিনি নিতান্ত সূক্ষ্মজীবের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করাতে শ্রীকৃষ্ণনামের বাচ্য হইয়াছেন, তাঁহাকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে সাধকগণ ক্ষীণপাপ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ১০। বৃত্তিবিশিষ্ট মূলাধার পদ্মে এবং ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্রে তরুণসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট

নীত্বা তাং শনকৈরধোমুখসহস্রার্কারুণাম্ভোদধে-
র্দ্যোতৎপূর্ণশশাঙ্কবিম্বমমৃতঃ পীযূষধারাস্রুতিম্।
বক্ত্রা মন্ত্রময়ীং নিপীয় চ সুধানিঃস্যন্দরূপাং বিশে-
দ্দুয়োঽপ্যাত্মনিকেতনং পুনরপি ব্যুত্থায় পীত্বা বিশেৎ ॥ ১৩

যোঽভ্যস্যত্যনুদিনমেবমাত্মনামুং
　　বীজোৎথাদ্দুরিতজরাপমৃত্যুরোগান্।
জিত্বাঽসৌ স্বয়মিব মূর্ত্তিমাননঙ্গঃ
　　সংজীবেচ্চিরমলিনীলকেশজালঃ ॥ ১৪

স্ফুটমধুরপদার্ণশ্রেণিরত্যদ্ভুতার্থা
　　ঝটিতি বদনপদ্মান্নিঃসরত্যস্য বাণী।
অপিচ সকলমন্ত্রাস্তস্য সিদ্ধ্যন্তি সংক্ষু-
　　ন্নপরমধনসৌখ্যৈকাস্পদং বর্ত্ততে সঃ ॥ ১৫

কোটি চন্দ্রের প্রভাদ্বারা বালসূর্য্যের কিরণবৎ চঞ্চল ও সহস্র বিদ্যুন্মালার আভাযুক্ত এবং বন্ধুজীব পুষ্পের ন্যায় ত্রিগুণাক্রান্ত বিন্দুবীজ জগতের উদয় এবং লয়ের একমাত্র হেতুভূত চিন্তা করিয়া তাহার উপরিভাগে বিদ্যুৎ-পুঞ্জের ন্যায় দীপ্তিশালিনী ও সূক্ষ্মরূপা চিন্মাত্রা, সুষুম্নানাড়ীর অন্তর্গত হুঙ্কারকারিণী এবং সমস্ত সংসারের একমাত্র আধারভূতা নিরুপমাদেবীকে স্মরণ করিলে সমস্ত অনিষ্ট নিবারিত হয়।১১-১২। সেই কুণ্ডলিনীদেবীকে অধোভাগ হইতে বিশিষ্ট সহস্রারস্থিত পরমপুরুষের সন্নিধানে ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে অমৃত ধারা পান করিতে হয়। অপিচ তিনি সুধাপান করিয়া পুনর্ব্বার অধোগতা হইলে ক্রমশঃ যথাবিধি তাঁহার পুনরুত্থান করান আবশ্যক। ১৩। যে কোন সাধক প্রতিদিবস এইরূপ অভ্যাস করিয়া আত্মাকে ভজনা করেন, তিনি দুর্গতি, জরা, অপমৃত্যু জয় করত কন্দর্পস্বরূপ মূর্ত্তিমান্ থাকিয়া ভ্রমরবৎ কৃষ্ণবর্ণ কেশে দীর্ঘজীবন লাভ করেন এবং তিনি অর্থযুক্ত মধুর ও অত্যাশ্চর্য্য বাক্য সকল আপনার মুখ-কমল হইতে বিনির্গত করিতে পারেন; অপিচ তাঁহার সকল মন্ত্রই সিদ্ধ হয়; তিনি উত্তম ধন এবং সৌখ্যের আস্পদ হইয়া থাকেন।১৪-১৫।

ভ্রাম্যন্মূর্ত্তিং মূলচক্রাদনঙ্গং শ্রীভির্ভাভীরক্তপীযূষযুগ্‌ভিঃ।
বিশ্বাকাশং পূরয়ন্তং বিচিন্ত্য প্রত্যাবেশ্যাস্তত্র বশ্যায়সাধ্যাঃ॥ ১৬
নার্য্যো নরা বা নগরী সভা বা প্রবেশিতাস্তত্র নিষক্তচেতসঃ।
স্যুঃ কিঙ্করাস্তস্য ঝটিত্যনারতং চিরায় তন্নিম্নধিয়ো ন সংশয়ঃ॥ ১৭
তরণিদলসনাথে শক্রগোপারুণে যো
রবিশশিশিখিবিম্বপ্রস্ফুরদ্দারুমধ্যে।
হৃদয়সরসিজেঽমুং শ্যামলাঙ্গং সুবেশং
সম্মুখমুপনিষণ্ণং সংস্মরেদ্বাসুদেবম্॥ ১৮
পাদাম্ভোজদ্বয়েঽঙ্গুল্যমলকিশলয়ে স্বাবনৌসন্নখানাং
সদ্ধর্ম্মোদারকান্তৌ প্রপদযুজি লসজ্জঙ্ঘিকাদণ্ডয়োশ্চ।
জান্বোরূর্ব্বোঃপ্রসঙ্গে নববসনবরে মেখলাদাম্নি নাভৌ
রোমাবল্যামুদারোদরভুবি বিপুলে বক্ষসি প্রৌঢ়হারে॥ ১৯
শ্রীবৎসকৌস্তুভাবস্ফুটকমললসদ্দ্ব‍ন্দ্বসদ্দাম্নি বাহ্বো-
র্মূলে কেয়ুরদীপ্তে জগদবনপটোর্দোদ্বয়ে কঙ্কণাঢ্যে।
পাণিদ্বন্দ্বাঙ্গুলিষু মধুরালীনবিশ্বে চ বেণৌ
কণ্ঠে সৎকুণ্ডলাগ্রে স্ফুটরুচিরমণৌ দীপ্তগণ্ডস্থলে চ॥ ২০

অনন্তর মূলচক্র হইতে ভ্রাম্যমাণ অনঙ্গদেবকে ধ্যান করিবে,—তিনি বিশ্ব সংসারের সমস্ত স্থান শোভা, দীপ্তি এবং অমৃতপূর্ণ করিতেছেন এবং সকলে তাঁহার বশীভূত হইয়া তাঁহার সাধনা করিতেছেন। ১৬। স্ত্রী পুরুষ অথবা নগরী ও সভাসমীপে উক্ত সাধক যদি উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে সকলে তাঁহার কিঙ্করত্ব অঙ্গীকার করত সতত অধীনাবস্থায় চিরকাল কার্য্য করিয়া থাকেন। ১৭। চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং শ্যামলাঙ্গ ও সুবেশধারী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়কমলাসনে সুখে উপবিষ্ট জানিয়া তাঁহার স্মরণ করিবে। ১৮। তাঁহার চরণারবিন্দদ্বয়ে, অঙ্গুলীকিশলয়ে নানাবিধ শোভাময় শোভমান নখরসমূহে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, জানু ও উরুস্থলে, নাভিতে, রোমাবলীযুক্ত উদরে এবং চিরব্যাপ্ত শ্রীবৎস ও কৌস্তভ হারযুক্ত বিশাল বক্ষঃস্থলে, মৃণালবৎ কোমল বাহুদ্বয়ের মূলে,

কিন্তু দ্বন্দ্বে চ শোণে নয়ননলিনয়োর্ভ্রূবিলাসে ললাটে
কেশেষ্বালোলবর্হেষ্বতিসুরভিমনোজ্ঞসূনোৎপলেষু।
শোণে বিন্যস্তবেণাবধরকিশলয়ে দন্তপংক্ত্যাং স্মিতাস্য-
জ্যোৎস্নামায়াদিপুংসঃ ক্রমত ইতি শনৈঃ স্বং মনঃ সন্নিধত্তাম্ ॥ ২১

যাবন্মনো বিলয়মেতি হরেরুদারে
মন্দস্মিতে জপতু তাবদনঙ্গবীজম্।
অষ্টাদশার্ণমথবাপি দশার্ণকং বা
মন্ত্রং শনৈরথ জপেৎ সময়ে স্বনিষ্ঠঃ ॥ ২২

আরোপ্যারোপ্য মনঃ পদারবিন্দাদি মন্দহসিতান্তম্।
তত্র বিলাপ্যং ক্ষীণে চেৎ সুখচিৎসদাত্মকো ভবতি ॥ ২৩

ন্যাসজপহোমপূজাতর্পণমন্ত্রাভিষেকবিনিয়োগানাম্।
দীপিকাকারময়োদ্ভাবিতক্রমঃ কৃষ্ণমন্ত্রগণকথিতানাম্ ॥ ২৪

সংশয়তিমিরচ্ছিদুরাঽশেষাঽক্রমদীপিকা করেণ মহদ্ভিঃ।
করদীপিকেব ধার্য্যা সস্নেহমহর্নিশংচ সমস্তসুখাপ্ত্যৈ ॥ ২৫

জগৎ রক্ষার জন্য পটুতর ও কেয়ূরাভরণযুক্ত ভুজদ্বয়ে, কঙ্কণাঢ্য করদ্বয়ে, বেণুবাদক হস্তাঙ্গুলিসমূহে, কণ্ঠে এবং উৎকৃষ্ট কুণ্ডলযুক্ত গণ্ডস্থলে, নয়নপদ্ম-যুগলে, ভ্রূবিলসিত-ললাটে, নানাবিধ চিত্রিত ময়ূরপুচ্ছে ও মনোরম পুষ্পদলে শোভিত কেশজালে, বেণুযুক্ত অধরে এবং হাস্যযুক্ত দন্তপংক্তিতে সেই পুরুষ শরীরের প্রতি চিত্ত সমাধান করিবে।১৯-২১। যাবৎকাল সেই শ্রীহরির মন্দহাস্যের প্রতি অন্তঃকরণ বিলীন না হয়, তাবৎকাল সাধক কামবীজ জপ করিবেন; তদনন্তর যথাসময়ে অষ্টাদশাক্ষর কিংবা দশাক্ষর মন্ত্র ক্রমশঃ নিষ্ঠাভক্তিসহকারে জপ করিবেন। ২২। তাহার পরে চিত্ত সমাধান হইলে যদি জ্ঞানপ্রযুক্ত সাধকের সদাত্মকতা ও সুখ হয় তবে চরণারবিন্দ হইতে মন্দহসিত পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া চিত্ত স্থির করিবেন।২৩। ন্যাস, জপ, হোম, পূজা, তর্পণ, মন্ত্রাভিষেক ও বিনিয়োগ প্রভৃতির এই ক্রম দীপিকাকারকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ২৪। মহাজনেরা করদীপিকার ন্যায় এই ক্রমদীপিকা অবলম্বন করিয়া সংশয় তিমির ছেদন করিতে

যশ্চক্রং নিজকেলিসাধনমধিষ্ঠানস্থিতোঽপি প্রভু-
র্দ্দত্তং মন্মথশত্রুণাঽবনকৃতে ব্যাকৃত্তলোকোত্তরম্।
ধত্তে দীপ্তনবেন্দুভানুনয়নোপেতাঙ্ঘুমায়ং ধ্রুবং
বন্দে কায়বিমর্দ্দনং বধকৃতাং ভক্তিপ্রদং যাদবম্॥ ২৬

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

সমর্থ হইবে ও তাহাতে অহোরাত্র সুখলাভ করিতে পারিবে। ২৫। যে প্রভু অধিষ্ঠানস্থিত হইয়াও মহাদেবপ্রদত্ত লোকোত্তর নিজকেলি সাধনস্বরূপ সুদর্শনচক্র ধারণ করিতেছেন এবং যিনি চন্দ্র সূর্য্যরূপ নয়নযুক্ত হইয়া বধকারীদিগের শরীর বিমর্দ্দন করিতেছেন সেই ভক্তিদাতা যদুবংশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিতেছি। ২৬।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

দেবদেব জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহকারক।
য়দ্যস্তি ময়ি কারুণ্যং ময়ি যদ্যস্তি তে দয়া॥ ১
যদ্যৎ ত্বয়া প্রগদিতং তৎ সর্ব্বং মে শ্রুতং প্রভো।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং যত্তু যত্তে মনসি কাশতে॥ ২
ত্বয়া ন গদিতং যত্তু যস্মৈ কস্মৈ কদাচন।
তস্মাং কথয় দেবেশ সহস্রং নাম চোত্তমম্॥ ৩
শ্রীরাধায়া মহাদেব্যা গোপ্যা ভক্তিপ্রসাধনম্।
ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী হর্ত্রী সা কথং গোপীত্বমাগতা॥ ৪

শ্রীমহাদেব উবাচ

শৃণু দেবি বিচিত্রার্থাং কথাং পাপহরাং শুভাম্।
নাস্তি জন্মানি কর্ম্মাণি তস্যা নূনং মহেশ্বরি॥ ৫
যদা হরিশ্চরিত্রাণি কুরুতে কার্য্যগৌরবাৎ।
তদা বিধাতৃরূপাণি হরিসাংনিধ্যসাধিনী॥ ৬

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন।—হে দেবদেব, জগন্নাথ! আপনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারক! আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তাহা সমস্তই শ্রবণ করিলাম। যদ্যপি আমার উপর আপনার করুণা এবং দয়া থাকে, তবে হে প্রভো! এক্ষণে নিতান্ত গোপনীয় যাহা আপনার মনে বিকশিত রহিয়াছে এবং যাহা কখন কাহারও নিকটে ব্যক্ত করেন নাই, সেই উত্তম সহস্রনাম আমাকে বলুন। ১-৩। মহাদেবী শ্রীরাধিকা গোপীর সেই নাম কিরূপে ভক্তির প্রসাধন হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী ও হর্ত্রী কি প্রকারে গোপীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—হে দেবি! সেই বিচিত্রার্থযুক্তা শুভকরী পাপহারিণী কথা শ্রবণ কর, হে পরমেশ্বরি! নিশ্চয়ই তাঁহার জন্ম ও

তস্যা গোপীত্বভাবস্য কারণং গদিতং পুরা।
ইদানীং শৃণু দেবেশি নাম্নাঞ্চৈব সহস্রকম্ ॥ ৭
যন্ময়া কথিতং নৈব তন্ত্রেষ্বপি কদাপি ন।
তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি ভক্ত্যা ধার্য্যং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৮
মম প্রাণসমা বিদ্যা ভাব্যতে মে ত্বহর্নিশম্।
শৃণুষ্ব গিরিজে নিত্যং পঠস্ব চ যথামতি ॥ ৯
যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলোকেশঃ পরঃ প্রভুঃ।
অস্যা নামসহস্রস্য ঋষির্নারদ এব চ ॥ ১০
দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গপ্রসাধিনী।
ওঁ শ্রীরাধা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা কৃষ্ণসংযুতা ॥ ১১
বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদনমোহিনী।
শ্রীমতী কৃষ্ণকান্তা চ কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী ॥ ১২
যশস্বিনী যশোগম্যা যশোদানন্দবল্লভা।
দামোদরপ্রিয়া গোপী গোপানন্দকরী তথা ॥ ১৩

কর্ম্ম নাই। ৫। যৎকালে কার্য্যগৌরবহেতু শ্রীহরি অবতীর্ণ হইয়া লীলা প্রদর্শন করেন তৎকালে তিনি শ্রীহরির সান্নিধ্যসাধিনী বিধাতৃরূপ সকল ধারণ করেন। ৬। তাঁহার গোপীত্বভাবের কারণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, হে দেবেশি! সম্প্রতি সহস্রনাম শ্রবণ কর। ৭। যাহা আমাকর্ত্তৃক কদাপি কোন তন্ত্রে কথিত হয় নাই, ভক্তিপূর্ব্বক মুমুক্ষুদিগের ধারণীয় সেই বিষয় এক্ষণে তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ ব্যক্ত করিব। ৮। যিনি আমার প্রাণসমা বিদ্যাস্বরূপিণী আমাকর্ত্তৃক অহোরাত্র চিন্তনীয়া হয়েন; হে গিরিজে! তাঁহাকে যথামতি শ্রবণ কর এবং নিত্য নিত্য পাঠ কর। ৯। যাঁহার অনুগ্রহে গোলোকের পতি শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রভু হইয়াছেন, সেই সহস্রনামের ঋষি নারদ এবং চতুর্বর্গপ্রসাধিনী রাধা পরমদেবতা বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। ওঁ শ্রীরাধা, রাধিকা, কৃষ্ণবল্লভা, কৃষ্ণসংযুতা। ১০-১১। বৃন্দাবনেশ্বরী, কৃষ্ণপ্রিয়া, মদনমোহিনী, শ্রীমতী, কৃষ্ণকান্তা, কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী। ১২। যশস্বিনী, যশোগম্যা, যশোদানন্দবল্লভা, দামোদরপ্রিয়া,

কৃষ্ণাঙ্গবাসিনী হৃদ্যা হরিকান্তা হরিপ্রিয়া।
প্রধানগোপিকা গোপকন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ১৪
বৃন্দাবনবিহারী চ বিকশিতমুখাম্বুজা।
গোকুলানন্দকর্ত্রী চ গোকুলানন্দদায়িনী ॥ ১৫
গতিপ্রদা গীতগম্যা গমনাগমনপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুকান্তা বিষ্ণোরঙ্গনিবাসিনী ॥ ১৬
যশোদানন্দপত্নী চ যশোদানন্দগেহিনী।
কামারিকান্তা কামেশী কামলালসবিগ্রহা ॥ ১৭
জয়প্রদা জয়া জীবা জীবানন্দপ্রদায়িনী।
নন্দনন্দনপত্নী চ বৃষভানুসুতা শিবা ॥ ১৮
গণাধ্যক্ষা গবাধ্যক্ষা গবাং গতিরনুত্তমা।
কাঞ্চনাভা হেমগাত্রা কাঞ্চনাঙ্গদধারিণী ॥ ১৯
অশোকা শোকরহিতা বিশোকা শোকনাশিনী।
গায়ত্রী বেদমাতা চ বেদাতীতা বিদুত্তমা ॥ ২০
নীতিশাস্ত্রপ্রিয়া নীতিগতির্মতিরভীষ্টদা।
বেদপ্রিয়া বেদগর্ভা বেদমার্গপ্রবর্দ্ধিনী ॥ ২১
বেদগম্যা বেদপরা বিচিত্রকনকোজ্জ্বলা।
তথোজ্জ্বলপ্রদা নিত্যা তথৈবোজ্জ্বলগাত্রিকা ॥ ২২

গোপী, গোপানন্দকরী। ১৩। কৃষ্ণাঙ্গবাসিনী, হৃদ্যা, হরিকান্তা, হরিপ্রিয়া, প্রধানগোপিকা, গোপকন্যা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী। ১৪। বৃন্দাবনবিহারী, বিকশিতমুখাম্বুজা, গোকুলানন্দকর্ত্রী, গোকুলানন্দদায়িনী। ১৫। গতিপ্রদা, গীতগম্যা, গমনাগমনপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুকান্তা, বিষ্ণুর অঙ্গনিবাসিনী। ১৬। যশোদানন্দপত্নী, যশোদানন্দগেহিনী, কামারিকান্তা, কামেশী, কামলালসবিগ্রহা। ১৭। জয়প্রদা, জয়া, জীবা, জীবানন্দপ্রদায়িনী, নন্দনন্দনপত্নী, বৃষভানুসুতা, শিবা। ১৮। গণাধ্যক্ষা, গবাধ্যক্ষা, গোসকলের গতি, অনুত্তমা, কাঞ্চনাভা, হেমগাত্রা, কাঞ্চনাঙ্গদধারিণী। ১৯। অশোকা, শোকরহিতা, বিশোকা, শোকনাশিনী, গায়ত্রী, বেদমাতা,

নন্দপ্রিয়া নন্দসুতারাধ্যাঽঽনন্দপ্রদা শুভা।
শুভাঙ্গী বিমলাঙ্গী চ বিলাসিন্যপরাজিতা ॥ ২৩
জননী জন্মশূন্যা চ জন্মমৃত্যুজরাপহা।
গতির্গতিমতাং ধাত্রী ধাত্রানন্দপ্রদায়িনী ॥ ২৪
জগন্নাথপ্রিয়া শৈলবাসিনী হেমসুন্দরী।
কিশোরী কমলা পদ্মা পদ্মহস্তা পয়োদদা ॥ ২৫
পয়স্বিনী পয়োদাত্রী পবিত্রা সর্ব্বমঙ্গলা।
মহাজীবপ্রদা কৃষ্ণকান্তা কমলসুন্দরী ॥ ২৬
বিচিত্রবাসিনী চিত্রবাসিনী চিত্ররূপিণী।
নির্গুণা সুকুলীনা চ নিষ্কুলীনা নিরাকুলা ॥ ২৭
গোকুলান্তরগেহা চ যোগানন্দকরী তথা।
বেণুবাদ্যা বেণুরতির্ব্বেণুবাদ্যপরায়ণা ॥ ২৮
গোপালস্য প্রিয়া সৌম্যরূপা সৌম্যকুলোদ্বহা।
মোহাঽমোহা বিমোহা চ গতির্নিষ্ঠা গতিপ্রদা ॥ ২৯
গীর্ব্বাণবন্দ্যা গীর্ব্বাণা গীর্ব্বাণগণসেবিতা।
ললিতা চ বিশোকা চ বিশাখা চিত্রমালিনী ॥ ৩০

বেদাতীতা, বিদুত্তমা। ২০। নীতিশাস্ত্রপ্রিয়া, নীতিগতি, মতি, অভীষ্টদা, বেদপ্রিয়া, বেদগর্ভা, বেদমার্গপ্রবর্দ্ধিনী। ২১। বেদগম্যা, বেদপরা, বিচিত্রকনকোজ্জলা, উজ্জলপ্রদা, নিত্যা, উজ্জলগাত্রিকা। ২২। নন্দপ্রিয়া, নন্দসুতারাধ্যা, আনন্দপ্রদা, শুভা, শুভাঙ্গী, বিমলাঙ্গী, বিলাসিনী, অপরাজিতা। ২৩। জননী, জন্মশূন্যা, জন্মমৃত্যুজরাপহা, গতিমানদিগের গতি, ধাত্রী, ধাত্রানন্দপ্রদায়িনী। ২৪। জগন্নাথপ্রিয়া, শৈলবাসিনী, হেমসুন্দরী, কিশোরী, কমলা, পদ্মা, পদ্মহস্তা, পয়োদদা। ২৫। পয়স্বিনী, পয়োদাত্রী, পবিত্রা, সর্ব্বমঙ্গলা, মহাজীবপ্রদা, কৃষ্ণকান্তা, কমলসুন্দরী। ২৬। বিচিত্রবাসিনী, চিত্রবাসিনী, চিত্ররূপিণী, নির্গুণা, সুকুলীনা, নিষ্কুলীনা, নিরাকুলা। ২৭। গোকুলান্তরগেহা, যোগানন্দকরী, বেণুবাদ্যা, বেণুরতি, বেণুবাদ্যপরায়ণা। ২৮। গোপালপ্রিয়া, সৌম্যরূপা, সৌম্যকুলোদ্বহা,

জিতেন্দ্রিয়া শুদ্ধসত্ত্বা কুলীনা কুলদীপিকা।
দীপপ্রিয়া দীপদাত্রী বিমলা বিমলোদকা॥ ৩১
কান্তারবাসিনী কৃষ্ণা কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া মতিঃ।
অনুত্তরা দুঃখহন্ত্রী দুঃখকর্ত্রী কুলোদ্বহা॥ ৩২
মতির্লক্ষ্মীধৃতির্লজ্জা কান্তিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা।
ক্ষীরোদশায়িনী দেবী দেবারিকুলমর্দ্দিনী॥ ৩৩
বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কুলপূজ্যা কুলপ্রিয়া।
সংহর্ত্রী সর্ব্বদৈত্যানাং সাবিত্রী বেদগামিনী॥ ৩৪
বেদাতীতা নিরালম্বা নিরালম্বগণপ্রিয়া।
নিরালম্বজনৈঃ পূজ্যা নিরালোকা নিরাশ্রয়া॥ ৩৫
একাঙ্গা সর্ব্বগা সেব্যা ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী।
রাসপ্রিয়া রাসগম্যা রাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা॥ ৩৬
রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থা রাসমণ্ডলশোভিতা॥ ৩৭
রাসমণ্ডলসেব্যা চ রাসক্রীড়ামনোহরা।
পুণ্ডরীকাক্ষনিলয়া পুণ্ডরীকাক্ষগেহিনী॥ ৩৮

মোহা, অমোহা, বিমোহা, গতিনিষ্ঠা, গতিপ্রদা। ২৯। গীর্ব্বাণবন্দ্যা, গীর্ব্বাণা, গীর্ব্বাণগণসেবিতা, ললিতা, বিশোকা, বিশাখা, চিত্রমালিনী।৩০। জিতেন্দ্রিয়া, শুদ্ধসত্ত্বা, কুলীনা, কুলদীপিকা, দীপপ্রিয়া, দীপদাত্রী, বিমলা, বিমলোদকা। ৩১। কান্তারবাসিনী, কৃষ্ণা, কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া, মতি, অনুত্তরা, দুঃখহন্ত্রী, দুঃখকর্ত্রী, কুলোদ্বহা। ৩২। মতি, লক্ষ্মী, ধৃতি, লজ্জা, কান্তি, পুষ্টি, স্মৃতি, ক্ষমা, ক্ষিরোদশায়িনী, দেবী, দেবারিকুল-মর্দ্দিনী। ৩৩। বৈষ্ণবী, মহালক্ষ্মী, কুলপূজ্যা, কুলপ্রিয়া, সমস্ত দৈত্য-গণের সংহর্ত্রী, সাবিত্রী, বেদগামিনী। ৩৪। বেদাতীতা, নিরালম্বা, নিরালম্বগণপ্রিয়া, নিরালম্ব জনগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যা, নিরালোকা, নিরাশ্রয়া। ৩৫। একাঙ্গা, সর্ব্বগা, সেব্যা, ব্রহ্মপত্নী, সরস্বতী, রাসপ্রিয়া, রাসগম্যা, রাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা।৩৬। রসিকা, রসিকানন্দা, স্বয়ং রাসেশ্বরী,

পুণ্ডরীকাক্ষসেব্যা চ পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভা ।
সর্ব্বজীবেশ্বরী সর্ব্বজীববন্দ্যা পরাৎপরা ॥ ৩৯
প্রকৃতিঃ শম্ভুকান্তা চ সদাশিবমনোহরা ।
ক্ষুৎপিপাসা দয়া নিদ্রা ভ্রান্তিঃ শ্রান্তিঃ ক্ষমাকুলা ॥ ৪০
বধূরূপা গোপপত্নী ভারতী সিদ্ধযোগিনী ।
সত্যরূপা নিত্যরূপা নিত্যাঙ্গী নিত্যগেহিনী ॥ ৪১
স্থানদাত্রী তথা ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ স্বয়ংপ্রভা ।
সিন্ধুকন্যা স্থানদাত্রী দ্বারকাবাসিনী তথা ॥ ৪২
বুদ্ধিঃ স্থিতিঃ স্থানরূপা সর্ব্বকারণকারণা ।
ভক্তিপ্রিয়া ভক্তিগম্যা ভক্তানন্দপ্রদায়িনী ॥ ৪৩
ভক্তকল্পদ্রুমাতীতা তথাতীতগুণা তথা ।
মনোঽধিষ্ঠাতৃদেবী চ কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা ॥ ৪৪
নিরাময়া সৌম্যদাত্রী তথা মদনমোহনী ।
একাঽনংশা শিবা ক্ষেমা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ৪৫
ঈশ্বরী সর্ব্ববন্দ্যা চ গোপনীয়া শুভঙ্করী ।
পালিনী সর্ব্বভূতানাং তথা কামাঙ্গহারিণী ॥ ৪৬

পরা, রাসমণ্ডলমধ্যস্থা, রাসমণ্ডলশোভিতা । ৩৭ । রাসমণ্ডলসেব্যা, রাসক্রীড়ামনোহরা, পুণ্ডরীকাক্ষনিলয়া, পুণ্ডরীকাক্ষগেহিনী ।৩৮। পুণ্ডরীকাক্ষসেব্যা, পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভা, সর্ব্বজীবেশ্বরী, সর্ব্বজীববন্দ্যা, পরাৎপরা । ৩৯ । প্রকৃতি, শম্ভুকান্তা, সদাশিবমনোহরা, ক্ষুৎপিপাসা, দয়া, নিদ্রা, ভ্রান্তি, শান্তি, ক্ষমাকুলা । ৪০ । বধূরূপা, গোপপত্নী, ভারতী, সিদ্ধযোগিনী, সত্যরূপা, নিত্যরূপা, নিত্যাঙ্গী, নিত্যগেহিনী । ৪১ । স্থানদাত্রী, ধাত্রী, মহালক্ষ্মী, স্বয়ংপ্রভা, সিন্ধুকন্যা, স্থানদাত্রী, দ্বারকাবাসিনী । ৪২ । বুদ্ধি, স্থিতি, স্থানরূপা, সর্ব্বকারণকারণা, ভক্তিপ্রিয়া, ভক্তিগম্যা, ভক্তানন্দপ্রদায়িনী । ৪৩ । ভক্তকল্পদ্রুমাতীতা, অতীতগুণা, মনোধিষ্ঠাতৃদেবী, কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা । ৪৪ । নিরাময়া, সৌম্যদাত্রী, মদনমোহনী, একা, অনংশা, শিবা, ক্ষেমা, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী । ৪৫ । ঈশ্বরী,

সদ্মো মুক্তিপ্রদা দেবী বেদসারা পরাৎপরা ।
হিমালয়সুতা সর্ব্বা পার্ব্বতী গিরিজা সতী ॥ ৪৭
দক্ষকন্যা দেবমাতা মন্দলজ্জা হরেস্তনুঃ ।
বৃন্দারণ্যপ্রিয়া বৃন্দা বৃন্দাবনবিলাসিনী ॥ ৪৮
বিলাসিনী বৈষ্ণবী চ ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠিতা ।
রুক্মিণী রেবতী সত্যভামা জাম্ববতী তথা ॥ ৪৯
সুলক্ষণা মিত্রবিন্দা কালিন্দী জহ্নুকন্যকা ।
পরিপূর্ণা পূর্ণতরা তথা হৈমবতী গতিঃ ॥ ৫০
অপূর্ব্বা ব্রহ্মরূপা চ ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী ।
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যস্থা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডরূপিণী ॥ ৫১
অণ্ডরূপাঽণ্ডমধ্যস্থা তথাণ্ডপরিপালিনী ।
অণ্ডবাহ্যাঽণ্ডসংহর্ত্রী শিবব্রহ্মহরিপ্রিয়া ॥ ৫২
মহাবিষ্ণুপ্রিয়া কল্পবৃক্ষরূপা নিরন্তরা ।
সারভূতা স্থিরা গৌরী গৌরাঙ্গী শশিশেখরা ॥ ৫৩
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা শশিকোটিসমপ্রভা ।
মালতীমাল্যভূষাঢ্যা মালতীমাল্যধারিণী ॥ ৫৪

সর্ব্ববন্দ্যা, গোপনীয়া, শুভঙ্করী, সর্ব্বভূতের পালিনী, কামাঙ্গহারিণী । ৪৬ । সদ্যমুক্তিপ্রদা, দেবী, দেবসারা, পরাৎপরা, হিমালয়সুতা, সর্ব্বা, পার্ব্বতী, গিরিজা, সতী । ৪৭ । দক্ষকন্যা, দেবমাতা, মন্দলজ্জা, হরি-তনুরূপা, বৃন্দারণ্যপ্রিয়া, বৃন্দা, বৃন্দাবনবিলাসিনী । ৪৮ । বিলাসিনী, বৈষ্ণবী, ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠিতা, রুক্মিণী, রেবতী, সত্যভামা, জাম্ববতী । ৪৯ । সুলক্ষণা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, জহ্নুকন্যকা, পরিপূর্ণা, পূর্ণতরা, হৈমবতী, গতি । ৫০ । অপূর্ব্বা, ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যস্থা, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডরূপিণী । ৫১ । অণ্ডরূপা, অণ্ডমধ্যস্থা, অণ্ডপরিপালিনী, অণ্ড-বাহ্যা, অণ্ডসংহর্ত্রী, শিবব্রহ্মহরিপ্রিয়া । ৫২ । মহাবিষ্ণুপ্রিয়া, কল্পবৃক্ষরূপা, নিরন্তরা, সারভূতা, স্থিরা, গৌরী, গৌরাঙ্গী, শশিশেখরা । ৫৩ । শ্বেত-চম্পকবর্ণাভা, শশিকোটিসমপ্রভা, মালতীমাল্যভূষাঢ্যা, মালতীমাল্য-

কৃষ্ণস্তুতা কৃষ্ণকান্তা বৃন্দাবনবিলাসিনী।
তুলস্যধিষ্ঠাতৃদেবী সংসারার্ণবপারদা ॥ ৫৫
সারদাঽঽহারদাঽম্ভোদা যশোদা গোপনন্দিনী।
অতীতগমনা গৌরী পরানুগ্রহকারিণী ॥ ৫৬
করুণার্ণবসম্পূর্ণা করুণার্ণবধারিণী।
মাধবী মাধবমনোহারিণী শ্যামবল্লভা ॥ ৫৭
অন্ধকারভয়ধ্বস্তা মঙ্গল্যা মঙ্গলপ্রদা।
শ্রীগর্ভা শ্রীপ্রদা শ্রীশা শ্রীনিবাসাঽচ্যুতপ্রিয়া ॥ ৫৮
শ্রীরূপা শ্রীহরা শ্রীদা শ্রীকামা শ্রীস্বরূপিণী।
শ্রীদামানন্দদাত্রী চ শ্রীদামেশ্বরবল্লভা ॥ ৫৯
শ্রীনিতম্বা শ্রীগণেশা শ্রীস্বরূপাশ্রিতা শ্রুতিঃ।
শ্রীক্রিয়ারূপিণী শ্রীলা শ্রীকৃষ্ণভজনান্বিতা ॥ ৬০
শ্রীরাধা শ্রীমতী শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠরূপা শ্রুতিপ্রিয়া।
যোগেশা যোগমাতা চ যোগাতীতা যুগপ্রিয়া ॥ ৬১
যোগপ্রিয়া যোগগম্যা যোগিনীগণবন্দিতা।
জবাকুসুমসঙ্কাশা দাড়িমীকুসুমোপমা ॥ ৬২
নীলাম্বরধরা ধীরা ধৈর্য্যরূপধরা ধৃতিঃ।
রত্নসিংহাসনস্থা চ রত্নকুণ্ডলভূষিতা ॥ ৬৩

ধারিণী। ৫৪। কৃষ্ণস্তুতা, কৃষ্ণকান্তা, বৃন্দাবনবিলাসিনী, তুলস্যধিষ্ঠাতৃদেবী, সংসারার্ণবপারদা। ৫৫। সারদা, আহারদা, অম্ভোদা, যশোদা, গোপনন্দিনী, অতীতগমনা, গৌরী, পরানুগ্রহকারিণী। ৫৬। করুণার্ণব-সম্পূর্ণা, করুণার্ণবধারিণী, মাধবী, মাধবমনোহারিণী, শ্যামবল্লভা। ৫৭। অন্ধকারভয়ধ্বস্তা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলপ্রদা, শ্রীগর্ভা, শ্রীপ্রদা, শ্রীশা, শ্রীনিবাসা, অচ্যুতপ্রিয়া। ৫৮। শ্রীরূপা, শ্রীহরা, শ্রীদা, শ্রীকামা, শ্রীস্বরূপিণী, শ্রীদামা-নন্দদাত্রী, শ্রীদামেশ্বরবল্লভা। ৫৯। শ্রীনিতম্বা, শ্রীগণেশা, শ্রীস্বরূপাশ্রিতা, শ্রুতি, শ্রীক্রিয়ারূপিণী, শ্রীলা, শ্রীকৃষ্ণভজনান্বিতা। ৬০। শ্রীরাধা, শ্রীমতী, শ্রেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠরূপা, শ্রুতিপ্রিয়া, যোগেশা, যোগ-মাতা, যোগাতীতা,

রত্নালঙ্কারসংযুক্তা রত্নমাল্যধরা পরা।
রত্নেন্দ্রসারহারাঢ্যা রত্নমালাবিভূষিতা ॥ ৬৪
ইন্দ্রনীলমণিন্যস্তপাদপদ্মশুভা শুচিঃ।
কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী চ অমাবস্যা ভয়াপহা ॥ ৬৫
গোবিন্দরাজগৃহিণী গোবিন্দগণপূজিতা।
বৈকুণ্ঠনাথগৃহিণী বৈকুণ্ঠপরমালয়া ॥ ৬৬
বৈকুণ্ঠদেবদেবাঢ্যা তথা বৈকুণ্ঠসুন্দরী।
মদালসা বেদবতী সীতা সাধ্বী পতিব্রতা ॥ ৬৭
অন্নপূর্ণা সদানন্দরূপা কৈবল্যসুন্দরী।
কৈবল্যদায়িনী শ্রেষ্ঠা গোপীনাথমনোহরা ॥ ৬৮
গোপীনাথেশ্বরী চণ্ডী নায়িকানয়নান্বিতা।
নায়িকা নায়কপ্রীতা নায়কানন্দরূপিণী ॥ ৬৯
শেষা শেষবতী শেষরূপিণী জগদম্বিকা।
গোপালপালিকা মায়া জায়াহহনন্দপ্রদা তথা ॥ ৭০
কুমারী যৌবনানন্দা যুবতী গোপসুন্দরী।
গোপমাতা জানকী চ জনকানন্দকারিণী ॥ ৭১

যুগপ্রিয়া। ৬১। যোগপ্রিয়া, যোগগম্যা, যোগিনীগণবন্দিতা, জবাকুসুমসঙ্কাশা, দাড়িমীকুসুমোপমা। ৬২। নীলাম্বরধরা, ধীরা, ধৈর্য্যরূপধরা, ধৃতি, রত্নসিংহাসনস্থা, রক্তকুণ্ডলভূষিতা। ৬৩। রত্নালঙ্কারসংযুক্তা, রত্নমাল্যধরা, পরা, রত্নেন্দ্রসারহারাঢ্যা, বনমালাবিভূষিতা। ৬৪। ইন্দ্রনীলমণিন্যস্তপাদপদ্মশুভা, শুচি, কার্ত্তিকী, পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা, ভয়াপহা। ৬৫। গোবিন্দরাজগৃহিণী, গোবিন্দগণপূজিতা, বৈকুণ্ঠনাথগৃহিণী, বৈকুণ্ঠপরমালয়া।৬৬। বৈকুণ্ঠদেবদেবাঢ্যা, বৈকুণ্ঠসুন্দরী, মদালসা, বেদবতী, সীতা, সাধ্বী, পতিব্রতা। ৬৭। অন্নপূর্ণা, সদানন্দরূপা, কৈবল্যসুন্দরী, কৈবল্যদায়িনী, শ্রেষ্ঠা, গোপীনাথমনোহরা। ৬৮। গোপীনাথেশ্বরী, চণ্ডী, নায়িকানয়নান্বিতা, নায়িকা, নায়কপ্রীতা নায়কানন্দরূপিণী। ৬৯। শেষা, শেষবতী, শেষরূপিণী, জগদম্বিকা, গোপালপালিকা, মায়া, জায়া,

কৈলাসবাসিনী রম্ভা বৈরাগ্যকুলদীপিকা।
কমলাকান্তগৃহিণী কমলা কমলালয়া॥ ৭২
ত্রৈলোক্যমাতা জগতামধিষ্ঠাত্রী প্রিয়াঽম্বিকা।
হরকান্তা হররতা হরানন্দপ্রদায়িনী॥ ৭৩
হরপত্নী হরপ্রীতা হরতোষণতৎপরা।
হরেশ্বরী রামরতা রামা রামেশ্বরী রমা॥ ৭৪
শ্যামলা চিত্রলেখা চ তথা ভুবনমোহিনী।
সুগোপী গোপবনিতা গোপরাজ্যপ্রদা শুভা॥ ৭৫
অঙ্গাবপূর্ণা মাহেয়ী মৎস্যরাজসুতা সতী।
কৌমারী নারসিংহী চ বারাহী নবদুর্গিকা॥ ৭৬
চঞ্চলা চঞ্চলামোদা নারী ভুবনসুন্দরী।
দক্ষযজ্ঞহরা দাক্ষী দক্ষকন্যা সুলোচনা॥ ৭৭
রতিরূপা রতিপ্রীতা রতিশ্রেষ্ঠা রতিপ্রদা।
রতিলক্ষ্মণগেহস্থা বিরজা ভুবনেশ্বরী॥ ৭৮
শঙ্কাস্পদা হরের্জায়া জামাতৃকুলবন্দিতা।
বকুলা বকুলামোদধারিণী যমুনা জয়া॥ ৭৯

আনন্দপ্রদা। ৭০। কুমারী, যৌবনানন্দা, যুবতী, গোপসুন্দরী, গোপমাতা, জানকী, জনকানন্দকারিণী। ৭১। কৈলাসবাসিনী, রম্ভা, বৈরাগ্যকুল-দীপিকা, কমলাকান্তগৃহিণী, কমলা, কমলালয়া। ৭২। ত্রৈলোক্যমাতা, জগতের অধিষ্ঠাত্রী, প্রিয়া, অম্বিকা, হরকান্তা, হররতা, হরানন্দ-প্রদায়িনী। ৭৩। হরপত্নী, হরপ্রীতা, হরতোষণতৎপরা, হরেশ্বরী, রামরতা, রামা, রামেশ্বরী, রমা। ৭৪। শ্যামলা, চিত্রলেখা, ভুবনমোহিনী, সুগোপী, গোপবনিতা, গোপরাজ্যপ্রদা, শুভা। ৭৫। অঙ্গাবপূর্ণা, মাহেয়ী, মৎস্যরাজসুতা, সতী, কৌমারী, নারসিংহী, বারাহী, নবদুর্গিকা। ৭৬। চঞ্চলা, চঞ্চলামোদা, নারী, ভুবনসুন্দরী, দক্ষযজ্ঞহরা, দাক্ষী, দক্ষকন্যা, সুলোচনা। ৭৭। রতিরূপা, রতিপ্রীতা, রতিশ্রেষ্ঠা, রতিপ্রদা, রতি, লক্ষ্মণগেহস্থা, বিরজা, ভুবনেশ্বরী। ৭৮। শঙ্কাস্পদা, হরিজায়া, জামাতৃ-

বিজয়া জয়পত্নী চ যমলার্জ্জুনভঞ্জিনী।
বক্রেশ্বরী বক্ররূপা বক্রবীক্ষণবীক্ষিতা ॥ ৮০
অপরাজিতা জগন্নাথা জগন্নাথেশ্বরী যতিঃ।
খেচরী খেচরসুতা খেচরত্বপ্রদায়িনী ॥ ৮১
বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থা চ বিষ্ণুভাবনতৎপরা।
চন্দ্রকোটিসুগাত্রী চ চন্দ্রাননমনোহরা ॥ ৮২
সেবাসেব্যা শিবা ক্ষেমা তথা ক্ষেমকরী বধূঃ।
যাদবেন্দ্রবধূঃ সেব্যা শিবভক্তা শিবান্বিতা ॥ ৮৩
কেবলা নিষ্কলা সূক্ষ্মা মহাভীমাঽভয়প্রদা।
জীমূতরূপা জৈমূতী জিতামিত্রপ্রমোদিনী ॥ ৮৪
গোপালবনিতা নন্দা কুলজেন্দ্রনিবাসিনী।
জয়ন্তী যমুনাঙ্গী চ যমুনাতোষকারিণী ॥ ৮৫
কলিকল্মষভঙ্গা চ কলিকল্মষনাশিনী।
কলিকল্মষরূপা চ নিত্যানন্দকরী কৃপা ॥ ৮৬
কৃপাবতী কুলবতী কৈলাসাচলবাসিনী।
বামদেবী বামভাগা গোবিন্দপ্রিয়কারিণী ॥ ৮৭
নরেন্দ্রকন্যা যোগেশী যোগিনী যোগরূপিণী।
যোগসিদ্ধা সিদ্ধরূপা সিদ্ধিক্ষেত্রনিবাসিনী ॥ ৮৮

কুলবন্দিতা, বকুলা, বকুলামোদধারিণী, যমুনা, জয়া। ৭৯। বিজয়া, জয়পত্নী, যমলার্জ্জুনভঞ্জিনী, বক্রেশ্বরী, বক্ররূপা, বক্রবীক্ষণবীক্ষিতা। ৮০। অপরাজিতা, জগন্নাথা, জগন্নাথেশ্বরী, যতি, খেচরী, খেচরসুতা, খেচরত্বপ্রদায়িনী। ৮১। বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থা, বিষ্ণুভাবনতৎপরা, চন্দ্রকোটিসুগাত্রী, চন্দ্রাননমনোহরা। ৮২। সেবাসেব্যা, শিবা, ক্ষেমা, ক্ষেমকরী, বধূ, যাদবেন্দ্রবধূ, সেব্যা, শিবভক্তা, শিবান্বিতা। ৮৩। কেবলা, নিষ্কলা, সূক্ষ্মা, মহাভীমা, অভয়প্রদা, জীমূতরূপা, জৈমূতী, জিতামিত্রপ্রমোদিনী। ৮৪। গোপালবনিতা, নন্দা, কুলজেন্দ্রনিবাসিনী, জয়ন্তী, যমুনাঙ্গী, যমুনা-তোষকারিণী। ৮৫। কলিকল্মষভঙ্গা, কলিকল্মষনাশিনী, কলিকল্মষরূপা,

ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতৃরূপা চ ক্ষেত্রাতীতা কুলপ্রদা।
কেশবানন্দদাত্রী চ কেশবানন্দদায়িনী ॥ ৮৯
কেশবা কেশবপ্রীতা কেশবী কেশবপ্রিয়া।
রাসক্রীড়াকরী রাসবাসিনী রাসসুন্দরী ॥ ৯০
গোকুলান্বিতদেহা চ গোকুলত্বপ্রদায়িনী।
লবঙ্গনাম্নী নারঙ্গী নারঙ্গকুলমণ্ডনা ॥ ৯১
এলালবঙ্গকর্পূরমুখবাসমুখান্বিতা।
মুখ্যা মুখ্যপ্রদা মুখ্যরূপা মুখ্যনিবাসিনী ॥ ৯২
নারায়ণী কৃপাতীতা করুণাময়কারিণী।
কারুণ্যা করুণা কর্ণা গোকর্ণা নাগকর্ণিকা ॥ ৯৩
সর্পিণী কৌলিনী ক্ষেত্রবাসিনী জগদন্বয়া।
জটিলা কুটিলা নীলা নীলাম্বরধরা শুভা ॥ ৯৪
নীলাম্বরবিধাত্রী চ নীলকণ্ঠপ্রিয়া তথা।
ভগিনী ভাগিনী ভোগ্যা কৃষ্ণভোগ্যা ভগেশ্বরী ॥ ৯৫
বলেশ্বরী বলারাধ্যা কান্তা কান্তনিতম্বিনী।
নিতম্বিনী রূপবতী যুবতী কৃষ্ণপীবরী ॥ ৯৬

নিত্যানন্দকরী, কৃপা। ৮৬। কৃপাবতী, কুলবতী, কৈলাসাচলবাসিনী, বামদেবী, বামভাগা, গোবিন্দপ্রিয়কারিণী। ৮৭। নরেন্দ্রকন্যা, যোগেশী, যোগিনী, যোগরূপিণী, যোগসিদ্ধা, সিদ্ধরূপা, সিদ্ধিক্ষেত্রনিবাসিনী। ৮৮। ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতৃরূপা, ক্ষেত্রাতীতা, কুলপ্রদা, কেশবানন্দদাত্রী, কেশবানন্দদায়িনী। ৮৯। কেশবা, কেশবপ্রীতা, কেশবী, কেশবপ্রিয়া, রাসক্রীড়াকরী, রাসবাসিনী, রাসসুন্দরী। ৯০। গোকুলান্বিতদেহা, গোকুলত্বপ্রদায়িনী, লবঙ্গনাম্নী, নারঙ্গী, নারঙ্গকুলমণ্ডনা। ৯১। এলা-লবঙ্গ-কর্পূর-মুখবাস-মুখান্বিতা, মুখ্যা, মুখ্যপ্রদা, মুখ্যরূপা, মুখ্যনিবাসিনী। ৯২। নারায়ণী, কৃপাতীতা, করুণাময়কারিণী, কারুণ্যা, করুণা, কর্ণা, গোকর্ণা, নাগকর্ণিকা। ৯৩। সর্পিণী, কৌলিনী, ক্ষেত্রবাসিনী, জগদন্বয়া, জটিলা, কুটিলা, নীলা, নীলাম্বরধরা, শুভা। ৯৪। নীলাম্বরবিধাত্রী, নীলকণ্ঠপ্রিয়া,

বিভাবরী বেত্রবতী সঙ্কটা কুটিলালকা।
নারায়ণপ্রিয়া শৈলা সৃক্কণীপরিমোহিতা ॥ ৯৭
দৃক্‌পাতমোহিতা প্রাতরাশিনী নবনীতিকা।
নবীনা নবনারী চ নারঙ্গফলশোভিতা ॥ ৯৮
হৈমী হেমমুখী চন্দ্রমুখী শশিসুশোভনা।
অর্দ্ধচন্দ্রধরা চন্দ্রবল্লভা রোহিণী তমিঃ ॥ ৯৯
তিমিঙ্গিলকুলামোদমৎস্যরূপাঽঙ্গহারিণী।
কারণী সর্ব্বভূতানাং কার্য্যাতীতা কিশোরিণী ॥ ১০০
কিশোরবল্লভা কেশকারিকা কামকারিকা।
কামেশ্বরী কামকলা কালিন্দীকূলদীপিকা ॥ ১০১
কলিন্দতনয়াতীরবাসিনী তীরগেহিনী।
কাদম্বরীপানপরা কুসুমামোদধারিণী ॥ ১০২
কুমুদা কুমুদানন্দা কৃষ্ণেশী কামবল্লভা।
তর্কালীবৈজয়ন্তী চ নিম্বদাড়িমরূপিণী ॥ ১০৩
বিল্ববৃক্ষপ্রিয়া কৃষ্ণাম্বরা বিল্বোপমস্তনী।
বিল্বাত্মিকা বিল্ববপুর্ব্বিল্ববৃক্ষনিবাসিনী ॥ ১০৪

ভগিনী, ভাগিনী, ভোগ্যা, কৃষ্ণভোগ্যা, ভগেশ্বরী। ৯৫। বলেশ্বরী, বলারাধ্যা, কান্তা, কান্তনিতম্বিনী, নিতম্বিনী, রূপবতী, যুবতী, কৃষ্ণপীবরী। ৯৬। বিভাবরী, বেত্রবতী, সঙ্কটা, কুটিলালকা, নারায়ণপ্রিয়া, শৈলা, সৃক্কণীপরিমোহিতা। ৯৭। দৃক্‌পাতমোহিতা, প্রাতরাশিনী, নবনীতিকা, নবীনা, নবনারী, নারঙ্গফলশোভিতা। ৯৮। হৈমী, হেমমুখী, চন্দ্রমুখী, শশিসুশোভনা, অর্দ্ধচন্দ্রধরা, চন্দ্রবল্লভা, রোহিণী, তমি। ৯৯। তিমিঙ্গিলকুলামোদমৎস্যরূপা, অঙ্গহারিণী, সর্ব্বভূতের কারণী, কার্য্যাতীতা, কিশোরিণী। ১০০। কিশোরবল্লভা, কেশকারিকা, কামকারিকা, কামেশ্বরী, কামকলা, কালিন্দীকূলদীপিকা। ১০১। কলিন্দতনয়াতীরবাসিনী, তীরগেহিনী, কাদম্বরীপানপরা, কুসুমামোদধারিণী। ১০২। কুমুদা, কুমুদানন্দা, কৃষ্ণেশী, কামবল্লভা, তর্কালী,

তুলসীতোষিকা তৈতিলানন্দপরিতোষিকা ।
গজমুক্তা মহামুক্তা মহামুক্তিফলপ্রদা ॥ ১০৫
অনঙ্গমোহিনী শক্তিরূপা শক্তিস্বরূপিণী ।
পঞ্চশক্তিস্বরূপা চ শৈশবানন্দকারিণী ॥ ১০৬
গজেন্দ্রগামিনী শ্যামলতাঽনঙ্গলতা তথা ।
যোষিৎশক্তিস্বরূপা চ যোষিদানন্দকারিণী ॥ ১০৭
প্রেমপ্রিয়া প্রেমরূপা প্রেমানন্দতরঙ্গিণী ।
প্রেমহারা প্রেমদাত্রী প্রেমশক্তিময়ী তথা ॥ ১০৮
কৃষ্ণপ্রেমবতী ধন্যা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ।
প্রেমভক্তিপ্রদা প্রেমা প্রেমানন্দতরঙ্গিণী ॥ ১০৯
প্রেমক্রীড়াপরীতাঙ্গী প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী ।
প্রেমার্থদায়িনী সর্ব্বশ্বেতা নিত্যতরঙ্গিণী ॥ ১১০
হাবভাবান্বিতা রৌদ্রা রুদ্রানন্দপ্রকাশিনী ।
কপিলা শৃঙ্খলা কেশপাশসংবন্ধিনী ঘটী ॥ ১১১
কুটীরবাসিনী ধূম্রা ধূম্রকেশা জলোদরী ।
ব্রহ্মাণ্ডগোচরা ব্রহ্মরূপিণী ভবভাবিনী ॥ ১১২

বৈজয়ন্তী, নিম্বদাড়িমরূপিণী । ১০৩ । বিল্ববৃক্ষপ্রিয়া, কৃষ্ণাম্বরা, বিল্বোপমস্তনী, বিল্বাত্মিকা, বিল্ববপুঃ, বিল্ববৃক্ষনিবাসিনী । ১০৪ । তুলসীতোষিকা, তৈতিলানন্দপরিতোষিকা, গজমুক্তা, মহামুক্তা, মহামুক্তিফলপ্রদা । ১০৫ । অনঙ্গমোহিনী, শক্তিরূপা, শক্তিস্বরূপিণী, পঞ্চশক্তিস্বরূপা, শৈশবানন্দকারিণী । ১০৬ । গজেন্দ্রগামিনী, শ্যামলতা, অনঙ্গলতা, যোষিৎশক্তিস্বরূপা, যোষিদানন্দকারিণী । ১০৭ । প্রেমপ্রিয়া, প্রেমরূপা, প্রেমানন্দতরঙ্গিণী, প্রেমহারা, প্রেমদাত্রী, প্রেমশক্তিময়ী । ১০৮ । কৃষ্ণপ্রেমবতী, ধন্যা, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, প্রেমভক্তিপ্রদা, প্রেমা, প্রেমানন্দতরঙ্গিণী । ১০৯ । প্রেমক্রীড়াপরীতাঙ্গী, প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী, প্রেমার্থদায়িনী, সর্ব্বশ্বেতা, নিত্যতরঙ্গিণী । ১১০ । হাবভাবান্বিতা, রৌদ্রা, রুদ্রানন্দপ্রকাশিনী, কপিলা, শৃঙ্খলা, কেশপাশসম্বন্ধিনী, ঘটী । ১১১ । কুটীরবাসিনী, ধূম্রা,

সংসারনাশিনী শৈবা শৈবলানন্দদায়িনী।
শিশিরা হেমরাগাঢ্যা মেঘরূপাঽতিসুন্দরী ॥ ১১৩
মনোরমা বেগবতী বেগাঢ্যা বেদবাদিনী।
দয়ান্বিতা দয়াধারা দয়ারূপা সুসেবিনী ॥ ১১৪
কিশোরসঙ্গসংসর্গা গৌরচন্দ্রাননা কলা।
কলাধিনাথবদনা কলানাথাধিরোহিণী ॥ ১১৫
বিরাগকুশলা হেমপিঙ্গলা হেমমণ্ডনা।
ভাণ্ডীরতালবনগা কৈবর্ত্তী পীবরী শুকী ॥ ১১৬
শুকদেবগুণাতীতা শুকদেবপ্রিয়া সখী।
বিকলোৎকর্ষিণী কোষা কৌষেয়াম্বরধারিণী ॥ ১১৭
কৌষাবরী কোষরূপা জগদুৎপত্তিকারিকা।
সৃষ্টিস্থিতিকরী সংহারিণী সংহারকারিণী ॥ ১১৮
কেশশৈবলধাত্রী চ চন্দ্রগাত্রা সুকোমলা।
পদ্মাঙ্গরাগসংরাগা বিন্ধ্যাদ্রিপরিবাসিনী ॥ ১১৯
বিন্ধ্যালয়া শ্যামসখী সখী সংসাররাগিণী।
ভূতা ভবিষ্যা ভব্যা চ ভব্যগাত্রা ভবাতিগা ॥ ১২০

ধূম্রকেশা, জলোদরী, ব্রহ্মাণ্ডগোচরা, ব্রহ্মরূপিণী, ভবভাবিনী। ১১২। সংসারনাশিনী, শৈবা, শৈবলানন্দদায়িনী, শিশিরা, হেমরাগাঢ্যা, মেঘরূপা, অতিসুন্দরী। ১১৩। মনোরমা, বেগবতী, বেগাঢ্যা, বেদবাদিনী, দয়ান্বিতা, দয়াধারা, দয়ারূপা, সুসেবিনী। ১১৪। কিশোরসঙ্গসংসর্গা, গৌরচন্দ্রাননা, কলা, কলাধিনাথবদনা, কলানাথাধিরোহিণী। ১১৫। বিরাগকুশলা, হেমপিঙ্গলা, হেমমণ্ডনা, ভাণ্ডীরতালবনগা, কৈবর্ত্তী, পীবরী, শুকী। ১১৬। শুকদেবগুণাতীতা, শুকদেবপ্রিয়া, সখী, বিকলোৎকর্ষিণী, কোষা, কৌষেয়াম্বরধারিণী। ১১৭। কৌষাবরী, কোষরূপা, জগদুৎপত্তিকারিকা, সৃষ্টিস্থিতিকরী, সংহারিণী, সংহারকারিণী। ১১৮। কেশশৈবলধাত্রী, চন্দ্রগাত্রা, সুকোমলা, পদ্মাঙ্গরাগসংরাগা, বিন্ধ্যাদ্রিপরিবাসিনী। ১১৯। বিন্ধ্যালয়া, শ্যামসখী, সখী,

ভবনাশান্তকারিণ্যাকাশরূপা সুবেশিনী।
রতিরঙ্গপরিত্যাগা রতিবেগা রতিপ্রদা॥ ১২১
তেজস্বিনী তেজরূপা কৈবল্যপথদা শুভা।
মুক্তিহেতু র্মুক্তিহেতুলঙ্ঘিনী লঙ্ঘনক্ষমা॥ ১২২
বিশালনেত্রা বৈশালী বিশালকুলসম্ভবা।
বিশালগৃহবাসা চ বিশালবদরী রতিঃ॥ ১২৩
ভক্ত্যতীতা ভক্তিগতির্ভক্তিকা শিবভক্তিদা।
শিবশক্তিস্বরূপা চ শিবার্দ্ধাঙ্গবিহারিণী॥ ১২৪
শিরীষকুসুমামোদা শিরীষকুসুমোজ্জ্বলা।
শিরীষমৃদ্বী শৈরীষী শিরীষকুসুমাকৃতিঃ॥ ১২৫
বামাঙ্গহারিণী বিষ্ণোঃ শিবভক্তিসুখান্বিতা।
বিজিতা বিজিতামোদা গগনা গণতোষিতা॥ ১২৬
হয়াস্যা হেরম্বসুতা গণমাতা সুখেশ্বরী।
দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা সেবিতেপ্সিতসর্ব্বদা॥ ১২৭
সর্ব্বজ্ঞত্ববিধাত্রী চ কুলক্ষেত্রনিবাসিনী।
লবঙ্গা পাণ্ডবসখী সখীমধ্যনিবাসিনী॥ ১২৮

সংসাররাগিণী, ভূতা, ভবিষ্যা, ভব্যা, ভব্যগাত্রা, ভবাতিগা। ১২০। ভবনাশান্তকারিণী, আকাশরূপা, সুবেশিনী, রতিরঙ্গপরিত্যাগা, রতিবেগা, রতিপ্রদা। ১২১। তেজস্বিনী, তেজরূপা, কৈবল্যপথদা, শুভা, মুক্তিহেতু, মুক্তিহেতুলঙ্ঘিনী, লঙ্ঘনক্ষমা। ১২২। বিশালনেত্রা, বিশালী, বিশালকুলসম্ভবা, বিশালগৃহবাসা, বিশালবদরী, রতি। ১২৩। ভক্ত্যতীতা, ভক্তিগতি, ভক্তিকা, শিবভক্তিদা, শিবশক্তিস্বরূপা, শিবার্দ্ধাঙ্গবিহারিণী।১২৪। শিরীষকুসুমামোদা, শিরীষকুসুমোজ্জ্বলা, শিরীষমৃদ্বী, শৈরীষী, শিরীষকুসুমাকৃতি। ১২৫। বিষ্ণুর বামাঙ্গহারিণী, শিবভক্তিসুখান্বিতা, বিজিতা, বিজিতামোদা, গগনা, গণতোষিতা। ১২৬। হয়াস্যা, হেরম্বসুতা, গণমাতা, সুখেশ্বরী, দুঃখহন্ত্রী, দুঃখহরা, সেবিতেপ্সিতসর্ব্বদা। ১২৭। সর্ব্বজ্ঞত্ববিধাত্রী, কুলক্ষেত্রনিবাসিনী, লবঙ্গা, পাণ্ডবসখী, সখীমধ্য-

গ্রাম্যা গীতা গয়া গম্যা গমনাতীতনির্ভরা ।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গঙ্গা গঙ্গাজলময়ী তথা । ১২৯
গঙ্গেরিতা পূতগাত্রা পবিত্রকুলদীপিকা ।
পবিত্রগুণশীলাঢ্যা পবিত্রানন্দদায়িনী ॥ ১৩০
পবিত্রগুণসীমাঢ্যা পবিত্রকুলদীপনী ।
কম্পমানা কংসহরা বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী । ১৩১
গোবর্দ্ধনেশ্বরী গোবর্দ্ধনহাস্যা হয়াকৃতিঃ ।
মীনাবতারা মীনেশী গগনেশী হয়া গজী ॥ ১৩২
হরিণী হারিণী হারধারিণী কনকাকৃতিঃ ।
বিদ্যুৎপ্রভা বিপ্রমাতা গোপমাতা গয়েশ্বরী ॥ ১৩৩
গবেশ্বরী গবেশী চ গবীশী গবি-বাসিনী ।
গতিজ্ঞা গীতকুশলা দনুজেন্দ্রনিবারিণী ॥ ১৩৪
নির্ব্বাণধাত্রী নৈর্ব্বাণী হেতুযুক্তা গয়োত্তরা ।
পর্ব্বতাধিনিবাসা চ নিবাসকুশলা তথা ॥ ১৩৫
সংন্যাসধর্ম্মকুশলা সংন্যাসেশী শরন্মুখা ।
শরচ্চন্দ্রমুখী শ্যামহারা ক্ষেত্রনিবাসিনী ॥ ১৩৬
বসন্তরাগসংরাগা বসন্তবসনাকৃতিঃ ।
চতুর্ভুজা ষড়্ভুজা চ দ্বিভুজা গৌরবিগ্রহা ॥ ১৩৭

নিবাসিনী । ১২৮ । গ্রাম্যা, গীতা, গয়া, গম্যা, গমনাতীতনির্ভরা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, গঙ্গা, গঙ্গাজলময়ী । ১২৯ । গঙ্গেরিতা, পূতগাত্রা, পবিত্রকুলদীপিকা, পবিত্রগুণশীলাঢ্যা, পবিত্রানন্দদায়িনী । ১৩০ । পবিত্রগুণসীমাঢ্যা, পবিত্রকুলদীপনী, কম্পমানা, কংসহরা, বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী । ১৩১ । গোবর্দ্ধনেশ্বরী, গোবর্দ্ধনহাস্যা, হয়াকৃতি, মীনাবতারা, মীনেশী, গগনেশী, হয়া, গজী । ১৩২ । হরিণী, হারিণী, হারধারিণী, কনকাকৃতি, বিদ্যুৎপ্রভা, বিপ্রমাতা, গোপমাতা, গয়েশ্বরী । ১৩৩ । গবেশ্বরী, গবেশী, গবীশী, গবি-বাসিনী, গতিজ্ঞা, গীতকুশলা, দনুজেন্দ্রনিবারিণী । ১৩৪ । নির্ব্বাণধাত্রী, নৈর্ব্বাণী, হেতুযুক্তা, গয়োত্তরা,

সহস্রাস্থা বিহাস্থা চ মুদ্রাস্থা মুদদায়িনী।
প্রাণপ্রিয়া প্রাণরূপা প্রাণরূপিণ্যপাবৃতা ॥ ১৩৮
কৃষ্ণপ্রীতা কৃষ্ণরতা কৃষ্ণতোষণতৎপরা।
কৃষ্ণপ্রেমরতা কৃষ্ণভক্তা ভক্তফলপ্রদা ॥ ১৩৯
কৃষ্ণপ্রেমা প্রেমভক্তা হরিভক্তিপ্রদায়িনী।
চৈতন্যরূপা চৈতন্যপ্রিয়া চৈতন্যরূপিণী ॥ ১৪০
উগ্ররূপা শিবক্রোড়া কৃষ্ণক্রোড়া জলোদরী।
মহোদরী মহাদুর্গকান্তারসুস্থবাসিনী ॥ ১৪১
চন্দ্রাবলী চন্দ্রকেশী চন্দ্রপ্রেমতরঙ্গিণী।
সমুদ্রমথনোদ্ভূতা সমুদ্রজলবাসিনী ॥ ১৪২
সমুদ্রামৃতরূপা চ সমুদ্রজলবাসিকা।
কেশপাশরতা নিদ্রা ক্ষুধা প্রেমতরঙ্গিকা ॥ ১৪৩
দূর্ব্বাদলশ্যামতনুর্দূর্ব্বাদলতনুচ্ছবিঃ।
নাগরা নাগরীরাগা নাগরানন্দকারিণী ॥ ১৪৪
নাগরালিঙ্গনপরা নাগরাঙ্গনমঙ্গলা।
উচ্চনীচা হৈমবতী প্রিয়া কৃষ্ণতরঙ্গদা ॥ ১৪৫

পর্ব্বতাধিনিবাসা, নিবাসকুশলা। ১৩৫। সংন্যাসধর্ম্মকুশলা, সংন্যাসেশী, শরন্মুখী, শরচ্চন্দ্রমুখী, শ্যামহারা, ক্ষেত্রনিবাসিনী। ১৩৬। বসন্তরাগ-সংরাগা, বসন্তবসনাকৃতি, চতুর্ভুজা, ষড়্ভুজা, দ্বিভুজা, গৌরবিগ্রহা। ১৩৭। সহস্রাস্থা, বিহাস্থা, মুদ্রাস্থা, মুদদায়িনী, প্রাণপ্রিয়া, প্রাণরূপা, প্রাণ-রূপিণী, অপাবৃতা। ১৩৮। কৃষ্ণপ্রীতা, কৃষ্ণরতা, কৃষ্ণতোষণতৎপরা, কৃষ্ণপ্রেমরতা, কৃষ্ণভক্তা, ভক্তফলপ্রদা। ১৩৯। কৃষ্ণপ্রেমা, প্রেমভক্তা, হরিভক্তিপ্রদায়িনী, চৈতন্যরূপা, চৈতন্যপ্রিয়া, চৈতন্যরূপিণী। ১৪০। উগ্ররূপা, শিবক্রোড়া, কৃষ্ণক্রোড়া, জলোদরী, মহোদরী, মহাদুর্গ-কান্তারসুস্থবাসিনী। ১৪১। চন্দ্রাবলী, চন্দ্রকেশী, চন্দ্রপ্রেমতরঙ্গিণী, সমুদ্রমথনোদ্ভূতা, সমুদ্রজলবাসিনী। ১৪২। সমুদ্রামৃতরূপা, সমুদ্রজল-বাসিকা, কেশপাশরতা, নিদ্রা, ক্ষুধা, প্রেমতরঙ্গিকা। ১৪৩। দূর্ব্বাদল-

প্রেমালিঙ্গনসিদ্ধাঙ্গী সিদ্ধসাধ্যবিলাসিকা।
মঙ্গলামোদজননী মেখলামোদধারিণী ॥ ১৪৬
রত্নমঞ্জীরভূষাঙ্গী রত্নভূষণভূষণা।
জম্বালমালিকা কৃষ্ণপ্রাণা প্রাণবিমোচনা ॥ ১৪৭
সত্যপ্রদা সত্যবতী সেবকানন্দদায়িকা।
জগদ্‌যোনির্জগদ্বীজা বিচিত্রমণিভূষণা ॥ ১৪৮
রাধারমণকান্তা চ রাধ্যা রাধনরূপিণী।
কৈলাসবাসিনী কৃষ্ণপ্রাণসর্ব্বস্বদায়িনী ॥ ১৪৯
কৃষ্ণাবতারনিরতা কৃষ্ণভক্তফলার্থিনী।
যাচকাযাচকানন্দকারিণী যাচকোজ্জ্বলা ॥ ১৫০
হরিভূষণভূষাঢ্যাঽঽনন্দযুক্তাঽঽর্দ্রপাদগা।
হৈ হৈ—তালধরা থৈ-থৈ—শব্দশক্তিপ্রকাশিনী ॥ ১৫১
হেহে—শব্দস্বরূপা চ হীহী—বাক্যবিশারদা।
জগদানন্দকর্ত্রী চ সান্দ্রানন্দবিশারদা ॥ ১৫২
পণ্ডিতা পণ্ডিতগুণা পণ্ডিতানন্দকারিণী।
পরিপালনকর্ত্রী চ তথা স্থিতিবিনোদিনী ॥ ১৫৩

শ্যামতনু, দূর্ব্বাদলতনুচ্ছবি, নাগরা, নাগরীরাগা, নাগরানন্দকারিণী। ১৪৪। নাগরালিঙ্গনপরা, নাগরাঙ্গনমঙ্গলা, উচ্চনীচা, হৈমবতী, প্রিয়া, কৃষ্ণতরঙ্গদা। ১৪৫। প্রেমালিঙ্গনসিদ্ধাঙ্গী, সিদ্ধসাধ্যবিলাসিকা, মঙ্গলামোদজননী, মেখলামোদধারিণী। ১৪৬। রত্নমঞ্জীরভূষাঙ্গী, রত্নভূষণভূষণা, জম্বালমালিকা, কৃষ্ণপ্রাণা, প্রাণবিমোচনা। ১৪৭। সত্যপ্রদা, সত্যবতী, সেবকানন্দদায়িকা, জগদ্‌যোনি, জগদ্বীজা, বিচিত্রমণিভূষণা।১৪৮। রাধারমণকান্তা, রাধ্যা, রাধনরূপিণী, কৈলাসবাসিনী, কৃষ্ণপ্রাণসর্ব্বস্বদায়িনী।১৪৯। কৃষ্ণাবতারনিরতা, কৃষ্ণভক্তফলার্থিনী, যাচকাযাচকানন্দকারিণী, যাচকোজ্জ্বলা। ১৫০। হরিভূষণভূষাঢ্যা, আনন্দযুক্তা, আর্দ্রপাদগা, হৈহৈ—তালধরা, থৈথৈ—শব্দশক্তিপ্রকাশিনী। ১৫১। হেহে—শব্দস্বরূপা, হীহী—বাক্যবিশারদা, জগদানন্দকর্ত্রী, সান্দ্রানন্দবিশারদা। ১৫২। পণ্ডিতা,

তথা সংহারশব্দাঢ্যা বিদ্বজ্জনমনোহরা।
বিদুষাং প্রীতিজননী বিদ্বৎপ্রেমবিবর্দ্ধিনী ॥ ১৫৪
নাদেশী নাদরূপা চ নাদবিন্দুবিধারিণী।
শূন্যস্থানস্থিতা শূন্যরূপপাদপবাসিনী ॥ ১৫৫
কার্ত্তিকব্রতকর্ত্রী চ বসনাহারিণী তথা।
জলাশয়া জলতলা শিলাতলনিবাসিনী ॥ ১৫৬
ক্ষুদ্রকীটাঙ্গসংসর্গা সঙ্গদোষবিনাশিনী।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যা কন্দর্পকোটিসুন্দরী ॥ ১৫৭
কন্দর্পকোটিজননী কামবীজপ্রদায়িনী।
কামশাস্ত্রবিনোদা চ কামশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ ১৫৮
কামপ্রকাশিকা কামিন্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিদা।
যামিনী যামিনীনাথবদনা যামিনীশ্বরী ॥ ১৫৯
যাগযোগহরা ভুক্তিমুক্তিদাত্রী হিরণ্যদা।
কপালমালিনী দেবী ধামরূপিণ্যপূর্ব্বদা ॥ ১৬০
কৃপান্বিতা গুণা গৌণ্যা গুণাতীতফলপ্রদা।
কুষ্মাণ্ডভূতবেতালনাশিনী শরদাঽন্বিতা ॥ ১৬১

পণ্ডিতগুণা, পণ্ডিতানন্দকারিণী, পরিপালনকর্ত্রী, স্থিতিবিনোদিনী। ১৫৩। সংহারশব্দাঢ্যা, বিদ্বজ্জনমনোহরা, বিদ্বদ্গণের প্রীতিজননী, বিদ্বৎপ্রেম-বিবর্দ্ধিনী। ১৫৪। নাদেশী, নাদরূপা, নাদবিন্দুবিধারিণী, শূন্যস্থানস্থিতা, শূন্যরূপপাদপবাসিনী। ১৫৫। কার্ত্তিকব্রতকর্ত্রী, বসনাহারিণী, জলাশয়া, জলতলা, শিলাতলনিবাসিনী। ১৫৬। ক্ষুদ্রকীটাঙ্গসংসর্গা সঙ্গদোষ-বিনাশিনী, কোটিকন্দর্পলাবণ্যা, কন্দর্পকোটিসুন্দরী। ১৫৭। কন্দর্প-কোটিজননী, কামবীজপ্রদায়িনী, কামশাস্ত্রবিনোদা, কামশাস্ত্র-প্রকাশিনী। ১৫৮। কামপ্রকাশিকা, কামিনী, অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিদা, যামিনী, যামিনীনাথবদনা, যামিনীশ্বরী। ১৫৯। যাগযোগহরা, ভুক্তিমুক্তিদাত্রী, হিরণ্যদা, কপালমালিনী, দেবী, ধামরূপিণী, অপূর্ব্বদা। ১৬০। কৃপান্বিতা, গুণা, গৌণ্যা, গুণাতীতফলপ্রদা, কুষ্মাণ্ডভূতবেতালনাশিনী, শরদা-

শীতলা শবলা হেলা লীলা লাবণ্যমঙ্গলা

বিদ্যার্থিনী বিদ্যমানা বিদ্যা বিদ্যাস্বরূপিণী ॥ ১৬২

আন্বীক্ষিকী শাস্ত্ররূপা শাস্ত্রসিদ্ধান্তকারিণী ।

নাগেন্দ্রা নাগমাতা চ ক্রীড়াকৌতুকরূপিণী ॥ ১৬৩

হরিভাবনশীলা চ হরিতোষণতৎপরা ।

হরিপ্রাণা হরপ্রাণা শিবপ্রাণা শিবান্বিতা ॥ ১৬৪

নরকার্ণবসংহন্ত্রী নরকার্ণবনাশিনী ।

নরেশ্বরী নরাতীতা নরসেব্যা নরাঙ্গনা ॥ ১৬৫

যশোদানন্দনপ্রাণবল্লভা হরিবল্লভা ।

যশোদানন্দনা রম্যা যশোদানন্দনেশ্বরী ॥ ১৬৬

যশোদানন্দনা ক্রীড়া যশোদাক্রোড়বাসিনী ।

যশোদানন্দনপ্রাণা যশোদানন্দনার্থদা ॥ ১৬৭

বৎসলা কোশলা কালা করুণার্ণবরূপিণী ।

স্বর্গলক্ষ্মীর্ভূমিলক্ষ্মীর্দ্রৌপদী পাণ্ডবপ্রিয়া ॥ ১৬৮

তথার্জ্জুনসখী ভৌমী ভৈমী ভীমকুলোদ্বহা ।

ভুবনা মোহনা ক্ষীণা পানাসক্ততরা তথা ॥ ১৬৯

পানার্থিনী পানপাত্রা পানপানন্দদায়িনী ।

দুগ্ধমন্থনকর্ম্মাঢ্যা দধিমন্থনতৎপরা ॥ ১৭০

ন্বিতা । ১৬১ । শীতলা, শবলা, হেলা, লীলা, লাবণ্যমঙ্গলা, বিদ্যার্থিনী, বিদ্যমানা, বিদ্যা, বিদ্যাস্বরূপিণী । ১৬২ । আন্বীক্ষিকী, শাস্ত্ররূপা, শাস্ত্রসিদ্ধান্তকারিণী, নাগেন্দ্রা, নাগমাতা, ক্রীড়াকৌতুকরূপিণী । ১৬৩ । হরিভাবনশিলা, হরিতোষণতৎপরা, হরিপ্রাণা, হরপ্রাণা, শিবপ্রাণা, শিবান্বিতা । ১৬৪ । নরকার্ণবসংহন্ত্রী, নরকার্ণবনাশিনী, নরেশ্বরী, নরাতীতা, নরসেব্যা, নরাঙ্গনা । ১৬৫ । যশোদানন্দনপ্রাণবল্লভা, হরিবল্লভা, যশোদানন্দনা, রম্যা, যশোদানন্দনেশ্বরী । ১৬৬ । যশোদানন্দনা, ক্রীড়া, যশোদাক্রোড়বাসিনী, যশোদানন্দনপ্রাণা, যশোদানন্দনার্থদা । ১৬৭ । বৎসলা, কোশলা, কালা, করুণার্ণবরূপিণী, স্বর্গলক্ষ্মী, ভুমিলক্ষ্মী, দ্রৌপদী,

দধিভাণ্ডার্থিনী কৃষ্ণক্রোধিনী নন্দনাঙ্গনা।
ঘৃতলিপ্তা তক্রযুক্তা যমুনাপারকৌতুকা ॥ ১৭১
বিচিত্রকথকা কৃষ্ণহাস্যভাষণতৎপরা।
গোপাঙ্গনাবেষ্টিতা চ কৃষ্ণসঙ্গার্থিনী তথা ॥ ১৭২
রাসাসক্তা রাসরতিরাসবাসক্তবাসনা।
হরিদ্রা হরিতা হারীণ্যানন্দার্পিতচেতনা ॥ ১৭৩
নিশ্চৈতন্যা চ নিশ্চেতা তথা দারুহরিদ্রিকা।
সুবলস্য স্বসা কৃষ্ণভার্য্যা ভাষাতিবেগিনী ॥ ১৭৪
শ্রীদামস্য সখী দামদামিনী দামধারিণী।
কৈলাসিনী কেশিনী চ হরিদম্বরধারিণী ॥ ১৭৫
হরিসান্নিধ্যদাত্রী চ হরিকৌতুকমঙ্গলা।
হরিপ্রদা হরিদ্বারা যমুনাজলবাসিনী ॥ ১৭৬
জৈত্রপ্রদা জিতার্থী চ চতুরা চাতুরী তমী।
তমিস্রাঽঽতপরূপা চ রৌদ্ররূপা যশোঽর্থিনী ॥ ১৭৭
কৃষ্ণার্থিনী কৃষ্ণকলা কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী।
কৃষ্ণার্থবাসনা কৃষ্ণরাগিণী ভবভাবিনী ॥ ১৭৮

পাণ্ডবপ্রিয়া। ১৬৮। অর্জ্জুনসখী, ভৌমী, ভৈমী, ভীমকুলোদ্বহা, ভুবনা, মোহনা, ক্ষীণা, পানাসক্ততরা। ১৬৯। পানার্থিনী, পানপাত্রা, পানপানন্দদায়িনী, দুগ্ধমন্থনকর্ম্মাঢ্যা, দধিমন্থনতৎপরা।১৭০। দধিভাণ্ডার্থিনী, কৃষ্ণক্রোধিনী, নন্দনাঙ্গনা, ঘৃতলিপ্তা, তক্রযুক্তা যমুনাপারকৌতুকা। ১৭১। বিচিত্রকথকা, কৃষ্ণহাস্যভাষণতৎপরা, গোপাঙ্গনাবেষ্টিতা, কৃষ্ণসঙ্গার্থিনী। ১৭২। রাসাসক্তা, রাসরতি, আসবাসক্তবাসনা, হরিদ্রা, হরিতা, হারিণী, আনন্দার্পিতচেতনা। ১৭৩। নিশ্চৈতন্যা, নিশ্চেতা, দারুহরিদ্রিকা, সুবলস্বসা, কৃষ্ণভার্য্যা, ভাষাতিবেগিনী। ১৭৪। শ্রীদামসখী, দামদামিনী, দামধারিণী, কৈলাসিনী, কেশিনী, হরিদম্বরধারিণী। ১৭৫। হরিসান্নিধ্যদাত্রী, হরিকৌতুকমঙ্গলা, হরিপ্রদা, হরিদ্বারা, যমুনাজল-বাসিনী। ১৭৬। জৈত্রপ্রদা, জিতার্থী, চতুরা, চাতুরী, তমী, তমিস্রা,

কৃষ্ণার্থরহিতা ভক্তা ভক্তভক্তিশুভপ্রদা।
শ্রীকৃষ্ণরহিতা দীনা তথা বিরহিণী হরেঃ ॥ ১৭৯
মথুরা মথুরারাজগেহভাবনভাবনা।
শ্রীকৃষ্ণভাবনামোদা তথোন্মাদবিধায়িনী ॥ ১৮০
কৃষ্ণার্থব্যাকুলা কৃষ্ণসারচর্ম্মধরা শুভা।
অলকেশ্বরপূজ্যা চ কুবেরেশ্বরবল্লভা ॥ ১৮১
ধনধান্যবিধাত্রী চ জায়া কায়া হয়া হয়ী।
প্রণবা প্রণবেশী চ প্রণবার্থস্বরূপিণী ॥ ১৮২
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্ধাঙ্গহারিণী শৈবশিংসপা।
রাক্ষসীনাশিনী ভূতপ্রেতপ্রাণবিনাশিনী ॥ ১৮৩
সকলেপ্সিতদাত্রী চ শচী সাধ্বী অরুন্ধতী।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিবাক্যবিনোদিনী।
অশেষসাধনী কল্পবাসিনী কল্পরূপিণী ॥ ১৮৪

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
শ্রীরাধিকানামসহস্রং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

আতপরূপা, রৌদ্ররূপা, যশোঽর্থিনী।১৭৭। কৃষ্ণার্থিনী, কৃষ্ণকলা, কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী, কৃষ্ণার্থবাসনা, কৃষ্ণরাগিণী, ভবভাবিনী। ১৭৮। কৃষ্ণার্থরহিতা, ভক্তা, ভক্তভক্তিশুভপ্রদা, শ্রীকৃষ্ণরহিতা, দীনা, হরি-বিরহিণী।১৭৯। মথুরা, মথুরারাজগেহভাবনভাবনা, শ্রীকৃষ্ণভাবনামোদা, উন্মাদবিধায়িনী। ১৮০। কৃষ্ণার্থব্যাকুলা, কৃষ্ণসারচর্ম্মধরা, শুভা, অলকেশ্বরপূজ্যা, কুবেরেশ্বরবল্লভা। ১৮১। ধনধান্যবিধাত্রী, জায়া, কায়া, হয়া, হয়ী, প্রণবা, প্রণবেশী, প্রণবার্থস্বরূপিণী।১৮২। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্ধাঙ্গবিহারিণী, শৈবশিংসপা, রাক্ষসীনাশিনী ভূতপ্রেতপ্রাণবিনাশিনী। ১৮৩। সকলেপ্সিতদাত্রী, শচী, সাধ্বী, অরুন্ধতী, পতিব্রতা, পতিপ্রাণা, পতিবাক্যবিনোদিনী, অশেষসাধনী, কল্পবাসিনী ও কল্পরূপিণী। ১৮৪।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

——:-*-:——

শ্রীমহাদেব উবাচ

ইত্যেতৎ কথিতং দেবি রাধানামসহস্রকম্ ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি তস্য তুষ্যতি মাধবঃ ॥ ১
কিং তস্য যমুনাভির্ব্বা নদীভিঃ সর্ব্বতঃ প্রিয়ে ।
কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থৈশ্চ যস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥ ২
স্তোত্রস্যাস্য প্রসাদেন কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চস্বী ক্ষত্রিয়ো জগতীপতিঃ ॥ ৩
বৈশ্যো নিধিপতির্ভূয়াৎ শূদ্রো মুচ্যেত জন্মতঃ ।
ব্রহ্মহত্যাসুরাপানস্তেয়াদেরতিপাতকাৎ ॥ ৪
সদ্যো মুচ্যেত দেবেশি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।
রাধানামসহস্রস্য সমানং নাস্তি ভূতলে ॥ ৫
স্বর্গে বাপ্যথ পাতালে গিরৌ বা জলতোঽপি বা ।
নাতঃপরং শুভং স্তোত্রং তীর্থং নাতঃপরং পরম্ ॥ ৬

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন।—হে দেবি! শ্রীরাধাসহস্র নাম তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম; ইহা যে পাঠ করে কিংবা পাঠ করায় তাহার প্রতি মাধবের পরিতোষ জন্মে। ১। হে প্রিয়ে! যাঁহার প্রতি ভগবান্ জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহার যমুনাদিনদী এবং কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থের কোন আবশ্যক নাই। ২। এই স্তোত্রের প্রসাদে ভূতলে কিনা সিদ্ধি হয়, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজস্বী এবং ক্ষত্রিয় জগতের রাজা হইয়া থাকেন। ৩। বৈশ্য ধনবান্ হয়, শূদ্র জন্ম হইতে মুক্তি পায় এবং ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ও চৌর্য্য প্রভৃতি অতি পাতক দূরীভূত হয়। ৪। হে দেবেশি! নিঃসন্দেহ উহা হইতে সদ্যই যথার্থ মুক্ত হয়; কারণ ভূতলে রাধাসহস্রনামের তুল্য আর কিছুই নাই। ৫। স্বর্গে কি পাতালে কিংবা পর্ব্বতে, কি জলে উহা হইতে শ্রেষ্ঠ শুভদায়ক স্তোত্র এবং তীর্থ আর নাই। ৬।

একাদশ্যাং শুচিভূর্ত্বা যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাচ্ছৃণুয়াদ্বা সুশোভনে॥ ৭
দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা তুলসীসন্নিধৌ শিবে।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি তস্য তত্তৎ ফলং শৃণু॥ ৮
অশ্বমেধং রাজসূয়ং বার্হস্পত্যং তথা ত্রিকম্।
অতিরাত্রং বাজপেয়মগ্নিষ্টোমং তথা শুভম্॥ ৯
কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি শ্রুত্বা তৎফলমাপ্নুয়াৎ।
কার্ত্তিকে চাষ্টমীং প্রাপ্য পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি॥ ১০
সহস্রযুগকল্পান্তং বৈকুণ্ঠবসতিং লভেৎ।
ততশ্চ ব্রহ্মভবনে শিবস্য ভবনে পুনঃ॥ ১১
সুরাধিনাথভবনে পুনর্যাতি সলোকতাম্।
গঙ্গাতীরং সমাসাদ্য যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি॥ ১২
বিষ্ণোঃ সারূপ্যমায়াতি সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি।
মম বক্ত্রগিরের্জাতা পার্ব্বতীবদনাশ্রিতা॥ ১৩
রাধানামসহস্রাখ্যা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী।
পঠ্যতে হি ময়া নিত্যং ভক্ত্যা শক্ত্যা যথোচিতম্॥ ১৪

যে কেহ শুচি এবং সমাহিত হইয়া উহা একাদশীতে পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে হে সুশোভনে! তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। ৭। হে শিবে! দ্বাদশী কিংবা পূর্ণিমাতে যে কেহ তুলসীসমীপে উহা পাঠ কিংবা শ্রবণ করে তাহার তত্তৎ ফল শ্রবণ কর। ৮। অশ্বমেধ, রাজসূয়, বার্হস্পত্য, অতিরাত্র, বাজপেয় এবং অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি শুভযজ্ঞ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, ইহা শ্রবণ করিয়াও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়. আর যদি কার্ত্তিকমাসের অষ্টমীতে পাঠ কিংবা শ্রবণ করা হয় তাহা হইলে সহস্রযুগ-কল্প পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে বসতি লাভ করে, অনন্তর ব্রহ্মভবনে কিংবা শিবমন্দিরে অথবা বিষ্ণুভবনে পুনর্ব্বার সালোক্যমুক্তি প্রদান করে এবং গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া যে কেহ উহা পাঠ কিংবা শ্রবণ করে, হে সুরেশ্বরি! সে সত্য সত্য শ্রীবিষ্ণুর স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, ইহা আমার মুখ হইতে বিনির্গত

মম প্রাণসমং হ্যেতৎ তব প্রীত্যা প্রকাশিতম্ ।
নাভক্তায় প্রদাতব্যং পাষণ্ডায় কদাচন ।
নাস্তিকায়াবিরাগায় রাগযুক্তায় সুন্দরি ॥ ১৫
তথা দেয়ং মহাস্তোত্রং হরিভক্তায় শঙ্করি ।
বৈষ্ণবেষু যথাশক্তি দাত্রে পুণ্যার্থশালিনে ॥ ১৬
রাধানামসুধাবারি মম বক্ত্রসুধাম্বুধেঃ ।
উদ্ধৃতাহসৌ ত্বয়া যত্নাৎ যতস্ত্বং বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ॥ ১৭
বিশুদ্ধসত্ত্বায় যথার্থবাদিনে
দ্বিজস্য সেবানিরতায় মন্ত্রিণে ।
দাত্রে যথাশক্তি সুভক্তমানসে
রাধাপদধ্যানপরায় শোভনে ॥ ১৮
হরিপাদাব্জমধুপমনোভূতায় মানসে ।
রাধাপাদসুধাস্বাদশালিনে বৈষ্ণবায় চ ॥ ১৯
দত্ত্বাৎ স্তোত্রং মহাপুণ্যং হরিভক্তিপ্রসাধনং ।
জন্মান্তরং ন তস্যাস্তি রাধাকৃষ্ণপদার্থিনঃ ॥ ২০

এবং পার্ব্বতীর মুখাশ্রিত হইয়া আছে। ৯—১৩। শ্রীরাধার সহস্রনাম স্বরূপা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী হয়েন। আমি যথোচিত শক্তি এবং ভক্তিসহকারে তাহা পাঠ করিয়া থাকি। ১৪। এই (সহস্রনাম) আমার প্রাণতুল্য, তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ প্রকাশ করিলাম, হে সুন্দরি! ইহা কোন অভক্ত, পাষণ্ড, নাস্তিক, বৈরাগ্যহীন এবং রোগযুক্ত ব্যক্তিকে কখনও দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ১৫। হে শঙ্করি! এই মহাস্তোত্র হরিভক্ত-বৈষ্ণবকে ও পুণ্যবান্ দাতা লোককে দেওয়া উচিত। ১৬। যে হেতু তুমি আমার মুখরূপ সুধাসাগর হইতে যত্নপূর্ব্বক শ্রীরাধিকার এই সুধানামবারি উদ্ধার করিলে, অতএব তুমি বৈষ্ণবাগ্রণী হইতেছ। ১৭। হে শোভনে! বিশুদ্ধসত্ত্ব, যথার্থবাদী, মন্ত্রজ্ঞ যথাশক্তি দানশীল, দ্বিজসেবারত, সুভক্তমানস এবং শ্রীরাধিকার চরণধ্যানে তৎপর ব্যক্তিকে ও শ্রীহরির পাদপদ্মের সেবক ও রাধাপদসুধাস্বাদনশালী বৈষ্ণবকে

মম প্রাণা বৈষ্ণবা হি তেষাং রক্ষার্থমেব হি ।
শূলং ময়া ধার্য্যতে হি নান্যথা মৈত্রকারণম্ ॥ ২১
হরিভক্তিদ্বিষামর্থে শূলং সংধার্য্যতে ময়া ।
শৃণু দেবি যথার্থং মে গদিতং ত্বয়ি সুব্রতে ॥ ২২
ভক্তাসি মে প্রিয়াসি ত্বমদঃ স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ।
কদাপি নোচ্যতে দেবি ময়া নামসহস্রকম্ ॥ ২৩
কিং পরং ত্বাং প্রবক্ষ্যামি প্রাণতুল্যাং মম প্রিয়ে ।
স্তোত্রং মন্ত্রং রাধিকায়া যন্ত্রং কবচমেব চ ॥ ২৪

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীহরির ভক্তিপ্রসাধন মহাপুণ্যস্তোত্র প্রদান করিবে, তাহাতে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণপদপ্রার্থী লোকের জন্মান্তর হয় না। ১৮-২০। যে হেতু বৈষ্ণবগণ আমার প্রাণতুল্য হয়, এই নিমিত্ত আমি তাহাদিগের রক্ষার্থে শূলধারণ করিয়া থাকি, ইহাতে অন্য কোন কারণ নাই। ২১। হরিভক্তিবিদ্বেষকারীদিগের জন্য আমি শূল ধারণ করিয়া থাকি, হে সুব্রতে দেবি! তোমার নিকট আমি ইহা যথার্থ কহিলাম। ২২। তুমি আমার ভক্তা এবং প্রিয়া এইজন্য স্নেহবশতঃ ইহা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, হে দেবি! নতুবা কখনও আমি এই সহস্র নাম কহিতাম না। ২৩। হে প্রাণতুল্য প্রেয়সি! শ্রীরাধিকার স্তোত্র মন্ত্র, যন্ত্র এবং কবচের কোন বিষয় এক্ষণে তোমাকে কহিব। ২৪।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

:*:——

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

কৈলাসবাসিন্ ভগবন্ ভক্তানুগ্রহকারক।
রাধিকাকবচং পুণ্যং কথয়স্ব মম প্রভো॥ ১
যদ্যস্তি করুণা নাথ ত্রাহি মাং দুঃখতো ভয়াৎ।
ত্বমেব শরণং নাথ শূলপাণে পিনাকধৃক্॥ ২

শ্রীমহাদেব উবাচ

শৃণুষ্ব গিরিজে তুভ্যং কবচং পূর্ব্বসূচিতম্।
সর্ব্বরক্ষাকরং পুণ্যং সর্ব্বহত্যাহরং পরম্॥ ৩
হরিভক্তিপ্রদং সাক্ষাৎ ভক্তিমুক্তিপ্রসাধনম্।
ত্রৈলোক্যাকর্ষণং দেবি হরিসান্নিধ্যকারকম্॥ ৪
সর্ব্বত্র জয়দং দেবি সর্ব্বশত্রুভয়াবহম্।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং মনোবৃত্তিকরং পরম্॥ ৫
চতুর্দ্ধামুক্তিজনকং সদানন্দকরং পরম্।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং যজ্ঞানাং ফলদায়কম্॥ ৬

পার্ব্বতী কহিতেছেন।—হে ভক্তগণের অনুগ্রহকারক কৈলাসবাসিন্ ভগবন্! আমার নিকট পুণ্যময় শ্রীরাধিকা-কবচ বলুন। ১। হে নাথ! যদি আপনার দয়া থাকে তবে আমাকে দুঃখ এবং ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন; কারণ, হে নাথ শূলপাণে পিনাকধৃক্! আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। ২।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—হে গিরিজে! তুমি পূর্ব্বসূচিত কবচ শ্রবণ কর, তাহা সর্ব্বরক্ষাকর ও পবিত্র এবং সর্ব্বহত্যাহরা হয়। ৩। হে দেবি! হরিভক্তিপ্রদ ও সাক্ষাৎ ভক্তি এবং মুক্তির প্রসাধন, ত্রৈলোক্যাকর্ষণ এবং হরিসান্নিধ্যকারক। ৪। সর্ব্বত্র জয়দ সকল শত্রুর ভয়াবহ ও সকল জীবের মনোবৃত্তি-কারক। ৫। চারিপ্রকার

ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রাধামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৭
ঋষিরস্য মহাদেবোঽনুষ্টুপ্ছন্দশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
রাধাঽস্য দেবতা প্রোক্তা রাং বীজং কীলকং স্মৃতম্ ॥ ৮
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীরাধা মে শিরঃ পাতু ললাটং রাধিকা তথা ॥ ৯
শ্রীমতী নেত্রযুগলং কর্ণৌ গোপেন্দ্রনন্দিনী।
হরিপ্রিয়া নাসিকাঞ্চ ভ্রূযুগং শশিশোভনা ॥ ১০
ওষ্ঠং পাতু কৃপা দেবী অধরং গোপিকা তথা।
বৃষভানুসুতা দন্তান্ চিবুকং গোপনন্দিনী ॥ ১১
চন্দ্রাবলী পাতু গণ্ডং জিহ্বাং কৃষ্ণপ্রিয়া তথা।
কণ্ঠং পাতু হরিপ্রাণা হৃদয়ং বিজয়া তথা ॥ ১২
বাহূ দ্বৌ চন্দ্রবদনা উদরং সুবলস্বসা।
কোটিযোগান্বিতা পাতু পাদৌ সৌভদ্রিকা তথা ॥ ১৩
নখান্ চন্দ্রমুখী পাতু গুল্ফৌ গোপালবল্লভা।
নখান্ বিধুমুখী দেবী গোপী পাদতলং তথা ॥ ১৪

মুক্তিজনক, সদানন্দকর, রাজসূয় এবং অশ্বমেধাদিযজ্ঞের ফলদায়ক হয়।৬। এই কবচ না জানিয়া যে কেহ রাধামন্ত্র জপ করে সে তাহার ফল পায় না এবং তাহার পদে পদে বিঘ্ন হয়। ৭। ইহার ঋষি মহাদেব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, শ্রীরাধিকা দেবতা, রাং বীজ ও কীলক উক্ত হইয়াছে। ৮। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে ইহার বিনিয়োগ কথিত হয়, শ্রীরাধা আমার মস্তক ও রাধিকা ললাট রক্ষা করুন। ৯। শ্রীমতী নেত্রযুগল, গোপেন্দ্রনন্দিনী কর্ণদ্বয়, হরিপ্রিয়া নাসিকা এবং শশিশোভনা ভ্রূযুগল রক্ষা করুন। ১০। কৃপাদেবী ওষ্ঠ, গোপিকা অধর, বৃকভানুসুতা দন্ত, গোপনন্দিনী চিবুক রক্ষা করুন। ১১। চন্দ্রাবলী গণ্ড, কৃষ্ণপ্রিয়া জিহ্বা, হরিপ্রাণা কণ্ঠ, সেইরূপ বিজয়া হৃদয় রক্ষা করুন। ১২। চন্দ্রবদনা বাহুদ্বয়, সুবলস্বসা উদর, কোটিযোগান্বিতা সৌভদ্রিকা পাদদ্বয় রক্ষা করুন। ১৩। চন্দ্রমুখী

শুভপ্রদা পাতু পৃষ্ঠং কক্ষৌ শ্রীকান্তবল্লভা।
জানুদেশং জয়া পাতু হরিণী পাতু সর্ব্বতঃ॥ ১৫
বাক্যং বাণী সদা পাতু ধনাগারং ধনেশ্বরী।
পূর্ব্বাং দিশং কৃষ্ণরতা কৃষ্ণপ্রাণা চ পশ্চিমাম্॥ ১৬
উত্তরাং হরিতা পাতু দক্ষিণাং বৃষভানুজা।
চন্দ্রাবলী নৈশমেব দিবা ক্ষেড়িতমেখলা॥ ১৭
সৌভাগ্যদা মধ্যদিনে সায়াহ্নে কামরূপিণী।
রৌদ্রী প্রাতঃ পাতু মাং হি গোপিনী রজনিক্ষয়ে॥ ১৮
হেতুদা সঙ্গবে পাতু কেতুমালা দিবার্দ্ধকে।
শেষাঽপরাহ্নসময়ে শমিতা সর্ব্বসন্ধিষু॥ ১৯
যোগিনী ভোগসময়ে রতৌ রতিপ্রদা সদা।
কামেশী কৌতুকে নিত্যং যোগে রত্নাবলী মম॥ ২০
সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু রাধিকা কৃষ্ণমানসা।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি কবচং পরমাদ্ভুতম্॥ ২১
সর্ব্বরক্ষাকরং নাম মহারক্ষাকরং পরম্।
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসময়ে সায়াহ্নে প্রপঠেদ্‌যদি॥ ২২

নখ, গোপালবল্লভা গুল্‌ফদ্বয়, বিধুমুখী দেবী নখ, গোপী পদতল রক্ষা করুন। ১৪। শুভপ্রদা পৃষ্ঠ, শ্রীকান্তবল্লভা কক্ষ, জয়া জানুদেশ এবং হরিণী সকলস্থলে রক্ষা করুন। ১৫। বাণী বাক্য, ধনেশ্বরী ধনাগার, কৃষ্ণরতা পূর্ব্বদিক্ ও কৃষ্ণপ্রাণা পশ্চিমদিক্ রক্ষা করুন। ১৬। হরিতা উত্তরে, বৃষভানুজা দক্ষিণে, চন্দ্রাবলী নিশাতে, ক্ষেড়িতমেখলা দিবাতে আমাকে পালন করুন। ১৭। সৌভাগ্যদা মধ্যদিনে, কামরূপিণী সায়াহ্নে, রৌদ্রী প্রভাতে, গোপিনী রজনিক্ষয়ে আমাকে রক্ষা করুন। ১৮। হেতুদা সঙ্গবে, কেতুমালা দিবার্দ্ধকে, শেষা অপরাহ্নে, শমিতা সর্ব্বসন্ধিতে, যোগিনী ভোগসময়ে, রতিপ্রদা রতিবিষয়ে, কামেশী কৌতুকে এবং রত্নাবলী যোগ বিষয়ে, কৃষ্ণমানসা শ্রীরাধিকা সকল সময় সর্ব্বকার্য্যে নিত্য আমার রক্ষাবিধান করুন। হে দেবি! এই তোমাকে,

সর্ব্বার্থসিদ্ধিস্তস্য স্যাৎ য়দ্‌যন্মনসি বর্ত্ততে।
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে ॥ ২৩
প্রাণার্থনাশসময়ে যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৪
আরাধিতা রাধিকা চ তেন সত্যং ন সংশয়ঃ।
গঙ্গাস্নানাৎ হরের্নামগ্রহণাদ্ যৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৫
তৎ ফলং তস্য ভবতি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
হরিদ্রারোচনাচন্দ্রমণ্ডিতং হরিচন্দনম্ ॥ ২৬
কৃত্বা লিখিত্বা ভূর্জ্জে চ ধারয়েৎ মস্তকে ভুজে।
কণ্ঠে বা দেবদেবেশি স হরির্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭
কবচস্য প্রসাদেন ব্রহ্মা সৃষ্টিং স্থিতিং হরিঃ।
সংহারঞ্চাহং নিয়তং করোমি কুরুতে তথা ॥ ২৮
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় বিরাগগুণশালিনে।
দদ্যাৎ কবচমব্যগ্রমন্যথা নাশমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে সর্ব্বরক্ষাকরং রাধাকবচং সমাপ্তং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

পরমাদ্ভুত কবচ কহিলাম। ১৯—২১। সর্ব্বরক্ষাকর ও মহারক্ষাকর ইহার নাম হয়; ইহা যদি কেহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে পাঠ করে তবে তাহার অভিলষিত সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধিলাভ হয়। রাজদ্বারে, সভাতে, সংগ্রামে ও শত্রুশঙ্কটে অথবা প্রাণার্থনাশ সময়ে কেহ শুচি হইয়া পাঠ করিলে তাহার (কার্য্য) সিদ্ধ হয় এবং কুত্রাপি ভয় থাকে না। ২২-২৪। তৎকর্ত্তৃক রাধিকা আরাধিতা হয়েন, ইহাতে নিশ্চয় সংশয় নাই। গঙ্গাস্নানে ও হরিনামগ্রহণে যেই ফল হয় শুচি হইয়া যে ইহা পাঠ করে তাহারও সেই ফল হয়। হরিদ্রা রোচনা এবং চন্দ্রমণ্ডিত হরিচন্দন একত্র করিয়া ভূর্জ্জপত্রে বর্ণ লিখিয়া মস্তকে, ভুজে অথবা কণ্ঠে ধারণ করিলে হে দেবেশি, সেইজন শ্রীহরির সারূপ্য লাভ করে ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৫-২৭। এই কবচের প্রসাদে ব্রহ্মা সৃষ্টি, হরি স্থিতি এবং নিয়ত আমি সংহারকর্ত্তা হইয়াছি। ২৮। এই কবচ স্থিরবুদ্ধি হইয়া বিশুদ্ধ ও বিরাগগুণযুক্ত বৈষ্ণবকে প্রদান করিবে, অন্যথা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২৯।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ

মহাদেব মহাদেব দেবদেব জগৎপতে।
মন্ত্রার্থং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং গূঢ়ং রাধামনুং প্রভো।
বক্তুমর্হসি দেবেশ ভক্তং মাং শশিখণ্ডধৃক্ ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ

কৃষ্ণমন্ত্রার্থমেবাশু বক্ষ্যামি শৃণু নারদ।
ককারাৎ সৃষ্টিরূপোঽসৌ লকারাৎ স্থিতিরেব চ ॥ ২
সংহারাৎ ঈ ভবেন্নিত্যং নির্ব্বাণাদ্বিন্দুরেব চ।
ককারাদ্ভীতিমাপন্না যমদূতা ভবন্তি হি ॥ ৩
ঋকারাৎ পাতকানি স্যুঃ পলায়নপরাণি চ।
ষকারোচ্চারণাৎ সর্ব্বে ভূতা রাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ৪
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ ণকারাদ্রোগরাশয়ঃ।
অকারাৎ সর্ব্বতঃ শান্তিরেষ কল্পদ্রুমো মনুঃ ॥ ৫

শ্রীনারদ কহিলেন।—হে জগৎপতি দেবশ্রেষ্ঠ দেবদেব মহাদেব প্রভো শশিখণ্ডধৃক্! শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের অর্থ এবং শ্রীরাধিকার গুপ্তমন্ত্র ভক্ত আমাকে বলুন। ১।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের অর্থ ত্বরায় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। ককারার্থে সৃষ্টি, লকারে স্থিতি হয়। ২। ঈকারার্থে সংহার ও অনুস্বারে নির্ব্বাণ প্রকাশ পায় (ক্লীঁ)। যমদূতেরা ককার হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, ঋকার হইতে সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায় এবং ষকারোচ্চারণে সমস্ত ভূত, রাক্ষস এবং পন্নগেরা ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করে ও ণকারে রোগরাশি বিনষ্ট হয় এবং অকারেতে সকল প্রকারে শান্তি হওয়ায় এই মন্ত্র কল্পবৃক্ষস্বরূপ হয়েন (কৃষ্ণ)। ৩—৫।

ককারো মুখচন্দ্রোঽস্য ঋকারো নেত্রমণ্ডলম্।
ষকারো বাহুযুগলং ণকারঃ পাদমেব চ॥ ৬
অকারঃ সর্ব্বগাত্রাণি শৃণুষ্ব দ্বিজসত্তম।
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব দ্বিজসত্তম॥ ৭
ককারাদ্‌ব্রহ্মরূপত্বাৎ স্রষ্টিকর্ত্তা জনার্দ্দনঃ।
ঋকারাৎ স্রষ্টিকর্ত্তাঽসৌ বেদবেদ্যো হরিঃ স্বয়ম্॥ ৮
ষকারাৎ শিবরূপত্বাৎ স্রষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ।
ণকারাৎ শ্বেতরূপত্বাৎ নির্ব্বাণফলদায়কঃ॥ ৯
জগদ্বীজসর্ব্বমায়াবিসর্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কৃষ্ণনামার্থ এবোক্তঃ পরং শৃণু মহামতে॥ ১০
মা লক্ষ্মীঃ প্রোচ্যতে বেদে ধবস্তস্যাঃ পতির্হরিঃ।
অতো মাধবনামাঽসৌ প্রোচ্যতে পুরুষোত্তমঃ॥ ১১
মা শোভা তেজসো মূর্ত্তির্নিরাকারস্য তেজসঃ।
ধবস্তস্য হরিঃ সাক্ষান্মাধবোঽসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১২
বিষ্ণুর্বিভবনত্বাচ্চ ব্যাপকত্বাচ্চ নারদ।
ভাবনত্বাচ্চ বর্ণানাং বিষ্ণুরেব ততঃ স্মৃতঃ॥ ১৩

ককার উহার মুখচন্দ্র, ঋকার নেত্রমণ্ডল, ষকার বাহুযুগল এবং ণকার চরণ হইয়া থাকে।৬। হে দ্বিজসত্তম! অকার উহার সর্ব্বগাত্র বলিয়া অবগত হও, অপিচ উহার অন্যরূপ কহিতেছি প্রণিধান কর।৭। ককারে ব্রহ্মরূপত্বহেতুক স্রষ্টিকর্ত্তা জনার্দ্দন ও ঋকারেতে বেদবেদ্য শ্রীহরি স্বয়ং স্রষ্টিকর্ত্তা হইয়া থাকেন।৮। ষকার শিবরূপ হওয়াতে স্রষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারক এবং ণকারে শ্বেতরূপত্বহেতু নির্ব্বাণ ফলদায়ক হয়েন।৯। জগতের বীজ সর্ব্বমায়া বিসর্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে, হে মহামতি! শ্রীকৃষ্ণের এই নামের অর্থ কথিত হইল। এক্ষণে অপর নামার্থ শ্রবণ কর।১০। বেদে মা শব্দে লক্ষ্মী এবং ধবশব্দে তাঁহার পতি শ্রীহরি উক্ত হইয়াছেন, এইজন্য সেই পুরুষোত্তমকে লোকে মাধব কহে।১১। মা শব্দে শোভা নিরাকার তেজের মূর্ত্তি এবং তাঁহার ধব সাক্ষাৎ হরি, এজন্য শ্রীবিষ্ণুকে

কাশো দীপ্তিমতো যস্মাৎ প্রকাশঃ সর্ব্বজন্মনাম্ ।
প্রভুঃ প্রভবনত্বাচ্চ ততঃ কাশঃ প্রভুঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
চৈতন্যভূতো জীবানাং যতশ্চৈতন্যবর্জ্জিতাঃ ।
জড়ীভূতা ভবন্তীহ চৈতন্যস্তু ততঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫
সেবতে এষ বা ভূত্বা যস্মিন্ কৃষ্ণশরীরতঃ ।
অতঃ কেশবনামাঽসৌ সেব্যতে পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৬
হৃষীকাণামিন্দ্রিয়াণামীশঃ সংপ্রোচ্যতে যতঃ ।
অতো নারদ লোকেঽস্মিন্ হৃষীকেশ ইতি স্মৃতঃ ॥
জনানর্দ্দয়তে যস্মাৎ প্রলয়ে মহতি দ্বিজ ।
অতঃ স প্রোচ্যতে বেদে জনার্দ্দন ইতি প্রভুঃ ॥ ১৮
নারা জলমিতি প্রোক্তা অয়নং তস্য তা যতঃ ।
অতো নারায়ণো নাম গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৯
নারং নরসমূহে চ অয়নং তে যতঃ প্রভোঃ ।
অয়নং স সাক্ষিভূতো যতো নারায়ণঃ পরঃ ॥ ২০

মাধব কহা যায়। ১২। হে নারদ! বিষ্ণু বিভাবনত্ব, ব্যাপকত্ব এবং বর্ণের ভারনত্ব হেতু বিষ্ণু বাচ্য হইয়াছেন। ১৩। যে দীপ্তি হইতে সর্ব্বজীবের প্রকাশ হয় তাহাই কাশ, প্রভবনত্বহেতুক প্রভু, এইজন্য কাশই প্রভু বলিয়া অভিহিত হয়। ১৪। যাঁহা হইতে জড়ীভূত এবং চৈতন্যবর্জ্জিত জীবগণ চেতনাযুক্ত হয়, তাঁহাকে চৈতন্য কহা যায়। ১৫। ইনি কৃষ্ণ শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া সেবা করেন এইজন্য কেশব নামে অভিহিত হইয়া সেবিত হন। ১৬। যেহেতু বিষয়েন্দ্রিয়ের দেবতা হয়েন, হে নারদ! এইজন্য লোকে তাঁহাকে হৃষীকেশ কহে। ১৭। হে দ্বিজ! যে হেতু তিনি মহাপ্রলয়ে লোকদিগকে পীড়া দেন, এই নিমিত্ত বেদে সেই প্রভু জনার্দ্দন নামে অভিহিত হইয়াছেন। ১৮। নারা শব্দে জল এবং যেহেতু সেই জলই তাঁহার আশ্রয়স্থল এইজন্য সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ শব্দে গীত হয়েন। ১৯। নার শব্দে নর সমূহ এবং অয়নশব্দে উৎপত্তি স্থান অথবা সাক্ষিভূত হওয়াতেও

গাং পৃথ্বীং স্বর্গমেবাথ বাচং বা পশবোঽপি বা।
তেজসো বা পালকোঽসৌ গোপালস্তু ততঃ স্মৃতঃ॥ ২১
বালকত্বাচ্চ বালোঽসৌ কৃষ্ণবর্ণগতো ততঃ।
বালকৃষ্ণ ইতি প্রোক্তো যতোঽসৌ পুরুষোত্তমঃ॥ ২২
বাশব্দবোধে বায়ুশ্চ লাদানগ্রহণেন চ।
ককারো ব্রহ্মণো রূপমতো বালক উচ্যতে॥ ২৩
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা দাতা ভোক্তা কৃপাময়ঃ।
নাথোঽয়ং জগতাং যস্মাৎ জগন্নাথস্ততঃ স্মৃতঃ॥ ২৪
হরির্হরণশীলত্বাৎ পাপানাং দুঃখযোনিনাম্।
নরসিংহবপুর্যস্মাদতো ব্রহ্মন্ হরিঃ স্মৃতঃ॥ ২৫
ন চ্যবন্তি যতো ভক্তা মহতি প্রলয়ে সতি।
অতোঽচ্যুতঃ স বিশ্বাত্মা গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥ ২৬
চ্যুতিহীনোঽব্যয়ো যস্মাদথবাচ্যুত ইষ্যতে।
জগতামাদিভূতশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ॥ ২৭
অতো বেদে পুরাণে চ অনাদিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
গবামিন্দ্রঃ স্মৃতো যস্মাদ্বাচামিন্দ্রস্ততঃপরম্॥ ২৮

নারায়ণ উক্ত হইয়াছে।২০। গো শব্দে পৃথ্বী, স্বর্গ, বাক্য অথবা পশু বুঝায় ইনি ইহাদের এবং তেজের পালক হওয়াতে গোপাল শব্দের বাচ্য হইয়াছেন।২১। সেই পুরুষোত্তমের বালস্বভাব এবং কৃষ্ণবর্ণত্ব হেতুক তিনি বালকৃষ্ণ শব্দে বিখ্যাত হইয়াছেন।২২। 'বা' শব্দবোধে বায়ু 'লা' শব্দে দানগ্রহণ এবং ককার ব্রহ্মরূপ হয় এজন্য তাঁহার নাম বালক হইয়াছে।২৩। তিনি এই জগতের কর্ত্তা, হর্ত্তা, পালয়িতা, দাতা, ভোক্তা, কৃপাময় এবং নাথ হওয়াতে তাঁহার নাম জগন্নাথ হয়।২৪। দুঃখদায়ক পাপ হরণ করাতে এবং হে ব্রহ্মন্! তাঁহার নরসিংহ শরীর হওয়াতে তাঁহার নাম হরি হইয়াছে।২৫। যেহেতু ভক্তেরা মহাপ্রলয়েও চ্যুত হয়েন না, এই জন্য সেই বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তম অচ্যুত নামে গীত হইয়া থাকেন।২৬। অথবা তাঁহার

অতো গোবিন্দ ইতি চ কীর্ত্ত্যতে বেদবাদিভিঃ।
ইতি নামরহস্যং তে গদিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৯
নাস্ত্যন্তং নামতস্তস্য যাথার্থ্যং মুনিপুঙ্গব।
যদি পৃথিব্যা ধূল্যাদের্গণনাকরণক্ষমঃ ॥ ৩০
ভবিষ্যতি তথাপীশো নাম্নাং নৈব তু শক্যতে।
জন্মান্তরসহস্রেষু নৈব নৈব দ্বিজোত্তম ॥ ৩১

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
মন্ত্রনামরহস্যং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

চ্যুতি না থাকাতে সেই অব্যয় পুরুষকে, অচ্যুত বলে, যিনি জগতের আদি অন্ত এবং মধ্য হয়েন, এই হেতুক তিনি বেদ-পুরাণাদিতে অনাদি বলিয়া কীর্ত্তিত হন। তিনি গো এবং বাক্যের ইন্দ্র হওয়াতে বেদবিদ্‌গণ তাঁহাকে গোবিন্দ কহিয়াছেন। তোমাকে এই পরমাদ্ভুত নাম রহস্য কহিলাম। ২৭-২৯। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহার নামের যথার্থতঃ অন্ত নাই; যদি পৃথিবীর ধূল্যাদির গণনা সম্ভব হইতে পারে, তথাপি হে দ্বিজসত্তম! জন্মান্তর সহস্রেও তাহার নামের অন্ত হয় না (কেবল ভক্তিতে হয়)। ৩০-৩১।

নবমোঽধ্যায়ঃ

—(-ঃ-*-ঃ-)—

নারদ উবাচ

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
যে যে মন্ত্রাশ্চ শ্রীমত্যা রাধিকায়াঃ সুগোপিতাঃ।
তন্মে ব্রূহি মহাদেব যদ্যনুগ্রাহ্যতাং ময়ি॥ ১

মহাদেব উবাচ

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পার্ব্বত্যৈ যৎ প্রকাশিতম্।
নৈব তত্ত্বাং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব গদতো মম॥ ২
বহ্নিবীজং ক্রোশযুক্তং তথা বিন্দুবিভূষিতম্।
এতদ্বীজং মুনিশ্রেষ্ঠ বীজং ত্রৈলোক্যপূজিতম্॥ ৩
একাক্ষরোঽয়ং বিপ্রেন্দ্র মনুঃ সর্ব্বফলপ্রদঃ।
পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী জপেল্লক্ষদ্বয়ং সুধীঃ॥ ৪
অথান্যং মন্ত্ররাজস্তু শৃণু কল্পদ্রুমং মহৎ।
নিজবীজং ততো মায়া কামবীজমতঃ পরম্॥ ৫

নারদ কহিলেন।—অধুনা পরমাদ্ভুত রহস্য শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, হে মহাদেব! যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে তাহা হইলে শ্রীমতী রাধিকার যে সকল মন্ত্র সুগোপিত আছে তাহা আমার নিকট বলুন। ১।

মহাদেব কহিলেন।—হে নারদ! আমি যাহা পার্ব্বতীর নিকট প্রকাশ করিয়াছি, তাহা তোমাকে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ কর। ২। ক্রোশযুক্ত এবং বিন্দুভূষিত বহ্নিবীজ (রাং) আছে; হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই বীজ ত্রৈলোক্যের পূজিত হয়। ৩। হে বিপ্রেন্দ্র! এই একাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বফলদায়ক হওয়াতে, মন্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান সাধক তাহা পুরশ্চরণপূর্ব্বক দুইলক্ষবার জপ করিবে। ৪। অনন্তর মহৎ

রাধায়ৈ বহ্নিজায়ান্তো মন্ত্রোঽয়ং কল্পপাদপঃ।
প্রাতঃকৃত্যাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ পরিকল্পয়েৎ॥ ৬
যাগস্থানং ততো গত্বা স্নানাসনপরিগ্রহম্।
ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা প্রাণায়ামন্তু মূলতঃ॥ ৭
ঋষিরস্য মহাদেবো গায়ত্রী ছন্দ এব চ।
দেবতা রাধিকা প্রোক্তা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতা॥ ৮
এবং ঋষ্যাদিকং কৃত্বা রাং-বীজেনাঙ্গকল্পনা।
ততো ধ্যায়েৎ পরাং দেবীং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাম্॥ ৯
কিশোরীং কৃষ্ণসহিতাং নীলাম্বরধরাং শুভাম্।
দক্ষিণে ধৃততাম্বূলাং পাণৌ বামে সমুদ্গকম্॥ ১০
ধারয়ন্তীং স্বর্ণভূষাং সদা কৃষ্ণানুরাগিণীম্।
কৃষ্ণাস্যনয়নাসক্তাং হারনূপুরভূষিতাম্॥ ১১
এবং ধ্যাত্বা মানসৈস্তামুপচারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
ততো ধ্যাত্বা পুনর্দেবীং সংস্থাপ্য স্বপুরঃস্থলে॥ ১২

কল্পবৃক্ষস্বরূপ অপর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র শ্রবণ কর; নিজ বীজ তৎপর মায়া এবং কামবীজের উচ্চারণ করিয়া পরে রাধায়ৈ স্বাহা *। উক্ত মন্ত্র কল্পপাদপ বলিয়া জানিবে। প্রাতঃকৃত্যাদি পূর্ব্ববৎ কল্পনা করিবে। ৫-৬। অনন্তর যাগস্থানে গমন, স্নান ও আসন পরিগ্রহ এবং ভূতশুদ্ধ্যাদি করত মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে। ৭। উহার ঋষি মহাদেব, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং শ্রীমতী রাধিকা দেবতা ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে গোপনীয়ভাবে উক্ত হইয়াছে। ৮। এইরূপে ঋষ্যাদি করিয়া রাং বীজে অঙ্গপূজার কল্পনা করিবে; অনন্তর কাঞ্চনপ্রভা এবং বরপ্রদা সেই দেবীকে ধ্যান করিবে। ৯। তিনি কিশোরী, কৃষ্ণসহিতা, নীলাম্বরধরা এবং শুভঙ্করী ও দক্ষিণ হস্তে তাম্বূল এবং বাম হস্তে কৌটা ধারণ করিতেছেন। ১০। স্বর্ণভূষাধারিণী ও সদা কৃষ্ণানুরাগিণী, কৃষ্ণের মুখে আসক্তনয়না ও হার এবং নূপুরভূষিতা। ১১। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে;

* শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ রাধায়ৈ স্বাহা।

প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণান্ প্রাণেষু যোজয়েৎ ।
ততঃ পাদ্যাদিকং দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ১৩
যথাবিধি ধূপদীপনৈবেদ্যৈঃ পরিপূজয়েৎ ।
পুষ্পাঞ্জলিং পঞ্চধা চ দত্ত্বা মন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ ॥ ১৪
শুক্লপুষ্পৈঃ সদা পূজ্যা তুলসীপত্রসংযুতা ।
করবীরং তথা পদ্মং বকং কাঞ্চনমেব চ ॥ ১৫
শুক্লৈ রক্তৈস্তথা পূজ্যা অন্যথা ন সমাচরেৎ ।
বৈষ্ণবে সঙ্গতিঃ কার্য্যা বৈষ্ণবে চ সদা রতিঃ ॥ ১৬
জন্মাষ্টমীং সমাসাদ্য রোহিণীসংযুতা যদি ।
লভ্যতে চোপবাসো হি কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা তদা ॥ ১৭
নালাভে রোহিণীভে চ সপ্তমীং পরিবর্জয়েৎ ।
এবংপ্রকারতো ব্রহ্মন্ তথা গোষ্ঠাষ্টমীং তিথিম্ ॥ ১৮
উপবাসঃ সদা কার্য্যো নান্যথা সিদ্ধিহানিকৃৎ ।
বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ ॥ ১৯
বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ ।
বরং পিতৃবধং ব্রহ্মন্ মাতৄণাং গমনং বরম্ ॥ ২০

অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে স্বকীয় পুরীতে তাঁহাকে সংস্থাপন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব সাধক মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি দিয়া যথাবিধি ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্যসহকারে পূজা করিবে ও পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিবে। ১২-১৪। তুলসীপত্রযুক্ত শুক্লপুষ্পদ্বারা সর্ব্বদা পূজা করিবে। পুষ্পমধ্যে করবীর, পদ্ম, বক এবং কাঞ্চনপুষ্প প্রশস্ত। ১৫। শুক্ল অথবা রক্তপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে, অন্যপ্রকার করিবে না; বৈষ্ণবের সহিত মিলন ও রতি রাখিবে। ১৬। যদি রোহিণীসংযুতা জন্মাষ্টমী প্রাপ্ত হয় তাহাতে সর্ব্বদা উপবাস করিবে। ১৭। রোহিণীনক্ষত্র উহাতে না পাওয়া গেলে সপ্তমী বর্জ্জন করিবে, হে ব্রহ্মন্! এই প্রকারে গোষ্ঠাষ্টমী তিথি সম্পন্ন করিবে। ১৮। সদা উপবাস করিবে, অন্যথা সিদ্ধিহানি হয়, আর কোন বৈষ্ণব যদি অনবধানবশতঃ একাদশীতে

একাদশ্যাং বৈষ্ণবস্তু ন ভুঞ্জীত কদাচন।
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽহমিহ দ্বিজ।
হরেরাশ্চর্য্যভূতস্য কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২১

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
রাধামন্ত্রকথনং নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভোজন করে তাহার বিষ্ণুপূজা বৃথা হয়, সে ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়; হে ব্রহ্মন্! পিতৃহত্যা এবং মাতৃগমনও ঈষৎ প্রিয়; কিন্তু বৈষ্ণবেরা কদাচ একাদশীতে ভোজন করিবে না; হে বিপ্র! এস্থলে আমি যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম, তৎসমুদয় তোমাকে এইরূপে কহিলাম, শ্রীহরির আশ্চর্য্যসম্বন্ধে আর কি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ। ১৯-২১।

দশমোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

নারদ উবাচ

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি শরীরস্থ যথাক্রমম্।
কা নাড্যঃ কতিধাস্তত্র গতয়ো বায়ুসম্ভ্রমাঃ ॥ ১
বিশেষেণ মহাদেব বক্তুমর্হসি মাং প্রতি।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্যোচ্ছেত্তা নৈবোপলভ্যতে ॥ ২

মহাদেব উবাচ

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি যোগধারণমুত্তমম্।
তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ ॥ ৩
তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তাসু তিস্রোঽভ্যবস্থিতাঃ।
প্রধানো মেরুদণ্ডোঽত্র চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ৪
শক্তিরূপা চ সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
দক্ষিণে পিঙ্গলাখ্যা তু পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা ॥ ৫
দাড়িমীকুসুমপ্রখ্যা বিষাখ্যা মুনিভিঃ স্মৃতা।
মেরুমধ্যে স্থিতা যা তু মূলদা ব্রহ্মবিগ্রহা ॥ ৬

নারদ কহিলেন।—এক্ষণে শরীরের বিষয় যথাক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে কোন নাড়ী কত প্রকারে বায়ুর গতিযুক্ত হয়। ১। হে মহাদেব! আপনি আমার নিকট উহা বিশেষ প্রকারে বলুন; আপনি ভিন্ন এই সংশয়ের নাশকর্ত্তা আর কাহাকেও পাইতেছি না। ২।

মহাদেব কহিলেন।—হে নারদ! উত্তমরূপে যোগধারণার বিষয় শ্রবণ কর; শরীরমধ্যে সার্দ্ধ তিনকোটি নাড়ী আছে। ৩। তাহার মধ্যে দশটি প্রধান এবং তন্মধ্যে মেরুদণ্ডে অবস্থিত চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নিরূপা শ্রেষ্ঠ। ৪। শক্তিরূপা বামানাড়ী (ঈড়া) সাক্ষাৎ অমৃতরূপা এবং দক্ষিণে পুরুষরূপা পিঙ্গলানাড়ী সূর্য্যবিগ্রহ হয়েন। ৫। আর ব্রহ্মবিগ্রহা এবং মুনিগণের কথিত দাড়িমী-কুসুম-প্রখ্যা বিষাখ্যা নাড়ী

সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহুরূপিণী।
তস্যা মধ্যে বিচিত্রাখ্যা অমৃতপ্লাবিনী শুভা ॥ ৭
সর্ব্বদেবময়ী সা তু যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমা।
বিসর্গাদ্বিন্দুপর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি তত্ত্বতঃ ॥ ৮
মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞালক্রিয়াত্মকে।
মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গন্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৯
তদূর্দ্ধে কামবীজন্তু ফলশান্তীন্দুনাদকম্।
তদূর্দ্ধে তু শিখাকারা কুণ্ডলী ব্রহ্মবিগ্রহা ॥ ১০
তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং রসবর্ণং চতুর্দ্দলম্।
দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিভাবয়েৎ ॥ ১১
তদূর্দ্ধে হগ্নিসমপ্রখ্যং ষড়্‌দলং হীরকপ্রভম্।
কাদিচান্তষড়্‌বর্ণেন যুক্তাধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্ ॥ ১২
মূলমাধায় ষট্‌কোণং মূলাধারং ততো বিদুঃ।
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ ॥ ১৩
তদূর্দ্ধং নাভিদেশে তু মণিপূরং মহৎপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুতাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ ॥ ১৪

মেরুমধ্যে মূলদায়িনী হইয়া আছেন। ৬। সেই সর্ব্বতেজোময়ী বহুরূপিণী সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে অমৃতপ্লাবিনী বিচিত্রাখ্যা শুভা নাড়ী থাকে। ৭। তিনি সর্ব্বদেবময়ী এবং যোগীদিগের হৃদয়ঙ্গমা হইয়া বিসর্গ হইতে বিন্দুপর্যন্ত ব্যাপিয়া আছেন। ৮। ইচ্ছাজালক্রিয়াত্মক ত্রিকোণাখ্য মূলাধারে কোটীসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী স্বয়ম্ভু লিঙ্গ থাকেন। ৯। তাহার ঊর্দ্ধে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত কামবীজ আছেন; তাহার উপরে শিখাকারা ব্রহ্মবিগ্রহা কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। ১০। তাহার বহির্ভাগে স্বর্ণবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট চতুর্দ্দল পদ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহাকে দ্রুত হেমসমপ্রখ্য কহে। ১১। তাহার ঊর্দ্ধে হীরকপ্রভ ষড়্‌দল পদ্ম ককারাদি চান্তবর্ণে স্বাধিষ্ঠান নামে বিখ্যাত আছেন। ১২। তৎপরে মূলাবধি ঐ ষট্‌কোণকে মূলাধার বলিয়া জানিবে, তৎপর স্বকীয় লিঙ্গনামে বিখ্যাত

মণিবদ্ভিন্নতৎপদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে।
দশভিশ্চন্দনৈর্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্ ॥ ১৫
শিখেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বলোকৈককারণম্।
তদূর্দ্ধেন স্থিতং পদ্মমুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ১৬
কাদিঠান্তাক্ষরৈরর্কপত্রৈশ্চাজ্যমধিষ্ঠিতম্।
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গন্ত সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ॥ ১৭
শব্দব্রহ্মময়ং শব্দেনাহতং তত্র দৃশ্যতে।
তেনাহতাখ্যং পদ্মন্তু মুনিভিঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ১৮
আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাবেষ্টিতং পরম্।
তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্ ॥ ১৯
রবেঃ ষোড়শকৈর্যুক্তং ধূম্রবর্ণং মহৎপ্রভম্।
বিশুদ্ধং তনুতে যস্মাজ্জীবস্যাহং সলোকনাৎ ॥ ২০
বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতং আকাশাখ্যং মহৎ পরম্।
আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ২১

স্বাধিষ্ঠান পদ্ম অবগত হইবে। ১৩। তাহার উপর নাভিদেশে মহৎ প্রভাবিশিষ্ট মণিপূর (চক্র) পদ্ম আছে, উহা মেঘাভ, বিদ্যুতাভ ও বহু তেজোময় হয়। ১৪। যেহেতু সেই পদ্ম মণির ন্যায় বিভিন্ন, অতএব উহা মণিপূর নামে কথিত হইয়াছে। ঐ পদ্ম চন্দনাক্ত ডকারাদি ফান্তদশদলে যুক্ত বলিয়া জানিবে। ১৫। আর শিখাধিষ্ঠিত ঐ পদ্ম বিশ্বসংসারের কারণ। উহার ঊর্দ্ধে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় কাদিঠান্তাক্ষরান্বিত অর্কপত্রে আজ্য অধিষ্ঠিত, তাহার মধ্যে দশসহস্র সূর্য্যতুল্য বাণলিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন। ১৬-১৭। ব্রহ্মময়শব্দ শব্দদ্বারা আহত পরিদৃষ্ট হয়, সেই হেতু উহা অনাহতপদ্ম বলিয়া মুনিগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮। তাহা আনন্দময় গৃহ ও পরমপুরুষ কর্ত্তৃক আবেষ্টিত হয়, তাহার ঊর্দ্ধে ষোড়শ দলযুক্ত বিশুদ্ধাখ্যপদ্ম অবস্থিত। ১৯। সেই ধূম্রবর্ণ মহৎ প্রভাবিশিষ্ট পদ্ম ষোড়শ সূর্য্যের সহিত যুক্ত হইয়া জীবের শুদ্ধি বিস্তার করে, আমিও দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইয়াছি। ২০। শ্রেষ্ঠ ও আকাশাখ্য বিশুদ্ধপদ্ম কথিত-

আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুরো রাজ্ঞেতি কীর্ত্তিতম্ ।
কৈলাসাখ্যে তদূর্দ্ধে তু বোধনী তু তদূর্দ্ধতঃ ॥ ২২
এবঞ্চ সর্ব্বচক্রাণি প্রোক্তাণি তব সুব্রত ।
সহস্রারাম্বুজং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধমীরিতম্ ॥ ২৩
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমম্ ।
আদৌ পূরকযোগেন আধারে যোজয়েন্মনঃ ॥ ২৪
গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিং তদূর্দ্ধঞ্চ প্রবোধয়েৎ ।
লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রন্তু প্রাপয়েৎ ॥ ২৫
শম্ভুনা তাং পরাং শক্তিং একীভাবং বিচিন্তয়েৎ ।
তত্রোত্থিতামৃতরসং দ্রুতলাক্ষারসোপমম্ ॥ ২৬
পায়য়িত্বা চ তাং শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্ ।
ষট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া ॥ ২৭
অনেন জ্ঞানমার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ ।
এবমভ্যস্য চাযম্য অহন্যহনি মারুতম্ ॥ ২৮
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ।
পূর্ব্বোক্তদূষিতা মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সিদ্ধ্যন্তি নান্যথা ॥ ২৯

হইল, তাহার উপর আত্মার অধিষ্ঠানের স্থান আজ্ঞাচক্র আছে। ২১। সেখানে আজ্ঞাসংক্রমণ গুরুর আজ্ঞা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; তাহার উর্দ্ধে কৈলাসাখ্য স্থান আছে এবং তদূর্দ্ধে বোধনী নামক স্থান বিরাজ করিতেছে। ২২। হে সুব্রত! এইরূপে যে সকল চক্র উক্ত হইল তাহার উপর বিন্দুস্থান সহস্রদল পদ্ম কথিত হইয়াছে। ২৩। এই তোমাকে উত্তম যোগমার্গ সকল বলিলাম; উহাতে প্রথমতঃ পূরকযোগদ্বারা মূলাধারে মনঃসংযোগ করিবে। ২৪। তৎপরে গুহ্য এবং লিঙ্গদ্বারের মধ্যে যে শক্তি থাকেন, তাঁহাকে প্রবোধযুক্ত করিয়া লিঙ্গভেদক্রমে বিন্দুচক্রে লইয়া যাইবে। ২৫। অনন্তর শিবের সহিত পরাশক্তি একই চিন্তা করিয়া তাহাতে উত্থিত বিগলিত লাক্ষারস সদৃশ অমৃতরস যোগসিদ্ধিপ্রদা কৃষ্ণাখ্যা শক্তিকে পান করাইয়া অমৃতধারাতে ষট্ চক্র দেবতাকে পরিতৃপ্ত

যে গুণাঃ সন্তি দেবস্য পঞ্চকৃত্যো বিধায়িনঃ।
তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব ন চান্যথা ॥ ৩০
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমম্।
ইদন্তু ধারণাধ্যানং শৃণুষ্বাবহিতো মম ॥ ৩১
দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজনাৎ ॥ ৩২
অথবা সমলং চিত্তং যদা ক্ষিপ্রং ন সিদ্ধ্যতি।
তদাবয়বসংযোগাদ্যোগী যোগান্ সমভ্যসেৎ ॥ ৩৩
পদাম্ভোজে মনো দদ্যাৎ নখকিঞ্জল্‌কচিত্রিতে।
জঙ্ঘাযুগ্মে তথা রামকদলীকাণ্ডশোভিতে ॥ ৩৪
ঊরুদ্বয়ে মত্তহস্তিকরদণ্ডসমপ্রভে।
গঙ্গাবর্ত্তগভীরে তু নাভৌ সিদ্ধবিলে ততঃ ॥ ৩৫
উদরে বক্ষসি তথা হরেঃ শ্রীবৎসকৌস্তুভে।
পূর্ণচন্দ্রাযুতপ্রখ্যে ললাটে চারুমণ্ডলে ॥ ৩৬

করিবে।২৬-২৭। সুবুদ্ধিসাধক এইরূপ জ্ঞানমার্গে অভ্যাস করত প্রতিদিবস মূলাধারে বায়ুর সংযম করিতে থাকিবে।২৮। তাহাতে তাঁহার জরামরণ দুঃখ এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি হয়; অপিচ পূর্ব্বোক্ত দূষিত মন্ত্র সকলও ইহাতে সিদ্ধি প্রদান করে। ২৯। পঞ্চকৃত্য কারক দেবতার যে গুণ থাকে তাহা সাধকশ্রেষ্ঠের আছে, ইহার অন্যথা হয় না। ৩০। এই সকল অনুত্তম যোগবিধি কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকট ধ্যান ও ধারণার বিষয় অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৩১। দিক্ ও কালাদির অবচ্ছেদ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমাধান করিবে আর ব্রহ্মেতে যোজনা করিয়া শীঘ্রই তন্ময় হইবে, অথবা যৎকালে সমলচিত্ত শীঘ্র সিদ্ধ না হয়, তৎকালে অবয়ব সংযোগে যোগী যোগাভ্যাস করিবেন। ৩২—৩৩। নখকিঞ্জল্ক-চিত্রিত পাদপদ্মে এবং রামকদলীকাণ্ডশোভিত জঙ্ঘাদ্বয়ে চিত্ত সমাধান করিবে। ৩৪। মত্তহস্তীর করদণ্ডের সমান প্রভাবিশিষ্ট উরুদ্বয়ে ও গঙ্গাবর্ত্তের ন্যায় গভীর সিদ্ধবিল নাভিতে ও তৎপরে উদর এবং

শঙ্খচক্রগদাম্ভোজদোর্দণ্ডপরিমণ্ডিতে।
সহস্রাদিত্যসংকাশে কিরীটকুণ্ডলদ্বয়ে ॥ ৩৭

[কৃষ্ণ ইত্যুপলক্ষণম্।

স্থানে স্থানে যজেন্মন্ত্রী বিশুদ্ধশুদ্ধচেতসা।
মনো নিবেশ্য কৃষ্ণে বৈ তন্ময়ো ভবতি ধ্রুবম্।
যাবন্মনো লয়ং যাতি কৃষ্ণে স্বাত্মনি চিন্তয়েৎ ॥ ৩৮
তারাদিষ্টমনুং মন্ত্রী জপহোমং সমভ্যসেৎ।
অতঃপরং ন কিঞ্চিচ্চ কৃত্যমাস্তে মনোহরে ॥ ৩৯
বিদিতে পরতত্ত্বে তু সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥ ৪০
মন্ত্রাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞানং জ্ঞানায় কল্পতে।
ন যোগেন বিনা মন্ত্রী ন মন্ত্রেণ বিনা হরিঃ ॥ ৪১
দ্বয়োরভ্যাসযোগো হি ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্।
তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে ॥ ৪২

শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে ও শ্রীবৎসকৌস্তভে এবং দশসহস্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় চারুমণ্ডল ললাটে ও তাঁহার হস্তস্থিত শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মে এবং সহস্রাদিত্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট কিরীট ও কুণ্ডলদ্বয়ে মনঃস্থাপন করিতে হয়। ৩৫-৩৭।

[এই কৃষ্ণের উপলক্ষণ।

স্থানে স্থানে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া মন্ত্রজ্ঞসাধক শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশপূর্ব্বক নিশ্চয়ই তন্ময় হইবেন এবং যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মাতে সেই মন লয় প্রাপ্ত না হয় তাবৎ তাঁহার চিন্তা করিবেন। ৩৮। অপিচ ঐ সাধক 'তারাদিষ্ট মন্ত্রের জপ ও হোম অভ্যাস করিতে থাকিবেন; ইহার পর আর বিশেষ কোন কৃত্য নাই, মনোহর পরমতত্ত্ব জানিলে আর কোন নিয়ম থাকে না; তালবৃন্তে কি আবশ্যক যদি মলয়াচলের বায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩৯-৪০। মন্ত্রাভ্যাস এবং যোগ দ্বারা (শেষে) একই জ্ঞান কল্পিত হয় এবং যোগ বিনা মন্ত্রী নাই এবং মন্ত্র বিনা শ্রীহরিকে পাওয়া

এবং মায়াবৃতো হ্যাত্মা মন্থনা গোচরীকৃতঃ।
এবং তে কথিতং ব্রহ্মন্মন্ত্রযোগমনুত্তমম্।
দুর্লভং বিষয়াসক্তৈঃ সুলভং তাদৃশামপি॥ ৪৩

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
যোগকথনে দশমোঽধ্যায়ঃ॥

যায় না। ৪১। এই উভয়ের অভ্যাসযোগই ব্রহ্মসংসিদ্ধির কারণ হয়, কারণ অন্ধকারাবৃত গৃহে দীপ থাকিলে ঘটাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৪২। এই প্রকার মায়াবৃত আত্মা মন্ত্রদ্বারা গোচরীকৃত হইল, হে ব্রহ্মন্! তোমাকে এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রযোগ কহিলাম ইহাতে উক্ত যোগ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের দুর্লভ হইয়াও সুলভ হইল। ৪৩।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ

অথ প্রকারান্তরং, তত্র শারদায়াং

ষণ্ণবত্যঙ্গুলায়ামং শরীরমুভয়াত্মকম্।
গজধ্বজান্তরে কন্দমুৎসেধাদ্‌দ্ব্যঙ্গুলং বিদুঃ॥ ১
তস্য দ্বিগুণবিস্তারং বৃত্তরূপেণ শোভিতম্।
নাড্যস্তত্র সমুদ্ভূতাঃ মুখ্যাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২

শ্রীমহাদেব কহিলেন।—

[অনন্তর প্রকারান্তরে শারদায় (যোগকথন)]

এই উভয়াত্মক শরীর ষণ্ণবতি অঙ্গুলি আয়াম গজধ্বজান্তরে কন্দ উৎসেধ হেতুক দ্ব্যঙ্গুল জানিবে। ১। সেখানে দ্বিগুণ বিস্তৃত এবং বৃত্তরূপে শোভিত, নাড়ী সকল তাহাতে সমুদ্ভূত, তাহার মধ্যে তিনটি

ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা।
তয়োর্ম্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না তৎসমাশ্রিতা ॥ ৩
পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং যাতা শিবাখ্যা শিরসা পুনঃ।
ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ৪
তস্য মধ্যগতা নাড়ী বিচিত্রা যোগিদুর্ল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রং বিদুস্তস্যাঃ পদ্মসূত্রনিভং পরম্ ॥ ৫
আধারাস্তু গতাস্তত্র মতভেদাদনেকধা।
দিব্যমার্গমিমং প্রাহুরমৃতানন্দকারকম্ ॥ ৬
ইড়ায়াং সঞ্চলেচ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ।
জাতৌ তু যোগনিদ্রায়াং সুষুম্নায়াঞ্চ তাবুভৌ ॥ ৭
আধারকন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্।
জ্যোতিষাং নিলয়ং দিব্যং প্রাহুরাগমবেদিনঃ ॥ ৮
তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
পরিস্ফুরতি সর্ব্বাত্মা সুপ্তাহিসদৃশাকৃতিঃ ॥ ৯
বিভর্ত্তি কুণ্ডলী শক্তিরাত্মানং হংসমাশ্রিতা।
হংসঃ প্রাণাশ্রয়ো নিত্যং প্রাণা নাড়ীপথাশ্রয়াঃ ॥ ১০

প্রধান বলিয়া উক্ত হইল। ২। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও তাহার মধ্যে সুষুম্না নাড়ী থাকে। ৩। সোম-সূর্য্যাগ্নি-রূপিণী শিবাখ্যা নাড়ী পাদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত গিয়া ব্রহ্মস্থানে মিলিত হইয়াছে। ৪। তাহার মধ্যগত এবং যোগীদিগের দুর্ল্লভ ও পদ্মসূত্র সদৃশ বিচিত্রা নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রগত হয়েন। ৫। ইহার মতভেদ হেতুক অনেক প্রকার আধার উক্ত হইয়া থাকে; যাহা হউক অমৃতানন্দকারক এই দিব্য মার্গ কথিত হইল। ৬। ইড়াতে চন্দ্রের এবং পিঙ্গলাতে সূর্য্যের গতি হয়, পরন্তু তাঁহারা সুষুম্নার যোগনিদ্রার সময়ে উপস্থিত হয়েন। ৭। বেদবিদ্‌গণ আধারকন্দমধ্যস্থ অতি সুন্দর ত্রিকোণ জ্যোতিষ্-সমূহের দিব্য নিলয় স্থান বলিয়াছেন। ৮। তাহাতে বিদ্যুল্লতাকারা, পরদেবতা কুণ্ডলী সুপ্ত সর্প-সদৃশাকৃতি সর্ব্বাত্মা পরিস্ফুরিত হইয়া

আধারাদূর্দ্ধ্বতো বায়ুর্যথাবৎসর্ব্বদেহিনাম্।
দেহং প্রাপ্য স্বনাড়ীভিঃ প্রয়াণং কুরুতে বহিঃ ॥ ১১
দ্বাদশাঙ্গুলমানেন তস্মাৎ প্রাণ ইতি স্মৃতঃ।
রম্যে মৃদ্বাসনে শুদ্ধে পটাজিনকুশোত্তরে ॥ ১২
যদ্বৈকমাসনং যোগী যোগমার্গপরো ভবেৎ।
জ্ঞাত্বা ভূতো যত্র দেহে যথাবৎ প্রাণবায়ুনা।
তত্র ভূতো যজেদ্দেহে দৃঢ়ত্বাবাপ্তয়ে সুধীঃ ॥ ১৩

[আসনভূতোদয়ে প্রাগুক্তে।

অঙ্গুলীভির্দ্দৃঢ়ং বদ্ধা করণানি সমাহিতঃ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জ্জনীভ্যাং বিলোচনে। ১৪
নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যামন্যাভির্ব্বদনং দৃঢ়ম্।
বদ্ধাঽঽত্মপ্রাণমনসামেকত্বং সমনুস্মরন্ ॥ ১৫
ধারয়েন্মারুতং সম্যগ্‌যোগোঽয়ং যোগিদুর্লভঃ।
নাদঃ সঞ্জায়তে তস্য ক্রমাদভ্যস্যতঃ শনৈঃ ॥ ১৬

থাকেন। ৯। কুণ্ডলীশক্তি হংসাশ্রয় করিয়া আত্মাকে ভরণ করেন; হংস প্রাণের আশ্রয় ও প্রাণাদিবায়ু নাড়ীপথের আশ্রয় করিয়া থাকেন। ১০। আধার হইতে উর্দ্ধতন বায়ু যথাবৎ সকল প্রাণীর মধ্যে গমনাগমন করত স্ব-নাড়ীর সহিত বহির্গমন করে। ১১। দ্বাদশাঙ্গুলি উহার বাহ্যগতির পরিমাণ থাকাতে উহাকে প্রাণ কহা যায়; আর রম্য, মৃদু ও শুদ্ধ পট্ট, চর্ম্ম এবং কুশোত্তরের আসনে অথবা অন্য কোন আসনে বসিয়া যোগী যোগপথে তৎপর হইবেন ও সুধী সাধক দৃঢ়ত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রাণবায়ুদ্বারা যেস্থানে যে ভূত আছে তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহার যথাবিধি পূজা করিবেন। ১২-১৩।

[আসন এবং ভূতোদয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সমাহিত করিয়া উভয় কর্ণে অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীদ্বয় লোচনদ্বয়ে স্থাপন করিতে হইবে। ১৪। নাসারন্ধ্রে মধ্যমা এবং অন্য অঙ্গুলি বদনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া আত্মা,-

স তু ভৃঙ্গাঙ্গনাগীতসদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
বংশিকাংস্যানিলাপূর্ণং বংশভাবানিলোপমম্॥ ১৭
ঘণ্টারবসমং পশ্চাৎ ঘনমেঘস্বনোঽপরঃ।
এবমভ্যস্যতঃ পুংসঃ সংসারধ্বান্তনাশনঃ॥ ১৮
জ্ঞানমুৎপদ্যতে সর্ব্বং হংসক্ষেপণমব্যয়ম্।
পুংপ্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দুসর্গৌ মনীষিভিঃ॥ ১৯
তাভ্যাং ক্রমাৎ সমুদ্ভূতৌ বিন্দুসর্গাবসানকৌ।
হংসৌ হংসপ্রকৃত্যাখ্যৌ হংসবান্ প্রকৃতিস্তু সঃ॥ ২০
অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবো যামুপতিষ্ঠতে।
পুরুষত্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতির্নিত্যমাত্মনঃ।
যদা তদ্ভাবমাপ্নোতি তদা সোঽহমিদং ভবেৎ॥ ২১
সাকারার্ণং লোপয়িত্বা প্রযত্নশ্চ ততঃ পরম্।
সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববদ্রূপাং তদাসৌ প্রণবো ভবেৎ॥ ২২
পরানন্দময়ং নিত্যং চৈতন্যৈকগুণাত্মকম্।
আত্মাভেদস্থিতং যোগী প্রণবং ভাবয়েৎ সদা॥ ২৩

প্রাণ ও মনের একত্বস্মরণ করত তাহাতে বায়ুধারণা করিবে; এই যোগ যোগীদিগেরও সুদুর্লভ; ইহার ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা নাদ (শব্দ) শুনা যায়। ১৫-১৬। ভ্রমরীর গুণ গুণ শব্দের ন্যায় সেই প্রথম ধ্বনি অনুভূত হয় ও তৎপরে সেই শব্দ বায়ু সংযোগে উৎপন্ন বেণু শব্দের তুল্য হইয়া পশ্চাৎ ঘণ্টারবের ন্যায় ও পরে ঘন মেঘ শব্দের সদৃশ হইলে, এই অভ্যাস দ্বারা পুরুষের সংসার-কালিমা দূর হইয়া থাকে। ১৭—১৮। "হংস" ক্ষেপণে জ্ঞান জন্মিলে মণীষিগণ কর্তৃক (ঐ মন্ত্রের) অনুস্বার এবং বিসর্গ পুরুষ এবং প্রকৃতি মূলক কথিত হয়। ১৯। তাহা হইতে উৎপন্ন বিন্দুবিসর্গাবসানক হংসকে প্রকৃতি এবং হংসবান্‌কে পুরুষ বলিয়া যথাক্রমে স্থির করা আবশ্যক। ২০। এই প্রকারে তাহা হইতে অজপা কথিতা হইলেন, জীবেরা ইহা পুরুষাশ্রয়বিশিষ্ট জানিয়া সাধনা করিতে থাকিবেন; ইহাতে তাঁহার ভাব অবগত হইলে সোঽহং এই প্রকার

আহ্নায় বাচামতিদূরমাদ্যং বেদ্যং স্বসংবেদ্যগুণেন সন্তঃ।
আত্মানমানন্দরসৈকসিন্ধুং পশ্যন্তি তে তারকমাত্মনিষ্ঠাঃ॥ ২৪
সত্যং হেতুবিবর্জ্জিতং শ্রুতিগিরামাদ্যং জগৎকারণং
ব্যাপ্তং স্থাবরজঙ্গমং নিরুপমং চৈতন্যমন্তর্গতম্‌।
আত্মানং রবিচন্দ্রবহ্নিবপুষং তারাত্মকং সন্ততং
নিত্যানন্দগুণালয়ং সুকৃতিনঃ পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়াঃ॥ ২৫
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং ভজন্তে চৈতন্যমাত্রং রবিমণ্ডলস্থম্‌।
ধ্যায়ন্তি দুগ্ধাব্ধিভুজঙ্গভোগে শয়ানমাদ্যং কমলাসহায়ম্‌।
প্রফুল্লনেত্রোৎপলমঞ্জনাভং চতুর্মুখেনাশ্রিতপাদপদ্মম্‌॥ ২৬
আম্নায়গন্তুচরণং ঘননীলমুদ্যৎ-
শ্রীবৎসকৌস্তুভগদাম্বুজশঙ্খচক্রম্‌।
হৃৎপুণ্ডরীকনিলয়ং জগদেকমূল-
মালোকয়ন্তি কৃতিনঃ পুরুষং পুরাণম্‌॥ ২৭

জ্ঞান জন্মিবে। ২১। অনন্তর যত্নপূর্ব্বক সাকার মন্ত্র লোপ করিয়া পরে পূর্ব্বরূপে সন্ধ্যা করিলে উহা প্রণব হয়। ২২। যোগী সাধকেরা সতত এই প্রণবের চিন্তা করিবেন যে,—উহা পরমানন্দময় ও নিত্য একমাত্র চৈতন্যগুণ-বিশিষ্ট এবং আত্মার সহিত অভেদে স্থিত হয়। ২৩। সাধুগণ স্বসংবেদ্য গুণদ্বারা বাক্যের অতি দূরে অবস্থিত পরমানন্দরসের সাগরস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে অবগত হইবেন; আর তাঁহারা আত্মনিষ্ঠ হইয়া তারক (বীজের) প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। ২৪। সত্যস্বরূপ, হেতুরহিত, শ্রুতিবাক্যের আদি, জগতের কারণ, স্থাবর এবং জঙ্গমেতে ব্যাপ্ত উপমাশূন্য চৈতন্যময় এবং অন্তরস্থিত আত্মাকে, জিতেন্দ্রিয় ও সুকৃতী পুরুষেরা সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিময় শরীরবিশিষ্ট এবং তারাত্মক ও নিত্যানন্দগুণের আলয় বলিয়া নিরীক্ষণ করেন। ২৫। এবম্প্রকারে আদিপুরুষ ক্ষীর সাগরে অনন্ত ফণাতে শয়ান সেই কমলাপতিকে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, রবি-মণ্ডলস্থিত, চৈতন্যময়, প্রফুল্ল নয়নোৎপল এবং অঞ্জনবর্ণে শোভমান ও ব্রহ্মার ধ্যানগম্য জানিয়া সাধকেরা তাঁহার ভজনা করেন। ২৬। কার্য্যকুশল ও

নারদ উবাচ

ইতি মে যোগশাস্ত্রস্য জ্ঞাতং মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
প্রকাশিতঞ্চ যত্নেন জ্ঞানামৃতমিদং ভুবি ॥ ২৮
বুধাঃ পিবত যত্নেন পরং ব্রহ্মরসায়নম্ ।
পীত্বেদমমৃতং ভূয়ো মৃতং জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২৯
যেঽভ্যস্যন্তি ত্বিদং শাস্ত্রং পঠন্তি পাঠয়ন্তি বা ।
সিদ্ধয়োঽষ্টৌ করে তেষাং ধনধান্যাদিসম্পদঃ ॥ ৩০
আদৃতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু ভোগিনঃ ক্ষোভকারকাঃ ।
প্রাপ্নুবন্তি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
যোগপ্রকরণং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

—সমাপ্তঞ্চেদং নারদপঞ্চরাত্রম্—

ভক্তিমান্ সাধকেরা মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং শ্রীবৎস-কৌস্তুভ, গদা, পদ্ম, শঙ্খ এবং চক্রধারী, শ্রুতি-সংস্তুত চরণারবিন্দ এবং হৃৎপদ্মে অবস্থানকারী পুরুষ বোধে তাঁহাকে দর্শন করেন। ২৭।

নারদ কহিলেন।—আমি এইরূপে যোগশাস্ত্রের উত্তম মাহাত্ম্য অবগত হইয়া যত্নপূর্ব্বক সেই জ্ঞানামৃত পৃথিবীতে প্রকাশ করিলাম। ২৮। বিজ্ঞলোকেরা এই পরব্রহ্ম রসায়ন পান করুন; যেহেতুক ইহা পান করিয়া মৃত হইলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। ২৯। যে কেহ এই শাস্ত্র পাঠ করে এবং পাঠ করায় তাহাদের করে অষ্টসিদ্ধি এবং ধন-ধান্যাদি সম্পদ হয়; তাঁহারা সকল শাস্ত্রে সমাদৃত, ভোগবান্ ক্ষোভকারক ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া পরব্রহ্ম লাভ করেন। ৩০৩১।

—সমাপ্ত—